জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদন

অক্টোবর ২০২৫

পঞ্চম খণ্ড

CamScanner

পঞ্চম খণ্ড

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট-১৫:	দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির অংশগ্রহণ না করা সংক্রান্ত চিঠি	৩
পরিশিষ্ট-১৬:	জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণের সংলাপের সারসংক্ষেপ	৮
পরিশিষ্ট-১৭:	যেসব বিষয় দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় উত্থাপন করা হয়নি	১৮
পরিশিষ্ট-১৮:	সংশোধিত আকারে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ	৪৮
পরিশিষ্ট-১৯:	রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে সংলাপের আলোচ্য বিষয়সমূহ	৫৩
পরিশিষ্ট-২০:	দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে	৫৩
পরিশিষ্ট-২১:	রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপের সারসংক্ষেপ	৫৫
পরিশিষ্ট-২২:	নাগরিক মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব	৪৮১

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা	সভাপতি
অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান	সহ-সভাপতি
জনাব সফর রাজ হোসেন, পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
ড. বদিউল আলম মজুমদার সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
বিচারপতি এমদাদুল হক, সদস্য, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	সদস্য
ড. ইফতেখারুজ্জামান, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান	সদস্য
ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	সদস্য

পরিশিষ্ট-১৫

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির অংশগ্রহণ না করা সংক্রান্ত চিঠি

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: ২৭/৮ সি/২ তোপখানা রোড, তৃতীয় তলা, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৭১২ ৫৮৪৩৯৯, ০১৭১১ ১৮৮৮২৫

সূত্র: তারিখ : ১৮/৫/২০২৫

বরাবর,
সভাপতি
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

বিষয় : সংস্কার কমিশন সমূহের সুপারিশ এবং স্প্রেডশিট ও সংস্কার প্রসঙ্গে আমাদের পার্টির বক্তব্য।

জনাব,
সংগ্রামী শুভেচ্ছা। '২৪ গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কার কমিশন গঠন করেন। আমাদের পার্টি ৫টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেছে। ৫টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আমাদের পার্টির কাছে পৌছানোর জন্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে আমাদের পার্টির অবস্থান সংক্ষেপে তুলে ধরছি আজকের এই চিঠির মাধ্যমে। সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশ পাঠ করে আমাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সুপারিশ সমূহের বেশ কিছু বক্তব্য ইতিবাচক একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য উপযোগী বলে মনে করছি। অন্যদিকে এমন অনেক বক্তব্য সুপারিশসমূহে আছে যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সেসব বক্তব্য '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিটের বিপরীত বলেই আমরা মনে করি। সবচেয়ে ভালো হতো ৫ সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করে হাজির করতে পারলে, কিন্তু নানা কারণে আমরা সে পথে গেলাম না।

স্প্রেডশিট প্রসঙ্গে দু'কথা না বললেই নয়। স্প্রেডশিটের আইডিয়াটা হয়তোবা আপনাদের কাছে দারুণ মনে হয়েছে। কিন্তু আমরা না বলে পারছি না যে, স্প্রেডশিটের ধারণাটি আমাদের কাছে খুবই অনির্দিষ্ট ও কনফিউজিং মনে হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে মতার্দশিক রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্টভাবে উত্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব মনে হয়েছে আমাদের কাছে। ১৫ এপ্রিল জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে আমাদের বৈঠকে সংবিধান ও নির্বাচন বিষয়ক সংস্কার কমিশনের দুটো স্প্রেডশিট জমা দিয়েছি বটে কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আমরা নিজেদের প্রতিই খুব নাখোশ হয়েছি। দেশ ও জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুই বিষয়ে আমরা স্প্রেডশিট পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের প্রকৃত অবস্থান স্পষ্ট করে উত্থাপন করতে পারিনি

CamScanner

বলেই মনে করি। তাই এবার বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন ও জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে স্প্রেডশিটের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান উত্থাপন করার অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দৃষ্টি আর্কষণ করে শুধু বলতে চাই, চার দশক ধরে দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে '২৪ গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতে বিদ্যমান স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কারের যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে সে প্রসঙ্গে আমাদের পার্টি "গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি"র মতার্দশিক রাজনৈতিক অবস্থান থেকে কি ধরনের সংস্কার প্রত্যাশা করি, তা ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে পার্টির প্রচার পত্রের (লিফলেট) মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছি। ১৫ এপ্রিল ২০২৫ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে আমাদের বৈঠকের দিন সেই লিফলেট জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি জনাব ড. আলী রিয়াজসহ উপস্থিত কয়েকজন সম্মানিত সদস্যের কাছে প্রদান করেছি। এই লিফলেটে বর্ণিত ১৫ দফা সংস্কার প্রস্তাবের মাধ্যমে আমাদের পার্টি সংস্কার বিষয়ে কি ও কেমন মত পোষণ করে তা উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আমাদের পার্টির সেই ১৫ দফা সংস্কার প্রস্তাব যথেষ্ট, তা দাবি করছি না। তবে মোটাদাগে মৌলিক অর্থে সংস্কারের বিষয়সমূহ যথাযথভাবে উত্থাপন করতে পেরেছি বলে আমাদের পার্টি মনে করে।

জাতীয় ঐকমত্যের কমিশনের কাছে প্রদত্ত আমাদের এই চিঠির সাথে ১৫ দফা সংস্কার প্রস্তাবের সেই লিফলেটটি যুক্ত করে দেয়া হলো। আমাদের পার্টি আশা করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আমাদের উত্থাপিত ১৫ দফার মাধ্যমে বিদ্যমান স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নটি কিভাবে বিবেচনা করে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

ধন্যবাদসহ

মোশরেফা মিশু
সাধারণ সম্পাদক
গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি
১৮/০৫/২০২৫

CamScanner

দুনিয়ার মজদুর এক হও

বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের লড়াই জারি রাখুন

সংগ্রামী বন্ধুগণ,
স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৫ বছর ৭ মাসের শাসনামলে দেশব্যাপী দুর্নীতি, লুটপাট, অর্থ পাচার ও ব্যাংকগুলো শূন্য করে ঋণখেলাপীসহ এক দুর্বিসহ শাসন কায়েম করেছিলো। গুম, খুন, অপহরণ, বিরোধী রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের নামে নির্বিচারে মিথ্যা মামলাসহ রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে দেশের সর্বস্তরের শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-জাতি-লিঙ্গ-বর্ণের মানুষদের উপর এক সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন জারি করেছিলো। মানুষ এই দুঃসহ ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির পথ খুঁজছিলো। **জুলাই-আগস্ট ২০২৪** ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী খুনী হাসিনা সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে দেশবাসী সেই মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করেছে।

সংগ্রামী বন্ধুগণ,
ছাত্র-জনতার এই অভ্যুত্থানকে কেউ বলছে গণবিপ্লব, কেউ বলছে ছাত্র জনতার বিপ্লব, কেউ বলছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। প্রকৃতপক্ষে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণির কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের মতো কোনো গণঅভ্যুত্থান সম্পন্ন হলে তাকে বিপ্লব বা গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা চলে। এটা বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংকট। ক্ষমতাসীন আওয়ামী বুর্জোয়া সরকার সারা দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করার ফলে দেশে কোনো মানুষই নিরাপদ ছিলো না। ক্ষমতা বহির্ভূত বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও একই মতাদর্শের শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-লিঙ্গ-জাতি কোনো মানুষই নিরাপদ ছিলো না এই সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের কবল থেকে। তাই **বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন** নামে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন যখন ১৬ জুলাই থেকে দেশব্যাপী ব্যাপক আকার ধারণ করতে শুরু করে তখন মানুষ এই আন্দোলনের মাঝেই নিজের মুক্তির পথ খুঁজে ফেরে। বিশেষ করে ১৬ জুলাই থেকে সারাদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার ও তাদের দোসর ১৪ দলীয় জোট, যারা হাসিনার ক্রীতদাসের মতো ভূমিকা পালন করে গেছে তাদের অবিরাম গুলিবর্ষণে সন্তানসম ছাত্র-ছাত্রীদের মৃত্যুকে মানুষ আর সহ্য করে নিতে পারেনি। অভিভাবক শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষ এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী গণহত্যাকারী হাসিনার পতনের মুহূর্ত পর্যন্ত সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রমজীবী মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। শত শত মানুষ চিরদিনের মতো হাত-পা, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া ১৯৫২ সালের পর থেকে এতো রক্ত এতো খুন এদেশের মানুষ আর কখনোই দেখেনি। এক সাগর রক্ত ঝরিয়ে ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে গেছে। ছাত্র-জনতার এই অভ্যুত্থান সীমাহীন ত্যাগের ফসল। এই অভ্যুত্থান অভূতপূর্ব, অসামান্য।

বন্ধুগণ,
ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী অসাধারণ এই অভ্যুত্থানের স্পিরিট ও অঙ্গীকার আমাদের রক্ষা করতে হবে। অভ্যুত্থানের এই স্পিরিট ও অঙ্গীকার আমাদের এগিয়ে নিতে হবে, বিকশিত করতে হবে প্রকৃতপক্ষেই একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে। এই স্পিরিট এই আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিতে হবে বিদ্যমান স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো বিলোপের দিকে। এটি প্রকৃত বিপ্লবীদের কাজ। এটি প্রকৃত বিপ্লবীদের লড়াই। প্রকৃত মার্কসবাদী বিপ্লবীরাই কেবলমাত্র এই অভ্যুত্থানকে, এই লড়াইকে বিকশিত করে বিদ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর বিলোপসাধন করে ইতিহাসকে মানব ও প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশ প্রতিবেশের মুক্তির দিকে পরিচালনা করতে পারে। আসুন, সেই লক্ষ্যেই আমাদের লড়াই জারি রাখি।

বন্ধুগণ,
৮ আগস্ট শপথ নেয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকার খুব বেশি কিছু করে ফেলবে তা মনে করার কারণ নেই। তারা সংস্কারের কথা বলছে। সংস্কারের জন্য তাদেরকে গ্রহণযোগ্য সময় দিতে চাই। আমরাও চাই এই স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কার হোক। সে লক্ষ্যেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে কিছু সংস্কার প্রস্তাব রাখছি, আমাদের দাবি আকারে।

১. ছাত্র-জনতার হত্যাকারী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী হাসিনা ও সর্বক্ষেত্রে তার সহযোগীদের গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে।

২. নিহত-আহতদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। হতাহতদের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের সুচিকিৎকার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে।

৩. ধর্মীয় ও পাহাড়ে সমতলে সকল জাতির মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি ঘটাতে হবে। দেশব্যাপী সকলক্ষেত্রে দখল-পাল্টা দখলের তৎপরতা দ্রুত বন্ধ করতে হবে। এ ধরনের তৎপরতার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

CamScanner

৪. স্বৈরতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক ধারা ও অনুচ্ছেদ বাতিল, সংশোধন করে সংবিধানের গণতান্ত্রিক রূপান্তর করতে হবে। সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ সকল নিবর্তনমূলক আইন বাতিল করতে হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. দুর্নীতি লুটপাট অর্থ পাচার ঋণখেলাপীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে। এদের অর্থ জব্দ করে দেশের শিল্পায়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

৬. নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করতে হবে। ধনি গরিব নির্বিশেষে সর্বস্তরের আগ্রহী ও যোগ্য ব্যক্তিগণ যেন নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন সে লক্ষ্যে নির্বাচনী ব্যয় কমাতে হবে।

৭. নারীর প্রতি বিদ্যমান সকল অসাম্য ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতি ও সংস্কৃতির অবসান করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকসহ সর্বত্র পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিলোপ করতে হবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তনু, প্রীতি উড়াও, মুনিয়াসহ ধর্ষিত সকল নারীর ধর্ষকদের গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে। নারী ও শিশু ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করতে হবে।

৮. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করতে হবে। বাজার সিন্ডিকেট ও মুনাফাখোর কালোবাজারিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির মূল্য কমাতে হবে। বাড়িভাড়া যৌক্তিক হারে নির্ধারণ করতে হবে। গ্রাম শহরে দরিদ্র নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষদের রেশন কার্ড দিয়ে সারা বছর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সবার জন্য চিকিৎসা ও বাসস্থান–এই নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাদের ফি ৫০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। স্বাস্থ্য খাতসহ সর্বত্র দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

৯. পাটকল, চিনিকলসহ সকল বন্ধ কারখানা খুলে দিতে হবে। শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের হয়রানী ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করতে হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ বিলুপ্ত করতে হবে। পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন সেক্টরে মার্চেন্ডাইজার, আইটি ইত্যাদি নানা পদে বিভিন্ন দেশের (ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ইত্যাদি) হাজার হাজার মানুষ চাকরি করছে। এই বিদেশিদের বরখাস্ত করে দেশের তরুণ-তরুণীদের ওইসব ক্ষেত্রে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। বেকার সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. পরিবেশ উপযোগী কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এনজিওর ঋণ ও সুদের হার নিয়ে গ্রামীণ নারীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। ভোক্তা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। ভূমির গণতান্ত্রিক সংস্কার করতে হবে।

১১. সার্বজনীন বৈষম্যহীন বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন কার্যকর করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হল-হোস্টেলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। মেধার ভিত্তিতে সিট বন্টন করতে হবে। শিক্ষাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদের গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

১২. পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। পাহাড় থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। আদিবাসীদের নিজ সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে। বংশালের মিরনজিল্লাহসহ সারা দেশের হরিজনদের জন্য ভূমি নির্দিষ্ট করে তাদের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. দেশবিরোধী সকল অসমচুক্তি বাতিল করতে হবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সকল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে পরিবেশ, প্রাণ, প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র সুরক্ষায় অবস্থান নিতে হবে। রেন্টাল, কুইক রেন্টাল বাতিল করতে হবে। গ্যাস বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সকল অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। জাতীয় সম্পদের উপর জনগণের মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। ফুলবাড়ি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৪. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা বাতিল করতে হবে।

১৫. রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সাংবিধানিক আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি

২৭/৮ সি/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। ফোন : ০১৭১২ ৫৮৪৩৯৯। ২৮ আগস্ট ২০২৪

CamScanner

পরিশিষ্ট-১৬

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণের সংলাপের সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণের সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি

তারিখ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৫ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সময় : রবিবার, সকাল-১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা

উপস্থিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান
৪.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য

সংলাপে উপস্থিত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণের তালিকা সংলগ্নি 'ক'-তে দ্রষ্টব্য

২. **সংলাপ সঞ্চালক:** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৩. **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৪. প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ঐতিহাসিক ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৫৩ বছরের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সর্বশেষ ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে গত ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদের যাতাকল থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে। যেই অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে নতুনভাবে বিনির্মাণ এবং নতুন গণতান্ত্রিক ধারা সূচনা করার প্রয়াস পাওয়া গেছে সে সমস্ত লড়াকু বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। অভ্যুত্থানে যাঁরা আহত, অঙ্গহানি এবং নানাভাবে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানানো হয়। যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তাঁদের আশু সুস্থতা কামনা করা হয়। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনামলে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ভূ-লুণ্ঠিত করে দেওয়া হয়েছিল, গণতন্ত্রের নামে অদ্ভুত মাফিয়াতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুনভাবে গড়ে তোলার যে জন-আকাঙ্ক্ষা তা বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। রাজনৈতিক দলের প্রথম পর্যায়ের বৈঠক ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শীঘ্রই শুরু হবে।

৫. সহ-সভাপতি প্রথমেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে শুধু রাজনৈতিক দলের আলোচনাই যথেষ্ট নয়। নাগরিক সমাজের মধ্যেও এক ধরনের ঐকমত্য করা দরকার। গত ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে ৬ মাস সময় দেওয়া হয়েছে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো

নিয়ে ৩৩টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রায় ২ মাস যাবৎ আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা তাদের মতামত দিয়েছে। কিছু মৌলিক বিষয়ে যেমন একমত হয়েছে তেমনি কিছু মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হয়নি। আদর্শগত কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে। সকল বিষয়ে ঐকমত্য করা সম্ভব হবে না। পাশাপাশি নাগরিক সমাজের চিন্তাভাবনাগুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় আহ্বান জানানো হয়েছে। এ লক্ষ্যে নাগরিক সমাজের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রয়োজন। প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, একটি নাগরিক সনদ তৈরি করা। ঐকমত্যের বাইরে যেগুলো থাকবে সেগুলো অবহিত করা হবে, জনগণের নিকট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য। অপরদিকে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা হবে, সেই বিবেচনা করেই এখন পর্যন্ত অগ্রসর করা হচ্ছে। পাশাপাশি আপনাদের মতামত ও পরামর্শ সহযোগিতা করবে। একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। যাতে মতামতগুলো প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশে অমিত সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যেকোনো সম্ভাবনা যেমন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে তেমনিপরিবর্তনের এ চ্যালেঞ্জগুলো হয় অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর। কেননা রাষ্ট্র কাঠামোর একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, সেটি সহজে হওয়ার কথা নয়। আমাদের প্রত্যাশা রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে রক্তপাত, প্রাণনাশ, মানুষের আত্মদান সেগুলোর প্রতি সকলের দায় রয়েছে। সেই দায় এবং দায়িত্ব থেকে সকলেই তাদের নিজস্ব জায়গা থেকে কাঠামোগত পরিবর্তন যতটা অর্জন সম্ভব, সেই বিষয়ে সক্রিয় থাকা দরকার। সেই আশা থেকেই এই আলোচনা। আশা করি, আপনাদের মতামত দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

সিভিল সোসাইটির সদস্যগণ অত্যন্ত স্বল্প সময়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হওয়ায় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়।

এ পর্যায়ে উপস্থিত সকলে তাদের পরিচয় প্রদান করেন। অত:পর সহ-সভাপতি প্রথমেই মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) আ ন ম মুনীরুজ্জামানকে তাঁর বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

৬. **মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) আ ন ম মুনীরুজ্জামান:** সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, সংস্কারের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। তবে সব সংস্কার একইসঙ্গে করা যাবে সে ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত হবে না। এ মুহূর্তে যে সকল সংস্কার দরকার সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। জন-আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা অনুযায়ী সংস্কার প্রয়োজন। রাজনৈতিক দল একমত না হলে কোনো সংস্কারই টিকসই হবে না। ইতঃপূর্বে অনেক সংস্কার হয়েছে কোনোটিই টেকসই হয়নি। এমন ধরনের সংস্কার দরকার যাতে জাতি উপকৃত হবে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে, সংবিধানে হাত দেওয়া উচিত হবে না। কারণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সংবিধান পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারেন। সংবিধান পরিবর্তন করা হলে জটিলতা আরো বাড়বে। যথাশীঘ্র গণতন্ত্রে উত্তরণ করা সম্ভব তাই করতে হবে। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান ছিল গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটানো। গত ১৬ বছরে বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছিল। মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াই হবে এর লক্ষ্য। এমন বিষয়ে হাত দেওয়া যাবে না যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ বিলম্ব হয়। দ্রুত সংস্কার করে যাতে গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়, সেটাই করা দরকার।

৭. **অধ্যাপক আলী রীয়াজ:** সংবিধান সংস্কার, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার, পুলিশ সংস্কার, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার, জনপ্রশাসন সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কাজ করছে। প্রত্যেকটি কমিশন নাগরিক সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করেছে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

তিনি অন্যান্যের সঙ্গেও আলোচনা-প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন। এরপর তিনি মিসেস সামিনা লুৎফাকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

৮. **ড. সামিনা লুৎফা:** উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, নাগরিকদের অধিকার, কথা বলার অধিকার, প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন, মানবাধিকার, নারীর অধিকার, বিভিন্ন জাতিসত্তার মৌলিক বিষয়ে একমত হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলো যদি মৌলিক বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে তাহলে তাদেরকে কমিশনের পক্ষ থেকে বোঝাতে হবে। মৌলিক বিষয়ে একমত সম্ভব না হলে সর্বজনীনভাবে পিছিয়ে যেতে হবে। রাষ্ট্রে যাতে স্বৈরতন্ত্র ফিরে না আসে সেজন্য ভারসাম্য দরকার। রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার জন্য একাধিক check and balance প্রয়োজন হবে। সকল কমিশনকে স্বাধীন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিরোধী দলকে প্রাধান্য দেওয়া হলে স্বৈরতন্ত্র ঠেকানো সম্ভব হবে। গত ৯ মাসে আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ বিষয়ে সরকারের জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন যাতে আইনের শাসন ফিরে আসে। যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে নতিস্বীকার করার ফলে সংস্কার কার্যক্রমকে পিছিয়ে যাবে। নারী কমিশন নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। সে বিষয়ে জরুরি আলোচনা প্রয়োজন। নারী-ক্ষমতায়নে অসাধারণ সুযোগ আসছে তা কাজে লাগানো প্রয়োজন। নারীরা প্রবল আগ্রহ নিয়ে রাজনীতিতে আসার ইচ্ছা পোষণ করেছে বিধায় রাজনৈতিক দলকে সেই সুযোগ করে দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীদের মধ্য থেকে ৩৩ শতাংশ মনোনয়ন দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় নিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নারীদের উৎসাহিত করা এবং নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নারীদের আগ্রহী করে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা থাকা প্রয়োজন। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি বা অন্য যাই হোক না কেন নারীদের সরাসরি নির্বাচনে যেতে হবে।

৯. **অধ্যাপক আলী রীয়াজঃ** ধন্যবাদ। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। নারীদের সরাসরি ভোটে অংশগ্রহণের সুযোগের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, যা একাধিক কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আশা করা যায় এক ধরনের ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এ পর্যায়ে তিনি জনাব বাসুদেব ধরকে বক্তব্য রাখার অনুরোধ করেন।

১০. **জনাব বাসুদেব ধরঃ** সকলকে ধন্যবাদ। ’৭২-এর সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি, সমান অধিকার তৈরি হয়নি। ১৯৭২ সাল থেকে প্রতিবছর দুর্গাপূজায় ব্যাপকভাবে হামলা হয়েছে। কিন্তু গত বছর তুলনামূলক কম হয়েছে। সংবিধানে ৪ মূলনীতি বহাল থাকলেও সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নিপীড়ন হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বা বহুত্ববাদের ফলে ধর্মে কোনো সংঘাত বা বৈষম্য হবে না–এরকম হলে অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকলেও সমাজ কিংবা রাজনীতিতে কোনো প্রভাব পড়েনি। বর্তমান সংবিধান রেখে সংশোধন হবে নাকি সম্পূর্ণ বাতিল করা হবে–এটি একটি বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে রচিত ’৭২-এর সংবিধান রেখেই সংস্কার করা যেতে পারে। বিদ্যমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। অসীম ক্ষমতা হ্রাস করা অবশ্যই প্রয়োজন। বিভিন্ন সংস্কার কমিশনে কথা বলার সুযোগ তেমন ছিল না। সমগ্র জাতি এক পরিবার হতে হলে বৈষম্যের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিকসহ অন্যান্য যে সকল বৈষম্য রয়েছে, সেগুলো দূর করতে হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে। গণ-অভ্যুত্থানের পর যে ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছে তা কাজে লাগানোর আহ্বান জানানো হয়। অতীতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে স্বস্তি না থাকায় তাদের সংখ্যা ১৪% থেকে ৮% এ নেমে এসেছে। ফলে ভবিষ্যতে একজন সংখ্যালঘু লোকও দেশ ত্যাগ করে অন্য কোনো দেশে যাবে না মর্মে নিশ্চয়তা কামনা করেন। তাদেরকে দেশে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। গত ৫৩ বছর বিচারহীনতা ছিল। বারবার সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে কিন্তু কারো বিচার হয়নি। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যারা হামলা করে তাদেরকে পাগল বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে মুক্তি কামনা করা হয়। বিগত ১৬ বছর রাস্তায় থাকার কারণ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা। ’৭২ সালের সংবিধানের বৈষম্যগুলো বাদ দিয়ে গণমুখী করার আহ্বান জানান। নতুন বাংলাদেশে কোনো বৈষম্য থাকবে না। প্রত্যেকটি মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে–এ প্রত্যাশা রাখেন।

১১. **অধ্যাপক আলী রীয়াজঃ** ধন্যবাদ, জনাব বাসুদেব ধর। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। সমতা হবে তার মূল ভিত্তি। এর পর তিনি চৌধুরী সামিউল হককে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

১২. **চৌধুরী সামিউল হকঃ** সংবিধানের যেটুকু সংস্কার না করলেই নয়, সেটুকু সংস্কার করতে হবে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ-সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে আর কোনো বিতর্কিত নির্বাচন যাতে না হয় এবং এ ধরনের নির্বাচন দেশের মানুষ যেন আর না দেখে–সে ব্যবস্থা করতে হবে। সঠিক বিচারব্যবস্থা থাকলে অপরাধ কমে আসবে। অপরাধী ব্যক্তিকে যেন বিচারের সম্মুখীন হতে হয় এবং একজন নিরাপরাধ ব্যক্তির যেন সাজা ভোগ করতে না হয়–সেভাবেই দেশ পরিচালিত হবে। দেশে মানবাধিকারের লঙ্ঘন যাতে না হয়। জনপ্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপারে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তা যেন বাস্তবায়ন হয়। দেশে মানুষের যেন সুন্দরভাবে বাঁচার অধিকার থাকে। সংবাদমাধ্যমের যেন বাক্‌স্বাধীনতা থাকে। ক্ষমতাসীনরা যেন ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে। বাংলাদেশে যাতে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে সে জন্য রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি সনদ প্রণয়ন করতে হবে। যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে তা যেন নির্বাচিত সরকার বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা থাকে।

১৩. **অধ্যাপক আলী রীয়াজঃ** ধন্যবাদ। আপনি যেটি উত্থাপন করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত সময়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়ন ছিটেফোঁটা হয়নি। আশা করা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পরবর্তী সময়ে এই realization আসছে যে, এ ধরনের nonbinding agreement শেষ পর্যন্ত কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের দিক থেকে যেটি বলা হয়েছে, সেটি হচ্ছে জাতীয় সনদ তৈরি করা। কিন্তু বাধ্যবাধকতার বিষয়টি কমিশন বলতে পারবে না। সে জায়গায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে এবং আপনাদেরকেই অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোকেই বলতে হবে সনদে যা থাকবে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে সকলেই মনে করি যে, সংস্কারের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর আগ্রহ উৎসাহ রয়েছে। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দলগুলোকে প্রভাবিত করতে হবে, আহ্বান জানাতে হবে। একইসঙ্গে তাদের কাজের সঙ্গে যুক্তও থাকতে হবে। শুধু কাগজে-কলমে পরিবর্তন হলো, তা হলে হবে না। দেখা গেল যে, নির্বাচনের পর আর অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না। এ জায়গায় নাগরিক সমাজের একটি ভূমিকা রয়েছে। সংবিধানে যেন ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র আর ফিরে না আসে। এপর্যায়ে বক্তব্য রাখার আহবান জানান, মিসেস আশরাফুন নাহার মিষ্টি।

১৪. **মিসেস আশরাফুন নাহার মিষ্টিঃ** ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী। প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিবন্ধীদের অবস্থার উন্নতি এবং সুযোগসুবিধা চাওয়া হয়েছিল। সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ বিভিন্ন কমিশনেও প্রতিবন্ধীদের পক্ষে দাবিদাওয়াগুলো উত্থাপন করা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ঘ)-তে ‘পঙ্গুত্ব’ শব্দটি রয়েছে। এই পঙ্গুত্ব শব্দটি পজেটিভ অর্থে ব্যবহার করতে চাই না। বাংলাদেশ সরকার UNCRPD-এর প্রতিবন্ধীর অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে

এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩ রয়েছে। এর আলোকেই বেশকিছু পরিবর্তন সংবিধানে নিয়ে আসতে হবে। ৫ আগস্টের পর অন্যান্য সবার মতো প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীরও মনে হয়েছিল, প্রতিবন্ধীদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, বৈষম্যের শিকার হবে না। কিন্তু দুভাগ্যজনক সেগুলো ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অসহিষ্ণুতা কাজ করছে। বাংলাদেশের নাগরিকরা খুব বেশি অসহিষ্ণু হয়ে গেছে। বিগত ৫৩ বছরের যাতাকল থেকে এখনই মুক্তি পাওয়ার প্রত্যাশা করছে। বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার কারণে মানবসৃষ্ট প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৫ আগস্টের আগে যাদের অঙ্গহানী হয়েছে তাদের অনেকের সুচিকিৎসা হয়নি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৬(১)(গ) অনুযায়ী কনভেনশনের ক্ষেত্রে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো একে অন্যকে শ্রদ্ধা বা মান্য না করায় নাগরিক হিসেবে শঙ্কা রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসার দায়িত্ব কমিশনকে নিতে হবে। বৈষম্যবিরোধী আইন পাশ করা হলে যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে সেগুলো দ্রুত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি যে দায়িত্ব ও আন্তরিকতা দেখানো দরকার তা করছে না। অ্যালোকেশন অব বিজনেস সঠিকভাবে না থাকার কারণে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি যে ধরনের দায়িত্ব পালন করা দরকার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় তা হচ্ছে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং মানবাধিকারের মধ্যে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব রয়েছে তা যথাযথ প্রতিপালন করতে হবে।

১৫. **অধ্যাপক আলী রীয়াজঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কেমন হবে তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে বিভিন্ন রকম মতামত পাওয়া গিয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে এখনো অগ্রসর হওয়া যায়নি। সেই বিবেচনা থেকেই ধষবৎঃ করা। এবার ড. ওয়ারেসুল করিমকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

১৬. **ড. এ কে এম ওয়ারেসুল করিমঃ** ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ২০১৮ সালে একটি তামাশার নির্বাচন হয়েছে। ২০২৪ সালের নির্বাচন কোনো নির্বাচনই না। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করে। কারণ শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে, 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা।' এই আশায় সকলেই বুক বেঁধেছিল। ৪১ হাজার কেন্দ্রের ভোট গণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১০ হাজার কেন্দ্রে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট পেয়েছে গড়ে ১৭ ভোট। আর আওয়ামী লীগ পেয়েছে ২ হাজার ভোট। সিভিল সোসাইটিসহ অন্যান্য জায়গা থেকে এ বিষয়ে কেউ কিছু বলেননি। কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়া সম্ভব নয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি কেন্দ্র দখল করেছে। প্রধান বিচারপতি অথবা সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, তিন বাহিনীর প্রধান, সিজিএ, পিএসসির চেয়ারম্যান, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো থেকে ২ জন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ লোক পাওয়া যাবে না। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। '৭২-এর সংবিধান রেখে সংবিধান সংশোধন করা। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংবিধানের মূলনীতি সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র একসাথে চলে না। সংবিধানের মূলনীতি ৫টি রাখা যেতে পারে অথবা অন্তত ৪টি। পৃথিবীতে অনেক স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। পৃথিবীতে অনেক জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি বারবার নির্বাচিত হয়েছে। জনগণ ভোট দিয়ে যদি কাউকে বারবার নির্বাচিত করে তাতে কোনো আপত্তি নেই। ভোট যাতে সুষ্ঠুভাবে দিতে পারে এবং গণনা হয় এবং যাতে কোনো কারচুপি না হয়, সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নিয়ে সমস্যা হবে না। মানবাধিকার নিশ্চিত থাকে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে। যদি কার্যপ্রণালি সংশোধন না হয়, সংসদে যারা প্রতিনিধিত্ব করবে তারা যদি সত্যিকার অর্থে নির্বাচিত হয়ে না আসে, যদি গায়ের জোরে নির্বাচন করে আসা যায়, তাহলেই সমস্যা হবে। বিল পাশ করতে কোনো সমস্যা হবে না। তাই ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে check and balance খুবই দরকার। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী থাকা উচিত। সিনেটে সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সবাই নির্বাচিত হলে কোনো সংঘাত হবে না। সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংবিধানে জুড়ে দেওয়া। সেখানে প্রথমে যেটি শূন্য হবে সেটি রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন দিবে, দ্বিতীয়টি প্রধানমন্ত্রী দিবেন, তৃতীয়জনকে সিনেট দিবে, তাহলে একজনের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে না। পিআর পদ্ধতিতে প্রথম ধাপের পর দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের পরিবর্তে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী এবং দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। সিনেটেও প্রথম ৫০টি আসন এবং দ্বিতীয়বার ৫০টি আসনের নির্বাচন। তাহলে জনগণ দেখবে যে, রাষ্ট্রপতি যদি স্বৈরাচার হয়ে যায় তাহলে পার্লামেন্টের মাধ্যমে আরেকটি দলকে ক্ষমতায় আনা সম্ভব হবে। পার্লামেন্ট যদি স্বৈরাচার হয়ে যায় রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে আনতে পারব। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ সকলের বাংলাদেশ। স্ব স্ব অবস্থানে থেকে সকলের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা যেন থাকে।

১৭. **অধ্যাপক আলী রীয়াজঃ** ধন্যবাদ। আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাঠামো নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানসহ অন্যান্য বিষয়ে একটি লিখিত প্রস্তাবনা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এতে করে প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে সুবিধা হবে। এবার বক্তব্য রাখবেন ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া।

১৮. **ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়াঃ** আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার দুটি পরিচয়। আমি একজন প্রফেসর এবং রেগুলেটরি অথরিটি কমিশনের সদস্য। আমি যখন প্রফেসর ছিলাম তখন বিভিন্ন সেক্টরে মতামত দিয়েছি। কিন্তু কখনো দেখিনি যে, রাজনীতিবিদরা expert opinion নেওয়ার জন্য ডেকেছে। টেকনিক্যাল ইনপুট ছাড়া টেকনিক্যাল ইস্যুতে পলিসি মেকিং কীভাবে হবে? ৫ই আগস্টের

পর এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের মেম্বার হলাম। যোগ্য লোকের মধ্য থেকে নেওয়া হয়েছে। আমাকে কেউ পক্ষপাতিত্ব করে নিয়ে আসেনি। ওপেন করে দেওয়া হয়েছে এবং expertকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়টি পলিসি মেকিংয়ের ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা দরকার, যেটি টেকনিক্যাল পারসন হিসেবে দেখি। আমি Chemical safety and security expert. এনার্জির ক্ষেত্রেও expertise আছে। গত ১৬ বছরে শুধু পকেট ভরে ফেলার জন্য এডহক বেসিসে যেভাবে এনার্জি সেক্টর কাজ করেছে, বাংলাদেশের এনার্জি সেক্টরকে যেভাবে ফোকলা করে দেওয়া হয়েছে, সেটি থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে তা জানা নেই। Because Now I am part of the government. So see how difficult it is going to be. ১৬ বছরের যে জিনিস তা এখনই ম্যাজিকের মতো ঠিক হবে না। আপনি যে পলিসি নেননি, আপনি explore করবেন কীভাবে। ১৬ বছরে একটি কূপ খনন করা হয়নি, মেইন পলিসি ছিল শুধু আমদানি করা। Adhoc basis-এ আপনি একটির পর একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নতুন কমিশন এসে ১৬ বছরের যে lapse সেখানে দেখা যাচ্ছে একটি ছোট জামা একদিকে টান দিলে আরেক দিকে ক্রাইসিস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সার সেক্টর গ্যাসের ওপর নির্ভর করছে। আমরা শুধু ইলেক্ট্রিসিটির কথা চিন্তা করি। আমাদের ফার্টিলাইজার না থাকলে কৃষি উৎপাদন হবে না। আমরা যে না খেয়ে থাকব। সেদিকে লক্ষ করতে পারছি না। শিল্পক্ষেত্রে গ্যাস সাপ্লাই পাচ্ছে না। এখানে অনেক কমিশন হয়েছে। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন অলরেডি ছিল। সাংবিধানিকভাবে রহফবঢ়বহফবহঃ এবং ঢ়ড়বিৎভঁষ. তাদের পুরো অধিকার খর্ব করে সরকার যথেচ্ছাচার চালিয়ে গেছে, এটি কীভাবে সম্ভব? গেজেট করে ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। যদি ১৬ বছর independent practice না করেন, স্বাধীনতা দিয়েও practice করতে পারছেন না। আপনার স্বভাবে নেই। আপনার কালচারে নেই how to behave independent. বর্তমানে যে গভর্নমেন্ট আছে এটির সাংবিধানিক এবং আইনি পজিশন এতটাই শক্ত হতে হবে যে পরবর্তী গভর্নমেন্ট যেন সবকিছু বাতিল করে না দেয়। এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত। কারণ এখন আমরা যত পরিশ্রম করছি এটি যদি দুর্বল হয় যেকোনো গভর্নমেন্ট ছুড়ে ফেলে দিতে পারে তাহলে এত যে পরিশ্রম করছি তা কোনো কাজে আসবে না। তাই আমার অনুরোধ থাকবে Position of current government has to be solid ground।

সাংবিধানিক এবং নির্বাচনি যে বিষয়গুলো বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ সেদিকে আমরা বেশি নজর দেবো। বাকিগুলো পরবর্তী সরকার যেন ব্যবহার করতে পারে। অল্প সময়ে সবকিছুতে হাত দেওয়া সম্ভব নয়।

জুলাইয়ের পরে একটি বড় চাওয়া হলো দ্রুত বিচার করা। দ্রুত বিচারের বিষয়টি আসতেই হবে। 'ঠক বাছতে গাঁ উজাড়' সেই লেবেলে যাবো না।' যারা ক্রিমিনাল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা সেটি শুরুতে নষ্ট হয়ে যাবে। আর একটি বিষয় আমাদের কমিটিগুলোতে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ বা সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি রাখা হয়নি। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সমাজ ধর্মীয় এবং পারিবারিক মূল্যবোধ দিয়ে পরিচালিত হয়। ধর্মীয় পার্সোনালিটি যারা আছেন তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করাও বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য যা যা সংস্কার করা দরকার আমাদেরকে করতে হবে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ দরকার। নারীদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে উপর থেকে না দিয়ে তাদেরকে নিচ থেকে এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দেখা গেছে স্পেশাল সুযোগ নিয়ে নারী যদি উপরে উঠে তার কম্পিটিশন আরও বেশি হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারী প্রতিনিধি পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত স্পেশাল কনসিডারেশনে যেতে হবে। ১০০টি নারী আসনের বিষয়ে যা বলা হয়েছে আমি এটিকে খুবই ভালো মনে করি। এটিকে আরও এগিয়ে নিতে হবে। কোনভাবে নির্বাচিত হবে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হওয়া উচিত। যদি সম্ভব হয় আনুপাতিক হারে হলে ভালো হয় বলে আমি মনে করি। পরিশেষে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

১৯. **জনাব আলী রীয়াজঃ ধন্যবাদ**। ধন্যবাদ, ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া। এরপর আমি অনুরোধ করব অধ্যাপক গিতি আরা নাসরিনকে।

২০. **অধ্যাপক গীতিআরা নাসরিন:** শুরুতেই উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন,ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা বড়ই কঠিন কাজ। ঢ়ড়ষরঃরপধষ রিষষ না থাকলে এটি করা যায় না। আমরা ধরে নিয়েছি যে, জুলাই অভ্যুত্থানের পর আমাদের একটি শক্তিশালী ঢ়ড়ষরঃরপধষ রিষষ তৈরি হয়েছে। জনগণ কী ধরনের মতামত দিচ্ছে সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। অনেক কমিশন যথেষ্ট পরিশ্রম করে, স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে কথা বলে তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। আবার অনেক কমিশন তৈরিও হয়নি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিশন যেটি তৈরি হওয়ার কথা ছিল। যেমন শিক্ষা কমিশন। শিক্ষাঙ্গণে নানা অনিয়ম রয়েই গেছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলেও শিক্ষা বিষয়ে কোনো কমিশন তৈরি হয়নি। কমিশনগুলো স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ করেছে। বিবেচ্য বিষয় হলো যাদের আন্দোলনের বিনিময়ে এই সংস্কার কমিশনগুলো তৈরি হয়েছে, সেই জনগণের মতামতকে, তাদের নিরাপত্তাকে কীভাবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে নারীদেরকে কীভাবে দেখা হচ্ছে সেটি বিবেচ্য। আন্দোলনে নারীদের যেভাবে দেখা গেছে এর পরবর্তী সময়ে সেভাবে দেখা যায়নি। এমনকি কমিশনগুলোতেও নারীদের প্রান্তিকতা রয়েছে। শুধু নারী কমিশন ছাড়া অন্যান্য কমিশনে নারী অংশগ্রহণ খুবই কম। নারীর মতামত কী, তাদের কী অবস্থান হবে, সেটা স্পষ্ট নয়। যে অবস্থানটি প্রথম থেকেই নেওয়া হয়েছে, তাতে আমাদেরকে শঙ্কিত করে। নারী কমিশন রিপোর্ট দেওয়ার পর যেভাবে তাদেরকে সরাসরি আক্রমণ করা হচ্ছে তা খুবই দুঃখজনক। তারা পরিশ্রম করে নানাজনের মতামত নিয়ে এই রিপোর্ট দিয়েছে, সেই কমিশন বাতিল করতে হবে, এটি যখন বলা হয়, যদি স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করার পরিবেশও

না করা যায় তাহলে হবে না। রিপোর্ট নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তাই বলে সেই কমিশনকেই বাতিল করার জন্য দাবি করা হলেও বর্তমান সরকার যখন এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলছে না তখন নারীদের আশাবাদী থাকা কঠিন। নারীদের প্রতি যে বৈষম্য রয়েছে, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পরিষ্কার অবস্থান জানা জরুরি। নারীসহ বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভয়েস রেইস করার ক্ষেত্রে সুযোগ বিনষ্ট করা হচ্ছে কি না সেটি দেখা দরকার। নারীরা যাতে কথা বলতে পারে, নারীরা যাতে *Mob*-এর শিকার না হয়, তার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো কী ধরনের জায়গা তৈরি করবে সেটিই বিবেচ্য। সাইবার পরিসর থেকে নারীর প্রতি সবচেয়ে বেশি হেরেজমেন্ট, সবচেয়ে বেশি আক্রমণ আসে। সাইবার পরিসর নিয়ে এখনও শংকা রয়ে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে যে, তারা নারীদেরকে কথা বলার সুযোগ দিবে। গণমাধ্যমেও কিন্তু নারীদের প্রতি সুযোগের সমতা নেই। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন তাদের রিপোর্ট দিয়েছে, বিভিন্ন সুপারিশ করেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে প্রশ্ন, গণমাধ্যম যে অবস্থায় আছে তাতে এ অবস্থায় থাকলে নির্বাচনটিও ঠিকমতো করতে পারবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর বিষয়ে যে ধারণা যে তারা নিজেদের বলয়ে থাকেন। দলের উচ্চ পদস্থরা নিচের দিকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের মতামত নেওয়ার জন্য গবেষণা করে নিজেদেরকে উন্নত করছেন কি না, রাজনৈতিক দলগুলোর গবেষণা করার জন্য কী ধরনের সেল রয়েছে, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন, তা জানা দরকার। রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদেরও সংস্কার প্রয়োজন। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

২১. **অধ্যাপক আলী রীয়াজ:** ধন্যবাদ, অধ্যাপক গীতিআরা নাসরিন। গণমাধ্যমগুলোর বিষয়ে জরুরি প্রশ্ন তুলেছেন যে এই অবস্থায় থাকলে অবাধ নির্বাচন করা যাবে কি না–প্রশ্নটিঅত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপর ড. মির্জা হাসানকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

২২. **ড. মির্জা হাসান:** সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি সংজ্ঞা, একটি দর্শন পুরো জিনিসটাকে প্রভাবিত করছে, সেটি হলো গণতন্ত্র মানে হচ্ছে শুধু নির্বাচন। এটি সম্পূর্ণ একটি ভুল ধারণা। গণতন্ত্রের অত্যন্ত সিম্পল একটি defination হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্ব-sovereignty of the people. যেগুলো আমরা বলছি নির্বাচন, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। এছাড়া সরাসরি গণতন্ত্র বলতে একটি কথা আছে। Deliberative Democracy বলতে একটি কথা আছে। লটারির মাধ্যমে নাগরিকরা একত্রিত হয়। ফলে গণতন্ত্রের বিভিন্ন গঠন রয়েছে। কিন্তু তাদের লক্ষ্য একটিই, সেটি হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্বকে প্রকাশ করা। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রকে খুবই সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে। তাদের কাছে গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সর্বেসর্বা। এর অর্থ হচ্ছে এরকম যে, আমি একটি কোম্পানির মালিক। কোম্পানিটি বড় হয়ে যাচ্ছে। আমার একার পক্ষে এটিকে চালানো সম্ভব না। আমি কয়েকজন ম্যানেজারকে নিয়োগ দিয়ে বললাম, আপনারা আমার হয়ে এটি চালান। ম্যানেজার বলছে যে, আপনার খবর নেওয়ার দরকার নেই। আমরাই চালাব। ৫ বছর পরে যদি আমরা আপনাকে নধহশৎঁঢ়ঃ করে দেই বা অন্য কিছু করি, তখন এসে আমাদেরকে সরিয়ে দেবেন। এই ৫ বছর আপনার কিছু বলার নেই। এই ধরনের একটি ধারণা আমাদের সবকিছুকে আবদ্ধ করছে। আমাদের দেশের এই সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রের মধ্যে, এরকম অনুদার গণতন্ত্রের মধ্যেও কিছু সিটিজেন প্লাটফর্ম আছে, কিছু কমিশন আছে যেখানে সিটিজেনরা যেতে পারেন। লোকাল গভর্নমেন্ট লেবেলে আছে যেখানে ওয়ার্কশপ হয়। ওপেন বাজেট, এরকম নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। এখানে বলা হয়েছে যে, জনগণকেই চাপ দিতে হবে। সিভিল সমাজকেই চাপ দিতে হবে। এজন্যই আজকের অনুষ্ঠানটি করা হলো। এখন কথা হলো আমরা তো চাপ দিচ্ছিই। ৫৩ বছর ধরেই সিভিল সমাজ চাপ দিয়ে যাচ্ছে, তাদের বক্তব্য রাখছে। গত ২০-২৫ বছরে সেই চাপ আরও বেগবান হয়েছে। তবে সেই চাপ কতটুকু কাজে লাগে তা আমরা সবাই জানি। সিভিল সমাজের এই ব্যাপারটাকে বলা হয় Watch dog. যারা মনিটর করবে, দেখবে। Watch dog ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে, কিন্তু কামড় দিতে পারছে না। This Watch dog can only bark, but cannot bite. এটিই হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থা।এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এত বড় একটি সুযোগ হয়েছে, আমরা সবকিছু নতুনভাবে ভাবতে পারছি, অভ্যুত্থান এই সরকারকে একটি legitimacy দিয়েছে। এই সরকার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসেনি। এই ষবমরঃরসধপু-এর জন্যই এই সরকার, এই কমিশনগুলো জনগণের হয়ে কিছু কাজ করে যাচ্ছে। Checks and balance-র যে কথা বলা হচ্ছে, আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিগুলো তা মানছেই না। তাদেরকে মানাবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। একজন প্রতিনিধি বললেন যে, সেই সংস্কারগুলোই করতে হবে যা রাজনৈতিক দলগুলো মানবে। না হলে এটি করে লাভ নেই। তার মানে শূন্যতে গিয়ে দাঁড়াব আমরা। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো কেন হাত পা বেঁধে দেবে। কোনো যুক্তি নেই। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে যাতে কিছুই না হয়। যতটুকুই হবে ক্ষমতায় গিয়ে তা রাখবে কি না তা সন্দেহ। প্রধান রাজনৈতিক দল বারবার বলছে সংস্কার হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি শুনে রাখলাম, ক্ষমতায় গিয়ে আমরা দেখব। তারা কী করে বা কতটুকু বিবেচনায় নেন এর উদাহরণ তো গত ৫৩ বছর ধরেই আমরা দেখেছি। নাগরিকদের যে বিভিন্ন প্লাটফর্ম ছিল, এখন যে ঐকমত্য কমিশন, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না, এগুলো এজেন্ডার বাইরে চলে গেছে। যতদূর জানা যায় জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক কমিটির প্রস্তাব করেছিল, রাজনৈতিক দলগুলো তাতে রাজি নয়। এই হলো অবস্থা। এটি ছিল barking, not even biting. মানুষ তার মতামতগুলো ওয়েবসাইটে দিবে, প্রচার হবে সরকারের মধ্যে প্রভাব ফেলবে। সেটিও তারা বাদ দিয়েছেন, এই হলো রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা। আমরা যদি গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় ফিরে আসি তাহলে জনগণের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আমরা কথা বলছি না। আমরা কথা বলছি শুধু প্রতিনিধিদের কিছু ক্ষমতা নিয়ে, তাদের প্রিভিলেজ

নিয়ে। একটি নির্বাচিত গণতন্ত্র যতই সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে আসুক এটিকে বলা হয় iron law of oligarchy. অর্থাৎ নির্দিষ্ট নিয়মে কিছু লোক তাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীতন্ত্র তৈরি করে ফেলে। এটি রাজনৈতিক দলের ভিতরেও, পার্লামেন্টেও এবং রাষ্ট্রের ভিতরে সব জায়গাই হয়। সেটি ঠেকানোর জন্য আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ভাবা উচিত। চেকস এন্ড ব্যালেন্সটা শুধু রাষ্ট্রের ভেতর না রেখে রাষ্ট্র এবং সমাজের ভেতর রাখা উচিত হবে। সমাজ মানে সংঘবদ্ধ নাগরিক সমাজ। যেটির বিভিন্ন রূপ আছে। যেমন লোকাল গভর্নমেন্টে ওয়ার্কশপের কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১০০ জনের যে উচ্চকক্ষের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে রাজনৈতিক দল থেকেই প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। তাদের গায়িকা, নায়িকা, প্রফেসর নির্বাচিত হবে। আমরা বাংলাদেশের লোক, আমরা এটি জানি। সেক্ষেত্রে Checks and balance হবে না। রাজনৈতিক দলের ভেতর একটি ইনহাউজ Checks and balance সৃষ্টি করতে হবে। সিভিল সোসাইটি থেকে ৩৩ শতাংশ বা ৫০ শতাংশ মনোনয়নের কথা বলা হলেও সেটি রাজনীতিবিদরাই মনোনীত করবেন, এও দলীয় হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হবে। সামষ্টিক জনগণ যাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরাসরি প্রতিনিধিত্ব পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্র যদি স্বৈরাচারী হয়ে যায়, যদি অলিগার্কি ফরম করতে চায়, সেটিকে টেম্পার করবে। গবেষণা করে দেখা গেছে যে, ১০ জনের মধ্যে যদি একদিকে ৫ জনকে শুধু ঘেউ ঘেউ করার ক্ষমতা এবং ৫ জনকেকামড় দেওয়ার ক্ষমতার পজিশনে রাখা হয়, তাহলে ৫-এর অধিক একটাও যাবে না। শুধু barking এ থাকবে, তাহলে হবে না। দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রস্তাবগুলো বাইন্ডিং করা না হলে কোনো ফলাফল আসবে না। শুধু শুনে রাখা বা কাগজে থাকবে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলোও প্রধান ৩টি দলই গ্রহণ করেনি। পুলিশ কমিশন সম্পর্কে তিনি বলেন, পুলিশ কমিশন সম্পর্কে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে কি না তিনি জানতে চান। **সহযোগিতা চাওয়া হলে বিনা পয়সায় গবেষণা করে আউটলাইন করে দেওয়ার বিষয়ে তিনি প্রস্তাব করেন**। কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়ে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল, গবেষণা করে তথ্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রিপোর্টে শুধু বলা হয়েছে কমিউনিটি পুলিশিং হতে পারে। কিন্তু এর ডিজাইন কী হবে, তার ফিলোসফি কী, কিচ্ছু আসেনি। স্থানীয় সরকার বিষয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামাঞ্চলে থাকে। লোকাল গভর্নমেন্টের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও কমিশনের রিপোর্টে তেমন কিছু আসেনি। সেখানে ইলেক্টোরাল ডেমোক্রেসির কথা বলা হলেও সেই ওয়ার্ড সভা নাকি উপজেলা লেভেলে চলে যাবে। তার মানে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আলোচনায় আসছে না। নারী কমিশনের বিষয়ে কী হবে, লোকাল গভর্নমেন্ট কমিশনের কী হবে, পুলিশ কমিশনের রিপোর্টের বিষয়ে কী হবে জানা নেই। লেবার কমিশন নিয়ে কেন আলোচনা হচ্ছে না? লেবার কমিশন একটি রিপোর্ট দিয়েছে। সেটি ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় আসেনি। দেশের জনগণ দেশের মালিক হলেও চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সের আলোচনায় লিমিটেড ডেফিনেশন অফ ডেমোক্রেসিতে মার্জিনালাইস হয়ে যাচ্ছে। **জনগণকে সেন্টারে আসতে হবে, কীভাবে আসতে হবে সে বিষয়ে গবেষণা চাইলে গবেষণা করে দেওয়া হবে।** সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

২৩. **জনাব আলী রীয়াজঃ** ধন্যবাদ, ড. মির্জা হাসান। এখন বক্তব্য রাখবেন ইলিরা দেওয়ান।

২৪. **ইলিরা দেওয়ানঃ** সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি প্রথমেই বলেন, আদিবাসী ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় রাখা হয় না, সবসময়ই শেষের দিকে থাকে। তিনি স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানকে ধন্যবাদ জানান তাকে উক্ত কমিটিতে কোঅপ্ট সদস্য করার জন্য। সেখানে তিনি আদিবাসী ইস্যুটিকে তুলে ধরতে পেরেছেন। সংবিধান সংস্কার কমিশনে আদিবাসীর বিষয়টি যেভাবে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল ঠিক সেভাবে আসেনি। বহুত্ববাদ শব্দটির যে বিশাল প্রয়োগ সেক্ষেত্রে আদিবাসী শব্দটি আবার হারিয়ে না যায়। '৭২-এর সংবিধানে এম.এন. লার্মা গণপরিষদে বারবার বলতে চেয়েছিলেন আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেখানে অনগ্রসর অংশ হিসেবে আদিবাসীর কথা কথা লেখা হয়েছিল। গত ৫০ বছর সেই অনগ্রসর অংশ হিসেবেই তিনি নিজেকে তুলনা করছেন। একজন জেলে, একজন বেদে, একজন মুচিও অনগ্রসর অংশ হিসেবে বিবেচিত। সেজন্য আদিবাসী সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু না বলার কারণে বিগত ৫০ বছর তারা অনগ্রসর অংশ হিসেবেই রয়ে গেছেন। আবার আদিবাসী হিসেবে নিজেকে অনগ্রসর অংশ মনে করলে বলা হয় সংবিধানে আমার কথা বলা হয়নি। কারণ আমার চেয়েও অনগ্রসর অংশ রয়েছে। তিনি আশা করেন ঐকমত্য কমিশন সংস্কার কমিশনগুলোর যেসব বিষয় নিয়ে ভাবছে আদীবাসীদের অধিকার বা পরিচিতির বিষয়টি যেন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়া হয়। বৈষম্যগুলো কমিয়ে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ এসেছে। এদেশ যে বহু-জাতি, বহু-ভাষা, বহু-সংস্কৃতির একটি দেশ জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এ বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখবে। বাংলাদেশ যেহেতু একটি বহু-জাতি, বহু-ভাষা, বহু-সংস্কৃতির একটি দেশ সেহেতু তাদের নিজস্ব যে রীতি, নীতি ও পদ্ধতি আছে সে সমস্ত বিষয় সংরক্ষণ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের অধিকারগুলো কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায় সেটি স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত থাকে সেটির প্রতিফলন চান। অনেক নিরাশার মাঝেও তিনি আশা হারান না। বৈষম্যহীন সমাজের যে কথা ভাবা হচ্ছে তা অবশ্যই সম্ভব। সেটি কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করতে হবে। ঐকমত্য কমিশন সেটি শুরু করলে কেউ না কেউ এটি এগিয়ে নিয়ে যাবে। আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

২৫. **অধ্যাপক আলী রীয়াজঃ** ধন্যবাদ ইলিরা দেওয়ান।সংবিধান সংস্কার কমিশনে উপস্থিত হয়ে আপনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তার কিছু কিছু প্রতিফলন তো হয়েছে। সর্বশেষ বিচারপতি আব্দুল মতিনকে তাঁর বক্তব্য রাখার অনুরোধ করেন।

২৬. **বিচারপতি আব্দুল মতিন:** ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শুরু করেন। প্রথমেই তিনি জুলাই অভ্যুত্থানে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আত্মাহুতি দিয়ে আমাদেরকে এই বর্তমান অবস্থায় এনে দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, তাদের একটি কন্ট্রিবিউশন হলো They killed fear in the country. ভয়কে তারা হত্যা করেছে এই জুলাই মাসে। তিনি বলেন, আবু সাঈদসহ অন্যরা জীবন দিয়ে ভয়কে জয় করেছিল বলেই ভয়হীনভাবে আমরা এখানে আসতে পেরেছি। এই ভয়হীনতা সবার মাঝে সংক্রমিত হওয়ার কারণেই পরবর্তী সময়ে সবাই মাঠে নেমে এসেছিল। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, অংশীজনদের একজন বলেছেন যে, বিদ্যমান সংবিধানে হাত দেওয়া ঠিক হবে না। তাহলে আমরা এখানে এসেছি কেন? এটি কোনো ঐশী বাণী নয়। এত এত কমিশন, দীর্ঘ এই কর্মযজ্ঞ কি তাহলে বৃথা যাবে? একটি কথা আছে যে, সাতখণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ। এত শ্রম এর পিছনে ব্যয় করা হলো কেন? এটিতে হাত দিবো বলেই আমরা এখানে এসেছি। এই সংবিধান আমাদের কাজ দেয়নি, এটি ফেল করেছে, অকেজো হয়ে গেছে। এটিকে অমান্য করেই বিপ্লব হয়েছে। এ পর্যন্ত যা আসা হয়েছে সংবিধানকে অমান্য করেই হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমরা এটিকে মানছি কেন? আমরা মানতে চাই বলেই মানছি। আমরা অতীতকে ফেলে দিতে পারি না। যেগুলো convenient আমরা মানব, যেগুলো convenient না আমরা মানব না। অতীতের wisdom টা utilize করব। এর অর্থ এই নয় যে বি ধৎব bound by the constitution. এটিকে অকেজো করেই আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। সংবিধানে হাত দেওয়া যাবে না যিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি উপস্থিত থাকলে বলা যেত যে,এই সরকার কোনো রাজনৈতিক দল তৈরি করেনি বা এর অথরিটি কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এই গভর্নমেন্ট তৈরি করেছে যারা revoluation-G successful হয়েছে তারা। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে ৎবাড়ষঁধঃরড়হ-এর এই অধিকারটা তারা কোথায় পেয়েছে। এই অধিকারটা আমাদের সংবিধানেই রয়েছে। এটি unwritten part of the constritution. প্রত্যেক সংবিধানের দুটি পার্ট থাকে একটি written আর একটি unwritten. এই unwritten পার্টে লেখা আছে যে, We have a right to revolt. কোনো শাসক যদি fundamantal rights-এর violate করে মানুষের উওর নির্যাতন চালায়, তখন তার right জন্মায় তাকে সরানোর, তার বিরুদ্ধে revoult করার। তখন যদি তারা successfuষ হয় তবেই তারা নিজেদের সিস্টেমকে বহাল করার জন্য revoluation-এর কর্তৃত্ব পায়। এটির নামই হচ্ছে revoluation. প্রয়োজনের তাগিদে সময়ে সময়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়। এই সংবিধানের যেটুকু রাখা যায় তা আমরা রাখব। যে সমস্ত কারণে এটি অকেজো হলো সে সমস্ত কারণ আর ঘটবে না, তা নয়। sovereignty-এর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে তিনি তাদেরকে একাউন্টেবল করার বিষয়ে তাগিদ দেন। হাইকোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে তিনি বলেন যে, ইতঃপূর্বে এটি করা হয়েছিল। ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের স্থায়ী ব্যাঞ্চ স্থাপনের বিধান চালু করা হয়। কিন্তু এটি বাস্তবায়ন করা হয়নি। সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদকে কার্যকর করা হয়নি। হঠাৎ করে রায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বাইরে যাওয়া যাবে না। কেয়ারটেকার সরকারের বিষয়ে তিনি বলেন যে, কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তবে কেয়ারটেকার সরকারের সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিতে হবে। বিচার বিভাগের প্রধানকে বিতর্কের বাইরে রাখার জন্য তাকে কেয়ারটেকার সরকার বা অন্য কোনো সরকারের কোথাও নেওয়া যাবে না। এর bad effect হয়। সংবিধান সংস্কারে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে justiciable করার সুপারিশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সবকটিকেই justiciable করে দিতে হবে–নয়তো কোনোটাই নয়। মৌলিক অধিকারসমূহ কোনো পার্লামেন্ট দেয়নি। এটি দিয়েছে law of nature. এটি কোনো পার্লামেন্টের দান নয়। এই রাইটসগুলোকেশৃঙ্খলাবদ্ধ করা ঠিক নয়। প্রত্যেকটিকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত। নয়তো কোর্টের এখতিয়ারে দেওয়া যেতে পারে। আর্মি অ্যাক্ট সংশোধন করা যেতে পারে। অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো ঐকমত্য হবে না। By operation of the sovereign power from the revaluation-এর এক্সারসাইজ করে আইন করে করতে হবে।

২৭. **জনাব আলী রীয়াজ:** আজকে নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনায় কতকগুলো বিষয় উঠে এসেছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান। দীর্ঘসময় আমরা কথা বলেছি, এটি ঐকমত্য কমিশনের জন্য নিঃসন্দেহে একটি সহযোগিতার কাজ করবে। আমরা নাগরিক সমাজের কিছু কিছু মতামত এখানে প্রতিফলিত হতে দেখেছি। আমি আগেও বলেছি কমিশনগুলোর সঙ্গে নাগরিক সমাজের ভালো আলোচনা হয়েছে। আজকের আলোচনায় অনেক বিষয়ের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। এটি কেবল সাধারণভাবে আলোচনার বিষয় নয়। এটি কীভাবে তৈরি করা যাবে সে প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে। পাশাপাশি এই কমিশনগুলোর প্রতিবেদনে বিষয়ে যে সমালোচনার দিক আছে, এক অর্থে এ সমালোচনা ভালোসেটেলমেন্টের দিকেই যাচ্ছে। আবার কতকগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্ন উঠেছে এবং আলোচিত হয়েছে যে, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে কি না। এজন্য এক ধরনের বাইন্ডিংয়ের কথা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে কিছু কিছু প্রস্তাব আছে সেগুলো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকা কিংবা বিভিন্ন পদে থাকা নাথাকার প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। এটি বুঝতে পারছি যে, সকলেই একমত হচ্ছেন যে ক্ষমতার যে এককেন্দ্রীকরণ সেটিকে বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। সেটি এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব হবে কি না সেটি নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন আছে। তবে এটি হওয়া দরকার। আমরা মনে করছি রাজনৈতিক দলগুলো একভাবে বিবেচনা করছেন, নাগরিক সমাজও অন্যভাবে বিবেচনা করেনি। তাদের সেই আলোচনাটি রাজনৈতিক

দলগুলোকেও প্রভাবিত করবে। নাগরিক সমাজের অন্যান্য অংশকেও প্রভাবিত করবে। এই আলোচনাটি অত্যন্ত জরুরি। সেই তাগিদ থেকেই আমরা এই আলোচনা করছি। আমরা মনে করছি একটি ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা একটি জাতীয় সনদ তৈরির চেষ্টায় আমরা যতটা অর্জন করতে পারব, এর বাইরেও যেগুলো থাকবে সেখানেও যাতে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি থাকে, রাজনৈতিক শক্তির বাইরের অন্যান্য শক্তিগুলোও যেন সেগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। আমরা আশা করছি, শুধু আজকে না রাজনৈতিক দলগুলোর অব্যাহত আলোচনার পাশাপাশি নাগরিক সমাজ বিভিন্ন কাঠামোর মধ্যে, বিভিন্ন উপায়ে সেগুলো নিয়ে বড় ধরনের পাবলিক ডিসপোস যেটি আমরা বলি সেগুলো তৈরি করার চেষ্টা করবে। গণমাধ্যমের প্রতিও আহ্বান, এই বিষয়গুলোতে আপনাদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন এ কারণে যে, আপনাদের মাধ্যমে অনেক বিষয় জনগণের কাছে নেওয়া সম্ভব। আলোচনাগুলো জোরদার করার জন্য। আলাপ-আলোচনোর মধ্যদিয়েই আমাদেরকে এক জায়গায় পৌঁছাতে হবে। সবটা অর্জন করা যাবে না। কিন্তু যতটা সম্ভব অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা এ সুযোগ দ্বিতীয়বার পাওয়া যাবে বলে মনে হয়না। বিশেষ করে যে দীর্ঘ একনায়কতন্ত্রী শাসনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের এখানে আসতে হয়েছে, সেটি যেন পুনর্বার না ঘটে সেটি আমাদের সকলের নিশ্চিত করা দরকার। আমি মনে করি এই আলোচনাগুলো কমিশনকে সমৃদ্ধ করেছে এবং কিছু কিছু চিন্তার জায়গাও তৈরি করেছে। অন্যরাও এ আলোচনার মধ্যে যুক্ত থাকবেন এটি আশা করে যায়। আজকের এই আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, যে সদস্যরা এখানে উপস্থিত আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিশিষ্ট-১৭

যেসব বিষয় দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় উত্থাপন করা হয়নি

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
১	সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।	১. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ২. গণঅধিকার পরিষদ ৩. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৪. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য (নাগরিক বাংলাদেশী, জাতি বাঙালি) ৫. খেলাফত মজলিস ৬. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ৭. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৮. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৯. জাতীয় গণফ্রন্ট ১০. আমজনতার দল ১১. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৩. গণসংহতি আন্দোলন (গণনাগরিকতন্ত্রী)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (গণপ্রজাতন্ত্রী) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি (বর্তমান বাংলায় সমস্যা নেই) ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (রিজিড নয়) ৫. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৬. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৭. নাগরিক ঐক্য ৮. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৯. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১০. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১২. গণফোরাম (প্রজাতন্ত্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী) ১৩. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১৫. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ১৭. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (গণপ্রজাতন্ত্রী)	১. জাকের পার্টি	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।
২	সংবিধানের 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার' অন্তর্ভুক্ত করা।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (বস্ত্র) ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৩. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. গণঅধিকার পরিষদ ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করা) ১৫. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২২. গণসংহতি আন্দোলন ২৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২৪. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২৫. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি (প্রাণ প্রকৃতির সুরক্ষা যুক্ত করা) ২. গণফোরাম ৩. জাকের পার্টি ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান-এর সাথে কর্মসংস্থান যোগ করতে হবে) ৫. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) (শিক্ষা, বস্ত্র, চিকিৎসা(স্বাস্থ্য), খাদ্য, বাসস্থান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে) ৬. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. ১২ দলীয় জোট	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
৩	বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. জাকের পার্টি ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. গণসংহতি আন্দোলন ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ২৪. গণঅধিকার পরিষদ ২৫. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ২৬. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২৭. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২৮. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. গণফোরাম ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন করা যাবে না)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. ১২ দলীয় জোট	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।
৪	প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৭. জাকের পার্টি ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	১. নাগরিক ঐক্য ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৩.১২ দলীয় জোট ৪. গণফোরাম ৫. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ (স্পষ্ট হওয়া উচিত)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
		১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ১৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. গণসংহতি আন্দোলন ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ২৪. গণঅধিকার পরিষদ				
৫	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ বছর					প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।
৬	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ৪ বছর করা					প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।
৭	রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	১. আমজনতার দল (বাধ্যতামূলক করা যাবে না) ২. গণঅধিকার পরিষদ ৩. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৪. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৫. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (তিনটি আসনের বিপরীতে একজন নারী) ৬. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৭. গণসংহতি আন্দোলন	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৪. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৩. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৪. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৫. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৬. খেলাফত মজলিস ৭. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৮. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৯. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১০. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১১. গণফোরাম ১২. নাগরিক ঐক্য ১৩. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১৪. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৫. ১২ দলীয় জোট ১৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১৭. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ১৮. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১৯. জাকের পার্টি (অনুপাত গ্রহণযোগ্য নয়) ২০. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	১. জাতীয় গণফ্রন্ট ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
৮	সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৩. জাকের পার্টি ৪. জাতীয় গণফ্রন্ট ৫. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৬. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৭. গণসংহতি আন্দোলন	১. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (১৮ বছর করা) ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি (প্রতিদ্বন্দ্বিতার বয়স ২৩, ভোটাধিকার ১৬) ৩. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৪. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৫. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৬. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৭. আমজনতার দল ৮. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৯. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১০. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১১. নাগরিক ঐক্য ১২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) (সবাই একমত হলে মানবেন) ১৩. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১৪. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৫. ১২ দলীয় জোট ১৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১৭. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৮. গণঅধিকার পরিষদ ১৯. গণফোরাম (২৫ বছর) ২০. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ২২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) (২৫ বছর) ২৩. খেলাফত মজলিস	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।
৯	উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা।	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৩. গণঅধিকার পরিষদ ৪. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৫.খেলাফত মজলিস ৬. ১২ দলীয় জোট ৭. গণসংহতি আন্দোলন ৮. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (১০০ জন) ৯. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১০. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১১. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১২.বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (১০০ সদস্য, মেয়াদ ৫ বছর, বর্তমানে নারী আসনের মতো উচ্চকক্ষের নির্বাচন) ২. জাকের পার্টি ৩. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৪. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৬. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (১০০ জন)	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৩. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ৫. নাগরিক ঐক্য ৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৭. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৮. গণফোরাম ৯. জাতীয় গণফ্রন্ট (৫০০ আসন বিশিষ্ট সংসদ চাই) ১০. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১১. আমজনতার দল ১২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	১. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
১০	আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. গণঅধিকার পরিষদ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৭. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৮. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৯. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৯. গণসংহতি আন্দোলন ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	১. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ২. জাকের পার্টি	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার নেতৃত্বে) ২. ১২ দলীয় জোট ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৪. গণফোরাম ৫. জাতীয় গণফ্রন্ট ৬. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৭. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)		প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।
১১	সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক বাবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (নীতিগতভাবে একমত, কিন্তু সংবিধানে সংযোজনে দ্বিমত) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. গণফোরাম ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	১. জাকের পার্টি ২. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৩. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী)	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. ১২ দলীয় জোট	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দলের আপত্তিতে জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
		১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. গণসংহতি আন্দোলন ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ২২. গণঅধিকার পরিষদ ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২৪. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ২৬. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)				
১২	যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (কোনো আইনসভার সদস্য স্থানীয় সরকারের এখতিয়ারধীন সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. গণঅধিকার পরিষদ ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. গণফোরাম ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. গণসংহতি আন্দোলন ২৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২৪. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ২৬. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১. জাকের পার্টি ২. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৩. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী)	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. ১২ দলীয় জোট	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দলের আপত্তিতে জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
১৩	এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (নীতিগতভাবে একমত, কিন্তু সংবিধানে সংযোজনে দ্বিমত) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৭. গণঅধিকার পরিষদ ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ১০. আমজনতার দল ১১. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. গণসংহতি আন্দোলন ১৭. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২০. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২১. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ২৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৩. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৪. জাকের পার্টি ৫. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১. ১২ দলীয় জোট ২. গণফোরাম ৩. নাগরিক ঐক্য	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দলের আপত্তিতে জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।
১৪	৪। প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন; ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করা, সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করার বিষয়ে দ্বিমত) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১০. আমজনতার দল ১১. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য	১. জাকের পার্টি	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. ১২ দলীয় জোট ৩. গণফোরাম ৪. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দলের আপত্তিতে জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
		১৭. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. গণসংহতি আন্দোলন ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. গণঅধিকার পরিষদ ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২৪. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ২৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)				।
১৫	৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা , যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে।	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. গণসংহতি আন্দোলন ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২০. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ২১. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. জাকের পার্টি ২. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য (নীতিগত একমত, আমলাতন্ত্র না হয়)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (স্বতন্ত্র আইনের মাধ্যমে করা, সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করার বিষয়ে দ্বিমত) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৪. গণফোরাম ৫. ১২ দলীয় জোট (Pending) ৬. গণঅধিকার পরিষদ	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দলের আপত্তিতে জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।

নির্বাচন সংস্কার (১৭ জুলাই ২০২৫)

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
১৬	জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. গণফোরাম ৩. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৫. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৬. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ৭. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৮. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৯. গণঅধিকার পরিষদ (শুধু বর্তমান সময়) ১০. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি ২. জাকের পার্টি ৩. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৪. খেলাফত মজলিস	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৩. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৪. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৫. আমজনতার দল ৬. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৭. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৮. নাগরিক ঐক্য ৯. জাতীয় গণফ্রন্ট ১০. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১১. গণসংহতি আন্দোলন ১২. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৩. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১৫. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৬. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ১৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১৮. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

জনপ্রশাসন সংস্কার (১৭ জুলাই ২০২৫)

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি/কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি	মন্তব্য
১৭	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাগরিকদের ও ছাত্র প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি করে 'জেলা নাগরিক কমিটি' ও উপজেলা নাগরিক কমিটি' গঠন করা।	১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২. খেলাফত মজলিস ৩. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৪. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৫. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৬. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ৯. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ১০. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১২. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৩. গণফোরাম (ছাত্র বাদ দিয়ে)	১. জাকের পার্টি ২. গণসংহতি আন্দোলন ৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (ধর্মীয় প্রতিনিধি রাখা, ছাত্র প্রতিনিধির দরকার নেই)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি (অপব্যবহারের সম্ভাবনা আছে) ৪. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৫. ভাসানী জনশক্তি পার্টি (Pending) ৬. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৭. আমজনতার দল ৮. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৯. নাগরিক ঐক্য ১০. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ১১. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ১৩. গণঅধিকার পরিষদ ১৪ বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ (আলাদাভাবে ছাত্র প্রতিনিধি উল্লেখ করার দরকার নেই) ১৫. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি/কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি	মন্তব্য
১৮	দেশের পুরাতন চারটি বিভাগের সীমানাকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।	১. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৪. জাতীয় গণফ্রন্ট ৫. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ৬. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ৭. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি (প্রদেশ ৮টি হওয়া যথাযথ)	১. খেলাফত মজলিস ২. জাকের পার্টি ৩. আমজনতার দল ৪. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি (বিপজ্জনক) ৪. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৫. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৬. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৭. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৮. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৯. নাগরিক ঐক্য ১০. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ১১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১২. গণসংহতি আন্দোলন ১৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৪. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১৫. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৬. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১৭. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৮. গণঅধিকার পরিষদ ১৯. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	১. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ২. গণফোরাম ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি
১৯	'জেলা প্রশাসক' ও 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' পদবি পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'উপজেলা কমিশনার' ও 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কমিশনার' করা। 'অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)' পদবী পরিবর্তন করে 'অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (ভূমি ব্যবস্থাপনা) করা।	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৩. জাকের পার্টি ৪. আমজনতার দল ৫. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৬. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ৯. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ১০. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১১. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১৩. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ১৪. গণঅধিকার পরিষদ ১৫. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৬. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১৭. খেলাফত মজলিস ১৮. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১৯. ভাসানী জনশক্তি পার্টি	১. গণসংহতি আন্দোলন ২. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৩. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৪. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৫. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (দায়িত্ব বদল করতে হবে) ৬. নাগরিক ঐক্য ৭. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) (সরকার নিজস্ব ব্যবস্থায় করতে পারে) ৮. গণফোরাম ৯. ১২ দলীয় জোট (জোট)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি/কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি	মন্তব্য
২০	উপজেলা জননিরাপত্তা অফিসার পদ সৃষ্টি করে সেই পদে সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি (নির্বাচনের আগে পাইলট প্রকল্প হিসেবে) ৩. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৪. জাকের পার্টি ৫. আমজনতার দল ৬. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৭. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৮. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১০. জাতীয় গণফ্রন্ট ১১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) (সরকার নিজস্ব ব্যবস্থায় করতে পারে) ১২. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ১৩. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১৪. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৫. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ১৬. খেলাফত মজলিস ১৭. গণফোরাম ১৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি	১. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ৩. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৪. গণঅধিকার পরিষদ ৫. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (সরকারের খরচ বাড়বে) ৬. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৭. নাগরিক ঐক্য ৮. গণসংহতি আন্দোলন ৯. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১০. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) (পরে জানাবে ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ))	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি
১৬	বিদ্যমান জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে জেলা পরিষদসমূহের সকল সম্পত্তি প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।	১. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ২. খেলাফত মজলিস ৩. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৪. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৬. জাতীয় গণফ্রন্ট ৭. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ৮. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৯. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. জাকের পার্টি ২. আমজনতার দল	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি (জেলা পরিষদ প্রয়োজন) ৪. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৫. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৬. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (শক্তিশালী করার পক্ষে) ৭. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৮. নাগরিক ঐক্য ৯. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ১০. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১১. গণসংহতি আন্দোলন ১২. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৩. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১৪. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৫. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১৬. গণঅধিকার পরিষদ ১৭. গণফোরাম ১৮ বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৯. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ২০. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) (শক্তিশালী করার পক্ষে)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি/কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি	মন্তব্য
১৭	পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে।	১. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৩. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৪. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)		১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি (জনগণের সরাসরি ভোটে) ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. জাকের পার্টি ৮. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৯. আমজনতার দল ১০. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (জনগণের সরাসরি ভোটে) ১১. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১২. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ১৪. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (পরে জমা দিবে) ১৫. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (সরাসরি ভোটের পক্ষে) ১৬. গণসংহতি আন্দোলন ১৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৮. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১৯. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২০. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ২১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২২. গণঅধিকার পরিষদ ২৩. গণফোরাম ২৪. নাগরিক ঐক্য ২৫. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ২৬. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ (জনগনের সরাসরি ভোট)	১. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি
১৮	প্রস্তাবিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশের আলোকে ঢাকা মহানগরী, টঙ্গী, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও নারয়ণগঞ্জকে নিয়ে প্রাদেশিক সরকারের সমপর্যায়ের 'ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট'-গঠন করা।	১. জাকের পার্টি ২. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৩. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৪. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৫. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৬. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৭. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৮. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. খেলাফত মজলিস ২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৩. জাতীয় গণফ্রন্ট	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৫. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৬. আমজনতার দল (পুনর্বিবেচনা করবেন) ৭. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৮. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৯. নাগরিক ঐক্য ১০. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ১১. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ১২. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১৩. গণসংহতি আন্দোলন ১৪. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৫. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১৬. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৭. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১৮. গণঅধিকার পরিষদ ১৯. গণফোরাম ২০. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ১২. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য (সংখ্যাবৃদ্ধিতে একমত, নারী সদস্যে নয়)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি/কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি	মন্তব্য
১৯	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদটি বিলুপ্ত করা।	১. জাকের পার্টি ২. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৩. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৪. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৫. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৬. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৭. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৮. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৯. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ১০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ১১. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	১. জাতীয় গণফ্রন্ট ২. গণঅধিকার পরিষদ	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি (পদ রাখার পক্ষে) ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. আমজনতার দল (পুনর্বিবেচনা করবেন) ৮. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৯. নাগরিক ঐক্য ১০. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ১২. গণফোরাম ১৩. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (পদ রাখার পক্ষে) ১৪. গণসংহতি আন্দোলন ১৫. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৬. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১৭. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৮. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি
২০	ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডের সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ৯টি থেকে ১১টি করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ১জন পুরুষ ও ১জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের বিধান করা এবং ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।	১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৩. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৪. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৫. গণসংহতি আন্দোলন ৬. ভাসানী জনশক্তি পার্টি	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (সংখ্যা বাড়াতে একমত, চেয়ারম্যান সরাসরি নির্বাচিত হতে হবে) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি (সরাসরি জনগণের ভোটে) ৪. খেলাফত মজলিস ৫. জাকের পার্টি ৬. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) (১১ টি ওয়ার্ড, ১ জন পুরুষের বিষয়ে একমত। ১ জন মহিলা সদস্যের বিষয়ে একমত নয়) ৭. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৮. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৯. নাগরিক ঐক্য ১০. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১১. জাতীয় গণফ্রন্ট ১২. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য (সংখ্যাবৃদ্ধিতে একমত, নারী সদস্যে নয়)	১. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৩. আমজনতার দল ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) (চেয়ারম্যান সরাসরি ভোট) ৫. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ বিলুপ্ত ও কাউন্সিলর সরাসরি উপজেলা পরিষদের সদস্য হবেন) ৬. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল) ৭.. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৮. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৯. গণফোরাম	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি/কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি	মন্তব্য
			১৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৪. ১২ দলীয় জোট (জোট) (প্রথম অংশের সাথে একমত, দ্বিতীয় অংশের সাথে একমত নয়) ১৫. গণঅধিকার পরিষদ ১৬. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১৭. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) (৯ থেকে ১১ এর পক্ষে, চেয়ারম্যান জনগনের ভোটে)			
২১	উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত না রেখে তাকে শুধু সংরক্ষিত বিষয় ও বিধিবদ্ধ বিষয়াদি যেমন আইনশৃংখলা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি দেখাশুনার ক্ষমতা দেওয়া। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার অফিসারকে উপজেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৩. জাকের পার্টি ৪. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৫. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৬. আমজনতার দল ৭. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৮. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৯. নাগরিক ঐক্য ১০. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১১. জাতীয় গণফ্রন্ট ১২. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ১৩. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১৪. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ১৫. গণঅধিকার পরিষদ ১৬. খেলাফত মজলিস ১৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. গণসংহতি আন্দোলন	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি (বাস্তবসম্মত নয়) ৩. গণফোরাম ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৫. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাংলাদেশ জাসদ) ৬. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (উপজেলা পরিষদের গুরুত্ব হ্রাস পাবে) ৭. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৮. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৯. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১০. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১১. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য (কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব পালন করুক) ১২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি/কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি	মন্তব্য
২২	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে আবর্তন পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার বিধান করা।	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. নাগরিক ঐক্য ৩. খেলাফত মজলিস ৪. জাকের পার্টি ৫. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৬. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৭. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৮. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ৯. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১০. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১২. গণসংহতি আন্দোলন ১৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৪. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১৫. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৬. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১৮ ভাসানী জনশক্তি পার্টি	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি (দলীয় প্রতীকের বাইরে করতে হবে) ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৩. জাতীয় গণফ্রন্ট	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৩. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৪. আমজনতার দল ৫. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৭. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ৮. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৯. গণফোরাম ১০. গণঅধিকার পরিষদ ১১. . বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) (পরে জানাবে)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি
২৩	পৌরসভার চেয়্যারম্যান নির্বাচিত হবেন ওয়ার্ড মেম্বারদের ভোটে।	১. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৩. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৪. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)		১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি (জনগণের সরাসরি ভোটে) ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. জাকের পার্টি ৮. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৯. আমজনতার দল ১০. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (জনগণের সরাসরি ভোটে) ১১. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১২. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ১৪. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (পরে জমা দিবে) ১৫. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (সরাসরি ভোটের পক্ষে) ১৬. গণসংহতি আন্দোলন ১৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৮. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১৯. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২০. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ২১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২২. গণঅধিকার পরিষদ ২৩. গণফোরাম ২৪. নাগরিক ঐক্য ২৫. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ২৬. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ (জনগনের সরাসরি ভোট)	১. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি/কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি	মন্তব্য
২৪	সরকারি চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান বাতিল এবং ১৫ বছর চাকুরি পূর্তিতে স্বেচ্ছা অবসরের বিধান প্রবর্তন করা।	১. গণফোরাম ২. গণসংহতি আন্দোলন ৩. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৫. খেলাফত মজলিস ৬. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৭. জাকের পার্টি ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (২৫ বছর পুর্তিতে বাধ্যতামূলক অবসরে দ্বিমত, ১৫ বছর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসরে একমত) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৪. আমজনতার দল ৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) (২০ বছর) ৬. ১২ দলীয় জোট (জোট) (প্রথম অংশের সাথে একমত, দ্বিতীয় অংশের সাথে একমত নয়) ৭. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৮. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি ২. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৪. গণঅধিকার পরিষদ	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) (পরে জানাবে) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি
২৫	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস), সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্ত্রীদের অভিপ্রায় অনুসারে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে নিয়োগ করা।	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৩. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. ১২ দলীয় জোট (জোট) ৮. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৯. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭.গণসংহতি আন্দোলন ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. জাকের পার্টি ২. ভাসানী জনশক্তি পার্টি	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি (রাজনীতিকরণের সম্ভাবনা) ৩. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৪. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৫. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৬. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৭. গণঅধিকার পরিষদ ৮. গণফোরাম	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) (পরে জানাবে) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি

পরিশিষ্ট-১৮

সংশোধিত আকারে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
১	সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করা। বহুত্ববাদ	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি ২. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৩. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৪. জাতীয় গণফ্রন্ট	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. খেলাফত মজলিস ৩. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৪. জাকের পার্টি ৫. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ৬. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) (বহুত্ববাদ বাদ) ৭. আমজনতার দল (বহুত্ববাদ বাদ) ৮. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন (বহুত্ববাদ বাদ) ৯. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১০. নাগরিক ঐক্য ১১. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ((সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার) ১২. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (বহুত্ববাদ বাদ) ১৩. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (বহুত্ববাদ বাদ) ১৪. গণসংহতি আন্দোলন (সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি) ১৫. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য (সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র) ১৬. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (বহুত্ববাদ বাদ) (আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস) ১৭. গণঅধিকার পরিষদ (বহুত্ববাদ নিয়ে আপত্তি) ১৮. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ১৯. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ২০. ১২ দলীয় জোট (জোট) (বহুত্ববাদ নিয়ে আপত্তি) ২১. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (বহুত্ববাদ বাদ দিয়ে বহুমত ও পথ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে) ২২. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (বহুত্ববাদ বাদ) ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি (সমাজতন্ত্র রাখতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষতা থাকতেই হবে)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্র) (দলীয় ফোরামে আলোচনা করে জানানো হবে) ২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) (বহুত্ববাদ বাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা রাখার পক্ষে) (সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্র রাখলে আপত্তি নেই) ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৫. গণফোরাম (সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার)	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বহুত্ববাদ বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টিতে পরিবর্তন এনে উপস্থাপন করা হয়।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
২	কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে “বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।” একটি বহুত্ববাদী	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি (বহুত্ববাদী লেখা প্রযোজ্য নয়) ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৩.বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৪. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৫. জাতীয় গণফ্রন্ট ৬. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ৭.গণসংহতি আন্দোলন ৮. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১০. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ১১. ১২ দলীয় জোট (জোট) ১২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (বহুত্ববাদ বাদ)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (বহুত্ববাদ বাদ) (পরে জানাবেন) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (বহুত্ববাদ বাদ) ৩. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৪. জাকের পার্টি ৫. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৬. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) (শব্দে সমস্যা) ৭. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৮. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (সংবিধানে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস পুনরায় স্থাপনের আবেদন) ৯. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১০. নাগরিক ঐক্য ১১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (বহুত্ববাদ বাদ) ১২. গণঅধিকার পরিষদ (বহুত্ববাদ নিয়ে আপত্তি) ১৩. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ১৪. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১৫. খেলাফত মজলিস ১৬. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) (আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিতে হবে)	১. গণফোরাম ২. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	১.আমজনতার দল	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বহুত্ববাদী বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টিতে পরিবর্তন আনা হয়।
৩	বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে ‘মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা’ নামে একটি ‘ভাগ’ হিসেবে একীভূতকরণ।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. গণঅধিকার পরিষদ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৬. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ১৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) (কর্মসংস্থান) ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. গণসংহতি আন্দোলন ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২. জাকের পার্টি ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) (রাষ্ট্র সামর্থ থাকলে দিবে, না থাকলে নয়)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. নাগরিক ঐক্য ৩. ১২ দলীয় জোট ৪. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৫. গণফোরাম ৬. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় বিষয়টি পুর্নবিবেচনা করে জাতীয় ঐক্যমত কমিশন তাদের সুপারিশে সংশোধনী এনেছে।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
৪	যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৪.লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫.খেলাফত মজলিস ৬.জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭.জাকের পার্টি ৮.ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯.গণসংহতি আন্দোলন ১০.আমজনতার দল ১১.রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ১৩.বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪.বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫.আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬.নাগরিক ঐক্য ১৭.জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮.জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. গণঅধিকার পরিষদ ২০.বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১.জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২৩.বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ২৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	১. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৪. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৫. গণফোরাম	১.বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. ১২ দলীয় জোট ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) (আইনি বাধ্যবাধকতা ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।)		প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় বিষয়টি পুর্নবিবেচনা করে জাতীয় ঐক্যমত কমিশন তাদের সুপারিশে সংশোধনী এনেছে।
৫	১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ (Senate-সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (মেয়াদ ৫ বছর) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. গণঅধিকার পরিষদ ৪.লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৬.বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৭.জাকের পার্টি ৮.ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৯. ১২ দলীয় জোট (জোট) (মেয়াদ ৫ বছর) ১০. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১১.রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২.বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৩.গণসংহতি আন্দোলন ১৪.বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫.বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ১৬. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৭. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (কর্ম অধিকার যুক্ত করা)	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (৫ বছর) ২. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৩. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) (দ্বিকক্ষ একমত, ৪ বছর আপত্তি) ৪. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৫. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (উভয় কক্ষের মেয়াদ ৫ বছর) ৬. খেলাফত মজলিস	১. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৩. নাগরিক ঐক্য ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৫. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৬. গণফোরাম ৭. জাতীয় গণফ্রন্ট ৮. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৯. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১০. আমজনতার দল		প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছরের বিষয়টি আলোচনায় রাখেনি।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
৬	প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	১. গণঅধিকার পরিষদ ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৩. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৪. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৫.খেলাফত মজলিস ৬. গণসংহতি আন্দোলন ৭. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ৮.ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ১০.আমজনতার দল ১১.রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২.বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩.বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪.বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫.আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬.নাগরিক ঐক্য ১৭.জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮.জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২০. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২১. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ২২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি (প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা পৃথক ব্যক্তি হবেন) ৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৪. গণফোরাম	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (রাজনৈতিক বিষয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের চেতনার পরিপন্থি) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ৩. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৪. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৫. জাকের পার্টি ৬. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ৭. ১২ দলীয় জোট (পরবর্তীতে জানাবে)		অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মতভিন্নতায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশন দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টিতে পরিবর্তন আনে।
৭	একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. গণফোরাম ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. জাকের পার্টি ৮.ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. গণঅধিকার পরিষদ ১০. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য	১. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ২. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট (পরপর সর্বোচ্চ ২বার)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) কোনো ব্যক্তি একাদিক্রমে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, মেয়াদ ৫ বছর) ২. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৩. আমজনতার দল (সর্বোচ্চ তিনবার, একাধিক্রমে ২বারের বেশি নয়) ৪. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) (রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত)		অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হলেও বৃহৎ রাজনৈতিক দলের মতভিন্নতায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশন দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টিতে পরিবর্তন আনে।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
৭		১৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ২২. গণসংহতি আন্দোলন ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ২৪. ১২ দলীয় জোট ২৫. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ২৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২৭. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)				
৮	প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	১. গণঅধিকার পরিষদ ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৩. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৪. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৫.খেলাফত মজলিস ৬. গণসংহতি আন্দোলন ৭. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ৮.ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ১০.আমজনতার দল ১১.রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২.বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩.বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪.বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫.আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬.নাগরিক ঐক্য ১৭.জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮.জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২০. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২১. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ২২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি (প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা পৃথক ব্যক্তি হবেন) ৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৪. গণফোরাম	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (রাজনৈতিক বিষয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের চেতনার পরিপন্থি) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ৩. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৪. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৫. জাকের পার্টি ৬. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ৭. ১২ দলীয় জোট (পরবর্তীতে জানাবে)		প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত না হওয়ায় জাতীয় ঐক্যমত কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় বিষয়টি রাখা হয়নি।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
৯	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল "এনসিসি' রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এ সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি; ২. প্রধানমন্ত্রী; ৩. বিরোধীদলীয় নেতা; ৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার: ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের অরিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি ২. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. ১২ দলীয় জোট ৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. গণসংহতি আন্দোলন ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২০. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ২১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি ব্যতিত) ২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৩. জাকের পার্টি ৪. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) (ইন প্রিন্সিপাল এগ্রিড) ৫. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ৬. গণঅধিকার পরিষদ (এনসিসির কার্যক্রম আরো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (প্রয়োজন নেই) ২. গণফোরাম ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	দ্বিতীয় পর্যায়ে এনসিসি বিষয়ে ১০টি সুপারিশ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সংশোধিত হয় এবং ও পরে বাতিল করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
১০	আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি ২. গণঅধিকার পরিষদ ৩. ১২ দলীয় জোট ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. গণসংহতি আন্দোলন ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	১. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৪. গণফোরাম ৫. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কমিশন গঠন করা যাবে না)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. জাকের পার্টি ৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	দ্বিতীয় পর্যায়ে এনসিসি বিষয়ে ১০টি সুপারিশ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সংশোধিত হয় এবং ও পরে বাতিল করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়।
১১	এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১. নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ২. এটর্নি জেনারেল; ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান; ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. গণঅধিকার পরিষদ ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. ১২ দলীয় জোট ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. গণসংহতি আন্দোলন ২৩. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী)	১. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. জাকের পার্টি ৩. গণফোরাম ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ৫. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	দ্বিতীয় পর্যায়ে এনসিসি বিষয়ে ১০টি সুপারিশ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সংশোধিত হয় এবং ও পরে বাতিল করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
১১		২৪. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি (নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ করা দরকার) ২৫. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ				
১২	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নুন্যতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	১. গণঅধিকার পরিষদ ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. ১২ দলীয় জোট ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. গণসংহতি আন্দোলন	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি ২. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৪. গণফোরাম	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. জাকের পার্টি ৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৫. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	দ্বিতীয় পর্যায়ে এনসিসি বিষয়ে ১০টি সুপারিশ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সংশোধিত হয় এবং ও পরে বাতিল করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়।
১৩	৪.২ উপরে উল্লিখিত ৪.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	১. গণঅধিকার পরিষদ ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. ১২ দলীয় জোট ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৮.জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. গণসংহতি আন্দোলন		১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৪. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৫. গণফোরাম ৬. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. জাকের পার্টি ৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)) ৫. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	দ্বিতীয় পর্যায়ে এনসিসি বিষয়ে ১০টি সুপারিশ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সংশোধিত হয় এবং ও পরে বাতিল করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
		২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ				
১৪	৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি 'প্রধান উপদেষ্টা' হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।	১. গণঅধিকার পরিষদ ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৮. ১২ দলীয় জোট ৯. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ১৬. গণসংহতি আন্দোলন ১৭. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২০. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. জাকের পার্টি	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৪. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৫. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৬. নাগরিক ঐক্য ৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৮. গণফোরাম	১.বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	দ্বিতীয় পর্যায়ে এনসিসি বিষয়ে ১০টি সুপারিশ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সংশোধিত হয় এবং ও পরে বাতিল করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়।
১৫	৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	১. গণঅধিকার পরিষদ ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. ১২ দলীয় জোট ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. গণসংহতি আন্দোলন ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ২২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১.বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২.জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩.জাকের পার্টি ৪.জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৫. গণফোরাম ৬.জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)	১.বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	দ্বিতীয় পর্যায়ে এনসিসি বিষয়ে ১০টি সুপারিশ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সংশোধিত হয় এবং ও পরে বাতিল করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
১৬	৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. গণঅধিকার পরিষদ ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. ১২ দলীয় জোট ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. গণসংহতি আন্দোলন ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ		১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৪. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৫. গণফোরাম	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. জাকের পার্টি ৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৫. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	দ্বিতীয় পর্যায়ে এনসিসি বিষয়ে ১০টি সুপারিশ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সংশোধিত হয় এবং ও পরে বাতিল করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়।
১৭	৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে অপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. গণঅধিকার পরিষদ ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. ১২ দলীয় জোট ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. গণসংহতি আন্দোলন ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ		১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৪. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৫. গণফোরাম	১.বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. জাকের পার্টি ৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৫. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	দ্বিতীয় পর্যায়ে এনসিসি বিষয়ে ১০টি সুপারিশ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সংশোধিত হয় এবং ও পরে বাতিল করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
১৮	৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যহতিতে পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত অপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৫. খেলাফত মজলিস ৬. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৭. গণঅধিকার পরিষদ ৮. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৯. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১০. আমজনতার দল ১১. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ১২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ১৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ১৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ১৫. ১২ দলীয় জোট ১৬. নাগরিক ঐক্য ১৭. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১৮. জাতীয় গণফ্রন্ট ১৯. গণসংহতি আন্দোলন ২০. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ২১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২২. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ২৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ		১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি ৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৪. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৫. গণফোরাম	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ৩. জাকের পার্টি ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৫. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	দ্বিতীয় পর্যায়ে এনসিসি বিষয়ে ১০টি সুপারিশ উত্থাপিত হওয়ার পর তা সংশোধিত হয় এবং ও পরে বাতিল করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়।
১৯	সংসদ নির্বাচনে ৩ শতাংশের অধিক প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) দলগুলোর মধ্যে আসন বণ্টন করা।	১. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ২. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৫. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি (পিআর)	১. জাতীয় নাগরিক পার্টি ২. খেলাফত মজলিস ৩. জাকের পার্টি ৪. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) (সদস্য মনোনয়ন) ৫. আমজনতার দল ৬. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৭. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ৮. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৯. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ১০. গণঅধিকার পরিষদ (১ শতাংশ)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (পিআরে দ্বিমত) ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৪. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন (১ শতাংশ) ৫. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (২ শতাংশের ভিত্তিতে) ৬. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৭. নাগরিক ঐক্য (১ শতাংশ) ৮. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৯. জাতীয় গণফ্রন্ট ১০. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১১. ১২ দলীয় জোট (জোট) (১ শতাংশ) ১২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১৪. গণফোরাম ১৫. গণসংহতি আন্দোলন ১৬. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ১৭. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (১ শতাংশ) ১৮. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	দ্বিতীয় পর্যায়ে সংশোধিত ভাবে উত্থাপিত।

ক্রমিক নং	সুপারিশ	একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	আংশিক একমত হওয়া রাজনৈতিক দল	একমত নয় রাজনৈতিক দল	টিক চিহ্ন দেয়নি	মন্তব্য
২০	উচ্চ কক্ষের নির্বাচন: প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০টি দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০% আসন নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত করার বিধান করা। তবে শর্ত থাকে যে, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।	১. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ (নুরুল আমীন বেপারী) ২. ভাসানী জনশক্তি পার্টি ৩. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৪. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৫. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৬. ১২ দলীয় জোট (জোট) ৭. আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) (পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, আসন সংখ্যা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন) ২. জাতীয় নাগরিক পার্টি (নির্দলীয় ৩৩%, নারীদের জন্য ২৫%) ৩. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (৩০% নারীর অন্তর্ভুক্তিতে একমত) ৪. আমজনতার দল ৫. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ ৬. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস (ইমাম ও ইসলামী শিক্ষাবিদ থেকে প্রতিনিধি) ৭. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ৮. গণসংহতি আন্দোলন (নন-পার্টিজান নিয়োগ নিয়ে আপত্তি) ৯. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ১০. গণঅধিকার পরিষদ ১১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ১২. জাকের পার্টি ১৩. খেলাফত মজলিস	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ২. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি ৩. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ৪. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) ৫. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ৬. নাগরিক ঐক্য (১০০ জন) ৭. জাতীয় গণফ্রন্ট ৮. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ৯. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ১০. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ১১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১২. গণফোরাম	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	দ্বিতীয় পর্যায়ে সংশোধিত ভাবে উত্থাপিত।

পরিশিষ্ট-১৯

রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে সংলাপের আলোচ্য বিষয়সমূহ

৩রা জুন ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: প্রথম দিন

১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০
২। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিত্ব
৩। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব
৪। তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৭ই জুন ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: দ্বিতীয় দিন

১। পূর্বেকার অসমাপ্ত আলোচনার সমাপ্তিকরণ
(ক) সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ
(খ) স্থায়ী কমিটির সভাপতি মনোনয়ন
(গ) সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব
২। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ)
৩। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া

১৮ই জুন ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: তৃতীয় দিন

১। পূর্বেকার অসমাপ্ত আলোচনার সমাপ্তিকরণ
২। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)
৩। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি
৪। জেলা সমন্বয় কাউন্সিল

১৯শে জুন ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: চতুর্থ দিন

১। পূর্বেকার অসমাপ্ত আলোচনার সমাপ্তিকরণ
২। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ
৩। সংবিধানের মূলনীতি
৪। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ

২২শে জুন ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: পঞ্চম দিন

দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনের অসমাপ্ত আলোচনা সমাপ্তকরণ

২৫শে জুন ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ষষ্ঠ দিন

১। সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি
২। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)
৩। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট
৪। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি

২৯শে জুন ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: সপ্তম দিন

১। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি
২। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট

২রা জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: অষ্টম দিন

১। নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ
২। তত্ত্বাবধায়ক সরকার
৩। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন

৩রা জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: নবম দিন

১। রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন
২। বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণ : সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ
৩। জরুরি অবস্থা ঘোষণা

৭ই জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: দশম দিন

১। উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ
২। জরুরি অবস্থা ঘোষণা
৩। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

১০ই জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ১১তম দিন

১। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ
২। তত্ত্বাবধায়ক সরকার
৩। জরুরি অবস্থা ঘোষণা

১৩ জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ১২তম দিন

১। জরুরি অবস্থা ঘোষণা
২। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ
৩। তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৪ই জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ১৩তম দিন

১। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব
২। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট

১৫ই জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ১৪তম দিন

১। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট
২। সংবিধান সংশোধন
৩। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

২০শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ১৫তম দিন

১। তত্ত্বাবধায়ক সরকার

২। প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান

২১শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ১৬তম দিন

১। প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান

২। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

২২শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ১৭তম দিন

১। প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান (সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

২। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত প্রস্তাব (সর্বশেষ আলোচনার পর) : (সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

৩। নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত

২৩শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ১৮তম দিন

১। নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত

২৭শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ১৯তম দিন

১। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

২। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব

৩। পুলিশ কমিশন গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব

৪। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

২৮শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি: ২০তম দিন

১। সরকারি কর্মকমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত

২। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

৩। তত্ত্বাবধায়ক সরকার

আরও যে সকল বিষয় আলোচনায় উত্থাপিত হতে পারে :

(১) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট (উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার ইত্যাদি)

(২) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, ইলেকটোরাল কলেজ ইত্যাদি

(৩) তত্ত্বাবধায়ক সরকার

(৪) নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব

(৫) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]

(৬) রাষ্ট্রের মূলনীতি

২৯শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি : ২১তম দিন

১। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত প্রস্তাব (সর্বশেষ আলোচনার পর)

২। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

৩। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত

আরও যে সকল বিষয় আলোচনায় উত্থাপিত হতে পারে :

(১) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট (উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার ইত্যাদি)

(২) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, ইলেকটোরাল কলেজ ইত্যাদি

(৩) নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব

(৪) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]

(৫) রাষ্ট্রের মূলনীতি

৩০শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি : ২২তম দিন

১। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব

২। সরকারি কর্ম কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত

৩।রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]

৪। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, ইলেকটোরাল কলেজ ইত্যাদি

৫। উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার ইত্যাদি

৬। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব

৭। রাষ্ট্রের মূলনীতি

৩০শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচ্যসূচি : ২২তম দিন

১। সরকারি কর্ম কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত

২। উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার ইত্যাদি

৩। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, ইলেকটোরাল কলেজ ইত্যাদি

৪। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]

৫। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব

৬। রাষ্ট্রের মূলনীতি

পরিশিষ্ট-২০

দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসব রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির সংখ্যা
১.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	২ জন
২.	খেলাফত মজলিস	১ জন
৩.	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১ জন
৪.	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	২ জন
৫.	নাগরিক ঐক্য	২ জন
৬.	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	১ জন
৭.	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	১ জন
৮.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি	৩ জন
৯.	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	৩ জন
১০.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	১ জন
১১.	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৩ জন
১২.	গণসংহতি আন্দোলন	২ জন
১৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	১ জন
১৪.	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	২ জন
১৫.	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	২ জন
১৬.	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	৩ জন
১৭.	১২ দলীয় জোট	৩ জন
১৮.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২ জন
১৯.	গণফোরাম	১ জন
২০.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	২ জন
২১.	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	১ জন
২২.	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১ জন
২৩.	জাকের পার্টি	১ জন
২৪.	জাতীয় গণফ্রন্ট	১ জন
২৫.	আমজনতার দল	১ জন
২৬.	ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টি	১ জন
২৭.	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	১ জন
২৮.	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	১ জন
২৯.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	১ জন
৩০.	ইসলামী ঐক্যজোট	১ জন

পরিশিষ্ট-২১

রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংলাপের সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে
সকল দলের ২য় পর্বের উদ্বোধনী সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	:	**জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে সকল দলের ২য় পর্বের উদ্বোধনী সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি	:	ড. মুহাম্মদ ইউনূস, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি
তারিখ	:	১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	সোমবার, বিকাল-৪ : ৪৫ মিনিট
স্থান	:	ফরেন সার্ভিস একাডেমি, ২২ বেইলী রোড, ঢাকা-১২০৫

১। উপস্থিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান
৫.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য

২। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন উপপরিচালক (সম্পাদনায়)

৪। জনাব মনির হায়দার (মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) : উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশ নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের আলোচনার উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরুর আগে তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, গত ৫৩ বছরের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, সর্বশেষ ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট অভূতপূর্ব ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। যে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের উপর চেপে বসা দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটেছে। ফ্যাসিবাদী শাসনের জগদ্দল পাথর জাতির বুক থেকে সরাতে গিয়ে অনেক লড়াকু কিশোর, তরুণ, যুবক, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাসহ হাজারো মানুষতাদের তাজা প্রাণ দিয়েছেন, শহিদ হয়েছেন। সেই সমস্ত শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। এই অভ্যুত্থানে হাজার হাজার মানুষ অঙ্গ হারিয়েছেন, গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। আরো নানারকম ক্ষয়ক্ষতি বহু মানুষের হয়েছে। যারা আহত হয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তিনি তাদের আশু সুস্থতা কামনা করেন।

তিনি বলেন, আমরা জানি কোন ঘটনার ধারাবাহিকতায় বা কোন পটভূমিতে আমরা আবারো আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। এই কক্ষে আপনাদের উপস্থিতিতে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাননীয় প্রধান তিনি সেদিন ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেছিলেন। তার ঠিক আগে আগে ৬টি সংস্কার কমিশন তাদের রিপোর্ট এবং বিস্তারিত সুপারিশমালা পেশ করেন। সেই সমস্ত রিপোর্ট প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে বাছাইকৃত ১৬৬টি সুপারিশ স্প্রেডশিট আকারে আবারও সকল রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টসমূহ এবং স্প্রেডশিটের সুপারিশসমূহ নিয়ে দীর্ঘ ২ মাসেরও বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আলোচনা করেছে। সেই আলোচনার

পরে সিভিল সোসাইটি এবং বিভিন্ন professional group-এর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তার ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদের মাননীয় আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আপনাদের সামনে এক ধরনের progress report হাজির করবেন। সংস্কার কমিশনসমূহ যে সমস্ত সুপারিশ করেছিল তার মধ্যে অনেকগুলো সুপারিশ আছে যেগুলো আশু বাস্তবায়ন যোগ্য। এগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো আইন সংশোধনের প্রয়োজন নেই। সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই। নতুন আইন করার প্রয়োজন নেই। এগুলো বিদ্যমান আইনেই বিধি কিংবা অফিস আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সেই ধরনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবেন মাননীয় আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

৫। **ড. আসিফ নজরুল** (আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা) : উপস্থিত সবাইকে সালাম জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, সকলের সহযোগিতা ছাড়া সংস্কার কমিশনের এই মহাযজ্ঞের কাজ শুরু করা সম্ভব ছিল না। এজন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সকলের মনে একটি প্রশ্ন যে, এত দিন হয়ে গেল, এত আলোচনা হলো, আমরা সংস্কার কী করছি? আমরা বসে আছি কি না।সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমাদের অলরেডি আশু বাস্তবায়নযোগ্য যে সংস্কারগুলো আছে, সে সংস্কারগুলো আলাদা করে আমরা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। সবকিছু বললে অনেক সময় লাগবে। শুধু আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বা আইন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কিছু সংস্কার হয়েছে। তিনি বলেন,বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবক্রমে ১১টি কনসালটেশন মিটিং করার মাধ্যমে অধ্যাদেশ এবং নতুন আইনগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। 'সুপ্রীম কোর্ট বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ ২০২৫' জারি করা হয়েছে এবং উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের ইতিহাসে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সমস্ত যোগ্য আইনজীবীদের মধ্য থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে। এখন দিনের পর দিন আদালতে দাঁড়িয়ে মৌখিক জবানবন্দি দিতে হবে না। affidavit আকারে দেওয়া যাবে। এর মাধ্যমে এই দেওয়ানি মামলার সময়সীমা ইনশাআল্লাহ অর্ধেক কমিয়ে আনা হবে। নারী ও শিশু আইন সংশোধন করা হয়েছে। পৃথক শিশু ধর্ষণ অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান করা হয়েছে। গুরুতর যে ধর্ষণের বিষয়গুলো আছে ৩০ দিনে তদন্তের মধ্য দিয়ে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আছিয়ার ধর্ষণ মামলায় ১৪ দিনের মধ্যে রায় পেয়েছি। সাক্ষী নিরাপত্তা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেশিশু বলাৎকার পৃথক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে। এটি প্রবাসী ভাইদের অনেক দিনের দাবি ছিল। এখন যদি পাশপোর্ট নাও থাকে পুরাতন পাশপোর্টে নো ভিসার স্টিকার থাকলে বা জন্মসনদ থাকলে বিদেশ থেকে 'পাওয়ার অব আটর্নি' সম্পাদন করতে পারবে। ৮টি বিভাগীয় আদালতে তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এটি আরো বাড়াবো। বিবাহ ৫২ বিধিমালা সংশোধন করে বৈষম্যমূলক বিধান জেন্ডার বৈষম্যমূলক বিধান বাতিল করা হয়েছে। অনলাইনে বিবাহ, তালাক নিবন্ধন করার বিধান সংশোধন করা হয়েছে। ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন করা হয়েছে। সাইবার সুরক্ষা আইন করা হয়েছে। সাইবার সুরক্ষা আইন করতে গিয়ে ৩০টি ড্রাফট করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে প্রায় ১৬টি কনসালটেশন মিটিং করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সাইবার সুরক্ষা আইন, যে আইনের সমালোচনা করা হয়নি। অ্যামনেস্টির প্রতিনিধি দল এই আইনের প্রশংসা করেছে। আগামী জুন মাসের মধ্যে আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তার করা হবে। লিগাল এইড সংস্থার মাধ্যমে বছরে ৩৫ হাজার মামলা নিষ্পত্তি হয়। এটি ২ লক্ষে উন্নীত করা হবে। ২ মাসের মধ্যে বিচার বিভাগের সচিবালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এটির ড্রাফট ল হয়ে গেছে। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে এক সাথে মিলে এটি করা হয়েছে। এটি সিভিল সোসাইটির দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। গুম আইন প্রণয়নের জন্য দুটি কনসালটেশন মিটিং করা হয়েছে। আরেকটি করে এটি ফাইনাল করা হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। মিথ্যা মামলা হচ্ছে। মিথ্যা মামলা দায়েরের আগেই অভিযোগের শব্দ নির্ণয়, প্রাথমিক নিরীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। মামলা দায়েরের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলার কোনো ভিত্তি নেই তাদেরকে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে plea barganing রয়েছে। ছোটখাটো অপরাধে যেখানে ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হওয়ার বিধান রয়েছে। সেখানে আমরা plea barganing এর ব্যবস্থা রাখছি। গ্রেফতারের নাটক সম্পর্কে আপিল বিভাগের নির্দেশনা আছে। সেটি সিআরপিসির মধ্যে ঢুকানো হচ্ছে। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তির মাধ্যমে সাক্ষ্যগ্রহণ করা, মিথ্যা মামলায় বিচারক নিজে নিজে সতর্ক হওয়ার ব্যবস্থা নিবে। এ ধরনের আরো অনেক বিধান আনা হচ্ছে। এটি নিয়ে কালকে একটি ব্রডবেজ কনসালটেশন হবে। এখানে আমরা অধস্তন আদালতে বদলি নীতিমালা, বিচারকদের পদায়ন সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন, জুডিশিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের আচরণ বিধান আমরা জারি করতে যাচ্ছি। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে আদালতে সহায়ক কর্মচারী নিয়োগ এবং নিয়োগ বিধি সংশোধন করছি। আমরা ৮টি বিভাগীয় আদালতকে সম্পূর্ণ পেপারলেস আদালত করার জন্য ইউএনডিপির সাথে একটি প্রজেক্টে কাজ করছি। আমি যেগুলো বললাম তা শুধু আইন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে হয়েছে। একটি শুধু আমরা তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে করেছি। বাকিগুলো আমরা করেছি। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আছে, সেখান থেকে পৃথকভাবে পুলিশদেরকে নিয়ে একটি তদন্ত ইউনিট করা, তদন্ত ইউনিটের পুলিশ অন্য কোনো জায়গায় বদলি হবে না। এতে করে তদন্ত কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মানের স্পেশালাইজেশন সৃষ্টি হবে। আরেকটি হচ্ছে পুলিশের মধ্যে একটি ইন্টারনাল accountability mechanism stablished করা হচ্ছে। আর্থিক খাতে অনেক সংস্কার করা হচ্ছে। দুর্নীতি দমন নিয়ে সংস্কার প্রস্তাব করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশনের মাধ্যমে অধিকাংশ আগামী ২ মাসের মধ্যে করে ফেলব। আমি দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে ভারাক্রান্ত করছি না। আমরা শুধু একটি জিনিস আস্বস্ত করছি। আমরা সংস্কারের ব্যাপারে প্রচণ্ড সিরিয়াস। আমরা অলরেডি কাজ শুরু করেছি। আমরা আশা করি আরো বড় ধরনের সংস্কারের ক্ষেত্রে জুলাই সনদ এগ্রি করতে পারবেন। সেই জুলাই সনদ এগ্রি করার মাধ্যমে আমাদের বড় ধরনের সংস্কার কাজে আরো অগ্রগতি সাধিত হবে। আমরা এ ব্যাপারে committed আছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ, মাননীয় আইন উপদেষ্টা।

আমাদের হাতে সময় খুব অল্প। আমরা দ্রুত শেষ করব। এ পর্যায়ে সম্মানিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য দিবেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস : আসসালামু আলাইকুম। আমি সারা দিনে যত মিটিং করি এবং এ পর্যন্ত যতগুলো মিটিং করে আসছি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই যখন আপনাদের সঙ্গে এ রকম বসার সুযোগ পাই, আলাপ করার সুযোগ পাই। সবাই মিলে বাংলাদেশের প্রকৃত ভবিষ্যৎ রচনা করা হচ্ছে। এটি আমাকে শিহরন জাগায় যে, এ রকম একটি কাজে জড়িত হতে পেরেছি। নিজেকে নিযুক্ত করতে পেরেছি। শুধু আপনাদের কথা শোনার জন্য আপনারা কীভাবে গাইড করবেন এবং কোথায় নিয়ে যাবেন। আমাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সংস্কার করার জন্য। আমরা বুঝতে পারছিলাম না যে, কোথা দিয়ে শুরু করি। প্রথমে নানা আলাপে ঠিক হলো যে, কমিশন করে দেওয়া। যারা প্রকৃতপক্ষে ভিতরের জিনিস তৈরি করবে। এটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। লোক জোগাড় করা ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত আমরা কমিশন করলাম। প্রথম ৬টি কমিশন। পরবর্তীতে ৬টি। তাদেরকে দ্রুত কাজ করার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল। আমরা খুবই আনন্দিত যে, তারা করতে পেরেছে। কয়েকটি কমিশন বেশি সময় নিয়েছে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কমিশনের রিপোর্ট আসলো। এর পর আমরা কমিশন গঠন করতে চাচ্ছি, সেটি কীভাবে হবে। সেটি থেকে একটি আইডিয়া আসলো যে, একটি ঐকমত্য আলাদা একটি কমিশন করি। সেটি ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রফেসর আলী রীয়াজ যখনই আমার সাথে আলোচনা করেন তখন অত্যন্ত আনন্দিত হই। যেভাবে আপনারা আনন্দ সহকারে পার্টিসিপেট করেছেন। এটি কেন যেন আমার মনে হয়েছিল যে, সবার আগ্রহ হবে না, পাশ কাটিয়ে যাবে বা ভিতরে ঢুকতে চাইবে না। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, কত গভীরভাবে আপনারা এটিতে গিয়েছেন। শুধু কমিশনের সঙ্গে আলাপ করে না নিজেদের ভিতরে আলাপ করেছেন। আন্তরিকভাবে বুঝে আমাদেরকে বলার চেষ্টা করেছেন। কমিশনের সঙ্গে বিতর্ক করেছেন। প্রফেসর আলী রীয়াজ যখন আমার সাথে কথা বলেন তখন তিনি উচ্ছ্বাসিত হন, যেটি আমার হৃদয়কে টাচ করেছে। এ রকম আগ্রহ নিয়ে সবাই যদি বসি তাহলে নিশ্চয় কিছু এর মধ্য থেকে আসবে। আজকে প্রথম পর্ব শেষ হলো। সেটি মহাআনন্দের দিন। প্রথম পর্বে আমরা কী করলাম। যত কিছু ইস্যু আছে, যত কিছু সুপারিশ আছে, তার মধ্যে কীভাবে আমরা একমত হলাম। কারা কোনটাতে একমত হলো। সব মিলিয়ে আমরা জুলাই সনদ করব। এটিই আমাদের লক্ষ্য। যেখানে আমরা সবাই ঐকমত্য তুলে ধরব। আমি আলী রীয়াজ সাহেবের

সঙ্গে আলাপ করেছিলাম যে, দ্বিতীয় পর্বে কী হবে? অনেকগুলো বিষয়ে কাছাকাছি এসে গেছে। আরেকটু হলে আমাদের তালিকাতে আরেকটি সুপারিশ যুক্ত হয়। এই সুযোগ যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি। প্রফেসর আলী রীয়াজ আরো ব্যাখ্যা করবেন। আলাপ নিয়ে যেটুকু তফাত ছিল, দূরত্ব ছিল, সেই দূরত্বকে ঘুচিয়ে এনে যাতে আমাদের জুলাই সনদে বর্তমানে যতগুলো ঐকমত্যের বিষয় আছে, তাতে আরো কিছু যোগ করতে পারি, দেখতে সুন্দর লাগবে। জাতীয় একটি সনদ হলো। অনেকগুলো বিষয়ে আমরা একমত হতে পেরেছি। গর্বিত জাতি হিসেবে দাঁড়াতে পারবো। আমরা বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া সৃষ্টি করিনি। আমরা সৃষ্টি করেছি ঐকমত্য হওয়ার জন্য। দেশের উন্নতির জন্য। দেশের মঙ্গলের জন্য। আজকে সেই সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আশা করি আমরা সেই পর্বে ঢুকতে পারব। সেই পর্বে অত্যন্ত চমৎকার একটি জুলাই সনদ আমরা তৈরি করতে পারব।

সবাইকে ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : অশেষ ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং চেয়ারম্যান জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

সম্মানিত উপস্থিতি। আমাদের প্রোগ্রাম যেভাবে সামনে অগ্রসর হবে সেটি জানিয়ে রাখি। আপনাদের উদ্দেশ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের গত প্রায় ৩ মাসের কার্যক্রম কীভাবে গেছে, কতটুকু কী হয়েছে, সে সম্পর্কে এবং কমিশনের পরবর্তী কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হবে এ বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তব্য দিবেন কমিশনের মাননীয় সহ-সভাপতি বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর আলী রীয়াজ। তার পরে আমরা আপনাদের কাছে আসব। আমাদের সময় যেহেতু টাইট। আজকে কোনো সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হবে না। আজকে স্রেফ শুধু শুভেচ্ছা বিনিময়। যেহেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রত্যেকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে শুভেচ্ছা বক্তব্য দিবেন। তারপরে আবার সমাপনী বক্তব্য স্যার দিবেন। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য।

প্রফেসর আলী রীয়াজ : আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। উপস্থিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ। কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন যে, বিগত ২০ মার্চ ২০২৫ থেকে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ৩৩টি রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে কথা বলেছে। এ সময়ে সংস্কারের সুপারিশগুলো নিয়ে আপনাদের আগ্রহ, আন্তরিকতা এবং কমিটমেন্ট প্রশ্নাতীতভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। রাজনৈতিক দল, জোট এবং বাইরের সিভিল সোসাইটির সদস্যরা কমিশনগুলোর বিভিন্ন সুপারিশের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিছু কিছু বিষয়ে আংশিক ঐকমত্য আছেন। কিছু বিষয়ে ভিন্নমতের কারণে আরো আলোচনা করার কথা আপনাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। কমিশন মনে করে যে, আলোচনার মাধ্যমে অনেক বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এ আশাবাদের অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, আলোচনার সময় আপনাদের পক্ষ থেকে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আমরা লক্ষ করেছি, সেটি হচ্ছে নমনীয়তা। রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে যে নমনীয়তা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রদর্শন করা হয়েছে, তা আমার কাছে মনে হয়েছে অভূতপূর্ব। তদুপরি আলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক সংশোধিত সুপারিশও তৈরি হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ। এ বিষয়ে কমিশনের প্রস্তাব ছিল অর্থবিল ছাড়া সব বিষয়ে নিজ দলের বিপরীতে ভোট দেওয়ার পথ খোলা রাখা। কিন্তু আলোচনার সময় আস্থা ভোট, সংবিধান সংশোধনী এ তালিকায় যুক্ত করার প্রস্তাব এসেছে। এ ব্যাপারে সকলে একমত হয়েছেন। এর বাইরে কিছু বিষয় যুক্ত করা যায় কি না। সেটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা আশা করি আগামী দিনের আলোচনায় আমরা সকলে এ রকম বিষয়গুলোতে এক জায়গায় আসতে পারব। এ প্রেক্ষিতে দুটি বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা দরকার। আমাদের হাতে সময় খুব কম। কমিশনের মেয়াদ ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। কিন্তু আমরা জুলাই মাসের মধ্যেই জুলাই সনদ তৈরি করতে সচেষ্ট। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা বিবেচনায় আমাদের দরকার দ্রুততার সাথে আমাদের উপর অর্থাৎ কমিশন এবং আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করা। ফলে আগামী দিনগুলোতে প্রয়োজনে উপর্যুপরি দিনব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। দ্বিতীয়ত আমরা এক এক দিনের জন্য কয়েকটি বিষয়ে পূর্বে নির্ধারণ করে আলোচনা করতে ও উপসংহারে পৌছাতে আগ্রহী। যেসব বিষয়ে আংশিক একমত এবং ভিন্নমত আছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। আমরা আশা করছি যে, আলোচনার টেবিলে আমরা হয়তো অনেক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছাতে পারব। কিছু বিষয় হয়তো ঐকমত্যে পৌছানো

সম্ভব হবে না। আগামীকাল থেকে আমাদের এ আলোচনা শুরু হচ্ছে, যেটি আমাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। ঈদের ছুটির পরে আমরা প্রায় প্রতিদিন আলোচনা অব্যাহত রাখতে চাই। আপনাদের পক্ষে সম্ভব হলে আমাদের পক্ষ থেকে আগ্রহ, ইচ্ছা ও পরিকল্পনা আছে। এ জন্য আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনারা ইতোমধ্যে যে সহযোগিতা এবং সমর্থন করেছেন, আমরা আশা করি যে, আপনারা তা অব্যাহত রাখবেন। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শহিদ ও যোদ্ধারা গত বছরের জুলাই-আগস্টে শহিদ ও আহতরা আমাদের উপরে যে পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমাদের তাতে সফল হতেই হবে। তাঁদের রক্ত ও প্রাণের কাছে আমাদের দায় একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পথে অগ্রসর হবার একটি পথরেখা তৈরি করা। সেই চেষ্টায় আমরা আপনারা বলে কোনো তফাত নেই। আমরা এক এবং অভিন্ন।

সবাইকে ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ, মাননীয় সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

আমি এখন আপনাদের কাছে চলে আসছি। আমি বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমাদের যেহেতু সময় স্বল্পতা আছে। শুভেচ্ছা বক্তব্য কোনোভাবে দুই মিনিটের বেশি যাওয়া ঠিক হবে না বলে মনে করি। আমি প্রথমেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমেদ।

মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমেদ (মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস) : উপস্থিত সবাইকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, সংস্কার কার্যক্রম কত দিনে শেষ হবে এর একটি রোডম্যাপ দরকার। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের বিষয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন যে, ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী বছরের জুন মাসের মধ্যে নির্বাচন করবেন। নির্বাচনের বিষয়ে আমরা বিভিন্ন দল যৌক্তিক দাবি উত্থাপন করছি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আপনাকে বলতে চাই যে, ডিসেম্বর থেকে জুন একটি লম্বা সময়। এ সময় অনেকের মধ্যে সংশয় এবং সন্দেহ তৈরি হয় যে, কবে হবে কবে হবে? আমি মনে করি যে, আপনার জাতির সামনে আপনার দেওয়া যে সময় ডিসেম্বর থেকে জুন এর কোন মাসে ইলেকশন করতে চান এর একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ জাতিকে দিলে জাতি হয়তো বিষয়টি ক্লিয়ার হবে। তা নাহলে লম্বা ৬ মাস সময়। এখানে অনেকের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়। আমি আপনার কাছে একটি রোডম্যাপ চাই। একটি হলো সংস্কার করার রোডম্যাপ। কত দিনে আপনারা সংস্কার শেষ করবেন। আর দ্বিতীয় হলো ইলেকশনের রোডম্যাপ চাই। আপনি কোন মাসে ইলেকশন করবেন, এটি আমরা চাই।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ, মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমেদ।

এখন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন।

জনাব শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন : উপস্থিত সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, জুলাই সনদ তৈরি করার প্রশ্নে এটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা করার দাবি করেন। ইতোমধ্যে যেগুলো ঐকমত্য তৈরি হয়েছে তা প্রকাশ করা। ভবিষ্যতে যে আলোচনা হবে সেই আলোচনা যদি আমরা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে পারি তাহলে জনগণ জানতে পারল বুঝতে পারল যে, কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে বা হবে বা হয়নি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, যেটি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দল নিরপেক্ষভাবে সমগ্র জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক দল, ছাত্র নেতৃবৃন্দ, সমাজশক্তি, নারী, শ্রমজীবী মানুষ, পেশাজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। এই জনগোষ্ঠীকে আমরা সংস্কার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করছি না। আমরা শুধু রাজনৈতিক দলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করছি। তাদের সাথে কথা বলছি। যে সন্তান হারিয়েছে তার বাবার সাথে আমরা কথা বলছি না। যে শ্রমজীবী, দিনমজুর বলে দাবি করছি তারা নিহত হয়েছে। তাদের কথা আমরা শুনছি না। আমি আজকে কমিশনের কাছে প্রস্তাব করব যে, এই বিশাল জনগোষ্ঠী যারা সরাসরি রাজনৈতিক দলের সাথে প্রতিনিধিত্ব করে না অথবা তারা রাজনৈতিক দলের সাথে অন্তর্ভুক্ত নয়, ফ্যাসিবাদ তাড়াতে যাদের লাগে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাদেরকে লাগে তাদেরকে পরবর্তী আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ফ্যাসিবাদের সরকারের যে দূরত্ব, এটি ফ্যাসিবাদের প্রত্যাবর্তনের পথকে সুগম করবে। আজকে অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাসের যে জায়গা তৈরি হয়েছে, নির্বাচন, সংস্কার ইস্যু প্রশ্ন। আমি প্রধান উপদেষ্টার কাছে আহ্বান জানাতে চাই আপনি এবং সমস্ত অংশীজনের

সম্মিলিত একটি রোডম্যাপ, যাসংস্কার কার্যক্রমে সকলের মতামতকে ধারণ করে সে রকম একটি রোডম্যাপ দিবেন। এতে জাতি শঙ্কামুক্ত হবে।

ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি এখন আহ্বান জানাচ্ছি জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সমন্বয়ক এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনসিপি)-এর চেয়ারম্যান জনাব ফরিদুজ্জামান ফরহাদকে।

জনাব ফরিদুজ্জামান ফরহাদ : উপস্থিত সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, আমরা ঐকমত্য কমিশনের সাথে মিটিং করেছি। কিছু কিছু বিষয় সমস্ত দল প্রায় একমত হয়েছে। সেই ব্যাপারগুলো গেজেট আকারে প্রকাশ করা উচিত। আর যেগুলো হয়নি এবং যেগুলো নিয়ে কথা হবে সেগুলো একটু শোনা দরকার। বাংলাদেশে সবচেয়ে একটি বিষয় আলোচনা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে নির্বাচন। গতকাল পত্রিকায় দেখলাম ৫৪টি দল ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে নির্বাচন করতে চায়। আর আপনি বলেছেন যে, ডিসেম্বর থেকে জুন ২০২৬-এর মধ্যে নির্বাচন হবে। এই বিতর্ক আপনি একমাত্র লোক, যেটি এড়াতে পারেন। কীভাবে এড়াতে পারেন। আমার মনে হয় আপনি যদি ঘোষণা দেন যে, ‘আমি এই মাসেই নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণা করব এবং এই মাসে নির্বাচন হবে।’ কারণ ডিসেম্বর থেকে জুন ১৮০ দিন। অনেকে বিশ্বাস করে। এখন বলতে চাচ্ছে যে, ‘নির্বাচন না-ও হতে পারে।’ এটি যদি মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এটি আমাদের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমরা যেটি বলছি, মানুষ যেটি বুঝে আপনি লং টাইম ক্ষমতায় থাকতে চান না। অতএব, জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য সুনির্দিষ্ট একটি তারিখ দেওয়া দরকার। সেটি ৬ মাস পরে দেন, ৩ মাস পরে নির্বাচন হোক। কিন্তু নির্বাচনের তারিখ আগে ঘোষণা করা। একটি কথা বলে শেষ করছি। আমি ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান এবং সমমনা জোটের কনভেনার। আপনি ২০টি দলকে মিটিংয়ে ডেকেছেন। আমার জোট এবং আমি প্রথম থেকেই ৫ আগস্ট পর্যন্ত রাস্তাতে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। কিন্তু আমাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। এটি কোন ক্রাইটেরিয়ায় বাদ দেওয়া হলো, এটি আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। ভবিষ্যতে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এর সমন্বয়ক জনাব মাসুদ রানাকে।

জনাব মাসুদ রানা : সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করেন। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা বিলোপ এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, এটি ছিল গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা। বিচার, সংস্কার এবং নির্বাচন এটাই আমাদের মূল চাওয়া। সংস্কার এবং নির্বাচন আমাদের সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় নয়। সংস্কারের যে বিষয়গুলো এসেছে, একেবারে জুলাই ঘোষণা থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি সময় আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা লিখছি। সংস্কারের ব্যাপারে আমাদের যে প্রস্তাবনাগুলো এবং সহযোগিতা করা, সে জায়গাটা আমরা রাখব। আমরা যেটি মনে করি যে, এই সাংঘর্ষিক বিষয়টি যদি করা হয়, তাহলে এটি একটি সংকটের জায়গা তৈরি করবে। ফলে এটির একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ করা সম্ভব এবং সংস্কার করে এ বছরের মধ্যে একটি নির্বাচন করা সম্ভব। যার মাধ্যমে বিভাজন তৈরি বন্ধ হবে। আমরা মনে করি যে, এ বিষয়গুলো থেকে সরকারের সরে আসা দরকার।

সবাইকে ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ, জনাব মাসুদ রানা।

আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমজনতা দলের সভাপতি মিয়া মশিউজ্জামান।

মিয়া মশিউজ্জামান : সালাম ও শুচ্ছো জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন, তিনি বলেন, একটি অনির্দিষ্ট যাত্রা মানুষকে অস্থির করে। মানুষ যখন জানে না কোথায় যাবে, কখন যাবে এবং কখন পৌঁছাবে। আমাদের বর্তমান জাতীয় প্রেক্ষাপটে নির্বাচন এ রকম একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে বলে আমি মনে করি। একটি তারিখ দেওয়া উচিত, যাতে মানুষের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়। অস্থিরতা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ জটিলতা কমানো সম্ভব নয়। আপনারা যদি চান যে, দেশ স্থির থাকুক, কোনো অস্থিরতা সৃষ্টি না হোক, তাহলে আমাদের আগামী কর্মকাণ্ডের জন্য নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট

তারিখ ঘোষণা করুন। যত দ্রুত সংস্কার শেষ করে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন আশা করছি। আমরা একটি চিঠি পেয়েছি যে, আগামীকাল থেকে যে আলোচনা শুরু হবে, সেখানে দল থেকে একজন আসার জন্য বলা হয়েছে। যেহেতু একটি আলোচনার বিষয় আমাদের দলীয়ভাবে কিছুটা আলোচনার দরকার হতে পারে। আমি অনুরোধ করব যে, দল থেকে দুই থেকে তিন জনকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি একটি দাবি করব। আজকে আমি চিঠি পেয়েছি দল থেকে একজন আসার জন্য। এখানে অনেক দলের একাধিক লোক আছে। কাজেই আমি এই দাবিটি করছি। বৈষম্য করবেন না।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার মো. মিজানুর রহমানকে।

ডা. মো. মিজানুর রহমান : মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল এবং জনগণের মধ্যে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তা সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচন এবং সংস্কারসহ নানা বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু বিভক্তি এবং বিভাজন আমরা লক্ষ করেছি। বিশেষ করে করিডোর, চট্টগ্রাম বন্দর, সংবিধান, জাতীয় নির্বাচন এগুলো নিয়ে। আমি আশা করব যে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তিনি আমাদের সকলের অভিভাবক এবং আমরা সকল রাজনৈতিক দল এবং রাষ্ট্রের সকল জনগণ আপনার প্রতি আস্থা রেখেছি আপনি সেই আস্থা রাখবেন, এটি আপনার কাছে প্রত্যাশা। সেই সাথে একটি বিষয় কয়েক দিন আগে আপনার দপ্তর থেকে কিছু রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। সেখানে আপনার দপ্তর থেকে বলা হয়েছে দেশের শীর্ষ স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য গণফোরাম দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পরে এককভাবে দেখা করেছি যখন আপনি ডেকেছেন। সমষ্টিগতভাবে দেখা করেছি। আমরা আপনার নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদকে সমর্থন করি। আপনি সফল হওয়া মানেই এই জুলাই অভ্যুত্থানে আমাদের যে ত্যাগ এবং আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা যেটি মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু ৫৪ বছরে হয়নি। যে কারণে জুলাই অভ্যুত্থান একটি ফ্যাসিবাদকে সরানোর জন্য জাতীয় ঐক্য হয়েছিল। আপনার কাছে প্রত্যাশা হচ্ছে যে, আপনার উপদেষ্টা পরিষদ বা আপনার দপ্তরে গিয়ে ডিস্টার্ব করি না। কাজের কোনো বিঘ্ন করি না। কিন্তু বিশেষ কোনো প্রয়োজন যদি হয়, তাহলে একটি রাজনৈতিক দল অন্তত একটি ম্যাসেজ তো তাদের কাছে দিবে। যেমন আপনি কয়েক দিন আগে বলেছেন যে, আপনারা জানি না সেটি কতটুকু সঠিক। আপনি থাকবেন না। আপনি পদত্যাগ করবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার নেতা ড. কামাল হোসেনের নির্দেশেআপনার দপ্তরেরযারা আমাদের সাথে যারা যোগাযোগ করেনতাদের সবার সাথে ফোন ও ম্যাসেজ দিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনো সারা পাইনি। একটি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে কোনো রেসপন্স পাব না, এটি আশা করা যায় না।আশা করি, গণফোরামের সাথে যেন বৈষম্য করা না হয়।

ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ।

আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মুস্তাফিজুর রহমান ইরানকে।

ডা. মুস্তাফিজুর রহমান ইরান : উপস্থিত সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ পথ পরিক্রমা পারি দিয়ে আজকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। আমাদের মাননীয় আইন উপদেষ্টা যে ফিরিস্তি দিয়েছেন তাতে আমাদের অনেকগুলো কাজ হয়েছে। আমরা আশা করব যে, আরো ভালো কাজগুলো হবে। আমি ধন্যবাদ জানাই যে, গতকালকে বেশকিছু অকটেন, ডিজেল, কেরোসিনের দাম কমেছে। এ জন্য ধন্যবাদ জানাই। আবার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই যে, আপনারা ভোজ্য তেলের দাম অনেক বার বাড়িয়েছেন। ফলে মানুষের কষ্ট হচ্ছে। এটি আসলেই একটু সহনীয় পর্যায়ে দরকার। আমাদের সংস্কার দরকার। সংস্কারের জন্য বারবার বলেছেন যে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার দরকার। কিন্তু সেরকম সংস্কার আমাদের চোখে পড়েনি। এর পর আমরা আরেকটি বিষয় বলতে চাই যে, জুলাই অভ্যুত্থানে যারা নিহত হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ এবং তাদেরকে কীভাবে প্রোভাইড করা যায়, পরিবার থেকে কীভাবে চাকরি দেওয়া যায়। এগুলো হয়নি। আহতরা ঠিকভাবে চিকিৎসা

পাচ্ছে না। ইতোমধ্যে বিষপান করা শুরু হয়ে গেছে। চারজন বিষপান করেছে যথাযথভাবে চিকিৎসা না হওয়ার কারণে। তার পরও প্রতি সপ্তাহে একজন দুইজন মারা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে যারা চিকিৎসাধীন ছিল। মৃত্যু তো আর ঠেকানো যাবে না। তাদের যেন সুচিকিৎসা হয়, এটি নিশ্চিত করা দরকার। পরিশেষে বলতে চাই যে, একটি মহিলা কমিশন হয়েছে সেখানে বেশকিছু আপত্তিকর সুপারিশ করা হয়েছে। আমাদের এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। সেখানে কোনো আলেম সমাজের প্রতিনিধি রাখা হয়নি। আমরা পুলিশ কমিশনের কোনো মতামত পাইনি। আমরা যারা রাজনীতি করি আমরা প্রত্যেকেই নির্বাচন চাই। আমরা ডিসেম্বরে নির্বাচন চাই। আপনি বলছেন যে, 'জুনের কথা।' জামায়াত ইসলামে বলেছে, 'রমজানের কথা।' আপনি একটি সমাধান দিলে আমাদের সবার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার একটি সমাধানের জায়গায় পৌঁছবে। আপনাকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ লেবার পার্টি জিন্দাবাদ।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক মুভমেন্ট (এনডিএম)-এর মহাসচিব জনাব মোঃ মমিমুল আমিন।

জনাব মোঃ মমিনুল আমিন : ধন্যবাদ। আমি খুব সংক্ষেপে কিছু কথা বলব। আমরা চাই যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, যে জুলাই সনদ প্রকাশ করা হবে এই জুলাই সনদ যেন বীরশ্রেষ্ঠ আবু সাঈদ যেদিন মারা গেল, যার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জুলাই আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল, সেই দিন যেন এই জুলাই সনদটি ঘোষণা করা হয়। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা যেন কমিশনের সদস্যদের নিয়ে রংপুরে গিয়ে আবু সাঈদ যেখানে শহিদ হয়েছিলেন সেহ স্থান থেকে যেন এই জুলাই সনদটি ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় হচ্ছে একই দিনে যেন জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় এবং সেটি যেন ডিসেম্বরেই হয়। এই সংক্রান্ত একটি স্লোগান দিয়েই আমি শেষ করব, 'নির্বাচন ডিসেম্বরে হলে ভালো হয়, ডিসেম্বরের আগে কেন নয়?' সকলকে ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ জনাব মোঃ মমিনুল আমিন। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক জনাব সাকিব আনোয়ার।

জনাব সাকিব আনোয়ার : সবাইকে ধন্যবাদ ও সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, যেহেতু খুব বেশি কথা বলার সুযোগ নেই এবং আজকে আমরা নির্দিষ্ট কোনো পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছি না, এ কারণে যে ঐকমত্যের কথা আমরা বলছি বা সামনের দিনে কেমন বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই যে জায়গা নিয়ে আমরা যে কাজগুলো করছি এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক দল এবং অংশীজনের মধ্যে একটি ঐকমত্য। এবং অবিশ্বাসের যে জায়গাগুলো নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ কথা হচ্ছে এই জায়গাগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় সেটির উপর গুরুত্ব দেওয়া। গত কয়েক মাস ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সরকারের দূরত্ব বা রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে যে দূরত্ব এই জিনিসগুলো খুব বেশি করে আলোচনায় আসছে। কখনও কখনও এই ধারণা তৈরি হয় যে কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সাথে হয়তো সরকারের খুব বেশি সুসম্পর্ক আছে, কিংবা কোনো একটি রাজনৈতিক দলকে হয়তো সরকার সেভাবে দেখছে না, যেভাবে তারা প্রত্যাশা করছে, এই জায়গাগুলো তৈরি হচ্ছে। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে George Orwell-এর সেই বিখ্যাত লাইনটি মনে হয়, 'All animals are equal, but some animals are more equal than others'. এই ধরনের চিন্তা যদি রাজনৈতিক দলগুলোর মাথায় আসে, তখন এ ধরনের ঐকমত্য তৈরি করা কঠিন হয়ে যায়। এই কারণে এই জায়গাগুলোতে কাজ করা দরকার। আর একটি লাইন বলে শেষ করতে চাই, সেটি হচ্ছে দেশের ভিতরে থেকে খুব ছোট্ট একটি অংশ কিন্তু দেশের বাইরে থেকে কেউ কেউ দেশকে অস্থিতিশীল করার মতো, সরকারের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর, মানে অংশীজনের মধ্যে একটি দূরত্ব তৈরি চেষ্টা বিভিন্নভাবে আছে।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক জনাব হাসনাত কাইয়ুমকে।

জনাব হাসনাত কাইয়ূম (রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলন) **:** সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, মাননীয় আইন উপদেষ্টা সংস্কারের যে বিষয়গুলো জানিয়েছেন, এটি আসলে জানানো দরকার ছিল। কিন্তু আমি এখানে যেটি আলাপ করতে চাই সেটি হচ্ছে এরকমের সংস্কার, এর চাইতে গভীরতম সংস্কার আগে অনেক হয়েছে যেগুলো টিকেনি। টিকেনি তার কারণ সেটি হচ্ছে ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রে যদি সংস্কার না হয়। ক্ষমতা এককেন্দ্রিক বা

কেন্দ্রিভূত হলে ঐ সংস্কার পরবর্তীকালে পাল্টে ফেলা যায়। আমাদের যে অভিজ্ঞতা তাতে আমরা বিজয়ী হই এবং বিজয় বেহাত হয়। সে অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় সবাইকে অনুরোধ করতে চাই যে, আমাদের মৌলিক সংস্কারগুলোকে যেন আমরা আরও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি এবং সেখানে আমাদের ঐকমত্য তৈরি করার জন্য যে ধরনের পরিবেশ তৈরি করা দরকার, সে ব্যাপারে যেন আমরা আরেকটু সচেতন থাকি। আরেকটি কথা বলেই আমি শেষ করতে চাই, নির্বাচন এবং সংস্কার এ দুটির মধ্যে আসলে চরিত্রগত পার্থক্য আছে। সংস্কার বিষয়টি একটি সমঝোতার ভিত্তিতে হওয়ার কথা। এই সংস্কারের কাজটি যতক্ষণ পর্যন্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সমঝোতা শক্তিশালী থাকে। সেটির জন্য পরিবেশ তৈরি করা। আর নির্বাচন নিজে নিজে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়। একজন আরেকজনকে পরাস্ত করার জন্য কাজ করি। সেটিকে একই সাথে ডিল করা কঠিন। এজন্য সংস্কার, নির্বাচনের যে রোডম্যাপের কথাটি আসলে উঠেছে তার মধ্যে সংস্কারটি আমরা কতদিনের মধ্যে শেষ করতে পারব, কতদূর পর্যন্ত আমাদের সমঝোতাটি লাগবে এবং কখন আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতায় নামব, সেটি যেন আমাদের সামনে থাকে।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ জনাব হাসনাত কাইয়ূম। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মোস্তাক হোসেনকে।

ড. মোস্তাক হোসেন (বাংলাদেশ জাসদ) : সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। সংস্কারের পরিবেশ যদি আমাদেরকে মসৃণ করতে হয়, আমি মনে করি নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা সম্ভব হলে ডিসেম্বরের আগেই। মব সন্ত্রাসকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা। উপদেষ্টা পরিষদের নিরপেক্ষতা, প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, বৈদেশিক সম্পর্কে ঝুঁকিপূর্ণ নূতন কার্যক্রম এড়িয়ে চলা। এগুলো যদি আমরা করি তাহলে সংস্কার কার্যক্রম আরও গতি পাবে, ফলপ্রসূ হবে। যে ১১টি বিষয়ে সংস্কার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তার অনেকগুলো খুবই আশাব্যঞ্জক। আবার বেশ কিছু বিষয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। ঐকমত্যের বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা দরকার। সেইভাবে মতদ্বৈধতার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ খোলা রাখতে হবে। সংস্কার আলোচনা ও সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি করতে হবে। যা আগামী জাতীয় সংসদের মাধ্যমে চলমান থাকবে। আমি লিখিত বক্তব্য আপনাদের দিয়ে যাব। ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ জনাব ড . মোস্তাক হোসেন। আমি এখন আহ্বান জানাচ্ছি গণঅধিকার পরিষদের জনাব নূরুল হক নূর।

জনাব নুরুল হক নূর (গণঅধিকার পরিষদ) : সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, সংস্কার কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যে সমস্ত বিষয়ে ইতোমধ্যেই ঐকমত্যে পৌঁছেছে, আমার মনে হয় যে আগামী কালের মিটিং না করলেই ভালো। কারণ হচ্ছে লিখিত প্রস্তাবের পরে সরাসরি বৈঠক হয়েছে। এখন সংস্কার প্রস্তাবগুলো যত দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় সেদিকে ঐকমত্য কমিশনকে হাঁটা দরকার। বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হচ্ছে কিছু অধ্যাদেশের মাধ্যমে, কিছু পার্লামেন্ট লাগবে। আমরা মনে করি যে, এটিকে জুলাই সনদ না বলে যেমন ধরেন ২০ বছর পরে বা পরের বছরের পরে যদি ক্ষমতার বিপরীত একটি চিত্র তৈরি হয়, জানি না জুলাই সনদকে কেউ আবার চেঞ্জ করে ফেলে কি না। এটিকে একটি জাতীয় সনদ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় কি না, এবং এটিকে একটি গণভিত্তি দেওয়ার জন্য গণভোটের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় কি না, সেটি একটু চিন্তা করে দেখতে পারেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমরা যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছি, আমি পাবলিক মিটিংয়ে বলেছিলাম, আওয়ামী লীগ ২৮ অক্টোবরের পরে বিরোধী দলের ৩২ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছিল। আর এই সরকার ৩২০০ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী যারা আওয়ামী লীগের সহযোগী ছিল, তাদেরকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি। বরং শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকার গুম, খুন এবং লুটপাটের অন্যতম সহযোগী জাতীয় পার্টির কার্যালয় প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পাহারা দেয়, এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটি আমাদের জন্য খুবই উদ্বেগের। আশা করি এ বিষয়ে আপনারা পদক্ষেপ নিবেন। আরেকটি বিষয়ে বলতে চাই, অনেকেই নির্বাচনের বিষয়ে বলেছেন। এটি বাস্তব এবং আপনারা জ্ঞানী মানুষ আপনারা লক্ষ করতে পারছেন। শুরুর দিকে সরকারের প্রতি একচেটিয়া সমর্থন ছিল, কিছু উপদেষ্টার বিতর্কিত মন্তব্য এবং কর্মকাণ্ডের কারণে সরকার একটি প্রশ্নের মধ্যে পড়েছে, সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উপদেষ্টা পরিষদকে যদি ঢেলে সাজানো যায় সেটি ভাববেন এবং মমিনুল হকের মত আমিও বলতে চাই যে, ডিসেম্বরে হলে ভালো, ডিসেম্বরের আগে কেন নয়। এটি যেন বিবেচনা করেন। নির্বাচনের রোডম্যাপ না হলে সংশয় কাটবেই না। সর্বশেষ

বলতে চাই যে, আমার সহকর্মী ৮/১০ দিন আগে থাইল্যান্ড গিয়েছে চিকিৎসার জন্য। ৯ মাস এখানে ধুঁকে ধুঁকে কাটিয়েছে, শরীরের অঙ্গহানি হয়েছে। তার হাতটা শুকিয়ে গেছে, তার শরীর অবশ হয়ে গিয়েছে। এখানে সেভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। ৯ মাস লেগেছে তাকে চিকিৎসার জন্য বাইরে পাঠাতে। তাকে কেন আগে বিদেশে পাঠানো হয়নি। যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তারা আহতদের চিকিৎসা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। এটি সামরিক বাহিনীকে দেন। তারা খুব ভালোভাবে ট্যাকেল দিতে পারবে।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর সম্পাদক ড. সাজেদুল হক রুবেলকে।

ড. সাজেদুল হক রুবেল (সিবিপি) **:** সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। জাতির কাছে একটি বিষয় ক্লিয়ার করতে হবে। আপনি জাতির কাছে বলেছেন, জুনে নির্বাচন হলে বড় সংস্কার হবে, ডিসেম্বরে হলে ছোট হবে। এই ছোট এবং বড় এর সংজ্ঞাটা মানুষ কিন্তু বুঝে না। দ্বিতীয়ত যদি সংস্কার করতে হয়, জাতীয় ঐকমত্য ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টা যারা রয়েছেন, তাদেরকে মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনভাবে কথা বলতে হবে যাতে জাতীয় ঐক্য কোনোভাবে বিনষ্ট না হয়। শান্তি এবং স্থিতি নষ্ট না হয়। কাজের এখতিয়ারের ক্ষেত্রে নির্বাচন, বিচার, সংস্কার এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর বাইরেও নানান বিষয় রয়েছে, ভূ-রাজনীতির বিষয় রয়েছে, বন্দরের বিষয় রয়েছে, করিডোরের বিষয় রয়েছে। যেগুলো শুধু বামপন্থি নয়, সকল রাজনৈতিক দলগুলোই এই করিডোর প্রসঙ্গে, বন্দর প্রসঙ্গে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ভিন্নমত পোষণ করছে। ফলে বিতর্ক তৈরি হবে, সন্দেহ তৈরি হবে, অবিশ্বাস তৈরি হবে। এরকম কথা থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। আমরা খুব দ্রুত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাই। গণতন্ত্রের জন্য জাতীয় নির্বাচন প্রয়োজন এবং প্রতিটি সংস্কারের জন্য জাতীয় নির্বাচন প্রয়োজন।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব বজলুর রশীদ ফিরোজকে।

জনাব বজলুর রশীদ ফিরোজ (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল, বাসদ) **:** সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি এবং মাননীয় আইন উপদেষ্টা সংস্কারের কিছু বিষয় আমাদের জানিয়েছেন। একটি বিষয় খুবই পরিষ্কার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা যে রাষ্ট্রের কিছু সংস্কার করতে হবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। গণ-অভ্যুত্থানকালে যারা গণহত্যা সংঘটিত করেছে তাদের বিচার কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে হবে। নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ, সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। সে কাজগুলোর যে অগ্রগতি সে অগ্রগতি কিন্তু দৃশ্যমান হয়নি। আজকে মাননীয় আইন উপদেষ্টা কিছু বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, এগুলো শুধু এই বৈঠকের মধ্যেই নয়, এ বিষয়গুলো আমার মনে হয় জাতির সামনেও তুলে ধরা দরকার যে কী কী কাজ করছি। কতটুকু অগ্রগতি সেটি জানানো দরকার। আমার মনে হয় যে, উপদেষ্টামণ্ডলীর পক্ষ থেকে বা সরকারের কর্মকর্তাদের পক্ষ হতে এমন কোনো বক্তব্য দেওয়া উচিত না যাতে বিভাজন তৈরি হয়। গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে ঐক্য তৈরি হয়েছে, সেই ঐক্যবদ্ধতা বজায় রেখে আগামী দিনে আমাদেরকে একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, অবাধ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের যে পরিবেশ, সে পরিবেশ তৈরি করা, নির্বাচনের একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা। করিডোর, বন্দর এগুলো আমার মনে হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। সেগুলো করলে বিতর্ক ও বিভাজন বাড়বে, দূরত্ব বাড়বে। সেগুলো থেকে দূরে থেকে আগামী দিনে আমরা অগ্রসর হতে পারবো। ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশের বিষয়ে যেগুলোর বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো আমার মনে হয় পাবলিককে জানিয়ে দেওয়া দরকার। আমরা আশা করছি যে আগামী দিনে আরও কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারব। সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এবং মুখপাত্র জনাব গাজী আতাউর রহমানকে।

জনাব গাজী আতাউর রহমান (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) **:** আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই সময়টা অনন্য। কারণ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ডাকে সকল

রাজনৈতিক দল কেউ বিলম্ব না করে সবাই চলে আসেন। বারবার চলে আসছেন। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে খুব কমই ঘটেছে। এই বিষয়টিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। একটি আগ্রাসি শক্তি বাংলাদেশকে তাদের গ্রাসে পরিণত করতে চায়, কিন্তু প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাদের গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছে। যত দ্রুত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ বিদায় নেবেন, তারা ততই স্বস্তি পাবে। আমরা চাই যে প্রত্যাশা নিয়ে এই জুলাই বিপ্লব হয়েছে, সেই প্রত্যাশা পূরণ হোক এবং একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক। আর অতীতে বিগত ৫৪ বছর বাংলাদেশ যেভাবে পরিচালিত হয়েছে সেভাবে আর না চলুক। এজন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বেশ অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে একটি প্রচারণা আছে এই ৯/১০ মাসে বর্তমান সরকার কিছুই করতে পারেনি। অতএব, তাদের দ্রুত বিদায় নেওয়া উচিত। আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলো পাবলিকলি আরও ক্লিয়ার করা উচিত যে এই ১০ মাসে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের মাননীয় আইন উপদেষ্টা যে সকল বিষয় বললেন, এগুলো মিডিয়ায় আসা উচিত। আরেকটি বিষয় বলতে চাই, নির্বাচন নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয় আছে, উদ্বেগ আছে, এটি যেন না থাকে। আমার মনে হয় এ বিষয়ে একটি পরিষ্কার বার্তা আসা উচিত। টাইমফ্রেম অনেকেই বলেন, আলটিমেটাম দেন। রাজনৈতিক দলগুলো তো নির্বাচন চাইবেই, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত এমন কিছু করা যাতে রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্বেগ কেটে যায়, জনগণের মধ্যে যেন স্বস্তি তৈরি হয়। আর উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে, বিভিন্ন দুর্নীতির কথাও আসছে। এগুলো মনে হয় ক্লিয়ার করা উচিত। এই ১০ মাসে আমাদের দেশের মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি, ঘুস, দুর্নীতি যে কমেছে বিষয়টি এমন নয়। চাঁদাবাজি, দখলবাজিও আছে। আর নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশ দরকার, লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড, এটিতো নেই। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দল যাতে সমান সুযোগ পায়, সবাই সঠিকভাবে ভোট দিতে পারে সেই পরিবেশ দরকার। এই পরিবেশ অতীতে ছিল না, সামনে যাতে এই পরিবেশ তৈরি হয়। এখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব একটা ভালো না। আমরা এটি প্রত্যাশা করি না। নির্বাচনের ব্যাপারে অবশ্যই একটি আস্থার জায়গা তৈরি হতে হবে মানুষের মধ্যে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। এখানে কর্তৃত্ববাদী আচরণ যাতে কেউ করতে না পারে। আমরা দেখছি যে, থানা এবং সরকারি অফিসে দু একটি দলের প্রভাব চলে। এটি যাতে না থাকে। এটি যদি থাকে লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে না। আমরা চাই সংস্কারের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এটি কমপ্লিট হবে এবং তারপর নির্বাচনের তারিখ হবে। এটিই আমাদের দাবি।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব রফিকুল ইসলাম, আহ্বায়ক ভাসানী অনুসারী পরিষদ এবং ভাসানী জনশক্তি পার্টি।

জনাব রফিকুল ইসলাম (ভাসানী অনুসারী পরিষদ এবং ভাসানী জনশক্তি পার্টি) **:** বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি সর্বপ্রথমে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত উপদেষ্টাবৃন্দ সবাইকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সংস্কারের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এটি একটি আনন্দের বিষয়। আমরা গিয়েছিলাম। আমরা অনেক বিষয়ে একমত হয়েছি। সামান্য কয়েকটি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছি, সেগুলো ঠিক করে জবাব দিয়েছি। হয়তো খুব শীঘ্রই আমাদের দলের প্রতিনিধি যাবে। গিয়ে আলোচনা করবে। খুব শীঘ্রই সবার সাথে আলোচনা করে সংস্কারের কাজটি অতি দ্রুত শেষ করা উচিত। পাশাপাশি আমরা গণতন্ত্রী ৬ দলীয় জোট থেকে বিচার, সংস্কার এবং নির্বাচনের একটি পথনকশা আহ্বান করেছি। আমরা সেটি জনতার সামনে পেশ করেছি। বিচার কাজ দৃশ্যমান হচ্ছে গতকালকে আমরা প্রথম দেখলাম। এটি একটি আনন্দের বিষয়। যত দ্রুত সম্ভব বিচারের কাজ সমাধান করা এবং সংস্কার কাজ অতি দ্রুত শেষ করা। আমরা নির্বাচন ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে চাই। ওই নির্বাচন নিয়ে জনগণ এবং আপনাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেই দূরত্ব কমানো আপনাদেরই দায়িত্ব। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে আপনি একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ দেন। সেই তারিখ মোতাবেক একটি সুষ্ঠু নির্বাচন। নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব পালন করবে, এটিই জাতির প্রত্যাশা। এ প্রেক্ষিতে আপনাকে অনুরোধ করব যে, প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী সবার সঙ্গে আলোচনা করে দূরত্ব কমিয়ে সংস্কারের কাজ, বিচারের কাজ এবং একটি জাতীয় সুষ্ঠু নির্বাচন জাতিকে উপহার দিবেন আপনার তরফ থেকে, এটিই জাতি আশা করে। আমি আরেকটি বিষয়ে এখানে বলব। আমরা গত ১৬ বছর লড়াই-সংগ্রাম করেছি একটি অপশাসনের বিরুদ্ধে। সেই অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছি। আমি নিজে গ্রেফতার হয়েছি, গুলি খেয়েছি। এই বৈষম্য যেন না হয়। তিনি জনাব মনির হায়দারের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করেন।

তিনি মাননীয় আইন উপদেষ্টাকে বিচার বিভাগীয় সংস্কারের জন্য ধন্যবাদ জানান। বিচারকরা যাতে কোমর সোজা করে বিচার কার্য সম্পাদন করতে পারে, বিচারের রায় দিতে পারে সে ব্যবস্থার দিকে আরও লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সোহরাওয়ার্দী।

জেনারেল (অব.) চৌধুরী হাসান সোহরাওয়ার্দী : উপস্থিত সবাইকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি তার দলের প্রধান কর্নেল অলি আহমেদের পক্ষ হতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পর আমাদের অনৈক্য থাকার কারণ ছিল না। আমরা আশা করেছিলাম সকলে মিলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমস্যাগুলো সমাধান হবে। আমরা নোবেলবিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতো যোগ্য নেতৃত্ব পেয়েছি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কিছু লোক দেশ এবং বিদেশ থেকে অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের দলগুলোরমধ্যে এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন মিডিয়া এমনকি প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং সরকারের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির জন্য তারা চেষ্টা করে গেছে। আশা করা যায় তারা সফল হয়নি। এই যে ষড়যন্ত্র, বিচার, সংস্কার এবং নির্বাচন নিয়ে যত অনিশ্চয়তা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না যে বর্তমান সরকার সঠিক সময়ে নির্বাচন দিবে। এটি সাধারণ জনগণের ধারণা। এটি দূর করার জন্য ষড়যন্ত্রের মূলে ঢুকতে হবে। কারা এটি করতে এবং কীভাবে এখান থেকে মুক্তি পেতে পারি। প্রতি মুহূর্তে একটি করে ষড়যন্ত্রের ডালপালা গজাচ্ছে। আমি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টামণ্ডলীকে অনুরোধ করব, আপনারা একসাথে সমন্বয় করে সমন্বিতভাবে কাজ করছেন। তবে সম্ভবত কোনো কোনো উপদেষ্টার বক্তব্য কোনো কোনো সময় একের সাথে অন্যের অমিল হয়ে যাচ্ছে। যেটি আমাদের কাছে খারাপ লাগে। বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে বক্তব্যগুলো একরকমই হওয়া উচিত। মাননীয় আইন উপদেষ্টা বললেন, সংস্কারের কার্যক্রম অনেকগুলো হয়ে গেছে, কিছু হচ্ছে। আশা করব, যে সংস্কারগুলো করার মতো সেগুলো করার জন্য যেগুলো দীর্ঘ সময় লাগবে সেগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরবর্তী সরকারের জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। তবে নির্বাচনের সঠিক তারিখ এবং রোডম্যাপ না দিলে যে কনফিউশন সৃষ্টি হয়েছে সেটি থেকে যাবে। আশা করি আমার বক্তব্যকে আপনারা পজিটিভলি নিবেন। ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামন ফুয়াদকে।

ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ (আমার বাংলাদেশ পার্টি) : ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা যখন গত ডিসেম্বরে ঐকমত্য কমিশন করবেন মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন, বাহিরের যে অভিজ্ঞতা দেখেছি সেটি হচ্ছে আমার মনে হয় কমিশনআগামী দিনে কী কী কাজ করবে এটির এখতিয়ার এবং এটির ডেডলাইন নিয়ে এখন থেকে একটি লিখিত কাঠামো প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এটি করে দিলে এটির ফলোআপ করা এবং জবাবদিহিতার মধ্যে আনা সহজ হবে। দ্বিতীয়ত মাননীয় আইন উপদেষ্টা তাঁর ডিপার্টমেন্টের বিষয়ে যে পারফরমেন্স রিপোর্ট দিয়েছেন এ ধরনের সংস্কারের রিপোর্ট কে কোন দপ্তরের কতটুকু করেছে বিগত ১০ মাসের আমলনামার একটি খতিয়ান আসা উচিত। এটি মাসওয়ারি আসলে ভালো হতো। এখনও সুযোগ আছে যে ১০ মাসে আপনারা কী করেছেন। আপনাদেরও মূল্যায়ন করা দরকার যে আপনাদের প্রত্যাশা কোন জায়গায় এসে আপনারা ফেল করেছেন বা কতটুকু অর্জন করেছেন। তৃতীয় হচ্ছে নির্বাচনের ব্যাপারে আপনাদের যে প্রত্যাশা এবং ঘোষণা এটির ভিতর খুব দূরত্ব আমি দেখছি না। সম্মিলিত কথা বলে আমার মনে হয় একটি গ্রহণযোগ্য জায়গায় পৌছানো সম্ভব হবে।

ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ড. আহমদ আবদুল কাদেরকে।

ড. আহমদ আবদুল কাদের (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস) : উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে জাতি প্রত্যাশা করে যে তিনি যে কথা বলেছেন তা তিনি রাখবেন। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আশা করে যে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে নির্বাচনের একটি তারিখ ঘোষণা করবেন।

তবে জুন মাসে বর্ষা শুরু হয়ে যায় বিধায় জুন মাসে নির্বাচন সম্ভব হয়। এর আগেই নির্বাচন করা প্রয়োজন। যে সকল সংস্কার এখন করা সম্ভব সেগুলো করবেন এবং যেগুলো এখন করা সম্ভব নয়, জাতীয় সংসদের মাধ্যমে করতে হবে সেগুলো ঐকমত্য হওয়ার পর পরবর্তীকালে করার জন্য রেখে দেবেন। জুলাই সনদ এবং সংস্কার জুলাইয়ের মধ্যেই করতে হবে। বিচার যেহেতু শুরু হয়েছে সেহেতু বিচার করতে হবে তবে সকল বিচার শেষ করা সম্ভব হবে না। তবে কয়েকটি বিচার এই সময়ের মধ্যেই করতে হবে। একটি নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণা করা হোক এটি সবাই চায়। তা না হলে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে, এটি কেউ চায় না। ঐকমত্য বজায় রেখে উপদেষ্টা পরিষদ কাজ করে যাবে এটি সবাই চায়। এটি সকলের দায়িত্ব।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ। এবার বক্তব্য রাখবেন ১২ দলীয় জোটের মুখপাত্র জনাব শাহাদাত হোসেন সেলিম। অনুগ্রহ করে এক মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন।

জনাব শাহাদাত হোসেন সেলিম (১২ দলীয় জোট) : উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বৈষম্য না করার জন্য অনুরোধ করেন। ১২ দলীয় জোট ২০১৪ সাল থেকে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। অনেকেই রণে ভঙ্গ দিয়ে স্বৈরাচারের কবলে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি যত দ্রুত সংস্কার শেষ করে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি করেন। তিনি উপদেষ্টা পরিষদেরও সংস্কার চান। বন্দর, করিডোরের মতো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ জনাব শাহাদাত হোসেন সেলিম। গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জনাব জোনায়েদ সাকীকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

জনাব জোনায়েদ সাকী (গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী) **:** প্রধান উপদেষ্টাসহ সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, আর তেমন কিছু বলার সুযোগ নেই। গণসংহতি আন্দোলনও বিচার, সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচনের রোডম্যাপ দেওয়া হলে সংস্কার প্রশ্নে যে ভিন্নমত রয়েছে সেটি গুরুত্ব পেতে পারে। সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে জনমতেরও প্রশ্ন আছে। অনেক বিষয়ে ঐকমত্য হবে, বাকিটা জনগণের কাছে যেতে হবে। নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে যে শঙ্কা আছে সেটিও আলোচনায় আসতে পারে। নির্বাচনের তারিখ নিয়ে এমন একটা পর্যায়ে চলে এসেছে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গুরুত্ব পাচ্ছে না। জুলাই শহিদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার যে প্রশ্ন, সেটিরও একটি টাইমলাইন ঠিক করা দরকার। সামনে জুলাই মাস আসছে। তিনি আরও জানতে চান যে, ৫টি কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে মতামত দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আরও বেশ কয়েকটি কমিশন তৈরি হয়েছে এবং সেগুলোর রিপোর্টের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নেওয়া হবে, না কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে বিষয়ে কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি। সেগুলোও বিবেচনায় নেওয়া দরকার।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ জনাব জোনায়েদ সাকী। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সাইফুল হককে।

জনাব মোঃ সাইফুল হক (বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি) **:** সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আগামীকালকে সকল দলকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক ডাকার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের যে সকল প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বড় দাগে ঐকমত্য হয়েছে তার একটি তালিকা অদ্যকার বৈঠকে হাজির করা উচিত ছিল। বিগত সাড়ে তিন মাসের কাজের সাফল্য যেগুলোতে একমত হওয়া গেল সেগুলো জাতির কাছে প্রকাশ করা। দ্বিতীয়ত, আগামীকালকের বৈঠকে সব দলকে ডেকে এভাবে বিতর্ক সভা করা সঠিক পদ্ধতি হবে না। যে সকল বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে তার তালিকা করে একদিকে ৩টি বা ৪টি দলকে ডেকে আলোচনা করা যেতে পারে। এতে অনেক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। যে সকল বিষয়ে দ্বিমত থাকবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, মাঝ নদীতে আমরা মাঝি বদলাতে চাই না। যুদ্ধের মাঝখানে জেনারেল পরিবর্তন করতে চাই না। বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদ অনেক বিষয়ে বিতর্কিত হয়ে পড়ছে। এমন সব প্রশ্ন হাজির হচ্ছে যা অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে অপ্রয়োজনীয় বিরোধ তৈরি হচ্ছে। এক ধরনের দূরত্ব বাড়ছে। বর্তমান সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চরিত্রের মতো কাজ করতে হবে। সকল দল এবং স্টেক হোল্ডাররা সমান বিবেচনার দাবি করে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের বিষয়ে ডিসেম্বর হতে

জুনের যে সময় সীমা দিয়েছেন অধিকাংশ দল প্রথম মাস অর্থাৎ ডিসেম্বরের কথাই বলছেন। বিশাল জনগোষ্ঠীর জনমতকে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বিবেচনা করবেন। সবঝোতা হলে কয়েকদিন আগে পরে হলেও তেমন কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি করা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে জাতীয় ঐক্যের সিম্বল হিসেবে দেখতে চাই। আপনার নেতৃত্বে এই জার্নিকে এগিয়ে নিতে চাই।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জাতীয় গণফ্রন্টের জনাব আমিনুল হক বিশ্বাস, যিনি টিপু বিশ্বাস নামে পরিচিত।

জনাব আমিনুল হক বিশ্বাস (গণফ্রন্ট) : সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন আমাদের মধ্যে দ্বিমত থাকবেই। একটি কথা আছে without any difference there are no unity. মতপার্থক্য না থাকলে তার উপর আবার একমত কী? মতপার্থক্য আছে, থাকবে। কিন্তু জাতির জন্য, জনগণের জন্য কোনো মতপার্থক্য কমিয়ে এনে ঐকমত্যে পৌঁছানো যায় এবং আজকের এই সময়ে আমরা কী ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারি। অনেকেই অনেক কথা বলতে পারেন যে বিপ্লব হয়েছে, গণফ্রন্ট বিপ্লব হয়েছে বলে মনে করে না। তবে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনা, আওয়ামী লীগ উচ্ছেদ হয়েছে এবং এর জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। যারা জীবন দিয়েছে, আত্মাহুতি দিয়েছে তাদের বিষয়টি যেন আমরা স্মরণ করি। তাদের কারণেই কিন্তু আজকে আমরা এখানে। যদিও ঐ সংগ্রামে আমরা ছিলাম না। আমরা জীবিত। কিন্তু তারা তাদের জীবন ত্যাগ করেছে। অতএব আমাদেরকে ঐকমত্যে পৌছাতে হবে। ফলদায়ক নির্বাচন চাই। বিপ্লব হয়নি, সরকার অন্তর্বর্তীকালীন কিংবা এটিকে তত্ত্বাবধায়ক বলা যেতে পারে। অতএব ফলদায়ক নির্বাচনের জন্য। আমার দল কিন্তু মনে করে যে নির্বাচন দিয়ে কিছু হবে না। অভ্যুত্থানই করতে হবে। অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করতে হবে। আমরা জনমতকে গুরুত্ব দেই। সেই জনমতের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। জনমতকে যারা উপেক্ষা করবে, তাদের exposureহবে। আবার অভ্যুত্থান হবে। অতএব, ফলদায়ক নির্বাচনের জন্য যে ধরনের কাঠামো দরকার সেই কাঠামো তৈরি করে একটি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। আমরা বলেছি, ডিসেম্বরে না হলে এটি ফেব্রুয়ারিতে হতে পারে, জানুয়ারি হতে পারে, কিন্তু তারিখ ঘোষণা করেন। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে জাতিকে বিভক্ত করা যাবে না। অত্যন্ত পরিষ্কার কথা। আর ফ্যাসিবাদরা জনগণের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের একটি বিচার হওয়া উচিত। ফলদায়ক বিচার। শেষ হবে তা বলছি না। উদ্যোগ নিতে হবে। শুরু করা উচিত, দৃশ্যমান হওয়া উচিত। আর জনগণের দিকে নজর রাখতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। জনগণের যে সব বিষয়ে কষ্ট হচ্ছে, শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষের সেই বিষয়ে নজর রেখে পদক্ষেপ নিতে হবে।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ১২ দলীয় জোটের প্রধান জনাব মোস্তফা জামাল হায়দারকে।

জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার (১২ দলীয় জোট প্রধান) : ধন্যবাদ ও সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, বিগত দিনে আমরা ঐকমত্য কমিশনের সাথে আলোচনা করে যে সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি সে সকল বিষয়ে কিছু কথা মাননীয় আইন উপদেষ্টার কাছ থেকে জানা গিয়েছে। দ্রুততম সময়ে আছিয়া হত্যাকাণ্ডের যে বিচার হয়েছে এর চেয়ে বড় এচিভমেন্ট আর হয় না। কিন্তু এগুলোর যথাযথ প্রচার হয় না। আমরা শুধু সমালোচনা করে যাচ্ছি। ঐকমত্য কমিশন ইতোমধ্যে যে যে সকল বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে তার প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই না। এর প্রচার করা দরকার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাদের অর্জন দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। এর পাশাপাশি জাতীয় জীবনে যে সকল বিষয়ে ক্রাইসিস সেগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে। আমার মনে হয় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা যদি নির্বাচন সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিন-তারিখ নির্ধারণ করে ঘোষণা করেন, তাহলে অর্ধেক সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হবে। ফ্যাসিস হাসিনা সরকারকে বিতাড়িত করার জন্য যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল আমরা চাই না সেই জাতীয় ঐক্য, সেই জাতীয় চেতনায় কোনো ফাটল ধরুক। আমরা চাই না আমাদের পরম আশার স্থল ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে কোনো দ্বিধা জাগ্রত হোক। আমাদের শতভাগ আস্থা এবং বিশ্বাস তার উপর রয়েছে। সেটি যাতে অক্ষুণ্ন থাকে। আমাদেরকে আরও বেশি সচেতন থাকতে হবে।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার। আমি এখন আহ্বান জানাচ্ছি জুলাই অভ্যুত্থানের সম্মুখভাগের নায়ক ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির আহ্বায়ক জনাব নাহিদ ইসলামকে।

জনাব নাহিদ ইসলাম (এনসিপি) : প্রধান উপদেষ্টাসহ সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে জুলাই ঘোষণা পত্রের একটি আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল এর আগে জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে। কিন্তু সেটি করা হয়নি। সাম্প্রতিক আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ৩০ কার্যদিবস ঘোষণা করেছিল, আমার দেখছি অনেকগুলো কার্যদিবস হয়ে গেছে। জুলাই ঘোষণা পত্র ঘোষণার বিষয়ে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে আমরা কোনো আশার আলো দেখছি না। আমরা আশা করব প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যেই সরকার জুলাই ঘোষণাপত্র জারি করবেন। সরকারের রূপরেখা কী তা আমরা জানতে পারব। নির্বাচনের তারিখ নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। আমাদের দলীয় মত হচ্ছে বিচার, সংস্কার এবং গণপরিষদ নির্বাচনের কথা বলে আসছি। যদি জুলাই সনদ ঘোষণার আগেই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়ে যায় তাহলেসংস্কার প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে বলে আমরা মনে করি। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সাথে সাথেই রাজনীতির মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি, তৃণমূলের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে যাবে। এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে চলে যাবে। এই প্রশাসনও কতটুকু নিরপেক্ষ থাকবে সেটি নিয়েও প্রশ্ন আছে। রাজনৈতিক দলগুলো বিগত ফ্যাসিবাদ কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছে, ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করেছে, আমরা ১৬ বছর অপেক্ষা করেছি, বর্তমান সরকারের ১০ মাস অপেক্ষা করেছি, আমরা আশা করি যে আগামী দুই মাসও আমরা অপেক্ষা করতে পারব। জুন, জুলাই মাসের মধ্যেই জুলাই সনদ রচনা করে ফেলা উচিত এবং জুলাই সনদ ঘোষণার পর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা উচিত। কারণ জনগণকেও আমাদের আশ্বস্ত করতে হবে। এটি এই সরকারের দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র কী হবে, শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন কী হবে, কী কী মৌলিক সংস্কার হবে। আমার রাজনৈতিক দলগুলোরও সেই আস্থার প্রয়োজন যে নির্বাচনের তারিখটি কবে হবে। সেক্ষেত্রে আমি আহ্বান জানাব যে জুন, জুলাই মাসের মধ্যেই জুলাই সনদ ঘোষণা করে আমরা যদি ৫ই আগস্ট সম্মিলিতভাবে, জাতীয়ভাবে আমরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থান উদ্‌যাপন করতে পারি, এই উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এই নির্বাচনের তারিখটি ঘোষণা করে দেওয়া যেতে পারে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা নির্বাচনের কথা বলছি, কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থার যদি ন্যূনতম সংস্কার না হয়, নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ যদি গৃহীত না হয়, নির্বাচন কমিশন যদি পুনর্গঠিত না হয়, তাহলে কীভাবে সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, আমরা আমাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছি সরকার সেটি হয়তো বিবেচনা করবে। পাশাপাশি আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, নির্বাচন কবে হবে সেটি সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর বিষয়। এটি কখনই যারা সামরিক দায়িত্বে আছেন তাদের কাছ থেকে আসতে পারে না। রাজনীতির যে সামরিকীকরণ সেটি থেকে কিন্তু অনেক লড়াই করে আমাদেরকে বের হতে হয়েছে। এটি কোনো গণতান্ত্রিক চর্চা নয়। সে বিষয়ে আমরা যদি সচেতন থাকি, এমনকি কোনো রাজনৈতিক দল এটিকে সমর্থন করছে। এটি আমাদের গণতন্ত্রের জন্য অনেক উদ্বেগের। নির্বাচন কবে হবে এটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক দল এবং সরকারকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্য কেউ এ বিষয়ে কথা বলা উচিত হবে না। আমাদের যারা জাতীয় শত্রু, তারাও এ নির্বাচনের বিষয় নিয়ে কথা বলছে। সে বিষয়ে আমাদের জাতীয় ঐক্য আরও সংহত করা উচিত এবং আমরা যেন আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি সে ধরনের পরিবেশ তৈরি করা উচিত।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ জনাব নাহিদ ইসলাম। এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর জনাব ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী) : উপস্থিত সবাইকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে হঠাৎ করে মনে হয়েছিল যেন রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়ে যাচ্ছে। আমরা সকলে মিলে এটিকে একটি স্থিতিশীলতার মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। সকল দল মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রতি তাদের আস্থার কথা জানিয়েছে। এ জাতি চায় মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হোক। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও চায় আপনার নেতৃত্বেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক। পুরো জাতির এ বিষয়ে সমর্থন আছে। রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরেও একটি বিশাল জনগোষ্ঠী আছে যারা কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আপনার থাকার বিষয়ে জাতি ঐকমত্যে রয়েছে। তিনটি বিষয় এখন আমাদের সামনে আছে নির্বাচন, সংস্কার এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি। এ সকল বিষয়ে একটি ঐকমত্য থাকা দরকার। আমাদের দেশটি অত্যন্ত ছোট এবং আমরা অনেক দেশের সাহায্য সহযোগিতার মধ্যে থাকি। অযাচিতভাবে তারা কিছু চাপও দিতে চায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা থাকেন, তাদের উপর অনেক চাপ থাকে, ইচ্ছার

বাইরেও অনেক কিছু তাদেরকে হজম করতে হয়। বিষয়টি যদি সেরকম হয়, তাহলে আমি মনে করি সরকারের উচিত স্টেক হোল্ডারদের সাথে ওপেন হওয়া। সকলে মিলে যদি আমরা মনে করি আমরা যা গ্রহণ করা উচিত তা গ্রহণ করব। অনেক রিস্কি পরিস্থিতিতেও আমরা অনেক সফলতা অর্জন করেছি। কারও এ ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্ব নেওয়াটা আমরা সমীচীন মনে করি না। সংস্কার ইস্যু নিয়ে আমরা আজকে আশ্বস্ত হলাম যে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি জানিয়েছেন যে জুলাই মাসের মধ্যে তিনি এটি সম্পন্ন করতে চান। এটি করতে পারলে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জানাব। জুলাই সনদের কথা বলা হয়েছে, আমরা জুলাই সনদের পক্ষে এবং সারা জাতির ঐকমত্যের মাধ্যমে একটি সনদ তৈরি করা উচিত। জুলাই নামটি থাকলে বারবার এটি রিভিউ হতে থাকবে। সে ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার আমরা দাবি করছি। নির্বাচনের তারিখের বিষয়ে যা বলতে চাই তা হচ্ছে নির্বাচন তো হতেই হবে। সকল দলই নির্বাচনের পক্ষে। তবে আমরা কোন একটি নির্দিষ্ট তারিখের বিষয়ে রিজিড থাকতে চাই না। আমার মনে হয় এখানে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি আমার চাই আমরা সকলে মিলে একটি তারিখ দিতে পারি। ইচ্ছে করলে আপনি এটি রাখতে পারেন বা পরিবর্তন, পরিমার্জন করতে পারেন। একজন নোবেলবিজয়ী আগামী ১০০ বছরে বাংলাদেশের ক্ষমতা গ্রহণ করবেন কি না সন্দেহ। নির্বাচনের বিষয়ে আপনি যে সময়সীমা দিয়েছেন আমরা সেই সময়সীমার মধ্যেই আছি। ডিসেম্বর থেকে জুন। তবে আমরা মনে করি মে এবং জুন নির্বাচনের জন্য উপযোগী না। আপনি বলেছেন একটি উৎসবমুখর নির্বাচন হবে। এটি একটি মডেল নির্বাচন হবে। তবে পরিবেশটি এমন হওয়া উচিত যেন ছাতা নিয়ে বেরোতে না হয়। ঈদের মতো উৎসবমুখর নির্বাচনই আমরা চাই। সেজন্য মে, জুন একটু কঠিন হতে পারে। এই দুই মাস বাদ দিয়ে যদি সুবিধাজনক একটি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন তাহলে জনমনে যে টেনশনটা আছে তা থাকবে না। মাঝে মধ্যে গণমাধ্যমে যে রিউমার আসে যে এই সরকার ৫ বছর থাকবে, ক্ষমতা ছাড়বে না এগুলো মানুষকে আতঙ্কিত করে। মানুষ এটি চায় না যে একটি নির্ধারিত দিনেই নির্বাচন দিতে হবে। তবে মানুষ চায় আপনার একটি ঘোষণার মাধ্যমেই এই অনিশ্চয়তাটি দূর হবে। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত। আমরা এটি আশাও করি। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি ঐকমত্য হওয়ার জন্যও আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করব। নির্বাচনটি একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে হবে। নির্বাচন তো গত ৩/৪ বারই হয়েছে, তবে এটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল না। এবারে নির্বাচন কমিশনের যে অবস্থা সেটি আমাদের কাছে দুটি কারণে প্রশ্নের সৃষ্টি করছে। বিদেশে আমাদের ১১ মিলিয়ন ভোটার রয়েছে। নির্বাচন কমিশন একমত হয়েছে যে প্রবাসীদের ভোটার করবে। ১১ মিলিয়ন মানুষ বহু দেশে আছে। তাদেরকে ভোটার করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, এবং তাঁদের ভোট কীভাবে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে কোনো উদ্যোগ আমরা দেখছি না। এ বিষয়ে সরকারকে সচেতন হতে হবে। ইলেকশন কমিশনের ব্যাপারে কিছু কথা আছে। ডিসি, এসপিসহ ভোট গ্রহণের বিষয়ে যারা সম্পৃক্ত এ সমস্ত জায়গায় পোস্টিং এর বিষয়ে কিছু ভারসাম্যহীনতা আছে বলে আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে। ইলেকশনের পূর্বেই লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই একটি লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা উচিত। নির্বাচন যদি পলিউটেড হয়, সে সমস্ত নির্বাচনে আমরা যাব না। আমরা আওয়ামী লীগের নির্বাচনে যাইনি। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

জনাব মনির হায়দার : ধন্যবাদ, ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব সালাউদ্দিন আহমেদকে।

জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) : সবাইকে সালাম জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বারের মতো এখানে আলোচনা হচ্ছে, তবে সংস্কার কার্যক্রমের গতি নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট নয় মর্মে জানান। তিনি বলেন বিএনপি এই সংস্কার প্রস্তাবের প্রবক্তা। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করলে যখনই ফ্যাসিবাদের পতন হতো তখন বিএনপিকে তাদের কমিটমেন্ট অনুযায়ীই যেতে হতো। এমন কোনো সংস্কার প্রস্তাব নেই যা বিএনপির ৩১ দফার সাথে ম্যাচ করে না। তবে ৩১ দফার বাইরেও অনেক বিষয়ে সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিএনপি এ সকল প্রস্তাবের বিষয়ে লিখিত জবাব দিয়েছে। যদিও স্প্রেডশিট প্রস্তাবে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে বিধায় তার হুবহু জবাব দেওয়া সম্ভব হয়নি। যেভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে সেগুলো কম্পাইল করে বিএনপিকে জানানো যেতো যে কোন কোন বিষয়ে সবাই একমত হয়েছে বা কোন কোন বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। পরবর্তীকালে কী কী বিষয় চিহ্নিত করে আলোচনা করা হবে তা জানি না। তবে ধারণা করা গিয়েছে যে মেজর কিছু বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোতে কখনই হয়তো একমত হওয়া যাবে না। তবে ডিসেম্বরের

পরে নির্বাচন হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা কেন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চাই সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছি। এ বিষয়ে কেউ কেউ ষড়যন্ত্র দেখছে এবং বিভিন্ন রকম অস্থিরতা সৃষ্টিরও পাঁয়তারা আছে। সেটি অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বেরও আছে। বলা হচ্ছে একটি দেশ নির্বাচন চায়। তারা নির্বাচন চায় বলে কি আমরা নির্বাচন চাইব না। তারা কেন নির্বাচন চায় সেটি তারা জানে। তারা বলছে যে, তারা ইনক্লুসিভ নির্বাচন চায়। আপনারা তো কাউকে কাউকে এক্সক্লোড করেই দিয়েছেন। সুতরাং বুঝাই যায় তারা কি বলছে। যদি ইউরোপ আমেরিকা নির্বাচন চায় তখনতো কিছু বলেন না। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বহু বিবৃতি আছে নির্বাচন চাওয়ার ব্যাপারে। আমরা এবং আমাদের সমমনা দলগুলোর পক্ষ হতে আমরা বলেছি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা যেটি বলেছেন যে একটিমাত্র দল শুধু ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চায়, এই বক্তব্য আমাদেরকে আহত করেছে। সংস্কারের বিষয়ে মাননীয় আইন উপদেষ্টা বলেই দিয়েছেন যে আইন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার প্রায় শেষ এবং বাকিগুলো চলমান। বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত যে অর্ডিন্যান্সটি হয়েছে, রিক্রুটমেন্ট কাউন্সিল যেটি করা হয়েছে, যার কথা তিনি বলেছেন আমার মনে হয় সেটিতে সাংবিধানিক কিছু সমস্যা রয়েছে এবং সেটি আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আমরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চাই। কিন্তু সতর্কতার সাথে আইনগুলো না করা হলে পরবর্তীকালে এসকল বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। আর বিচারক নিয়োগ তো পিওন নিয়োগ না যে জাতীয়ভাবে গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে করা হবে। একজন বিচারক যেদিন থেকে নিয়োগ পান সেদিন থেকেই তিনি একজন সচিবের উপরে। সুতরাং সেটির একটু ডিগনিটি রাখা উচিত বলে আমরা মনে করি। যে সকল সংস্কারের বিষয়ে বিশেষ করে নির্বাচন কমিশন সংস্কার বিষয়ে যে সকল আইন করা দরকার ইচ্ছা করলে সেগুলো ইতোমধ্যেই করা যেতো। তিন মাস আগেই আমরা এ সকল বিষয়ে একমত হয়েছি। দুদক, প্রশাসন এর ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলোর বিষয়েও সবাই একমত হয়েছে। দু চারটি যেগুলো ঐকমত্য হয়নি সেগুলো বাদ রাখা যেতে পারে। আর বিচারের বিষয়ে রোডম্যাপ দিয়ে দিলে সেটি হবে ইনজাস্টিস। বিচার শুরু হয়েছে, ত্বরান্বিত করার জন্য যা যা দরকার সেটি সরকার করবে, প্রয়োজন হলে আমরা সহযোগিতা করব। বিচার কার্যক্রম তার নিজস্ব গতিতে চলবে। তবে জাতি দেখতে চাচ্ছে ১৫ই আগস্টের আগে যেন কমপক্ষে একটি বিচারের রায় দেখতে পায়। কালকে যেটি দেখা গেছে যে, ওপেন ট্রায়াল, সেটি যেন বহাল থাকে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আপনি আমাদের ওপর মনক্ষুণ্ন হবেন না। আমাদের চেয়ে বেশি সাপোর্ট আপনাদেরকে কেউ বেশি দিয়েছে বলে আমি জানিনা। আমাদেরকে প্রতিপক্ষ ভাববেন না। পুরো উপদেষ্টামণ্ডলীর কর্মকাণ্ডে কোনো কোনো সময়ে মনে হয়েছে যে, উপদেষ্টামণ্ডলীর আমরা যেন প্রতিপক্ষ। সেটি আমাদেরকে বুঝতে দেবেন না। আপনারা দয়া করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করুন। মানুষ যাতে মনে না করে যে এখানে আইনের শাসন নেই। মানুষ যাতে মনে না করে এখানে আদালতের রায় বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সেটি এখন দৃশ্যমান হচ্ছে। আমাদেরকে বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামতে হচ্ছে। আমরা সেটি আশা করি না। এদেশের মানুষ এ উপদেষ্টামণ্ডলীর কাছে নিরপেক্ষ আচরণ আশা করে। সেটি আপনাকে দেখতে হবে। আমরা যে শুধু শুধু কমপ্লেইনের বাস্কেট খুলে আপনার কাছে যাই তা নয়। আমরা আপনার হাতকে শক্তিশালী করতে চাই। আমরা বোঝাতে চাই যে আমরা আপনাদেরকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করছি। আর সবসময় প্রশংসা নিয়ে যদি আপনার কাছে যাই, যে সমস্ত লোকজন আপনাকে বাইরের দৃশ্য বলে না, শুধু প্রশংসা করে, সরকার তো কয়েকবার দেখছি, বিরোধী দলও দেখছি, তারাই সরকারের বেশি ক্ষতি করে। যারা বেশি সরকারের সমালোচনা করে, আপনার ঘরের মধ্যে যারা আপনার বেশি সমালোচনা করবে, ধরে নিবেন তারাই আপনার বন্ধু। আমরা আপনার বন্ধু। আমরা হয়তো বাইরে আছি, আমরাই সবচাইতে বেশি আপনাকে সমর্থন করব। দয়া করে সবকিছু বিবেচনায় আপনি একটি রোডম্যাপ দিবেন। ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের জন্য সেটি আমাদের দাবি। আর যদি কোনো যৌক্তিক কারণ থাকে সেটি আপনি বলবেন। সবাই এখানে সেভাবেই বলেছে। যাতে আমরা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জাতীয় ঐক্যকে ধরে রেখে শক্তিতে পরিণত হতে পারি। আগামী দিনে আমরা এমন একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারি, যেখানে আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করব, দ্বিমত হবো, বহুমত হবো, কিন্তু একই রাস্তায় এগিয়ে যাবো। এটি যেন আমরা দেখতে পাই।

ধন্যবাদ।

জনাব মনির হায়দার : অনেক ধন্যবাদ জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ। আমরা আলোচনার শেষ প্রান্তে। এখন আমাদের আলোচনা শেষ হবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সমাপণী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস : আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনাদের মূল্যবান উপদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। এটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা। কাজেই আমাদের মূল বিষয় হলো ঐক্যকে ধরে রাখা। কীভাবে ঐক্যকে ধরে রাখা, দুঃখকে শক্তিতে পরিণত করা, মজবুত করা, সেগুলোর বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ পেলাম। এগুলো নিয়ে ক্রমাগতভাবে মিটিং হতে থাকবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের যে মিটিং, সেটি চলতে থাকবে যাতে আমরা জুলাই সনদটি আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে পারি। আরও বেশি ঐকমত্যকে প্রকাশ করতে পারি। জাতি যেন দেখতে পারে, আমরা আজকে যারা এখানে আছি তারা সবাই মিলে কী কী বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছতে পেরেছি। এটি আমাদের জাতীয় এজেন্ডা হিসেবে থাকবে ভবিষ্যতের জন্য। যাতে আমরা এটি পূর্ণ করতে পারি। এই ঐক্যটি দৃঢ় হোক, সামনে চলার পথটি খুঁজে পাই এবং মজবুতভাবে, শক্তভাবে অগ্রসর হতে পারি। সবাইকে আলোচনায় অংগ্রহণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১ম সংলাপের সারসংক্ষেপ

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

০৩ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : ৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি,জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৩ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : মঙ্গলবার, সকাল ১১ : ৩০ ঘটিকা

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ :

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) লে. জেনারেল (অব.) ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী বীরবিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য (২) ড. নেয়ামূল বশির, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	

৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক (২) ফেরদৌসী আক্তার সুমি/ মাহফুজুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমেদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) সারজিস আলম, মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) (২) ডা. তাসনিম জারা, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব (৩) সারোয়ার তুষার, যুগ্ম আহবায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	

১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাগপা (২) গোলাম মাওলা চৌধুরী, চেয়ারম্যান, গণদল (৩) মুস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, মহাসচিব, এনপিপি	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) মোস্তফা জামাল হায়দার, চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি ও জোট প্রধান (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র (৩) সৈয়দ এহসানুল হুদা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল ও সমন্বয়ক	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	(১) অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য (২) মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মোঃ মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	তারেক রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	মোঃ আবদুল কাদের, মুখপাত্র ও প্রেসিডিয়াম সদস্য	

২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, মহাসচিব	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা)

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

ক) সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

১) দলের বিপক্ষে ভোটদান : অনুচ্ছেদ-৭০;

২) স্থায়ী কমিটিসমূহ;

৩) নিম্নকক্ষে নারী আসন।

খ) নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

১) তত্ত্বাবধায়ক সরকার;

২) নারী আসন;

৭.০০। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী আন্দোলনসমূহে বীর শহিদ এবং বিশেষ করে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যে সকল অকুতোভয় ছাত্র, তরুণ, কিশোর, সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে এই দেশকে এক ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছেন; সে সকল অকুতোভয় বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। জুলাই অভ্যুত্থানকালে যারা আহত হয়েছে এবং নানারকম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি তিনি গভীর সহানুভূতি জানান এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

৮.০০। কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল/জোটের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি সূচনা বক্তব্যে বলেন, সংস্কার কার্যক্রমে বিভিন্ন কমিশনের প্রস্তাব চূড়ান্ত নয়। রাজনৈতিক দলগুলো যেসব মতামত দিয়েছে তার ভিত্তিতে পরিবর্তিত প্রস্তাব নিয়ে রচিত হবে **'জাতীয় সনদ'**। সকল প্রস্তাবে ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হবে না জানিয়ে তিনি বলেন, যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হবে না সেগুলো জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিছু জায়গায় একমত হওয়া সম্ভব হবে। বাকিটা রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখ করবে। জনগণ কতটা গ্রহণ করবে, সেটা তাদের বিষয়। আমাদের সময়ের স্বল্পতা রয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কী কাজ করছে তা জানতে জনগণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। সেই আকাঙ্ক্ষাবাস্তবায়নে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে দেশের জনগণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। জুলাইয়ের মধ্যে জাতীয় সনদ তৈরির

কাজ সম্পন্ন হবে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে মনে রাখতে হবে যেন সকলের সহযোগিতায় ন্যূনতম ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

৯.০০। **দলের বিপক্ষে ভোটদান : সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭০ নিয়ে আলোচনা**

৯.০১। সহ-সভাপতি বলেন, প্রথম পর্বের আলোচনায় অধিকাংশ দল অনুচ্ছেদ-৭০ পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে। অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যগণের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে–কমিশনের এ প্রস্তাবটির উপর আলোচনার জন্য তিনি রাজনৈতিক দল/জোটসমূহের নেতাদের আহ্বান জানান।

৯.০২।**জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭০ পরিবর্তনের পক্ষে। **কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধনের পাশাপাশি এথিক্যাল ভোটিং যুক্ত করা যায় কিনা; সেটি খতিয়ে দেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়।**

৯.০৩। **ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, **অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যগণের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে–কমিশনের এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণভাবে একমত।**

৯.০৪। **গণসংহতি আন্দোলনের** পক্ষ থেকে বলা হয়, সংসদের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ-সদস্যদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করেছে। এ অনুচ্ছেদ সংশোধন বা বিলোপ জরুরি। সংসদ-সদস্যগণ জনগণের প্রতিনিধি অথচ ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে তাঁরা স্বাধীনভাবে মতামত দিতে পারেন না। এটি একটি ফ্যাসিস্টিক অনুচ্ছেদ, যার সংস্কার এখন সময়ের দাবি। গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, সংসদ-সদস্যগণ যেন আস্থা ভোট এবং অর্থবিলে নিজেদের দলের বিপক্ষেভোট দিতে পারেন। **আস্থা ভোট রেখে দিলে প্রধানমন্ত্রী unchallenged থেকে যাবেন উল্লেখ করে দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, এ প্রসঙ্গে কোনো উপায় বের করতে হবে। একদিনে শেষ না করে আরেকটি আলোচনায় বসে কোথায় ঐকমত্য হলো তা চূড়ান্ত করার পক্ষে মত দেয় দলটি।**

৯.০৫। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সংসদ-সদস্যগণ নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন। **এ দুইটি বিষয়ে সকলে একমত হয়েছে। যারা দ্বিমত প্রকাশ করেছেন, তাদের সঙ্গে আলাদা আলোচনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।**

৯.০৬। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সংসদ-সদস্যগণ নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোটদিতে পারবেন, কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে তারা একমত। **তবে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি নিয়ে অধিকতর আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে দলটি মনে করে।** সব দল সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি অনুচ্ছেদ-৭০-এ যুক্ত করার পক্ষে একমত পোষণ করলে, জেএসডির কোনো আপত্তি থাকবে না।

৯.০৭। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের** পক্ষ থেকে বলা হয়, অর্থবিল ও আস্থা ভোট ব্যতীত নিম্নকক্ষের সংসদ-সদস্যগণের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে–কমিশনের এ প্রস্তাবে তারা সম্পূর্ণভাবে **একমত। তবে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি অনুচ্ছেদ-৭০-এ যুক্ত করার সাথে দ্বিমত পোষণ করে দলটি।**

৯.০৮। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ বাতিল নয়, সংশোধনের পক্ষে। অর্থবিল, আস্থা ভোট ও সংবিধান সংশোধন ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সংসদ-সদস্যগণ নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন **কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়টি যুক্ত করা যেতে পারে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।**

৯.০৯। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অর্থবিল ও আস্থা ভোটছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে সংসদ-সদস্যগণ স্বাধীনভাবে মত ও ভোট প্রদান করতে পারবেন। **তবে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি অনুচ্ছেদ-৭০-এ অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে।**

৯.১০। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন ব্যতীত নিম্নকক্ষের সংসদ-সদস্যগণের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে-কমিশনের এ প্রস্তাবের সাথে তারা সম্পূর্ণভাবে একমত। এছাড়া জনগণের অধিকার যাতে খর্ব না হয়, সে ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখার পক্ষে মত দেয় দলটি। **এছাড়া অর্থ বিলে শুধু বাজেট পাসের বিষয়টি সুনির্দিষ্টকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।**

৯.১১। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল**-বাংলাদেশ জাসদ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অর্থবিল ও আস্থা ভোট ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সংসদ-সদস্যগণ নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন, এ প্রস্তাবের সঙ্গে তারা একমত। **তবে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি নিয়ে অধিকতর আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।**

৯.১২। **আমজনতার দলের** পক্ষ থেকে বলা হয়, অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন ব্যতীত নিম্নকক্ষের সংসদ-সদস্যগণের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে–**কমিশনের এ প্রস্তাবের ব্যাপারে তাদের দলীয় ফোরামে আলাপ-আলোচনা ব্যতীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর নয়।**

৯.১৩। **১২ দলীয় জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, অর্থবিল, আস্থা ভোট ও সংবিধান সংশোধন ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সংসদ-সদস্যগণ নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে দলটি একমত। **তবে এর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়টি যুক্ত করা যেতে পারে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।**

৯.১৪। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, একজন সংসদ-সদস্যকে সংবিধান সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রয়োগ করা উচিত। এছাড়া ব্যক্তিক্ষেত্রে আস্থা ভোটের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়।

৯.১৫। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,নীতিগতভাবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ বিলোপের পক্ষে। **যদি বিলোপ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে অর্থ বিলের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দলটির পক্ষ থেকে আস্থা ভোট (শুধু বাজেট), জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।**

৯.১৬। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন ব্যতীত নিম্নকক্ষের সংসদ-সদস্যগণের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে–কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে দলটি একমত পোষণ করে। **তবে এর সঙ্গে অবশ্যই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।**

৯.১৭। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নীতিগতভাবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ বিলোপের পক্ষে। **তবে কমিশন কর্তৃক ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধনের যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাতে জাতীয় স্বার্থে দলটি নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। এছাড়া দল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে।**

৯.১৮। **গণফোরাম** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এ অর্থবিল এবং আস্থা ভোটের বিষয়টি যুক্ত করার পক্ষে একমত পোষণ করে। **তবে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদ-সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করে।**

৯.১৯। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**–সিপিবি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এ অর্থবিল এবং আস্থা ভোটের বিষয়টি যুক্ত করার পক্ষে একমত পোষণ করে। **তবে অর্থবিলের অপব্যবহার যাতে কেউ করতে না পারে, সে ব্যাপারে**

প্রয়োজনীয় বিধান যুক্ত করার পক্ষে মতামত প্রদান করে দলটি। এছাড়া কমিশন কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন প্রস্তাব থেকে **'নিম্নকক্ষ' শব্দটি বাদ দেওয়ার** পক্ষে মত দেয় দলটি।

৯.২০। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি**-এলডিপি অনুচ্ছেদ ৭০-এ অর্থবিল এবং আস্থা ভোটের বিষয়টি যুক্ত করার পক্ষে একমত পোষণ করে। তবে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবের বিষয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে পরবর্তীকালে কমিশনকে অবহিত করা হবে।

৯.২১। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয় তাদের দল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ বাতিলের পক্ষে। **তবে অযাচিত সংকট এড়ানোর জন্য কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী অর্থবিলে শুধু বাজেট পাশ সংযোজন করলে** সেটি অধিকতর বোধগম্য হবে মর্মে মতামত প্রকাশ করা হয়। এছাড়া **সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সংসদ-সদস্যের ব্যক্তিগত মতামত থাকা উচিত মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়**।

৯.২২। **জাতীয় গণফ্রন্ট** দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদের পক্ষে নয়। তাই অনুচ্ছেদ ৭০ থেকে 'নিম্নকক্ষ' শব্দটি বাদ দেওয়ার পক্ষে মতামত পোষণ করে। এছাড়া কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত ৭০ অনুচ্ছেদে অর্থবিল এবং আস্থা ভোটের বিষয়ে দলটি একমত পোষণ করে। **সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি দলীয় ফোরামে আলোচনা করে পরবর্তীকালে কমিশনকে অবহিত করা হবে।**

৯.২৩। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি** কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত ৭০ অনুচ্ছেদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছে না; **তবে জনগণের অধিকার যাতে ক্ষুণ্ন না হয়, সেটি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতামত প্রদান করে**।

৯.২৪। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে ৭০ অনুচ্ছেদে অর্থবিল এবং আস্থা ভোটের বিষয়টি যুক্ত করার পক্ষে একমত পোষণ করে। **তবে অর্থবিলটি সুনির্দিষ্টকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। এছাড়া সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি উন্মুক্ত থাকা উচিত মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়**।

৯.২৫। **গণঅধিকার পরিষদ**-এর পক্ষে থেকে অনুচ্ছেদ ৭০ গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থি বলে উল্লেখ করা হয়। **তবে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত ৭০ অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে একজন সংসদ-সদস্যের উপর দলীয় মতামত চাপিয়ে দেয়ার বিপক্ষে মত প্রকাশ করে দলটি**।

৯.২৬। **নাগরিক ঐক্যের** পক্ষ থেকে অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধন ব্যতীত নিম্নকক্ষের সংসদ-সদস্যগণের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে–**কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে দলটি একমত পোষণ করে**।

৯.২৭। **জাতীয় নাগরিক পার্টি**-এনসিপি-এর পক্ষ থেকে অর্থবিলের পাশাপাশি আস্থা ভোট রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। কারণ সংসদ-সদস্যদের স্বাধীনতা যেমন দরকার তেমনি সরকারের স্থিতিশীলতা দরকার।**সুতরাং আস্থা ভোট এবং অর্থবিল ছাড়া অন্য কোনোও ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৭০ প্রয়োগ না করার পক্ষে মতামত প্রদান করে**। এছাড়া সংসদ এক কক্ষ অথবা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হবে কি না, এর উপর সংবিধান সংশোধেনের প্রস্তাবটি নির্ভর করছে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।

৯.২৮। **জাকের পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অর্থবিলের ব্যাপারে পূর্ববর্তী বৈঠকে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করা হয়েছে। আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে দলীয় ফোরামে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কমিশনকে পরবর্তীকালে অবহিত করা হবে।

৯.২৯। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এবং উপমহাদেশের চর্চা বিবেচনা করে উপযুক্ত মত হচ্ছে অনুচ্ছেদ ৭০-এ'আস্থা ভোট' না থাকলে সরকারের স্থায়িত্ব থাকবে না। প্রতিনিয়ত সরকার পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, যা শোভনীয় হবে না। **আস্থা ভোট, অর্থবিল এবং সংবিধান সংশোধন ছাড়া সংসদ-সদস্যগণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান করবেন, এতে দলটি একমত। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এ আস্থা ভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনসহ জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন।**

এর বাইরে সব বিষয়ে দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবে। যদি কোনো সময় যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়, তাহলে যাতে সংসদ-সদস্যগণ উক্ত বিষয়ের জন্য ভোট দিতে পারে, সেটা অনুচ্ছেদ ৭০-এ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। **জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সংযুক্ত না করা হলে নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া হবে বলে জানান দলটির প্রতিনিধি।**

৯.৩০। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে সংবিধানের **অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধন করে অর্থবিল, আস্থা ভোট ও সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া সব বিষয়ে সংসদ-সদস্যগণ দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দেওয়ার** পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়।

৯.৩১। **কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, অনুচ্ছেদ ৭০ নিয়ে দল/জোটের প্রতিনিধিদের সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে মোটামুটি ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। **তবে ঈদের পর পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।**

[অতঃপর জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বৈঠকের ৩০ মিনিটের বিরতি দেওয়া হয়]

[জহুরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিকাল ৩ : ০০ ঘটিকায় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১০.০০। আলোচ্য বিষয় : স্থায়ী কমিটিসমূহ

১০.০১। কমিশনের প্রস্তাবনা : আইনসভার যথাযথ তত্ত্বাবধান ও শাসন নিশ্চিত করার জন্য সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন প্রস্তাব করছে যে, এই কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধীদলীয় সংসদ-সংদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবে। এর ফলে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর ওপর ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব কমিয়ে দলনিরপেক্ষ সহযোগিতামূলক সংস্কৃতি তৈরি করা সম্ভব হবে এবং কমিটির লক্ষ্য ও স্বার্থ বাস্তবায়ন করাও সহজতর হবে। অধিকন্তু, স্বার্থের সংঘাত এড়াতে কঠোর নীতিমালা বাস্তবায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। এসব নীতিমালায় সদস্যদের ব্যক্তিগত, আর্থিক বা পেশাগত যে কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে এবং এইরূপ স্বার্থ থাকলে ওই সদস্যরা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

১০.০২। সহ-সভাপতি : স্থায়ী কমিটিগুলোর ব্যাপারে সংবিধান সংস্কার কমিশনের যে প্রস্তাব ছিল তা হলো; কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। তবে আলোচনায় দেখা গেছে যে, সকল কমিটির সভাপতি পদে বিরোধীদলীয় সদস্যদের মনোনীত করা বাস্তবসম্মত হবে না এবং আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ ব্যক্তিই মনে করেন কাজের ক্ষেত্রে এটি ফলপ্রসূ হবে না। নীতিগতভাবে সকল দল মনে করে যে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে মনোনীত হওয়া প্রয়োজন। সে বিবেচনায় কমবেশি সকল দলই মনে করে, সরকারি হিসাব কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি এবং বিশেষাধিকার কমিটি মোটামুটি এই ৪টি কমিটির সভাপতি বিরোধীদল থেকে রাখা বাঞ্ছনীয়। এর বাইরেও কিছু কিছু প্রস্তাব এসেছে, যেমন, প্রতিশ্রুতি কমিটি, পিটিশন কমিটিসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কমিটির সভাপতি বিরোধীদল থেকে রাখা উত্তম।

১০.০৩। জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) : জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি ২ ধরনের। একটি হলো মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং বিশেষায়িত কিছু কমিটি। আলোচনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মোটামুটি একমত হয়েছে যে, সকল কমিটির সভাপতি বিরোধীদল থেকে মনোনীত করা ঠিক হবে না। কিছু কিছু কমিটি যেগুলো জবাবদিহির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলোর সভাপতি বিরোধীদল থেকে মনোনীত করার বিষয়টিই মাননীয় সহ-সভাপতি উল্লেখ করেছেন। যেমন : অনুমিত হিসাব কমিটি, সরকারি হিসাব কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, প্রতিশ্রুতি কমিটি, পিটিশন কমিটি। এর বাইরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বিরোধীদলকে দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল। এ ব্যাপারে যাদের ভিন্নমত আছে শুধু সে দল থেকে মতামত ব্যক্ত করা হলে আলোচনায় সুবিধা হবে।

১০.০৪। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর বক্তব্য : কমিশন প্রস্তাব করেছিল শতভাগ কমিটির সভাপতি বিরোধীদল থেকে হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর **প্রস্তাব ছিল ৫০% কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে হবে, যার মধ্যে উল্লিখিত চারটি কমিটিও থাকবে।** উক্ত চারটি কমিটির সভাপতি বিরোধীদল থেকে হবে এ বিষয়ে একমত পোষণ করে দলটি। এর বাইরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ আরও কয়েকটি কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে। সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

১০.০৫। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)-এর বক্তব্য : সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৬-এ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যপ্রণালি উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কারের উদ্দেশ্য সরকারের ক্ষমতাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা না বরং সরকারের ক্ষমতাকে জবাবদিহির মধ্যে নিয়ে আসা। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাবনা ছিল স্থায়ী কমিটিসমূহের সভাপতি **সরকারি দল ও বিরোধীদলের মধ্যে যৌথভাবে মনোনীত করা এবং যৌথ সভাপতিরা তাঁদের দৈবচয়নের ভিত্তিতে ঠিক করবেন নির্দিষ্ট তারিখে কে সভাপতিত্ব করবেন**। সংখ্যাগরিষ্ঠ

সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। একচেটিয়া বিরোধীদলকে দিলেই যে কার্যকর ভূমিকা পালন করা যাবে এটি মনে করা ঠিক হবে না।

১০.০৬। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর বক্তব্য :** ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বিরোধীদল থেকে যে কমিটিগুলোর সভাপতির প্রস্তাব করা হয়েছে এটির ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। **এর বাইরেও যেমন স্বরাষ্ট্র, অর্থ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দলকে দেয়া যেতে পারে**। এছাড়া সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটির সভাপতি বিরোধী দলকে দেয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করে।

১০.০৭। **আমার বাংলাদেশ পার্টির বক্তব্য :** কনসেপ্ট আকারে প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে। তবে যারা নির্বাচনে বিজয় আর্জন করবে তাদের জন্য যেন এটি বিড়ম্বনার কারণ না হয় সেদিকেও খেয়াল করা দরকার। বিরোধী দলকে একচেটিয়া দেওয়া যৌক্তিক হবে না। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যবিশিষ্ট বিরোধী দল ছাড়াও অন্যান্য বিরোধী দলকেও বিবেচনা করতে হবে। **তবে ৫০% সরকারি দলকে এবং অপর ৫০% একাধিক বিরোধীদলকে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতেও কমিটির সভাপতি মনোনীত করা যেতে পারে।**

১০.০৮। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) :** এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এসেছে। একটি হলো বিরোধী দল বলতে কেবল প্রধান বিরোধী দল কি না। অপরটি বিরোধী দল থেকে সভাপতি হলেও কমিটির সদস্য সরকারি দল থেকেই বেশি থাকে।

১০.০৯। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের বক্তব্য :** সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি একচেটিয়া বিরোধী দলকে না **দিয়ে শতাংশ অনুযায়ী যেমন ৪৫%, ৫০%, ৫৫% দেওয়া যায়। তবে কিছু কিছু মন্ত্রণালয় যেমন স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন এগুলো** বিরোধী দলকে দেওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১০.১০। **খেলাফত মজলিস-এর বক্তব্য :** স্থায়ী কমিটিসমূহের সভাপতির পদ বিরোধীদলকে দেওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক প্রস্তাব ছিল। তবে আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, সরকারি দলের বাইরে যে দলগুলো আছে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতি দেওয়া উচিত। যেমন, শিক্ষা, জনপ্রশাসন, স্বরাষ্ট্রসহ ইত্যাদি।

১০.১১। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর বক্তব্য :** যে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছিল সেখানে আংশিকভাবে একমত পোষণ করা হয়েছিল। **যেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির পদ বিরোধীদল থেকে দেওয়া যায়। যেটি ৪০% হতে পারে।** যার মধ্যে আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১০.১২। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি-এর বক্তব্য :** পূর্বের আলোচনায় সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে কমিটির সভাপতি ভারসাম্যমূলক করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তবে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। আজকের প্রস্তাবনায় কয়েকটি কমিটির কথা উল্লেখ হয়েছে। **গুরুত্বপূর্ণ এ সকল কমিটির সভাপতি বিরোধীদল থেকে দেওয়া যেতে পারে**। কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দলটির প্রতিনিধি বলেন, অতীতে কমিটির সুপারিশগুলো কী আকারে বাস্তবায়িত হয়েছে বা হয়নি–তা সুস্পষ্ট নয়। যেমন মন্ত্রী নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন কি না অথবা সংসদীয় কমিটি হতে কোনো একটি বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তার উত্তর এক বছরেও আসেনি। ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জায়গাটি অনিশ্চিত হয়ে পরে। তাই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জায়গাটি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কমিশন কী উদ্যোগ নিতে পারে তা জানতে চান।

১০.১৩। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) :** কমিটির কার্যক্রম চলে কার্যপ্রণালি-বিধির অধীন। কার্যপ্রণালি-বিধি অনুযায়ী মন্ত্রীরা কমিটির সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকবে কি না তা নিশ্চিত করা যায় না। এ বিষয়ে বিকল্প চিন্তা করা যেতে পারে।

১০.১৪। সহ-সভাপতি : স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম ও জবাবদিহিতার জন্য নির্ভর করতে হবে কার্যপ্রণালি-বিধির ওপর। সংবিধানের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা যাবে না। কার্যপ্রণালি-বিধি পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার জন্য পরবর্তী সংসদের ওপর নির্ভর করতে হবে।

১০.১৫। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ : ইতঃপূর্বের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অতীতের অনেক সংসদে বিরোধী দল ৩০টি আসনও পায়নি। কমিশনের প্রস্তাবনা অনুযায়ী কমিটির সকল সভাপতির পদ বিরোধী দলকে দেওয়া হলে দেখা যাবে যে, যতগুলো কমিটির সভাপতির পদ আছে ততগুলো বিরোধী দলের আসন নাই। পরবর্তী সংসদের ওপর এগুলো রেখে দিলে ভালো হবে।

১০.১৬। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টির বক্তব্য : কমিশনের প্রাথমিক প্রস্তাব ছিল সকল কমিটির সভাপতি বিরোধীদল থেকে মনোনীত হবেন। সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে ব্যালান্স করে কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া দরকার। **পরবর্তীকালে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ৪টি কমিটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এর সাথে আরো গুরুত্বপূর্ণ ৪/৫টি মন্ত্রণালয় বিশেষ করে পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিরোধীদল থেকে করা যায় কি না এটি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।** সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। এগুলো দায়িত্বশীলতার মধ্যে আনয়নের জন্য কাজ করার অবকাশ আছে।

১০.১৭। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য : অর্থ, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, জনপ্রশাসন এবং সমাজকল্যাণ এই মন্ত্রণালয়গুলোকে সুনির্দিষ্ট করে বিরোধীদলকে সভাপতির পদ দেওয়ার জন্য পূর্বেও** প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং আজও প্রস্তাব করা হলো। বাকি মন্ত্রণালয়গুলোর সভাপতি আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১০.১৮। বাংলাদেশের লেবার পার্টির বক্তব্য : বিরোধীদলকে অন্তর্ভুক্তি করার জন্য অনেকগুলো সম্ভাবনা রয়েছে। **প্রথমে ২০% দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।** এটি যদি ভালো হয়, সুফল পাওয়া যায় তবে সামনের দিকে আরও বাড়ানো যেতে পারে।

১০.১৯। নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য : উল্লিখিত ০৪টি কমিটিসহ পরিকল্পনা, স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বিরোধী দল থেকে করা যেতে পারে। **বিরোধীদল বলতে শুধু প্রধান বিরোধীদল বোঝায় কি না এ বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা দরকার। নির্দিষ্ট শতাংশে না গিয়ে সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতেও হতে পারে।**

১০.২০। ইসলামী ঐক্যজোটের বক্তব্য : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হবেন ইসলাম ধর্ম বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তি।

১০.২১। গণফোরামের বক্তব্য : পূর্বে অনেক মন্ত্রণালয়ের সভাপতি বিরোধী দলকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সরকারের হস্তক্ষেপে সেগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে পারেনি। **আলোচনার প্রেক্ষিতে জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য কমিশনের প্রস্তাবিত কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধীদলকে দেওয়ার প্রস্তাবে একমত পোষণ করে।**

১০.২২। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর বক্তব্য : আলোচনার মাধ্যমে যে সমস্ত কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে সেগুলোর সাথে একমত পোষণ করে। **সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় অংশগ্রহণ অথবা গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই কমিটিকে কার্যকর ভূমিকায় আনয়নের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।**

১০.২৩। জাকের পার্টির বক্তব্য : এ বিষয়ে পূর্বেই মতামত দেওয়া হয়েছে। আগামীতে সর্বজন গ্রহণযোগ্য, উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে **পার্লামেন্ট গঠিত হবে সেই পার্লামেন্টের বিরোধী দল থেকে যদি সংসদীয় কমিটিগুলোর সভাপতি মনোনীত করা হয় তবে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না।** প্রাসঙ্গিকভাবে এতে জাকির পার্টি একমত পোষণ করে। এটি যেন প্রথম অধিবেশন থেকেই কার্যকর হয়।

১০.২৪। **জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য :** প্রাথমিকভাবে কয়েকটি মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট করে দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। প্রস্তাবিত ৪টি কমিটিসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যেমন, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, পররাষ্ট্র, আইন ইত্যাদি নির্ধারণ করা যেতে পারে যেগুলোর সভাপতি বিরোধী দলকে দেওয়া হবে। **এর বাইরে যতগুলো মন্ত্রণালয় আছে তার মধ্যে ভোটের অনুপাতে সরকারি দল ও বিরোধীদলের মধ্যে বিভাজন হবে।**

১০.২৫। **আমজনতার দলের বক্তব্য : বিরোধীদলকে যে সমস্ত কমিটির সভাপতি দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হলো সেগুলো কী ক্ষমতাসীন সরকারি দলের কাছ থেকে নেওয়া যাবে যেমন, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।** বিরোধীদল ও নিকটতম বিরোধী দলকে কী একই অংশীদারিত্ব দেওয়া হবে।

১০.২৬। **বাংলাদেশ এলডিপির বক্তব্য :** মরহুম মশিউর রহমান দাদু মিয়া বলেছিলেন যে, ’৭২-এর সংবিধান যখন প্রণয়ন করা হয়েছিল তখন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী সেটি চিন্তা করেই প্রণয়ন করা হয়েছিল। আবার চতুর্থ সংশোধনী করার সময় মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি সেটি চিন্তা করেই করা হয়েছিল। **বিভিন্ন জনের আলোচনার মধ্যে জনাব সারোয়ার তুষারের আলোচনাই গ্রহণযোগ্য বলে মত পোষণ করে।**

১০.২৭। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি-এর বক্তব্য :** মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৪১টি স্থায়ী কমিটি আছে এবং অন্যান্য আরও ১০টি কমিটি আছে। এছাড়া কার্যপ্রণালি-বিধি অনুযায়ী আরও কমিটি গঠন করার বিধান আছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৬ অনুসারে স্থায়ী কমিটিগুলো সংসদে সুপারিশ প্রণয়ন ছাড়া কমিটির আর কোনো ক্ষমতা রাখা হয়নি। তাই শুধু কমিটির সংখ্যা বাড়ালেই হবে না কার্যকর সংসদ করার জন্য চিন্তাভাবনা করাও প্রয়োজন। এ বিষয়ে যথার্থভাবে প্রস্তাব পাওয়া যায়নি তাই লিখিত প্রস্তাবে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়নি। একটি পার্লামেন্টকে সঠিকভাবে কার্যকর করতে হলে স্ট্যান্ডিং কমিটি করার জন্য আরও scope থাকবে। আজকের আলোচনা অনুসারে যে কমিটিগুলোর সভাপতি বিরোধীদলকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলো বিশেষ করে পাবলিক একাউন্টস কমিটি, এস্টিমেট কমিটি, পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি ইত্যাদি। যদি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কতিপয় স্থায়ী কমিটি যেটি কার্যপ্রণালি-বিধি অনুযায়ী গঠনের সুযোগ আছে সেগুলো গঠন করে বিরোধী দলীয় সদস্যদের দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া বেসরকারি সদস্যদের বিল সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিও বিরোধী দলকে দেওয়া যায়। প্রাইভেট মেম্বারস বিল বিরোধী দল থেকে আসতে পারে আবার সরকারি দল থেকেও আসতে পারে। যেমন, কোস্টগার্ড একটি প্রাইভেট মেম্বারস বিল। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলো কখনও কখনও রুল অব বিজনেস অনুসারে অথবা মন্ত্রণালয় একীভূত করে করা হয় আবার কখনও মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেও করা হয়। এটি কখনও স্থির থাকে না। অনেকেই উল্লেখ করেছেন যেমন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ আরও কিছু মন্ত্রণালয় বিরোধী দলকে দেওয়া যায় কি না। এটি পার্লামেন্টে বিবেচনা করাই শ্রেয় হবে। **এখন ধারণাগতভাবে একমত হওয়া যায় যে, কিছু কিছু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধীদলকে দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। তবে নির্ধারিত করা সমীচীন হবে না। পার্লামেন্টে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি ঠিক করা যেতে পারে।**

১০.২৮। **সহ-সভাপতি :** যে কোনো সংসদীয় কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্য থাকে তবে সরকারি দলের তুলনায় কম। সংসদে সরকারি ও বিরোধী দল থাকে। একাধিক বিরোধী দল বলার সুযোগ নেই। সরকারি দল থেকে বিরোধী দলকে যে কমিটিগুলোর সভাপতি পদ দেওয়া হবে তা বিরোধী দল নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিবে। পার্লামেন্টারি সিস্টেমে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে। এটি সংখ্যানুপাত করারও প্রয়োজন হয় না। যেগুলোর মাধ্যমে একাধিক মন্ত্রণালয়ের কাজ রয়েছে এরূপ কমিটিসমূহ যদি বিরোধী দলকে নিশ্চিত করা যায় তবে অনন্তপক্ষে সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় কমিটিগুলোর Recommendations ছাড়া তেমন কিছু করার সুযোগ নাই। **তাই প্রস্তাবিত ৪টি কমিটি বিরোধীদলকে দেওয়া যেতে পারে। এর বাইরে যে কমিটিগুলো আছে সেগুলোর বিষয়ে দুটি প্রস্তাব আছে–১. সংখ্যানুপাতিক হারে এবং ২. সর্বনিম্ন ২০% এবং সর্বোচ্চ ৫০%।**

১১.০০। **আলোচ্য বিষয় : নিম্নকক্ষে নারী আসন**

১১.০১। **কমিশনের প্রস্তাব :** মোট ৪০০ (চারশত) আসন নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। ৩০০ (তিনশত) জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। আরো ১০০ (একশত) জন নারী সদস্য সারা দেশের নির্ধারিত ১০০ (একশত)টি নির্বাচনি এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবেন।

১১.০২। **সহ-সভাপতির বক্তব্য :** জাতীয় সংসদ গঠিত হবে ৪০০ (চারশত) আসন নিয়ে। এর মধ্যে ৩০০ (তিনশত) জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন এবং আরো ১০০ (একশত) জন নারী সদস্য সারা দেশে নির্ধারিত ১০০ (একশত) আসন থেকে নির্বাচিত হবেন। **এ বিষয়ে ৩টি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে–**

১. বর্তমান সংসদের আসন সংখ্যা আছে ৩৫০ জনের। প্রস্তাবিত সংসদের আসন সংখ্যা হবে ৪০০ (চারশত) জনের।

২. বর্তমান সংসদের ৩৫০ আসনের মধ্যে নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত। প্রস্তাবিত সংসদের নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১০০টি করা।

৩. প্রস্তাবিত ১০০টি নারী আসন সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০টি করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মতামতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আসন সংখ্যা ৪০০টি করার বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। অর্থাৎ সংসদের সংখ্যা ৪০০ করার বিষয়ে বড় আকারের একমত পাওয়া গেছে। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৫০টি হতে বাড়িয়ে ১০০টি করা বিষয়েও এক ধরনের ঐকমত্য আছে। এ বিষয়ে তিনি দলগুলোর মতামত জানতে চান।

১১.০৩। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ :** বাংলাদেশে নারীদের জন্য গর্বের বিষয় হলো স্বাধীনতার ৫৩ বছরের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই নারী সরকারপ্রধান ছিলেন। বাংলাদেশে নারীরা কোনোদিক দিয়েই পুরুষের চেয়ে কম নয়। রাজনৈতিকভাবে তারা বেশ অগ্রসর। তাই তাদের জন্য এখন আর সংসদের আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন নাই। আসন সংরক্ষণ পদ্ধতি ছিল যতদিন তারা দুর্বল ছিল। এখন নারীরা শক্তিশালী হয়েছে। সংসদের নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ উভয় জায়গায়ই সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। **সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হলে দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হওয়ায় তাদের ৫০% সংসদে যাওয়ার সুযোগ হবে। প্রস্তাবিত নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০ আসনে নির্বাচন পদ্ধতি বেশ জটিল।** সংসদের আসন সংখ্যা সংরক্ষণ রাখা নারীদের জন্য খুব একটা সম্মানের না।

১১.০৪। **সহ-সভাপতি :** সংসদের আসন সংখ্যা ৩৫০ হতে বাড়িয়ে ৪০০ (চারশত) করার বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে। **সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০ (চারশত) করার বিষয়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে মতামত পাওয়া গেছে।**

১১.০৫। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ :** যেহেতু আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং ভোটার সংখ্যাও বাড়ছে। স্বাধীনতার পর থেকে সংসদে ৩০০ আসন চলে আসছে এখন ৩৫০। সংসদের আসন সংখ্যা বাড়ানোর যুক্তি আছে। তাই সংসদের **আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৪০০ (চারশত) করা যেতে পারে।**

১১.০৬। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল : সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০ (একশত) আসনসহ ৪০০ (চারশত) আসন করার বিষয়ে একমত** পোষণ করে।

১১.০৭। **গণফোরাম : সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০ (একশত) আসনসহ ৪০০ (চারশত) আসন করার বিষয়ে একমত পোষণ করে।** একজন প্রার্থী এক নির্বাচনে যে এলাকার প্রার্থী হবেন ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির কারণে পরবর্তী নির্বাচনে সেই এলাকার প্রার্থী হতে পারবেন না। যিনি যে এলাকার তিনি সেই এলাকায়ই

নির্বাচন করবেন। **ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি বিষয়টি পরিষ্কার না।** তবে এটি স্বাভাবিক পর্যায়ের মধ্যে যাতে থাকে সেদিকে বিবেচনা করা দরকার।

১১.০৮। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী : কয়েকটি প্রস্তাব এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন :

১. সংসদের আসন সংখ্যা ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) হতে বাড়িয়ে ৪০০ (চারশত) করা;
২. নারীদের জন্য সংরক্ষিত সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ) হতে বাড়িয়ে ১০০ (একশত) করা এবং
৩. নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনসমূহে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যবস্থা।

ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে চার ভাগের এক আসনে নির্বাচন হবে শুধু নারীদের এবং অপর চার ভাগের তিন আসনে নির্বাচন হবে পুরুষদের। **এর ফলে নারীদের জন্য সংরক্ষিত কোনো আসনে একবার নির্বাচন হয়ে গেলে উক্ত আসনে শুধু নারীদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ২০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। আগে নির্বাচন পদ্ধতি ঠিক করা প্রয়োজন।**

১১.০৯। সহ-সভাপতি : দুই ধাপে ভাগ করে আলোচনা করলে সুবিধা হবে। সংসদের আসন সংখ্যা বাড়ানোর বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য যুক্তি হলো বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়েছে এবং জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য পরবর্তী সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০ (চারশত)টি হওয়া দরকার। কমিশনের প্রস্তাব এবং **অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত যে,সংসদে ১০০ (একশত) জন নারী প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার।** এই ১০০ (একশত) আসনে সরাসরি নির্বাচন অথবা সিলেকশন। **সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে আবার কিছু কিছু দল পক্ষে নয়। যারা পক্ষে তাদের নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন।** তবে সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০ (চারশত) এর বিষয়ে সকলে একমত।

১১.১০। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী : যদি সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন হয় তবে সংসদের আসন সংখ্যা বাড়ানোতে আপত্তি নাই। **তবে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০ (একশত) আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে আপত্তি আছে।**

১১.১১। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি : সংসদের আসন সংখ্যা ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) হতে **বাড়িয়ে ৪০০ (চারশত)টি করার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত।** ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি অনেক জটিলতর বলে মনে করে। **তবে রাজনৈতিকদলগুলো নারীদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত রাখলে এটির একটি সমাধান হতে পারে।**

১১.১২। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ : সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০ (চারশত)টি করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি নাই। বর্তমান পদ্ধতিতে ৩০০ (তিনশত) আসনে সরাসরি নির্বাচনের পর সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০ (পঞ্চাশ)টি আসনে মনোনয়ন দেওয়া। এতে প্রতি ০৬টি আসনের বিপরীতে একটি নারী আসন মনোনীত করা হয়। **সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিকদলের ভোটের শতকরা হারের উপর ভিত্তি করে মহিলা সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।**

১১.১৩। ভাসানী অনুসারী পরিষদ : সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০ (চারশত)টি করার ব্যাপারে একমত পোষণ করে। **তবে কোটা পদ্ধতি না রাখার পক্ষে মতামত তুলে ধরেন।**

১১.১৪। ড. বদিউল আলম মজুমদার : নারীদেরকে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার অর্থ হলো একঝাঁক নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। কোনো ব্যক্তি নারীকে ক্ষমতায়িত করা নয়। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি হলে নারীরা নারীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। যারা যোগ্য তারা পাঁচ বছর একই ক্ষমতা, একই দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে নির্বাচনি এলাকার উন্নয়ন করে পরেরবার পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে আসতে পারবেন।

১১.১৫। সহ-সভাপতি : সংসদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৪০০ (চারশত)টি করার বিষয়ে ইতোমধ্যে ২৪ (চব্বিশ)টি রাজনৈতিক দল একমত পোষণ করেছে।

১১.১৬। নাগরিক ঐক্য : দ্বিমত থাকার কারণেই তো এ বৈঠকের আয়োজন। **১০ জনের মধ্যে যদি ৮ জন কোনো বিষয়ে একমত পোষণ করে তাহলে সেটি মেনে নেওয়া হবে কি না বা ২ জন যদি দ্বিমত পোষণ করেন**

তাহলে সেটি অমীমাংসিত থাকবে কি না–তা জানতে চায় দলটি। যদি অমীমাংসিত থেকে যায় তাহলে ন্যায্যতা পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকটি ইস্যুর সমাধান হতে হবে। এই সুযোগ আগামী পঞ্চাশ বছরেও পাওয়া যাবে না। তাই সুযোগের অধিকাংশটাই ব্যবহার করতে হবে। যে অংশটুকু সুযোগের বাইরে আছে সেই অংশটুকু সামনে নিয়ে আসতে হবে। পঞ্চাশ বছর বা একশত বছর পরেও কোটা লাগতে পারে। বাস্তবতার নিরিখে বিশেষ ব্যবস্থায় নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতি রাখার প্রয়োজন আছে। **তাই নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০ (একশত) আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে একমত পোষণ করে।**

১১.১৭। **জাতীয় নাগরিক পার্টির : মোট ৪০০ (চারশত) আসন নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে যার মধ্যে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০ (একশত) আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে।** জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ২৫% বা ৩০% নারীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অবশ্যই সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে হতে হবে। এর ফলে জনপ্রতিধিত্বের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের নেতৃত্বদানের একটি শক্তিশালী অবস্থান গড়ে উঠবে। নির্বাচনি এলাকায় জনকল্যাণমূলক কাজে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। সরাসরি নির্বাচন ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে না। নারীদের সরাসরি নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে চ্যালেঞ্জেস থাকা স্বাভাবিক। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা থাকতে পারে। তবে ভালো কোনো পদ্ধতিতে আসতে হবে যেখানে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে কমপক্ষে ২৫% নারীদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এ বিষয়ে কোন দলের যদি ভালো কোনো প্রস্তাবনা থাকে তবে সেটি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

১১.১৮। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি :** বর্তমানে জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকা আছে ৩০০টি এবং নারীদের জন্য সংরক্ষিত আছে ৫০টি অর্থাৎ সর্বমোট জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৩৫০টি। আলোচনায় উঠে এসেছে যে, সংসদের নির্বাচনি এলাকা হবে ৪০০ (চারশত)টি। **তবে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ ৩০০ আসনে নির্বাচন হবে মতামত তুলে ধরে দলটি বলে যে, সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০ (চারশত) করার বিষয়ে পরবর্তী সংসদে সিদ্ধান্ত হবে।**

১১.১৯। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি :** সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০ (চারশত)টি হচ্ছে না। সংবিধান অনুসারে আগামী নির্বাচন সংসদের ৩০০ (তিনশত) আসনে অনুষ্ঠিত হবে। যদি নির্বাচন প্রক্রিয়া ঠিক করা যায় তবে সংসদের ৪০০ (চারশত) আসনে নির্বাচন হতে পারে। অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)-এ নারীদের জন্য সংসদের ৫০ (পঞ্চাশ)টি আসন নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিশন থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, নারীদের সংসদের আসন সংখ্যা ১০০টি করার। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল নারীদের আসন সংখ্যা ১০০টি করার বিষয়ে মোটামুটি একমত। অনেকে সংসদের ৪০০ (চারশত) আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। তবে সামাজিক বাস্তবতা, নারীদের অগ্রগতি এসব কিছু বিবেচনায় নিয়ে অনুচ্ছেদ ২৮(৪) অনুসারে সাংবিধানিক ক্ষমতা দেওয়া আছে রাষ্ট্রকে। নারী এবং শিশুর জন্য বিশেষ বিধান করতে সংবিধান অনুমতি দেয়। সেই হিসেবে নারীদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি রয়েছে। আবার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে অনুচ্ছেদ ২৯ অনুসারেও নারীদের জন্য বিশেষ বিধান করা যায়। **তাই নারী সমাজের অগ্রগতি ও ক্ষমতায়নের জন্য সংসদের নারী আসন সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ) হতে বৃদ্ধি করে ১০০ (একশত)টি করা যেতে পারে।** এ আসনে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে। **কোনো দল পিআর পদ্ধতি, কোনো দল সরাসরি নির্বাচন এবং কোনো দল বিদ্যমান পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মতামত দিয়েছে।তবে বিএনপি বর্তমান পদ্ধতিতে একমত পোষণ করে।** এটি নিয়ে যখন সংসদে বিতর্ক হবে তখন নির্ধারিত হওয়া ভালো হবে। এখন সংসদের ৩০০ (তিনশত)টি আসন আছে। নারীদের ৫০ (পঞ্চাশ)টি আসন নিয়ে বারবার সময় বৃদ্ধির জন্য সংবিধান সংশোধনী আনতে হয়। যদি সংবিধানে উল্লেখ করা যায় যে, ৩০০ (তিনশত)টি সাধারণ আসন এবং ১০০ (একশত)টি সংরক্ষিত আসন থাকবে, কোনো টাইম লিমিট থাকবে না তাহলে সময় বৃদ্ধির জন্য সংবিধানে বারবার সংশোধনী আনার প্রয়োজন হবে না। আমাদের সমাজের অবস্থা যদি এমন পর্যায়ে যায় যে **নারী সমাজের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে তাহলে একটি বা দুইটি পার্লামেন্টের পরে নারীদের সরাসরি সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি হলে কোনো**

আসনই স্থির থাকবে না। এটি বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। বিএনপি ৫-১০% আসনে সাধারণত নারীদের মনোনয়ন দিয়ে থাকে। নারীদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে যদি একমত হওয়া না যায় তাহলে বিদ্যমান পদ্ধতি থাকাই ভালো।

১২.০০। **সহ-সভাপতি :** আজকের আলোচনায় ২টি বিষয়ে অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। **পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা শুরু হবে সংসদের আসন সংখ্যা ৪০০ (চারশত)টি করা, নারীদের সংরক্ষিত আসন ১০০ (একশত)টি এবং নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে**। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ২য় সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৩ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৭ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : ৩০টি রাজনৈতিক দল/জেটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ০৩ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৭ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : মঙ্গলবার, সকাল ১১ : ৪৫ ঘটিকা

স্থান : দোয়েল হল, ফরেন সার্ভিস একাডেমি, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটেরনেতৃবৃন্দের নামের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) অধ্যাপক ওমর ফারুক, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য **বিকল্প প্রতিনিধি** (১) আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির	

		সদস্য (২) রোকনুজ্জামান, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য (৩) প্রফেসর বোরহানউদ্দিন	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	১) ডা. তাসনিম জারা, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব (২) আরিফুল ইসলাম আদীব, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	-	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী **বিকল্প প্রতিনিধি** (১) তাসলিমা আখতার (২) মনির উদ্দীন পাপ্পু (৩) জুলহাসনাইন বাবু	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) ক্বারী আবু তাহের, চেয়ারম্যান, এনডিপি (৩) এস.এম. শাহাদাত, সভাপতি, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টি	

১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) শাহাদাত হোসেন সেলিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র (২) সৈয়দ এহসানুল হুদা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল ও সমন্বয়ক (৩) মুফতি গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	(১) মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব (২) প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, যুগ্ম মহাসচিব	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মোঃ মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বাবলু, আহ্বায়ক	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, মহাসচিব	

[বি. দ্র. বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী বৈঠকে অংশগ্রহণ করেনি]

৪.০০। সংলাপ সঞ্চালক : জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬.০০। <u>বৈঠকের আলোচ্যসূচি</u>

ক) ৭০ অনুচ্ছেদ;

খ) সংসদীয় স্থায়ী কমিটি;

গ) নারী প্রতিনিধিত্ব (জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার);

ঘ) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট;

ঙ) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ।

৭.০০। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই **১৯৫২**-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে **১৯৭১**-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী আন্দোলনসমূহে বীর শহিদ এবং বিশেষ করে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যে সকল অকুতোভয় ছাত্র, তরুণ, কিশোর, সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে এই দেশকে এক ভয়ংকর ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছেন; সে সকল অকুতোভয় বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। জুলাই অভ্যুত্থানকালে যারা আহত হয়েছে এবং নানারকম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি তিনি গভীর সহানুভূতি জানান এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

৮.০০। কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ অত্র সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল/জোটের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি সূচনা বক্তব্যে বলেন,কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দল/জোটগুলোর আলোচনা অত্যন্ত ইতিবাচক। আমাদের প্রতিনিয়তই অগ্রগতি হচ্ছে এবং আমরা আশা করছি যে, জুলাই মাসের মধ্যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত জাতীয় সনদে পৌঁছাতে পারব এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আমরা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

৯.০০। <u>**অনুচ্ছেদ-৭০ নিয়ে আলোচনা**</u>

৯.১। **সহ-সভাপতি** বলেন, সংবিধানের ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদের সদস্যরা শুধু অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। কিন্তু অন্য যেকোনো বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। এ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে। এছাড়া পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, এস্টিমেশন কমিটি এবং পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটিসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে নির্বাচন করার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একমত হয়েছে। তবে এর বাইরে কোনো রাজনৈতিক দল কিছু যুক্ত করতে চাইলে তারা ম্যান্ডেট পাওয়ার পর সংসদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো যুক্ত করতে পারে।

৯.২। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, এস্টিমেশন কমিটি এবং পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটি বিরোধী দল থেকে দেওয়ার ব্যাপারে তারা একমত হলেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত কমিটিগুলোর সভাপতির পদ আসনের ৫০ শতাংশ বিরোধী দলকে প্রদানের পক্ষে দ্বিমত পোষণ করছে। তবে এ উল্লিখিত চারটি কমিটিসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত কমিটিগুলোর সভাপতি পদ আসনের সংখ্যানুপাতে প্রদান করা হলে, তাতে দলটির কোনও আপত্তি নেই।

৯.৩। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**-বিএনপি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, এস্টিমেশন কমিটি এবং পাবলিক আন্ডারটেকিংস কমিটি বিরোধী দল থেকে দেওয়ার ব্যাপারে তারা একমত। তবে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত কমিটিগুলোর সভাপতির পদ আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলকে দেওয়ার ব্যাপারে দলীয় ফোরামে আলোচনার পর কমিশনকে অবহিত করা হবে মর্মে জানানো

হয়।দলটির পক্ষ থেকে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের ব্যাপারে বলা হয়, কয়েকটি দল বিএনপির সঙ্গে সংবিধান সংশোধনী বিল যুক্ত করেছে। বিএনপি লিখিত প্রস্তাবে উল্লেখ করেছিল, জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় (যুদ্ধ পরিস্থিতির মতো বিষয়) থাকলে সেক্ষেত্রে সংসদ-সদস্যরা স্বাধীন থাকবেন না। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, জাতীয় সনদে সবার স্বাক্ষর থাকবে। বাকি দুই বিষয়ে সংযুক্ত থাকবে। বিএনপি জনগণের ম্যান্ডেট পেলে বাকি দুই বিষয় সেখানে সংযুক্ত করতে পারবে। এ বিষয়গুলো জাতীয় সনদের নোট আকারে যুক্ত থাকলে এতৎসংক্রান্ত সকল বিতর্ক এড়ানো সম্ভবপর হবে।

৯.৪। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন** (এনডিএম)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানের ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে অর্থবিল, আস্থা ভোটের পাশাপাশি সংবিধান সংশোধন এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেছিল দলটি। সুতরাং কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত আস্থা ভোট ও অর্থবিল বাদে সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবে–এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে দলটি একমত নয়। এছাড়া জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত কমিটিগুলোর সভাপতির পদ আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলকে দেওয়ার পরিবর্তে কমিটির নামগুলো নির্ধারণ করে দেওয়ার পক্ষে দলটি মতামত প্রদান করে।

৯.৫। **গণসংহতি আন্দোলনের** পক্ষ থেকে বলা হয়,সংবিধানের ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদের সদস্যরা শুধু অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। কিন্তু অন্য যেকোনো বিষয়ে তারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন। এ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে। তবে এর বাইরে কিছু রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রস্তাবিত দলীয় ইশতেহারে বর্ণিত সংবিধান সংশোধনী এবং জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধাবস্থা) জাতীয় সনদে সংযুক্তি আকারে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৯.৬। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,জাতীয় সনদে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোর পাশাপাশি পরিশিষ্টের মধ্যে অন্যান্য দলগুলোর যে ভিন্ন মত রয়েছে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক রোধ করা সম্ভবপর হবে।

৯.৭। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অর্থবিল এবং আস্থা ভোট বাদে অন্য বিষয়ে দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগের পক্ষেদলটি। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধন এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়গুলো যুক্ত করা হলে বিভিন্ন কালাকানুন তৈরির মাধ্যমে জনগণকে নিষ্পেষিত করার সুযোগ তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হবে।

৯.৮। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন সম্পর্কে দলটির অবস্থান হলো–অর্থবিল, আস্থা ভোট, সংবিধান সংশোধন এবং জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধাবস্থা) বাদে অন্য সব বিষয়ে সংসদ-সদস্যরা স্বাধীনভাবে মতামত ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

৯.৯। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিগত বৈঠকে অর্থবিল, আস্থা ভোট, সংবিধান সংশোধন এবং জাতীয় নিরাপত্তার (যুদ্ধাবস্থা) বিষয়টি সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে যুক্ত করার পর অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ঐকমত্য পোষণ করেছিল। জাতীয় সনদে এ চারটি বিষয় উল্লেখ করার জন্য দলটির পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়।

৯.১০। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আস্থা ভোট ও অর্থবিল ছাড়া ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ-সদস্যরা স্বাধীনভাবে দলের বিপক্ষেও ভোট দিতে পারবেন–এ প্রস্তাবের সঙ্গে দলটি একমত। তবে এর বাইরে কিছু রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রস্তাবিত দলীয় ইশতেহারে বর্ণিত সংবিধান সংশোধনী এবং জাতীয় নিরাপত্তার (যুদ্ধাবস্থা) বিষয়টি জাতীয় সনদে সংযুক্তি আকারে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৯.১১। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জেএসডি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে যে দুটি বিষয় সম্পর্কে সকল রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে, সেগুলো জাতীয় সনদে উল্লেখ থাকবে। এর পাশাপাশি কিছু রাজনৈতিক দল অন্যান্য যে প্রস্তাবগুলো এনেছে, সেগুলো তারা তাদের নির্বাচনি ইশতিহারে উল্লেখ করবেন এবং জনগণের ম্যান্ডেট পেলে সেগুলো বাস্তবায়ন করবেন। এছাড়া জাতীয় সনদে পরিশিষ্টের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যান্য প্রস্তাবগুলো উল্লেখ করা হলে জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো সম্ভবপর হবে।

৯.১২। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আজকের আলোচনায় ৭০ অনুচ্ছেদের অধীন আস্থা ভোট এবং অর্থবিল যুক্ত করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য দলের যে প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলো তারা নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখ করবেন এবং জনগণের ম্যান্ডেট পেলে সেগুলো বাস্তবায়ন করবেন। এক্ষেত্রে যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়, সেক্ষেত্রে আন্ডারস্টান্ডিং রাখা যেতে পারে।

৯.১৩। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে তারা জাতির কাছে সেগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবেন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য বাধ্য থাকবেন। এর বাইরে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনও প্রস্তাব থাকলে সেগুলো তারা নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখ করবে এবং জনগণের ম্যান্ডেট পেলে সংসদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৯.১৪। **খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে তারা জাতির কাছে সেগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবেন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য বাধ্য থাকবেন। কমিশনের এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এর বাইরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কোনও প্রস্তাব থাকলে সেগুলো তারা নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখ করবেন।

৯.১৫। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে অর্থবিল, আস্থা ভোট এবং জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধাবস্থা) এই তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে দলটি একমত। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে যে বিষয়গুলো জাতীয় সনদে উল্লেখ থাকবে সেগুলো যাতে কোনোভাবেই পরিবর্তন করা না যায়, সেটি নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।এর বাইরে অন্যান্য দলের যে প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলো তারা নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখ করবেন এবং জনগণের ম্যান্ডেট পেলে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

৯.১৬। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যের ভিত্তিতে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করে তারা জাতির কাছে সেগুলো বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবেন। এর বাইরে কোনো দল যদি জনগণের ম্যান্ডেট পাওয়ার পর ৭০ অনুচ্ছেদ আগের অবস্থায় নিয়ে আসতে চায় তাহলে জাতীয় ঐকমত্যের স্পিরিটের বিরুদ্ধে যায়, সেক্ষেত্রে ঐ দল জনগণের বিরোধিতার মুখে পড়তে হবে এবং দলটি এর বিরোধিতা করবে।

৯.১৭। **১২ দলীয় জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, গত সভায় সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে পাঁচটি বিষয়ে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বাইরে রেখে অর্থবিল, আস্থা ভোট, সংবিধান পরিবর্তন এবং জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধাবস্থা)-এই চারটি বিষয় ১২ দলীয় জোটসহ অধিকাংশ দল একমত পোষণ করে। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য দলটির পক্ষ থেকে কমিশন প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

৯.১৮। **গণফোরামের** পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদেঅর্থবিল, আস্থা ভোট এবং জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধাবস্থা) এই তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে দলটি একমত।

৯.১৯। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আস্থা ভোট ও অর্থবিল ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সংসদ-সদস্যদের স্বাধীনভাবে ভোটদানের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর বাইরে অন্য কোনও বিষয় জাতীয় সনদে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই বলে মতামত প্রকাশ করে দলটি।

৯.২০। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি শুরু থেকে ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পক্ষে থাকলে জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে আস্থা ভোট ও অর্থবিল ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সংসদ-সদস্যদের স্বাধীনভাবে ভোটদানের বিষয়ে দলটি একমত প্রকাশ করেছে। সংবিধান সংশোধনী ও যুদ্ধাবস্থা নিয়ে কয়েকটি দলের কিছু প্রস্তাব ছিল। এ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে, বিশেষ করে সংবিধান সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদ-সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত ও ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত। একটি দেশ যুদ্ধে যাবে কি না, সে সিদ্ধান্তে সর্বদলীয় ঐকমত্য থাকা দরকার। জাতীয় নিরাপত্তার মতো বিষয়ে সবার মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি।

৯.২১। **সহ-সভাপতি** বলেন, বিস্তারিত আলোচনান্তে দলগুলো আস্থা ভোট ও অর্থবিল ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে ভোটদানের বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছে, এটি ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর বাইরে যে কয়েকটি দল প্রস্তাবিত দলীয় ইশতেহারে বর্ণিত সংবিধান সংশোধনী এবং জাতীয় নিরাপত্তার (যুদ্ধাবস্থা) প্রস্তাব করেছে, সেগুলো জাতীয় সনদে সংযুক্তি আকারে উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া সংসদীয় কমিটির সভাপতির ব্যাপারে বলা হয়, সরকারি হিসাব, অনুমিত হিসাব, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি–এই চারটিসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদ আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের মধ্য থেকেদেওয়া হবে। অর্থাৎ বিরোধী দলগুলো সংসদে যে ক'টি আসন পাবে, তার অনুপাতে সংসদীয় কমিটির সভাপতি পদ পাবে।

১০.০০। **<u>নারী প্রতিনিধিত্ব (জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার) নিয়ে আলোচনা</u>**

১০.১। **প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী**জনাব মনির হায়দারবলেন, নারী প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গত সভায় সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হলেও অধিকাংশ দল ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে আজকে বৈঠকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক বিকল্প অনেকগুলো প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি এ প্রস্তাবগুলোর আলোকে রাজনৈতিক দল/জোটগুলোকে আলোচনা করার আহ্বান জানান।

১০.২। **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ১০০ করা নিয়ে দুয়েকটি রাজনৈতিক দল বাদে কারও কোনো দ্বিমত নেই। তবে কোন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনে নারীরা সংসদে আসবেন; সেটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি রাজনৈতিক দল/জোটগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসা চারটি প্রস্তাব বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাইরে রাজনৈতিক দল/জোটসমূহের বিকল্প কোনও প্রস্তাব থাকলে, সেগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে।

১০.৩। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জেএসডি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে নারীদের সরাসরি ভোটে ও দলীয় ভিত্তিতে নারী প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন করার পক্ষে।

১০.৪। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ঐকমত্য কমিশন যে দলগুলোকে আলোচনায় ডাকছে, সেখানে একটি নির্দিষ্ট দল এবং তাদের মিত্রদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এতে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঐকমত্য কমিশনের সভাপতির আগের বক্তব্য উল্লেখ করে বলা হয়, ঈদের আগে দেওয়া বক্তব্যে ছয় দফা সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন ঐকমত্য কমিশন সভাপতি। সেখানে পরবর্তী সংসদের ওপর সিদ্ধান্ত নির্ভর করার যে ইঙ্গিত ছিল, তা কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। জুলাই সনদের বিষয়ে বলা হয়, ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য গণপরিষদ বা গণভোট ছাড়া কোনো কার্যকর পথ নেই।

১০.৫। **গণসংহতি আন্দোলন** প্রত্যেক রাজনৈতিক দল কর্তৃক ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন এবং সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব ১০০ আসনে উন্নীত করে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে মতামত পোষণ করে।

১০.৬। **ইসলামী ঐক্যজোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, সংসদে আরও ৫০টি আসন বৃদ্ধি করলেই যে নারী নেতৃত্ব গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় বড় পরিবর্তন হয়ে যাবে, সেটি সত্য নয়। নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করার চেয়ে বরং নারীরা ৩০০ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক, প্রার্থী বাছাইয়ে অংশ নিক এবং রাজনৈতিক দল পরিচালনা করুক। এতে তাদের সম্মানবৃদ্ধি পাবে। কারণ, সংরক্ষণের ধারণাই নারীর জন্য অবমাননাকর। দলটি বর্তমান সংরক্ষিত ৫০ আসন পরিবর্তনের বিপক্ষে মতামত পোষণ করে।

১০.৭। **নাগরিক ঐক্যের** পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সারা দেশে নারীদের জন্য ১০০ আসন নির্ধারিত থাকবে এবং তিনটি সাধারণ আসন নিয়ে একটি সংরক্ষিত আসন গঠিত হবে–এ প্রস্তাবের সঙ্গে তারা একমত।

১০.৮। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক নারীদের জন্য ১০০ আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করেছে। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বাকি আসন থেকে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। ১০০ নারী আসন সংরক্ষণ করা হলে বাকি আসনগুলো থেকে কোনো নারী নির্বাচন করতে পারবে না–এ বিধান চালু করার পক্ষে মত প্রকাশ করে দলটি।

১০.৯। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট** বর্তমানে প্রচলিত নিয়মে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসন বহাল রাখার পক্ষে। এছাড়াও সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মানদণ্ড হিসেবে বেঁধে দেয়ার পক্ষে মত দেয় দলটি।

১০.১০। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার পক্ষে। স্থানীয় সরকার আইনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেভাবে একটি ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে নারী আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে, একই কাঠামো অনুসরণ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনটি আসনের বিপরীতে একজন নারী সংসদ-সদস্য নির্বাচনের বিধান করা যেতে পারে। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হলে নারী সংসদ-সদস্যরা আত্মবিশ্বাসের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এছাড়া সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা বাতিল করে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল কর্তৃক ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার পক্ষে মতামত প্রদান করে দলটি।

১০.১১। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার পক্ষে একমত। এছাড়া সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ-সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পদ্ধতি অনুসরণ করার পক্ষে মতামত প্রদান করে দলটি।

১০.১২। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী দলটি সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ এবং নারী প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে।

১০.১৩। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ** নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী, সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব ১০০-তে উন্নীত করে মোট ৪০০ আসনের মধ্যে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে কার্যকর করার পক্ষে মতামত পোষণ করে।

১০.১৪। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার পক্ষে একমত। স্থানীয় সরকার আইনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেভাবে একটি ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে একটি নারী আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে, একই কাঠামো অনুসরণ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনটি আসনের বিপরীতে একজন নারী সংসদ-সদস্য নির্বাচনের বিধান করার পক্ষে মতামত প্রদান করে দলটি।

১০.১৫। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংসদে জন্য ১০০ আসন শুধু নারীদের জন্য সংরক্ষণ না করে সেখানে পেশাজীবী শ্রেণি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে এ সকল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর হতে নারী প্রার্থীরা অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন। এছাড়া সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল কর্তৃক ন্যূনতম নারী প্রার্থী মনোনয়নের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করার পক্ষে মতামত পোষণ করে দলটি।

১০.১৬। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, যেহেতু জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার একটা বিষয় আছে, তাই সব দল যদি একমত হয় তাহলে নারীর জন্য ১০০ আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দলটির দাবি পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দেওয়া হোক এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে নারীদের আসন ঠিক করা হবে। দলটির পক্ষ থেকে ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে দলগুলোর জন্য নারী আসন বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়। বলা হয়,যে দল যত শতাংশ ভোট পাবে সেই দল থেকে ততজন নারী সংসদ-সদস্য হবেন।

১০.১৭। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার পক্ষে একমত নয়। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসদের আসন ১০০ বৃদ্ধি করে ৪০০ করা যেতে পারে। এ আসনগুলোর মধ্যে যে কোনো আসনে নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবেন। এটি সম্ভবপর না হলে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থায় নারীদের জন্য ৫০

আসন সংরক্ষণ বহাল রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সংসদে আসনের আনুপাতিক হারে নারী সংসদ-সদস্যরা নির্বাচিত হবেন।

১০.১৮। **ভাসানী অনুসারী পরিষদ/ভাসানী জনশক্তি পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী নারীদের জন্য সারা দেশের নির্ধারিত ১০০ আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে।

১০.১৯। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ এবং উক্ত আসনগুলোতে ঘূর্ণায়মান নির্বাচনের পক্ষে। তবে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে এটি কার্যকর করার পক্ষে নয় দলটি।

১০.২০। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসদের আসন ১০০ বৃদ্ধি করে ৪০০ করা যেতে পারে। এ আসনগুলোর মধ্যে যে কোনও আসনে নারী প্রার্থীরা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সুযোগ পাবেন।

১০.২১। **১২ দলীয় জোটের পক্ষ** থেকে বলা হয়, দলটি সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার পক্ষে।এক্ষেত্রে বিদ্যমান পদ্ধতি অনুযায়ী সংসদে আসনের আনুপাতিক হারে নারী সংসদ-সদস্যরা নির্বাচিত হবেন।

১০.২২। **আমজনতার দলের** পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ এবং উক্ত আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে।

১০.২৩। **বাংলাদেশ লেবার পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ এবং সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে স্থানীয় সরকার আইনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেভাবে একটি ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে একটি নারী আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে, একই কাঠামো অনুসরণ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনটি আসনের বিপরীতে একজন নারী সংসদ-সদস্য নির্বাচনের বিধান করার পক্ষে মতামত প্রদান করে দলটি।

১০.২৪। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)**-এর পক্ষে বলা হয়, দলটি বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থায় ৫০টি সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ-সদস্যরা আসনের সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত হবেন। তবে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল কর্তৃক ন্যূনতম ১০ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার বিধান করার পক্ষে মতামত প্রদান করে দলটি।

১০.২৫। **১২ দলীয় জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার পক্ষে। তবে নারীদের সংসদ-সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ কিছু মানদণ্ড বেঁধে দেওয়ার পক্ষে মতামত প্রকাশ করে দলটি। তবে দলটি নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে নয়।

[নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের জন্য বৈঠকের ৪০ মিনিটের বিরতি দেওয়া হয়]

[জহুরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিকাল ৩:১০ ঘটিকায় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১১.০০। আলোচ্য বিষয় : নারী প্রতিনিধিত্ব

১১.০১। **জাতীয় গণফ্রন্ট-এর বক্তব্য :** নারীদেরকে সংসদে আসার সুযোগ করে দিতে হবে। তবে বিদ্যমান পন্থায় নয়। মূল প্রস্তাব হলো সংসদের সরাসরি ৩০০ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০টি আসনে স্থানীয় সরকারের মতো প্রতি তিন আসনে একজন নারী সদস্য নির্বাচন করা যেতে পারে

এবং আগামী ২০৩০ সাল হতে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারী সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচন করার বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়।

১১.০২। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য :** নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনকে বৃদ্ধি করে ১০০টিতে উন্নীত করার বিষয়ে মত পোষণ করে। এ ১০০টি আসনের ৫০টি বিদ্যমান পদ্ধতিতে এবং অপর ৫০টি দলগুলোর নির্বাচনে ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচন করা যেতে পারে।

১১.০৩। **গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য :** নারীদের জন্য সংসদের ১০০টি আসন সংরক্ষিত থাকবে এ বিষয়ে সকলেরই একমত হওয়া প্রয়োজন। সংসদের আসন সংখ্যা ৩০০ হতে বৃদ্ধি করে ৪০০টি করার ফলে কাউকেই তার আসন ছাড়তে হচ্ছে না। তবে আংশিকভাবে কিছুটা রদবদল হতে পারে। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে চার টার্মে পুরো সাইকেল ঘুরে আসলে প্রত্যেক আসন থেকে একজন করে নারী সংসদ-সদস্য পাওয়া যাবে। এর ফলে ২০ বছর পরে এমন অবস্থা হতে পারে যে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে না। নারীদের জন্য সংসদের আসন সংরক্ষণ রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে নতুন করেও কিছু প্রস্তাব এসেছে। তাই এ বিষয়টি আজকে আলোচনা না পরে পরবর্তীকালে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

১১.০৪। **সহ-সভাপতি :** নারীদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেসংসদে নারীদের আসন সংখ্যা ১০০টি করার বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনে প্রতি ১০ বছর পর পর সংবিধানে সংশোধনী আনতে হয়। এই জায়গাটি থেকে বেরিয়ে একটি স্থায়ী পদ্ধতিতে আসা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রস্তাবনা আছে। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আজকে আর আলোচনা না করে মুলতুবি রেখে আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকে আলোচনা করা যেতে পারে।

১১.০৫। **১২ দলীয় জোট :** জাতীয় সংসদের আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি অথবা প্রতি তিন আসনে একজন নারী সদস্য অথবা ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি বিবেচনা করা যেতে পারে। বিদ্যমান পদ্ধতি হলো দয়া, করুণা এগুলো যাতে না হয় সেজন্য আপাতত ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা পরিষদে যেভাবে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন হয় সেটি কিছুটা বার্ডেন হলেও তা নারীদের জন্য সম্মানের হবে। পরবর্তীকালে চতুর্দশ নির্বাচনের আগেই আসন বিন্যাস করে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০টি আসনে নির্বাচন করা যেতে পারে।

১১.০৬। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জেএসডি এর বক্তব্য :** জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে সেটি বাস্তবায়ন ও রূপায়ণ করার জন্য সকলেরই উদার হওয়া প্রয়োজন। তাই সংসদের আসনে সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে উদাত্ত আহ্বান করা হয়।

১১.০৭। **জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য :** অসমতাগুলো রেমিডি করার জন্যই তো এ আয়োজন। রেমিডি করতে গেলেই সুবিধা-অসুবিধা থাকে। বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় আসার জন্য কিছু জটিলতা থাকা স্বাভাবিক। নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন না হলে কিছু সমস্যা থেকে যায়। যেমন : ক্ষমতা ও জবাবদিহিতা থাকে না এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতাও থাকে না। যেহেতু দল থেকে মনোনয়ন আসে তাই দায়বদ্ধতা দলের প্রতিই চলে যায়। তাই কিছুটা অসুবিধা হলেও যেখানে পরিবর্তন করা প্রয়োজন সেখানে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১২.০০। **আলোচ্যসূচি : দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট**

১২.০১। **সহ-সভাপতি :** আলোচনায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ দল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐকমত্য আছে। উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যার বিষয়ে ১০০ ও ১০৫ জন এ দুটি প্রস্তাব ছিল। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত ১০৫ জনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ০৫ জনের বিষয়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সমর্থন না থাকায় বর্তমানে ১০০ জনের বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে গঠন পদ্ধতি নিয়ে কতকগুলো প্রস্তাব আছে। যেমন : একটি আছে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। নিম্নকক্ষের যে ভোট হবে সেই

ভোটের সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে উচ্চ কক্ষ গঠিত হবে। অপরদিকে নিম্নকক্ষের আসনের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হবে। প্রক্রিয়ার বিষয়টি আগে নিস্পত্তি করে তারপর দায়িত্বের বিষয়গুলো নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১২.০২। **গণফোরামের বক্তব্য :** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠায় আলোচনায় ঐকমত্য আছে এ বিষয়ে আপত্তি উপস্থাপন করা হয়। গণফোরাম দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠায় সমর্থন করে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানে ফেডারেল সরকার আছে সেখানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট আছে। বাংলাদেশের সীমানা এবং অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠায় সমর্থন করা যায় না। লক্ষ করা যাচ্ছে যে, অনেক ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত দেওয়ার পরে যেখানে ঐকমত্য পোষণ হয়েছে সেখানে আবার আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টিতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মতামত দেওয়া হয়েছে। গণফোরাম বিষয়টি সমর্থন করে না বিধায় নিম্নকক্ষ বা উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠায় মতামত দেওয়ার সুযোগ নাই। তবে বিষয়টি নিয়ে দলীয়ভাবে আলোচনা পর পরবর্তীকালে মতামত দেওয়া যেতে পারে।

১২.০৩। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) বক্তব্য :** কমিশনের সাথে দুটি বৈঠক যুক্তিতর্কসহ এবং লিখিতভাবে এ বিষয়ে মতামত নাই জানানো হয়েছিল। বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের প্রয়োজন নেই। তবে দলীয়ভাবে আলোচনা করে এ বিষয়ে মতামত দেওয়া যেতে পারে।

১২.০৪। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর বক্তব্য :** অধিকাংশ রাজনৈতিক দল উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের পক্ষে থাকায় বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত প্রত্যেকটি দলেরনিম্নকক্ষের ভোটের সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে উচ্চ কক্ষ গঠিত হবে এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত আরেকটি বিষয় হলো, ৫০টি আসন রাজনৈতিক দলের মধ্য হতে এবং ৫০টি আসন অরাজনৈতিকভাবে দেওয়া হবে। এটির বিরোধিতা করা হয়। এতে রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। যোগ্যতা নির্ধারণ করে রাজনৈতিক দলের মধ্য হতে উচ্চকক্ষ গঠন করা প্রয়োজন।

১২.০৫। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য :** প্রায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল নিম্নকক্ষের পাশাপাশি উচ্চকক্ষের ব্যাপারেও ঐকমত্য আছে যা উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সময় ভিন্নমত দেওয়া হয়েছিল। উচ্চকক্ষের বিষয়ে কয়টি রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য আছে তা জানা প্রয়োজন। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে সারা দেশের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠন এবং সম্ভাব্য ৩০ শতাংশ যোগ্য নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মতি আছে। উচ্চকক্ষে ৫০%-এর যে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে দ্বিমত পোষণ করা হয়। উচ্চকক্ষে সিনেট নামের পরিবর্তে বাংলা কোনো নাম দেওয়া যায় কি না সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১২.০৬। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর বক্তব্য :** প্রথমেই আলোচনা করা প্রয়োজন সংসদের উচ্চকক্ষ হবে কি না। দ্বিতীয়ত যদি উচ্চ কক্ষ হয় তবে আসন সংখ্যা ৫০টি বা ১০০টি বা কত হবে তা নির্ধারণ করা। এরপর গঠন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। উচ্চকক্ষের ধারণা হলো জবাবদিহিতার একটি নতুন জায়গা সৃষ্টি করা। সুতরাং ভবিষ্যতে যাতে কেউ স্বৈরাচার না হতে পারে সে জন্য উচ্চকক্ষের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১২.০৭। **খেলাফত মজলিস-এর বক্তব্য :** ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব সমর্থন করার বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে ৫০ ভাগের বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা নেই। উচ্চকক্ষের নির্বাচন ভোটের আনুপাতিক হারে করার বিষয়ে মতামত দেওয়া হয়।

১২.০৮। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)-এর বক্তব্য :** উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচনের বিষয়ে ৫০%-এর যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার বিরোধিতা করা হয়। উচ্চকক্ষের সিনেট নামকরণ সঠিক হচ্ছে না। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৫ জন সদস্য মনোনয়ের বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দল যে আপত্তি জানিয়েছিল সেটি আবার ভিন্নভাবে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টির সাথে একমত নয়। রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচনের আগেই উচ্চকক্ষের সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রকাশ করা যেতে পারে। নির্বাচন প্রক্রিয়া আগামী জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পরে নির্ধারিত হতে পারে।

১২.০৯। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)-এর বক্তব্য :** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট এবং উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ গঠনের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার সাথে একমত প্রকাশ করে। তবে বিগত ৫০ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, কোটা দিয়ে ভালো কিছু অর্জন হয়নি। সম্ভব হলে ৩৩%-এ নিয়ে আসা যায়, না হলে শতভাগ যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসবে তারা তাদের যে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধি থাকবে তা ঠিক করবে।

১২.১০। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর বক্তব্য :** আমাদের দেশটি কোনো ফেডারেল পদ্ধতি না বা কোনো প্রদেশও নাই। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট হওয়া মানে একটি মাথাভারী প্রশাসন তৈরি করা এবং কিছু লোককে অলংকার হিসেবে কিছু পদে নিয়োগ দেওয়া। তাই, আমাদের দেশের বাস্তবতায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের প্রয়োজন নাই।

১২.১১। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর বক্তব্য :** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়। উচ্চকক্ষের ১০০টি আসনেই নিম্নকক্ষে দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে মনোনীত হবেন।

১২.১২। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জাসদ এর বক্তব্য :** সংসদের উচ্চকক্ষের ১০০ আসনের মধ্যে ৫০% ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে এবং বাকি ৫০% শ্রম, কর্ম, পেশা ও অন্যান্য যে জাতি, গোষ্ঠী আছে যাদের দলীয় পরিচয়ে আসার সুযোগ নাই তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্রপতির জন্য ৫টি আসন ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। দলীয় পরিচয়ে নিম্নকক্ষ হবে বা সব উচ্চকক্ষ হবে এটি যুক্তিযুক্ত নয়। বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ তাই ৫টি প্রদেশে বিভক্ত করে ৫টি আইনসভা থাকা প্রয়োজন। অবশ্য ফেডারেল পদ্ধতির পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। উচ্চকক্ষটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের মতো কখনও ভেঙে যাবে না। ১/৩ অংশ নির্বাচন হবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, এরপর বাকি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ১/৩ অংশ নির্বাচন ক্রমান্বয়ে হবে যাতে কোনো সাংবিধানিক শূন্যতা হবে না। প্রস্তাবিত সাংবিধানিক কাউন্সিলের বদলে উচ্চকক্ষ সবসময় থাকবে এবং তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেরও কাজ করবে। আগামী নির্বাচনের আগেই উচ্চকক্ষের বিষয়ে একমত হওয়া প্রয়োজন।

১২.১৩। **বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য :** জনগণের ভোটে যারা সরাসরি নির্বাচিত হবে তাদেরকে নিম্নকক্ষ বলা ঠিক হবে কি না তা প্রস্তাব আকারে আসা দরকার। আগে আলোচনা হয়েছিল যে, সংরক্ষিত আসন ১০০-তে একমত। যদি সংরক্ষিত ১০০টি আসন এবং উচ্চকক্ষের ১০০টি আসন বিনাভোটে মনোনীত হয় তবে বিনাভোটে মোট ২০০টি আসন মনোনীত হবে। এটি আমাদের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় কারণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটেই সংসদ নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। উচ্চকক্ষের বিষয়ে মত প্রকাশ করে বলেন যে, প্রস্তাবিত ৫০%, ৫০% না হওয়া ভালো। ভবিষ্যতে যে দল রাষ্ট্রক্ষমতায় আসবে তারাই নির্বাচন পদ্ধতি ঠিক করবে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংবিধান সংশোধন, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তি এবং যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত বিলে নিম্নকক্ষের সাথে সাথে উচ্চকক্ষের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা থাকবে। এর আগে এটি কিন্তু বাধ্যবাধকতা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল এই দুটি যে যে দল চায় তাদের নামে লেখা থাকবে। এই বক্তব্যে প্রমাণ হয় যে ৭০ অনুচ্ছেদে ৪টি বিষয়ে একমত থাকতে হবে।

১২.১৪। **সহ-সভাপতি :** বিবেচনার সুবিধার্থে নাগরিক সমাজের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি কমিশনের প্রস্তাব নয়।

১২.১৫। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির বক্তব্য :** জাতির সামনে উপস্থাপিত ১৪ দফা সংস্কার প্রস্তাবে উচ্চকক্ষের প্রস্তাব করা হয়েছিল। উচ্চকক্ষের বিষয়ে আবারও একমত পোষণ করা হয়। উচ্চকক্ষের ৫০% সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত হবে এবং অপর ৫০% সুশীল সমাজ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, অবহেলিত শ্রেণির মধ্য হতে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হতে পারে।

১২.১৬। **জাতীয় গণফ্রন্ট-এর বক্তব্য :** দলের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের প্রয়োজন নাই।

১২.১৭। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি-এর বক্তব্য :** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের পক্ষে মত প্রকাশ করে দলটির প্রতিনিধি বলেন যে, শুধু নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায়নে ফ্যাসিবাদ, স্বৈরাচার রুখে দেওয়া

সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে উচ্চকক্ষে সুযোগ দেওয়া এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার উচ্চকক্ষের মাধ্যমে পরিচালনার বিষয়ে মতামত তুলে ধরা হয়।

১২.১৮। **গণসংহতি আন্দোলন-এর বক্তব্য :** সংসদের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের বিভক্তি ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়নের একটি জরুরি পদক্ষেপ। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে নাগরিক সমাজ যে প্রস্তাব দিয়েছে তার সাথে একমত পোষণ করা হয়। ভোটের সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে।

১২.১৯। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য :** উচ্চকক্ষের নামকরণ সিনেট না রেখে জাতীয় আইনসভা বা জাতীয় আইন পরিষদ এবং নিম্নকক্ষের নামকরণ জাতীয় সংসদ করা যেতে পারে। উচ্চকক্ষের সদস্যবৃন্দ কোনো অবস্থাতেই সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে মনোনীত হবেন না। সংসদের নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য নির্ধারণ করবেন উচ্চকক্ষের সংখ্যা ৫০ হবে না কি ১০০ জন হবে।

১২.২০। **নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য :** কমিশনের সাথে প্রথম দফার বৈঠকে উচ্চকক্ষের গঠন প্রস্তাবে আপত্তি জানানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে আলোচনার মাধ্যমে উচ্চকক্ষের ধারণার সাথে একমত পোষণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির কোটায় যে ৫ জনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তার প্রয়োজন নাই। ভোটের সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত ১০০ জন সদস্য মনোনীত হতে পারে।

১২.২১। **গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য :** উচ্চকক্ষের ৫০ ভাগ সদস্য রাজনৈতিক দলের বাইরে থেকে নেওয়ার যে প্রস্তাব করা হয়েছে এতে রাজনৈতিক দলের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পায়। উচ্চকক্ষের ১০০ জন সদস্য ভোটের সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা উচ্চকক্ষের থাকার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।

১২.২২। **কমিশনের বক্তব্য :** উচ্চকক্ষের ৫০ শতাংশ দলীয় এবং ৫০ শতাংশ নির্দলীয় মনোনয়ের কথা নির্বাচন কমিশন সংস্কারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের প্রতি আস্থা রেখেই বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত নির্দলীয় ৫০ শতাংশ মনোনয়ন রাজনৈতিক দলই দিবে। তবে তারা রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়ে বিভিন্ন শ্রেণি, পেশার হবেন।

১২.২৩। **আমজনতার দলের বক্তব্য :** নির্বাচনের মাধ্যমে উচ্চকক্ষের সদস্য মনোনয়নের বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়। কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে রাজনৈতিক দলের বাইরে থেকে ৫০% যা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি সর্বোচ্চ ২০% হতে পারে।

১২.২৪। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর বক্তব্য :** উচ্চকক্ষ বা নিম্নকক্ষের বিপক্ষে পূর্বেই মতামত দেওয়া হয়েছিল। আসন সংখ্যা বাড়তে পারে তবে বিদ্যমান এককক্ষবিশিষ্ট জাতীয়সংসদই বহাল রাখার পক্ষেই মতামত উপস্থাপন করা হয়।

১২.২৫। **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য :** সংসদের উচ্চকক্ষের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করা হয়।

১২.২৬। **আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির বক্তব্য :** সংসদের উচ্চকক্ষের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয় এবং প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে মত ব্যক্ত করে।

১২.২৬। **সহ-সভাপতি :** আলোচনায় ঐকমত্য হয়েছে বিষয়টি উপস্থাপন করা সঠিক হয়নি। অধিকাংশের মত আছে বললে বিষয়টি যথাযথ হতো। ব্রডশিটে লিখিত আকারে জমাদান, দুটি রাজনৈতিক জোটসহ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে একাধিকবার বৈঠক এবং আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রায় ২/৩ অংশ দল নীতিগতভাবে উচ্চকক্ষের পক্ষে মত দিয়েছে। উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যার দুটি প্রস্তাব ছিল ১০০ ও ১০৫। প্রায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সদস্যের পক্ষে দ্বিমত করায় উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ১০০ জনে।

১২.২৮। **জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য :** ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য উচ্চকক্ষের প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। উচ্চকক্ষ অবশ্যই ভোটের সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে গঠিত হবে।

ভোটের আগেই উচ্চকক্ষের মনোনীত সদস্যদের নাম রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রকাশ করতে হবে যাতে জনগণ উচ্চকক্ষের সদস্যদের সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়।

১২.২৯। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি-এর বক্তব্য :** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের বিধান সংস্কার কমিশনে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। ১০০ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষ (সিনেট) গঠনের প্রস্তাবে একমত পোষণ করা হয়। নিম্নকক্ষের আসনের সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে সদস্য মনোনীত হবেন। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব হলো; উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখলে, তা উচ্চকক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে। উক্ত ০২ (দুই) মাসের পরিবর্তে ১ (এক) মাস করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। বিল প্রত্যাখ্যন সম্পর্কে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব হলো; যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে; সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাতে পারবে। নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। এক্ষেত্রে পুনরায় উক্ত বিল উচ্চকক্ষে প্রেরণের প্রয়োজন হবে না মর্মে মত প্রকাশ করা হয়। নিম্নকক্ষে পরপর দুটি অধিবেশনে পাশকৃত বিল যদি উচ্চকক্ষ প্রত্যাখান করে এটি প্রায়োগিক হবে না। যেহেতু একবার পাশ, একবার প্রত্যাখ্যান বা ফেরত প্রদানের প্রয়োজনীয়তা আছে।

১২.৩০। **গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য :** উচ্চকক্ষের নামকরণ সিনেটের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদ রাখার জন্য মত প্রকাশ করা হয়। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠন এবং নির্বাচনের জায়াগায় অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায় ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা একধরনের দূরত্ব বা বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে তাই এ জায়গায় সুবিধাবঞ্চিত শব্দটি ব্যবহার করলে ঐক্য ও সংহতি তৈরি হবে বলে উপস্থাপন করা হয়।

১২.৩১। **সহ-সভাপতি :** আলোচনায় দুটি বিষয়ে এক জায়গায় আসা সম্ভব হয়েছে। একটি হলো উচ্চকক্ষ। এ বিষয়ে সকলে যে একমত হয়েছে এমন নয়। উচ্চকক্ষের সদস্য হবে ১০০ জন। এই বিষয়ে আলোচনা এ পর্যন্ত রেখে পরের বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং এর দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য উচ্চকক্ষের বাংলা নামকরণ করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তবে নিম্নকক্ষের ক্ষেত্রে সকলের পরিচিত জাতীয় সংসদ নামকরণ করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে কিছু কিছু নীতিগত দ্বিমত আছে।

১২.৩২। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ এর বক্তব্য :** নোট অব ডিসেন্ট হলে ঐকমত্য হয় না। যে কয়টি বিষয়ে সব দল একমত হয়েছে সেটিই ঐকমত্য।

১২.৩৩। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবির বক্তব্য :** নির্বাচিত পার্লামেন্টের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লমেন্ট করার অধিকার আছে। এ ধরনের একটি বৈঠকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি নীতিগতভাবে দ্বিমত প্রকাশ করে।

১২.৩৪। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের বক্তব্য :** গত ০৫ অক্টোবর ২০২৪-এ প্রধান উপদেষ্টা বলেছিলেন যে, জুলাই সনদের প্রস্তাবনাগুলোতে যারা একমত হবেন সেগুলোও লিখিত আকারে থাকবে এবং যারা একমত হবেন না সেগুলোও লিখিত আকারে থাকবে। উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষের ব্যাপারে এখানে প্রায় ৯০% দল একমত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে ঐকমত্যের বাইরে বলা যাবে না। উচ্চকক্ষ গঠনে ঐকমত্য কমিশনের উপস্থাপিত প্রস্তাবে একমত পোষণ করা হয়।

১২.৩৫। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য :** ঐকমত্য বলতে যদি সকলের ঐকমত্য লাগে তাহলে সেই ঐকমত্য দিয়ে সংবিধান সংস্কার হবে না। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য এ সংস্কার কার্যক্রম একটি স্পিরিটের মধ্যে থাকা দরকার। দেশের মানুষ যে দায়িত্ব দিয়েছে সে দায়িত্ব সহনশীলতার সাথে পালন করার মানসিকতা নিয়ে এ সংস্কার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

১২.৩৬। **সহ-সভাপতি :** আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল যেসকল বিষয়ে একমত হবে এর বাইরে কিছু রাখা যাবে না এমন নয়। এর বাইরেও অনেক কিছু আছে। যতটা পারা যায় সকলে ন্যূনতম

জায়গায় একমত হওয়া দরকার। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব অবস্থান থাকতে পারে সেটিকে বাধ্যতামূলক করা যায় না।

১৩.০০। আলোচ্যসূচি : প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

১৩.০১। সহ-সভাপতি : বিদ্যমান পদ্ধতিতে সুপারসেশন করে রাষ্ট্রপতির প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সুযোগ আছে। আলোচনায় দেখা যায় যে, সকলেই এই সুপারসেশন বন্ধ করতে চায়। এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব হলো; আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে মেয়াদের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ। অপরদিকে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাব এসেছে; জ্যেষ্ঠ দুইজনের মধ্য থেকে অথবা জ্যেষ্ঠ তিনজনের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ।

১৩.০২। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বক্তব্য : আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ তিনজনের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। যাতে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে পছন্দের একটি ব্যবস্থা থাকে। তবে এখানে জ্যেষ্ঠ দুইজনের মধ্য থেকেও প্রস্তাব আছে। এ বিষয়েও একমত পোষণ করা হয়।

১৩.০৩। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য : আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ তিনজনের মধ্য থেকে অথবা দুইজনের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

১৩.০৪। জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য : প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিদ্যমান বিধান হলো, প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। এটি বন্ধ করে একটি সিস্টেম ডেভেলপ করা প্রয়োজন। দুইজন বা তিনজনের অপশনে গেলে আবার সরকারি দলের সাথে লিঁয়াজো করার একটি সুযোগ থেকে যায়। এখন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই হাইকোর্ট বিভাগ বা আপিল বিভাগের কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তার বিচার আগেই হয়ে যাবে। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে মেয়াদের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

১৩.০৫। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ এর বক্তব্য : রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়নের জন্য আলোচনা হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আরও সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

১৩.০৬। সহ-সভাপতি : বিচার বিভাগের উপর নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ যতটা সম্ভব সীমিত করা প্রয়োজন। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারকের একজনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করার বিষয়ে ঐকমত্য আছে।

১৩.০৭। আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির বক্তব্য : সংসদনেতা এবং ন্যূনতম বিরোধী দলের দুইজন নেতা আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতিদের যে দুজন বা তিনজনের প্যানেল হবে তার সাথে একমত হতে হবে।

১৪.০০। সহ-সভাপতি : কোনো প্রস্তাবে কোনো রাজনৈতিক দলের আপত্তি থাকলে তা আমলে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কমিশনের বৈঠক আগামী **১৮** জুন **২০২৫** তারিখ বেলা **১১** : ০০টা পর্যন্ত মূলতুবি করা হয়।

[অতঃপর বিকাল ৫:৩৫ মিনিটে কমিশনের অদ্যকার বৈঠক শেষ হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৩য় সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৮ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	:	**৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি	:	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ	:	০৪ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৮ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	বুধবার, সকাল ১১:০০ টা
স্থান	:	ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০।সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) অধ্যাপক ওমর ফারুক, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য **বিকল্প প্রতিনিধি** (১) আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	

		(২) রোকনুজ্জামান, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য (৩) প্রফেসর বোরহানউদ্দিন	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	১) নাহিদ ইসলাম, আহ্বায়ক (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) খালেদ সাইফুল্লাহ, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	((১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী **বিকল্প প্রতিনিধি** (১) তাসলিমা আখতার (২) মনির উদ্দীন পাপ্পু (৩) জুলহাসনাইন বাবু	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) ডাক্তার সৈয়দ নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, সাম্যবাদী দল	

		(৩) ব্যারিস্টার নাসিম খান, সভাপতি, মুসলিম লীগ	
১৭।	১২ দলীয় জোট	((১) শাহাদাত হোসেন সেলিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র (২) সৈয়দ এহসানুল হুদা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল ও সমন্বয়ক (৩) মুফতি গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	(১) মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব (২) প্রিন্সিপাল মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ, যুগ্ম মহাসচিব	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মোঃ মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	আরিফ বিল্লা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বাবলু, আহ্বায়ক	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, মহাসচিব	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

১. জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা;

২. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি;

৩. জেলা সমন্বয় কাউন্সিল।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদগণ সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন। এরপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

৮.০০। **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি** অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গতকালকের আলোচনায় আমরা দুটো বিষয়ে একমত হয়েছি। কিছু বিষয়ে যেহেতু সিদ্ধান্ত হয়নি সেগুলোর বিষয়ে আগামী সপ্তাহে আবার আলোচনায় মিলিত হবো। এর বাইরে আজকে প্রস্তাবিত জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং জেলা সমন্বয় কাউন্সিলকে আলোচ্যসূচিভুক্ত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনায় এনসিসি বা জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের ব্যাপারে এক ধরনের মতামত এসেছে এবং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবও তৈরি হয়েছে। সকলের আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি ঐকমত্যে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। আলোচনায় পুনরুক্তি এড়িয়ে আলোচনা এগিয়ে যেতে পারলে ভালো হবে। গতকাল নারী প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। জাতীয় সংসদের নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে যখন আলোচনা করব তখন এ বিষয়টি আলোচনা হবে। এ পর্যায়ে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৯.০। **জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল নিয়ে আলোচনা**

৯.০১। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের ড. মুশতাক হোসেন**আলোচনার সূচনা করে বলেন, গতকাল অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ দল বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিয়ে নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া হচ্ছে না বা বিষয়টিকে অতটা সিরিয়াসভাবে নেওয়া হচ্ছে না। কোনো কোনো বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিষয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোট এবং গণফোরাম সিরিয়াস নীতিগত আপত্তি দিয়েছিল। ক্যাটাগরি করা উচিত যে, কোনো বিষয়ে সিরিয়াস আপত্তি থাকলে সেটি ঐকমত্য কমিশনে যাবে না। সামনে হয়তো আরও কিছু প্রশ্ন আসবে। ক্যাটাগরি করা দরকার যে আপত্তিটি কোন ধরনের। একটি হলো যে আমরা দলীয় বক্তব্য রাখলাম, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কারও কোনো বিষয়ে আপত্তি থাকলে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু সিরিয়াস আপত্তি থাকলে সে বিষয়ে অগ্রসর হবো কি না সে বিষয়ে আলোচনা করে নিলে ভালো হয়।

৯.০২। **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেনএক্ষেত্রে যাদের নীতিগত আপত্তি আছে তাদেরকেও সময় দেওয়া হয়েছে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। তাই আলোচনা অব্যাহত রাখা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যা বিবেচনাটাই বড় নয়। আমরা আলোচনাটা বন্ধ করতে চাই না। সে কারণে আমরা আলোচনাটা অব্যাহত রেখেছি। তাই বিষয়গুলো রেফার করা হয়েছে। যদি এক পর্যায়ে Hard and fast সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমরা নিব। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল করার বিষয়ে কেউ কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যারা একমত হয়েছেন তারা ছাড়া যারা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন তারা প্রথমে বক্তব্য রাখবেন।

৯.০৩। **ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিভ মুভমেন্ট**-এর পক্ষ হতে বলা হয় জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল বিষয়ে তারা আংশিকভাবে একমত হয়েছিল। তবে নীতিগতভাবে তারা এনসিসি গঠনের বিরুদ্ধে। কারণ তাদের কাছে মনে হয়েছে যে, কোনো না কোনোভাবে সরকারের প্যারালাল বা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বা সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তারা ইতঃপূর্বে আংশিকভাবে একমত হয়েছিল কারণ তারা বিকল্প প্রস্তাব করেছিল। তারা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি আলাদা অ্যাডভাইজারি কমিটি করার প্রস্তাব করেছিল। তারা মনে করে প্রশাসনকে কার্যকরভাবে নিরপেক্ষ করতে পারলে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জনবান্ধব এবং নিরপেক্ষ করতে পারলে এবং বিচার বিভাগকে ক্ষমতায়ন এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে পারলে, সকল প্রতিষ্ঠান যদি কার্যকর এবং জনবান্ধব হয় তাহলে **আলাদা করে এনসিসি গঠনের দরকার নেই। তারা নীতিগতভাবে এনসিসি গঠনের বিরুদ্ধে। তারা মনে করে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এডভাইজারি কমিটি করা হলে ভালো হয়।**

৯.০৪। **রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলনের** পক্ষ হতে বলা হয়,**এনসিসির কনসেপ্টের বিষয়ে তাদের দলীয় অবস্থান এটির পক্ষে।** তবে এনসিসির যে কয়জন মেম্বার আছে এর মধ্যে সরকারদলীয় সদস্য আছে মাত্র দুইজন। বাকি সব বিরোধী দল। তাই যেই সরকার গঠন করবে তারা স্বস্তিতে থাকবে না। কারণ দেখা যায় যে সরকারের বিরুদ্ধে অনেক ধরনের চক্রান্ত হয়। দ্বিতীয় হলো এনসিসির যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ রয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের পক্ষেই কাজ করে। **যিনি সরকারের পক্ষে কাজ করবে তাকে নিয়োগের বিষয়ে সরকারের অধিকার থাকা উচিত। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের নিয়োগের বিষয়টিও উল্লেখ করে তারা মনে করে ঐকমত্যে আসতে হলে এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।**

৯.০৫। **জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ হতে বলা হয়** এনসিসি এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এ দুইটি বিষয় উচ্চ কক্ষের সাথে সম্পর্কিত। **উচ্চকক্ষের বিষয়টি সুরাহা না করে এই আলোচনায় যাওয়াটা তারা সময়ক্ষেপণ বলে মনে করে।**

৯.০৬। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন** যেহেতু পুনর্বিবেচনার বিষয় আছে তাই অমীমাংসিত বিষয়গুলো পরের সপ্তাহে পুনরায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কারণ অনেক দলের পক্ষে বলা হয়েছে যে, এগুলো পুনর্বিবেচনা করতে হলে দলের নীতিনির্ধারণের সাথে আলোচনা করতে হবে। তাই একদিনে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পুনর্বিবেচনার সুযোগ দেওয়া হয়।

৯.০৭। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের** পক্ষ থেকে বলা হয়, এখনও কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। দু-একটি দলের ভিন্ন মতের কারণে থেমে যাচ্ছে। যেহেতু স্বাধীনতার পর হতে দেশে সরকার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে অস্থিরতা বেশি হয়েছে। সেজন্য স্থায়ী একটি প্রক্রিয়ার জন্য জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের যে প্রস্তাব করা হয়েছে এটি তাদের কাছে নীতিগতভাবে ভালো মনে হয়েছে। **তারা এ বিষয়ে নীতিগতভাবে সমর্থন দিচ্ছে। তারা এনসিসিতে রাষ্ট্রপতিকে না রাখার প্রস্তাব করে প্রয়োজনে অন্য সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করে।**

৯.০৮। **১২ দলীয় জোটের** পক্ষ হতে বলা হয়, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে শতভাগ একমত হওয়া সম্ভব নয়। চাইলে আজকেই শতবছরের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ভিন্ন রূপ দেওয়া সম্ভব হবে না। **১২ দলীয় জোট এনসিসি গঠনের প্রস্তাবের পক্ষে নয়।** সরকারকে অকার্যকর করার জন্য যা যা করা দরকার তা করা হয়েছে। **প্রধান বিচারপতিকে রাজনৈতিক প্রশ্নে একত্র করা ঠিক হবে না। প্রয়োজনে জাতীয় সংকটকালীন মহামান্য**

রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার এই তিন জনের একটি বডিকে নিয়ে সংকটকালে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

৯.০৯। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেন, এটি করা হচ্ছে সাংবিধানিক পজিশনগুলোতে নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য। তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

৯.১০। **১২ দলীয় জোটের** পক্ষ হতে বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে **রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং স্পিকারের সমন্বয়ে একটি কমিটি করার প্রস্তাব করা হয়।**

৯.১১। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির** পক্ষ হতে বলা হয়, তারা **জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের পক্ষে না।** কমিশনের সহ-সভাপতি যা বলেছেন যে, কমিটিতে ৫ জন সরকারের এবং ৪ জন বিরোধী দলের সমর্থক থাকে। সেক্ষেত্রে সরকার যা চাইবে তাইতো হবে। **এরকম একটি প্যারালাল বডির প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করে না।**

৯.১২। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** কমিটিতে সরকারি দলের আধিপত্য এটি বলা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ব্যালেন্স। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটিকে সরকার পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না। এটির প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে করে রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারি দল, বিরোধী দল এবং রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গ একসাথে বসে সিদ্ধান্তে আসতে পারে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো আগের অবস্থান থেকে সরে আসলে এই আলোচনা কোনোদিনও শেষ করা যাবে না।

৯.১৩। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির** পক্ষ হতে বলা হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার লক্ষ্য হলো সমঝোতার মাধ্যমে বৃহত্তর বোঝাপড়ার জায়গা থেকে একটি ঐকমত্য তৈরি করা। বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টি রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতিকে না রেখে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি যেহেতু নিয়োগটি সম্পন্ন করবেন তাই রাষ্ট্রপতির এখানে থাকা সংগতিপূর্ণ নয়। এছাড়া যখন সরকার বহাল থাকবে না তখন এনসিসির কার্যক্রম থাকবে না। কারণ তখন নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হবে না। কেবল প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগ ছাড়া। তারা সাংবিধানিক পদগুলোতে নিয়োগের বিষয়ে একটি সাংবিধানিক কমিশনের প্রস্তাব পূর্ব থেকেই দিয়ে আসছে। সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান নিয়োগের বিষয়টি যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়। এটি রাষ্ট্রের পেশাদার বাহিনী। তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি তাদের নিজস্ব বিধিবিধান অনুযায়ী হওয়া উচিত। এছাড়া অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারে অ্যাটর্নি জেনারেল নন। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা। কোনো কোনো দল এনসিসির পক্ষে না। **এনসিসি যদি না হয় তাহলে নাগরিক সমাজ যে প্রস্তাব দিয়েছে সেটি তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিয়োগের পূর্বে গণশুনানির আয়োজন করা যেতে পারে।**

৯.১৪। **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য জনাব বদিউল আলম মজুমদার** বলেন, এনসিসি কেন করা প্রয়োজন এ বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করা দরকার। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বিরোধী দলও সরকারের অংশ। আমাদের সংস্কৃতিতে বিরোধী দলের কোনো ভূমিকা থাকে না। অনেক সময় তারা তাদের জানপ্রাণ নিয়েই শঙ্কায় থাকে। নিরাপত্তা নিয়েই শঙ্কায় থাকে। আমাদের সংস্কৃতিতে সরকারি দল, বিরোধী দল আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংস্কৃতি নেই। এটি থেকে উত্তরণের জন্যই অনেকগুলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের বিষয়ে অনুসন্ধান কমিটি করা হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান কমিটি কাজ করেনি। সরকার যে ইনভেলাপ ধরিয়ে দেয় অনুসন্ধান কমিটি সে অনুযায়ীই কাজ করে। যার জন্য সবগুলো প্রতিষ্ঠানই দলীয় হয়ে গিয়েছে। তারা জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করেনি। সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং স্বৈরাচারের উত্থানের বিষয়ে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। সরকারি দল, বিরোধী দল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই এই এনসিসির প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ৩টি নির্বাচন কমিশন আমাদেরকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে এটি যেন আমরা স্মরণে রাখি।

৯.১৫। **মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী** বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই এবং আগস্ট মাসের একটি অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা একটি ফ্যাসিবাদী শাসনতান্ত্রিকে বিতাড়িত করেছি। তারপর আমাদের মধ্যে একটি উপলব্ধি এসেছে যে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার খোল-নলচে পালটাতে হবে, এটিকে গণতান্ত্রিক করতে হবে। আমাদের অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা জনাব নাহিদ ইসলাম এখানে উপস্থিত আছেন। তার চেহারার দিকে তাকালে আমাদের এটি মনে পড়ার কথা, কী পরিস্থিতিতে আমরা এখানে বসেছি, কী করতে চাই এই বিষয়টি বারবার আমাদের মাথায় আসার কথা। আমি ড. বদিউল আলম মজুমদারের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বিনীতভাবে অনুরোধ করব, কোনো কোনো দেশ গণতন্ত্রে ফিরতে ১০০ বছর লেগেছে বা ৪০০ বছর লেগেছে সে কথা বললে তো আমরা কোনো সংস্কারই করতে পারব না। কোনো অগ্রগতিই আমাদের হবে না। আমাদের এটি মনে করতে হবে।

৯.১৬। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বলা হয়,** ঐকমত্য কমিশন একটি ধাপ অতিক্রম করে এখানে এসেছে। তবে এখানকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট নয়। সংস্কারের উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘ ১৬ বছরের আবর্জনা নিষ্কাশন। বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা হলো বাংলাদেশে ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো প্রতিষ্ঠান ডেভেলপ করে না। সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই জায়গায় সংস্কার আনতে না পারলে কর্তৃত্ববাদকে আবার স্বাগত জানানো হবে। ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হলে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। রাষ্ট্র এবং জনগণের পক্ষে এ সকল প্রতিষ্ঠান যেন কাজ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। **সেজন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য এনসিসি গঠনের প্রস্তাবে নীতিগতভাবে একমত। দলটি এনসিসির কাঠামোতে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতিকে বিতর্কের বাইরে রাখার জন্য প্রস্তাব করে।**

৯.১৭। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর** পক্ষ হতে বলা হয়, এনসিসির সদস্যদের নিজস্ব অফিসে বসে এ কাজগুলো করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে এনসিসি কীভাবে কাজ করবে, তাদের নিজস্ব সচিবালয় থাকবে কি না তিনি জানতে চান। বর্তমানে সার্চ কমিটির মাধ্যমে এ সকল পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে যদি সচিবালয় রাখা হয় তাহলে এই সচিবালয় সার্চ কমিটি হিসেবে কাজ করবে। **বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন আইনে ভিন্ন ভিন্ন সার্চ কমিটি কাজ করছে এবং তা ম্যানেজেবল। কিন্তু এনসিসির ক্ষেত্রে তা কঠিন হবে। তখন এনসিসি সচিবালয়ের মাধ্যমে সবাইকে নিয়োগ করা হবে। সেটি কতটুকু ভালো হবে সেটি বিবেচ্য।**

৯.১৮। **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** সাংবিধানিক কমিশনসমূহের প্রধানদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যই এনসিসির প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে তা হচ্ছে না। এনসিসির কাঠামোর বিষয়ে কারও কারও ভিন্নমত থাকলেও এই সকল পদে নিয়োগের বিষয়ে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রশ্নে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। নাগরিক সমাজের প্রস্তাবেও সে বিষয়টি রয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বিবেচ্য বিষয় হলো সরকারের তিনটি বিভাগকে একত্রে আনা। যে সকল অসুবিধার কথা বলা হচ্ছে সেটি বিবেচনায় নেওয়া হলেও আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনাই আমাদের লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে আমরা এটি চাই কি চাই না সেটি বিবেচ্য।

৯.১৯। **বিএনপির পক্ষ হতে বলা হয়,এনসিসি গঠনে বিএনপি একমত নয় এটি তাদের লিখিত মতামতেও জানিয়েছে।** তারা মনে করে রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের ভারসাম্য সৃষ্টি করা বেশি প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং ইলেকশন কমিশনকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন করা। এছাড়া কেয়ারটেকার সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই তিনটি কার্যকর থাকলে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যদি কাজ করে যেটি এখন শুরু করেছে। তাহলে এ কাজগুলো কোনোদিনই স্বেচ্ছাচারীভাবে হবে না। পক্ষান্তরে এই পাওয়ার এবং ফাংশনগুলো এনসিসিকে দেওয়া হলে এক্সিকিউটিভের আর কোনো হাত-পা থাকে না। **সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃতপক্ষে ফাংশন করলে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকলে এবং আইনগুলো সংস্কার করে প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করলে মাথাব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার প্রয়োজন হবে না।**

৯.২০। **জাতীয় নাগরিক কমিটির** পক্ষ হতে বলা হয়, ২০২৩ সালে নির্বাচন কমিশনের আইন হওয়ার সময় বিএনপির মহাসচিব বলেছিলেন যে, ইসি গঠনের এই আইন মানি না। তার তিনদিন পরে বলেছিলেন নির্বাচন কমিশন গঠনের আইন বাকশালের মতোই। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা আম্পায়ারের মতোই নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করা দরকার। তারমধ্যে অন্যতম ইলেকশন কমিশন। ইলেকশন কমিশন পক্ষপাতমূলক আচরণ করলে কেউ সেটি মেনে নিতে পারে না। এখন সুযোগ এসেছে এই আইনগুলো পরিবর্তন করার। কিন্তু আমরা কেউ সেটি করতে চাচ্ছি না। বর্তমান আইন অনুযায়ী সার্চ কমিটির মাধ্যমে এ সকল নিয়োগ সঠিকভাবে হচ্ছে না বিধায় সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী এনসিসি গঠন করা হলে এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োগে স্বচ্ছতা আনা সম্ভব। তা না করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে এ সকল নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানদের নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া উচিত না। নির্বাচন কমিশনের প্রধানের নিয়োগ যেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে না থাকে। **এনসিসি নীতিগতভাবে একমত যে, এ সকল প্রতিষ্ঠানে যেন অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগের বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে আসতে পারি।প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিকল্প প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।**

৯.২১। **আমার বাংলাদেশ পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়,** অতীতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কলঙ্কিত হয়েছে। **তাই ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য এনসিসি গঠনের যে ধারণাটি পেশ করা হয়েছে এটি খুবই সঠিক প্রস্তাব।** সাহস করে এটিকে গ্রহণ করতে হবে। গঠন প্রক্রিয়ায় প্রধান বিচারপতির পরিবর্তে আপিল বিভাগের অন্য একজন বিচারককে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে দলটি। যারা এনসিসি গঠনে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছে, তারা আসলে পুরাতন পদ্ধতিটাকেই সমর্থন করছেন। সেটি নিশ্চয় কাঙ্ক্ষিত নয়।

৯.২২। **কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়,সাংবিধানিক কাউন্সিলের বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে তবে এখনই এটি করার প্রয়োজন নেই।** আগামী সংসদের জন্য এরকম একটি বডি করার দরকার মর্মে আলোচনার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। এখন সুনির্দিষ্টভাবে করার প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রীয় কাজে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য এ ধরনের একটি বডি করা আমাদের প্রয়োজন। যেটি আগামী সংসদের জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। এই মুহূর্তে প্রধান কাজ হচ্ছে আমরা যাতে একটি সুষ্ঠু, অবাধ, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি ভালো পার্লামেন্ট তৈরি করার দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

৯.২৩। **কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, এটি তো আজকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলা হচ্ছে না। এটি তো আগামী সংসদে করার জন্যই প্রস্তাব করা হয়েছে। নীতিগতভাবে একমত হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, বিএনপিসহ আরও দুটি দল এ বিষয়ে আপত্তি জানালেও এর বাইরে দুটি জোটসহ তিন-চতুর্থাংশ রাজনৈতিক দল নীতিগতভাবে এনসিসি গঠনের প্রস্তাবে একমত হয়েছে। তাই আমাদের প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ ধরনের একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন কি না? দ্বিতীয়ত এর গঠন কী হবে? তৃতীয়ত হলো কী কী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ দিবে আর চতুর্থত এর বাইরে এর কাজ থাকবে কি না?

৯.২৪। **নেজামী ইসলাম পার্টির পক্ষ** হতে বলা হয়, **বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এনসিসি গঠন অনিবার্যভাবেই দরকার।** তবে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতিকে এনসিসিতে রাখা ঠিক হবে না। রাষ্ট্রপতি হলো দেশের অভিভাবক। প্রধান বিচারপতিসহ বিচার বিভাগকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য প্রধান বিচারপতিকেও রাখা উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে করার বিষয়ে তাদের প্রস্তাব ছিল। সে অনুযায়ী তারা সংসদ থাকা অবস্থায় সংসদ নেতাকে রাখার প্রস্তাব করেন আর সংসদ না থাকা অবস্থায় বিগত সংসদের স্পিকারকে রাখার প্রস্তাব করেন।

৯.২৫। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের** পক্ষ হতে জনাব ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেন, এ সকল পদে নিয়োগ এনসিসির মাধ্যমে দেওয়া হলে সরকার দেশ চালাতে পারবে না। **এনসিসি সরকারের প্যারালাল একটি সংগঠন হবে। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট মনে করে এনসিসি করা ঠিক হবে না।** ফ্রি, ফেয়ার ইলেকশন করার জন্য যা যা করা দরকার তা করা যেতে পারে।

৯.২৬। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** আগামীতে কে সরকার পরিচালনা করবে এবং সে ফ্যাসিস্ট হবে বা না হবে তা বিবেচ্য নয়। পোস্ট ডেমোক্রেটিভ সরকারের উপর নজরদারি করার নামই হচ্ছে লেজিসলেটিভ বডি। এটি মেনে নিয়েই আলোচনা করতে হবে। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। তার অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিবিশেষ পালিয়ে গেছে বলে সবাই এরকম হবে। বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে, যে কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হোক তার নজরদারি থাকতে হবে। তার অর্থ এই নয় যে সবাই এরকম হবে অথবা এরকম হবেই না। যদি এরকম মনে করার সুযোগ থাকতো যে ভবিষ্যতে কেউ দুর্নীতি করবে না তাহলে তো দুর্নীতিদমন কমিশন করার প্রয়োজন হতো না। ফলে এনসিসির প্রস্তাব যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানকে নজরদারিতে রাখার প্রস্তাব। এক্ষেত্রে কে ক্ষমতায় আসবে, কে ক্ষমতায় আসবে না এগুলোর সাথে মোটেই সংশ্লিষ্ট নয়। সুযোগ এসেছে এমন একটি রাষ্ট্র গঠনের যেখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় যারাই থাকবেন তাদের উপর নজরদারি করতে পারবেন, বেসিক প্রিন্সিপাল অব ডেমোক্রেসিতে যদি আমরা উন্নীত করতে চাই তাহলে আমাদের এরকম একটি প্রতিষ্ঠান করতে হবে।

৯.২৭। **খেলাফত মসলিসের পক্ষ হতে** বলা হয়, এনসিসির মাধ্যমে এক্সিকিউটিভকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে বলে কেউ কেউ বলছেন, এটি বোধগম্য নয়। নজরদারি করার ব্যবস্থা, এটি হাত পা বেঁধে দেওয়া নয়। এনসিসি প্রতিষ্ঠায় খেলাফত মজলিস নীতিগতভাবে একমত। কাঠামোর বিষয়ে প্রধান বিচারপতি এবং রাষ্ট্রপতিকে না রাখার বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত। দায়-দায়িত্বের প্রশ্নে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের নিয়োগের বিষয়টি বাদ দেওয়া যেতে পারে। নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিরপেক্ষ করার জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। যারা বিরোধিতা করছেন তা অমূলক।

৯.২৮। **গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ হতে বলা হয়,**এটি একটি আনন্দের দিন, এ বিষয়েগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে পারছি। সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে সাংবিধানিক বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে তিনি দৃঢ় অবস্থানের কথা জানান। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় আনা হবে। **নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সরকারী কর্মকমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের বিষয়ে এনসিসির মতো প্রতিষ্ঠান দরকার।** কাঠামোর বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

৯.২৯। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের** পক্ষ হতে বলা হয়, **তারা এনসিসি গঠনে একমত,** তবে গঠন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত রয়েছে। তারা মনে করে প্রধান বিচারপতিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা হলে রাষ্ট্রপতিকে রাখা যেতে পারে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে চিহ্নিত করে এনসিসির পরিধি সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

৯.৩০। **জেএসডির পক্ষ** হতে বলা হয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রকে পুনর্গঠনের জন্যই এ সকল কমিশন গঠিত হয়েছে। **রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ দেওয়ার জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান খুবই প্রয়োজন।** কাঠামো বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। সরকারের হাত পা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে তা নয়। নাগরিক সমাজের পক্ষ হতে যে আরেকটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সে প্রস্তাবটিও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। তবে রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান করা গেলে সেটিও ভারসাম্যপূর্ণ হবে। বিচার বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করছেন সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে একজন প্রবীণতম বিচারককে রাখা যেতে পারে। কার্যপরিধি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

৯.৩১। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের** পক্ষ থেকে বলা হয়, এনসিসি গঠনে তারা নীতিগতভাবে একমত। তবে কাঠামো কী হবে সেটি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সাংবিধানিক পদসমূহে নিয়োগ এনসিসির আওতায় আনা দরকার কারণ রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে যে নিয়োগ হয় সে নিয়োগের ফলাফল আমরা বিগত দিনে দেখেছি।

৯.৩২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর** পক্ষ হতে বলা হয়, লিখিত মতামতে তারা এনসিসি গঠনের পক্ষে মতামত দিয়েছে। এনসিসি এজন্যই প্রয়োজন কারণ বিগত ৩টি নির্বাচনে আমরা দেখেছি নির্বাচনের পর প্রত্যেক

নির্বাচন কমিশনারই বলেছেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। কী রকম দলকানা লোক এরকম কথা বলতে পারে। এ থেকে বের হয়ে আসা দরকার।

৯.৩৩। **বাংলাদেশ লেবার পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়,** নেতার পরিবর্তনের চেয়ে নীতির পরিবর্তন দরকার। সাংবিধানিক পদসমূহে নিয়োগে স্থায়ী কাঠামো দরকার। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই বুঝে হোক বা না বুঝে হোক বিরোধিতা করার চেষ্টা করছে। বলা হয়ে থাকে ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়। সেই দেশের দিকে তাকিয়ে কিছু সংস্কার দরকার। সমস্ত দল এরকমভাবে একসাথে বসা, এখান থেকে যদি ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব না হয়, আগামী নির্বাচন যত সুষ্ঠুই হোক আর যারাই ক্ষমতায় যাক এরকম সর্বজনীন একটি বৈঠক, একটি উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। বিএনপির প্রথম দাবিই ছিল সংবিধান সংস্কার। আজকে কী করলে এই কাঠামোটিকে শক্তিশালী করা যায় এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা দরকার এবং এটিকে সামনে এগিয়ে নেওয়া দরকার।

৯.৩৪। **বাসদ মার্কসবাদী দলের** পক্ষ হতে বলা হয়, এনসিসির কর্মপরিধি এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো নজরদারি বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি পালন করে তাহলে এনসিসি বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হবে। সেক্ষেত্রে এটি ব্যালেন্স অব পাওয়ারের ক্ষতি করবে বলে মনে হয়। ফলে পূর্বে আলোচনার সময় আমরা বলেছিলাম যে, এ ধরনের একটি বডি তৈরি করা এখনই ঠিক হবে না। সাংবিধানিক পদসমূহে নিয়োগের ব্যাপারে এ ধরনের কমিশন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আমরা একমত।

৯.৩৫। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির** পক্ষ হতে বলা হয়, তারা সংবিধান সংস্কার কমিশনের সাথে আলোচনায় এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উচিত মর্মে মতামত দিয়েছিলেন। কেন উচিত সে ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ’৭২ থেকে ’৭৫ তারা রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং ৩৬ হাজার বামপন্থি কর্মী নিহত হয়েছে। এর পরবর্তীকালেও যতগুলো লড়াই-সংগ্রাম গড়ে তুলেছেন সেখানেও রক্ত দিতে হয়েছে। ’২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানেও গণতন্ত্র মঞ্চ গড়ে তোলা হয়েছিল শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য। সেটি করতে গিয়ে ২ হাজার লোকের রক্তের মধ্য দিয়ে ৩২ হাজার রাজনৈতিক কর্মীর আহতের মধ্য দিয়ে আজকে একটি নতুন বাংলাদেশ সামনে দেখা যাচ্ছে। তারা মনে করে এনসিসির মতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কার্যক্রম নিয়েও আলোচনা হতে পারে। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতিকে এখানে না এনে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কীভাবে কাজ করতে পারে এবং কাকে কাকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

নামাজ এবং মধ্যাহ্নভোজের বিরতি

৯.৩৬। **গণফোরামেরপক্ষ হতে বলা হয়,** জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠনের বিষয়ে ইতঃপূর্বে কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে অঙ্গসংগঠন বিশেষ করে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং আইন বিভাগ, এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান যারা তাদেরকে নিয়েই এই এনসিসি গঠন করা হবে। এই এনসিসি যদি সরকারের উপরে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর একটি প্রতিষ্ঠান বা সাংবিধানিক কাউন্সিল তৈরি হয় তাহলে সেখানে এমনটি হতে পারে ক্ষমতার ভারসাম্য না হয়ে ক্ষমতা কেন্দ্রিয়ভূত করা হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলের নেতা যদি কোনো ক্ষেত্রে একমত হয় এবং অন্যান্যদের সাথে সমন্বয় করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় যে সিদ্ধান্তে কোনো ব্যক্তি বা কোনো রাজনৈতিক দল সংক্ষুব্ধ হয় তাহলে তার কিন্তু বিচার পাওয়ার আর কোনো এখতিয়ার থাকে না। যেহেতু প্রধান বিচারপতি এ প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনয়নে আইনসভাকে এনসিসির কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এখানে বিচার বিভাগকেও এর মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে। কাজেই যেভাবে এনসিসির নামকরণ করা হয়েছে এবং নামকরণের পরেই এ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিতে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেই সংজ্ঞা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, সরকারের উপর আরেকটি সরকার সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর এমন একটি প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত

কি না। এখানে নিয়োগের যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে আমরা যদি আইন দ্বারা নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাযথ করতে পারি তাহলে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনসভাকে একত্র করে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে নিয়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান করা সমীচীন কি না। সেজন্যে এনসিসি গঠনের জন্য দ্বিমত পোষণ করা হয়। যেহেতু দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে তাই এর গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার করার সুযোগ নাই।

৯.৩৭। **কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, এনসিসির কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না, সংসদে আলোচনা করা যাবে না বা আদালতে যাওয়া যাবে না এমন কিছু কোথাও লেখা হয়নি। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতে যাওয়া যায় না। আলোচনায় উত্থাপিত প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে এনসিসি গঠনের কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে যে দায়িত্বগুলো এনসিসিকে দেওয়া হবে তার মধ্যে আছে কতগুলো পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করা। এটি সুপারবডি হিসেবে কিছু করবে না।

৯.৩৮। **নাগরিক ঐক্যেরপক্ষ হতে বলা হয়,** নাগরিক ঐক্য নীতিগতভাবে এনসিসির ধারণার সাথে একমত পোষণ করে। তবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতিকে এর বাইরে রাখার জন্য মতামত দেওয়া হয়। এর জন্য আলাদা সচিবালয়ের প্রয়োজনীয়তা নাই। বর্তমানে সার্চ কমিটি যেভাবে কাজ করছে এনসিসি সেভাবেই কাজ করবে। অ্যাটর্নি জেনারেল ও প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের এ প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা যেতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন কাজ করবে তখন এনসিসির প্রয়োজন নেই। গঠন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিলে এর সদস্য সংখ্যা ৭ (সাত) জন হয় যার মধ্যে ৩ (তিন) জন সরকারি দলের ও ৩ (তিন) বিরোধী দলের এবং একজন আসছে এই দুই দলের বাইরে থেকে। ফলে সরকারি দল বা বিরোধী দল কারও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় না।

৯.৩৯। **জাতীয় গণফ্রন্ট-এর পক্ষ হতে বলা হয়,** এনসিসি গঠনের যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে তার সাথে জাতীয় গণফ্রন্ট একমত পোষণ করে।

৯.৪০। **জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়,** দলগতভাবে সবাই ঐকমত্য কমিশনের কাছে আলাদা আলাদাভাবে প্রস্তাবনা দিয়েছে এবং দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। প্রত্যেকের একটি দলীয় অবস্থান আছে। তবে জুলাই সনদ তৈরি করতে হলে সবাইকে একটি জায়গায় ঐকমত্যে আসতে হবে। জাতীয় নাগরিক পার্টি যে প্রস্তাব দিয়েছে তার চেয়েও যদি যৌক্তিক কোনো প্রস্তাবনা উত্থাপিত হয় যা দেশ ও জাতির কল্যাণ করবে তাহলে সেটি মেনে নেওয়া হবে। এনসিসির যে প্রস্তাবনা এসেছে যারা এর বিরোধিতা করছে তাদেরকে পুনরায় আলোচনা করতে দেওয়া হয়েছে। এনসিসি সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা উঠে এসেছে যেমন; এনসিসি প্যারালাল গভর্নমেন্ট হবে কি না, প্যারালাল অথরিটি তৈরি করছে কি না, নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে কি না। এই বিষয়গুলো একটু অতিরঞ্জিত করেই ভাবা হচ্ছে। আজকের আলোচনায় আরও সুস্পষ্ট হয়েছে এনসিসির কাজের ক্ষেত্র। প্রয়োজনে এটি আরও সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। মূলত এনসিসির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ দেওয়া হবে যাতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ না হয় এবং নির্বাহী বিভাগের আজ্ঞাবহ না হয়। এখানে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা কোনোভাবেই কমানো হয়নি। বরং নির্বাহী বিভাগ আগে বা প্রধানমন্ত্রী আগে যেভাবে অনৈতিকভাবে, অন্যায্যভাবে এবং অগণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ দিতো এবং যেখানে দলীয়করণ হয়েছে এ নিয়োগের মধ্য দিয়ে এবং যার ফলে বিগত ১৫ বছর ভুগতে হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কথা এখানে আলোচনায় এসেছে এবং এ নির্বাচন কমিশন তিন তিনটি ভোটের পর বলেছে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে নীতিগতভাবে এখনো সুরাহা হয়নি। জাতীয় নাগরিক পার্টি পক্ষ থেকে অনুরোধ থাকবে যে, এ বিষয়টি খোলামনে ধরে সকলে যাতে বিবেচনা করে। একটি গণ-অভ্যুত্থানের পরে সবাই আলোচনা করছে পরিবর্তনের জন্য। আগের রাষ্ট্রকাঠামোতে সরকার স্বৈরাতান্ত্রিক হয়েছে, ফ্যাসিবাদী হয়েছে সেটি কীভাবে কমানো যায় এবং কীভাবে আরও গণতান্ত্রিক করা যায় সেই জায়গা থেকে এই এনসিসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এনসিসির আইডিয়া হলো রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ প্রদান করা হবে এবং সেখানে সকলের

একটি আস্থার জায়গা থাকবে। এটি কোনোভাবে দলীয়করণ বা প্রধানমন্ত্রী বা সরকারি দলের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাবে না। যদি সেটিই হয় তাহলে তো আগের কাঠামোতেই রয়ে গেল। এই আলোচনায় যারা বিরোধিতা করছে তারা কি তাহলে আগের সিস্টেমকে সমর্থন করছে। না কি নতুন প্রস্তাবকে ভয় পাচ্ছে বা আশঙ্কা করছে। সকলেরই ভয়, আশঙ্কা দূর করে সামনের দিকে এগোতে হলে অবশ্যই এর সুরাহা করতে হবে। যদি এনসিসি নিয়ে কারও কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বিকল্প আরেকটি প্রস্তাব দিতে পারে। সেটিও বিবেচনা করতে এনসিপির আগ্রহ আছে। গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হতে পারে। যদি এর নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় যেমন সাংবিধানিক নিয়োগ কমিটি বা অন্য কোনো কিছু নাম দিয়ে কমিশন সেটিও বিবেচনা করা করা যেতে পারে। এই সমস্যাটির সমাধান করে সামনের দিকে এগোতে হবে। সেই নীতিগত জায়গাগুলো যদি আজকের আলোচনায় ঐকমত্য হওয়া যায় তাহলে এটি হবে জাতির জন্য ঐতিহাসিক মাইলফলক এবং গণ-অভ্যুত্থানে যারা শহিদ হয়েছেন, যারা যুদ্ধ করেছেন এবং যারা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন তাদের জন্য একটি বড় প্রাপ্তির জায়গা থাকবে।

৯.৪১। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)-এর পক্ষ হতে** এনসিসি গঠনের যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে তার সাথে একমত পোষণ করা হয়। এনসিসি গঠনের প্রস্তাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানদের নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি ঐকমত্যের ভিত্তিতে করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে নির্বাহী বিভাগের পাল্টা ক্ষমতার কোনো সম্পর্ক নাই।

৯.৪২। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ-এর পক্ষ হতে বলা হয়,** এনসিসি গঠনে নীতিগতভাবে একমত কি না এটি আগে নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন। এরপরে এনসিসি গঠন প্রক্রিয়া ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা যেতে পারে। যে দলগুলো আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে তার ৩/৪ অংশ দল এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। একটি নির্বাচিত সরকার পরবর্তী জাতীয় সংসদে আলোচনার মাধ্যমে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে নিরপেক্ষভাবে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং জবাবদিহিতা থাকে সেই ব্যবস্থা নিবে। **এ মুহূর্তে এ ধরনের একটি সুপার গভার্নেন্স আকারের এনসিসি গঠন সঠিক হবে না।**

৯.৪৩। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন** গত ২০ মার্চ ২০২৫ হতে ১৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা হয়েছে এবং তার আগে যে সমস্ত দল মতামত দিয়েছে তাতে দুটি জোট সমেত ৩/৪ অংশ দল এনসিসির ব্যাপারে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।

৯.৪৪। **আমজনতার পক্ষ হতে বলা হয়,** এনসিসি এ মুহূর্তে কতটা যৌক্তিক এটি একটি প্রশ্ন। যদি আইনসভা থাকে এমতাবস্থায় উল্লেখ করা হয়েছে প্রধান বিচারপতি এ বিষয়ে আপত্তি আছে যথেষ্ট এবং আইনসভা না থাকা অবস্থায় সেখানে আপত্তি আছে প্রধান বিচারপতি এবং রাষ্ট্রপতির বিষয়ে। এনসিসির মতো একটি বিষয় সামনে আসা জরুরি। তবে এ মুহূর্তে কতটা যৌক্তিক সন্দেহ আছে।

৯.৪৫। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে বলা হয়,** সহ-সভাপতি যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে আলোচনা অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। আলোচনায় জানা যায় যে, ৩/৪ অংশের অধিক দল এনসিসির ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। যারা বিভক্তিতে আছে তাদের আর্গুমেন্টটা শুনলে আলোচনা অনেক সহজ হয়ে যেত। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও এনসিসির বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত।**

৯.৪৬। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** এনসিসি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা এর সাথে একমত হয়নি তারাও আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল স্পষ্টভাবে বলেছে একমত নয়, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে এ মুহূর্তে কিছু করা দরকার নাই। অনেকে লিখিতভাবে মতামত দিয়েছে আবার আলোচনা করে মতামত পরিবর্তন করেছে। যদি দেখা যায় যে, এনসিসির মতো একটি প্রতিষ্ঠান করতে নীতিগতভাবে অধিকাংশ দলের মতামত আছে তাহলে কাঠামোগত দিক নিয়ে আলোচনা হতে পারে। প্রথম তিন দিনে যে সব বিষয় উপস্থাপন হয়েছে এবং যেসব বিষয় ভিন্নমত আছে তাতে পরস্পর পরস্পরের অবস্থান জানা গেছে। যেসব বিষয়ে মীমাংসা হয়নি সেসকল বিষয় যেমন–নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়, প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয় এবং এনসিসির বিষয় আগামী সপ্তাহের প্রথমদিকে আলোচনা করা যাবে।

৯.৪৭। **গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ হতে বলা হয়,** বিষয়টি যদি এভাবে বলা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদগুলোতে সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ হবে। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল নামকরণ নিয়েও অনেকে মনে করছেন সুপার গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান বা গভর্নমেন্টের প্যারালার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। যেহেতু নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদগুলোতে সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ। এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনায় ফেরা যেতে পারে।

১০.০০। আলোচ্য বিষয় : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি

১০.০১। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে দুটি প্রস্তাব আছে। একটি সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ এবং একটি নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ। দুটোরই লক্ষ্য এক, পদ্ধতি ভিন্ন। সংবিধান সংস্কার কমিশন একটি ইলেক্টোরাল কলেজ তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে। ইলেক্টোরাল কলেজে আইনসভার উভয়কক্ষের সদস্যরা একটি করে ভোট এবং এর সাথে জেলা সমন্বয় কাউন্সিল ও সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিলের সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট। অপরদিকে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন একটি বৃহত্তর নির্বাচকমণ্ডলী তৈরির সুপারিশ করেছে। এতে প্রায় ৭০ হাজার ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্য হবে। বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে ইলেক্টোরাল কলেজ তৈরির সমর্থন আছে কি না এই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

১০.০২। **কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন,** রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য প্রয়োজন। ক্ষমতার ভারসাম্য অনেকভাবে আনা যায়। একটি ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রপতি একজন সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তি হন। যদি ছোট নির্বাচকমণ্ডলী হয় তাহলে বড় নির্বাচকমণ্ডলীর তুলনায় ঐ ধরনের ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ কমে যায়। কারণ ছোট নির্বাচকমণ্ডলী হলে অনেকভাবে পরাজিত করা যায়। যতবড় নির্বাচকমণ্ডলী হবে তত প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ কমে যাবে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পদটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিণত হবে।

১০.০৩। **জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়,** রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে সে সকল বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়েছে তার একটি উপসংহার জানা প্রয়োজন। ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক এনসিসি নিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে এবং নাগরিক সমাজেরও একটি প্রস্তাব আছে। এই দুটি প্রস্তাব মিলে যদি একটি প্রস্তাব করা হয় তাহলে অল পার্টি একটি বডি তৈরি হবে। এটি একটি পদ্ধতি হতে পারে। আরেকটি হলো পূর্বেকার পদ্ধতি। এর বাইরে আর কোনো অপশন আছে কি না বা আলোচনায় সেরকম কিছু পাওয়া গিয়েছে কি না। যদি তিনটি বা চারটি অপশন থাকে তাহলে এই সময়ের মধ্যে আরও স্টাডি করা যেতো, জনমত তৈরি হতো এবং পরবর্তীকালে ঐকমত্যে আসা যেতো। এখানে দুটি পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে একটি শেখ হাসিনার আমলে যে প্র্যাকটিসটি ছিল সেটি সমর্থন করা হবে, না কি একটি বিকল্প প্রস্তাবনা ভাবা হচ্ছে যেখানে সবগুলো পক্ষ একসাথে বসে একটি সাংবিধানিক কমিশন গঠন করা হবে।

১০.০৪। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** আজকে আলোচনা হয়েছে যে, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ যেসকল প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোতে নিয়োগ দেওয়ার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করার বিষয়ে। সেটি কমিশন হতে পারে বা কমিটি হতে পারে যেভাবেই নামকরণ করা হোক না কেন। এটি প্রয়োজন আছে কি না সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে দুটি মত, কেউ কেউ বলেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রয়োজন আবার কেউ কেউ বলেছেন প্রয়োজন নেই। হয় বিদ্যমান ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকবে আর না হয় পরিবর্তন হবে। পরিবর্তনের প্রস্তাবের প্রধান জায়গাটি হচ্ছে আমরা পরিবর্তন চাই কি না। কমিশনে দেওয়া মতামত ও দুই মাসের আলোচনায় দেখা যায় তিন-চতুর্থাংশ দল মনে করে পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং তারা এনসিসি গঠনে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। কাঠামোগত পরিবর্তনে কিছু কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তারপরও যারা এর সাথে একমত হতে পারছে না তারা যেমন : জাতীয়তাবাদী দল, কমিউনিস্ট পার্টি, গণফোরাম, এলডিপি ইত্যাদি। এটিই পূর্বের আলোচনার অমীমাংসিত বিষয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইলেক্টোরাল কলেজ সমর্থনের প্রশ্ন উঠেছে। ইলেক্টোরাল কলেজের প্রস্তাবে একধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও এ নিয়ে যদি আংশিক একমতের কথা বিবেচনা করা হয় তাহলে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ না হলেও প্রায় তার কাছাকাছি দল

নীতিগতভাবে মনে করে একটি ইলেক্টোরাল কলেজ তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যারা একমত ও আংশিক একমত তাদের কথা বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে নয় এমন দলের সংখ্যাও আছে যা গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। আলোচনার সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দল মনে করছে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। তাই একটি ইলেক্টোরাল কলেজ তৈরি করা কিংবা এ বিষয়ে বিকল্প কোনো প্রস্তাব থাকলে তা নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে।

১০.০৫। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়,** রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে বিদ্যমান পদ্ধতি থেকে ইলেক্ট্রোরাল কলেজে যাওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে এর অর্থ কি রাষ্ট্রপতির পদকে আরও মর্যাদাশীল, দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাবান করা? রাষ্ট্রপতির এখনকার দায়িত্বের সাথে আর কী কী নতুন দায়িত্ব পালন করবেন? নির্বাহী প্রধানের সাথে রাষ্ট্রপতির যৌক্তিক ভারসাম্য কী হতে পারে। বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেলে আলোচনা করতে সুবিধা হবে।

১০.০৬। **১২ দলীয় জোটের পক্ষ হতে বলা হয়,** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংসদের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ এবং এর পাশাপাশি ৬৪টি জেলা সমন্বয় কাউন্সিল ও ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সীমিত রাখা যেতে পারে। এর বাইরে ইউনিয়ন পর্যায়ের চেয়ারম্যানকে ভোটার করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে ব্যয়বহুল করা সঠিক হবে না।

১০.০৭। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি–এলডিপিরপক্ষ হতে বলা হয়,** রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিন্যাস না করে শুধু নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে লাভবান হওয়া যাবে না। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে আরও কিছু ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা আগে নির্ধারণ করে তারপর ইলেক্ট্রোরাল কলেজের বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। সাংবিধানিক কাউন্সিল করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হলেও এখানে যে সমস্ত পদের নিয়োগের কথা বলা হয়েছে এগুলো বর্তমানে বাছাই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। যে কমিটি নিয়ে কাউন্সিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে উক্ত বাছাই কমিটির জায়গায় এই কমিটি স্থাপন করা যেতে পারে।

১০.০৮। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)-এর পক্ষ হতে বলা হয়,** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিদ্যমান পদ্ধতি বহাল রাখা যেতে পারে। সংসদে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হবেন তারা আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি ঠিক করবেন।

১০.০৯। **আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির পক্ষ হতে** ইলেক্ট্রোরাল কলেজ পদ্ধতিকে সমর্থন করে বলা হয় যে, সংবিধান সংস্কার কমিশন অথবা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনদ্বয়ের প্রস্তাবিত যে কোনো একটি সুপারিশ গ্রহণ করা হলে এটি অধিক কার্যকর হবে।

১০.১০। **কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতির দুটি আইডিয়া উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দুটি আইডিয়ার বাইরে যদি আর কোনো অপশন থাকে তবে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তিত হলে তার ক্ষমতা বাড়ানো হবে কি না সেটি বিবেচনার জন্য রাখা হলো।

১০.১১। **১২ দলীয় জোটের পক্ষ হতে বলা হয়,** রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে উভয় কক্ষের ৫০০ জন এবং জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত ৭৬ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৫৭৬ জনে ইলেক্ট্রোরাল কলেজ করা যেতে পারে। অপরদিকে প্রস্তাবিত ৭০ হাজার ইলেক্ট্রোরাল কলেজ পদ্ধতির মতো বৃহৎ পরিসর এ মুহূর্তে প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

১০.১২। **খেলাফত মজলিসেরপক্ষ হতে বলা হয়,** রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা যাই থাকুক না কেন তিনি রাষ্ট্রের এক নম্বর ব্যক্তি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা দরকার। **রাষ্ট্রপতির মর্যাদা বাড়ানোর জন্য এবং একজন সম্মানিত লোক নির্বাচন করার জন্য ইলেক্ট্রোরাল কলেজ একটি ভালো পদ্ধতি।**

১০.১৩। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপির পক্ষ হতে বলা হয়,** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ইলেক্টোরাল কলেজের যে ধারণা ঐকমত্য কমিশন প্রস্তাব করেছে এ বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব প্রদান করা হয়েছে। আমাদের

সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ইতিহাস বাস্তবতা বিবেচনায় দ্বিতীয় কক্ষ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে। দ্বিতীয় কক্ষ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় তাহলে দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। বাংলাদেশ ফেডারেল টাইপের সরকার পদ্ধতি নয়। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা এমনকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদেরসহ ইলেক্ট্রোরাল কলেজের সদস্য প্রায় ৭০ হাজার করা হয়েছে। মৌলিক গণতন্ত্র হলে যে সকল প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে সেগুলোতে এক সময় প্রভাব পড়তে পারে। যেহেতু পার্লামেন্টারি সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। তাই পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) অনুসারে রাষ্ট্রপতির মাত্র দুটি মৌলিক কাজ। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ ব্যতীত কিছু কিছু কাজ রাষ্ট্রপতিকে স্বাধীনভাবে করার ব্যবস্থা করা হলে সেটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। তাহলে ক্ষমতার ভারসাম্য হবে। রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা কী হবে এটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১০.১৪। **কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, ভবিষ্যতে যদি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সুস্পষ্ট কিছু কাজ নির্ধারিত করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি বিএনপির পক্ষে ইলেক্ট্রোরাল কলেজের কথা বিবেচনা করা সম্ভব হবে।

১০.১৫। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপির পক্ষ হতে বলা হয়,** বিষয়টি নিয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে জানানো যেতে পারে। তবে গ্রাম পর্যায়ের মেম্বার, চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় সরকারের যে প্রতিনিধি রাখার কথা বলা হয়েছে এটি হয়তো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

১০.১৬। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোরাল কলেজের আলোচনাটি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

[অতঃপর বিকাল ৫:১০ মিনিটে কমিশনের অদ্যকার বৈঠক শেষ হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৪র্থসংলাপের সারসংক্ষেপ

৫ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৯ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **৩০টি রাজনৈতিক দল/জেটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৪র্থ সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি,জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ০৫ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৯ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : বৃহস্পতিবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকা

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জেটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) অধ্যাপক ওমর ফারুক, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য **বিকল্প প্রতিনিধি** (১) আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	

		(২) রোকনুজ্জামান, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য (৩) প্রফেসর বোরহানউদ্দিন	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	((১) হাসনাত আবদুল্লাহ, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) (২) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (৩) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী **বিকল্প প্রতিনিধি** (১) তাসলিমা আখতার (২) মনির উদ্দীন পাপ্পু (৩) জুলহাসনাইন বাবু	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) খোকন চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক, ডেমোক্রেটিক লীগ-ডিএল	

		(৩) ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল বারিক, মহাসচিব, বাংলাদেশ ন্যাপ	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) শাহাদাত হোসেন সেলিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র (২) সৈয়দ এহসানুল হুদা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল ও সমন্বয়ক (৩) মুফতি গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	(১) মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাল আল মাদানী, সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য (২) অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	সিনিয়র অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক, সভাপতি পরিষদ সদস্য	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বাবলু, আহ্বায়ক	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, মহাসচিব	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদগণ এবং সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানের বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন। এরপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

৭.০০। **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি** অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত আলোচনায় বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। কিছু বিষয়ে যেহেতু সিদ্ধান্ত হয়নি, সেগুলোর বিষয়ে আগামী সপ্তাহে আবার আলোচনায় মিলিত হবো। আজকে প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। সকলের আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি ঐকমত্যে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। আলোচনায় পুনরুক্তি এড়িয়ে আলোচনা এগিয়ে যেতে পারলে ভালো হবে। এ পর্যায়ে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৮.০০। আলোচ্যসূচি–রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

৮.০১। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)** বলে, রাষ্ট্রে সবকিছু রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেজন্য এমন একজনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা দরকার যিনি দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির ভাবমূর্তি বজায় রাখতে পারেন। **সেজন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শুধু মাত্র সংসদ বা একটি দলের না হয়ে বৃহৎ নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে অর্থাৎ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নির্বাচিত হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তবে এনসিপি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, রাষ্ট্রপতির সাথে এনসিসি, উচ্চকক্ষ, ক্ষমতায়ন বেশ কয়েকটি সুপারিশসুস্পষ্টভাবে** জড়িত রয়েছে সেহেতু এগুলো বিবেচনার সময় সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও হতে পারে।

৮.০২। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন** বলে, বিগত দিনের সংলাপে অনেক দল বলেছে যে নির্বাচন হয়ে যাক তার পরে সংসদে গিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কী পরিবর্তন হবে কী পরিবর্তন হবে না তা নির্ধারণ করা হবে। এর অর্থ তাদের উক্ত মতামত ঐকমত্য কমিশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা স্পিরিটের সাথে মোটেও মানানসই নয়। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রতিনিধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সকল দল এখানে উপস্থিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রের সংস্কার চাই বিধায় এখানে আসা হয়েছে। সেজন্য বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণে হাউসের অবস্থান অনুযায়ী আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সে জিনিসটি বের করতে এসেছে। **কোনো দলের অবস্থান ধরে রাখার জন্য বা বলতে নয়। দলীয় অবস্থান ইতোমধ্যেই জাতিকে জানানো হয়েছে বা প্রকাশ করাও হয়েছে। সংসদে হবে, সংসদে হবে বলা হলে এই হাউসে আসার কোনো কারণ নেই।**

৮.০৩। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ** বলে, গতকালকের আলোচনার পরে **ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে** আপত্তি নেই।

৮.০৪। **নাগরিক ঐক্য** বলে, কোন দল জনগণের কত শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে সে হিসেবে সংলাপে আশা হয়নি। সকল দলই এসেছে রাষ্ট্র সংস্কারে অংশগ্রহণের জন্য। সেজন্য সকল দলের মতামতকে সমগুরুত্ব দেওয়ার অনুরোধ করেন। আশা প্রকাশ করেন, এভাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'জুলাই সনদ' প্রস্তুত হবে। অতঃপর তিনি বলেন, ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতির যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতে কিছুটা জটিলতা রয়েছে বলে তাদের দলের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে উচ্চকক্ষ জড়িত। উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া যদি প্রাপ্ত ভোটের পিআর পদ্ধতিতে হয় তাহলে উভয় কক্ষের সমন্বয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে কোনো একটি দলের প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার সুযোগ কম থাকবে। **তাই উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রাপ্ত ভোটের পিআর পদ্ধতিতে করা হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উভয় কক্ষের সদস্যদের ভোটে নির্বাচত করার বিষয়ে তার দলের কোনো আপত্তি নেই।**

৮.০৫। **খেলাফত মজলিস** বলে, বিগত দিনের আলোচনায়ও দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হোক বা না হোক তিনি দেশের একনম্বর ব্যক্তি এবং তার মর্যাদা সবসময় আলাদা। সেজন্য তাঁর নির্বাচন ব্যবস্থাও আলাদা হতে হবে। **রাষ্ট্রের ১ নম্বর ব্যক্তি এবং তাঁর মর্যাদার কথা বিবেচনা করে সংসদে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহৎ নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষে মত** প্রকাশ করে দলটি।

৮.০৬। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট** বলে, সংসদ ভেঙে দেওয়া, বিচারপতি ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ, সাংবিধানিক সংস্থায় নিয়োগসহ বেশ কয়েক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে, যা ভালো উদ্যোগ। এতে ক্ষমতায় ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। **সেজন্য বৃহৎ নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কিত সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করে উভয় কক্ষের সংসদ-সদস্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করে।**

৮.০৭। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান ও অসাম্প্রদায়িক এবং স্বাধীনতার পক্ষের ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে রাষ্ট্রপতিকে কতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হবে সে বিষয়টি জড়িত। **রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর ক্ষেত্রে কতগুলো সুনির্দিষ্ট শর্তারোপ করা হলে যে কেউ বা যে কাউকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করা সম্ভব হবে না।** বৃহৎ পরিসরে নির্বাচনের কথা চিন্তা করা হলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা প্রতিনিধিরাও এখন পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ধারায় আসতে পারেনি। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট কেনাবেচার মহা-উৎসব শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। **সার্বিক বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইলেক্টোরাল কলেজে যাওয়া ঠিক হবে না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ সংশোধনে যেহেতু ঐকমত্য হয়েছে সে কারণেও সংসদ-সদস্যগণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান করতে পারবেন,** যা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও প্রভাব ফেলবে।

৮.০৮। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ** বলে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কমিশন থেকে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো শুধু সুপারিশ আকারে প্রস্তাবিত, কোনো ঐকমত্য হয়নি। বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। **সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান ও অসাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিমুক্ত এবং স্বাধীনতার পক্ষের এরকম কিছু শর্ত রাষ্ট্রপতির প্রার্থীর** ক্ষেত্রে আরোপ করার পক্ষে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ নিয়ে যেহেতু ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হয়েছে সেক্ষেত্রে সংসদ-সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনসহ অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে মতামত দিতে পারবেন। পক্ষান্তরে এর সাথে জড়িত, নিম্নকক্ষ, উচ্চকক্ষ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অনেক বিষয় এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। স্থানীয় সরকার নির্বাচন, প্রতিনিধি সেখানেও কিছু জটিলতা রয়েছে। **তবে বাসদ প্রতিনিধি তার দল অনমনীয় নয় উল্লেখ করে বলেন, যে কোনো পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে আপত্তি থাকবে না।**

৮.০৯। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি** বলে, '৭২-এর সংবিধান থেকে শুরু করে ২০২৪ পর্যন্ত সংঘটিত বিষয়গুলো মাথায় রেখে সুনির্দিষ্ট অবস্থানে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করে। সংসদে হাত তুলে হোক বা যেভাবেই হোক না কেন রাষ্ট্রপতি দেশের আত্মমর্যাদর প্রতীক বিধায় আত্মমর্যাদাশীল একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। বিগত কয়েকজন রাষ্ট্রপতির উদাহরণ দিয়ে দলটির প্রতিনিধি বলেন, অসৎ, অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং আত্মমর্যাদাহীন কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হোক তা কারো কাম্য নয়। **তাই তাদের দল জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষে। রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর তালিকা এনসিসির মাধ্যমে চূড়ান্ত করার**

প্রস্তাব করেন। রাষ্ট্রপতিকে পুতুল না বানিয়ে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্পর্কিত প্রস্তাবকেও দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

৮.১০। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জেএসডি**প্রতিনিধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, দেশ, জাতি এবং প্রবাসীরা বড় প্রত্যাশা নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের দিকে তাকিয়ে আছে। সেজন্য কোনো নেতিবাচক কার্যক্রমের উদ্ভব যেন ঐকমত্য কমিশনে না হয়, তা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। অতীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতো একটি দল বা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার উপর, যা একটি ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা। সেজন্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি হোক বা না হোক রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে তাঁর নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। **পরিবর্তনের জন্যই ২০২৪-এর অভ্যুত্থান হয়েছে এবং পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য ঐকমত্য কমিশনে আসা হয়েছে-এটা সকল দলকে মানতে হবে। অতঃপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের নিজস্ব প্রস্তাব থাকলেও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ** করে দলটি।

৮.১১। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস** বলে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ ওপেন করায় হাত তুলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ব্যবস্থা বন্ধ করে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে করতে হবে, উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষ যাই হোক। **নির্বাচকমণ্ডলী বৃদ্ধিতে জেলা কাউন্সিল ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। সাথে সাথে রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ বিদ্যমান পদ্ধতিতে সংসদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতিতে কীভাবে রাষ্ট্রপতির অভিশংসন হবে সে প্রস্তাবও বিবেচনা করতে হবে।**

৮.১২। **সহ-সভাপতি** বলেন, নতুন সুপারিশে রাষ্ট্রপতির অভিশংসন প্রক্রিয়াও রয়েছে, যা নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করা হবে। অভিশংসনের সুপারিশটি হচ্ছে, ২ কক্ষ বিবেচনায় নিম্নকক্ষ থেকে শুরু হবে, তারপরে উচ্চকক্ষে গিয়ে শুনানি শেষে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সেভাবেই রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা হবে।

৮.১৩। **আমজনতার দল** বলে, বিগত তিক্ত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন প্রয়োজন। তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। **রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমজনতার দল সংবিধান সংস্কার কমিশনের সাথে একমত পোষণ করে**। বিগত সময়ে দেখা গেছে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সরকারি দল যাকে মনোনয়ন দিবে সে যেই হোক না কেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমজনতার দলের মতামত হচ্ছে, **প্রস্তাবিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মোট ভোটের ৫১% যিনি পাবেন তিনিই রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হবেন**।

৮.১৪। **গণসংহতি আন্দোলন** বলে, ইতিবাচক দিক হচ্ছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার বিষয়ে সকলের মধ্যে ঐকমত্যের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। এই ইতিবাচক দিকটি কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি দেশের ১ নম্বর ব্যক্তি ও সম্মানিত বিধায় তাঁর নির্বাচন প্রক্রিয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। **সেজন্য গণসংহতি আন্দোলন রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলে ইউপি নির্বাচন রাজনীতিকরণের পর্যায়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।**

৮.১৫। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি**–এলডিপি বলে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্যের বিষয়টি জরুরি। প্রারম্ভিক বক্তব্যে কমিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কিছু কিছু দিক উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো রাষ্ট্রপতি এককভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন। বিদ্যমান পদ্ধতিতেও রাষ্ট্রপতি পদে একাধিক প্রার্থী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এর বাধ্যবাধকতা ছিল। **অনুচ্ছেদ ৭০-এর বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ায় বাধ্যবাধকতা আর থাকছে না। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষসহ নিম্নকক্ষের সদস্যগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পক্ষেলিবারেল ডেমোক্রেটিক পাটি মত প্রকাশ করে**। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ইলেক্টোরাল কলেজ বা বৃহৎ নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন এতে করে স্থানীয় নির্বাচন রাজনীতিকরণ ও টাকার খেলা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

৮.১৬। **গণফোরামের** মতামত হচ্ছে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকে। **সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ-সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে থাকে–এতে গণফোরাম একমত**

পোষণ করে। ২টি কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ইলেক্টোরাল কলেজ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে মৌলিক গণতন্ত্রের দিকে যাবে, যা ভালো ফল বয়ে আনবে না। এতে করে স্থানীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধিসহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে টাকার লেনদেন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিচারকসহ প্রধান বিচারপতি নিয়োগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ অন্যান্য বিষয়গুলো নিশ্চিত করা গেলে ভারসাম্যপূর্ণ নির্বাহী বিভাগ সৃষ্টি হবে, যা থেকে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

৮.১৭। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি** বলে, বিগত আলোচনায় বলা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্ভর করবে রাষ্ট্রপতিকে কী কী ক্ষমতা বা এখতিয়ার বা কার্যপরিধি দেওয়া হবে। সে বিষয়ে কমিশন থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিচার বিভাগসংক্রান্ত বিষয়ে ঐকমত্য হলেও এনসিসি গঠনে বেশ দ্বিমত রয়েছে। এনসিসি থেকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতিকে বাইরে রাখতে হবে। **যেহেতু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এ ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হয়েছে সেজন্য উভয় কক্ষের সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা সম্ভব এবং আরো স্বচ্ছতার জন্য গোপন ব্যালটে করার প্রস্তাবও এসেছে, যেটিও খুব ভালো প্রস্তাব। উভয় কক্ষের সদস্যদের সাথেইলেক্টোরাল কলেজ করা হলে সর্বোচ্চ জেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন-এ পর্যন্ত বিস্তৃত করার পক্ষে মত প্রকাশ** করে দলটি। অতীত অভিজ্ঞতা ভালো নয় বিধায় উপজেলা, পৌরসভা বা ইউপি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যৌক্তিক হবে না।

৮.১৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়ার এ পর্যন্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে :

১. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো হোক বা না হোক রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের বিদ্যমান ব্যবস্থা রাখব কী রাখব না;

২. বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চাইলে এখনকার ও পূর্বের আলোচনায় ৩টি প্রস্তাব এসেছে; যথা-

(ক) ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে;

(খ) সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে;

(গ) অনুচ্ছেদ ৭০ কার্যকর না হওয়ায় উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের বা জাতীয় সংসদের সদস্যদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে, এজন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮ সংশোধন করতে হবে। তাছাড়া বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়া জড়িত রয়েছে।

৮.১৯। **আলোচনায় বিএনপি প্রতিনিধি** বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে ইলোক্টারাল কলেজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে তারাও কিছু একটা করে পরিবর্তনের পক্ষে। বেশ কয়েকটি দল ইলেক্টোরাল কলেজ সম্পর্কে পুরোপুরি কনভিন্সড হতে পারছে না। তাই আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে, বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল রাখলে ৪৮(৩) নিয়ে আলোচনা করতে হবে, এর বাইরে কিছু নয়। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে বিধায়ই তা সংস্কারের জন্য কমিশনের আলোচনা হচ্ছে। ফলে কোন প্রক্রিয়ায় করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করাই ভালো। কারণ অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে। তাই দলীয় অবস্থান বজায় না রেখে দেশ ও জাতির স্বার্থে চিন্তা করতে হবে। ১ম পর্বের আলোচনায় বিভিন্ন দল তাদের মতামতের রিভাইজড ভার্শন দেওয়ার কথা বললেও এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে রিভাইজড ভার্শন দেওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি সকল দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, প্রায় সকল দলই রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিবর্তনের পক্ষে উল্লেখ করা যায়।

৮.২০। **১২ দলীয় জোট** থেকে বলা হয়, কোনো নতুন চিন্তা বা প্রস্তাবকেই যেন সংস্কার মনে করা না হয়। আবার বিদ্যমান যে সকল ব্যবস্থা রয়েছে তার কোনোটি যদি ফ্যাসিবাদকে উসকে দেয় সে ব্যবস্থা পরিহারেও যেন সকলে ঐকমত্য হই। বৃহৎ নির্বাচকমণ্ডলীর যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে কালো টাকার খেলা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **১২ দলীয় জোটপ্রতিনিধি সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, এর সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর যোগ্যতা অযোগ্যতা সুনির্দিষ্ট করে নির্ধারণ করা যেতে পারে, যাতে একজন নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হতে পারেন**।

৮.২১। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ বাসদ প্রতিনিধিরাষ্ট্রপতি নির্বাচনেইলেক্টোরাল কলেজে একমত পোষণ করে বলেন, উচ্চকক্ষ, নিম্নকক্ষ, জেলা পরিষদ, সিটিকর্পোরেশন এবং উপজেলা পরিষদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে** এবং ভোট হবে গোপন ব্যালটে। রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্ধারণ করা

অনেকটা কঠিন হবে। তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এখানে ইউপি চেয়ারম্যান বা মেম্বারদের বিষয়ে নেতিবাচক যে সকল বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে তা আদৌযুক্তিসঙ্গত নয়। আর্থিকসহ বিভিন্ন দুর্নীতিতে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরাও জড়িত–সেটা বলা হচ্ছে না। তাই তিনি এককভাবে কাউকে দোষারোপ না করার অনুরোধ করেন।

৮.২২। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি** বলে, ১৯৭১-এর পরে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতি গণজাগরণ ও গণমুক্তির সুযোগ পেয়েছে। বিগত দিনের শোষণ বঞ্চনা থেকে শিক্ষা নিয়েই এ জায়গায় দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বর্তমান প্রক্রিয়ার সাথে দ্বিমত পোষণ করে দলটি বলে, বেসিক ডেমোক্রেসি আইয়ুব খান করেছেন বলে সেটা আর করা যাবে না সেটা একেবারেই ভালো না তা কিন্তু নয়। **প্রয়োগ ও পদ্ধতি ভালো হলে বৃহৎ ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতিতেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারে। তবে বাংলাদেশ লেবার পার্টির মতামত হচ্ছে রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।**

৮.২৩। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী** বলে, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত শাসন ব্যবস্থা ৫ বার পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। বিশেষ করে বিগত ১৭ বছর দেশে সংসদীয় স্বৈরতন্ত্র শাসন চালু ছিল। এ সময় নির্বাচন ব্যবস্থায় অনেকগুলো বিতর্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা চালু হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। দলের চাপ এবং বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এর বাধ্যবাধকতার কারণে সংসদ-সদস্যগণ তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন করতে পারেনি বা হয়নি। আবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পরেও তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। **তাই সত্যিকার অর্থে সুশাসন, ন্যপরায়ণ ব্যবস্থা, গণতন্ত্র বিকশিত করার জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীরাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সাথে অর্থাৎ বৃহৎ নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে একমত পোষণ করে। টাকার খেলার যে প্রশ্ন এসেছে তা বিদ্যমান ব্যবস্থাতেও হতে পারে।** তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করা গেলে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অধিকতর স্বচ্ছ হবে বলে মত প্রকাশ করে দলটি।

৮.২৪। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর**পক্ষ থেকে **বিদ্যমান ব্যবস্থার সংস্কার চাওয়ার পক্ষে বলা হয়। দলটির মতামত হচ্ছে রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত** হবেন। এতে করে টাকার খেলার যে প্রশ্ন এসেছে সেটা বন্ধ হবে। সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্ব, মানবতাবাদ, ধর্মভীরু প্রভৃতি বিষয় সুনির্দিষ্ট করতে হবে যাতে বলা যায় সত্যিকার অর্থে একজন যোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

৮.২৫। **আমার বাংলাদেশ (এবি পার্টি)** বলে, মৌলিক গণতন্ত্রের যেভাবে সমালোচনা করা হচ্ছে সেভাবে ওয়েস্ট মিনিস্টার ফর্মের সরকার ব্যবস্থারও সমালোচনা করা যায়। কারণ বিগত দিনে এ পদ্ধতিও সফলতা দিতে পারেনি। টাকার খেলা হবে-এসব আলোচনায় না নিয়ে বর্তমান বাস্তবতা ও গণ-অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সুপারিশটি কীভাবে বাস্তবায়ন করতে চাই সেটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। রাষ্ট্রপতির সম্মান সংবিধানসহ কালচারে রয়েছে। **এবি পার্টির পূর্বের প্রস্তাব সরাসরি জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতিতে সংসদ-সদস্যদের বাইরে সম্প্রসারিত করা এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে করার পক্ষে মত দেয়। এতে করে রাষ্ট্রপতির সম্মান ও মর্যাদা একটু হলেও বৃদ্ধি পাবে। তবে ইলেক্টোরাল কলেজের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যায়।**

৮.২৬। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট প্রতিনিধি**বলেন, অভ্যুত্থানের পরে যৌক্তিক সংস্কারের জন্যই এখানে আসা হয়েছে। তার দল আশা করে অনেক রক্তপাতের পরে নতুন বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে যারা সংসদে, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি হবেন তারাই জাতির আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন নিরপেক্ষভাবে। **তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংসদ-সদস্যদের (উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে করার পক্ষে মত প্রকাশ করে দলটি। ব্যাপক ইলেক্টোরাল কলেজে যাওয়া হলে হানাহানিসহ রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকবে।**

৮.২৭। **ভাসানী জনশক্তি পার্টি প্রতিনিধি** বলে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখিত বক্তব্যসহ মৌখিকভাবেও ঐকমত্য কমিশনকে জানানো হয়েছে। বৃহৎ ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতির সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, **একটি ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে গিয়ে আরেকটি ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব যেন না হয়, সেদিকে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাদের দলের মতামত হচ্ছে–গোপন ব্যালটের মাধ্যমে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত**।

৮.২৮। **গণঅধিকার পরিষদ প্রতিনিধি** বলেন, সকলেইরাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের পক্ষে। প্রশ্ন হচ্ছে, সংসদের উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না কি ইলেক্টোরাল কলেজের মধ্যেমে। যদিও ইলেক্টোরাল কলেজের ২টি প্রস্তাব রয়েছে। **গণঅধিকার পরিষদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতিতে সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করে**। অতঃপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, কোনো পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিকে হেয় করে বক্তব্য দেওয়া ঠিক নয়।

৮.২৯। **জাতীয় গণফ্রন্ট প্রতিনিধি** বলেন, **কমিশন থেকে নির্বাচকমণ্ডলীর যে প্রস্তাব এসেছে সেটি গ্রহণ করা যায়। নির্বাচকমণ্ডলী কাদেরকে নিয়ে হবে বা কতটুকু সম্প্রসারিত করা বাস্তবসম্মত হবে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে যেভাবেই হোক না কেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন গোপন ব্যালটের বিষয়েও তিনি একমত পোষণ** করেন।

৮.৩০। **গণসংহতি আন্দোলন প্রতিনিধি** বলেন, উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ হলেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন গোপন ব্যালটে প্রায় সকলেই ঐকমত্য হচ্ছে। সম্প্রসারিত করা হবে কী না তা নিয়ে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে। এর কারণ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতটুকু বৃদ্ধি করা হবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই গণসংহতি আন্দোলনের মতামত হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ন্যূনতম ঐক্যের জায়গায় দাঁড়ানো যেতে পারে।

৮.৩১। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশপ্রতিনিধি** বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে ২/৩টি প্রস্তাব এসেছে এবং গোপন ব্যালটের কথাও এসেছে। ভোট কেনাবেচার কথা আসার কারণ হচ্ছে অতীতে ভোট কেনাবেচা হয়েছে বিধায়, যা অত্যন্ত লজ্জার। **সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা হবে–এটি নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে একই ভোটে অর্থাৎ একইসাথে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে**। এতে ভোট কেনাবেচার কোনো প্রশ্ন আসবে না এবং রাষ্ট্রপতিও symbolic, আজ্ঞাবহ বা yes man হবে না বরং কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে, ক্ষমতায় ভারসাম্য আসবে।

৮.৩২। **প্রফেসর বোরহানউদ্দিন (বিএনপি)** বলেন, তিনি অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে জাতীয়তাবাদী দলের এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে তার অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের পরে যে সকল দল সংসদে যাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ঐ সকল দল কাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিবে সত্যিকার অর্থে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইলেক্টোরাল কলেজ ছোট বা বড় যেভাবেই করা হোক না কেন সঠিক, সৎ, যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন না দিলে অতীতে যা হয়েছে তাই হবে। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলোকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বা অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে কাকে রাষ্ট্রপতি বানাবেন।

৮.৩৩। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি** বলে, অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রফেসর বোরহানউদ্দিন সাহেবের মতামতটি সকল রাজনৈতিক দল গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবে। রাষ্ট্রপতিকে কতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হবে বা তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্য একদিন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি রাখে। কিছু সংবিধান সংশোধন এবং কিছু আইন প্রণয়ন করে করা যেতে পারে। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিধান করা হলে জাতীয় প্রয়োজনে সময় সময় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা অনেক সহজ হবে। বিদ্যমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর কনসালটেশন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যে সকল কাজ করবে সে জায়গাগুলোর কোথাও কোথাও স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য সংশোধন বা অ্যাক্ট করার প্রয়োজন হতে পারে। তবে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টিতে সকল দল ঐকমত্যে পৌঁছানো একটি বড় অগ্রগতি। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব এসেছে সেখান থেকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো একটিতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্যই কমিশনে আসা হয়েছে। দলটির প্রতিনিধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, অনুচ্ছেদ ৭০-এ যেভাবে ঐকমত্য হয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও সেভাবে ঐকমত্য হওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রপ্রতি নির্বাচনের বিষয়েও

বিএনপির বক্তব্য হচ্ছে, ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা হলে উভয়কক্ষ এবং রাজ্যসভার মেম্বারদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। কিন্তু বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। ফলে ঐ পদ্ধতি সম্ভব নয়। তাই উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সদস্যদের সমন্বয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করাই ভালো। **যেহেতু এ ক্ষেত্রে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ কার্যকর নয় সেজন্য সংসদ-সদস্যগণ তাদের স্বাধীন মতামত দিতে পারবে–গোপন ব্যালেটেরও প্রয়োজন নেই। এভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি বিবেচনা করা হলে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তীকালে চূড়ান্ত মতামত দেওয়া হবে।** রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় এবং এটি নিয়েও পরবর্তীকালে আলোচনা করতে হবে।

৮.৩৪। **নাগরিক ঐক্য** বলে, **দলটি প্রথম অবস্থান থেকে সরে এসে জাতীয় ঐকমত্যের স্বার্থে বৃহৎ ইলেক্টোরাল পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে একমত পোষণ করে।**

৮.৩৫। **সহ-সভাপতি** বলেন, এ পর্যন্ত আলোচনায় ২২টির বেশি দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে। আবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ প্রয়োগ হবে না এবং গোপন ভোটের বাধ্যবাধকতার প্রস্তাব এসেছে। সেজন্য বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(১) সংশোধনের প্রয়োজন হবে। এ পর্যন্ত সকলে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

৮.৩৬। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী** বলে, গোপন ভোটের বিষয়ে তাদের কোনো আপত্তি নেই। হাউসের দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে। কিন্তু সমাপ্তির আলোচনায় বলা হচ্ছে, উভয় কক্ষের বিষয় ঐকমত্য হয়েছে। তাহলে দুই-তৃতীয়াংশের মতামত প্রতিফলিত হচ্ছে না।

৮.৩৭। **সহ-সভাপতি** বলেন, দুই তৃতীয়াংশের বিষয়টি হচ্ছে পরিবর্তনের পক্ষে কিন্তু পদ্ধতিতে ভিন্ন। সে অর্থেই দুই-তৃতীয়াংশের কথা বলা হয়েছে।

৮.৩৮। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী** বলে, যদি দ্বিকক্ষ না হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ব্যবস্থা পূর্বের মতোই হচ্ছে–ব্যতিক্রম শুধু গোপন ব্যালট। আর দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলেও এবং অনুচ্ছেদ ৭০-এর বাধ্যবাধকতা না রাখা হলেও আমাদের দেশের সংস্কৃতি অনুযায়ী সরকারি দলের সদস্যরা অন্য কাউকে সমর্থন দিবে এটা আশা করা যায় না। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থীই রাষ্ট্রপতি হবে এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ একই দল থেকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে। সেজন্য রাষ্ট্রের ১ নম্বর ব্যক্তি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকেই হবে না কী এর বাইরে থেকে হওয়ার সুযোগ করা হবে–এটা বিবেচনায় নিতে হবে। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনে করে দলের বাইরে থেকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত এবং সম্প্রসারিত ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একমত পোষণ করে।**

৮.৩৯। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি** বলে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনে প্রায় সকল দলই একমত। কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে এবং তা নিষ্পত্তির জন্যই আলোচনা করা হচ্ছে। একটি হচ্ছে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ সমন্বয়ে গোপন ব্যালটে নির্বাচন। এ জায়গাটিতে ন্যূনতম একমত হওয়া গেছে এবং এখানে একটি অবস্থান নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। যেহেতু ইলেক্টোরাল কলেজ বৃদ্ধিতে মতৈক্য হচ্ছে না। গোপন ব্যালটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলে একাধিক প্রার্থী হতে পারবে বিধায় সরকারি দলের বাইরেও রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

৮.৪০। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)** বলে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। **সেজন্য প্রথমেই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ সৃজনের বিষয়ে ঐকমত্যের ঘোষণা আসতে হবে। উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া কী হবে সেখানেও ঐকমত্য হতে হবে। তারপরে গোপন ব্যালট বা অন্য কিছু হতে পারে। তাই এ বিষয়টি এখানেই নিষ্পত্তি করা বা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।**

৮.৪১। **সহ-সভাপতি** বলেন, প্রায় সকল দলই উচ্চকক্ষ সৃজনে একমত পোষণ করলেও উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে। উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতিতে একমত না হওয়া গেলে কী হবে–সেটি বিবেচনায় নিতে হবে। সেকারণে দ্বিকক্ষের ঘোষণা এখন দেওয়া হচ্ছে না। এ পর্যায়ে মধ্যাহ্নভোজ ও জোহরের নামাজের জন্য ২ : ৪০ ঘটিকা পর্যন্ত সংলাপের বিরতি দেওয়া হয়।

[অতঃপর জোহরের নামাজ এবং মধ্যাহ্নভোজের জন্য ২:৪০ ঘটিকা পর্যন্ত সংলাপের বিরতি দেওয়া হয়]

[জহুরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিকাল ৩ : ০০ ঘটিকায় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

৯.০০। <u>আলোচ্য বিষয় : উচ্চকক্ষ, সদস্য সংখ্যা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া</u>

৯.০১। **কমিশনের প্রস্তাবনা :** সংবিধান সংস্কার কমিশন সুপারিশ করে যে, বাংলাদেশে নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) সমন্বয়ে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট একটি আইনসভা থাকবে। উচ্চকক্ষ আইনি যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং নির্বাহী ক্ষমতার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

উচ্চকক্ষ গঠন : সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উচ্চকক্ষ নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে : উচ্চকক্ষ 'সিনেট' নামে অভিহিত হবে; মোট ১০০(একশ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। এই ১০০ (একশ) জন প্রার্থীর মধ্যে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

৯.০২। **সহ-সভাপতি :** বিরতির পূর্বে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। যেহেতু কমিশন থেকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আইন সভা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত তাই আইনসভার উচ্চকক্ষের বিষয়টি প্রথমেই চূড়ান্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। **উচ্চকক্ষের বিষয়টি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অনেক দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মতামত দিতে পারছে না। ১ম পর্ব এবং ২য় পর্বের এ পর্যন্ত আলোচনায় প্রায় অধিকাংশ দলই (দুই-তৃতীয়াংশের বেশি) উচ্চকক্ষের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হয়েছে।** তবে উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। কয়েকটি পদ্ধতির মধ্যে জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে (১%) অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে অধিকাংশ দল একমত পোষণ করেছে। তাই সকলকে উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকরে সুনির্দিষ্ট আলোচনা করার অনুরোধ জানান। তিনি **সকলের অবগতির জন্য জানান, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা থাকলেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি পরিবর্তনে সকলে একমত এবং সেজন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(১)-এ সংশোধন আনা প্রয়োজন হবে।**

৯.০৩। **জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় এবং উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচন পিআর পদ্ধতি হওয়ার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। তা না হলে উচ্চকক্ষ সৃজন করে কোনো ফল পাওয়া যাবে না ও জাতিও উপকৃত হবে না বলে মন্তব্য করে দলটি।

৯.০৪। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ এবং উচ্চকক্ষে ১০০ সদস্যের বিষয়ে একমত পোষণ করে। নিম্নকক্ষের সদস্যদের ভোটে উচ্চকক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত হওয়া বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে। উচ্চকক্ষের নাম কী হবে তা জাতীয় সনদে উল্লেখ করার অনুরোধ জানায় দলটি। তবে উচ্চকক্ষ রাখা হলে আপত্তি নেই।

৯.০৫। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)** উচ্চকক্ষে একমত পোষণ করে জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচনে মতামত ব্যক্ত করে। বিকল্প হিসেবে উচ্চকক্ষ বা নিম্নকক্ষের যে কোনো একটিতে জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করার পক্ষে মত দেয়। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কর্তৃক উচ্চকক্ষে ৫০% সম্পর্কিত সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করে। উচ্চকক্ষের সদস্যদের নামের তালিকা জাতীয় নির্বাচনের সময়েই প্রকাশ করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করে। নির্বাচনকে কালো টাকা, পেশিশক্তি দুর্নীতিমুক্ত করার বিষয়ে প্রদত্ত সুপারিশগুলো বিবেচনায় নেওয়ার অনুরোধ করে। যে কোনো বিল উভয় কক্ষে পাশের বিধান সংযুক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

৯.০৬। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে একমত পোষণ করে। উচ্চকক্ষের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে আয়োজনের বিষয়ে একমত পোষণ করে। নিম্নকক্ষের সদস্য অনুপাতে বা সিলেকশন পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হলে যে উদ্দেশ্যে উচ্চকক্ষ সৃজন করা হবে সে আশা পূরণ হবে না। এটি নিম্নকক্ষের কপি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

৯.০৭। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ** উচ্চকক্ষের সমর্থন করলেও উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচনের আলাদা নির্বাচন পদ্ধতি দাবি করে। সেক্ষেত্রে ভোটারে নাম অন্তর্ভুক্তির সময়ে-শ্রেণি পেশা হিসেবে ভোটারদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং ঐ শ্রেণি-পেশার ভোটারগণ তাদের পেশা থেকে উচ্চকক্ষে সদস্য নির্বাচন করবে। এ বিষয়ে দলের বিস্তারিত প্রস্তাব রয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষে ৫০% নাগরিক সমাজ থেকে মনোনয়ন সম্পর্কিত প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে।

৯.০৮। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে একমত পোষণ করে বলে, জাতীয় স্বার্থে উচ্চকক্ষ অবশ্যই ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। সেজন্য উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে হওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে।

৯.০৯। **খেলাফত মজলিস** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠায় এবং সদস্য সংখ্যা ১০০-তে একমত পোষণ করে। নির্বাচন প্রক্রিয়া হিসেবে জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিষয়ে একমত পোষণ করে।

৯.১০। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে একমত পোষণ করে। উচ্চকক্ষের নির্বাচন পিআর পদ্ধতি অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে উচ্চকক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত হবে। উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই হচ্ছে জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য সুষম উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা। নিম্নকক্ষের সদস্যদের অনুপাতে হলে তা কখনই সম্ভব হবে না। তখন উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের কপি হবে এর বেশি কিছু নয়।

৯.১১। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টে একমত পোষণ করে। উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাদের ভিন্নমত রয়েছে এবং এ বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে বিস্তারিত প্রস্তাব রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে এদেশের রেমিটেন্স যোদ্ধারা। ফ্যাসিস্ট সরকার পরিবর্তনের এই সময়েও রেমিটেন্স যোদ্ধাদের অবদানের জন্যই ব্যাংক সচল আছে, অর্থনীতির চাকাও সচল রয়েছে। তাই অনগ্রসরের সাথে সাথে রেমিটেন্স যোদ্ধাদের থেকে উচ্চকক্ষে ৪ জন সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব করে।

৯.১২। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টে একমত পোষণ করে। যেহেতু নিম্নকক্ষের সদস্যগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে সেহেতু নিম্নকক্ষের সদস্যদের দ্বারাই উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পক্ষে তার জোট মত প্রকাশ করে।

৯.১৩। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় একমত পোষণ করে। উচ্চকক্ষের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে হওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে উচ্চকক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা থেকে ৫০% মনোনয়ন সম্পর্কিত সুপারিশে দ্বিমত পোষণ করে।

৯.১৪। এ পর্যায়ে **সহ-সভাপতি** বলেন, গত ১৭ তারিখের আলোচনায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠায় সকল দল একমত পোষণ করেছে। আজকের আলোচনা উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে। নির্বাচন পদ্ধতি যদি পিআর হয় তাহলে পিআর কী পদ্ধতিতে হবে সেদিকে ফোকাস করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানান।

৯.১৫। **সহ-সভাপতি** সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বিগত ১৭ জুন ২০২৫ তারিখের আলোচনায় দ্বিকক্ষ এবং উচ্চকক্ষে সদস্য সংখ্যা ১০০ জনে একমত হওয়া সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ৫০% বিষয়ে প্রায় সকল দলই দ্বিমত পোষণ করেছে। সেজন্য আজকের আলোচনা শুধু উচ্চকক্ষের ১০০ জন সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হলে দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। সকল দলকে এ বিষয়টির প্রতি সংক্ষেপে আলোচনা করার অনুরোধ করেন।

৯.১৬। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)** উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। কারণ হিসেবে বলে, বিগত প্রায় সবগুলো নির্বাচনে যে দল সরকার গঠন করেছে তারা ৩৫ থেকে ৪০% ভোট পেয়েছে। কোনো কোনো নির্বাচনে কমও পেয়েছে। প্রতিনিধিত্বকারী সবদল মিলে হয়তোবা ৬০ থেকে ৬৫% ভোট পেয়ে থাকে। ফলে ৩৫ থেকে ৪০% জনগণের কোনো প্রতিনিধি সংসদে থাকে না। তাই উচ্চ কক্ষের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে অর্থাৎ পিআর (১%) পদ্ধতিতে হলে সকল দলের সদস্য উচ্চকক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং ভোটারের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে। প্রত্যেক দল জাতীয় নির্বাচনের সময়েই উচ্চকক্ষের সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করবে যাতে করে ভোটাররা প্রার্থীর দক্ষতা, যোগ্যতা, সততা সম্পর্কে জানতে পারে এবং হর্সট্রেডিংও বন্ধ হবে। নিম্নকক্ষের সদস্যদের অনুপাতে হলে উচ্চকক্ষ আলংকারিক হবে, যা জাতি আশা করছে না।

৯.১৭। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টে একমত পোষণ করে।বিএনপির নেতৃত্বাধীন বিগত ১৭ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের পর দেওয়া ৩১ দফায়ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাব রয়েছে। উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০০ জন,নারী সদস্য সংখ্যা ১০০ জন মোট ২০০ জন সদস্য বিনা ভোটে নির্বাচিত হবে। বিনাভোটে নির্বাচিত ২০০ জনের উপর আস্থা কীভাবে রাখা যায় তাও বিবেচনার বিষয় এবং তারাও একসময় বিদ্রোহ করতে পারে। ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগের ১৭ বছরের দুঃশাসনের কারণে যাতে এমন কিছু করা না হয় অনির্বাচিত ব্যক্তিরাই যেন সংসদে প্রাধান্য না পায়। সঠিক গণতন্ত্রের স্বার্থে সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েই দীর্ঘমেয়াদি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

৯.১৮। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয় ১৭ জুন ২০২৫ তারিখের আলোচনা অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে আগামী রবিবার আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। সে অনুযায়ী আগামীকাল বিষয়টি নিয়ে বাসদের কেন্দ্রিয় কমিটি আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা ছিল। বিগত ৫৩ বছরে এককক্ষবিশিষ্ট সংসদই কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে আর একটি কক্ষ হলে কতটুকু ফলপ্রসূ হবে তা বোধগম্য নয়। সে বিবেচনায় এবং বিগত আলোচনায় বাসদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন যদি প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক করা যায় তাহলে উচ্চকক্ষের আর প্রয়োজন পড়ে না। দেশের মানুষের সংস্কৃতি ও অভ্যাস এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়ে আগামীকাল দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী সংলাপে মতামত প্রদান করা হবে বলে জানায় দলটি।

৯.১৯। **সহ-সভাপতি** বলেন, বিগত দিনের আলোচনায় মতামত এসেছে উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারিত হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতিতে মতামত দেওয়া সহজ হবে। সেজন্য উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে আজকে আলোচনা করা হচ্ছে। একটির জন্য অন্যটি নিষ্পত্তি করা হবে এরকম ধারণা থেকে সকলকে মুক্ত হতে হবে। উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি ৫০%-৫০% আকারে এবং ৩০% নারী প্রতিনিধির বিষয়টি বড় পরিসরে প্রত্যাখান করা হয়েছে। সেজন্য এটি নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। উচ্চকক্ষের দায়িত্বের ক্ষেত্রে সাধারণ বিল ও সংবিধান সংশোধন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হলে ঘুরেফিরে একই জায়গায় আটকে যেতে হচ্ছে। অধিকাংশের মতামত হচ্ছে পিআর পদ্ধতি। ব্যতিক্রম থাকলে মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাই তিনি সকল দলের প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণসহ অনুরোধ করে বলেন, বিদ্যমান ব্যবস্থার কোথাও না কোথাও গলদ রয়েছে বিধায় বৃহৎ পরিসরে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেজন্য বিভিন্ন প্রস্তাবে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও অন্ততপক্ষে একটি জায়গায় নীতিগতভাবে ঐকমত্য হওয়ার আহ্বান জানান।

৯.২০। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে একমত পোষণ করে উচ্চকক্ষের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে।

৯.২১। **নাগরিক ঐক্য** জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের (১%) সংখ্যানুপাতে অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে। পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচন না করা হলে উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের প্রতিচ্ছবি হবে, এর বেশি কিছু না।

৯.২২। **১২ দলীয় জোট** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে একমত পোষণ করে উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতি জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে করার পক্ষে মত দেয়।

৯.২৩। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর** পক্ষ থেকে বলা হয় যে, দলের পক্ষ থেকে সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে লিখিত আকারে ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত মতামত দেওয়া হয়েছে। সেখানে সমগ্র নির্বাচনি ব্যবস্থাকে পিআর পদ্ধতিতে অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে করে উচ্চকক্ষে ও নিম্নকক্ষে সকল দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে এবং গঠনমূলক সংসদ সৃষ্টি হবে, ভোট সন্ত্রাসও বন্ধ হবে।

৯.২৪। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের** পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বাংলাদেশ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের ধারণা ভালো। তবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, রাজনৈতিক কালচার এবং পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিবেচনায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ করার মতো পর্যায়ে এখন পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কারণ এককক্ষই এখন পর্যন্ত ভালোভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। বিগত ১৭ জুনের আলোচনায়ও দলের পক্ষ থেকে এ মতামত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছিল।

৯.২৫। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের সাথে একমত পোষণ করে। জাতীয় নির্বাচন প্রাপ্ত ভোটের মাধ্যমে অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনে দ্বিমত পোষণ করে। এনডিএম আগামী সংসদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্ধারণে মত প্রকাশ করে।

৯.২৬। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের** পক্ষ থেকে সবসময় দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, পেশিশক্তিমুক্ত ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দাবি করে আসছে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ অর্থাৎ উভয় কক্ষে জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রস্তাব করেন। এতে করে ভোট বাণিজ্য বন্ধ হবে।

৯.২৭। **গণসংহতি আন্দোলন** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে একমত পোষণ করে। উচ্চকক্ষের নির্বাচন পিআর পদ্ধতি অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে অনুষ্ঠানের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করে। সাথে সাথে কার্যকারিতার জন্য ক্ষমতার ভারসাম্যও সৃষ্টি করতে হবে।

৯.২৮। **গণঅধিকার পরিষদের** মতামত হচ্ছে, উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ যে কোনো একটি কক্ষকে পিআর পদ্ধতিতে নিয়ে আসা। ইউটোপিয়ানপদ্ধতিতে চিন্তা করে দলের প্রার্থী আগেই ঘোষণা করা যা অবাস্তব। কারণ যারা সরকার গঠন করবে তাদের দলের অনেকগুলো বিষয় থাকবে।

৯.২৯। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি** বলে, এখানে জাতীয় সরকারের প্রশ্ন এসেছে। বিএনপি জাতীয় সরকারের যে প্রস্তাব দিয়েছে তা হচ্ছে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার। এটা সত্যিকার অর্থে জাতীয় সরকার নয়। সেখানে যারা বিএনপির সাথে যুগপৎ আন্দোলন-সংগ্রামে শরিক ছিল নির্বাচনের পরে সরকার গঠন করতে পারলে শরিকদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রায় সকল দলই চাচ্ছে। উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০০ জনের বিষয়েও প্রায় সকল দল একমত পোষণ করেছে। উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচন কোন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবে সেটিই এখন আলোচনার বিষয়। কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আগামী সপ্তাহে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। তাই উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করার প্রস্তাব করে। যদিও অদ্যকার আলোচনায় বেশ কয়েকটি মতামত পাওয়া গেছে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়ে সকল দল একমত পোষণ করেছে। সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের নির্বাচন ভোটের আনুপাতিক হারে হওয়া যৌক্তিক হবে কি না বিবেচ্য বিষয়। সাধারণ বিল পাশের ক্ষেত্রেও যে কোনো দল বা জোটকে জাতীয় নির্বাচনে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ভোট পেতে হবে–যা আদৌ সম্ভব হবে কী না বোধগম্য নয়। এ পর্যন্ত তথ্যে কোনো নির্বাচনে কেউ পপুলার ভোট ৫০% পায়নি। তাই বাংলাদেশর রাজনৈতিক ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সংসদীয় রাজনীতির কালচারে ও চর্চায় এবং বাস্তবতার নিরিখে যেগুলো accommodate ও সমন্বয় করা যাবে সে রকম কিছুই করা উত্তম হবে। ইউটোপিয়ান ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হলে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না, যেটির ফলে জাতির কাছে ভুল বার্তা যাবে। দলটির প্রতিনিধি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আলাপ-

আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছুতেই ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাকিগুলোতেও একমত হওয়া সম্ভব হবে।

৯.৩০। **সহ-সভাপতি** বলেন, আজকের আলোচনায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ সৃজনে এবং উচ্চকক্ষের (নাম যাই হোক) সংখ্যা ১০০ (একশত) জনে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। আগামী রোববারের আলোচনায় উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিসহ অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। আজকের আলোচনায় জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে অর্থাৎ পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনের বিষয়ে অধিকাংশ দল মতামত দিয়েছে। এ বিষয়টি নিয়েও অন্যান্য দলকে চিন্তাভাবনা করার অনুরোধ জানান। প্রত্যেকেই কিছুটা ছাড় দিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে এবং এ পর্যন্ত অনেক কিছুতেই সমঝোতার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

১০.০০। **<u>আলোচ্য বিষয় : প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ</u>**

১০.০১। **সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ :** একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ২(দুই) বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুই বা অন্য যে কোনোভাবেই এই পদে আসীন হন না কেন তাঁর জন্য এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ-নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

১০.০২। **সহ-সভাপতি** বলেন, ১ম পর্বের আলোচনায় প্রধামন্ত্রীর মেয়াদের বিষয়ে বার এবং মেয়াদ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। কারণ বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর সর্বনিম্ন কোনো সময় নেই। যদি ৫ বছরের কম হয় তাহলে কী মেয়াদ বা বার হিসেবে গণ্য করা হবে কি না এটি একটি প্রশ্ন। তবে অধিকাংশ দল প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার ২(দুই)-এ একমত পোষণ করেছে। এছাড়াও ৩ বার অর্থাৎ ১+১+০+১ অর্থাৎ পরপর ২ বার তারপরে গ্যাপ দিয়ে আরেকবার মোট ৩ বারের বেশি নয়। তবে সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে '২ বারের' বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার নির্ধারণে ভিন্নমত থাকলে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার অনুরোধ করেন।

১০.০৩। **বিএনপির** পক্ষ থেকে বলা হয় ১ম পর্বের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বারের বিষয়ে কয়েকটি মতামতের মধ্যে ১+১+০+১ অর্থাৎ পরপর ২ বার তারপরে গ্যাপ দিয়ে ১ বার এভাবে প্রস্তাব এসেছিল। এখনকার সম্মিলিত আলোচনায় নতুন কোনো প্রস্তাব আসলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনগণের জন্য জাতির জন্য কল্যাণকর সেটা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যতে যাতে আর স্বৈরতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদ সৃষ্টি না হয় অবশ্যই সে জায়গায় সকলে একমত পোষণ করবে। বিএনপির পক্ষ থেকে বার নয় সংসদের মেয়াদের (৫ বছর) সাথে মিল রেখে '২ (দুই) মেয়াদ' উল্লেখ করে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ২ মেয়াদের পরে গ্যাপ দিয়ে হতে পারবেন কি না সেটা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে দলটি এবং এর আইনি ব্যাখ্যাও থাকবে। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদ বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ২ বারে সীমাবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত হলেও এর সাথে এনসিসি সৃজন কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য বলেন দলটির প্রতিনিধি।

১০.০৪। **সহ-সভাপতি** এনসিসির বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার কথা উল্লেখ করে বলেন, এনসিসিতে অনেক দলের সমর্থন থাকলেও এর গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে ভিন্নতা রয়েছে। এনসিসি নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা হবে। এখন শুধু প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

১০.০৫। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জেএসডি** প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ ২(দুই) বারে একমত পোষণ করে। কারণ হিসেবে বলে, বাংলাদেশের বিবেচনায় এ ব্যবস্থায় স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে এবং গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

১০.০৬। **গণফোরাম** যে কোনো উপায়ে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ যে কোনো ২(দুই) বারে সীমাবদ্ধ করায় নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে।

১০.০৭। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ** সংসদের মেয়াদ ৫ বছর ধরে যে কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে কোনো উপায়ে ২ মেয়াদ অর্থাৎ ১০(দশ) বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।

১০.০৮। **সহ-সভাপতি** সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ যতদিন সংসদ থাকবে ততদিন। সেটা সর্বোচ্চ ৫ বছরও হতে পারে বা এর চেয়ে অনেক কমও হতে পারে।

১০.০৯। **আমজনতার দল**-এর পক্ষ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়, নাম ধরে না ডেকে প্রত্যেকটি আলোচ্যসূচিতে প্রত্যেকটি দলকে সময় নির্ধারণপূর্বক আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হলে সময় বাঁচবে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। জটিলতা সৃষ্টি হলে অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদরা স্বল্প সময়ে ব্যাখ্যা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বারের বিষয়ে ১+১+০+১ এর পরেও যদি ইচ্ছা পোষণ করে সে বিধান রাখা যেতে পারে।

১০.১০। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন** থেকে জানানো হয়, একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন না। ১ মাস, ২ মাস বা যে কোনো সময়ের জন্য হলেও সেটা ১ বার ধরতে হবে। স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ রুখতে এটা করা একান্ত দরকার। ইউটোপিয়ার দিকেই যেতে হবে।

১০.১১। **জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)** প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার সীমাবদ্ধ করায় দ্বিমত পোষণ করে। কারণ বিষয়টি গণতান্ত্রিক নীতির সাথে বেমানান। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হলে রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের পরিবর্তে রাজনৈতিক অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে মানুষ নিতে পারে। অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা হলেই তার সাথের অনির্বাচিত ব্যক্তিদের স্বার্থ বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে মত প্রকাশ করে। তবে ঐকমত্যের স্বার্থে পরপর ২ বার বা মেয়াদ তারপরেটা আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তীকালে জানানো হবে।

১০.১২। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস** প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার ১+১+০+১ এ রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। অর্থাৎ তিনি যদি ভালো হন তাহলে গ্যাপ দিয়ে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেতে পারে। জনগণই তার কার্যক্রম বিচার করবে।

১০.১৩। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট** একজন ব্যক্তি পরপর ২ বার তারপরে গ্যাপ দিয়ে পুনরায় শুধু ১ বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিষয়ে মত প্রকাশ করে। অর্থাৎ ১+১+০+১ পদ্ধতিতে। দলটির প্রতিনিধি কমিশনের দৃষ্ট আকর্ষণ করে বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরাচার সরকারের দোসর কাউকে যেন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া হয়। এটা করা হলে জুলাই বিপ্লবের প্রতি অবমাননা করা হবে।

১০.১৪। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি** বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বারের ক্ষেত্রে 'মেয়াদ' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষে মত দেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে ৫ বছর মেয়াদ থাকলেও যে কোনো সময় সংসদ ভেঙে যেতে পারে। তাই ৫ বছর যোগ ৫ বছর অর্থাৎ ১০ বছর বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এটা করা হলে অনেক সংকট দাঁড়াবে। ফলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো ব্যক্তি সংসদের মেয়াদ যতদিনই হোক না কেন ২ মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না বলে মত প্রকাশ করে।

১০.১৫। **বাংলাদেশ লেবার পার্টির** পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিগত স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ঠিক হবে না। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ একেবারে সিল করে না দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ রেখে ১+১+০+১ বা ১+০+১+০+১+০+১ এভাবে করা যেতে পারে। অতঃপর কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিগত স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট সরকারের কোনো সহযোগীকে সংলাপে আমন্ত্রণ না জানানোর অনুরোধ করা হয়।

১০.১৬। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি** প্রধানমন্ত্রীর সময় ২ মেয়াদ বা বারে সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে। কারণ কাউকে একেবারে বাধাগ্রস্ত করা ঠিক হবে না। সেক্ষেত্রে ১+১+০+১+১+০ বা ১+০+১+০+১+০+১ এ প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। অর্থাৎ একনাগারে ৩ বার কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। শুধু এক স্বৈরাচার শেখ হাসিনার কথা বিবেচনা করে কোনো কিছু করা ঠিক হবে না।

১০.১৭। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)** রাষ্ট্রপতির মেয়াদ যেহেতু ২ বার সেহেতু প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বারও ২ বারে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে মত পোষণ করে। দলটির প্রতিনিধি কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, প্রস্তাবগুলো অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ এবং এতে জাতীয় ঐকমত্যের প্রয়োজন। স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্ট দল আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী দল বাদ দিলেও নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত অনেক দলকে সংলাপে আহ্বান করা হয়নি। তাই ঐকমত্যের

প্রয়োজনে বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য বলেন। যে সকল দল একমত তাদের মতামত না নিয়ে যারা দ্বিমত শুধু তাদের মতামত গ্রহণ করা হলে অনেক সময় বাঁচবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

১০.১৮। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলামী পার্টি** পক্ষ থেকে জানানো হয় কোনোভাবেই একজন ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না বা শপথ গ্রহণ করতে পারবেন না। অনেক দল গ্যাপ দিয়ে বলেছেন তাও না। এতে করে নবীনদের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

১০.১৯। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলামবাংলাদেশ** প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বারের বিষয়ে ২ বারে একমত পোষণ করে। তবে ব্যক্তির নেতৃত্বের গুণাবলি ও সততার কারণে দল যদি তাকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন দিতে চায় সেক্ষেত্রে একটি স্পেস বা সুযোগ রাখা দরকার।

১০.২০। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ**-এর অভিমত হচ্ছে আইন করে সবকিছু করা সম্ভব নয়। তারপরেও যেহেতু রাষ্ট্রপতি ২ মেয়াদের বেশি হতে পারবে না তেমনি প্রধানমন্ত্রী ২ মেয়াদের বেশি হতে পারবেন না বলে মত প্রকাশ করে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও এমপিসহ অনেক কিছুতেই সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন রয়েছে। কারণ হিসেবে দলটি বলে, আমাদের দেশে অলিখিত রাজতন্ত্র বা পরিবার তন্ত্র প্রথা চালু হয়েছে। এটাও বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে, যা গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে করতে হবে।

১০.২১। **খেলাফত মজলিস**-এর মতামত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার ২ বারে সীমাবদ্ধ করা। তবে সেটা সংসদের পূর্ণাঙ্গ মেয়াদ হতে হবে। যদি সংসদের পূর্ণাঙ্গ মেয়াদ না হয় সেক্ষেত্রে ৩য় বারও প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন।

১০.২২। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির** মতামত হচ্ছে এক দল থেকে এক ব্যক্তি যে কোনো উপায়ে ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না। তবে দলের অন্য যে কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে।

১০.২৩। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)** প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ২ বারে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে একমত পোষণ করে। কারণ হিসেবে দলটির প্রতিনিধি বলেন, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এতে যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তাঁকে পালিয়ে যেতে হবে না। বরং তিনি নিরাপদ থাকবেন এবং এ পদ্ধতি গণতন্ত্রের জন্য অনেক ভালো হবে।

১০.২৪। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ** প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ২ বারে রাখার পক্ষে একমত পোষণ করে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সম্পর্কিত সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে।

১০.২৫। **গণসংহতি আন্দোলন** বলে, এখানে ইউটোপিয়া নিয়ে কথা হচ্ছে। যদিও এটিকে অনেক সময় মনে করা হয় আকাশকুসুম কল্পনা। তবে বিষয়টি সবসময় সঠিক নয়। কল্পনা ছাড়া সামনের দিকে আগানো সম্ভব হবে না। সে কারণে অনেক সময় ইউটোপিয়া আমাদের প্রয়োজনের স্বার্থেই প্রয়োজন হয়। দলটির প্রতিনিধি বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে ২/৩ দেশে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের দেশের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার ২ বারে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। এতে করে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

১০.২৬। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ** বলে, তাদের দল সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ জাসদ কখনই ১৪ দলের অংশীদার বা গত ফ্যাসিস্ট সরকারের সাথে ছিল না। জনাব মঈন উদ্দিন খান বাদল যখন সংসদ-সদস্য ছিলেন তখন বাংলাদেশ জাসদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশ জাসদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বা নিবন্ধনের পর থেকে মোটর গাড়ি মার্কা নিয়ে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। তাই ভুল তথ্য উপস্থাপন না করার অনুরোধ করেন।

১১.০০। সহ-সভাপতি দীর্ঘক্ষণ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অদ্যকার আলোচনা মুলতুবি ঘোষণা করেন। আগামী ২২.০৬.২০২৫ তারিখ রোজ রবিবার সকল ১০.৩০ ঘটিকায় পুনরায় মুলতুবি সংলাপ শুরু হবে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৫ম সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৮ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২২ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : <u>৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৫ম সংলাপের সারসংক্ষেপ</u>
সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ : ০৮ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২২ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : রবিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) অধ্যাপক ওমর ফারুক, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (৩) ব্যারিস্টার নাসরীন সুলতানা মিলি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয়	ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য	

	সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	**বিকল্প প্রতিনিধি** (১) আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) রোকনুজ্জামান, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য (৩) প্রফেসর বোরহানউদ্দিন	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) ডা. তাসনিম জারা, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব (৩) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী **বিকল্প প্রতিনিধি** (১) তাসলিমা আখতার (২) মনির উদ্দীন পাপ্পু (৩) জুলহাসনাইন বাবু	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও	

		চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার লুৎফর রহমান, সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (৩) এটিএম গোলাম মাওলা চৌধুরী, চেয়ারম্যান, গণদল	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) শাহাদাত হোসেন সেলিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র (২) আহসান হাবিব লিংকন, মহাসচিব, জাতীয় পার্টি (৩) এডভোকেট আবুল কাশেম, মহাসচিব, বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	(১) অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য (২) মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মোঃ মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বাবলু, আহ্বায়ক	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	মাওলানা জুবায়ের আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদগণ সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন।

৭.০০। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর আলোচনা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গত কয়েকদিন ধরে আলোচনা অব্যাহতভাবে চলছে। আলোচনায় অনেক বিষয় অগ্রগতি হয়েছে এবং বোঝাপড়ার দিক দিয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অনেক কাছাকাছি আসার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে আসা প্রয়োজন। যে মানসিকতার জায়গা দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে সেই জায়গাটি শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি। গত কয়েক দিনের আলোচনায় কিছু বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চকক্ষ গঠন, নারীদের প্রতিনিধিত্ব এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া। অনেকে বলেছেন যে, উচ্চকক্ষের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে দলের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে আলোচনা করার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। তাই এই বিষয়গুলো আগামী সপ্তাহে আলোচনা করা যেতে পারে। আজকের বৈঠকের পরে দুই দিন মুলতুবি দিয়ে আগামী ২৫ জুন ২০২৫ তারিখ কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আজকের আলোচনা হবে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি এবং নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ। একটি বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এখানে মিলিত হওয়া। এ পরিস্থিতিটি অত্যন্ত জটিল, কুটিল ও কঠিন। ষোলো বছরের সংগ্রাম, প্রায় হাজারখানেক মানুষের আত্মত্যাগ, বহুমানুষের গুম হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং এখনও নিখোঁজ অনেকে। এই যে আত্মদান যাঁর সাথে রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের কর্মী সম্পৃক্ত। তারা প্রাণ দিয়েছেন, নিপীড়ন সহ্য করেছেন। এটিই তো পরিবেশ, এটিই তো পরিস্থিতি। এ কারণেই তো এখানে আসতে পারা। ফলে এটি বিবেচনায় রেখে কোন জায়গায় একমত হওয়া যায়, কোন জায়গায় কতদূর যাওয়া যায়। একটু ছাড় দিয়ে এগিয়ে আসলে জুলাই সনদ দ্রুত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। তাই ঐকমত্যের কাজগুলো দ্রুততার সাথে করা দরকার।

৮.০০। <u>**বৈঠকের আলোচ্যসূচি**</u>

ক) পূর্বের বৈঠকের অসমাপ্ত আলোচনা সমাপ্তিকরণ; এবং

খ) সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি।

৯.০০। **পূর্বের বৈঠকের অসমাপ্ত আলোচনা সমাপ্তিকরণ–প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ**

৯.০১। **সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ :** একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ২(দুই) বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে দুইবা অন্য যে কোনোভাবেই এই পদে আসীন হন না কেন তাঁর জন্য

এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ-নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

৯.০২। **সহ-সভাপতি** বলেন, ১ম পর্বের আলোচনায় প্রধামন্ত্রীর মেয়াদের বিষয়ে বার এবং মেয়াদ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। কারণ বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ বছর, সর্বনিম্ন কোনো সময় নেই। যদি ৫ বছরের কম হয় তাহলে কী মেয়াদ বা বার হিসেবে গণ্য করা হবে কি না, এটি একটি প্রশ্ন। তবে অধিকাংশ দল প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার ২(দুই)-এ একমত পোষণ করেছে। এছাড়াও ৩ বার অর্থাৎ ১+১+০+১ অর্থাৎ পরপর ২ বার তরপরে গ্যাপ দিয়ে আরেকবার মোট ৩ বারের বেশি নয়। তবে সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে '২ বারের' বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার নির্ধারণে ভিন্নমত থাকলে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার অনুরোধ করেন তিনি।

৯.০৩। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের** পক্ষ থেকে বলা হয়, **আগামী বুধবারের আলোচ্যসূচি জানিয়ে দেওয়া হলে দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করতে** সুবিধা হবে।

৯.০৪। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি** থেকে অনুরোধ করা হয়, **বিগত কয়েক দিনের আলোচনায় কোন কোন বিষয়ে সমঝোতার কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়েছে বা কোন কোন বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে এবং আলোচনা কোন পর্যায়ে শেষ হয়েছিল তা যদি কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় তাহলে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সুবিধা হবে।** তাছাড়া প্রতিদিনের আলোচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোন বিষয়টি ফোকাস করা হবে তা আলোচনার প্রথমেই জানানো হলে আলোচনায় অংশগ্রহণে সুবিধা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। **আলোচ্যসূচিসহ ঐকমত্য কমিশনের সাপ্তাহিক ক্যালেন্ডার জানিয়ে দেওয়া হলে দলীয় কার্যক্রমের ক্যালেন্ডার নির্ধারণ করা সহজ হবে এবং আলোচনাও ফলপ্রসূ হবে।**

৯.০৫। সহ-সভাপতি বলেন, **খুব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আগামী বুধবারের আলোচ্যসূচি সকল দলকে জানিয়ে দেওয়া হবে। বিগতদিনের আলোচনার সারাংশ দেওয়ার যে অনুরোধ করা হয়েছে তা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।** ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়াই কমিশনের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১ম পর্বের আলোচনা এবং বিগত দিনের আলোচনায় দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার নির্ধারণে সকলেই একমত হয়েছে। অর্থাৎ তিন-চতুর্থাংশ দলই প্রধানমন্ত্রীর সময় ২ মেয়াদে সীমিত রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করেছে।

৯.০৬। **গণসংহতি আন্দোলনের** পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে ২ মেয়াদ অর্থ ৫+৫=১০ বছর। **সেক্ষেত্রে কেউ যদি ২ মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে না পারে তাহলে একবার গ্যাপ দিয়ে পুনরায় হতে পারবে কি না সেটা আলোচনার দাবি রাখে বা আলোচ্যসূচি**তে রাখা যেতে পারে।

৯.০৭। **সহ-সভাপতি** বলেন, **১টি দলের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ ৩বারের প্রস্তাব করা হয়েছে তবে একাধিকক্রমে ২ বারের বেশি নয়। বিএনপির প্রস্তাব হচ্ছে, পরপর ২ বার। কিন্তু কমিশনের প্রস্তাব হচ্ছে ২ মেয়াদ। তাই আলোচনার বিষয় হচ্ছে ২ মেয়াদ নিয়ে।** সংসদীয় পদ্ধতির রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত থাইল্যান্ডের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ এবং বছর ২টিই সন্নিবেশিত করে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এ দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যেতে পারে। মালয়েশিয়া, ভারত এবং ইসরাইলেও প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বছর নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। **ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় টার্ম লিমিট করার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই এবং সেটা ২ টার্ম। যদি ২ টার্ম (৫+৫=১০ বছর) পূর্ণ না হয় সেখানে করণীয় কী তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে।**

৯.০৮। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি**-এর পক্ষ থেকে আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো বিস্তারিতভাবে প্রচার করার অনুরোধ করা হয়। কারণ অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে বাইরে মনে হচ্ছে শুধু একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শুধু প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিত করলেই স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদ বন্ধ হবে না। স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদ বন্ধ করতে হলে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কমিয়ে ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টিও বিবেচনার অনুরোধ করে দলটি। **সিপিবি-এর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী স্থায়িত্ব**

এতবছর না বলে ২ মেয়াদ নির্ধারণ বিবেচনা করা যেতে পারে। ২ মেয়াদ নির্ধারণ করেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া শ্রেয়।

৯.০৯। **ভাসানী জনশক্তি পার্টি** বলে, ১৯৫২, ১৯৭১, ১৯৯০, ২০০৮ এবং সর্বশেষ ২০২৪-এ স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রক্ত দিয়ে বিজয় অর্জন করতে হয়েছে। **এসব বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর স্থায়িত্ব ২ মেয়াদের বেশি কোনোভাবেই হওয়া উচিত নয়।** ২ মেয়াদের পরে দল যাকে যোগ্য মনে করবে সেই প্রধানমন্ত্রী হবে। তবে দুই মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারলে সেটা আলাদাভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.১০। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস** কমিশনের দৃষ্ট আকর্ষণ করে বলে, অর্থবিল ও আস্থা ভোট ব্যতীত অন্য যে কোনো বিলে মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া যাবে। **এভাবেই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এ ঐকমত্য হয়েছে। কিন্তু সারসংক্ষেপে দেখা যায়, অর্থবিল ও আস্থা ভোট ব্যতীত যদি ভোটদান করেন তাহলে তার আসন শূন্য হবে, যা সম্পূর্ণ বিপরীত। দলটির প্রতিনিধি বিষয়টি সংশোধনের অনুরোধ করেন। অতঃপর বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্থায়িত্বে পরপর বা যে কোনো উপায়ে ২ মেয়াদে একমত পোষণ করে।** এর পরে দলের মনোনয়নে অন্য কেউ প্রধানমন্ত্রী হবে।

৯.১১। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)** বলে, একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২ বার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবে। যেহেতু সংসদের মেয়াদ ৫ বছর সেক্ষেত্রে ৩ বার করা হলে অনেক দীর্ঘ সময় হয়ে যাবে। **ক্লক ওয়াইজ চিন্তা না করে সমগ্রজীবনে ২ বার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।**

৯.১২। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী)** বলেন,মেয়াদ, বার এবং বছরকে কীভাবে সমন্বয় করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হলে ভালো হবে।

৯.১৩। **গণফোরামের** মতামত হচ্ছে বাংলাদেশের সংসদীয় পদ্ধতিতে সংসদের মেয়াদ হচ্ছে সর্বোচ্চ ৫ বছর। সংসদীয় পদ্ধতিতে দলই প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা এবং দলীয় নেতা নির্বাচন করে থাকে। **আবার ৫ বছরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী অনাস্থা ভোটে হেরে গেলে দল অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবে। এ সকল বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ বারে সীমাবদ্ধ করার পক্ষে।**

৯.১৪। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি** বলেন, ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনাকে বিবেচনায় নিয়েই প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নির্ধারণের বিষয় দেখা দিয়েছে। কারণ শেখ হাসিনা ১৯৯৬ এবং ২০১৪ সাল পর্যন্ত বলা যায় স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদী তেমনভাবে বলা যায় না। এরপর থেকেই তিনি স্বৈরাচারী হয়ে উঠে এবং ফ্যাসিবাদী কার্যক্রম শুরু করে অর্থাৎ বেশি বার প্রধানমন্ত্রী হলেই স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠার প্রবণতা দেখা যায়। **সেজন্য একজন ব্যক্তি তার সমগ্রজীবনে ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে পারবে না।**

৯.১৫। **খেলাফত মজলিসপ্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ২ মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখায় একমত পোষণ করে। তবে ২ মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারলে দল তার কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বিবেচনা করবে তাকে পুনরায়** প্রধানমন্ত্রী করা যায় কি না।

৯.১৬। **সহ-সভাপতি** সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এখন পর্যন্ত প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নির্ধারণে ভিন্নমত পাওয়া যায়নি। **তবে মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারলে কী হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যাচ্ছে।**

৯.১৭। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি** বলে, বারের পরিবর্তে অধিকাংশ দল মেয়াদে একমত পোষণ করেছে। সংসদের মেয়াদ বলতে সংসদ যখন ভেঙে যাবে সেটাই সংসদের মেয়াদ হিসেবে বিবেচিত হবে। সংসদের মেয়াদে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হতে পারে, যার দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে। আবার ঐ মেয়াদের মধ্যে পুনরায় তিনিও প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। তাই বছর উল্লেখ করা বোধ হয় সমীচীন হবে না। **২ মেয়াদ বলার কারণ হচ্ছে, অগণতান্ত্রিক কোনো কাঠামো যাতে গড়ে না ওঠে বা কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে না ওঠে। দলের গঠন, নেতৃত্বের ধারাবাহিকতার বিবেচনায় বারের পরিবর্তে মেয়াদে দলটি একমত পোষণ করে।**

৯.১৮। **বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ বলে, মেয়াদ ও বার নিয়ে টেকনিক্যাল আলোচনা রয়েছে বিধায় একজন ব্যক্তি সারাজীবনে ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না-এতে একমত পোষণ করে**। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ২ বারে সীমিত করা একান্ত প্রয়োজন।

৯.১৯। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ** বলে, যিনি মেয়াদ পূর্ণ করতে বা সংকট মোকাবিলা করতে পারবেন না বা অনাস্থা ভোটে হেরে যাবেন তার জন্য সময় বৃদ্ধি করার কোনো প্রয়োজন নেই। **সেজন্য দলটি সর্বোচ্চ ২ বারের পক্ষে একমত পোষণ করে**।

৯.২০। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন** বলে, প্রথম পর্যায়ে দলটি প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার সীমিত করার পক্ষে ছিল না। কেন ছিল না সে ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়েছে। **তবে হাউসের আলোচনা এবং ঐকমত্যের বৃহৎ স্বার্থে আজকের মতামত হচ্ছে, পরপর ২ মেয়াদের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। দলটির প্রতিনিধি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ২/১টি দল দ্বিমত পোষণ করলে সিদ্ধান্ত বাদ দিতে হবে তেমন যেন না হয়**।

৯.২১। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের** পক্ষ থেকে মতামত হচ্ছে, **একজন ব্যক্তি পরপর ২ বার তারপরে গ্যাপ দিয়ে আবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন**। গ্যাপের পরে দল সিদ্ধান্ত নিবে তাকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী করা যায় কি না।

৯.২২। **আমজনতার দলের পক্ষ থেকে বলা হয় একজন ব্যক্তি সারাজীবনে ১+১+০+১ এভাবে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দলটি বলে, স্লিপের মাধ্যমে আলোচনা না করে প্রথমেই দলীয় আলোচ্যসূচির উপরে দলীয় মতামত গ্রহণ** করলে সময় বাঁচবে। প্রয়োজনে ২/১ জন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের বক্তব্য শোনা যেতে পারে।

৯.২৩। **বাংলাদেশ লেবার পার্টির** প্রস্তাব হচ্ছে,**একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১+১+০+১+১+০+১+১+০ এভাবে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন**। অর্থাৎ গ্যাপ দিয়ে তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন।

৯.২৪। **সহ-সভাপতি** বলেন, ১ম পর্বের আলোচনায় এবং ২য় পর্বের এ পর্যন্ত আলোচনার রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে কোন দল কোন বিষয়ে কী মতামত দিয়েছে তা যদি তুলে ধরা হয় তাতে আশা করা যায় কোনো দলের আপত্তি থাকবে না। **এটা বলার কারণ হচ্ছে বিএনপির ১ম পর্বের আলোচনার মতামত হচ্ছে 'কোনো ব্যক্তি একাধিক্রমে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না-এরূপ বিধান করাই যথেষ্ট'। সেক্ষেত্রে বিএনপি ২ বারের মধ্যে সীমিত করার পক্ষে কি না তিনি তা জানতে চান।**

৯.২৫। **বিএনপি** বলে, ৬টি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ এবং ঐকমত্য কমিশন গঠনের পরে ১ম পর্বের আলোচনায় তেমন কোনো সিদ্ধান্ত না আসায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দলের পক্ষ থেকে এ কথাগুলো বলা হয়েছিল। এর অর্থ ৩১ দফাতে যা উল্লেখ করা হয়েছে, লিখিত প্রস্তাব যা দেওয়া হয়েছে এবং আলোচনার সময় যা বলা হয়েছে তা সব একই। **অর্থাৎ পরপর ২ মেয়াদের বেশি কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। তারপরে গ্যাপ থাকতে হবে। গ্যাপের পরের ব্যাখ্যা নিয়ে দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা না করে এখন আলোচনা করা যাবে না।** প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। দলীয় প্রধানকেই প্রধানমন্ত্রী করা হবে এ বিবেচনা করা ঠিক হবে না। তাই প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান এই অপশনগুলো ওপেন রাখতে হবে।

৯.২৬। **সহ-সভাপতি** বলেন, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ-নেতা, দলীয় প্রধান এটি ভিন্ন বিষয়। এ ৩টি বিষয় নিয়ে আলোচনায় ঐকমত্য হলে হবে, না হলে হবে না। এখনকার আলোচনা শুধু প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিত করা নিয়ে।

৯.২৭। **বিএনপির** বক্তব্য হচ্ছে, পিসমিল আকারে আলোচনায় আপত্তি রয়েছে। কারণ পিসমিল আকারে আলোচনা অর্থাৎ **একবার প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নির্ধারণ, আরেকবার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বা এনসিসি বা উচ্চকক্ষের গঠন ও ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করলে খুব লাভ হবে না**। কারণ একটির সাথে অন্যটি খুবই সম্পর্কিত। তাই সমন্বিত আলোচনা করাই উত্তম। বিএনপি সবসময়ই যৌক্তিকভাবে সিস্টেম পরিবর্তনের পক্ষে। প্রধানমন্ত্রী যাতে একনায়ক বা স্বৈরাচার না হয়ে ওঠে তা বিএনপি চায় এবং প্রস্তাবও রয়েছে। সেজন্য আলোচনায়ও

অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। সুপারিশকৃত আকারে একজন ব্যক্তিকে মাথায় রেখে শুধু প্রধানমন্ত্রীকেই কঠোর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে তা যৌক্তিক নয়। এতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনায় ভারসাম্য হবে না। ৩টি অঙ্গকেই স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। তবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য কোনো কোনো অর্গান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কাজ করবে, তাতে বাধা নেই এবং সেগুলোকে শক্তিশালী করা হোক। কোনো দলের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা না করে রাষ্ট্রকে, জাতিকে প্রাধান্য দিয়ে প্যাকেজ আকারে আলোচনা করার অনুরোধ করেন দলটির প্রতিনিধি।

৯.২৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, প্যাকেজ হিসেবে আলোচনার সমস্যা হচ্ছে প্রোভিশনগুলোকে পৃথক করা না হলে পুরো প্যাকেজ এক জায়গায় দাঁড়াচ্ছে না। যেগুলো একটির সাথে অন্যটি সম্পর্কিত নয় সেগুলো নিয়েই পিসমিল আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ ইতঃপূর্বে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে আলোচনার সময় দেখা গেছে উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া জড়িত বিধায় উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া আগেই চূড়ান্ত করতে হবে। **প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ অন্য কোনোটির সাথে সম্পর্কিত নয় বিধায় এটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।**

৯.২৯। **বিএনপি** বলে, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হবে। কারণ হাউসে বিভিন্ন রকম প্রস্তাব এসেছে। কারণ সংসদের এক মেয়াদে একাধিক বারও প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হতে পারে এবং পুনর্নির্বাচিত হতে পারে। **সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কতবার বিবেচনা না করে সমগ্রজীবনে সর্বোচ্চ কতবছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে−এভাবে আলোচনা করা হলে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে।** এতে মেয়াদ ও বারের বিতর্ক শেষ হবে। তবে পরপর ২ বার তারপরে গ্যাপ দিয়ে কী হবে পরবর্তীকালে আলোচনা করা যেতে পারে।

৯.৩০। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ** থেকে বলা হয়, মেয়াদ বলতে সংসদের পূর্ণাঙ্গ মেয়াদ ধরেই চিন্তা বা প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যমান ব্যবস্থায় ২ টার্ম অর্থাৎ ১০ বছর। সে হিসেবে আমাদের প্রস্তাব ছিল একজন ব্যক্তি সমগ্রজীবনে ২ মেয়াদ অর্থাৎ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবে। ১০ বছরের মাঝখানে কিছু ঘটলে সেটা ব্যতিক্রম। সেজন্য সময় নির্ধারণ করা অর্থাৎ সমগ্রজীবনে ১০(দশ) বছর করার পক্ষে মত প্রকাশ করে দলটি।

৯.৩১। **গণসংহতি আন্দোলন** কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, বার ও মেয়াদ নিয়ে সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে এটা নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। সেজন্য দলগুলো একান্তে নিজেদের মধ্যে বার ও মেয়াদ বা নূতন প্রস্তাব সময় নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কিছু সময় বিরতি দেওয়ার প্রস্তাব করে দলটি।

৯.৩২। **সহ-সভাপতি** প্রধানমন্ত্রীর বার বা মেয়াদ বা সময় নিয়ে দলগুলোর মধ্যে একান্তে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সংলাপের কার্যক্রম ১৫ মিনিটের জন্য বিরতি দেওয়া হয়।

[অতঃপর সংলাপের কার্যক্রম ১৫ মিনিটের জন্য বিরতি দেওয়া হয়]

[বিরতির পর দুপুর ১ : ১০ ঘটিকায় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

৯.৩৩। **সহ-সভাপতি** জানান, এ পর্যন্ত আলোচনায় মেয়াদ ও বার নিয়ে এক জায়গায় আসা সম্ভব হয়নি। সেজন্য **সংসদের মেয়াদ ৫ বছর ধরে একজন ব্যক্তি সারাজীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন**−এভাবে প্রধানমন্ত্রীর সময় সীমিত করা যায় কি না সে বিষয়ে দলগুলোর মতামত জানতে চান তিনি।

৯.৩৪। **জাতীয়তাবাদীগণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, বার বা সময় (সর্বোচ্চ ১০ বছর) সীমিত করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে।**

৯.৩৫। **১২ দলীয় জোট** আলোচিত **বিষয়টি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, বার বা সময় সীমিত করার বিষয়টি অন্যান্য আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনের মাধ্যমে করার** পক্ষে মত প্রকাশ করে।

৯.৩৬। **গণঅধিকার** পরিষদ বলে, পুরো হাউসের ৯০ শতাংশের অধিক দল একজন ব্যক্তি সারাজীবনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না–এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেছে। কিছু বিরোধিতা বা ব্যতিক্রম থাকবে। **তাই একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবে না–প্রস্তাবটি ঐকমত্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়।**

৯.৩৭। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ** বলে, বিরতির সময় বিষয়টি নিয়ে গ্রুপ গ্রুপ করে আলোচনা করা হয়েছে। **পূর্বের অবস্থান থেকে আমার দল সরে এসে ২ মেয়াদে একমত পোষণ করেছে। কিন্তু ১০ বছরের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছে।**

৯.৩৮। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী** বলে, **গ্রুপ গ্রুপ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময় একজন ব্যক্তি সমগ্রজীবনে ১০ বছরে একমত পোষণ করেছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও১০ বছরে একমত পোষণ** করেছে।

৯.৩৯। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি** থেকে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী কতবার বা কত মেয়াদ বা সারাজীবনে কতবছর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন তা আলোচনার বিষয়। ভালো পন্থা হচ্ছে একজন ব্যক্তি সারাজীবনে কত বছর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন–সেটা একাধিক্রমে হোক বা যে কয় বারেই হোক। বিরতি পরবর্তী পপুলার মতামত হচ্ছে, একজন ব্যক্তি সারাজীবনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০(দশ) বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। বিএনপির প্রস্তাব ছিল সিদ্ধান্তে আসার জন্য বছর নিয়ে আলোচনা করা। স্বৈরতন্ত্র বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়নপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিত করা যায়। এরসাথে আরো ছিল, এনসিসি। এনসিসি রেখে দিয়ে এ আলোচনার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অর্থাৎ এনসিসি পরিহার করতে হবে। এছাড়াও, উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা ও এর নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নারী আসন সংখ্যা ১০০ জনে ঐকমত্য হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হলেও সাধারণ বিল পাশে বাধ্যবাধকতা নেই। এটা ঠিক আছে। তাই প্যাকেজ আলোচনা না করে শুধু প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ও সময়সীমা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া এমুহূর্তে সম্ভব নয়।

৯.৪০। **সহ-সভাপতি** বলেন, ইতঃপূর্বে প্যাকেজ আলোচনায় সিদ্ধান্তে বা ঐকমত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না বিধায় সকল দলের মতামতের ভিত্তিতে পিসমিল আলোচনা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ বা বার বা সময়সীমা সীমিতকরণের সাথে অন্য কিছু সম্পর্কিত নয় বিধায় এটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ সকলেই প্রধানমন্ত্রীর টার্ম সীমিত করার পক্ষে। বিরতির সময় একান্ত গ্রুপ আলোচনার পরে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বকালীন সময়সীমা ১০ (দশ) বছরে সীমাবদ্ধ করতে প্রায় সব দল একমত পোষণ করেছে। **তারপরেও এ নিয়ে দলীয়ভাবে আলোচনার কোনো প্রয়োজন আছে কি না তিনি তা জানতে চান। বিএনপির মতামত হচ্ছে, এনসিসি, উচ্চকক্ষ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নিয়ে একসাথে আলোচনা করা। প্রস্তাবটি নিয়েও অন্যান্য দলের মতামত জানতে** চান তিনি।

৯.৪১। **গণসংহতি আন্দোলন** বলে, **এনসিসি, উচ্চকক্ষ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নিয়ে প্যাকেজ আকারে একসাথে বিস্তারিত আলোচনার জন্য কমপক্ষে ২ দিন সময় দেওয়া** প্রয়োজন। একজন **ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন** করতে পারবেন বলে মত দেয় দলটি। এনসিসি গঠন হবে কি না, উচ্চকক্ষ গঠন/নির্বাচন প্রক্রিয়া, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, সংবিধান সংশোধন উচ্চকক্ষে পাঠানো হলে কী হবে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

৯.৪২। **সহ-সভাপতি** বলেন, অনেক **দলই এনসিসি, উচ্চকক্ষ গঠন/নির্বাচন প্রক্রিয়া, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন- এগুলো নিয়ে নিজ নিজ দলে বিশদ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২ দিন সময় চেয়েছে। সেজন্য আগামী ২ দিন ঐকমত্য কমিশনের কোনো সংলাপ থাকছে না। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময়সীমা নির্ধারণে অর্থাৎ**

একজন ব্যক্তি সমগ্রজীবনে ১০(দশ) বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন–এ বিষয়ে মোটামুটি ঐকমত্য হয়েছে।

৯.৪৩। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি** বলে, ২ মেয়াদ অর্থ ১০ বছর। ধারাবাহিক না হলে কী হবে সেটি একটি বিষয়। কিন্তু আর একটি প্রস্তাব রয়েছে ২ মেয়াদের পরে গ্যাপ দিয়ে আরেক টার্ম। তাহলে সিদ্ধান্ত কী হবে তা বিবেচনার বিষয়। **সিপিবি প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১০ বছরে একমত হলেও এর ভাষাগত ব্যবহার (গ্যাপ হলে সংসদ ভেঙে গেলে, অনাস্থা হলে) কেমন হবে তা পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে**।প্যাকেজ শব্দটি ব্যবহার না করলেও একটির সাথে অন্যটি সম্পর্কিত এটা স্বীকার করতে হবে। দলটির প্রতিনিধি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান, যতটুকু ঐকমত্য হচ্ছে তার থেকে যেন পিছপা না হয়।

৯.৪৪। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি** সংলাপের মৌলিক ধরনটি পরিবর্তনের প্রস্তাব করে। **প্যাকেজে হলে অনেকগুলো বিষয় একত্রে আলোচনা করা হবে। সেক্ষেত্রে সবগুলো ঐকমত্য হওয়া যাবে তা নয়। তখন কী হবে তা বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ এতে পুরো প্রক্রিয়া ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে**। যেমন উচ্চকক্ষে একমত হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দ্বিমত রয়েছে। এনসিসি শব্দ ব্যবহার না করেও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের বিষয়টি আলাদা করে বিবেচনা করা যায়। কারণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে দলীয় বলয় থেকে মুক্ত করার জন্য নিরপেক্ষ নিয়োগের বিষয়ে প্রায় সবদলই একমত। নারী আসন ১০০ জনে একমত হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়াতে একমত হওয়া যায়নি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়াতেও প্রায় ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হয়েছে। **সুতরাং প্যাকেজে আলোচনা করা হলেও সবগুলোতে ঐকমত্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে**। সেক্ষেত্রে হয়তোবা দলগুলোর সাথে আলাদা আলাদা বা গ্রুপ করে সংলাপের প্রয়োজন হতে পারে।

৯.৪৫। **খেলাফত মজলিস** থেকে বলা হয় প্যাকেজ নিয়ে আলোচনায় সমস্যা হওয়ার জন্যই পিসমিল আলোচনা করা হচ্ছে এবং খুব ভালো পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। **এখন যদি বলা হয় এটা সাথে ওটা বা এটা মানি না, ওটা মানি না তাহলে তো হবে না। সুতরাং পৃথক পৃথক আলোচনা করাই উত্তম। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১০ বছরে একমত পোষণ করে দলটি। দলটির প্রতিনিধি বলেন, এর সাথে অন্যগুলোর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই**। সাংবিধানিক সংস্থায় নিয়োগ কোনো দলীয় সরকারের কাছে ছেড়ে দেওয়া হলে দলকানা বা অযোগ্য লোক নিয়োগ পাবে। যার খেসারত বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার দিচ্ছে।

৯.৪৬। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর বক্তব্য হচ্ছে, এখন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সবগুলো নিয়েই প্রত্যেক দলের সাথে আলাদাভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনায় শেষ হয়েছে। এখন আসা হয়েছে একমত হতে। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, বিষয়গুলো নিয়ে প্রথম আলোচনা হচ্ছে। বারবার দলের কাছে ফেরত যেতে হচ্ছে। সব বিষয়গুলোই কয়েক মাস পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। যারা এখানে এসেছি তার নিজ নিজ দলের আস্থার প্রতীক হিসেবে দলের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি। অথচ ঐকমত্য হচ্ছে না। এরকম হলে কতদিনে ঐকমত্য হবে বোধগম্য নয়।

৯.৪৭। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ** বলে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এ বিএনপি যেভাবে ঐকমত্য হয়েছে সেভাবে **প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বপালনের সময়সীমা সারাজীবনে ১০ (দশ) বছরে সীমিত করার বিষয়ে ঐকমত্য হতে পারে**। প্যাকেজে যাওয়া বা কোনো জায়গায় আটকে যাওয়া ঠিক হবে না।

৯.৪৮। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন** থেকে আহ্বান জানানো হয়, কোনো দল দলীয় অবস্থানে জোর না দিয়ে কীভাবে ঐকমত্যে পৌঁছানো যায় সেদিকে জোর দেওয়ার জন্য। **প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নির্ধারণের সাথে এনসিসি বা অন্য কোনো আলোচনার তেমন কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তাই প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদে ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়**। এনসিসি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব করছে এটা ঠিক নয়। কারণ দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ভবিষ্যতে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদ রুখতে এনসিসির সুপারিশ করা হয়েছে। হাউস যেহেতু**প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বপালনের সময়সীমা সারাজীবনে ১০ (দশ) বছরে ঐকমত্যে পৌঁছেছে তাই এ বিষয়টি আজকে এখানেই নিষ্পত্তি হওয়া ভালো। তাহলে জাতির কাছে একটি ভালো সংবাদ পৌঁছাবে।**

৯.৪৯। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী** বলে, **এ পর্যন্ত ৬টি বিষয় আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে। অর্থাৎ এ কয়েকদিনে ঘুরেফিরে একই আলোচনা হচ্ছে। কয়টি দল কতটিতে ঐকমত্য হয়েছে সেরকম কোনো তথ্য থাকলে জানানোর অনুরোধ করে দলটি।** কারণ জাতি ও দেশ তথা জনগণ ঐকমত্য কমিশনের দিকে তাকিয়ে আছে। দলীয় পর্যায়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রের স্বার্থেই দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিষয়গুলো নিয়ে ঐকমত্যে পৌছানোর জন্য সময় নির্ধারণ থাকতে হবে। এর সাথে ২টি জিনিস জড়িত। ১. প্রত্যেকের মাইন্ড সেট কী হবে অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে দল কী চাচ্ছে এবং ২. দলীয় অবস্থান দলীয় পর্যায়েই নিষ্পত্তি করতে হবে। কমিশন থেকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, আমরা সুযোগ নিচ্ছি। কিন্তু অনেক যৌক্তিক ও ভালোভালো আলোচনা হলেও সঠিকভাবে শেষ প্রান্তে পৌছানো যাচ্ছে না।এজন্য আজকে আর অন্য কোনো আলোচ্যসূচিতে যাওয়া ঠিক হবে কি না তা ভেবে দেখা দরকার। যদি না যাওয়া হয় তাহলে আজকের সংলাপ মূলতুবি করার প্রস্তাব করেন দলটির প্রতিনিধি। এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ আগামী বুধবার বৈঠকে দেওয়ার অনুরোধ করেন তিনি। **সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি নিয়ে আলোচনা করে উপসংহারে পৌছাতে পারলে স্বল্পতম সময়ে ঐকমত্যে যাওয়া সম্ভব হবে**। একইসাথে অনির্ধারিত আলোচনা বন্ধের অনুরোধ জানান তিনি।

৯.৫০। **সহ-সভাপতি** বলেন, ৩টি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আপত্তি তোলা হয়েছে। আবার হাউসে এও আলোচনা হয়েছে ঐকমত্য হয়েছে তবে অন্যান্য আলোচনার সাথে এ আলোচনাও করা হবে এরকম reservation রাখা। অর্থাৎ ৩টি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে reservation রাখা হয়েছে।এভাবে অগ্রসর হওয়া যায় কি না তিনি তা জানতে চান।

৯.৫১। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী** বলে, **যে ৩টি দলের reservation-এর কথা বলা হয়েছে তাদের প্রস্তাবও এক নয়। ৩টি দলের মধ্যে ১টি দল ১০ বছরে দ্বিমত পোষণ করে বারবার গ্যাপ দিয়ে আবার প্রধানমন্ত্রী হতে পার**বেন বলে মত দিয়েছে। আরেকটি দল বলেছে, বিভিন্ন আইনে আছে গ্যাপ দিয়ে আবার হতে পারবে। তাই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এটা করা হলে আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে কি না তা বিবেচনা করতে হবে। বিএনপির মতামত হচ্ছে, প্যাকেজ আকারে আলোচনা করা হলে তারা তাদের মতামত দিতে পারবে। কারণ তাদের মতে একটির সাথে অন্যটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ৩টি দলের ৩টি কারণ রয়েছে।

৯.৫২। **সহ-সভাপতি** বলেন, কারণ যাই থাক ৩টি দলের essentialyreservation রয়েছে সেটা উল্লেখ করা যায়। সংশ্লিষ্ট আলোচনার সময় **বিএনপিসহ অন্য ২টি দল প্রয়োজন মনে করলে তদের reservation-এর বিষয়বস্তু উত্থাপন করতে পারবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দল থেকেই মতামত দিবে তারা কোন পর্যায়ে রয়েছে।**

৯.৫৩। **বিএনপির** মতামত হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিত করার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় মতামত হচ্ছে একজন ব্যক্তি সমগ্রজীবনে ১০(দশ) বছর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সময়ের সাথে এনসিসি, উচ্চকক্ষ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায়ন জড়িত হওয়ায় দলীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে প্যাকেজ আলোচনার সময় বিএনপির পক্ষে মতামত দেওয়া সহজ হবে।

৯.৫৪। **সহ-সভাপতি** বলেন, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনার সময় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর টার্মের বিষয়ে ৩টি রাজনৈতিক দলের ৩টি ভিন্ন কারণে reservation রয়েছে। তবে মেয়াদ ও বার থেকে সরে এসে ১০ (দশ) বছরে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হয়েছে। বিএনপি প্যাকেজ আলোচনার সময় মতামত দেওয়া কথা বলেছে। তখন এ বিষয়টি relevant point হিসেবে আলোচনায় আসবে।

৯.৫৫। **খেলাফত মজলিস** বলে, বিএনপি এনসিসি, উচ্চকক্ষ, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও ক্ষমতায়ন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এগুলো দলীয় পর্যায়ে প্যাকেজ আকারে আলোচনা করে পূর্ণাঙ্গ মতামত দিবে। তাহলে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে অসুবিধা থাকার কথা নয়।

৯.৫৬। **সহ-সভাপতি** বলেন, অনেক দল গত শুক্র ও শনিবারে কমিশনকে অনুরোধ জানিয়েছে এনসিসি, উচ্চকক্ষ, নারী প্রতিনিধিত্ব, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মেয়াদ, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এই বিষয়গুলো নিয়ে দলীয় পর্যায়ে বিশদ

আলোচনার জন্য কমপক্ষে ২ দিনের সময় প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো সম্ভব নয় বিধায় আগামী সোম ও মঙ্গলবার কমিশনের কোনো সংলাপ থাকছে না। আগামী বুধবার সংশ্লিষ্ট কতগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৯.৫৭। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আগামী ২ দিন দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে কমিশনে এসে পুনরায় যাতে না বলা হয় এটার সাথে ওটা সম্পর্কিত, এটা না হলে ওটা হবে না–এরকম বলা হবে কি না ভেবে দেখে দরকার। তাই এনসিপির থেকে অনুরোধ জানানো হয়, আগামী বুধবার যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য। তা না হলে আলোচনা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না এবং ঐকমত্যে পৌঁছানোও কঠিন হবে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নির্ধারণের সাথে এনসিসি বা অন্য কোনো বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। সেখানেও ৩টি দলের reservation রয়েছে। সেক্ষেত্রে ৩টি দলের reservation-সহ প্রধানমন্ত্রীর টার্ম নির্ধারণে ঐকমত্য হয়েছে প্রচার করা যায়।

৯.৫৮। **গণসংহতি আন্দোলন** বলে, ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক পর্যায়ে রয়েছে। সেজন্য সকল দলকেই ঐকমত্যের স্বার্থে এক জায়গায় আসতে হবে। কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে, আগামী জুলাই মাসের মধ্যে 'জুলাই সনদ' প্রস্তুত করা। সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ও ক্ষমতা, উচ্চকক্ষ ও এর নির্বাচন প্রক্রিয়া, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, এনসিসি গঠন, নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া–এই মূল জায়গাগুলোতে ঐকমত্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর ঐকমত্যের স্বার্থে দলীয় পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ২/৩ দিন সময় দেওয়া প্রয়োজন। **আগামী বুধবারের আলোচনায় উচ্চকক্ষ ও এর নির্বাচন প্রক্রিয়া, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ক্ষমতা, এনসিসি, নারী প্রতিনিধিত্ব এই ৪টি বিষয় প্যাকেজভুক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে**। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দলটির প্রতিনিধি বলেন, প্রতিদিনের আলোচনায় একটু একটু করে ঐকমত্যে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। কিছু মতানৈক্য থাকবে। তাই আশাহত হলে চলবে না।

৯.৫৯। সহ-সভাপতি নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের জন্য ২:৪০ ঘটিকা পর্যন্ত সংলাপের বিরতি দেন।

[অতঃপর জহুরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বৈঠকের ৩০ মিনিটের বিরতি দেওয়া হয়]

[জহুরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১০.০০। **সহ-সভাপতি** সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করেন। এখন সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি এবং নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ–এ ২টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। সংবিধান সংস্কার থেকে মূলনীতি হিসেবে ৫টি সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বহুত্ববাদের বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বহুত্ববাদ ব্যতীত অন্য ৪টি রাখার বিষয়ে অধিকাংশ দলের সম্মতি রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনুযায়ী সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার যুক্ত করা এবং ৫৩ বছর যে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে–সে হিসেবে 'গণতন্ত্র' যুক্ত করা। পঞ্চম বিষয় হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি যুক্ত করা যায় কি না। কিছু কিছু দলের পক্ষ থেকে এগুলো প্রস্তাবনা ছিল। কোনো রাজনৈতিক দল জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে যদি অন্য কোনো কিছু যুক্ত করতে চায় তাতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অবস্থান নেই।

১১.০০। <u>আলোচ্যসূচি : সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি</u>

১১.০১। **ইসলামী ঐক্যজোট :** পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৭ সালে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযোজন করা হয়েছিল। এটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দাবিও ছিল

এবং প্রায় ৩ যুগ বলবৎ ছিল। ফ্যাসিস্ট সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করে দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে সংবিধানের মূলনীতিতে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনঃসংযোজন করার দাবি জানায় দলটি।

১১.০২। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদের** বক্তব্য হচ্ছে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে কমিশন থেকে উপস্থাপিত হয়েছে এটা ঠিক না। এর মধ্যে অনেক স্পর্শকাতর বিষয় থাকায় এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে ৪টি মূলনীতি ছিল তাতে ঐ সময়ের সকল ক্রিয়াশীল দল ঐকমত্য হয়েছিল। তবে কোনো কোনো দল নিষিদ্ধ ছিল, যা বর্তমানেও রয়েছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী অনেক কিছুই পরবর্তীকালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ জাসদের প্রস্তাব হচ্ছে উক্ত ৪ মূলনীতির পরিপন্থি সবকিছু সংবিধান থেকে বাদ দেয়া হোক। তবে ৪ মূলনীতি ভাবার্থ পরিবর্তন করে ভাষা পরিবর্তন করা বা সঠিক প্রতিশব্দ খোঁজা যেতে পারে। এর আগে ঐকমত্য হতে হবে যে, সংবিধানে ১৯৭২ সালের ৪ মূলনীতির পরিপন্থি সব বাদ দিতে হবে। মূল স্প্রিট হচ্ছে ৪ মূলনীতি থাকবে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে যারা সরকার গঠন করবে তারা যদি মনে রাষ্ট্রের মূলনীতি ঠিক করবে তখন সে দল করবে। যারা একমত হবে তারা সমর্থন করবে। আর যারা বিপক্ষে থাকবে তারা সংসদে ও বাইরে আন্দোলন করবে।

১১.০৩। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম :** বাংলাদেশে **সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান হওয়ায় 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনর্বহালের প্রস্তাব করে**।

১১.০৪। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস :** সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে **'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপ**নের অনুরোধ জানায়।

১১.০৫। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ :** ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধান অনেকটা অসম্পূর্ণতা থাকায় তা দূর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ছিল। সেকুলারিজম ব্যতীত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের ধারণা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা থেকে অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে গণতন্ত্রের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতাও থাকবে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি অক্ষুণ্ন রাখা হোক এবং পরিবর্তন করতে গেলে অনেক ধরনের বিতর্ক ও বিভাজন সৃষ্টি হবে। এ ধরনের বিষয় আগামী জাতীয় সংসদ ঠিক করবে–এভাবে রাখা যেতে পারে। কারণ ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

১১.০৬। **গণফোরাম :** মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ রয়েছে। ঐকমত্য কমিশন থেকে যে প্রস্তাবনা রয়েছে সে বিষয়ে আপত্তি রয়েছে। প্রত্যেকটি দল আগামী জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনি ইশতেহারে সংবিধানের মূলনীতির বিষয়টি উল্লেখ করবে–তারা এ বিষয়ে কী করবে। এতে জনগণ জানতে পারবে ও সে অনুযায়ী জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মূলনীতির পরিবর্তন কতটুকু চাই তা দলীয়ভাবে জনগণের নিকট ছেড়ে দেওয়া উচিত। সেজন্য আগামী সংসদ নির্বাচনের পর সংসদের আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমরা ধার্মিক, কিন্তু ধর্মান্ধ নই। তাই ধর্মকে রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে দলটি। সংবিধানের বেসিক জায়গাগুলো সংসদে আলোচনার মাধ্যমে হওয়া উচিত।

১১.০৭। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) :** বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ করা হয়েছে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলে বাংলাদেশি। এনডিএম বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। সংবিধানের মূলনীতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি

জাতীয়তাবাদ অন্তর্ভুক্ত করা। বাকি যে মূলনীতি রয়েছে তাতে কোনো আপত্তি নেই। তবে ব্যাখ্যায় বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরতে হবে।

১১.০৮। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) :** মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে সংবিধান অর্জিত হয়েছে, তা শুধু ৯ মাসের সংগ্রাম নয়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তার ফলেই সংবিধান রচিত হয়েছে। সংবিধান প্রণয়নকালে ১৯৭২ সালেই তাদের দলসহ অনেক দলের পক্ষ থেকে লিখিত প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল যে, সংবিধানের অসম্পূর্ণতা দূর করতে হবে। তবে ৪ মূলনীতি সংবিধানের অন্যতম ভিত্তি ছিল এবং তখন সকলেই ঐকমত্য ছিল। তাই ৪ মূলনীতি বাদ দিয়ে অন্য কিছু করা সমীচীন হবে না। একটি নির্বাচিত সংসদ যদি কিছু মনে করে তাহলে তখন তারা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিবে। ৪ মূলনীতিতে নাগরিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এর জন্য অন্য কোনো শব্দ সংযোজন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। সিপিবি ৪ মূলনীতি বহাল রাখার পক্ষে দৃঢ় মত প্রকাশ করে কমিশনের প্রস্তাবটি প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায়।

১১.০৯। **বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি :** ৪ মূলনীতির ঐতিহাসিক একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। ৮(ক)তে যা রয়েছে, সেটি থাকা দরকার। প্রয়োজনে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার যুক্ত করা যেতে পারে। সেকুলারিজমের যথার্থ প্রতিশব্দ ধর্মনিরপেক্ষতা কি না এ নিয়ে সমালোচনা ছিল। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্ম বিশ্বাসের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক অধিকারে নাগরিকদের মধ্যে কোনো বৈষম্য করবে না। মহানবি (সা.) মদিনা শরিফে যে প্রথম রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন তখন সেখানে ১২টি ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশেও অনেক ধর্মবিশ্বাসী মানুষ রয়েছে। তাই ফোরামে যে আলোচনা হয়েছে তাতে একমত হওয়া প্রায় অসম্ভব। আগামী জাতীয় নির্বাচনে যে দল ক্ষমতায় যাবে সেই দল সংসদে মূলনীতি কীভাবে কার্যকর করবে তা তাদের দলের নির্বাচনি ইশতেহারে সংযুক্ত করতে পারে। তখন জনগণ বুঝতে পারবে ও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

১১.১০। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি** বলে,আদর্শভিত্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক বিভেদ রয়েছে। আগামী সংসদে যারা ম্যান্ডেট পাবে তারা মূলনীতির বিষয়টি বিবেচনা করবে এবং কী ধরনের সংশোধন করবে তা আগেই জনগণকে জানিয়ে দিবে। সংবিধান সংস্কার কমিশনে সংবিধানের মূলনীতির বিষয়ে লিখিত প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ১০, ১২ বাদ দেওয়ার পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বাদ দেওয়ার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে তবে এগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে যদি ম্যান্ডেট পাওয়া যায়। ৫ম সংশোধনীতে ৮, ৯, ১০, ১২-তে যা ছিল তা প্রতিস্থাপন করা হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি থাকবে না। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয়ে পৃথক অনুচ্ছেদ রয়েছে। তবুও এখানে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই। তবে যাহাই নির্ধারণ হোক সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্র যুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, গোষ্ঠী, বহুধর্মী, বহুভাষী, বহু সংস্কৃতির দেশ। যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সম-অবস্থান এবং যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে, এ লাইনটি সংযুক্ত করা যায়। এ বিতর্ক দীর্ঘায়িত না করে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব করেন দলটির প্রতিনিধি।

১১.১১। **সহ-সভাপতি :** সংলাপে উত্থাপিত সূচিটি পূর্বের ছাপানো কপি ছিল সেহেতু পরিবর্তিত হয়নি। কমিশন থেকে আসলে ওই অর্থে মিন করা হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে আলোচনায় ঐকমত্যের বিষয় ছিল না। অধিকাংশের মতামত ছিল। দ্বিতীয়ত কেউ কেউ বলেছেন

যে, মূলনীতি হিসেবে যুক্ত হবে। তার মানে এগুলো থাকবে কি থাকবে না। সেখান থেকে এটি আলোচনার সময় এসেছিল। সেটি হচ্ছে যে, মূলনীতির ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আর্টিকেল বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেগুলো বাদ দেওয়া হবে কি না। অনেকেই রাজি হয়েছেন এবং অধিকাংশ দল বাদ দেওয়ার বিষয়ে বলেছে। পরবর্তী সংসদের জন্য রাখা দরকার যে, দলীয়ভাবে কোন অংশটুকু বাদ দিবেন এবং কোন অংশটুকু রাখবেন। আমরা গণতন্ত্রের কথা বলেছি। কমিশন থেকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ১০, ১২ এই ৪টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১টি অনুচ্ছেদ রাখার কথা বলেছি। সেজন্য ওই বিষয়টি আলোচনায় আনা হয়নি। প্রতিস্থাপন না বলে যুক্ত করা হবে বলাই ভালো। এ বিষয়ে প্রত্যেকে তাদের মতামত দিয়েছেন। রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আমরা এই ৩টি রাখতে চাই। এগুলো নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। এটি কোনো সেমিনার নয়, এটি ঐকমত্যের জায়গা। সাধারণভাবে বলা হয়েছিল যে, এগুলো যুক্ত করা। কেউ যদি ম্যান্ডেট পান যে, তাহলে আগেরগুলো থাকবে, ঠিক আছে। প্রস্তাবিত বিষয়গুলো যুক্ত করা নিয়ে আপত্তি নেই। প্রতিস্থাপন হিসেবে হবে। সেটা অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে হবে, নাকি অন্যভাবে হবে–সেটি যারা ম্যান্ডেট পাবে তারা সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে করবে। সেই কারণেই যুক্ত করার প্রশ্নটি এসেছিল। আপনারা বলেছেন যে, দীর্ঘ আলোচনায় এক ধরনের তিক্ততা তৈরি হবে। এ কথা কি আমরা বলতে পারি যে, যারা বিজয়ী হবেন বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন কিংবা যারা রাজনৈতিকভাবে যুক্ত থাকবেন তারা এগুলো যুক্ত করার কথা বিবেচনা করবেন। যেহেতু একমত হওয়া যাচ্ছে না। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা সবসময় নির্ণায়ক হয়নি। এর পরও যদি আপনারা মনে করেন যে, আলোচনার প্রয়োজন হবে না তাহলে এ আলোচনা এখানেই সমাপ্তি টানা যেতে পারে। তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তিক্ততা তৈরি না হলে অনেক সময় হয় না। তবে অপরকে আক্রমণ না করে যার যার অবস্থান সুস্পষ্ট করলেই যথেষ্ট।

১১.১২। **খেলাফত মজলিস :** প্রত্যেকের আদর্শিক মতামত থাকতে পারে। জনগণের মতামত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, এটি ম্যান্ডেটের বিষয় নয়। সংবিধানের মূলনীতির বিষয়টি গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা হোক। এটি নির্বাচনের মাধ্যমে সমাধান করা যায় না। জনগণ যা চায় তা মানতে হবে। আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। এখানে বিশ্বাসের প্রশ্ন। ৫%-১০% গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এদের আমরা সম্মান করব। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি গঠনের প্রশ্নে ৯০ শতাংশ মানুষের মতামত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এটি অস্বীকার করা যাবে না। আমরা জনগণের প্রাণ ও বিশ্বাসের কথা বলছি। ইসলামে সেকুলারিজমের কোনো সুযোগ নেই। নীতির প্রশ্নে হলে জনগণের মতামত প্রয়োজন রয়েছে।

১১.১৩। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি :** শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে **১৯৪৭** সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক একটি আলাদা ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই ভূখণ্ডের একটি অংশ **১৯৭১** সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু **১৯৭২** সালে যে সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা সকলের সংবিধান ছিল না। সেখানে সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া গণতন্ত্র হয় না, এ কথা সঠিক নয়। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তাচেতনা ও আবেগকে পাশ কাটিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সংবিধানের মূলনীতির বিষয়টি গণভোটের জন্য জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্রের পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করা।

১১.১৪। **জাতীয় নাগরিক পার্টি :** অনেকেই আদর্শ ও তাদের মূল্যবোধের জায়গা থেকে কথা বলছেন। ৫ তারিখের পরের ঘটনা নিয়ে কেউ চিন্তা করছে না। এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান

দলটির প্রতিনিধি। বঙ্গীয় বদ্বীপে যে সমস্ত সংগ্রাম-লড়াই তার চূড়ান্ত পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের পরে সর্বপ্রথম ক্যু করা হয়েছিল '৭২-এর সংবিধানের মাধ্যমে। মুজিববাদী সংবিধানের যে ৪টি মূলনীতি, সেই মূলনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে তিন তিনবার হত্যা করা হয়েছিল। সেই মুজিববাদি সংবিধানকে বহাল রেখে কোনো রকম ঐকমত্যে যাওয়া সম্ভব নয়। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে যে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হোক। আরেকটি যে প্রস্তাব রয়েছে, মূলনীতি হিসেবে যুক্ত হবে। আমরা সেটার তীব্র বিরোধিতা করছি। আবারও বলছি যে, মুজিববাদী সংবিধানের ৪টি মূলনীতিকে অবশ্যই অবশ্যই বাতিল করতে হবে। এটি কোনো আদর্শের প্রশ্ন নয়। এটি গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিটের প্রশ্ন। এ ধরনের প্রশ্নে কোনো ধরনের আপস করা হবে না বা কোনো ধরনের ছাড় নয়। এটি দলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অবস্থান।

১১.১৫। **নেজামী ইসলামী পার্টি :** সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্রের পাশাপাশি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংবিধানের মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। এটি বাংলাদেশের আবহমানকালের ঐতিহ্য।

১১.১৬। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) :** মূলনীতিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। ৫ আগস্টকে যেন ভুলে না যাই। কারণ একটি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এখানে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানের ২৩ বছরের লড়াই-সংগ্রামকে যেন প্রশ্নবিদ্ধ না করি। আলোচনার প্রত্যেকটি অংশ ইতিহাস। ৩টি মূলনীতির বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। অন্যগুলো যার যার দল ম্যান্ডেটের আলোকে বাস্তবায়ন করবেন।

১১.১৭। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ :** এক এক দলের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ। '৭২-এর সংবিধানকে ভিত্তি ধরা হচ্ছে। এতে জনগণের সম্মতি আছে কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন দলটির প্রতিনিধি। '৭০-এর গণপরিষদ '৭২-এর সংবিধান প্রণয়ন করেছে। '৭০-এর গণপরিষদ হয়েছিল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য। সকলের অংশগ্রহণে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। '৭২-এর সংবিধান যারা রচনা করেছে, তারা একটি দলের চিন্তাচেতনার প্রতিফলন। মূলনীতিতে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস উল্লেখ করা হলে একটি ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সামাজিক, ধর্মীয়, ভূ-রাজনীতি বিবেচনা করেই মূলনীতি প্রণয়ন করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ চিন্তা করলে রাষ্ট্র টিকবে না। ইসলাম না থাকলে আলাদা ভূখণ্ড হতো না। এই বাস্তবতা বিবেচনা করেই মূলনীতি করতে হবে। যদি একমত হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই গণভোটে যেতে হবে।

১১.১৮। **জাতীয়তাবাদী সমমনা দল :** ১৯৭১ সালে ৯ মাস যুদ্ধের পর স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধানের জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা রেখে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ইভেন আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস যুক্ত করা যেতে পারে।

১১.১৯। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধানের যে মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এটি রেখে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্র সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে রাখা যেতে পারে। এমনকি আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখা যেতে পারে।

১১.২০। **আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির** পক্ষ হতে বলা হয়, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের ওয়াদাগুলো আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল। ২০২৪-এ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। বিগত ৫৩ বছরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার শুধু নয়, ডেমোক্রেসি, ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এরকম ওয়াদা না

রক্ষা করায় একটি অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। এরকম সুযোগ আরও এক শতাব্দীতে আসবে কি না সন্দেহ। এটিতে যদি আমরা একমত হতে না পারি এটি আমাদের অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে অ্যাফেক্ট করবে। অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ, লালন এবং প্রতিপালন করা উচিত। বেশিরভাগ মানুষের মেজাজ এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া উচিত। আমাদের দেশে সেকুলারিজম শব্দের সাথে একটি নেগেটিভ ধারণা রয়েছে। এর পরিবর্তে প্লোরালিজমের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এ দুটোর কোন একটি গ্রহণ করা হবে কি না সেটি আলোচনা হতে পারে। তবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের মূলনীতি পরিচালিত হবে এ বিষয়ে আমার বাংলাদেশ পার্টির পূর্ণ সমর্থন আছে। আমার বাংলাদেশ পার্টি দৃঢ়ভাবে চায় যে এখন এটি প্রতিফলনের সময় এসেছে।

১১.২১। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটভুক্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়,** জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, অর্থনীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয়ে আমাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে। দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ মুসলমানের চিন্তা-চেতনাকে ঠিক রেখে আমাদের চলতে হবে। সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১১.২২। **নাগরিক ঐক্যের** পক্ষ হতে বলা হয়, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ঐকমত্য কমিশন হতে প্রস্তাব করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয় নিয়ে কথা এসেছে। নাগরিক ঐক্য মনে করে রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে রাষ্ট্রধর্মের জায়গায় নিরপেক্ষ হবে। এটি তো থাকতেই হবে। গণতন্ত্রের সাথে বাইডিফল্ট ধর্মনিরপেক্ষতা আসে। এটি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করার সুযোগ নেই। এটি নিয়ে যদি প্রশ্ন আসে, তাহলে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় থাকব কি না সেটি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। ফলে এই জায়গা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দেওয়ার সুযোগ আছে বলে মনে করি না। আমরা যে জায়গাগুলোতে কমিশনের সাথে একমত হয়েছি সেটি আবার বলছি। এখানে যেগুলো উল্লেখ আছে তার সাথে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার যুক্ত হতে পারে।

১১.২৩। **জাতীয় গণফ্রন্টের** পক্ষ হতে বলা হয়, '৭২-এর সংবিধানে নানান সমস্যা ছিল, এখনও আছে। কাটছাঁট করে সেটিকে খুবই খারাপ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৯৭২ সালে ওই সংবিধান রচনা করার কোনো অধিকার তাদের ছিল না। সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে যা আছে এটি অনেক অগ্রসর। এটিকে বাদ দিলে পিছিয়ে পড়তে হয়। তাই সংবিধানের চার মূলনীতি রক্ষা করে ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ হতে যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলো সংযোজন করা যায়। ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যার যার ধর্ম তার তার কাছে। রাষ্ট্রের এখানে করার কিছু নেই। রাষ্ট্র দেখবে কারও প্রতি কোনো ইনসাফহীনতা হচ্ছে কি না। সবার ধর্ম স্বাধীনভাবে সবাই পালন করবে। ভবিষ্যতে আরও অনেক লড়াই সম্মুখে আছে। অতএব, সংবিধানের মূলনীতি রক্ষা করে ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ হতে যে বিষয়গুলো সংযোজন করার কথা বলা হয়েছে তা সংযোজন করা হোক।

১১.২৪। **গণঅধিকার পরিষদ(জিওপি)** এর পক্ষ হতে বলা হয়, সবাই যার যার আদর্শে অটল থাকলে এই বৈঠক অনুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই। একটি জাতির ন্যূনতম কিছু কমন বিষয় থাকা উচিত। সেই জায়গায় আমাদের একমত হতে হবে। জুলাই অভ্যুত্থান একক কোনো রাজনৈতিক কর্তৃত্বে সংগঠিত হয়নি। জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিরিটকে ধারণ করতে পারলে আমাদের বিতর্ক কমবে। স্বাধীনতার ঘোষণা অনুযায়ী সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এর বিষয়ে দ্বিমতের সুযোগ নেই। মূলনীতি হিসেবে সংবিধান সংস্কার কমিশন যে প্রস্তাব দিয়েছে এই প্রস্তাবের সাথে গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) একমত পোষণ করে। দলের পক্ষ হতে ধর্মীয় সম্প্রীতি যোগ করার জন্য প্রস্তাব

করা হয়েছে। ঐকমত্যের স্বার্থে এরকম করতে হবে তা তারা মনে করে না। ঐকমত্যের স্বার্থেই এখানে একত্র হওয়া। অনেকেই ঢালাওভাবে বলে দিলেন যে, জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে যারা সংসদে যাবেন তারা তাদের মতো সংবিধান বানিয়ে নিবেন। এটি গণতন্ত্রের পরিপন্থি বক্তব্য। এই ধারণা হলো কর্তৃত্ববাদী ধারণা, ফ্যাসিবাদী ধারণা। সংবিধান কোনো দলের হতে পারে না। সংবিধান হলো সমগ্র জাতির। যত আসন নিয়েই সংসদে যাক না কেন জুলাই সনদের পরিপন্থি কোনো আইন করা যাবে না। এই কারণেই জুলাই সনদ করা হচ্ছে। জুলাই সনদের স্পিরিটকে ধারণ করতে হবে।

১১.২৫। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের পক্ষ হতে** বলা হয়, অনেকেই মনে করছেন যে, মেজরিটিকে সম্মান দেওয়া উচিত। পাশের দেশ ভারতে মেজরিটি হিন্দু। আমরা কি চাই যে ভারত বলুক, সেটি হিন্দু রাষ্ট্র। সেক্ষেত্রে ২০ ভাগ মুসলমানের কেমন লাগবে? সেই ভাবনাটি মাথায় রেখেই মেজরিটির আলাপ করা উচিত।

১১.২৬। **গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ হতে বলা হয়,** একটি রাষ্ট্র পত্তনের সময় যে ঘোষণা দেয়, সেটি তার ফাউন্ডেশনের জায়গা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে ঘোষণা এসেছে এটি এই রাষ্ট্রের প্রাইমারি ভিত্তি। এর ভিত্তিতেই একটি প্রতিরোধ যুদ্ধ তৈরি হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। কাজেই ১৯৭১ সালের ঘোষণাপত্রের পরবর্তীকালে যে পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে নতুন করে জনসম্মতি নেওয়া হয়নি। সে নিয়ে বিতর্ক আছে। গণসংহতি আন্দোলন ফাউন্ডেশন থেকে সরতে পারে না। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের পক্ষে নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠরা এমনিতেই প্রিভিলেইজড। ঘোষণা করে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্বীকৃতি দেওয়া উদারতার লক্ষণ নয়। সকলের মর্যাদা সংরক্ষণ করা গণতন্ত্রের প্রধান জায়গা। '৭১ সালের ফাউন্ডেশনকে সামনে এনে রাষ্ট্রের চরিত্র কী হবে, মূল ভিত্তি হবে কী সে জায়গাটি স্পষ্ট করা দরকার। যদি বলা হয় যে, বাংলাদেশে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কারও প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য করবে না, এ বিষয়ে মনে হয় কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। '৭১-এর ঘোষণাপত্রের উপর দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট ভিত্তির মধ্যে মানুষের স্বাধীনতার মর্যাদার প্রশ্নে প্রস্তাব আনা হলে একটি ঐকমত্য হতে পারে।

১১.২৭। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ** হতে বলা হয়, জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দলের অধিকাংশের আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মের বিবেচনায় সকল আস্তিক গোষ্ঠীর মৌলিক জায়গা স্রষ্টার উপর আস্থা এবং প্রচলিত গণতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা হলে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মত এবং ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রাখলে এবং সামগ্রিক বিবেচনায় জনমতকে প্রাধান্য দিয়ে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে মূলনীতি ঠিক করা হলে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্রের সাথে সংবিধানের মূলনীতিতে এবং রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এ দুটো জায়গায় আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপনকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সম্পৃক্ত করার পক্ষে।

১১.২৮। **সহ-সভাপতি বলেন,** অন্যান্য বিষয় বাদ না দিয়ে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্র এ ৪টি বিষয়কে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে যুক্ত করার বিষয়ে কমিশনের পক্ষ হতে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি করা যায়নি। যেহেতু একমত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না সেহেতু এ বিষয়ে আলোচনা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে।

১১.২৯। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর** পক্ষ হতে বলা হয় সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্র এ ৪টি বিষয়কে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে যুক্ত করার বিষয়ে সবাই একমত হয়েছে বলেই ধারণা। অন্য কোনো বিষয় কেউ যুক্ত করবে কি না সেটি আমরা পরে আলোচনা করব।

১১.৩০। **বিএনপির** পক্ষ হতে বলা হয়, সকল দলই তাদের দলের আদর্শভিত্তিক রাজনীতি করে। বলা হয়েছিল যে, আগামী নির্বাচনে যারা ম্যান্ডেট পাবে তারা সংসদে গিয়ে মূলনীতি ঠিক করবে। কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার এই বিষয়গুলো ঠিক থাকবে। বিএনপির পক্ষ হতে বলা হয়েছিল যে, গণতন্ত্র বিষয়ে যেহেতু আলাদা আর্টিকেলে বলা আছে। তারপরও এখানে রাখতে চাইলে আপত্তি নেই। এই ৪টি বিষয়ের বাইরে যদি কিছু করা হয় সেটি কন্ডিশনাল। সেটি এখানে আলোচনার দরকার নেই।

১১.৩১। **কমিশনের সহ-সভাপতি** ৪টি বিষয় যুক্ত করার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য হয়েছেন কি না জানতে চাইলে অনেকেই আপত্তি করেন।

১১.৩২। বিএনপির পক্ষ হতে বলা হয় যে, এখানে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বর্তমান সংবিধানে ১৫তম সংশোধনীর পরবর্তী যে অবস্থাটি আছে সেই অবস্থার মধ্যে যদিও এ সংশোধনীর বিষয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জ হয়েছে। কিছু কিছু বিষয় রাখা বাদ দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু বিষয় পার্লামেন্টের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। এই মূলনীতিগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। যারা পার্লামেন্টে যাবে তারা এই মূলনীতিগুলো রাখবে কি না সেটি তাদের বিষয়। এ ক্ষেত্রে বিএনপির দলীয় অবস্থান লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে যে ৫ম সংশোধনীর মধ্যে গৃহীত অবস্থা অর্থাৎ পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বাবস্থায় যা ছিল তার সাথে বিএনপি একমত। তার মধ্যে এই ১৫তম সংশোধনীর বিষয়গুলো নেই। সেটি বিএনপির দলীয় অবস্থান। কারও কারও অবস্থান হচ্ছে সেই মূলনীতিগুলো থাকুক। সেটি যারা ম্যান্ডেট পাবে তারা রাখবে। বিএনপি ম্যান্ডেট পেলে পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বাবস্থা বহাল রাখবে। সেটি নিয়ে এখানে বিতর্ক হচ্ছে না। এখানে বিতর্ক হচ্ছে যারাই ম্যান্ডেট পেয়ে সংসদে যাবে এবং মূলনীতি ঠিক করবে তার সাথে এই চারটি সংযুক্ত করা যায় কি না।

১১.৩৩। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর** পক্ষ হতে বলা হয়, যারা ক্ষমতায় যাবে তারাই যদি মূলনীতি ঠিক করবে এটি যদি বিশ্বাস করি তাহলে তো ঐকমত্য কমিশনের প্রয়োজন থাকে না। কতিপয় জাতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে এক হওয়ার জন্যই ঐকমত্য কমিশন। দ্বিতীয় যে বিষয়টি এসেছে সে বিষয়ে এখানে কখনই ঐকমত্য হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এটি বিশ্বাসগত বিষয়। যারা আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসের কথা বলছে তাদেরও এই সংলাপে এ বসে সমঝোতা করা সম্ভব নয়। যে ৪টি বিষয় একমত হওয়া গিয়েছে এই বিষয়গুলো কার সাথে যুক্ত করা হবে সেটি বিষয়। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যেটি এসেছে সেটির সঙ্গে যুক্ত করা হলে সেক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী একমত নয়। কারণ এখানে তো আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসের বিষয়টি নেই। আর যদি ৫ম সংশোধনীতে যা হয়েছিল সেটির সাথে যুক্ত করা হলে বাংলাদেশ জামায়াতের কোনো দ্বিমত নেই। তাই এ দুটি বিষয়ে খুব পটেনশিয়াল দ্বিমত আছে। তাই বিষয়টি কীভাবে টেকনিক্যালি সমাধান করা যায় এ বিষয়ে দুটি প্রস্তাব আছে। একটি হলো গণভোটের ভিত্তিতে। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মত। সেখানে আবার প্রশ্ন আছে পিআর সিস্টেম আর বর্তমান সিস্টেম। বর্তমান সিস্টেমে ৫০ শতাংশের মতামত হলেই তা গৃহীত হয়ে যায় আবার ৪৯ শতাংশের মতামত বাতিল হয়ে যায়। আর যারা মেজরিটি পায় তারা তো সকল ইস্যুতে মেজরিটি পায় না।

১২.০০। বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু অদ্যকার বৈঠকে এ বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হয়নি সেহেতু অদ্যকার বৈঠকের আলোচনার সারসংক্ষেপ অনুযায়ী সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বিষয়ে কমিশন আগামী বৈঠকে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করবে এবং বিষয়টি নিয়ে স্বল্প সময়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৬ষ্ঠ সংলাপের সারসংক্ষেপ

১১ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৫ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৬ষ্ঠ সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ : ১১ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৫ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
গময় : বুধবার, সকাল ১০:৩০মিনিট
স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের নামের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য **বিকল্প প্রতিনিধি** আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	

৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) খালেদ সাইফুল্লাহ, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী (৩) তাসলিমা আখতার, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য (৩) বহ্নিশিখা জামালী, রাজনৈতিক পরিষদের সিনিয়র সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) এটিএম গোলাম মাওলা চৌধুরী, চেয়ারম্যান, গণদল (৩) ক্বারী আবু তাহের, চেয়ারম্যান, এনডিপি	

১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) শাহাদাত হোসেন সেলিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র (২) সৈয়দ এহসানুল হুদা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল ও সমন্বয়ক (৩) লায়ন ফারুক রহমান চেয়ারম্যান, লেবার পার্টি বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	(১) অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য (২) মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব	
১৯।	গণফোরাম	সিনিয়র অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক, সভাপতি পরিষদ সদস্য	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বাবলু, আহ্বায়ক	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	মাওলানা জুবায়ের আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান	

৪.০০। **সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ

১. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)

২. জনাব মো : আলাউদ্দিন, উপপরিচালক

৩. জনাব মো : কামরুজ্জামান শেখ, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

১. রাষ্ট্রের মূলনীতি;
২. সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কমিটি;
৩. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন;
৪. নারী প্রতিনিধিত্ব।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদগণ এবং সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন। এরপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

৮.০০। **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি** অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, আমরা গত কিছুদিন থেকে আলোচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয় অমীমাংসিত থেকেছে এবং পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত হয়ে বিবেচিত থেকেছে সেগুলোকে আমরা আলোচনার জন্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমরা আশা করছি, এক্ষেত্রে খানিকটা অগ্রগতি অর্জন করা যাবে। অন্য বিষয়গুলো আমরা পরে আলোচনা করতে পারব। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আক্ষরিক অর্থে রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আমাদেরকে এখানে আসতে হয়েছে। বহু প্রাণের বিনিময়ে আমরা এখানে এসেছি। একদিনের সংগ্রামে আসিনি। ১৬ বছর ধরে অব্যাহত সংগ্রাম, ৫৩ বছর ধরে বিভিন্নভাবে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম, জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম তারই একটি পর্যায়ে আমরা এখানে বসতে পেরেছি। রাষ্ট্রের স্বার্থ, জাতির স্বার্থকে উর্ধ্বে রেখে সকলে মিলে আমরা যেন অগ্রসর হতে পারি সেটি সকলের বিবেচনা করতে হবে। কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্থাৎ একটি জাতীয় সনদের জায়গায় পৌঁছাতে পারব। আস্থা এবং বিশ্বাস আছে যে আমরা পারব। সকলে মিলে যদি এতবড় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারি, প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করতে পারি তাহলে আমরা পারব না এটি হতে পারে না। বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলো ঘটেছে তার মধ্যে একটি বড় ব্যতিক্রম হচ্ছে এই যে আমরা এখানে সকলে মিলে কথা বলছি, পরস্পরের সাথে কথা বলছি এবং অন্যদের বক্তব্যগুলোকে বিবেচনা করে আমাদের অবস্থানটি বলার চেষ্টা করছি। যে যে দলেই আছি এগুলো অভূতপূর্ব। এগুলো আমরা সকলে মিলে অর্জন করেছি। এ অর্জনকে ধরে রাখতে হবে। এ অর্জনকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সে চেষ্টায় সকলেই আন্তরিক, সকলেই সংস্কার চাই। সকলেই একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাই, সে জায়গায় যেন আমরা অগ্রসর হতে পারি। সেই প্রত্যাশা রেখে, সেই আহ্বান জানিয়ে, সেই আবেদন করে আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানান।

৯.০০। **আলোচ্য বিষয় : রাষ্ট্রের মূলনীতি**

৯.০১। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, ইতঃপূর্বের বৈঠকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির ব্যাপারে আলোচনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ঐকমত্য কমিশন সমস্ত কিছু বিবেচনা করে আলোচনার সেন্টিমেন্টকে ধারণ করে সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করবে। সে বিবেচনা থেকে একটি সংশোধিত প্রস্তাব তৈরি করে বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রস্তাবটি হলো ''সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি উল্লিখিত হবে।' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের আদর্শিক অবস্থান আছে। আমরা সেটি পরিবর্তনের কথা বলছি না। পরবর্তী সময়ে এর বাইরে কিছু সংযোজিত হবে কি না সেটি বাংলাদেশের নাগরিকরা যেভাবে চাইবে সেভাবে যুক্ত হবে কি না সে ব্যাপারে আমরা কিছু বলছি না। আমরা চাচ্ছি যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, সেটিকে আমরা যেন আমাদের আজকের

মূলনীতিতে ধারণ করতে পারি। তার পাশাপাশি দেশের মানুষের নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি সেটিকে আমরা উল্লেখ করার কথা বলছি। এর বাইরে যে বিতর্ক এখানে হয়েছে সেই বিতর্কের পরিসমাপ্তি করা অসম্ভব। কারণ প্রত্যেকের অবস্থান ভিন্ন। সেই জায়গা থেকে আমরা মনে করি এই প্রস্তাবটি গতদিনের আলোচনার সেন্টিমেন্টকে ধারণ করে।

৯.০২। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির** পক্ষ হতে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিলে যখন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় সেখানে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এই তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে সংবিধান রচনার সময় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ৫ম সংশোধনীর সময় এই মূলনীতিসমূহের কিছু পরিবর্তন করা হয়। তিনি বলেন, ৫ম সংশোধনীর পূর্বের ৪টি মূলনীতি বহাল রেখে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার অন্তর্ভুক্ত করা হলে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির কোনো আপত্তি নেই।

৯.০৩। **বাংলাদেশ জাসদের পক্ষ হতে** বলা হয়, ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪টি মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদবহাল রাখা সাপেক্ষে এগুলো যুক্ত করতে আপত্তি নেই।

৯.০৪। **বিএনপি'র পক্ষ হতে বলা হয়,** সংবিধানের প্রস্তাবনা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে না। আলোচনার বিষয়বস্তু হলো রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮, ৯, ১০ এবং ১২। বিএনপি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ আরও অন্যান্য দল বলেছে যে, ৫ম সংশোধনীতে যেটি গৃহীত হয়েছিল সেটিতে আছে। আর অন্যরা বলেছে যে '৭২-এর মূলনীতিতে আছে। তখন বলা হয়েছে যে, যারা সংসদে ম্যান্ডেট পাবে তারা মূলনীতি ঠিক করবে। তার সাথে সংস্কার কমিশন থেকে অতিরিক্ত হিসেবে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিএনপি বলেছে যে এগুলো খুবই উপযুক্ত শব্দ সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র। আজকে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি সংযুক্ত করা হয়েছে। বিএনপি এ বিষয়ে একমত পোষণ করে।

৯.০৫। **খেলাফত মজলিসের** পক্ষ হতে বলা হয়, এখানে দুই ধরনের প্রস্তাব এসেছে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ হতে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে সেটি উল্লেখ করা হয়নি। আরও অনেক দল আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাসের কথা বলেছে।

৯.০৬। বাসদ মার্কসবাদী দলের পক্ষ হতে বলা হয়, পাকিস্তানের ২৩ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের যে দীর্ঘ সংগ্রাম ও লড়াইয়ের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল সেই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা, শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাসদ মার্কসবাদী মনে করে গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি এই দুটো বিষয় বাদে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এই বিষয়গুলো থাকতে পারে।

৯.০৭। **এনসিপির পক্ষ হতে বলা হয়,** সংবিধানের মূলনীতি বিষয়ে আলোচনায় মনে হয়েছিল ১৯৭২ বা পঞ্চম সংশোধনীর পরবর্তী মূলনীতিকে পরিবর্তন করে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদ এগুলো যোগ করা হবে। অর্থাৎ আগের যা কিছু ছিল সবকিছু বাতিল হয়ে যাবে। বহুত্ববাদের বিষয়ে আপত্তি থাকায় এটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির কথা বলা হচ্ছে। এনসিপির পক্ষ হতে এখানে ধর্ম পক্ষপাতহীনতা সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

৯.০৮। **গণফোরামের পক্ষ হতে বলা হয়** সংবিধানের মূলনীতির বিষয়ে ইতঃপূর্বের প্রস্তাবে তারা একমত পোষণ করেনি। ১৯৭২ সালে যে মূলনীতি সংযুক্ত করা হয়েছিল সেটি ইতিহাসের অংশ। ইতিহাসকে বদলানো যায় না। পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনামল, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির যে আশা আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ লক্ষ শহিদের রক্তে রঞ্জিত সেই আকাঙ্ক্ষাকে পরিবর্তন করা যায় না। সময়ের প্রয়োজনে কিছু যোগ করা যেতে পারে। তারা ৪টি মূলনীতির যে কোনো একটি বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী না। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আছে। এটি নূতন করে মূলনীতিতে আনার প্রয়োজন নেই।

৯.০৯। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর** পক্ষ হতে বলা হয়, কোনো প্রস্তাবে কতজন একমত হলে ঐকমত্য হলো সেটি তারা বলছেন কিন্তু সেটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া খুবই কঠিন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংবিধানে ছিল এবং এটি পুনঃস্থাপনের বিষয়ে তাদের অবস্থান খুবই দৃঢ়। অনেকেই আছেন যারা কোনোভাবেই এটি গ্রহণ করতে রাজি নয়। আবার ফ্যাসিবাদী জামানার সংবিধানের সাথে কোনো কিছু যুক্ত করার বিষয়ে দেশের মানুষ একমত নয়। ইতিহাস, ঐতিহ্য আলোচনা না করে কীভাবে একমতে আসা যায় এবং কতটুকু একমত হলে এটি গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

৯.১০। **গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ** হতে বলা হয়, সংবিধানের বর্তমান ৪ মূলনীতি বদলানোর বিষয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে না। যদি কেউ রেখে দেয় তাহলে কি থাকতে হবে বা যদি কেউ বদলায় তাহলেও কি থাকতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ রাখা না রাখার বিষয়ে এই হাউজ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। সংবিধানে যা আছে সে বিষয়ে যাই হোক কোন বিষয়গুলো সামনে উল্লিখিত হবে সে বিষয়ে ঐকমত্য সম্ভব কি না তা বিবেচ্য। এটি না হলে পরবর্তী বিষয়ে যাওয়া যেতে পারে।

৯.১১। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ** হতে বলা হয়, বিগত দিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটির প্রতি সম্মতি বা অসম্মতির বিষয় ছাড়া ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। সবাই তাদের নিজ নিজ মতাদর্শ অনুযায়ী বক্তব্য দিবে। ফিলোসোফিকেলি এসব ইস্যুতে ঐকমত্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রস্তাবের পক্ষে সবাই রাজি না থাকলে এ বিষয়ে ঐকমত্য হলো না বলে পরবর্তী বিষয়ে যাওয়া যেতে পারে।

৯.১২। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** গতদিনের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, এসকল প্রস্তাব যুক্ত করার পরিবর্তে যদি অন্য কোনো শব্দ দেওয়া যায় সেটি বিবেচনা করা হবে। তাই যুক্ত করার পরিবর্তে উল্লিখিত হবে প্রস্তাব করা হয়েছিল।কিন্তু এখন অনেকের অবস্থানের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সংশোধিত প্রস্তাবেও ঐকমত্য হলো না মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

৯.১৩। **জনাব মনির হায়দার** বলেন, যেহেতু অনেকেই কথা বলার জন্য স্লিপ দিয়েছে সেহেতু প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থানের বিষয়ে সংক্ষেপে শোনা যেতে পারে।

৯.১৪। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ**-এর পক্ষ হতে বলা হয় সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আছে বিধায় বর্তমান ৪ মূলনীতির সাথে এগুলো সংযুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

৯.১৫। **আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির পক্ষ** হতে বলা হয়, সংশোধিত প্রস্তাবের সাথে আমার বাংলাদেশ পার্টি একমত। ৫ম সংশোধনীর পরের অবস্থান বা '৭২-এর সংবিধান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। দেখা যায় যে গণতন্ত্র সব জায়গাতেই আছে। সমাজতন্ত্রের জায়গায় সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের কথা বলা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি উল্লেখ করা হয়েছে। এনসিপির পক্ষ হতে ধর্মীয় পক্ষপাতহীন শব্দ যোগ করার জন্য বলা হয়েছে সেটিও খারাপ না। ঐকমত্যে আসতে হলে আমাদের কিছু ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। কোনো ত্যাগ স্বীকার না করলে ঐকমত্য হবে না। মূলনীতিতে একমত হতে না পারলে বলেন যে, আমাদের জাতীয় মূলনীতি হচ্ছে, আমরা কোনো বিষয়ে একমত হবো না। এটি লিখে মূলনীতি শেষ করে দেন।

৯.১৬। **জনাব সাইফুল হক বলেন,** সংবিধানের মূলনীতিতে যা আছে এবং তার সাথে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সর্বশেষ যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে সমগ্র ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে একমত হওয়া গেল না এভাবে শেষ করা যেতে পারে।

৯.১৭। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** যদি উল্লেখ করা হয়, বিদ্যমান যেটি আছে সেটি অব্যাহত রেখে অথবা পরিবর্তন সাপেক্ষে এগুলো সংযুক্ত করা হোক এই জায়গায় আসা যায় কি না। সকলে চাইলে দুপুরের পর এ বিষয়ে পুনরায় লিখিত একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা যায়। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে

ভবিষ্যতে যাই নির্ধারিত হোক সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি উল্লিখিত হবে, এটি গ্রহণযোগ্য কি না জানতে চান। অথবা পরবর্তী নূতন বিষয়ে যাওয়া যায়।

৯.১৮। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়,** এটির ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, আমরা ঐ চার মূলনীতি পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করছি। যাই হোক না কেন এটির মধ্য দিয়ে এই ব্যাখ্যাই মনে করবে। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো বা এভাবে করবেন, ঐ চার মূলনীতির সঙ্গে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি উল্লিখিত হবে। এটি হলে আলোচনা একরকম হতো। এটি যেহেতু আলোচনায় আনা যায়নি, সেহেতু ঐকমত্য হলো না বলে শেষ করা যায়।

৯.১৯। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে** বলা হয়, এই হাউজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাধানের কিছুটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। যেমন প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১০ বছরের বিষয়ে ৩টি দল ছাড়া বাকিরা ঐকমত্য হয়েছে। এখানেও একইভাবে শেষ করা যেতে পারে যে এই এই দল ছাড়া বাকিরা একমত হয়েছে।

৯.২০। **সহ-সভাপতি বলেন,** এই আলোচনাটি এখানে স্থগিত করে বিষয়টি কমিশনের কাছে পাঠানো যায়, কমিশন পরবর্তীকালে এই আলোচনার আলোকে একটি পুনঃসংশোধিত প্রস্তাব উপস্থাপন করবে।

১০.০০। আলোচ্য বিষয় : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কমিটি

১০.০১। **কমিশনের সহ-সভাপতি** সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কমিটির একটি সংশোধিত সংস্করণ সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, ঐকমত্য কমিশনে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এননিসি গঠনের ক্ষেত্রে কমিশনপূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সরে এসে ছাড় দিয়ে একটি সংশোধিত প্রস্তাব প্রস্তুত করেছে। পূর্বেকার প্রস্তাবটিতে এনসিসিতে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। এটি বিবেচনায় নিয়ে সংশোধিত ভার্শনে রাষ্ট্রপতির একজন প্রতিনিধি এবং প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিবর্তন হিসেবে উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকারের অন্তর্ভুক্তি রাখা হয়নি। তৃতীয়ত নামের পরিবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ 'জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি)'-এর পরিবর্তে 'সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কমিটি' নামের প্রস্তাব করা হয়েছে। চতুর্থ পরিবর্তন হিসেবে অ্যাটর্নি জেনারেল এবং তিন বাহিনীর প্রধানের নিয়োগ কমিটির দায়িত্বের মধ্যে থাকছে না।

১০.০২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর** পক্ষ হতে বলা হয়, বিএনপি এনসিসি এবং প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ একসঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিল। তিনি বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী অথবা নির্বাহী বিভাগের প্রধানের ক্ষমতাকে একটি আলাদা কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হলে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত অঙ্গগুলোকে বিএনপি স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে চায়। সেক্ষেত্রে আর স্বৈরাচারের আবির্ভাব হবে না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আনা সম্ভব হলে, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন যদি কেয়ারটেকার সরকারের সময় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তাহলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন নেই। এর বাইরে আবারও আলাদা কোনো অথরিটির কাছে এ সকল দায়িত্ব হস্তান্তর করলে নির্বাহী বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার বিষয়েও বিএনপি একমত। নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতাকে কর্তন করা প্রয়োজন আছে বলে বিএনপি মনে করে না। বিতর্ক হিসেবে প্রত্যেকটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করা যেতে পারে। যে আইনগুলো আছে সে আইনগুলোর সংস্কার করা যেতে পারে। সার্চ কমিটি করা যায়। যেখানে নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ না থাকে। তাদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঙ্গকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়ে নিয়োগের জন্য এ ধরনের আলাদা প্রতিষ্ঠান না করলে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১০ বছরে নির্ধারিত রাখার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেখানে তারা একমত হতে পারবে।

১০.০৩। **এনডিএম-এর পক্ষ হতে বলা** হয়, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ, গণমাধ্যমসহ গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানকার আইন এবং সেই প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা হলে এ ধরনের কমিটির কোনো প্রয়োজন নেই।

১০.০৪। সহ-সভাপতি বলেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের বিষয়টি নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব কি না সেটি আমাদের বুঝতে হবে। এই কমিটি করা হচ্ছে সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের জন্য। এ নিয়োগের দায়িত্ব নির্বাহী বিভাগের নয়। এ কমিটি কোনো সুপ্রিম বডি নয়। আইন করে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করছে না। কিন্তু আজকে কোনো আইন করা হলে সেই আইন ৬ মাস পর বা ৯ মাস পর একইরূপে থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

১০.০৫। এবি পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়টোটাল সংস্কারেরমৌলিক উদ্দেশ্য ঠিক করা হলে তার একটি হবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরপেক্ষ করা। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে এ বিষয়ে কেউই দ্বিমত পোষণ করবে না। দ্বিতীয় হলো আমাদের সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়াটিকে একটু কঠিন করা। যাতে যে যার মত সংবিধানকে সংশোধন করতে না পারে। বিএনপির পক্ষ হতে যে বিকল্পগুলোর কথা বলা হয়েছে সেখানে কিন্তু নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা হ্রাসের কথাই বলা হয়েছে। সারা দেশের মানুষ যখন দেখবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা বসে কথা বলছে, এটি আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক মাত্রাটিকে একটি ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যাবে। এখানে নিয়োগের প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের পক্ষ হতেই উপস্থাপিত হবে। তবে সেখানে দল অন্ধ লোকদের প্রস্তাবের বিষয়টি কমে আসতে পারে। সারা দেশের মানুষের দৃষ্টি সেখানেই নিবন্ধ হবে। এখানে ৭ জন সদস্যের মধ্যে সরকারদলীয় লোকদেরই প্রাধান্য থাকবে। নির্বাহী বিভাগের অবারিত ক্ষমতা থাকার পরও এই নিয়োগে যদি নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ থাকে সেক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগ বিতর্কিত হবে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিরপেক্ষ রাখার এ প্রক্রিয়াটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। সকলেই এ জায়গায় একটু ছাড় দিলে সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হবে।

১০.০৬। **এলডিপির** পক্ষ থেকে বলা হয়, উত্থাপিত প্রস্তাবটি এলডিপির পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। এই কমিশনগুলো প্রস্তাবিত কমিটির কাছে জবাবদিহি থাকবে কি না এলডিপি জানতে চায়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের কারও কাছে জবাবদিহিতা নেই। দায়বদ্ধ করা উচিত। এ কমিটি নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করবে না বিধায় এলডিপি এ কমিটিকে সমর্থন করে।

১০.০৭। সিপিবির পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা ইতঃপূর্বে বলেছে যে, ক্ষমতার ভারসাম্য আনার বিষয়ে তাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু এ ধরনের সুপ্রিম বডি সিপিবি চায় না। সে বিবেচনা থেকে তারা কিছু সংশোধনী চেয়েছিল। সে অনুযায়ী এ প্রস্তাবটি ইতিবাচক। এই ধারাটি থাকা দরকার। এই কমিটির কাজগুলো আরও সুনির্দিষ্ট করা হলে আরও ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো। সংসদীয় গণতন্ত্রে এক ব্যক্তির হাতে যাতে ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত না থাকে এ বিষয়ে সবাই একমত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলতে পারলে তখন হয়তো এ ধরনের কমিটির প্রয়োজন হবে না। তবে ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য এ ধরনের কমিটি করা দরকার বলে তারা মনে করে। সেক্ষেত্রে এ সংশ্লিষ্ট অন্য জায়গাগুলোতেও আলোচনা দরকার। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাও বিবেচনায় আনা যেতে পারে। তবে তার আগেও এ ধরনের একটি কমিটি করে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের মাধ্যমে একক ক্ষমতা বা স্বৈরাচারের প্রবণতাকে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হতে পারে। তবে এ বিষয়ে অবশ্যই ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১০.০৮। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর পক্ষ থেকে সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়। বাসদ এনসিসির প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছিল যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান হলে তা একটি সুপ্রিম বডি হবে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য তারা এরকম একটি নিয়োগ কমিটির প্রস্তাব করেছিল। এটি তাদের দাবি ছিল। তাই এটি তারা চায়। তবে উচ্চকক্ষের বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় উচ্চকক্ষ হওয়া সাপেক্ষে উচ্চকক্ষের স্পিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। কার্যপরিধি আরও একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। নিয়োগ কমিটির কাছে নামগুলো কে পাঠাবে, তারা নিজেরা সার্চ করবে না আলাদা সার্চ কমিটি করা হবে এগুলো একটু স্পষ্ট করা দরকার। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মেজরিটি কীভাবে নির্ধারণ করা হবে তাও স্পষ্ট হওয়া দরকার।

১০.০৯। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলা হয়,** বিষয় হচ্ছে নির্বাহী বিভাগের চেয়ে একটি সুপার বডি হচ্ছে কি না। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি চাই যে নির্বাহী বিভাগ আমাদের নির্বাচন কমিশনারদের সিলেক্ট করুক। নিশ্চয় কেউ চাইবে না। যিনি সরকারের হিসাব দেখবে তাকে সরকার নির্বাচন করবে এটি নিশ্চয় ঠিক হবে না। এই নিয়োগ কমিটি কোনো সুপার বডি না। সবাই চাই যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ হোক। এখানে যদি সবাই তাদের দলীয় রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরি তাহলে ঐকমত্য হবে না। প্রস্তাব করার আগে আমাদের মাথায় থাকতে হবে যে এটি ঐকমত্য কমিশন এবং আমরা এখানে ঐকমত্যে পৌঁছার জন্য এসেছি। আবার বলা হচ্ছে যে সংসদে গিয়ে ঠিক হবে। যদি সংসদেই হবে তাহলে এখানে এসেছি কেন? পরবর্তী সংসদে সিদ্ধান্ত হবেএ আলাপটি আসা উচিত নয়। আমাদের সবারই মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যে দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি এটি যেন কেউ বানচাল করতে না পারে।

১০.১০। **জেএসডি-এর পক্ষ থেকে** সংশোধিত প্রস্তাব দাখিলের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়। জেএসডি বলে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিরঙ্কুশ দুর্নীতির জন্ম দেয়। এই নিয়োগ কমিটিকে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সমকক্ষ মনে করা ঠিক নয়। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা এখানে এসেছি। মনে রাখতে হবে যে বিপরীতের ঐক্য হয় না। যে কারণে বর্তমান অবস্থায় একজন ব্যক্তি দুর্নীতগ্রস্ত হয়, স্বৈরাচারী হয় সেই ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। সে কারণে এ ধরনের বডিকে জেএসডি সমর্থন জানায় এবং অভিনন্দন জানায়। এ ধরনের বডি হলে কিছুটা ক্ষমতার ভারসাম্য হবে। প্রচলিত ধারার হাত তোলার গণতন্ত্র দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসবে না।

১০.১১। **নাগরিক ঐক্যের** পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা সংশোধিত প্রস্তাবের পক্ষে। সাংবিধানিক পদসমূহে নিয়োগ আসলে নির্বাহী বিভাগের কাছে থাকার কথা না। তারা এই কমিটির আওতায় সরকারি হিসাব বিভাগের প্রধানের নিয়োগও আনার পক্ষে মতামত দেয়। সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র ঠেকানোর জন্য একটি প্রক্রিয়া খোঁজা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এ সকল পদে নিয়োগের স্বচ্ছতা খুবই জরুরি। তাই এই সংশোধিত প্রস্তাবে সকলের একমত হওয়া উচিত বলে দলটি মনে করে।

১০.১২। **গণতন্ত্র মঞ্চ-**এর পক্ষে থেকে বলা হয়, তারা এনসিসির বিষয়ে বেশ কিছু প্রস্তাব দিয়েছিল সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সংশোধিত প্রস্তাব আনায় ধন্যবাদ জানান। সাংবিধানিক পদসমূহে নিয়োগ সাংবিধানিক একটি কমিটির মাধ্যমে হওয়া দরকার এটি গণতন্ত্র মঞ্চ ৩০ বছর আগে থেকেই বলে আসছে। নীতিগতভাবেই এ সকল নিয়োগ নির্বাহী বিভাগের কাছে থাকা উচিত নয়। যত দুর্ভোগ, যত দুর্যোগ তা প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রিক ক্ষমতা কাঠামোর জন্য। সাংবিধানিক পদসমূহে অনুগত লোকদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবিত কমিটির ৪ থেকে ৫ জন সরকার সমর্থিত সদস্য হবেন বিধায় সরকার সমর্থিত লোকজনই নিয়োগ পাবে। এই কমিটি সাংবিধানিক কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের বিষয়ে সুপারিশ করবে সেটি সংশোধিত প্রস্তাবেও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এছাড়া অডিটর জেনারেল যিনি রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের বিষয়টি নিরীক্ষা করে তার নিয়োগের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। এটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্তমানে যে সার্চ কমিটি আছে সেই সার্চ কমিটি বহাল রাখা দরকার। সার্চ কমিটি নামগুলো বাছাই করে পাঠালে এই নিয়োগ কমিটির কাজ তুলনামূলক সহজ হবে। দল নিরপেক্ষ লোক আসার পথ প্রশস্ত হবে। নিয়োগপ্রাপ্তদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর যে সীমাহীন ক্ষমতা এই ক্ষমতাকে লাগাম টেনে ধরা দরকার। এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। এই কমিটির মেয়াদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকবে।

১০.১৩। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পক্ষ থেকে বলা হয়,** ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করা এবং স্বৈরতন্ত্রের দিকে আগামীর বাংলাদেশ কখনও যেন ঝুঁকতে না পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা অপরিহার্য। যার কারণে সাংবিধানিক পদের নিয়োগের যে বিষয়টি সংশোধিত হয়ে আসছে, পরিমার্জিত হয়ে আসছে সে বিষয়টির উপর সহমত পোষণ করা হয়।

১০.১৪। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে বলা হয়,** এনসিসির পরিবর্তে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটির যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার সাথে একমত পোষণ করা হয়। কোনো একজন

ব্যক্তির সদিচ্ছার উপর গণতন্ত্র নির্ভর করে না। যদি একচ্ছত্র ক্ষমতার সুযোগ থাকে স্বেচ্ছাচার হবেই। প্রধানমন্ত্রী দায়বদ্ধ থাকে সংসদের কাছে। তাই যত বেশি ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা যাবে তত বেশি গণতন্ত্র কার্যকর হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিরোধীদলের মতামত গ্রহণ করার বাধ্যবাধতা আছে।

১০.১৫। **গণসংগতি আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলা হয়,** নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনসহ অনন্ত এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধীদলের সম্মিলিতভাবে সম্মতি থাকা দরকার। যাতে করে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোনো বিশেষ দলের প্রতি বাধ্যবাধকতা না থাকে। এসকল প্রতিষ্ঠান তার এখতিয়ার অনুযায়ী যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এই বিষয়ে আরও আলোচনার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

১০.১৬। **সহ-সভাপতি বলেন,** এ বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তিগুলো বিবেচনায় নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে এই সংশোধিত প্রস্তাব। এটি পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হয়নি কারণ গত দিনের আলোচনাগুলোর পরে এগুলো করা হয়েছে। এখনকার আলোচনায় আরও কিছু প্রস্তাব এসেছে। ফলে এর কার্যপরিধি, জবাবদিহিতা, গঠন ইত্যাদি বিবেচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে।

১০.১৭। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পক্ষ থেকে বলা হয়,** ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করা এবং স্বৈরতন্ত্রের দিকে আগামীর বাংলাদেশ কখনও যেন ঝুঁকতে না পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা অপরিহার্য। যার কারণে সাংবিধানিক পদে নিয়োগের সংশোধিত এবং পরিমার্জিত যে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হয়েছে সে প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয়।

১০.১৮। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে** এনসিসির পরিবর্তে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কমিটির যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার সাথে একমত পোষণ করা হয়। কোনো একজন ব্যক্তির সদিচ্ছার উপর গণতন্ত্র নির্ভর করে না। যদি একচ্ছত্র ক্ষমতার সুযোগ থাকে স্বেচ্ছাচার হবেই। প্রধানমন্ত্রী দায়বদ্ধ থাকে সংসদের কাছে। তাই যত বেশি ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা যাবে তত বেশি গণতন্ত্র কার্যকর হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিরোধীদলের মতামত গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা আছে।

১০.১৯। **গণসংগতি আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলা হয়,** নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, স্থানীয় সরকার কমিশন অনন্ত এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধীদলের সম্মিলিতভাবে সম্মতি থাকা দরকার। যাতে করে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোনো বিশেষ দলের প্রতি বাধ্যবাধকতা না থাকে। এসকল প্রতিষ্ঠান তার এখতিয়ার অনুযায়ী যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এই বিষয়ে আরও আলোচনার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

১০.২০। **সহ-সভাপতির পক্ষ থেকে বলা হয়,** এ বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তিগুলো বিবেচনায় নেওয়ার চেষ্টা এবং এরই ভিত্তিতে এই সংশোধিত প্রস্তাব। তবে এটি এখনো পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হয়নি। কারণ গতদিনের আলোচনার প্রতিফলনের উপর ভিত্তি করে এ প্রস্তাব করা হয়েছে। এখনকার আলোচনায় আরও কিছু প্রস্তাব এসেছে। ফলে এর কার্যপরিধি, জবাবদিহিতা, গঠন ইত্যাদি বিবেচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে।

১০.২১। **খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে বলা হয়,** প্রস্তাবিত কমিটি গঠন করা হলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কারণ প্রস্তাবিত কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী আছেন, স্পিকার আছেন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি থাকবে। তাই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে করার জন্য এই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়াই সর্বোত্তম পদ্ধতি।

১০.২২। এ পর্যায়ে সহ-সভাপতি নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের জন্য ৩ : ০০ ঘটিকা পর্যন্ত সংলাপের বিরতি দেন।

[অতঃপর জহুরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সংলাপ ৩ : ০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতি দেওয়া হয়]

[জহুরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ৩ : ০০ মিনিটে ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১১.০০। আলোচ্য বিষয় : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি

১১.০১। বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য : এনসিসি পরিবর্তন করে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি নামে একটি কমিটি করার প্রস্তাব করা হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা হবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতি ব্যতীত ৭ (সাত) জন। অনেকে বলেছেন যে, এটি অনির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি যা নির্বাচিত ব্যক্তিদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, নিম্ন ও উচ্চ কক্ষের স্পিকার, বিরোধীদলের নেতা ও প্রধান বিরোধীদল ব্যতীত অন্যান্য বিরোধী দলসমূহের একজন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে যারা সকলেই নির্বাচিত ব্যক্তি। ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচার, কর্তৃত্ববাদী, লুটেরা ও দুর্নীতিবাজ একটি সরকার হটিয়ে এখানে বসা হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হয় সেজন্যই এ প্রয়াস। এখানে প্রধানমন্ত্রী বা নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। তাই এ প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানানো হয়।

১১.০২। গণফোরামের বক্তব্য : প্রস্তাবিত ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট কমিটির মধ্যে ৪ (চার) জনই সরকারি দলের সদস্য হবেন। ১৬ বছরের একটি অনির্বাচিত সরকারকে জনগণ বিতাড়িত করেছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দ্বারা যদি কোন দল ক্ষমতায় আসে তাহলে তারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। তাই জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার আসলে এ ধরনের কমিটি করার প্রয়োজন হবে না।

১১.০৩। সহ-সভাপতির বক্তব্য : এনসিসি গঠনে যে সমস্ত আপত্তি ছিল তা বিবেচনায় আনা হয়েছে। যে অবস্থান থেকে প্রস্তাব এসেছে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তার নিশ্চয়তা কী? প্রকৃতপক্ষে গত ১৫ বছর এ কমিশন তো স্বাধীন কমিশন ছিল। প্রধানমন্ত্রী সেখানে হস্তক্ষেপ করেছিল। স্বাধীন ও সার্বভৌম কমিশনে প্রধানমন্ত্রীর তো হস্তক্ষেপ করার কথা না। সংবিধান তা বলে না। সেই অবস্থান আমরা তৈরি করতে পারি নাই। সাংবিধানিক কোনো পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা থাকার কথা না।সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি একটি প্রাথমিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন আছে কীভাবে এটি কার্যকর হবে, কীভাবে এটি গঠিত হবে, জবাবদিহিতা কী হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থাকবে কি থাকবে না। এগুলো কমিশনের বিবেচনায় নিতে হবে।

১১.০৪। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের বক্তব্য : একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এ ধরনের একটি কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশন কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারের নিকট দায়বদ্ধ নয় বিধায়এটি কোনো অবস্থাতেই প্রধানমন্ত্রীর কাজের মধ্যে পড়ে না। সুতরাং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত কমিটির সাথে একমত পোষণ করা হয়। তবে উক্ত কমিটিতে নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকারকে রাখা যেতে পারে।

১১.০৫। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট : গত ৫৩ বছরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ দিয়ে এসেছেন। তবে এসকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবটি সঠিক হয়েছে মর্মে মত প্রকাশ করে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট। ক্ষমতা এককেন্দ্রিক হলে ফ্যাসিজম তৈরি হয়। আর এ ফ্যাসিজমের কারণে মানুষ ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হয়। ক্ষমতার ভারসাম্য থাকলে বা বিকেন্দ্রিক থাকলে স্বৈরাতান্ত্রিক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই এ সকল প্রতিষ্ঠানে যাতে সৎ, যোগ্য ও ভালো লোক নিয়োগ পায় এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয়।

১১.০৬। সহ-সভাপতি : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটির বিষয়ে অনেকেই প্রস্তাব দিয়েছেন যে জবাবদিহিতা কেমন হবে। এটিকে পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করার জন্য কোনো পরামর্শ থাকলে উপস্থাপন করার আহ্বান জানান তিনি।

১১.০৭। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটির প্রস্তাবটি পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১১.০৮। সহ-সভাপতি : বিষয়টি নোট করা হলো এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করা হবে।

১১.০৯। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের জন্য পূর্বেও আলাদা আলাদা স্বাধীন সার্চ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা ছিল। এখন প্রস্তাব করা হয়েছে সবগুলো মিলে একটি কমিটি থাকবে এবং তারা নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। এই কমিটি একটি অধিক শক্তিশালী কমিটি যেখানে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলের নেতা, বিচারপতি, রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি আছে। পূর্বের সার্চ কমিটিতে দুই বা তিনজন থাকতো এবং তারা সরকারের প্রভাবিত ব্যক্তিরা হতো। এখানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ার সুযোগ নাই বরং হস্তক্ষেপ করার সুযোগকে সংকুচিত করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এখানে কাম্য নয়। এই কমিটির বৈঠকে যেন শুধু সরকারিদলের একক সিদ্ধান্তে নিয়োগ করা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

১১.১০। এনসিপির বক্তব্য : গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় রেফারির মতো ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই নির্বাচন কমিশনার যদি সরকারি দল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয় তাহলে তার কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা কতটা যুক্তিযুক্ত যা বিগত বছরগুলোতে দেখা গিয়েছে। একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা চেয়ে বরং একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন বেশি জরুরি। তাই এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করা দরকার এবং নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করতে হলে অবশ্যই তার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ হওয়া জরুরি। এনসিসি-এর ধারণা থেকে অনেকটা সরে এসে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি নামকরণের প্রস্তাব করেছে। বিগত সময়ে যে খুন, গুম হয়েছে মানবাধিকার কমিশন যদি স্বাধীন থাকত তাহলে তারা সরকারকে চাপে রাখতে পারত, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অঙ্গনে প্রশ্ন করতে পারত। সরকার খুব সহজে এ গুম, খুন হতে পার পেত না। এই দিকগুলো বিবেচনায় অনন্ত একটি নিরপেক্ষ বডি থাকা দরকার যারা এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করবে। কমিটির গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বিদ্যমান সার্চ কমিটি কিছু নাম দেয় যেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর থেকে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কোনো কমিটিকে এ দায়িত্ব দেওয়া হলে তা অনেক বেশি স্বচ্ছ হয় এবং অনেক বেশি নিরপেক্ষ হবে।

১১.১১। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর বক্তব্য : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান এই নামকরণ স্পষ্ট হওয়া দরকার। কোন কোন প্রতিষ্ঠান নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। তিনবাহিনী প্রধান ও অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগও এই কমিটিকে থাকা দরকার। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত কমিটির সাথে একমত পোষণ করা হয়।

১১.১২। ভাসানী জনশক্তি পার্টির বক্তব্য : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত কমিটির সাথে একমত পোষণ করা হয়। এটি দেশের জন্য, জাতির জন্য জরুরি। তবে যারা নিয়োগ পাবেন তাদের জবাবদিহিতাও থাকা প্রয়োজন।

১১.১৩। গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত কমিটির সাথে একমত পোষণ করা হয়। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, অ্যাটর্নি জেনারেল, পিএসসি কিংবা মহাহিসাব নিরীক্ষকের মতো ৫ থেকে ৭টি পদকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে যে এই পদগুলো কমিটি নিয়োগ দিবে। কমিটির ৭ জনের মধ্যে মূলত ৫ জনই সরকারিদলের তাই নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে ৭ জনের মতামতের ভিত্তিতেই যেন দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়।

১১.১৪। বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত কমিটির প্রয়োজন নাই বলে মত প্রকাশ করা হয়।

১১.১৫। ১২ দলীয় জোটের বক্তব্য : ভবিষ্যতে যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাবে তারাই এ সাংবিধানিক পদগুলোতে আরও গণতান্ত্রিকভাবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবেন। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত কমিটির বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়।

১১.১৬। জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য : কোন প্রেক্ষাপটে এবং কেনএই ঐকমত্য কমিশনে সকলে এসেছে, সংস্কার বিষয়ক আলোচনার সময় অনেকেই সেই উদ্দেশ্য, সেই কেন এর উত্তর এবং সেই প্রেক্ষাপটগুলো ভুলে যাচ্ছে। যদি এমনই হয় যে, যা কিছু আগের সিস্টেম, যা কিছু আগের ব্যবস্থা, সবকিছুকে অক্ষুণ্ন রেখে একটি নতুন বাংলাদেশ পরিচালিত হবে তাহলে আদতে এ সংস্কার কমিশনগুলো করা, এ ঐকমত্য কমিশনে এসে বসার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অর্থাৎ নিদেনপক্ষে পূর্বেকার যে সিস্টেমগুলো আছে, সেই সিস্টেমগুলো রিভিউ করা, সেইগুলোর ভালো-মন্দ বিষয়গুলো বিবেচনা করা এবং মন্দগুলোকে পরিহার করে নতুন ভালো কিছু করার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে বসা। অনেকের বক্তব্যে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, এখানে বসা হয়েছে যেন শুধু আত্মশুদ্ধির জন্য। আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়েই ভালো মানুষ হয়ে গেল এবং আগের সিস্টেম আগের মতোই রয়ে গেল। শুধু ভালো মানুষ হয়েই দেশটাকে ভালোভাবে পরিচালনা করা যাবে। কিন্তু বিষয়টি এমন হওয়ার নয়। দেশ পরিচালনা করবার ক্ষেত্রে যেমন সৎ, দক্ষ মানুষের প্রয়োজন আছে, সুন্দর মানুষের প্রয়োজন আছে। একইসাথে দেশ পরিচালনার জন্য সুন্দর, জবাবদিহিতামূলক একটি সিস্টেমেরও প্রয়োজন আছে। কেউ ভালো মানুষ হলেও ভবিষ্যতে বিদ্যমান সিস্টেমের কারণে ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না এটির কোনো নিশ্চয়তা দেয় নাই। গত ১৬ বছর ধরে যে অত্যাচার, নির্যাতন হয়েছে তখন অনুভূত হয়েছিল যে বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিরপেক্ষ থাকা কত জরুরি ছিল। অনেকেই বলেছেন সার্চ কমিটিগুলো শক্তিশালী করা হলে যে প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা হাসিল করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা হলো সার্চ কমিটিগুলো অতীতে স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নাই এবং ভবিষ্যতে নিবে এ আশা করাও দুরূহ। প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বা সরকারি দলের হস্তক্ষেপে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ হয়েছে। সেই ধারণা থেকে প্রথমে এনসিসির প্রস্তাবনা ছিল সেখান থেকে পরে নামকরণটিকে পরিবর্তন করে নিয়োগ কমিটি করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে এক ব্যক্তির মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া থেকে বেরিয়ে এসে নিয়োগের জায়গাটিকে আরও একটু ব্রডার জায়গায় পরিবর্তন করে মতামতের জায়গাটিতে আরও একটু স্ফীত করা যায়। এর মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা যাবে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় সরকারি দল ও বিরোধী দল তারা শত্রুভাবাপন্ন অবস্থায় থাকে। যদি এনসিসি বা এই নিয়োগ কমিটি থাকে সেখানে সরকারি দলের প্রধান প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিরোধী দলের নেতা এবং অন্যান্য বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি এক টেবিলে বসে কথা বলার মতো পরিবেশ থাকে এটিও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অনেক বড় একটি উন্নতি। এই উন্নতির মধ্য দিয়ে জাতিগতভাবে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যাবে। তাই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তার সাথে একমত পোষণ করা হয়। একই সাথে সভাপতির জায়গায় নিম্নকক্ষের স্পিকারের পরিবর্তে উচ্চকক্ষের স্পিকারকে করা যেতে পারে এবং এর আওতা নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন।

১১.১৭। কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার : প্রস্তাবিত কমিটিতে শুধু সবদলেরই প্রতিনিধিত্ব থাকবে তাই নয় সরকারের সব ব্রাঞ্চেরও প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এখানে একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সকলে একসাথে বসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জুলাই ২০২৪-এর আত্মত্যাগের প্রেক্ষাপটে যদি একটি নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলা না যায় তাহলে বেশি দূর এগোনো যাবে না। বিষয়টি বিবেচনায় রাখা দরকার।

১১.১৮। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপির বক্তব্য : নতুন সংস্কৃতির জন্য, নতুন সংস্কারের জন্য এখানে আসা। রাষ্ট্রে যেন নতুনভাবে স্বৈরাচারের উৎপত্তি না হয়। সেটি সাংবিধানিকভাবে হোক বা সংসদীয়ভাবে হোক বা

এক ব্যক্তির একনায়কতান্ত্রিক সংস্কৃতির হোক অর্থাৎ যেভাবেই হোক বন্ধ করা দরকার। তাই বিএনপি প্রস্তাব দিয়েছিল যে পরপর দুইবারের বেশি কেউ যেন প্রধানমন্ত্রী না হয়। গত ২২ জুন ২০২৫ তারিখ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি পপুলার মতামত উঠে এসেছিল যে, সর্বোচ্চ ১০ বছর কোনো ব্যক্তি যত মেয়াদেই হোক প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবে না। যদি প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১০ বছর লিমিট করা যায় তাহলে কোন ব্যক্তির একনায়কতন্ত্র হওয়া সুযোগ থাকে না। একটি সংসদীয় স্বৈরাচার সৃষ্টি হওয়ার পথও রুখে যাচ্ছে। নির্বাহী বিভাগের প্রত্যেকটি জায়গায় সীমাবদ্ধতা আরোপ করা এবং তার কর্মের ভিতর হস্তক্ষেপ করার জন্য আলাদা আলাদা বডি তৈরি করা সঠিক হবে না। বরং ব্যালান্স প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যাতে সব প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়োগের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা আইন আছে। তবে যেসকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নাই সেগুলো করতে হবে এবং যেসকল আইন আছে সেগুলো আরও শক্তিশালী করতে হবে। সার্চ কমিটিগুলো আইনের মাধ্যমে নিয়ে আসা যেতে পারে। সব বিষয় যদি সংবিধানের মধ্যে আনা হয় তাহলে জটিলতা বাড়বে বরং কমবে না। সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সকলে মিলে যদি এমন আইন করা হয় যে আইনগুলোর মধ্য দিয়ে নিয়োগ হবে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে, দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা হবে এবং সর্বোপরি স্বচ্ছতা যাতে জাতি দেখতে পায়। তাহলে এই সংগঠনগুলো গণতন্ত্রের রক্ষাকবজ হিসেবে কাজ করবে। যেমন, নির্বাচন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনকে সংশোধন করে আরও শক্তিশালী আইন করার জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বারবার মনে করা হচ্ছে যে, সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কিংবা নির্বাহী বিভাগ প্রভাব বিস্তার করে। সেই প্রভাব খর্ব করার জন্য আইনের মাধ্যমে নিয়ে আসা যায় এবং এমন সার্চ কমিটি গঠন করা যেতে পারে যে সার্চ কমিটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিটি পদের জন্য দুইজনের করে নাম দেবে। সেই দুইজন যদি যথাযথ ব্যক্তি হন তাহলে সেখান থেকে একজনকে নিয়োগ দিতে পারে। রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনসভাকে কাজ করতে দিতে হবে।

১১.১৯। সহ-সভাপতি : এনসিসির বিকল্প বা এনসিসির ব্যাপারে আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঐকমত্য কমিশন যে প্রস্তাব দিয়েছে সে বিষয়ে কিছু দলের আপত্তি ও পরামর্শ আছে। যাতে করে সুস্পষ্টভাবে আরও কিছু বিষয় নির্ধারণ করে ঐকমত্য কমিশন উপস্থাপন করে। ঐকমত্য কমিশনকে যে সমস্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেগুলোর নোট নেওয়া হয়েছে। কাঠামোগত, জবাবদিহিতা ও এর এখতিয়ারের বিষয়ে যে প্রস্তাব আছে সেগুলো বিবেচনা করে কমিশন একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট উপস্থাপন করবে। এখন পর্যন্ত আলোচনায় বোঝা যায় যে, কিছু দলের এ ধরনের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে আপত্তি আছে তবে অধিকাংশ দলের সেই আপত্তি দেখা যায়নি। অনেক দল এনসিসি থেকে এই পরিবর্তনকে সাধুবাদ জানিয়েছে। কমিশনে পারস্পরিক সংযুক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেদিক দিয়ে একটি বিষয় ছিল প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদের প্রশ্ন। আলোচনা এসেছিল ১০ বছর। এ বিষয়ে আজকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

১১.২০। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির বক্তব্য : সারা জীবনে একজন ব্যক্তি ১০ বছরের বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবে না প্রস্তাবে একমত পোষণ করা হয়। তবে সেক্ষেত্রে কোনো সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটির ব্যাপারে একমত নয়।

১১.২১। সহ-সভাপতি : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সাথে জড়িত মনে হওয়ার কোনো কারণ আছে কি না।

১১.২২। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপির বক্তব্য : সংসদ ও সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে, এই অথরিটিগুলো অন্য কোনো বডি যদি আইন ছাড়া ঠিক করে তাহলে প্রধানমন্ত্রী প্রতি পদে পদে রাষ্ট্র পরিচালনায় বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

১১.২৩। সহ-সভাপতি : যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীন সেখানে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ সংবিধান-বহির্ভূত এবং সেক্ষেত্রে সংবিধানে লিখে যদি বলে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ থাকবে না তাহলে সংবিধানে কী অর্থে এটি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব করতে পারে।

১১.২৪। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপির বক্তব্য : যে সার্চ কমিটিগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেই সার্চ কমিটিগুলো আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সংবিধানে এ ধরনের নিয়োগ কমিটি রাখার প্রয়োজন হয় না।

১১.২৫। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য : বিদ্যমান ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অধিকাংশ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কোনো না কোনোভাবে সরকারের অনুগত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ আছে। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী যতটা না চান তার চেয়ে বেশি এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ ও সাংবিধানিক পদের নিয়োগ কমিটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এ দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আরেক দফা সময় দেওয়া যেতে পারে।

১১.২৬। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের বক্তব্য : প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে দলটি বলে যে, কমিটিকে আরও বেশি কার্যকর ও সম্প্রসারণ এবং স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

১১.২৭। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য : সাংবিধানিক স্পিরিটে নির্বাহী বিভাগকে সাংবিধানিক পদে নিয়োগের কোনো অধিকার বা দায়িত্ব দেয় না। প্রস্তাবিত কমিটিকে সমর্থন করে বলে যে, এটি একটি নতুন সংস্কৃতি চালু হবে এবং তখন বাংলাদেশের মানুষ দেখবে যে বিরোধী দল, সরকারি দল ও বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধি সবাই একসাথে মিলে দেশের কল্যাণের জন্য যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে বের করছে।

১১.২৮। জাতীয় গণফ্রন্টের বক্তব্য : আলোচনার মধ্য দিয়ে সংস্কারের কার্যক্রম যতটা এগিয়ে নেওয়া যায় সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়।

১১.২৯। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য : বিগত সময়ে আলোচনা এবং বৈঠকের সেন্টিমেন্ট বিবেচনা নিয়ে এনসিসির ফরমেশনটি পরিবর্তন করে নিয়োগ কমিটির প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হয়েছে। ৭ (সাত) জনের সমন্বয়ের এ কমিটির ১-৫ জন নির্বাচিত। বাকি দুইজন হলো রাষ্ট্রপতির একজন প্রতিনিধি এবং বিচার বিভাগের একজন প্রতিনিধি। সাতজনের মধ্যে পাঁচ জনই যদি নির্বাচিত হয় তাহলে সংবিধানের স্পিরিটের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। কমিটি শুধু সুপারিশ করবে এবং রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত নিয়োগ দিবে। মৌলিক সংস্কারের জায়গা হলো ক্ষমতা এককেন্দ্রীকরণ যেখান থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। একজন প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিস্ট হয়েছে বলে আগামীতে আর ফ্যাসিবাদ কায়েম হবে না এর গ্যারান্টি নাই। এজন্য সময়, কাল, প্রেক্ষাপটে এটি ঘটতে পারে। সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। রাষ্ট্রকে পরিচালিত করে এই সংবিধান। তাই মৌলিক বিষয়গুলোতে সংস্কার আনলে রাষ্ট্রই লাভবান হবে। সাংবিধানিক পদে সুপারিশ করবে একটি কমিটি এতে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)-এ সকল কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। সেখান থেকে অল্প কিছু অংশ এখানে নিয়ে আসলে ক্ষমতার ভারসাম্যের জায়গাটি প্রত্যাশামাফিক সুনিশ্চিত হয়।

১২.০০। সহ-সভাপতি : আজকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিষয়ে এক জায়গায় আসার জন্য প্রত্যেকটি দলকে বিবেচনা করার আহ্বান জানান। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠক আগামী ২৯ জুন রোজ রবিবার পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়।

[অতঃপর বিকাল ৫ : ১০ মিনিটে কমিশনের অদ্যকার সংলাপ শেষ হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ৭ম সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৫ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৯ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : ৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৭ম সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ১৫ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : রবিবার, সকাল ১০ : ৩০ ঘটিকা

স্থান : দোয়েল হল, ফরেন সার্ভিস একাডেমি, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের নামের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য (২) ড. নেয়ামূল বশির, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মাহমুদুর রহমান মান্না, সভাপতি (২) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (৩) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য **বিকল্প প্রতিনিধি** আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	

	আন্দোলন (এনডিএম)		
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) আরমান হোসাইন, সংগঠক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) বহ্নিশিখা জামালী, রাজনৈতিক পরিষদের সিনিয়র সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	((১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার লুৎফর রহমান, সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (৩) কমরেড ডাঃ সৈয়দ নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) মোস্তফা জামাল হায়দার, চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি ও ১২ দলীয় জোট প্রধান (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র (৩) সৈয়দ এহসানুল হুদা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল ও সমন্বয়ক	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	(১) অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	

		(২) মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মোঃ মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা মুসা বিন ইযহার, মহাসচিব	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বাবলু, আহ্বায়ক	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	মাওলানা জুবায়ের আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান	

৪.০০। **সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ

১. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

২. জনাব এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক।

৩. জনাব মো : জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

ক. সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি;

খ. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট;

গ. উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া;

ঘ. উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা।

৭.০০। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী **জনাব মনির হায়দার** সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী আন্দোলনসমূহের বীর শহিদ, ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের সকল অকুতোভয় বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

৮.০০। কমিশনের সহ-সভাপতি **আলী রীয়াজ** তাঁর সূচনা বক্তব্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে গত জুলাই মাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যে নিপীড়নের মধ্যে আমরা ছিলাম, যে ফ্যাসিবাদের মধ্যে আমরা ছিলাম, তা আমাদের সবার মনে আছে। আরেকটি জুলাই এসেছে। গত জুলাইয়ে আমরা সবাই নিজ দলের পতাকা তুলে ধরিনি বরং সবাই দেশের পতাকা তুলে ধরেছিলাম। আমরা সবাই ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তি পেতে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তিনি আরও বলেন, জুলাই মাসের মধ্যে অবশ্যই এই প্রক্রিয়ার একটা পরিণতির দিকে যেতে হবে। ভবিষ্যতে জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে কেউ যাতে সাংবিধানিক সংস্কার করতে না পারে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, সাংবিধানিকভাবেই এটা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তির ক্ষমতা হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ শেষ পর্যন্ত শাসনের ক্ষেত্রে একটা একনায়কতান্ত্রিকতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই আশঙ্কাকে তাঁরা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাংবিধানিকভাবে এই রক্ষাকবচগুলো তৈরি করতে হবে। স্বাধীন বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। দেশের স্বার্থে সংস্কারের আলোচনায় অগ্রগতি প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা কেউই চাই না আগের অবস্থায় ফিরে যেতে। তাই দেশের স্বার্থে আপনারা বিষয়টি বিবেচনা করুন। যে অঙ্গীকার নিয়ে আমরা গত জুলাইয়ে ছিলাম, তার কতটা অর্জিত হয়েছে? আমরা কি শুধুই দলের ও নিজের স্বার্থ চাইব? নাকি দেশের স্বার্থও কিছু দেখব? সংস্কার প্রস্তাবে ঐকমত্য কমিশন নমনীয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, কমিশন তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। কারণ, এটা আপনাদের সবার সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোই জনগণের এক বিরাট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাবের মধ্যে দিয়েই ৭০ অনুচ্ছেদ, সংসদীয় কমিটি, এনসিসি, উচ্চকক্ষ গঠনের প্রক্রিয়াসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে কমিশন নমনীয় হয়েছে। কমিশন অবশ্যই রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিপক্ষ নয়। এটা আপনাদেরই একটি অংশ। কমিশন কেবল একটি দায়িত্ব পালন করছে। তিনি আরও বলেন, গত সপ্তাহে আমরা কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছি। কিন্তু সত্যি বলতে, আমরা যে ধরনের অগ্রগতি প্রত্যাশা করেছিলাম, সেখান থেকে এখনও কিছুটা পিছিয়ে আছি। এই অগ্রগতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা কেউই যেখানে ছিলাম সেখানে ফিরে যেতে চাই না। এটি কেবল আগামীকাল বা পরশুর বিষয় নয়, এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য ছিল ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করা। সেই সংকল্প নিয়ে আমরা একত্র হয়েছিলাম সবকিছু বাদ দিয়ে। আপনাদের কর্মীরাও তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন। সেই সংগ্রামের শক্তির ওপর আমরা আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আবু সাঈদের মৃত্যুবার্ষিকী অর্থাৎ ১৬ জুলাই তারিখেই প্রত্যাশিত 'জুলাই সনদ' স্বাক্ষরের আশা ছিল। এখন বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নির্ভর করছে। তবে কোনো কারণে সেটা না হলেও জুলাইয়ের মধ্যেই 'জুলাই সনদ' স্বাক্ষর করা হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং অত্র সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল/জোটের প্রতিনিধিদের তিনি কমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

৯.০০। **<u>সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি নিয়ে আলোচনা :</u>**

৯.০১। **সহ-সভাপতি** বলেন, বিগত সভায় এনসিসি নিয়ে আলোচনার সময় সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এনসিসির ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং বক্তব্যকে গ্রহণ করে আজকের বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তিনি নতুন প্রস্তাবের আলোকে আলাপ-আলোচনা করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

৯.০২। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক অদ্য সভায় উত্থাপিত সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগ কমিটির প্রস্তাবে দলটি একমত পোষণ করছে। কমিশনের প্রস্তাবের পাশাপাশি দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যাতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আজ্ঞাবহ না হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান যুক্ত করার জন্য দলটির পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, সেনাপ্রধান, নৌবাহিনী প্রধান, পুলিশ

প্রধানসহ সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদের উক্ত কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হোক।

৯.০৩। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগ কমিটি সম্পর্কে কমিশনের নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হইতে সংসদ ভাঙ্গিয়া গেলে বা মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভঙ্গ হইবার পর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগ কমিটি বলবৎ থাকিবে'–এটি অত্যন্ত ভয়াবহ প্রস্তাব এবং দলটি এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয়। এছাড়াও সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগ কমিটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'প্রধান বিরোধী দল ব্যতীত অন্য বিরোধী দলসমূহের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি; তবে সংসদ ভঙ্গ থাকিলে বা মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভঙ্গ হইবার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকার প্রধান যে নামে অভিহিত হউক না কেন, তৎকর্তৃক মনোনীত মন্ত্রী পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন প্রতিনিধি'–এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করছে দলটি। এছাড়া কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ জনের নাম প্রস্তাব করবে এবং রাষ্ট্রপতি একজনকে নিয়োগ দেবেন–এ প্রস্তাবেও আপত্তি জানায় দলটি।

৯.০৪। **গণসংহতি আন্দোলনের** পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোটসমূহ তাদের মতামত প্রকাশ করছে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া কী হবে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনও নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট করার জন্য দলটির পক্ষ থেকে কমিশনের সহ-সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

৯.০৫। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটির কোনও কার্যকারিতা থাকবে না। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করা। কমিশনের নতুন প্রস্তাবের সঙ্গে দলটি পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করে। অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু কিংবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে কেউ যদি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে সংক্রিয়ভাবে কোনও বিধান যুক্ত করার পক্ষে মতামত প্রদান করে দলটি।

৯.০৬। **বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকলে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণের যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। তবে নির্দলীয় অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণে শঙ্কা থাকবে না। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্দলীয় অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রত্যাশা করা হলে অবশ্যই সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণ থাকবে না–এটি প্রত্যাশা করা যায়। নতুন সরকার গঠন করার আগ পর্যন্ত কোনও পদ শূন্য হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের দায়িত্ব পালন করবেন। এটি করা সম্ভবপর হলে পদ শূন্যতাজনিত কোনও সংকট তৈরি হবে না মর্মে মতামত প্রদান করে দলটি।

৯.০৭। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি অবশ্যই আস্থা রাখতে হবে। যারা জনগণের ম্যান্ডেট পাবেন, তারা রাষ্ট্রপরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণ নিয়োগ করবেন। সুতরাং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি কমিটি গঠন করে প্যারালাল সরকার গঠন করা ঠিক হবে না মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে জোটের দলগুলো একমত নয়।

৯.০৮। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন** (এনডিএম)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশনের পক্ষ থেকে বারবার আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে, যে সকল প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দল/জোটসমূহ একমত পোষণ করবে, সেগুলো

নিয়ে জুলাই সনদ প্রকাশ করা হবে। যে সকল বিষয় নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভবপর হবে না, সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া হবে। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, পূর্বের সভাগুলোতে এ বিষয়টি নিয়ে যে সকল দল দ্বিমত প্রকাশ করেছিল, তারা আজকের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে মতামত পরিবর্তন করেনি। সুতরাং এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখলে সেটি ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

৯.০৯। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগ কমিটির ব্যাপারে দলটি একমত। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন ছাড়া অন্য কোনও সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণ নিয়োগ করতে পারবে না মর্মে মতামত প্রদান করে দলটি।

৯.১০। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, **কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগ কমিটির ব্যাপারে দলটি একমত। তবে সংসদের মেয়াদকালীন পর্যন্ত এ ধরনের নিয়োগ কমিটি থাকা উচিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বকালীন উক্ত নিয়োগ কমিটি কার্যকর থাকা উচিত নয় মর্মে মতামত প্রদান করে দলটি**। এছাড়া কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ জনের নাম প্রস্তাব করবে এবং রাষ্ট্রপতি একজনকে নিয়োগ দেবেন–এ প্রস্তাবে আপত্তি জানায় দলটি।

৯.১১। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি একটি সার্বভৌম পার্লামেন্ট চায় এবং এর উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম অগ্রসর করতে চায়। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সকল বিধি সম্পর্কে একমত না হলেও দলটি মনে করে এ পদগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি কমিটি থাকা দরকার। এক্ষেত্রে যে সকল দল কমিশনের প্রস্তাবের সাথে একমত নয়, তাদের সঙ্গে আলাদা আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, নিয়োগ কমিটিতে উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষের স্পিকারকে সদস্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ সিপিবি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের ব্যাপারে একমত নয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনয়নের পূর্ববর্তী দশ বছর কোনও রাজনৈতিক দলের বা উহার অঙ্গ সংগঠনের সদস্য নহেন এমন ব্যক্তি হইতে একজন মনোনীত প্রতিনিধি–এ প্রস্তাবের সঙ্গে 'দলনিরপেক্ষ' শব্দটি যোগ করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করে দলটি। এছাড়া নির্বাচনকালীন সরকারের কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করতে পারলে এতৎসংক্রান্ত অনেক ভুল বোঝাবুঝি নিরসন করা সম্ভবপর হবে মর্মে মতামত প্রকাশ করা হয়। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশনে যে সকল বিষয় নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভবপর হবে না, সেগুলো আগামী দিনের নির্বাচিত পার্লামেন্ট বিবেচনা করবে, এ ধরনের বিধান যুক্ত করা প্রয়োজন।

৯.১২। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, প্রধান বিরোধী দল ব্যতীত অন্য বিরোধী দলসমূহের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি–এ সিদ্ধান্তটির সঙ্গে তারা একমত। তবে 'সংসদ ভঙ্গ থাকিলে বা মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভঙ্গ হইবার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকার প্রধান যে নামে অভিহিত হউক না কেন, তৎকর্তৃক মনোনীত মন্ত্রী পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন প্রতিনিধি'–এ প্রস্তাবটির সঙ্গে দলটি একমত নয়। এছাড়াও দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোনও পদ শূন্য হলে, সে পদগুলো ফাঁকা রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক এড়ানো সম্ভবপর হবে। যদি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদ শূন্য হয়, সেক্ষেত্রে সদস্যগণের মধ্য থেকে একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত 'ছয়টি প্রধান সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিয়া বহুল প্রচারিত ২ অথবা ৩টি জাতীয় পত্রিকায় চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবে'–দলটি এ প্রস্তাবের সঙ্গে আংশিক একমত। এক্ষেত্রে দলটি ২/৩ জাতীয় পত্রিকার পাশাপাশি বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, ইলেকট্রনিক মিডিয়া যুক্তপূর্বক জনগণের মতামত তুলে ধরার পক্ষে মতামত প্রদান করে।

৯.১৩। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচন কমিশনের প্রধান যদি কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগ হন, সেক্ষেত্রে তফশিলভুক্ত নির্বাচনে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিতে পারেন।

৯.১৪। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের পক্ষে দলটি একমত। এছাড়া দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ছয়টি সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পদে নিয়োগের জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের কথা বলা হয়েছে–এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে দলটি একমত নয়। উক্ত পদগুলোর জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার অবশ্যই পাবলিক হওয়া উচিত।এছাড়া কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ জনের নাম প্রস্তাব করবে এবং রাষ্ট্রপতি একজনকে নিয়োগ দেবেন–এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে দলটি।

৯.১৫। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সাত জন সদস্যের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সংসদ ভেঙে গেলে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতা না থাকলেও পাঁচ জন সদস্য থাকবেন। এক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল ব্যতীত অনান্য বিরোধী দলসমূহের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দলটির পক্ষ থেকে 'নির্বাচিত' শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া কমিশনের প্রস্তাবে অন্যূন ৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরামের কথা বলা হয়েছে। তবে সংসদ ভেঙে গেলে দলটির পক্ষ থেকে চার জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

৯.১৬। **১২ দলীয় জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের কমিটি গঠনের বিষয়টি নিয়ে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, এনডিএম এবং লেবার পার্টি দ্বিমত পোষণ করে। কমিশন কর্তৃক ভিন্ন নামে প্রস্তাব উত্থাপন করা হলেও এ দল/জোটের সদস্যরা তাদের মতামত পরিবর্তন করেনি। সুতরাং এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার কোনো অর্থ আছে বলে মনে করে না জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো। জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাহী বিভাগকে হাত পা বেঁধে রেখে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে তারা একমত নন। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার পক্ষে তারা একমত।

৯.১৭। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের তথাকথিত ওয়েস্টমিনিস্টার সিস্টেম ব্যর্থ হওয়ায় ইংল্যান্ড ও আমেরিকার আদলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য কমিশন কর্তৃক প্রস্তাব আনা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, কমিটির এক নম্বরে প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে সরকারপ্রধান শব্দটি উল্লেখ করা দরকার। এছাড়া কমিটিতে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি থাকার বিপক্ষে মতামত প্রদান করে দলটি। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, কমিটিতে প্রধান বিরোধী দল ব্যতীত অন্য বিরোধী দলসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে অন্য বিরোধী দল থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে, সে ব্যাপার স্পষ্ট কোনও ধারণা প্রদান করা হয়নি। এ ব্যাপারে কমিশন কর্তৃক স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য দলটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

৯.১৮। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের কমিটি নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও সিদ্ধান্তের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগের কমিটি গঠন নিয়ে সব দল একমত হলে এর গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয়। সেক্ষেত্রে বিএনপিসহ দ্বিমত পোষণকারী দলগুলোর সিদ্ধান্তের কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না; সেটি জানা গুরুত্বপূর্ণ।

৯.১৯। **খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণ নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই কমিটি থাকা দরকার। এক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব বাস্তবসম্মত। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় এটি করার প্রয়োজন নেই। যদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নিয়োগ করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এতৎসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে মতামত প্রদান করা হয়। এছাড়া দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ জনের স্থলে এক জনের নাম প্রস্তাব করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাকে নিয়োগ দেবেন।

৯.২০। **নাগরিক ঐক্য**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণ নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হলেও সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবগুলোর মধ্য হতে নির্বাচন কমিশন এবং মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের বিষয়ে দলগুলো ঐকমত্যে আসতে পারলে সেটিকেও একটি বড় অর্জন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যে সকল রাজনৈতিক দল কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছে, তাদেরকে অন্তত এ দুইটি বিষয় বিষয়ে ঐকমত্যে আসার জন্য দলটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

৯.২১। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কমিটির বিষয়ে তিন দিন ধরে আলোচনা হলেও দলটির বক্তব্য আগে যেভাবে ছিল, এখনো তেমনই আছে। দলটি মনে করে, নির্বাহী বিভাগের সরকার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যক্রম যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সেজন্য এ ধরনের বিধান সংবিধানে সংযোজন করা ঠিক হবে না। নির্বাহী বিভাগ যাতে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য দলের পক্ষ থেকে একাধিকবার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১০ বছর করার বিষয়ে বিএনপির কোনও দ্বিমত নেই। এগুলো বাস্তবায়ন করা হলে স্বৈরাচার এবং ফ্যাসিবাদের উত্থান বন্ধ করা সম্ভবপর হবে। তবে নির্বাহী বিভাগের হাত-পা বেঁধে সীমাবদ্ধ করে রাখা হলে কোনও নির্বাচিত সরকারের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভবপর নয়। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে যাতে কাজ করতে পারে সেজন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন করার পক্ষে দলটি। উক্ত আইনগুলো অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে করা যায় কি না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়,জাতীয় ঐকমত্য পোষণ হলে যেসব বিষয়ে দলগুলো একমত হবে, সেই বিষয়গুলো একত্র করে জুলাই সনদ বা জাতীয় সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা। এখন এখানে যদি কোনো দলকে বাধ্য করা হয় যে এই সমস্ত বিষয়ে একমত হতেই হবে, সেটা তো সঠিক হবে না। ইতোমধ্যে কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত অনেক প্রস্তাবের সঙ্গে বিএনপি একমত পোষণ করেছে। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, এখন পর্যন্ত জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার জন্য বিএনপি সবচাইতে বেশি আন্তরিকতা প্রকাশ করেছে। ঐকমত্য কোন প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটি আগে নির্ধারণ করার জন্য দলটির পক্ষ থেকে কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, কমিশনের প্রধান ও প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, যে বিষয়গুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হবে সেগুলো জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত হবে। যে বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে না, সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে না। সুতরাং কমিশনের এ বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়ার জন্য দলটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

৯.২২। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণ নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ আলাপ হলেও সমাধানে আসা সম্ভবপর হচ্ছে না। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণ নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো দলীয়করণ করা হবে না–দলগুলো অন্তত এ সিদ্ধান্তে একমত হলে আজকের আলোচনা একটু হলেও ফলপ্রসূ হয়।

৯.২৩। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,কমিশনের প্রধান ও প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, যে বিষয়গুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হবে সেগুলো জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত হবে। যে বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে না, সেগুলো বাস্তবায়ন করা হবে না। এর আলোকে আলোচনা করার জন্য দলটির পক্ষ থেকে কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

৯.২৪। **সহ-সভাপতি** বলেন, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণ নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। যে সকল দল সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণ নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছে, তাদের নতুন প্রস্তাবগুলো নিয়ে দলীয় ফোরামে আলাপ-আলোচনা করে পুনর্বিবেচনা করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১০.০০। **উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা**

১০.০১। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশন কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছে যে ১০০ জন নারী সদস্য সারা দেশে নির্ধারিত ১০০ নির্বাচনি এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবেন–কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে এলডিপি একমত নয়। পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসন এবং সংসদে প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করার পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়। এছাড়াও উচ্চকক্ষের কোনো আসন সংরক্ষিত না রেখে সকল দলের প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে নির্ধারণ এবং উচ্চকক্ষে দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে মতামত প্রদান করা হয়।

১০.০২। **নাগরিক ঐক্য**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট উপযুক্ত নয়। সুতরাং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছে দলটি।

১০.০৩। জাতীয় **সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের ব্যাপারে দলটি পুরোপুরি একমত। দলটির পক্ষ থেকে উচ্চকক্ষে ২০০ আসন এবং উচ্চকক্ষের সদস্যরা নির্বাচিত হবে নির্দলীয়ভাবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

১০.০৪। **খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের ব্যাপারে দলগুলো সর্বসম্মত হলে এর গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়টি সম্পর্কে আগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দলটি।

১০.০৫। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের ব্যাপারে দলটি পুরোপুরি একমত। উচ্চকক্ষে নির্দলীয় শ্রম, পেশার নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়।

১০.০৬। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের ব্যাপারে দলটি পুরোপুরি একমত।

১০.০৭। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের ব্যাপারে দলটি পুরোপুরি একমত। উচ্চকক্ষের আসন সংখ্যা ১০০ করার ব্যাপারে দলটি একমত। উচ্চকক্ষে রাষ্ট্রপতির পক্ষে পাঁচ জন নির্বাচনের পক্ষে দলটি দ্বিমত পোষণ করে।

১০.০৮।**জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের ব্যাপারে দলটি একমত। রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে নির্বাচনের জন্য ১০০ প্রার্থী মনোনীত করবে–কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে দলটি একমত।

১০.০৯। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি পূর্বের ন্যায় ৩০০ আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং নারীদের জন্য ৫০ আসন সংরক্ষণ করার পক্ষে।

১০.১০। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের ব্যাপারে দলটি নীতিগত একমত। তবে আপাতত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট চালু করার পক্ষে একমত নয় দলটি। এক মেয়াদ পরে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট চালু করা যেতে পারে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে মতামত ব্যক্ত করা হয়। কমিশন কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছে যে ১০০ জন নারী সদস্য সারা দেশে নির্ধারিত ১০০ নির্বাচনি এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবেন–কমিশনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে দলটি একমত নয়। ৪০০ আসনেই নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পক্ষে দলটি মতামত প্রদান করে।

[অতঃপর জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সংলাপ ৪০ মিনিটের বিরতি দেওয়া হয়]

[জহুরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ৩:০০ মিনিটে ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১০.১১। **গণফোরাম :** সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটির বিষয়ে আলোচনা স্থগিত করা হয়েছে, সেজন্য পরবর্তী যেদিন আলোচনা থাকে সেদিন দলের পক্ষ থেকে মতামত তুলে ধরা হবে। উচ্চকক্ষের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে দলটি। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কী হবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। নিম্নকক্ষ থেকে যে বিষয়গুলো উচ্চকক্ষে যাবে যদি তারা একমত পোষণ না করে নিম্নকক্ষে ফেরত পাঠিয়ে দেয় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাশ হলে সরকারি অর্থের অপচয় হবে। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা উচিত। উচ্চকক্ষের গঠন প্রক্রিয়ার বিষয়ে লিখিত আকারে দেওয়া হবে। আর যদি পরবর্তীকালে আলোচনার সুযোগ থাকে তাহলে উচ্চকক্ষের বিষয়ে মতামত তুলে ধরা হবে।

১০.১২। **সহ-সভাপতি :** গণফোরামের পক্ষ থেকে অতীতে দ্বিকক্ষ পার্লামেন্টের বিষয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে। আপনারা অবস্থানের কোনো পরিবর্তন করবেন বা পরবর্তীকালে অবস্থানের পরিবর্তন করবেন কি না সে বিষয়ে তিনি জানতে চান।

১০.১৩। **গণফোরাম :** দুই-তৃতীয়াংশ রাজনৈতিক দল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মতামত দিয়েছে। দ্বিমতের বিষয়ে আগেই মতামত দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য আর সময়ক্ষেপণ না করার বিষয়ে বলে দলটি। উচ্চকক্ষ থেকে কোনো বিল ফেরত পাঠালে যদি নিম্নকক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাশ হতেই থাকে তাহলে এ ধরনের উচ্চক্ষের অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। উচ্চকক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। **যেহেতু অধিকাংশ দল একমত পোষণ করায় গণফোরামও একমত পোষণ করে।**

১০.১৪। **সহ-সভাপতি :** সকলে একমত হলে পরবর্তীকালে কাঠামোর ব্যাপারে আলোচনায় যাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস : দ্বিকক্ষ সংসদের ব্যাপারে দলটি একমত পোষণ করে। উচ্চকক্ষ ১০০ আসন পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যেভাবে আলোচনা চলছে তা শেষ হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন তোলে দলটি। এক একটি বিষয়ে তিন-চার দিন আলোচনা করা হলেও শেষ হচ্ছে না। কীভাবে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব, সেগুলো অন্তর্ভুক্ত দরকার।

১০.১৫। **ভাসানী জনশক্তি পার্টি :** আসম আব্দুর রব এবং জাফরুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম করা হয়েছে। বিএনপির সাথে যুগোপযোগী আন্দোলনের মাধ্যমে ৩১ দফা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেই ৩১ দফায় উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে অবহিত করেন। ২/৩টি দল ব্যতীত সকল দল উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে একমত। উচ্চকক্ষ গঠনে যারা ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তাদের একমত পোষণ বিষয়ে বিনীত অনুরোধ জানান।

১০.১৬। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি :** যুগপৎ আন্দোলনের ঘোষণা অনুযায়ী একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠিত হবে, এ ঘোষণা ইতোমধ্যে দেওয়া হয়েছে। নিম্নকক্ষে আসনের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে।

১০.১৭। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পাটি (সিপিবি) :** আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন হবে বলে আশাবাদ পোষণ করে দলটি। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সুন্দর পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ভালো পার্লামেন্টের বিষয়ে এখনো অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। এ মুহূর্তে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের প্রয়োজন নেই। নির্বাচিত সরকার যদি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা চিন্তা করে তখন পার্লামেন্টে অথবা পার্লামেন্টের বাইরে বক্তব্য তুলে ধরা হবে। পার্লামেন্ট যদি সংখ্যানুপাতিক করা সম্ভব হয়, তাহলে পার্টিসিপেশন ভালো হবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা।

১০.১৮। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ : দীর্ঘদিনের একটি বিষয় তা পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ধর্যসহকারে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে দলটি। **এ মুহূর্তে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের প্রয়োজন নেই মর্মে উল্লেখ করে দলটি।** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি থাকবে, তা খুবই আশাব্যঞ্জক। তবে বাস্তবে এর প্রতিফলন কতটুকু হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। নিম্নকক্ষের যে কোনো বিষয় বাতিল করার ক্ষমতা থাকবে না। তাহলে চেক এন্ড ব্যালেন্স হবে না। চেক এন্ড ব্যালেন্স যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে উচ্চকক্ষ অপ্রয়োজনীয় হবে এবং অর্থের অপচয় হবে। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানুষের জীবনমান উন্নতি হবে এবং রাজনৈতিক দলের মতামতের উন্নতি হলে দ্বিকক্ষ পার্লামেন্ট গঠন করা যেতে পারে।

১০.১৯। বাংলাদেশ নেজামে ইসলামে পার্টি : উচ্চকক্ষে ১০০ জনের বাইরে আইন দ্বারা নির্ধারিত ৫ প্রতিনিধিদের মধ্যে কমপক্ষে একজন প্রবাসী প্রতিনিধি হওয়া উচিত। পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। রাজনৈতিক দলের প্রাপ্য আনুপাতিক হারে ভোটের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হবে। উচ্চকক্ষে দলীয় নিদলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নিশ্চিত করার বিধান রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে বিরোধিতা করে দলটি। উচ্চকক্ষে বিশাল সংখ্যায় বিশেষায়িত করা প্রয়োজন নেই। উচ্চকক্ষ থেকে কোনো বিল নিম্নকক্ষে ফেরত আসলে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। এতে চেক এন্ড ব্যালেন্স প্রতিষ্ঠিত হবে না। উচ্চকক্ষের ক্ষমতা কীভাবে বাড়ানো যায় তা চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

১০.২০। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ : গত ৫৩ বছরে জনগণের ইচ্ছা শতভাগ প্রতিফলিত হয়নি। এপি/পিপি ৫৪ বছর যাবৎ চলে আসছে। নির্বাচনের নামে গণতন্ত্রকে হরণ করা হয়েছে। দিনের ভোট রাতে করা হয়েছে। বিনাভোটে নির্বাচন হয়েছে। সকলের মুখে গণতন্ত্র থাকলেও তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীর ৯১টি দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন রয়েছে। একটি মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে নিম্নকক্ষের নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে হবে। নিম্নকক্ষে ১০ শতাংশ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও কোনো আসন না পেলে উচ্চকক্ষে কতজন প্রার্থী দিবে, তা সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। পিআর হলে ১০ শতাংশ ভোট পেলে ৩০টি আসন নিম্নকক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে। ১০ জন উচ্চকক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে এবং ১০ জন নারী আসনে যাওয়া সম্ভব হবে। একটি ধূম্রজাল রয়েছে যাতে জনগণের মতামত শতভাগ প্রতিফলন না ঘটে। দু-একটি দল ব্যতীত অধিকাংশ দল পিআরের পক্ষে রয়েছে। এপি/পিপি এর মাধ্যমে নির্বাচন হবে। পিআর পদ্ধতিতে শতভাগ জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটে। কার্যকরী সংসদ হবে। স্বৈরাচারমুক্ত দেশ হবে। মেধার বিকাশ ঘটবে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে সঠিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। নিম্নকক্ষ কীভাবে গঠিত হবে তা এজেন্ডাভুক্ত করে খোলামেলা আলোচনা প্রয়োজন।

১০.২১। নাগরিক ঐক্য : দুটি হাউসে যে সিস্টেম রয়েছে, সেই সিস্টেমে ভোট হবে। অর্থাৎ নিম্নকক্ষ যে ভোট পাবে, তার প্রফেশনের আপার হাউস হবে। এটি একেবারে লোয়ার হাউসের replica হবে। এ মুহূর্তে লোয়ার হাউসে প্রতিনিধিত্বমূলক, পিআর সিস্টেমে কথা বলছি না। যদিও পক্ষে আছি। এ মুহূর্তে এটির উপর জোর দিচ্ছি না। আমরা মনে করি যে, আপার হাউসে এটি লাগবে। লোয়ার হাউস থেকে যে বিলগুলো যাবে সেটি যদি নিম্নকক্ষে দুই বার পাঠিয়ে দেয়, তার মানে লোয়ার হাউসেরটাই যাবে। তাহলে আপনার হাউসের কথা থাকে না। সংবিধান সংশোধন, জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত চুক্তি নিম্নকক্ষের সাথে সাথে উচ্চকক্ষের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা থাকবে। এটি আপার হাউসকে স্পেশাল পাওয়ার দেয়। লোয়ার হাউস পাশ করেছে, কিন্তু আপার হাউস যদি অনুমোদন না করে সেক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ভোটে হবে।

১০.২২। আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) : উচ্চকক্ষ কোনো বিল যদি ড্রপ বা হোল করতে না পারে তাহলে পাওয়ার সেভাবে দৃশ্যমান হবে না। আমাদের দেশে ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্ট অনুসরণের চেষ্টা করা হয়। তারা একটি বিল এক বছর পর্যন্ত হোল্ড আপ করতে পারে। এক বছরের বেশি হলে আবার reintroduce করতে পারে। reintroduce এর পরে 'House of Roles' পাশ করতে পারে। আপার হাউস by this time achieve করে। যার ফলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। আপার হাউস যদি কোনো বিল ড্রপ করতে না পারে তাহলে তার পাওয়ার কার্টেল হয়েছে। যেহেতু উভয় হাউসের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে তাই এর

কার্যকারিতার জন্য পিআর সিস্টেম ডিল করতে হবে। **বেশির ভাগ দল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমত, সেই হিসেবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে দলটি একমত হয়েছে।** এটির নেচার, ফাংশন যদি ceremonial হয়ে যায়, এটির মূলত কোনো কাজ নেই। এটি একটি spend হওয়ার জন্য পার্লামেন্ট। আরো কিছু মানুষকে একোমোডেড করার একটি আইডিয়া।

১০.২৩। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল : আপার হাউসের ব্যাপারে একমত।** এর কাঠামোগতভাবে যে প্রস্তাব করা হয়েছে, ৫০ ভাগ প্রত্যক্ষভাবে ভোটে নির্বাচিত হবে, ৫০ ভাগ বিভিন্ন শ্রেণিপেশা বুদ্ধিজীবীসহ অন্যান্য পেশা থেকে ভোটের তালিকা করতে হবে। তাদের একটি নির্বাচনি এলাকা ঠিক করতে হবে। কোন কোন পেশা মিলে তারা ভোট দিবে। কারা কারা থাকবে তার ভিত্তিতে ভোট পরিচালিত হবে। নির্বাচিতদের বিজয়ী ঘোষণা করতে হবে। এভাবে আপার হাউজ গঠিত হতে পারে।

১০.২৪। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) :** শর্তসাপেক্ষে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের সমর্থন দেওয়া হয়েছিল। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট কেন আসছে, তা বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ যাতে একটি ডেমোক্রেটিক স্পেস তৈরি হয়। দুইটি কক্ষের মধ্যে একটি কক্ষ পিআর পদ্ধতি থাকতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিল দুটি কক্ষেই পাশ করতে হবে। নিম্নকক্ষে যদি সংখ্যানুপাতে নির্বাচন করা সম্ভব হতো। নির্বাচনে টাকার ব্যবহার, পেশিশক্তি, ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা সম্ভব হতো, দুর্নীতিগ্রস্ত, ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, সেটি যদি নিশ্চিত করা সম্ভব হতো, রিকল করার সিস্টেম যদি থাকতো তাহলে বিশাল আয়োজনের প্রয়োজন হতো না। শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট করার মধ্য দিয়ে কার্যকারিতা দাঁড়াবে না। রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পদ অপচয় হবে। আইন নিয়ে আলোচনা হোক। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে আলোচনা হোক। বৈদেশিক যে চুক্তিগুলো হচ্ছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলো অবশ্যই উভয়কক্ষে পাশ করতে হবে। এটি একটি আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না।

১০.২৫। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট :** আগে ও এখনো জোট বলেছে যে, **উচ্চকক্ষের ব্যাপারে একমত।** নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হবে। সংবিধান সংশোধন, জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত চুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণাসংক্রান্ত বিলের নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা থাকবে। নিম্নকক্ষে যে সমস্ত বিল আসবে, পাশ হবে, উচ্চকক্ষে পাঠাবে, উচ্চকক্ষ পাশ করলে ভালো, না পাশ করলে দুই মাস পর চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। পরবর্তীকালে পাশ না করলে বাতিল বা ফেরত দিতে পারবে। সংবিধান সংশোধন, জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত চুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণাসংক্রান্ত বিলের বিষয়ে উচ্চকক্ষ যদি অনুমোদন না দেন, তাহলে দীর্ঘসময় বসে থাকা সম্ভব নয়। এক মাসের মধ্যে ফেরত দিবে। দুই মাসের মধ্যে বিল পাশ না করলে মনে করা হবে অটোমেটিক পাশ হয়ে যাবে।

১০.২৬। **১২ দলীয় জোট : দ্বিকক্ষ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গত দুই বছর আগেই একমত।** রাজনৈতিক দল নিম্নকক্ষে যে আসন পাবে তার ভিত্তিতেই বণ্টন করা হবে। ডাক্তার বলতে বিভিন্ন ধরনের ডাক্তার রয়েছে। আবার কৃষক বলতে বিভিন্ন ধরনের কৃষক বোঝায়। এভাবে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন রয়েছে। সে হিসেবে পেশাজীবীর ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ কবে দলটি। পিআর পদ্ধতি একটি দিক হচ্ছে সকালে এক সরকার, বিকালে এক সরকার, রাতে আরেকটি সরকার। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালের নির্বাচন নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। তাদের সংখ্যানুপাতে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে। দলটি জানুয়ারির নির্বাচনের পর ধারাবাহিকভাবে মাঠে অবস্থান করেছে বলে জানায়। ঘূর্ণায়ন পদ্ধতিতে ঘোরা হচ্ছে, সেখান থেকে বের হতে হবে।

১০.২৭। **সহ-সভাপতি :** ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালের নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, তারপরও একটি শর্ত যুক্ত করতে হবে। যেটি আপনি আগেই বলেছেন। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালের নির্বাচন কিছু কিছু দল পরবর্তী সময়ে দ্বিমত করেছে। আপনি যখন বলেছেন, সেখানেও আবার একটি ক্যারিয়ার তৈরি হয়। শুধু ওটি বিবেচনা নয়, তার বাইরেও কিছু বিবেচনা রাখতে হয়। আপনি যেটি বলেছেন, সেটি বিবেচনার পাশাপাশি আরো কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হচ্ছে। প্রত্যেকটি কমিশন আলাদাভাবে এগুলো বিবেচনা করেছে। যারা ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু ফ্যাসিবাদীর সহযোগী হয়নি। ফ্যাসিবাদ

বিরোধী সংগ্রামে ছিল। তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে ঐকমত্যের চেষ্টা করা হয়। এক অর্থে সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কাজ করেছে। আপনাদের কিছু আপত্তি আছে। এ ফোরাম তৈরি হয়েছে যতটা সম্ভব রিপ্রেজেনটেটিভ করার জন্য। এটি নোট হিসাব বলা হলো। আপনার অবস্থান আমরা আমলে নিচ্ছি।

১০.২৮। **খেলাফত মজলিস : উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রে আপত্তি নেই। উচ্চকক্ষের নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে হতে হবে।** সাথে সাথে তাদের দায়িত্ব দিতে হবে। তিন মাস পার করে সেটি পাশ হয়ে যাবে এটি সম্ভব হবে না। সংবিধান সংশোধন, বিদেশি পলিসি উচ্চকক্ষে পাশ হওয়া প্রয়োজন। তাহলে উচ্চকক্ষ অর্থবহ হবে।

১০.২৯। **আমজনতার দল :** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের অবস্থান নেতিবাচক। এটি অর্নামেন্টাল মনে হচ্ছে। অনেক দেশে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব জনগণের পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করে না। এই ফোরামে দুইজন নারী প্রতিনিধিত্ব করছে। তার মানে বাংলাদেশে অর্ধেক ভোটার নারী নয়। সংস্কারের জন্য বসা হয়েছে। পুরাতন ধ্যান ধারণা মাথায় নিয়ে সংস্কার করা সম্ভব নয়। দুটি ঐকমত্য সংস্কার কমিশন করা যেতে পারে। একটি ওল্ড জেনারেশন, অন্যটি নিউ জেনারেশন। জুলাই মানে একটি মাস নয়। জুলাই মানে আত্মত্যাগসহ সমস্ত কিছু। নারী ইস্যু ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা থাকছে। জুলাইয়ের পর যদি একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় সরকার পাওয়া যেত তাহলে এ অবস্থা হতো না। নারী ইস্যু নিয়ে একটি ঐকমত্য প্রয়োজন। সেটি যদি হয় তাহলে ভালো। না হয়ে থাকলে পরিষ্কার করার অনুরোধ জানান। বিদ্যমান ব্যবস্থায় ৫০ জন সংরক্ষিত নারী রয়েছে। অলংকার হিসেবে নারী প্রতিনিধিত্ব তার দল চায় না।

১০.৩০। **জাতীয় নাগরিক পার্টি :** ঐকমত্য কমিশনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায় দলটি। ঐকমত্য কমিশন এতটাই নমনীয়তায় পর্যবসিত হয়েছে, সেটি আশঙ্কার মধ্যে ফেলেছে বলে দলটি জানায়। মৌলিক সংস্কারের বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। সেই বিষয়গুলো "বিএনপি" বা তার সাথে আরো কয়েকটি দল বিরোধিতা পোষণ করছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা হওয়ার পরেও অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে। গত বছর এমন এক বাংলাদেশে আশা করা হয়েছিল যে বাংলাদেশে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকবে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ থাকবে, জবাবদিহিতা থাকবে। যদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্বের ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর করায়ত্ত হয় তাহলে ঐকমত্য কমিশনে বসা এবং এত মানুষের জীবন দেওয়ার আলাদা কোনো অর্থ থাকে না। যদি উচ্চকক্ষ গঠনের সময় সেখানে নিম্নকক্ষের পিআর অনুযায়ী সেখানে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ করা হয়, তাহলে আলাদা করে উচ্চকক্ষের প্রয়োজন থাকে না। একটি কার্যকর উচ্চকক্ষ হতে হবে। কার্যকর উচ্চকক্ষ হতে গেলে মোট যে ভোট, সেই ভোটের পিআর অনুযায়ী প্রতিনিধিত্ব ঠিকঠাক করতে হবে। যদি নিম্নকক্ষের replica হয়, তাহলে আদতে সেটির কোনো প্রয়োজন হয় না। উচ্চকক্ষের যে কার্যপরিধি রয়েছে, সেখানে যদি কিছু পাওয়ার দেওয়া না হয়, তাহলে শুধু নিম্নকক্ষে যা আলোচনা হলো সেটাকে তারা আলোচনা করে সেখানেই শেষ হয়ে গেল এরকম উচ্চকক্ষের প্রয়োজন থাকে না। সংবিধান সংশোধনের জন্য উভয়কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগবে। সংবিধানের মৌলিক কিছু বিষয় রয়েছে, কিছু আর্টিকেল রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই গণভোটে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশে গত ৫৩ বছর যাবৎ সংবিধানকে কয়েক বার কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। এক ব্যক্তির জন্য সংবিধান সংশোধনের জন্য যেতে হয়েছে। সংবিধানকে এত খেলনার বস্তু বানানো যাবে না। গণপরিষদের নির্বাচনের বাস্তবতার কথা এ কারণে বলা হয়েছে যাতে যে মতপার্থক্যের জায়গা তৈরি হচ্ছে। ঐকমত্য কমিশন কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে তাদের প্রস্তাবগুলো পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এতে হাউজের কাছে মনে হয়েছে যে, পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা এ অনুরোধকে নাকচ করেছে। তারপর আলোচনার জায়গা ততটা থাকে না। তার মানে রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা কী জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং জুলাইয়ের প্রত্যাশা সেটি কি বাস্তবায়ন করব? না বিদ্যমান মনোভাবের প্রতিই অবিচল থাকব? শুধুমাত্র ক্ষমতার চর্চা করা এখনকার প্রাপ্তি হতে পারে না। এই হাউসে প্রত্যেকে আলোচনা করব, প্রত্যেকে তার মতামত উপস্থাপন করব, তার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ঐকমত্য কমিশন এনসিসির প্রস্তাবনা নিয়ে আসার একটি কারণ আছে। এনসিসি গঠন প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো আপত্তির জায়গা ছিল। সেখানে বিরোধী মতের সংখ্যা বেশি ছিল। এই

আপত্তি যখন ছিল তখন ঐকমত্য কমিশন আপত্তিগুলো বিবেচনায় নিয়ে সেটিকে সবার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগ কমিটি নামে নামকরণ করা হয়েছে। এখানে যে নামেই দেন কেন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়োগ অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র বডি থাকবে। সকল রাজনৈতিক দলের সম্মিলনে হবে। যেটা কমিশনের কাছে বলা হয়েছে। সেরকম একটি স্বাধীন বডির মাধ্যমে হতে হবে। এই জাগয়াগুলোতে ছাড় দেওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের বিষয়টি সংবিধানের সাথেই সংযুক্ত করতে হবে। সংবিধানের বাইরে গিয়ে শুধু আইনের ফাঁকফোকরের মধ্যে যদি রাখা হয় তাহলে মূল লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। এই হাউজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এখানে এখন পর্যন্ত জনগণের বৃহৎ যে অংশ তারাই হাউজের মধ্যে দৃষ্টি গোচরীভূত থাকে। সেই বৃহৎ অংশকে যেন আমরা satisfz করতে পারি। এটি আমাদের সকল রাজনৈতিক দলকে বিবেচনায় নিতে হবে।

১০.৩১। **গণসংহতি আন্দোলন :** সকালেই সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যগণের নিয়োগ কমিটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। মনে হয়, প্রস্তাব এখনো সার্থক যে, এ বিষয়ে আরো আলোচনা চালিয়ে যাব যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি ঐকমত্যের জায়গায় আসতে পারছি। সেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। আমরা সকলে ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য আলোচনা করছি। কাজেই নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিক কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, সেগুলো যদি নির্বাহী ক্ষমতার সাথে একটি ন্যূনতম চেক এন্ড ব্যালেন্স না থাকে বাংলাদেশে কী অভিজ্ঞতা হয় সেটা লক্ষ করা গেছে। সবাই যাতে এক জায়গায় আসতে পারি, অন্ততপক্ষে যতগুলো প্রতিষ্ঠানের নাম বলা হয়েছে, তার মধ্যে কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য আলোচনা করতে পারি যে অন্ততপক্ষে দুই তিনটি প্রতিষ্ঠান। এমনকি সংবিধানেও যা কিছু থাকে, সেটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না। সংবিধানও রাষ্ট্রের বিকাশের প্রক্রিয়ায় নানাভাবে পরিবর্তন ঘটে। বাস্তবতার প্রয়োজনে তা পরিবর্তন পরিমার্জন ঘটে। উচ্চকক্ষ নিয়ে আলোচনা আজকে পুনরায় হচ্ছে। এটি আগের দিন প্রায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটি দল ভিন্নমত জানিয়েছে। তখন এই আলোচনা আমাদের মধ্যে আরো bilaterally নানান ফরমে হবে। ফলে সকলেই উচ্চকক্ষ অনুমোদনের বিষয়ে একমত হতে পারব। এটিও মোটামুটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে কর্মসূচি একরকম ছিল। এ রকম বিষয় নয় যে, unitary government-এ কোথাও উচ্চকক্ষ নেই। উচ্চকক্ষ unitary government-এর মধ্যে আছে। বাংলাদেশেও এটি প্রয়োজন আছে। উচ্চকক্ষের আলাপ-আলোচনা রাজনৈতিক গুরুত্বটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছু শুধু ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য হয় তা না। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে আলোচনা রয়েছে যে, অন্যান্য সাধারণ বিলের ব্যাপারে উচ্চকক্ষ আলোচনা করতে পারবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিম্নকক্ষেই সিদ্ধান্ত নিবে। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে প্রস্তাব হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ উভয় কক্ষে প্রয়োজন হবে। সেটি একটি কাঠামোগত জটিলতা তৈরি করতে পারে। যদি পিআর পদ্ধতিতে হয় তাহলে উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দলের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বিষয় হয়ে যাবে। ফলে সংবিধান সংশোধন অসম্ভব কাতারে পরিণত হতে পারে যদি ন্যূনতম প্রয়োজনের জায়গায় পড়ে। সেক্ষেত্রে এটিও অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। উচ্চকক্ষে পিআর কিন্তু সিম্পল মেজরিটিতে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি। নিম্নকক্ষে দুই তৃতীয়াংশ থাকলে উচ্চকক্ষ ১০০ সদস্যের থাকলে এবং সেখানে পিআর পদ্ধতি থাকলে সিম্পল মেজরিটিতে যদি সংবিধান সংশোধন গ্রহণ করতে পারি, তাহলে সেখানে ঐকমত্যের জায়গা তৈরি হতে পারে। নিম্নকক্ষে ন্যূনতম কত শতাংশ ভোট থাকলে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্ব পাওয়া যাবে। উচ্চকক্ষের লক্ষ্য হচ্ছে পিআর পদ্ধতি। যাতে সর্বাধিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব আসে। যারা তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক আসন কিংবা কম ভোট পাচ্ছেন তাদেরও যেন প্রতিনিধিত্ব থাকে। থ্রেশহোল্ড দেওয়ার মানেই হচ্ছে ওটা একধরনের খর্ব হওয়া। তাতে তুলনামূলক বড় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব বেশি থাকবে। সেখানেও একটি বিবেচনার জায়গায় আসা দরকার। ঐকমত্যের স্বার্থে যদি কোনো বার আসে আপনারা ১ শতাংশের কথা বলেছেন। সেটির সাথে যদি একমত হতে পারি মধ্যম পন্থার স্বার্থে, সেটিও ছাড় দিতে পারলে ভালো হতো। অংশগ্রহণের জায়গা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ন্যূনতম ভোট পার্সেন্টেজে সর্বনিম্ন জায়গায় এসে ১০০ জন যেখানে শেষ হয়, সেখানে সেটা নির্ধারিত হবে। ফলে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল বাদ পড়ে

যাবে। সেই অংশ চলে যাবে বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষে। আবারও প্রস্তাব করছি যে, **উচ্চকক্ষ প্রয়োজন। উচ্চকক্ষ পিআর পদ্ধতিতে হবে।** সেখানে ন্যূনতম থ্রেশহোল্ডের বিষয়টি সকলের আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হবে। সেখানে সংবিধান সংশোধনের যে প্রস্তাব রাখা হচ্ছে, সেটা সিম্পল মেজরিটিতে হবে। শেষ পর্যন্ত একটি পদ্ধতির জায়গায় যেতে হবে। যে note of dissent-এর জায়গা রাখা হয়েছে, সেটি কীভাবে ব্যবহারের জায়গায় যাওয়া সম্ভব। পার্থক্যের জায়গা দুই দিক থেকেই আসতে পারে। যাদের আপত্তি থাকবে, সেই আপত্তির জায়গাগুলোকে note of dissent-এ রাখতে পারলে। যাতে তাদের মতামত দিতে পারে। যেখানে স্বাভাবিক ঐকমত্য হচ্ছে স্বাভাবিক ঐকমত্য হওয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের মত থাকবে।

১০.৩২। **গণঅধিকার পরিষদ :** স্টেকহোল্ডারদের ক্রাইটেরিয়া আছে কিনা বা নির্ধারণ করতে পারেন কি না। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালের নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে। মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৯১ সালের কথা বাদ দেন। পরবর্তীকালে যে কয়েকটি পার্লামেন্ট হয়েছে। গত ১৬ বছর বিরোধী দলের নেতারা যারা শক্তভাবে রাজপথে লড়াই করেছে, সকলে মিলে এই পরিবর্তন আনতে পারেনি। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ওই সাহসী এবং প্রতিবাদী প্রজন্মই আজকে মুক্ত আবহাওয়া এনে দিয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের আলোচনা করা, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের বিষয়ে আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছে। সুতরাং এই সংস্কারের প্রশ্নে আপনি old generation politics fail করেছে। যে কারণে new generartion emerged করেছে। তারা সফল বিপ্লব ঘটিয়েছে। সুতরাং সংস্কারের প্রশ্নে এবং পরিবর্তনের প্রশ্নে তাদের মতামতই অগ্রাধিকার পাবে। এটি মনে রাখা উচিত বলে মনে করি। আপনি টর্চারের কথা বলেছেন। এই হাউসে টর্চার ভিকটিম যদি ইন্ডিভিজুয়াল লোক থাকে সেটি হচ্ছে আমি এবং আকতার। ডাকসু সমাজসেবা সম্পাদক হয়ে ডিবির একজন পুলিশের জুনিয়র কর্মকর্তা। বিসিএস দিয়ে এএসপি হয়েছে। ডাকসু সমাজসেবা সম্পাদকের গলায় পারা দিয়ে ধরেছে। অনেক তিক্ততার মধ্যে আমরাও এসেছি। sacrifice আপনারা সিনিয়র কলিগ হিসেবে করেছেন। সংস্কার প্রশ্নে আপনাদের আলোচনা প্রাধান্য পাবে। এ ভাবনা থেকে আপনাদের মনে হয় বের হয়ে আসা উচিত। আপনাদের তরুণদের কথা শুনতে হবে। যে তরুণরা এই বন্দুকের নলের সামনে রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা শিক্ষা নিয়ে কিংবা তাদের ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করার জন্য আজকের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছেন। ঐকমত্য কমিশনকে এতটা নমনীয় হলে চলবে না। আমাদের কথা নেন, সেটা বলছি না। আপনাদেরকে কিছু জায়গায় নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। আজকে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের কথা বা উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের যে আলাপ এসেছে। আমরা একটি ছোট দল হতে পারি। ২০২১ সালে জন্ম। আমাদের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে, **বাংলাদেশে ভারসাম্যপূর্ণ সংসদের জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ এবং আনুপাতিক হারে নির্বাচন চাই।** বিভিন্ন আলোচনার আবহে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রধানত বড়ো রাজনৈতিক দলসহ প্রচুর দলের আপত্তি আছে। আমাদের পজিশন ঐকমত্যের স্বার্থে সরে আসব। একটি ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। অন্তত পুরো ইলেকশন কিংবা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। সংখ্যানুপাতিক হারে না হলেও অন্তত শুধু আপার হাউজ সংখ্যানুপাতে নিশ্চিত করা হয় সেখানে একমত। একটি জায়গায় অন্তত পজিশনে থাকতে হবে। উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য থ্রেশহোল্ড দেওয়া দরকার। কারো যদি ১০০ আসন থাকে, ১ শতাংশের নিচে ভোট পেলে তার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। ১%, ২%, ৩%-এ যেতে পারে তাহলে ওই অনুযায়ী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। এখানে নতুন করে কোনো বার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সাকিবের আলোচনায় যেটি এসেছে, যেটি আগের আলোচনায় বলা হয়েছে। কিছু বিষয় সমন্বিত আলোচনা। এনসিসি ভালো কনসেপ্ট ছিল। পুরানো রাজনৈতিক চর্চায় অনেক নেতৃবৃন্দ মনে করছেন যে, এটি এ মুহূর্তে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। সংস্কার কমিশন পরিবর্তন করেছেন। আপনারা পজিশন পরিবর্তন করেছেন। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি যে, ঠিক আছে। ঐকমত্যে যাওয়ার জন্য ভালো প্রস্তাব। আপনারা সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ নিয়োগ কমিটি করেছেন। সর্বশেষ আলোচনায় ৫ থেকে ৭টি কমিশনের নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা, আপনারা সেখানে ৬টি করেছেন। সাকিব সাহেব বলেছেন যে, 'প্রয়োজনে আরো কিছু কমানো যেতে পারে।' আমরা একমত। অন্তত ইলেকশন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, ইসি, পিএসসি। আওয়ামী লীগ গত ১৬ বছরে পুরো চেঞ্জ করেছে। পরবর্তী সরকারে যারা আসবে, পিএসসিকে যদি

ইন্ডিপেনডেন্ট না করতে পারি, তাহলে কোটা বা মেধার জন্য রাজপথে আন্দোলন করে রক্ত দেওয়া হয়েছে, আবার কিন্তু ছাত্ররা রাজপথে আসবে। যখন নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণ করা হবে। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগে তিনটি কমিটিকে আপনারা বিবেচনা করতে পারেন। আনুপাতিকহারে উচ্চকক্ষ চাই। পারিপার্শ্বিক মতামতের ভিত্তিতে একটি কক্ষে সিদ্ধান্ত নেন তাতে স্বাগত জানাবো। ন্যূনতম বারের ক্ষেত্রে ১ শতাংশ। যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আসবে তার নিচে বা ২, ৩, ৪, ৫ শতাংশ অর্থাৎ শতাংশের কোনো বার দেওয়া ঠিক হবে না। উচ্চকক্ষে দুই মাস একটি বিল পড়ে থাকে, তাহলে অটোমেটিক্যালি অনুমোদিত বলে ধরে নেওয়া হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মনে করবে যে, এটি ঝুলিয়ে রাখি। আলোচনার দরকার নেই। অটোমেটিক্যালি পাশ হয়ে যাবে। এই পরশন কীভাবে করা যেতে পারে তা রিভিউ করা যেতে পারে।

১০.৩৩। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি :** ৫টি প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিকভাবে নিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে। সেটি কমিয়ে ৩ বা ৪টি করা। নির্বাচন কমিশন, পিএসসি, দুদক এরকম বিষয়ে বিএনপি বিবেচনা করতে পারে কি না। তাহলে একটি বোঝাপড়ার জায়গায় আসা যেতে পারে। এখানে সালাহউদ্দিন সাহেব আছেন। তিনি অবশ্যই বিবেচনা করবেন। দলের সাথে কথা বলার সুযোগ থাকে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাবি। অনেকেই উচ্চকক্ষ এখন প্রয়োজন মনে করছেন না। তারাও নীতিগতভাবে উচ্চকক্ষে তারা যাবে না। এরকম কোনো অবস্থা তাদেরও নয়। বরং এটি পরবর্তী পার্লামেন্টে আলোচনা হতে পারে। নীতিগতভাবে আপত্তির জায়গা খুব জোরালো না। এই পয়েন্টটি নোট করা দরকার। দলের আনুষ্ঠানিক অবস্থান ব্যক্ত করতে হলে এই পরিসরে আলোচনার কোনো দরকার ছিল না। আপনার যুক্তি যদি উপযুক্ত হয়, নিশ্চয় সেটা গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়ে বসা হয়েছে। না হলে ঐকমত্যের জায়গা অর্জন করা সম্ভব হবে না। উচ্চকক্ষের বিষয়টি সাধারণ একটি ঐকমত্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্রমঞ্চে ৪১ দফা উত্থাপিত হয়েছে। এর বাইরেও রাজনৈতিক দলগুলো নানাভাবে সক্রিয় ছিল। প্রত্যেকের অধিকার হিসেবে অধিকাংশ উচ্চকক্ষের বিষয়ে সম্মতি আছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের ঐকমত্যের জায়গা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব কীভাবে হবে? যেটি সবার মধ্যে আলোচনার মধ্যে এসেছে, যদি নিম্নকক্ষের আসন অনুপাতে যদি হয় তাহলে উচ্চকক্ষের আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না বা কোনো কার্যকারিতা আছে কি না? রাষ্ট্রের ব্যয় বাড়াতে চাই না। সাদা হাতির খরচ কমিয়ে যত বেশি জনবান্ধব করা যায়। যখন আরেকটি বডি করা হবে নিশ্চয় তার কিছু উদ্দেশ্য থাকবে। নিম্নকক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করার জন্য একটি বিধিবিধান তৈরি করা। **আপাতত আলোচনায় ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারণ করার বাইরে যে আলোচনা হয়েছে। এর চেয়ে তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবনা হাউজের কাছে নেই**। এ বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রাখা। এটি করা ছাড়া উচ্চকক্ষকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে করা কোনো অর্থবহ হবে না। একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে উচ্চকক্ষ কী কী দায়িত্ব পালন করবে। সংবিধান সংশোধন, জাতীয় নিরাপত্তা চুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণাসংক্রান্ত বিষয়ে। এগুলো বিশেষ বিশেষ ঘটনা।

১০.৩৪। সহ-সভাপতি : সংবিধান সংশোধন, জাতীয় নিরাপত্তা চুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণাসংক্রান্ত প্রস্তাব নাগরিক সমাজের প্রস্তাব। আপনাদের বিবেচনার জন্য রাখা হয়েছে। সংবিধান সংস্কার থেকে এ রকম প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। আপনারা যদি যুক্ত করার কথা বলেন, সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১০.৩৫। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি :** এ বিষয়ে দলটির সম্মতি রয়েছে। এ রকম জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে যেখানে একটি আপার চেম্বার আছে। একটি সংসদের ৫ বছরের মেয়াদে এ রকম ঘটনা একবার দু বার হবে। উচ্চকক্ষে নীতিগতভাবে এটি রাখতে পারলে ভালো হবে। উচ্চকক্ষ থাকলে নিম্নকক্ষ যা খুশি তাই করার সুযোগ থাকবে না। উচ্চকক্ষ সংখ্যানুপাতে হলে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সেই জায়গাগুলো থেকে যদি সিম্পলি মেজরিটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হলে বোঝাপড়ার জায়গাটি বাড়ে। কত শতাংশ ভোট পেয়ে উচ্চকক্ষে আসন নিশ্চিত করা যাবে, আগে ছিল ৫ শতাংশ। এখন এটি ১ শতাংশের মধ্যে আলোচনায় এসেছে। ১ শতাংশ থেকে আরো কমিয়ে আনার সুযোগ আছে কি না সেটি বিবেচনার মধ্যে থাকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। ইলেকশন কমিশনের দিক থেকে ৫০ শতাংশ করার

বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। রাজনৈতিক দলগুলোর এক্তিয়ারের মধ্যে রাখা দরকার। উচ্চকক্ষে তার দলের ২০ জন যদি প্রতিনিধি হয়, কোন ২০ জন প্রতিনিধি হবে। তাহলে জনগণ আগে থেকেই জানতে পারবে। সুতরাং তার মেরিট বাছাই করার সুযোগ আগে থেকেই থাকবে। পরবর্তী সময়ে ৫০ শতাংশ বলেছেন। ইতোমধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার করেছেন। পেশাজীবীদের মধ্য থেকে বাছাই একটি কঠিন ও জটিল প্রক্রিয়া। এ মুহূর্তে বিবেচনার মধ্যে নেই। নির্বাচন কমিশন আরপিওতে দলগুলোতে সমস্ত পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী রাখার বিধান করেছিলেন, যেটি কোনো দলেরই অর্জন করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত ৩৩ শতাংশ নারীর মনোনয়ন দেওয়ার বিধানে যদি একমত হওয়া সম্ভব হতো বা অর্জন করার জায়গায় যাওয়া সম্ভব হতো তাহলে সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন হতো না। এটি একটি বিবেচনার মধ্যে রাখা যেতে পারে। প্রত্যেকে নারীদের ক্ষমতায়ন করতে চান। বিএনপিসহ যারা আছেন তাদের এ ব্যাপারে একটু এগিয়ে আসতে হবে। কোন প্রশ্নে একমত হব এবং কোন প্রশ্নে ছাড় দেবো এরকম বোঝাপড়ার জায়গা তৈরি করা প্রয়োজন। অনেক দৌড়ানো হচ্ছে, কিন্তু বেশি আগানো যাচ্ছে না।

১০.৩৬। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল :** নিম্নকক্ষ গঠনে কমিশনের যে প্রস্তাব তা হচ্ছে সরাসরি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট। নিম্নকক্ষ ৪০০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে। ৩০০ সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। **এই অংশের সঙ্গে একমত।** আরো ১০০ জন নারী সদস্য, দেশের নির্ধারিত ১০০টি নির্বাচনি এলাকা থেকে কেবল নারীদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। **এ অংশের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে।** উভয়কক্ষে একজন করে ডেপুটি স্পিকার যিনি বিরোধী দল থেকে মনোনীত হবেন, **এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত।** উচ্চকক্ষ সিনেট নামে অভিহিত হবে। ১০০ জন প্রার্থীর মধ্যে কমপক্ষে ৫ জন আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সামাজিক ও অনগ্রসর সম্প্রদায় প্রতিনিধিত্ব করবেন। **এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত।** সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উচ্চকক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব থাকবে। **অর্থাৎ পিআর পদ্ধতির বিষয়ে দ্বিমত।** প্রত্যেক দলের প্রাপ্ত আসনের ৫০ শতাংশ দলের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ আসন নিদর্লীয় ভিত্তিতে। নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, মানবসেবা প্রদানকারী, শ্রমজীবীর প্রতিনিধি, নারী উন্নয়নকর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে সংখ্যানুপাতে হারে। **সংখ্যানুপাতে করা হলে দ্বিমত।** বিদ্যমান যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেভাবে হলে বিবেচনা করা যেতে পারে। ৫০ শতাংশ দলের মধ্য থেকে বাকি ৫০ শতাংশ বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে। দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্য হতে ৩০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। এটি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। যদি আগের ক্যাটাগরিতে নারী থেকে থাকে, সেখানে যদি সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় তাহলে সেখানে বিবেচনা করা যেতে পারে। ৩০ শতাংশ এখানে নয়। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারবে না। উচ্চকক্ষে দুই মাসের বেশি আটকে থাকলে তা উচ্চকক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বলে বিবেচিত হবে। এই দুই মাস কমিয়ে এক মাস করা হয়েছিল। কারণ একটি সেশন সাধারণ বিবেচনায় ৯০ দিন হয়ে যায়। সেই বিবেচনায় কোনো বিল উচ্চকক্ষে ২ মাস থাকে, তাহলে সেই সেশনে বিল পাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সেটি ১ মাসে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হবে। প্রয়োজনে এক মাস working days করা যেতে পারে। তবে সব বিল উভয়কক্ষে উপস্থাপিত হবে, **এই অংশের থেকে একমত।** অর্থাৎ জেনারেল বিলের ক্ষেত্রে একমত। যদি sedition amendmentবিল এখানে উত্থাপিত হয়, সেটি কীভাবে অনুমোদিত হবে সেটা বলা নেই। উচ্চকক্ষ কোনো বিল প্রত্যাখ্যান করে সেই ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাতে পারবে। নিম্নকক্ষ, উচ্চকক্ষে সংশোধন বিলে সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে, **এটির থেকে একমত।** উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যদি একমত হয় তবে কত সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষ গঠিত হবে? দলটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট প্রত্যাশা করে। উচ্চকক্ষের সদস্য ১০০ হবে, তা প্রস্তাবনায় রয়েছে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাশ করা হয়, তাহলে দলটির যে প্রস্তাব আছে তা নিম্নকক্ষের আসনভিত্তিক উচ্চকক্ষে আসন নির্ধারিত হবে। যদি উচ্চকক্ষে নির্বাচনের জন্য অন্য কোনো বেটার প্রস্তাব আসে কীভাবে উচ্চকক্ষে সদস্য নির্বাচিত হবে। সেই হিসেবে আলোচনা করা যেতে পারে। যদি এর চেয়ে কোনো ভালো প্রস্তাব আসে তাহলে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে জানানো হবে।

১০.৩৭। **সহ-সভাপতি বলেন,** উচ্চকক্ষের নির্বাচন পদ্ধতি পিআর হলে বিএনপির আপত্তি রয়েছে। দ্বিতীয়ত ৫০% পপুলার ভোটের ভিত্তিতে হলে বিএনপির আপত্তি রয়েছে। নিম্নকক্ষের আসনভিত্তিক হলে আপত্তি নেই। কার্যকারিতার ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন আলাদা রাখা হয়েছিল বিধায় এ জায়গায় আসেনি, আলাদা রাখা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের বিষয় প্রস্তাব হচ্ছে, উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ এবং গণভোট প্রয়োজন হবে। কিন্তু আলাপ-আলোচনায় হাউজে একটি প্রস্তাব এসেছে যে, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উচ্চকক্ষে সংবিধান সংশোধন করা যাবে। এ বিষয়টি বিএনপি বিবেচনা করবে কি না তা তিনি জানতে চান। একইসঙ্গে ওটা করা হলে পিআর-এর বিষয়টি বিবেচনা করবে কি না তাও জানতে চান।

১০.৩৮। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি** বলে, কমিশন যদি ৫০% সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিল পাশ হবে প্রস্তাব করলে তখন বিবেচনা হবে যে, ১০০ সিটের মধ্যে সব যদি ভোটের আনুপাতিক হারে দেওয়া হয় তাহলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়ও কোনো সংবিধান সংশোধন বিল পাশ করা সম্ভব হবে না। কারণ বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে বিতর্কিত নির্বাচন বাদে জাতীয় নির্বাচনে এ পর্যন্ত দল বা জোট সর্বোচ্চ ৪১ থেকে ৪৩% ভোট পেয়েছে। ফলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়াও সম্ভব হবে না। সেজন্য বিএনপির প্রস্তাব হচ্ছে, ৫০% সনাতনি পদ্ধতিতে এবং ৫০% নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। ভালো যে কোনো প্রস্তাব দলীয় পর্যায়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে বলে দলটি মত দেয়।

১০.৩৯। **গণসংহতি আন্দোলন** বলেন, থ্রেসহোল্ড যদি রাখা হয় তাহলে ৪০% হলেও আসন সংখ্যা ৫০-এর উপরে হতে পারে। কারণ থ্রেসহোল্ডের কারণে সবাই ১০০%-এ যাবে না। কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষের নাম যথাক্রমে 'জাতীয় সংসদ' ও 'জাতীয় পরিষদ' রাখার প্রস্তাব করে দলটি।

১০.৪০। **সহ-সভাপতি বলেন,** নাম ঠিক করা যাবে, এটা কোনো বিষয় নয়। তার আগে মূল বিষয়বস্তুতে ঐকমত্য হতে হবে। তিনি জুনায়েদ সাকির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তার হিসেবে একটি দলের পক্ষে উচ্চকক্ষে ৫০%-এর বেশি আসন পাওয়া সম্ভব, সে কারণে এটা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কমিশনের নীতিগত বিষয় হচ্ছে, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে যাতে একদল ডমিনেটেড না হয়, সে ভয়াবহতা বন্ধ করা। কারণ সকলকে বোঝাতে হবে সংবিধানের এই সংশোধনী দেশ ও জাতির জন্য প্রয়োজন। সরকারকে আটকানো উদ্দেশ্য নয়, দলীয় বা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন যেন না হয় সেটা রদ করাই মূল উদ্দেশ্য। এখানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রায় সব দলই নীতিগতভাবে চাচ্ছে। কিন্তু কীভাবে হবে এবং এর ক্ষমতা কী হবে এটা মূল আলোচ্য বিষয়। সেক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে ৫১% বিবেচনায় পপুলার ভোটে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যায় কি না তা আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

১০.৪১। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি** বলে, উচ্চকক্ষ এবং উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০০ জনে একমত হলে উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া ও এর ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনের সুপারিশের পাশাপাশি হাউজেই কিছু প্রস্তাব এসেছে। ৫০% বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা থেকে এবং ৫০% দল থেকে এরকম একটি প্রস্তাব এসেছে।

১০.৪২। **সহ-সভাপতি** বিএনপির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এখন পর্যন্ত আলোচনায় ৫০% বা ৩০%-এর যে প্রস্তাব এসেছে তাতে অধিকাংশ দলের সমর্থন নেই, যা সুস্পষ্ট। তাই এ বিষয়টি আলোচনায় এনে সময় নষ্ট না করাই ভালো। সেক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হতে পারে যে, উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠায় সকলে একমত এবং উচ্চকক্ষের আসন সংখ্যা ১০০ জনে নির্ধারণে একমত। অন্যসব বাদ দিয়ে উচ্চকক্ষের ১০০ জন সদস্যের গঠন পদ্ধতি কীভাবে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছানোর প্রতি জোর দেন তিনি। হাউজের আলোচনায় পিআর পদ্ধতির প্রতি সমর্থন থাকায় পিআরে ৫০%-এর থ্রেশহোল্ড রাখা হবে কি হবে না–এটাই আলোচনার বিষয়। কোনো কোনো দল থ্রেশহোল্ড না রাখার পক্ষে। তবে ঐকমত্যের স্বার্থে তারা ছাড় দিতে রাজি আছে। আলোচনার মাধ্যমে থ্রেশহোল্ড ১%-এ একমত তবে ৩%-এর বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। কিন্তু বিএনপির মূল আপত্তি হচ্ছে, পপুলার ভোটে পিআর পদ্ধতিতে। সেক্ষেত্রে ১%-এর থ্রেশহোল্ড রেখে পপুলার ভোটের পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠিত হলে সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্রে শুধু উচ্চকক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বদলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখা হয় তাহলে বিএনপির পক্ষে এরকম একটি প্রস্তাব বিবেচনা করা সম্ভব হবে কি না সে বিষয়ে মতামত দেওয়ার অনুরোধ জানান।

১০.৪৩। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি** বলে, ধরে নেওয়া যায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ও সদস্য সংখ্যায় সবাই একমত। উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা নির্বাচনে এখনকার প্রস্তাব হচ্ছে পপুলার ভোটের থ্রেশহোল্ড ১% বিবেচনা করে। **উচ্চকক্ষে সাধারণ বিলগুলো সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হলেও সংবিধান সংশোধন ৫০% রাখা হলেও পাশ করানো সম্ভব হবে না। ফলে বিষয়টি নিয়ে দলীয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। দলটি প্রথমে এই হাউজকেই ঠিক করতে বলে, উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া কী ধরনের হবে। ৫০টি আসনভিত্তিক এবং ৫০টি পিআর এরকম কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে দলটির প্রতিনিধি বলেন, প্রস্তাবে বলা হয়েছে ৫০% দলের সদস্যদের মধ্য থেকে–এ অংশে একমত। অবশিষ্ট ৫০% সংখ্যানুপাতে প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত। পপুলার ভোটের আনুপাতিকহারে গঠন করা যায় সেক্ষেত্রে সাধারণ বিল পাশ করার বাধ্যবাধকতা নেই।**

১০.৪৪। **খেলাফত মজলিস :** উচ্চকক্ষ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, মূলভিত্তি নিম্নকক্ষ নিয়ে কোনো আলোচনায় না আসায় ধূম্রজাল সৃষ্টি হবে। সকল নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে করার আহ্বান জানায় দলটি। নিম্নকক্ষ যদি পিআর পদ্ধতিতে না হয় তাহলে উচ্চকক্ষের প্রয়োজন হবে না। নিম্নকক্ষে যদি কোনো আসন না থাকে তাহলে উচ্চকক্ষে আসনের কোনো মূল্য থাকবে না। নিম্নকক্ষের নির্বাচন বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা প্রয়োজন।

১০.৪৫। **জাতীয় নাগরিক পার্টি :** ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে পছন্দমতো সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্যই মৌলিক সংস্কারের বিষয়ে বলা হচ্ছে। যাতে হুট করে সংবিধান সংশোধন সম্ভব না হয়। সেই থেকেই উচ্চকক্ষের ধারণা। নিম্নকক্ষের সদস্যদের আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষ হলে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই হবে না।

১০.৪৬। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) :** প্রত্যাশার যে পারদ তৈরি হয়েছে তা বারবার হোঁচট খাচ্ছে। উইলিয়াম জেফারসন বলেছিলেন যে, 'তুমি সরকারটি এমনভাবে সাজাও যেন তোমাকে প্রতিদিন বিরোধী দলের মতো করে বাঁচতে হয়।' একটি গল্প ছিল ১০ বছর শাসনের পর রাজাকে নির্বাসনে যেতে হবে বিধায় কেউ রাজা হতো না। বাজারে এক মুচি ছিল। তিনি ভাবলেন যে, 'আমি কেন রাজা হব না' তিনি ঝুঁকি নিয়ে রাজা হয়ে গেলেন। রাজা হওয়ার পরে যেখানে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হবে সেখানে রাজপ্রাসাদ বানানো শুরু করল। গত ১৬ বছর আন্দোলন সংগ্রাম করার পর আজকে সেই সুযোগ আসার পরে কেন ভুলে যাচ্ছি। জেফারসনের মতে আমি বাংলাদেশকে এমনভাবে গড়ব যেন আমি বিরোধী দলে আসলে সবচেয়ে শান্তিতে থাকতে পারি। বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, পিএসসিসহ অন্যান্য বিষয়ে লুটতরাজের আলাপ তোলা হয়েছে। আজকে সুযোগ আসছে তখন সেই আকাঙ্ক্ষার কথা বলছি না। রাষ্ট্রপতিকে বলা হয়েছে, সার্চ কমিটি করতে হবে, নতুন কমিটি করতে হবে, সেগুলো কেন ভুলে যাচ্ছি। বড় দল হিসেবে সারা দেশের মানুষের প্রত্যাশা আছে। এরকম সুযোগ আর ফিরে আসবে না। জবাবদিহির রাষ্ট্র চাই যেখান থেকে নির্বাহী বিভাগের বাইরে গিয়ে রাষ্ট্রকে জবাবদিহি করা যাবে। সেটি কাদের মাধ্যমে হবে নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন। বিরোধী দল তার দিকে তাকালে আয়নাতে সে নিজেকে দেখতে পায়। রাজনীতিতে একটি চেক এন্ড ব্যালেন্স তৈরি করা। এমন একটি চেম্বার করতে চাচ্ছি, যে সেকেন্ড চেম্বার হবে ফার্মের মুরগিটাকে গলাকাটার পরে মেশিন থেকে বের করে নিয়ে আসার পরে যে অবস্থা করা হয়। তার কোনো পাওয়ার নেই, ক্ষমতা নেই, জবাবদিহি করতে পারবে না। আবার আগের জমানায় ফিরে যাওয়া। দেশের সবচেয়ে বড় দল, সালাহউদ্দিন ভাইয়ের মতো মেধাবী গুরুত্বপূর্ণ নেতারা সবাইকে নেতৃত্ব দিবেন। এগিয়ে নিয়ে যাবেন। যে স্বপ্নের জন্য সবাই লড়াই করেছে। ১০ বছর পরের নির্বাসনের বাগানে সবাই বিভিন্ন এলাকায় শান্তিতে থাকা সম্ভব হয়।

১০.৪৭। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী :** বড় দল হিসেবে বিরোধিতা করলে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। আগামী নির্বাচন পর্যন্ত সকলের অপেক্ষা করা উত্তম।

১১.০০। **সহ-সভাপতি :** রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি থাকায় আগামী ২রা জুলাই সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে সকাল সাড়ে ১০টায় আসার অনুরোধ জানান। আগামী সংলাপে কী আলোচনা হবে তা পরে জানানো হবে। সবাইকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিকাল ৫ : ০০ ঘটিকায় সংলাপ শেষ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৮ম সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৮ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

০২ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	:	**৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৮ম সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি	:	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ	:	১৮ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০২ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	বুধবার, সকাল ১০:৩০ মিনিট
স্থান	:	ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (৩) ব্যারিস্টার নাসরীন সুলতানা মিলি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক (২) মাহফুজুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য **বিকল্প প্রতিনিধি:** আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	

৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আরিফুল ইসলাম আদিব, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) আরমান হোসাইন, সংগঠক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য (২) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদের সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) ব্যারিস্টার নাসিম খান, সভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (৩) এস.এম. শাহাদত, চেয়ারম্যান, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টি	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) শাহাদাত হোসেন সেলিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র (২) সৈয়দ এহসানুল হুদা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল ও সমন্বয়ক (৩) শামসুদ্দিন পারভেজ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	(১) মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব (২) প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, যুগ্ম মহাসচিব	

১৯।	গণফোরাম	সিনিয়র অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক, সভাপতি পরিষদ সদস্য	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বাবলু, আহ্বায়ক	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়

গ. জনাব মো : কামরুজ্জামান শেখ, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। <u>বৈঠকের আলোচ্যসূচি</u>

(১) নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ;

(২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার;

(৩) রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি প্রথমেই ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদগণ, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, আজ জুলাই মাস, যে মাসে ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন শুরু হয়। ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি

শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের বীর শহিদদের প্রতি দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানানোর আহ্বান জানানো হলে সকলে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী জুলাই-আগস্টের বীর শহিদদের জন্য দোয়া ও প্রার্থনা করেন। অতঃপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

৮.০০। **সহ-সভাপতি** জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে ধারাবাহিক আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গত বছর এই মাসে সকল বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি, রক্ত চক্ষু, বুলেট উপেক্ষা করে রাজপথে আন্দোলনে করে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের মাধ্যমে সকলে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছি এবং সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, যেন বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তন/সংস্কারের মাধ্যমে একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। যেন নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও জীবন সুরক্ষিত হয়। যেন গুম, হত্যা, বিচার বহির্ভূত হত্যা, বিচারিক হত্যার শিকার না হতে হয়। এটা রাজনৈতিক দল, কর্মী, ছাত্র-জনতা সর্বোপরি সকল নাগরিকের অবদান। কারণ সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ সাফল্য অর্জন করলেই হবে না, একে সুরক্ষিত করতে হবে। এর জন্য যে সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে তা অব্যাহত রাখা দরকার। এ প্রচেষ্টায় সকলকেই আন্তরিকভাবে সাহায্য করায় পুনরায় ধন্যবাদ জানান। কারণ জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী এ দায়িত্ব আমাদের সকলের। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হয়তো অভ্যুত্থানের এ জুলাই মাসেই সংস্কারের একটি রূপরেখা প্রকাশ করা যাবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে বিগত কয়েকদিনের আলোচনা এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ থেকে বোঝা যায় সকলেই আন্তরিক। আমরা কর্মী, ভাই-বোন, বন্ধু, আত্মীয়স্বজনসহ অনেককে হারিয়েছি। অনেকে এখনো আহত অবস্থায় রয়েছে, যারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন, জীবন দিয়ে লড়াই করছেন। সেই বেদনা নিয়ে এবং তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সকলেই রাষ্ট্র সংস্কারের এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছি। হতাশা নয়। কারণ আলোচনায় কিছু ঐকমত্য হচ্ছে, কিছু অগ্রগতি হচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থান সকলে প্রাণ দিয়ে অনুভব করায় ভবিষ্যৎ আলোচনায় আরো অগ্রগতি হবে, ইনশাআল্লাহ। সে স্পিরিট থেকেই কমিশন আশাবাদী যে, একটি গ্রহণযোগ্য জায়গায় পৌঁছানো যাবে এবং সকলের সর্বসম্মত ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'জুলাই সনদ' প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

৯.০০। সংলাপের কাঠামোগত বিষয় আলোচনা

৯.০১। বিগত ৭ দিনের আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলো রাজনৈতিক দলগুলোকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছে। তা হচ্ছে, আগামীকাল কী কী বিষয় আলোচিত হবে, কী কী বিষয় অনালোচিত রয়েছে এবং কী কী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রদান করা হবে। উক্ত তালিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে পরবর্তী সময়ে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রতিদিনের আলোচনায় প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে না এবং না আসার কারণও রয়েছে। কারণ অনেক বিষয়ের সঙ্গে পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সেজন্য পারস্পরিক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা শেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে অগ্রসর হলে সব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতরও হবে। প্রতিদিনের উপস্থাপিত বিষয়গুলোতে কোনো না কোনোভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হবে। সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া গেলে বাদ রাখা হবে এবং ঐ সব অনালোচিত বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনার সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া যাবে। জুলাই মাস হিসেবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি থাকায় সামঞ্জস্য রাখার স্বার্থে আগামী ১ থেকে দেড় সপ্তাহের বৈঠকের তালিকাও সংশ্লিষ্ট

দল/জোটকে জানিয়ে দেওয়া হবে। আলোচ্যসূচি ও তারিখ সুনির্দিষ্ট হলে দল/জোটের পক্ষ থেকে প্রস্তুতিসহ সংলাপে উপস্থিত হওয়াও সহজতর হবে।

৯.০২। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির** পক্ষ থেকে পূর্বের দিনের আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। এতে করে দল ও জোটগুলোর পক্ষে অনুধাবন করা সহজ হবে আলোচ্যসূচিতে ঐকমত্য হয়েছে কি হয়নি বা অমীমাংসিত রয়েছে বা আলোচনা কোন পর্যায়ে রয়েছে এসব বিষয়গুলোতে। দলটির প্রতিনিধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, যেহেতু সংলাপ চলমান তাই প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় গঠনমূলক বা ইতিবাচক বক্তব্য দেওয়ার জন্য।

১০.০০। **আলোচ্য বিষয় : নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ**

১০.০১। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণী আইন ১৯৭৫ যেটা সর্বশেষ ২০২৫-এ সংশোধন করা হয়েছে, উক্ত আইনের ধারা ৬ এবং ৮-এ সীমানা নির্ধারণের আপডেট বিষয়টি বিস্তারিতভাবে রয়েছে। উক্ত আইন অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণে আপত্তির বিষয়ের প্রতিবন্ধকতাও অপসারিত হয়েছে। প্রাপ্ত আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সীমানা নির্ধারণের সাংবিধানিক ম্যান্ডেট নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন হিসেবে সাংবিধানিকভাবে সমস্ত এখতিয়ার সেখানে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সীমানা নির্ধারণের জন্য প্যারালাল আর একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা সাংঘর্ষিক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বরং আইনটিতে কোনো অসঙ্গতি থেকে থাকলে সেগুলো চিহ্নিত করে সীমানা নির্ধারণী আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা-উপধারায় সংযোজন করা অনেক যুক্তিসঙ্গত হবে। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং এখতিয়ার নিশ্চিত করা যায়, যাতে এর অপব্যবহার না হয়। এতে করে সীমানা নির্ধারণী আইনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও যুগোপযোগী হবে। বিএনপি-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়, প্রতিটি আদমশুমারির পরে সীমানা নির্ধারণ পুনরায় করতে হবে এবং সীমানা নির্ধারণের জন্য জনসংখ্যার সমতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক অখণ্ডতা প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে।

১০.০২। **সহ-সভাপতি** বলেন, নির্বাচন কমিশনকে যে ৪টি সাংবিধানিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ ১টি। নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে ২টি প্রস্তাব টেবিলে দেওয়া হয়েছে। ১মটি হচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে হিসেব করে। কারণ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিগত ৩টি জাতীয় নির্বাচনে পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন–বিষয়টি সকলেই অনুধাবন করছে। সেজন্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনই করবে। তবে এক্সপার্ট কমিটিতে যেন ডেমোগ্রাফার, পরিসংখ্যানবিদ, জিআইএস বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়–সেটি সুপারিশ করা হয়েছে। এতে নির্বাচন কমিশনের কোনো প্যারালাল কমিশনের কথা বলা হয়নি। পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন থেকে অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণে একটি স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এতে করে নির্বাচন কমিশন বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকবে। তিনি স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশন সম্পর্কে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য জনাব বদিউল আলম মজুমদারকে কিছু বলার অনুরোধ জানান।

১০.০৩। **জনাব বদিউল আলম মজুমদার** (সদস্য, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) বলেন, সীমানা নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের অন্যতম একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। প্রতি আদমশুমারি বা জনশুমারির পর সীমানা পুনর্নির্ধারণের কথা। অতীতে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। এমনকি সরকারি দল থেকেও গুরুতর আপত্তি তোলা হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে সুবিধা দেওয়ার জন্য নির্বাচন

কমিশন এ ধরনের কাজ করছে, যা নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করে তুলেছে। তাছাড়া, সীমানা নির্ধারণ জটিল, সময়সাপেক্ষ ও টেকনিক্যাল কাজ বিধায় এরজন্য বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞ জনবল প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্যই বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সীমানা নির্ধারণের জন্য সাময়িক সময়ের জন্য এক্সপার্ট জনবলের সমন্বয়ে পরবর্তী নির্বাচন থেকে একটি কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্যারালাল না হয়ে নির্বাচন কমিশনের সহায়ক শক্তি হিসেবে সীমানা নির্ধারণের কাজটি করে তাদের সমাপ্তি হয়ে যাবে। এতে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব না করে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখবে। বরং নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য মনোনিবেশ করতে পারবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনই এক্সপার্টদের সমন্বয়ে বিশেষায়িত কমিটির মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণের কাজ করবে।

১০.০৪। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী** বলেন, সীমানা নির্ধারণে একটু হেরফের বা পক্ষপাতিত্ব হলে নির্বাচনি ফলাফল পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যাপক। বিগত সরকারের সময়ে এধরনের ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত আইনের বিষয়েও একমত হওয়া গেছে। **সেখানে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে এক্সপার্টদের সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটির মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ সম্পন্ন করে নির্বাচন আয়োজন করবে। এটা গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করে দলটি। ভবিষ্যতের জন্য অস্থায়ী স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত যে কমিশনের প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে একমত পোষণ করে দলটি**। উক্ত কমিশনও এক্সপার্টদের সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটির মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ সম্পন্ন করবে।

১০.০৫। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি**বলে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সীমানা নির্ধারণের জন্য এক্সপার্টদের সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত কমিটি নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করবে। ঠিক একই কমিটি নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রতি ১০ বছর বা প্রতি আদমশুমারির পরে সীমানা নির্ধারণে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করবে। এটি বিদ্যমান আইনের ধারা ৮-এ সংযোজন করা হলেই ভালো হবে। কিন্তু প্যারালাল আলাদা একটি কমিশন করা হলে জটিলতাসহ রাষ্ট্রের ব্যয় বাড়বে।

১০.০৬। **জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি** বলে, সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে এনসিপির পক্ষ থেকে লিখিত মতামতসহ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য অতীতে বিশেষ করে বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ে নির্বাচনি এলাকাকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করবে আবার আসন বিন্যাস করলে পক্ষপাতদুষ্টের অভিযোগ অতীতের মতো উঠবেই। এর থেকে বের হওয়ার জন্য এনসিপির প্রস্তাব হচ্ছে, সীমানা নির্ধারণের জন্য স্বাধীন সাংবিধানিক একটি সীমানা নির্ধারণ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা। অস্থায়ী হোক বা যেভাবেই হোক পক্ষপাতদুষ্টতা এড়াবার জন্য স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশন অবশ্যই নির্বাচন কমিশন থেকে আলাদা হতে হবে।

১০.০৭। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)** সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, আলোচনায় বহুমত, ভিন্নমত, দ্বিমত থাকবে। তবে সকলে একমত যে, ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচার আর ফিরে আসতে দেওয়া হবে না। তাই বাইরে এমন কোনো বক্তব্য দেওয়া ঠিক হবে না যাতে ঐকমত্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। কারণ এখনও আলোচনা বা সংলাপ চলমান রয়েছে।

১০.০৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে কমিশন কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বা করা উচিতও না। তবে সকল দল/জোটকে ডেকোরাম রক্ষা করে সমালোচনা বা বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করেন তিনি।

১০.০৯। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)** বলেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ অনুযায়ী পৃথক স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠনের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে দলটি। দলটি জানায়, এতে নির্বাচন

কমিশন ও প্রস্তাবিত কমিশন মুখোমুখি দাঁড় করানোর আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা রেখেই সীমানা নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিকল্প হিসেবে এনডিএম বলে, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার ২০২১ সালে সীমানা নির্ধারণ আইনের ৭ ধারার মাধ্যমে আদালতে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। তাই ধারা ৭ সংশোধন করে আপিল করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে ভোটার ভ্যারিয়েশন সর্বনিম্ন ২৮% এবং সর্বোচ্চ ৮৮%, যা বিশ্বে বিরল। এসব বিষয় নিয়ে ফ্যাসিস্ট সরকারের দলের ভিতরেও ক্ষোভ ছিল। কারণ বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার কয়েকটি অনুগত কমিশন করেছিল বিধায় এমনটা হয়েছে। এর থেকে বের হওয়ার জন্য স্বাধীন কমিশন গঠন না করে বিদ্যমান আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো সংশোধন করা হলে রোধ করা সম্ভব হবে এবং স্বচ্ছতা ফিরে আসবে। অর্থাৎ আইনের মধ্যেই বিশেষায়িত এক্সপার্ট কমিটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দলটির প্রতিনিধি সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাব দেন–

১. জেলার আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখতে হবে;
২. ইউনিয়ন, পৌরসভাকে একাধিক আসনের মধ্যে বিভাজন করা যাবে না;
৩. যথাসম্ভব পূর্বে নির্ধারিত সীমানা বহাল রাখতে হবে;
৪. ১ জেলায় অবস্থিত সংসদীয় আসন অন্য জেলায় সম্প্রসারিত করা যাবে না;
৫. যতদূর সম্ভব উপজেলাকে অবিভাজিত রাখতে হবে।

তাদের দলের প্রস্তাবিত নীতিমালার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে এবং ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনও যথা সময়ে আয়োজন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দলটি।

১০.১০। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)**সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত বিএনপি কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে। সংসদীয় আসন পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা যৌক্তিক। কারণ ইতঃপূর্বের অনেক কমিশন অযৌক্তিকভাবে সীমানা নির্ধারণ করেছে। এরজন্য নতুন করে ব্যয়বহুল একটি কমিশন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। বিশেষায়িত কমিটিটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এ একটি সাবক্লজ করে সংযোজন করার প্রস্তাব করে দলটি। এই কমিটি সময় সময় গঠিত হবে এবং সীমানা নির্ধারণে নির্বাচন কমিশনকে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করবে। এতে করে কোনো সাংঘর্ষিক কিছু হবে না।

১০.১১। জনাব **বদিউল আলম মজুমদার** (সদস্য, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) বলেন, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান এবং তার অগাধ ক্ষমতা রয়েছে। এই স্বাধীনতা ব্যবহার করে কোনোভাবেই যাতে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ এবং নির্বাচন প্রভাবিত করতে না পারে সেজন্যই অস্থায়ীভাবে বিশেষ কমিশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতি আদমশুমারির পরে এই কমিশন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে কমিশন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এতে করে নির্বাচন কমিশন বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে নির্বাচনি কার্যক্রমে অধিকতর মনোনিবেশ করতে পারবে। তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন, ২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশন ৮৭টি নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছিল। তখন একজন প্রতিমন্ত্রীর আসনের জন্য ঢাকার ১৫টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়, এতে সংশ্লিষ্ট দলের এমপিরাই অভিযোগ তোলে। কুড়িগ্রামের ২টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য একজন কমিশনারের বিরুদ্ধে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ উঠে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই একটি স্বাধীন কমিশন গঠনের সুপরিশ করা হয়েছে। যারা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে সীমানা নির্ধারণ করবে। তবে এটি ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য নয়।

১০.১২। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, ধরে নেওয়া যাক যে, নির্বাচন কমিশন বা এ ধরনের যে কমিশনগুলো রয়েছে তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকে। তাহলে স্বল্প সময়ের জন্য নতুন যে কমিশন গঠন করা হবে সে কমিশন যে বিতর্কিত কাজ বা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না এর গ্যারান্টি কোথায়। যদি নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন করে সীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে সেটাই ভালো হবে। **তাই প্যারালাল কোনো কমিশন গঠন করার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন**। দলটি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, সকল বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হবে না। যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হবে তা নিয়েই **'জুলাই সনদ'** প্রস্তুত হবে। তাছাড়া এই আলোচনা বা সংলাপ আর কতদিন চলবে তাও সুনির্দিষ্ট করে জানানোর জন্য কমিশনকে অনুরোধ করে দলটি।

১০.১৩। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি** বলে, অতীতে নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করার বেশ কিছু বাস্তব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেজন্যই নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কের বাইরে রাখার জন্যই এরকম সুপারিশ করা হয়েছে। দলটি নির্বাচন কমিশনের প্যারালাল কোনো কমিটি বা কমিশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। তবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে। পরবর্তী সময়ে প্রতি ১০ বছর পরপর বা প্রতি আদমশুমারির পর রাজনীতির বাইরে গিয়ে পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থানসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা যেতে পারে এবং বিদ্যমান আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় সাময়িক বিশেষায়িত কমিটির বিস্তারিত রূপ সংযোজন করা যেতে পারে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আপিলে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০.১৪। **জনাব বদিউল আলম মজুমদার** (সদস্য, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) বলেন, নির্বাচন কমিশনের যদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই রেখে দেওয়া হয় তাহলে তো নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা সম্ভব হবে না। তাই ঐ কমিশন বা কমিটিটি স্বাধীন হবে, তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপিল করতে পারবে।

১০.১৫। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি** বলে, সাময়িক সময়ের জন্য স্বাধীন কমিশন করার সাথেই দ্বিমত পোষণ করা হচ্ছে। কারণ সংবিধানের ১১৯-এ নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে সীমানা নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কতকগুলো কমিশন করা হবে সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে। আর একটি কমিশন করা হলে আবার আর একটি আইন করতে হবে, যা প্রায় অসম্ভব। তাই বিদ্যমান আইনের ধারা ৮(৩)-এর পরে প্রতি আদমশুমারির পর বিশেষায়িত কমিটির একটি কাঠামো দিয়ে দেওয়া হয় তাহলেই উদ্দেশ্য সফল হবে। উক্ত কমিটি নির্বাচন কমিশনকে সীমানা নির্ধারণে সহায়তা করবে। **আর ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য যদি এখনই নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে, সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন করতে হবে।** তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন, পাকিস্তানে সীমানা নির্ধারণ জটিলতার জন্য জাতীয় নির্বাচন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিল। সেরকম যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেজন্য বিশেষায়িত কমিটির টার্ম কন্ডিশন এবং মেয়াদ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিতে হবে। বিশেষায়িত কমিটিতে প্রশাসনিক অখণ্ডতা এক্সপার্ট, যোগাযোগ এক্সপার্ট, পরিসংখ্যান এক্সপার্ট, জনসংখ্যা এক্সপার্টসহ এ ধরনের এক্সপার্টরা উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন। আইনে উল্লেখ থাকতে হবে যে, এ ধরনের জটিলতার জন্য জাতীয় নির্বাচনে কোনো ব্যত্যয় হবে না। তাই বিদ্যমান আইনের মধ্যেই বিষয়গুলো সংযুক্ত করতে হবে। যদি সংবিধানে সংযোজন করতে হয় তাহলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এ 'প্রতি আদমশুমারির পরে একটি বিশেষায়িত কমিটি হবে' এভাবে করা যেতে পারে। কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এ প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করে দলটি।

১০.১৬। **সহ-সভাপতি** বলেন, আলাদা কমিশন করার অর্থ নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করা নয়। যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করবে সে যেন সর্বদা বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকে। সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক হবেই। ২০০৮ সালে দাপ্তরিকভাবে বলা হয়েছিল মাত্র ৮৭টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে। এতে করে ১৩০টি আসনের উপর প্রভাব পড়েছিল। সে বিতর্ক এড়ানোর জন্যই নির্বাচন কমিশন থেকে সীমানা নির্ধারণ আলাদা করা প্রয়োজন। বিদ্যমান আইনের ধারা ৭-এ বলা হয়েছে, সীমানা নির্ধারণ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে

না। কয়েকটি দল প্রস্তাব করেছে আপিলের বিধানটি রাখা উচিত এবং এটা যুক্তিসঙ্গত। তাই নির্বাচন কমিশনের মধ্যে একটি বিশেষায়িত কমিটি করে আবার আপিলের ব্যবস্থা রাখা হলে নির্বাচন কমিশনই তো বিতর্কে জড়াবে। সেজন্যই স্বাধীন কমিশনের সুপারিশ। এটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে প্রায় ৬০ শতাংশ দেশেই এরকম স্বাধীন একটি বডি রয়েছে। তবে সেটি অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে আপিলও করা যায়। 'ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য বিরাজমান ব্যবস্থায় আইনের সামান্য সংশোধনের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণের জন্য যেন নির্বাচন কমিশন একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন করে এবং যদি ইতোমধ্যে গঠন করে থাকে তাতে যেন এক্সপার্টদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়'–এ বিষয়ে সকলে একমত। এ বিষয়টি এখনই সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এ ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেটা করা হবে না কি এর বাইরে করা হবে। কমিশন বাইরে করার পক্ষে এজন্য যে, নির্বাচন কমিশন যেন কোনোভাবেই বিতর্কে না জড়ায়। সেজন্য বলা যায়, স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশন প্রতি আদমশুমারির পর ৬ মাসের মধ্যে গঠিত হবে এবং উক্ত কমিশন ৯ মাসের মধ্যে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকিবে। যদি কোনো আপিল হয় সেটা পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে নিস্পত্তি হতে হবে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসহ দেশীয় বাস্তবতা বিবেচনায় উক্ত কমিশন কাজ করবে।

১০.১৭। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি**র পক্ষ থেকে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবে সকল দল একমত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠনপূর্বক সীমানা নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে। সেজন্য উক্ত কমিটিতে কোন কোন এক্সপার্ট অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে দলটি। সীমানা নির্ধারণের ভিত্তি বা নীতিমালা কী হবে সেটাও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। তা না হলে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়। ২০০১ সালের সীমানাকে ভিত্তি ধরে সীমানা নির্ধারণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে দলটি।

১০.১৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, সীমানা নির্ধারণের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড রয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেগুলো অনুসরণ করা হয়। তাই কোনো সালকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা উচিত হবে না। তাই প্রস্তাবিত কমিটি তাদের এক্সপার্টদের মাধ্যমে প্রতি আদমশুমারি বা জনশুমারির পরে আর্ন্তজাতিক মানদণ্ড ও দেশীয় বাস্তবতা বিবেচনা করে সীমানা নির্ধারণ করবে।

১০.১৯। **গণসংহতি আন্দোলনের** পক্ষ থেকে বলা হয়, টেবিলে উপস্থাপিত ২টি প্রস্তাবের মধ্যে খ প্রস্তাব নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। **গণসংহতি আন্দোলনও তাতে একমত পোষণ করছে**।কিন্তু ক প্রস্তাব নিয়ে বেশকিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে। গণসংহতি আন্দোলনেরও কিছু বক্তব্য রয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা। সেজন্য নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করতে যা যা প্রয়োজন সেগুলো করতেই সকলকে মনোযোগী হওয়া জরুরি। সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত যে সকল অনিয়ম তুলে ধরা হয়েছে তার কোনোটাই স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নয়। বরং স্বজনপ্রীতির বিষয়টি ফুটে উঠেছে। নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি স্বাধীন হলে এরকম কাজ করবে সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে দলটি। যদি প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয় তাহলে নির্বাচন কমিশন কেমন হবে তা কেউ জানি না। অতীতের উদাহরণের সঙ্গে মিলানো ঠিক হবে না। প্রতি ১০ বছর পরপর বা প্রতি আদমশুমারির পর সীমানা নির্ধারণের বিশেষায়িত কমিটিটি নির্বাচন কমিশনের অধীন বিদ্যমান আইনেই করা সম্ভব। এতে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং সমাজেও তা প্রতিফলিত হবে। তাছাড়া প্রস্তাবিত স্বাধীন কমিশন কীভাবে গঠিত হবে এবং সে কমিশনও যে ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না এর নিশ্চয়তাও নেই। এককথায় safeguard হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া। সকলে মিলে এটি নিশ্চিত করতে হবে।

১০.২০। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির**পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা অবাধ ও অসীম। তারা ক্ষমতাকে সঠিক পথে ব্যবহার না করে অপব্যবহার করতে চায় এবং যার যেভাবে খুশি সেভাবে অপব্যবহার করে। এখন শুধু সীমানা নির্ধারণের জন্য স্বাধীন কমিশনের নামে একটি প্যারালাল বডি করা হলে সে

কমিশন যে মেরুদণ্ড সোজা করে কাজ করবে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না দেশীয় বাস্তবতায় এর কোনো গ্যারান্টি নেই। **তাই স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশন প্রতিষ্ঠায় দ্বিমত পোষণ করে দলটি**। বরং নির্বাচন কমিশনের অধীনেই একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন করার পক্ষে মত প্রকশ করেন। তবে বিশেষায়িত কমিটিকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে।

১০.২১। **জনাব বদিউল আলম মজুমদার** (সদস্য, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) বলেন, ক্ষমতার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষমতা যেখানে সেখানে কুক্ষিগত হয় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার হয়। সেজন্য ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করার জন্য safeguard হিসেবে অস্থায়ী একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০.২২। **খেলাফত মজলিসের** পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রস্তাবের স্পিরিটের সঙ্গে একমত। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়টিতে ইতোমধ্যে সকলেই একমত হয়েছেন। ভবিষ্যতের প্রস্তাবটি নিয়ে বিতর্ক যে, কমিটি হবে, না কমিশন হবে এবং সেটা আলাদা না স্বাধীন হবে–এরকম। তবে সীমানা নির্ধারণ নিরপেক্ষভাবে, স্বাধীনভাবে এবং বিশেষায়িত ব্যক্তিদের মাধ্যমে করতে হবে-এতে সকলে একমত। আলাদা স্বাধীন কমিশন হলেও আপিল করতে হবে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে–এটিও একটি প্রশ্ন। অতঃপর দলটির প্রতিনিধি মতামত ব্যক্ত করেন যে, **আলাদা স্বাধীন কমিশন হলে নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখা যাবে এবং আপিল করা হলে ঐ কমিশনের বিরুদ্ধেই করতেহবে**।

১০.২৩। **জনাব ইসমাইল জবিউল্লাহ (বিএনপির চেয়ারপার্শনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য)** বলেন, সংবিধানে নির্বাচন কমিশনকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ভোটার তালিকা এবং সীমানা নির্ধারণ অন্যতম। যারা সংবিধান করেছেন তারা ভেবেচিন্তে করেছেন যে, একটি নির্বাচন আয়োজন করতে হলে ভোটার তালিকা এবং সীমানা নির্ধারণ সমন্বিত বিষয় বিধায় নির্বাচন কমিশনের কাছে দায়িত্ব রেখেছে। নির্বাচন কমিশনের কাজ হচ্ছে সুন্দর, স্বচ্ছ, অবাধ, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। এরজন্য ভোটার তালিকা ও সীমানা নির্ধারণ প্রয়োজন। কেউ আইনের উর্ধ্বে নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন প্রশ্নবিদ্ধ কাজ করলে আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানো যাবে–এতে কোনো সন্দেহ নেই। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে সীমানা নির্ধারণের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে এক্সপার্ট মতামত নিতে হবে তাতে কোনো বাধা নেই। সীমানা নির্ধারণের জন্য এক্সপার্ট মতামত গ্রহণের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে এখান থেকে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দেওয়া যেতে পারে। প্রতি নির্বাচনের পরে পরবর্তী নির্বাচনের পূর্বে ডিসি, এসপিসহ সংশ্লিষ্টদের মতামতের ভিত্তিতে প্রশাসনিক সুবিধার জন্যও অনেক সময় সীমানা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এটি একটি নিয়মিত কাজ। তবে প্রতি আদমশুমারির পরে সীমানা নির্ধারণে বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয় হাউজ একমত হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য প্যারালাল স্বাধীন কমিশন গঠন করা হলে তাদের প্রতিবেদন শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছেই চলে আসবে। **তাই আরেকটি স্বাধীন কমিশন না করে একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠন করা হলে ঐ কমিটি নিয়মিতভাবে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করবে। এরকম করা হলেই ভালো হবে বলে তিনি মতামত দেন**।

১০.২৪। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের বিষয়ে একমত। ১ম প্রস্তাব অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য স্বাধীন কমিশন গঠনের বিষয়ে বিভিন্ন মতামত এসেছে। কারণ গত স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে সীমানা নির্ধারণে ব্যাপক অনিয়ম অর্থাৎ দুর্নীতি হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গত ৫৩ বছরে নির্বাচন কমিশন মেরুদণ্ড সোজা রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করেনি। সেজন্যই এত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং আলোচনা। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ যদি কোনো একটি কমিশন বা কমিটির মাধ্যমে হয় তাহলে হয়তো নির্বাচন কমিশন কারো মুখাপেক্ষী হবে না। মেরুদণ্ড সোজা করে স্বাধীনভবে কাজ করতে চাইবে। তাহলে নির্বাচন কমিশনের অধীনেই বিশেষায়িত কমিটি গঠন করে সীমানা নির্ধারণের কাজটি সম্পন্ন করা যায়। আলাদা কমিশন গঠন করা হলে তাদের নিয়োগ কে দিবে, তারা যে ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না বা বিতর্কিত হবে না এরও নিশ্চয়তা নেই। **তাই এ ধরনের বিতর্কে না গিয়ে নির্বাচন কমিশনের অধীনেই**

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষায়িত কমিটি গঠন করা যেতে পারে এবং প্রতি আদমশুমারির পরপর ঐ কমিটির সহায়তায় সীমানা নির্ধারণ করবে।

১০.২৫। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি**র পক্ষ থেকে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কিত প্রস্তাবের সঙ্গে একমত। ভবিষ্যতের সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে বলেন, কমিশন, কমিটি, সোসাইটি, সমিতি যা-ই বলা হোক প্রত্যেকটিতেই ক্ষমতার একটি আবহ রয়েছে। তাই বিশেষায়িত কমিটি না বলে নির্বাচন কমিশন একটি বিশেষায়িত টিম গঠন করবে, যারা সীমানা নির্ধারণে কাজ করবে। টিম শব্দটি ব্যবহার করা হলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থাকবে না। নির্বাচন কমিশনকে পুরোপুরি স্বাধীন কমিশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে বিধায় স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা পরিপূর্ণ রাখা উচিত। প্রতি জনশুমারির পরে সীমানা নির্ধারণ কার্যক্রম তাদের হাতেই থাকবে। তবে সর্বদাই দক্ষতাসম্পন্ন একটি টিমের সহায়তা নিতে হবে। প্যারালাল একটি কমিশন গঠন করা হলে একে অন্যের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। একই সঙ্গে আপিল করার সুযোগসহ প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদেরকে শপথ ভঙ্গের জন্য বা অনৈতিক কার্যক্রমের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে আইনের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করে দলটি।

১০.২৬। **গণফোরাম-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, টেবিলে উপস্থাপিত 'খ' প্রস্তাবে একমত। সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার কারো কোনো এখতিয়ার নেই। সংবিধানের ১১৯(গ) অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণ নির্বাচন কমিশনের ম্যান্ডেটরি দায়িত্ব। ফলে এ বিষয়ে অন্য কারো এখতিয়ার নেই। সীমানা নির্ধারণের জন্য যদি স্বাধীন কমিশন গঠন করা হয় তাহলে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে করতে হবে। সংবিধানের ১১৯(গ) ভায়োলেট করে করা হলে তা হবে সাংঘর্ষিক। যদিও করে তাও ভবিষ্যতের সংসদের মাধ্যমে করতে হবে। যে স্বাধীন কমিশনের প্রস্তাব করা হয়েছে তার কমিশনারগণও এ মাটির সন্তান হবে। ফলে নির্বাচন কমিশনারগণ পক্ষপাতিত্ব করবে, ক্ষমতার অপব্যবহার করবে ঐ কমিশনের সদস্যরা করবে না বা প্রভাবিত হবে না এ নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। **ফলে আরেকটি মাথাভারী কমিশন না করে সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছেই থাকা ভালো। সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত বিশেষায়িত কমিটির এক্সপার্টদের মতামত ও সহায়তা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে**। একই সাথে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আপিলের সুযোগ দেওয়ার পক্ষেও মত প্রকশ করে দলটি।

১০.২৭। **সহ-সভাপতি** বলেন, এখানে বসে যে আলোচনা হচ্ছে সে পথে আসতে পুরোপুরি সংবিধানের প্রয়োজন হয়নি–এটি সকলেই অবগত। তাছাড়া সংবিধানে আছে বলেই রাখতেই হবে–এ মানসিকতা থেকেও বের হতে হবে। এখানে অনেক কিছুই আলোচনা হয়েছে, যেগুলো সংবিধানে নেই। সংবিধান পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংশোধন, পুনর্লিখন অর্থাৎ শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জন্যই তো এখানে বসা হয়েছে। ঐকমত্য কমিশন সংবিধান সংশোধন করবে না। রক্তক্ষয়ী জুলাই অভ্যুত্থানের আত্মোপলব্ধি থেকে রাষ্ট্রে যে সংস্কার করা প্রয়োজন তার জন্য সংবিধান, আইন, প্রবিধান, প্রজ্ঞাপন যা রয়েছে সেগুলোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কারের পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়নের পথরেখা তৈরি করার জন্যই বসা হয়েছে। সংবিধানে আছে এটাই চূড়ান্ত কথা নয়। যার বড় উদাহরণ জুলাই আন্দোলন, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) ভায়োলেট করেই হয়েছে। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সংবিধানে আছে–এ বিবেচনা থেকে বের হতে হবে। যে কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে প্রকারান্তরে তাও সংবিধানসম্মত নয়। স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের যে কথা বলা হচ্ছে সে স্বাধীন ও সার্বভৌম নির্বাচন কমিশন বিগত ৩টি ভয়াবহ নির্বাচন জাতিকে উপহার দিয়েছে। যার পরিণতিই আজকের এই অবস্থান। নির্বাচন কমিশনাররা দায়িত্ব থেকে সরে গেলে তাদেরকে জবাবদিহির মধ্যে আনতে অন্য আইন প্রয়োগ করতে হচ্ছে। কারণ সংবিধানে এ বিষয়ে কিছু বলা নেই। আবার বিদ্যমান আইনের ধারা ৭ উল্লেখ করে বলেন, কোনো আদালতে, কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে বা কোনো অবস্থাতেই সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। কাজেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জন্য এ ধারা সংশোধন করতে হবে, যে বিষয়ে অনেক দল ইতোমধ্যেই প্রস্তাব দিয়েছে। এ বিষয়টিও সরকারকে অবহিত করতে হবে। সংবিধানে রয়েছে এ বিবেচনা থেকে বের হয়ে স্বচ্ছতা,

জবাবদিহি ও নিরপেক্ষতার জন্য সকল দল/জোটকে নমনীয় হয়ে জনগণের বৃহৎ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে তিনি অনুরোধ জানান।

১০.২৮। **গণফোরাম-এর** পক্ষ থেকে বলা হয় সংবিধান মেনে এখানে আসা হয়নি দলটি এ বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। তাছাড়া বিগত ৩টি অবৈধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুযোগ বিদ্যমান সংবিধান দিয়েছে এ বক্তব্যের সঙ্গেও দ্বিমত পোষণ করে। এটা সংবিধান দেয়নি। যা করেছে ভোটারবিহীন ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার করেছে, যা সংবিধানের ভায়োলেশন।

১০.২৯। **নাগরিক ঐক্যের**পক্ষ থেকে বলা হয়, পরিবর্তনের জন্যই বসা হয়েছে এবং প্রত্যাশার জায়গাও অনেক বেশি। কিন্তু তারপরেও কতকগুলো স্বাধীন কমিশন গঠন করা হবে তা বিবেচনায় নিতে হবে। অতীতের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচন কমিশনকে কীভাবে পুরোপুরি স্বাধীন করা যায় তা নিয়েও আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। **ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশনকে অতীতের অবস্থায় দেখতে চাই না বিধায়ই বিভিন্ন উপায় খোঁজা হচ্ছে, যাতে নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। যদি তাই করা যায় তাহলে আরেকটি স্বাধীন কমিশনের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মত প্রকাশ করে**। কারো না কারো উপরে ভরসা রাখতেই হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে একটির পর একটি কমিশন বা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে কোনো লাভ হবে না। এতক্ষণের সীমানা নির্ধারণের আলোচনায় ঐকমত্যের অনেকটা কাছাকাছি চলে আসা হয়েছে। **তাই ভবিষ্যতে সীমানা নির্ধারণে নির্বাচন কমিশনের অধীনে একটি বিশেষায়িত কমিটি কাজ করবে। তাদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই নির্বাচন কমিশন সীমানা নির্ধারণ করবে। একই সঙ্গে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অবশ্যই আপিলে যাওয়ার সুযোগ রাখতে হবে।** এভাবে সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যায়।

১০.৩০। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত 'খ' প্রস্তাবে একমত, তবে আপিল করার সুযোগ রাখতে হবে। 'ক' প্রস্তাবে প্রতি আদমশুমারির পরে অস্থায়ী সীমানা নির্ধারণ কমিশনের প্রস্তাব করা হয়েছে। **এটা করার জন্য প্রথমেই নির্বাচন কমিশন থেকে সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব প্রত্যাহার করতে হবে। কারণ নির্বাচন কমিশন যাতে বিতর্কিত না হয় সেজন্যই প্রস্তাবটি আনা হয়েছে। ভালো প্রস্তাব উল্লেখ করে এর সঙ্গে একমত পোষণ করে**। জটিলতা এড়ানোর জন্য জনশুমারির কতদিনের মধ্যে কমিশন গঠিত হবে এবং কতদিনের মধ্যে কাজ শেষ করবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং আপিলের সময়সীমাও উল্লেখ করে দিতে হবে।

১০.৩১। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, এ পর্যন্ত আলোচনায় সবাই একমত যে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষায়িত কমিটি হওয়া প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও কয়েকটি দলও সংবিধানে এরকম একটি প্রোভিশন রাখতে চাচ্ছে। পক্ষান্তরে সংবিধানের প্রোভিশন অনুযায়ী আইন প্রণীত হবে, যেখানে বিস্তারিত থাকে। সেজন্য নির্বাচন কমিশনের যে আইনটি রয়েছে সে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। সংবিধানে রাখতে হলে অনুচ্ছেদ ১১৯(গ) সংযুক্ত করতে হবে। তাই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯(গ)-এর 'এবং' এর পরে 'কমিশনকে সহায়তা করার জন্য প্রতি আদমশুমারির পরে সাময়িক সময়ের জন্য [যাহা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে] একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠিত হইবে'। এর আলোকে সীমানা নির্ধারণের যে আইনটি রয়েছে সেটির ধারা ৮(৩)-এর পরে একটি বিধান সংযুক্ত করা যেতে পারে। যার মধ্যে বিশেষায়িত কমিটির বর্ণনা, সময়সীমা বিস্তারিত উল্লেখ করা যাবে। ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য আইনে পরিবর্তনের তেমন প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে বলেন, এখানকার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে ঐকমত্য কমিশন ও অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করা যেতে পারে যে, কমিশন সীমানা নির্ধারণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেখানে কোন ধরনের কোন কোন বিশেষজ্ঞ (জিআইস ম্যাপ সংক্রান্ত, ডিজিটাল বিশেষজ্ঞ, ডেমোগ্রাফিক এক্সপার্ট, প্রশাসনিক এক্সপার্ট প্রভৃতি) নিয়োগ দিতে হবে তা জানিয়ে দেওয়া। এটা করা হলে বর্তমান আইন বা অর্ডিন্যান্সের কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। এতে ঐকমত্য হলে একটি সমাপ্তি

টানা যাবে। প্রেসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় যে, শুধু বিএনপির জন্য ঐকমত্য হওয়া সম্ভব নয়, যা আদৌ সঠিক নয়। দলটির প্রতিনিধি এ বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১০.৩২। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রাক্তন ২ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যে প্রতীয়মান যে তাদের সময়ের নির্বাচন ২টি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর পিঠা উৎসব করে তারা বলেছিলেন যে, সর্বকালের ফেয়ার একটি নির্বাচন জাতিকে উপহার দিয়েছে। স্বাধীনতা শব্দটি এত বেশি ব্যবহার হচ্ছে যে, স্বাধীনতা কোথায়, কীভাবে, কতটুকু হবে তা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া হচ্ছে। সীমানা নির্ধারণ ও বিগত ৩টি নির্বাচনের অনিয়মের জন্য নির্বাচন কমিশনাররা কেউ প্রতিবাদ বা দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেনি, যে সুযোগটি ছিল। ফলে তারা শপথ রক্ষা করেনি এবং সততার পরিচয়ও দেননি। তাহলে স্বাধীনতা ছিল কিন্তু মেরুদণ্ড ছিল না। তাই আরেকটি স্বাধীন কমিশন বা কমিটি করার পরে তাদের মেরুদণ্ড না থাকলে একই অবস্থা হবে। তাই নির্বাচন কমিশনকেই শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। **যে বিশেষায়িত কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে সেখানে আইনি বিষয়গুলো দেখার জন্য একজন বিচারককে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে।সেজন্য বিএনপির প্রস্তাব মতো সংবিধানে সংযোজন করার পরে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নে একমত পোষণ করে।**

১০.৩৩। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধান অনুযায়ীই নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। অনুচ্ছেদ ১১৯-এ অনেক কাজের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হলো ভোটার তালিকা করা, সীমানা নির্ধারণ এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন। তাই নির্বাচন কমিশনকে সারা বছরই নির্বাচন সম্পন্নের জন্য ব্যাপক কাজ করতে হয়। শক্তিশালী আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন ও শক্তিশালীভাবে কাজ করছে কি না সে প্রশ্ন এখন উঠছে। বিগত ৩টি নির্বাচনে হয় তারা স্বাধীনভাবে কাজ করেনি বা করতে দেওয়া হয়নি। তাই ভবিষ্যৎ পথ চলা মসৃণ করার জন্য মেজর সংস্কারগুলোতে ঐকমত্য হতে হবে। সীমানা নির্ধারণ তার মধ্যে একটি। কারণ অতীতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনি এলাকার সীমানাকে যা ইচ্ছা তাই করা হয়েছে। সেজন্য সংস্কার করে যদি সে পথটি বন্ধ না করি বা ছিদ্র রেখে দেই তাহলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে না। আবার ফ্যাসিস্ট সৃষ্টি হবে। কমিশনের 'খ' প্রস্তাবের সঙ্গে মোটামুটি সবাই একমত এবং সীমানা নির্ধারণের জন্য বিশেষায়িত কমিটি গঠনেও একমত। কিন্তু কমিটির সময়সীমা, জনবল, টার্মস এন্ড কন্ডিশন এগুলো বিস্তারিত বিষয় বিধায় এর একটি গাইড লাইন থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সেভাবেই এখন থেকে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। কমিশনের প্রস্তাব 'ক'-এ স্বাধীন সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে দ্বিধাবিভক্তি দেখা দিয়েছে। ভারত, কানাডা, যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। হাত পা বাঁধার যে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তা একেবারে সঠিক নয়। কারণ অসংখ্য হাত-পা খোলা রয়েছে যার মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমুলক নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার জন্য অবশ্যই এ জায়গায় সংস্কার আনতে হবে। প্রায় নির্বাচনেই দেখা যায়, সীমানা নির্ধারণের জটিলতা, যা নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করে। **নির্বাচন কমিশনকে এ বিতর্কের উর্ধ্বে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি অস্থায়ী স্বাধীন কমিশন বা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার সঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমত। প্রতি ১০ বছর পরপর বা প্রতি আদমশুমারি বা জনশুমারির পর সীমানা নির্ধারণের জন্য উক্ত সংস্থা অস্থায়ীভাবে গঠিত হবে।** স্বাধীন কমিশন বা কমিটি হলে নির্বাচন কমিশনের দায়ভারের জায়গা কিছুটা কমে নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে আরো বেশি মনোনিবেশ করতে পারবে। বর্তমানে আপিলের সুযোগ না থাকায় অপব্যবহার বেশি হচ্ছে। **তাই আপিলের সুযোগ রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করতে হবে।**

১০.৩৪। **১২ দলীয় জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রস্তাব 'খ' অনুযায়ী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানানো যেতে পারে। ভবিষ্যতের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯(গ)-এর 'এবং'-এর পরে বিশেষায়িত কমিটির বিষয়টি

সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আইনের মধ্যে কমিটির সময়সীমাসহ কার্যক্রম বিস্তারিত উল্লেখ করা যেতে পারে। আপিল করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেকাংশে নিশ্চিত হবে।

১০.৩৫।**আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয় দুদকের কার্যক্রমের অন্যতম কাজ হচ্ছে কেউ ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে কি না বা টাকা পাচার করছে কি না তা দেখা। ট্যাক্স ফাঁকি এবং আয় বহির্ভূত আয় দেখার জন্য এনবিআর রয়েছে। এনবিআর দায়িত্বটি সফলভাবে করতে পারছে না বলেই অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশের বাইরে কেউ টাকা পাচার করছে কি না তা দেখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেডিকেটেড ইউনিট রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকে দুর্নীতি হচ্ছে, ভালোভাবে কাজ করছে না তাই ক্ষমতাটি অন্য একটি সংস্থাকে ডেলিকেট করেছে। দুদক করার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, দুদকও স্বচ্ছ, নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না, যা পরিষ্কার। এ অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান করা হবে না কি বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের ছিদ্রগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে–এটা বিবেচনায় নিতে হবে। **যদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া, যেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি সেখানে যদি পর্যাপ্ত নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা যায় তাহলে সীমানা নির্ধারণের দ্বিমত অনেকটাই নিরসন হয়ে যাবে। তখন সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি সংবিধানের ১১৯-এ সংযুক্ত করা যেতে পারে। যদি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা না যায় তাহলে সীমানা নির্ধারণের জন্য আলাদা স্বাধীন কমিশন বা কমিটি গঠনের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন হতে** পারে। কারণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

১০.৩৬। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয় ৫৩ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতেও মনের মতো নির্বাচন হবে কি না সে নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। হাত-পা বাঁধার বিষয়ে তিনি বলেন, সব হাত-পা খোলা রাখলে ক্ষমতার অপব্যবহার বা বিতর্ক হবেই। সকলেই চাচ্ছে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হোক, যাতে সকলের বিশ্বাস জন্মাবে যে, যখনই নির্বাচন হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। কিন্তু তাদের হাত-পাগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে অন্য কেউ। সংবিধান কর্তৃক দেওয়া এ সুযোগ থেকে মুক্ত হতে হবে। সেজন্য প্রথমেই দেখতে হবে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া কী হবে। কারণ এর উপরেই স্বাধীনভাবে কাজ করা নির্ভর করবে। সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এতে হাত-পা বেঁধে দিলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের আসল কাজ হচ্ছে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা। সেটা তারা স্বাধীনভাবে করবে কি না বিবেচনায় নিতে হবে।

১০.৩৭। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি**-এর পক্ষ থেকে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করা হয়, বড় বা ছোট দল বিবেচনা না করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। সংবিধানের কিছু কিছু ক্রটি নিয়ে '৭২ সাল থেকে আপত্তি করা হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত সংশোধন করা হয়নি। যার কারণে জুলাই অভ্যুত্থান এবং হাজারো মানুষের জীবন দান। পুরানো জঞ্জাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই এখানে বসা হয়েছে। নতুন বাংলাদেশ নয়। বাংলাদেশ বাংলাদেশই। কিন্তু বিদ্যমান সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। সীমানা নির্ধারণে কমিশনের প্রস্তাবকে সমর্থন জানায় দলটি এবং একই সঙ্গে আপিলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার বিধান সংযুক্ত করার প্রস্তাব করে।

১০.৩৮। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রথম পর্যায়ের বক্তব্যে কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়। কিন্তু সংবিধানে স্বাধীন কমিশন হিসেবে সংযুক্ত করতে অনেক দল/জোটের দ্বিমত রয়েছে। **সেক্ষেত্রে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এ অস্থায়ী কমিটি সংযুক্ত করার যে প্রস্তাব হাউজে দেওয়া হয়েছে সেটি গ্রহণ করা যায়। বিস্তারিত আইনের মাধ্যমে করতে মত প্রকাশ করেছে দলটি।** সকল দলই সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরলেও নীতিগতভাবে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তাই ঐকমত্যের স্বার্থে সবাইকে কিছু না কিছু ছাড় দিতে হবে। বিএনপিও কিছুটা ছাড় দিয়েছে। সেক্ষেত্রে সংবিধানের ১১৯-এ কমিশনের পরিবর্তে কমিটি হিসেবে সংযুক্ত করা যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে যদি কোনো ব্যত্যয় হয় তাহলে আবার সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া যাবে।

১০.৩৯। **সহ-সভাপতি** বলেন, আলোচনায় ২টি বিষয়ই স্পষ্ট হয়েছে। ১মটি হচ্ছে, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় একটি বিশেষায়িত কমিটি, যদি ইতোমধ্যে গঠিত হয়ে থাকে তা পুনর্গঠনের মাধ্যমে যেন বিশেষজ্ঞদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে জনগণকে অবহিত এবং স্বচ্ছতা তৈরি করা হয়।' এখানে সকল দল/জোট ঐকমত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। কমিশনের 'ক' প্রস্তাবের বিকল্প যে প্রস্তাব এসেছে তা হলো, 'সংবিধানে সংযুক্ত করে কমিশন না বলে কমিটি হিসেবে বিবেচনা করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সংশোধন করা।' এর ২টি অংশ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে একটি বিশেষায়িত কমিটি, যা সীমানা নির্ধারণের জন্য বিশেষায়িত কমিটি হিসেবে থাকবে। ২য় হচ্ছে, বিশেষায়িত কমিটির বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আইনের মধ্যে সংযুক্ত করা হবে। অর্থাৎ বিদ্যমান আইনের ধারা ৮(৩)-এর পরে কাঠামোসহ বিস্তারিত বিষয় সংযুক্ত হবে। এ পর্যন্ত সকলে একমত হয়েছে। একইসঙ্গে আপিলে যাওয়ার সুযোগও থাকবে। এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে কমিশনের সম্মানিত সদস্যদের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই উত্তম। সেজন্য বিরতির সময়ে আলোচনা করে বিরতির পরে প্রথমেই পূর্ণাঙ্গ মতামত দেওয়া হবে। আলোচনায় স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের বিষয়টি সামনে এসেছে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের বিষয়টিও ফুটনোট হিসেবে রাখা হবে।

১০.৪০। **জাতীয় নাগরিক পার্টি-এর** থেকে বলা হয়, সীমানা নির্ধারণের জন্য যে বিশেষায়িত কমিটি গঠিন করা হবে সে কমিটিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ যে সকল কমিশনার থাকবেন তাদের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে এই কমিটির তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত করার প্রস্তাব করে।

১০.৪১। **সহ-সভাপতি** বলেন, এনসিপি-র প্রস্তাবটির সেন্টিমেন্ট সকলেই বুঝতে পারছে। তবে নতুন একটি বডিতে প্রথম পর্যায়ে এত বিস্তারিত যাওয়া ঠিক হবে না। তবে নির্বাচন কমিশন থেকে কোনো না কোনো কমিশনারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

১০.৪২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির** পক্ষ থেকে বলা হয় নির্বাচন কমিশন তাদের এখতিয়ারের মধ্যেও স্বাধীন এবং সাংবিধানিকভাবেও স্বাধীন, যে বিষয়টি কয়েকদিন আগে হাইকোর্ট থেকেও বলা হয়েছে। সেজন্য **নতুন কমিটির বিষয় ইতঃপূর্বের প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯(গ)-এর 'এবং'-এর পরে সংযুক্ত করা যায়। সংবিধানে মূল বিষয়টি থাকবে এবং আইনের মাধ্যমে সেটি বিস্তারিত করা হবে।** পক্ষান্তরে নির্বাচন **কমিশনকে কীভাবে দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ, জবাবদিহি, নিরপেক্ষসহ বিভিন্ন বিষয়গুলো নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনের মাধ্যমে** করা যেতে পারে।

১০.৪৩। অতঃপর জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতি ঘোষণা করা হয়।

[অতঃপর জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সংলাপ ২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতি দেওয়া হয়।]

[জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ৩:০০ মিনিটে ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১০.৪৪। **সহ-সভাপতি বলেন,** আলোচনা ও সকলের মতামতের প্রতিফলনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এই বিষয়ে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে (ক) এবং (খ) দুটি প্রস্তাব ছিল। একটি হলো দীর্ঘ মেয়াদের স্থায়ীভাবে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ। অপরটি ছিল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আশু ব্যবস্থা হিসেবে। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে নিম্নোক্তভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো :

"(ক) প্রতি আদমশুমারি/জনশুমারি বা অনধিক ১০ বছর পর সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯(১)(গ) এর 'এবং' শব্দটির পরে 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান' যুক্ত করা হবে। জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ আইন ২০২১ যা ২০২৫ সালে সংশোধিত হয়েছে, এর ৮(৩)-এর সঙ্গে যুক্ত করে ঐ কমিটি গঠন, কার্যপরিধি, মেয়াদসহ অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হবে।"

(খ) "ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় একটি বিশেষায়িত কমিটি, যদি ইতোমধ্যে গঠিত হয়ে থাকে তা পুনর্গঠনের মাধ্যমে যেন বিশেষজ্ঞদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে জনগণকে অবহিত এবং স্বচ্ছতা তৈরি করা হয়।"

এই দুটি প্রস্তাবকে ঐকমত্য হিসেবে বিবেচনা করা হলো এবং এটি সকলকে অবহিত করা হবে।

১০.৪৫। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির বক্তব্য** : নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য এর আগে একটি শব্দ ছিল যে প্রতি জনশুমারির পরে সাময়িক সময়ের জন্য–এ কথাটি বলা ছিল। সীমানা নির্ধারণ হয়ে গেলে এ কমিটি ফাংশনাল থাকবে না। সংবিধানের ১১৯(১)(গ)-এ এটি সংযোজিত হবে। সংযোগপূর্বক আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান যুক্ত করা। আগেরটি সংশোধন হচ্ছে না সুতরাং এটি হবে সংযোজন। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ আইন ২০২১ বা ২০২৫ সংশোধিত হবে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় বিভিন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য নির্বাচন কমিশনের একজন কমিশনারকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে একজন এক্সপার্ট, জেলা জজ, প্রশাসনের যুগ্মসচিব এবং অন্যান্য ডিসিপ্লিনের লোক থাকেন।

১০.৪৬। **বিচারপতি এমদাদুল হক** (সদস্য, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) বলেন, স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে আদমশুমারির কথা বলা হয়েছে। আবার আলোচনায় ১০ বছরের বিষয়টি এসেছে। আদমশুমারি অনেক সময় নিয়মিত নাও হতে পারে। তাই ১০ বছর বা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রাখা যায় কি না সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১০.৪৭। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির** পক্ষ থেকে বলা হয়, আদমশুমারি পরিচালনা ভিন্ন সংস্থাকরে থাকে বিধায় একটু জটিলতা হতে পারে। কারণ যদি ১০ বছর নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তখন দেখা গেল আমদশুমারি হলো না এ অবস্থায় কী হবে তা বিবেচনায় নিতে হবে। আবার এমন হলো যে, আদমশুমারি হয়ে গেল নির্বাচনের ৩ মাস আগে। তখন যদি আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের কারণে শিডিউল ঘোষণা করা যাচ্ছে না। এইসব ক্ষেত্রেও আইনের বিধান থাকতে হবে।

১০.৪৮। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য** : যদি কোনো কারণে আদমশুমারি না হয় তাহলে ভোটার লিস্টের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এটি সমাধানের জন্য আদমশুমারির পরে বা সময়সীমা নির্ধারণে যে কোনো একটি বিকল্প পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন।

১০.৪৯। **এ পর্যায়ে সহ-সভাপতি বলেন, "প্রতি আদমশুমারি/জনশুমারি বা অনধিক ১০ বছর পর নির্ধারিত সময়ের জন্য সংসদীয় নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯(১)(গ)-এর 'এবং' শব্দটির পরে 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত একটি বিশেষায়িত কমিটি গঠনের বিধান' যুক্ত করা হবে। জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ আইন ২০২১ যা ২০২৫ সালে সংশোধিত হয়েছে, এর ৮(৩)-এর সঙ্গে যুক্ত করে ঐ কমিটি গঠন, কার্যপরিধি, মেয়াদসহ অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হবে।"**

এছাড়া, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আলোচনার মাধ্যমে এই ঐকমত্য হয়েছে যে,**"ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় একটি বিশেষায়িত কমিটি, যদি ইতোমধ্যে গঠিত হয়ে থাকে তা পুনর্গঠনের মাধ্যমে যেন বিশেষজ্ঞদেরকে**

অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ বিষয়ে জনগণকে অবহিত এবং স্বচ্ছতা তৈরি করা হয়।" এ সুপারিশটি নির্বাচন কমিশনকে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.০০। আলোচ্যসূচি : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

১১.০১। সহ-সভাপতির বক্তব্য : ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রাথমিক আলোচনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ঐকমত্য হয়েছে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার গঠন পদ্ধতি বা প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। **মেয়াদকাল নিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল ৯০ দিন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল ১২০ দিন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামত ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন করার পক্ষে।** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্ব হবে একটি গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১১.০২। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য : প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। এ **সরকারের মেয়াদ ৪ মাস করা যেতে পারে। তবে উক্ত সময়ের মধ্যে যদি কোনো কারণে নির্বাচন করা সম্ভব না হয় তাহলে মেয়াদ আরও ২ মাস বাড়ানো যেতে পারে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ ৬ মাস।** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্থানীয় ও জাতীয় দুটি নির্বাচন করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, দলীয় সরকারের অধীনে যেমন জাতীয় নির্বাচন সঠিক হয় না ঠিক তেমনি স্থানীয় নির্বাচনও কখনও সুষ্ঠু এবং সাবলীল হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যদি দুটি নির্বাচন করতে হয় তাহলে এর মেয়াদ ৪ মাস হলে ভালো হয়। জরুরি কোনো কারণ সৃষ্টি হলে আরও দুই মাস বাড়ানো যেতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগের প্রস্তাবের সবকটির সঙ্গে একমত। তবে রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের সর্বশেষ প্রস্তাবটিতে দ্বিমত পোষণ করা হয়।

১১.০৩। ভাসানী জনশক্তি পার্টির বক্তব্য : তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগের প্রস্তাবের সবকটির সঙ্গে একমত। তবে **শুধু রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের সর্বশেষ প্রস্তাবটিতে দ্বিমত পোষণ করা হয়।**

১১.০৪। জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল ধারণা হলো শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর আমাদের দেশের মূল রাজনৈতিক সমস্যা। স্বাধীনতার পর থেকে বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় **১৯৯১** সাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো চিত্র দেখা যায়নি। যখনই একটি দলের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা শেষ হয় তারপরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই তালগোল শুরু হয়। কেউ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। বিরোধীদল আবার ক্ষমতায় আসার জন্য সরকারি দলের ওপর ভরসা রাখতে পারে না। এই কারণেই একটি সভ্য দেশে এরকম একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার চালু থাকতে পারে না। নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমেই নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রাজনীতিবিদদের কারণেই শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। উদ্ভাবন এই কারণেই যে, এই ব্যবস্থা পৃথিবীর কোথাও ছিল না। আমরাই এর উদ্ভাবক। এখন কয়েকটি দেশে এটি চালু হয়েছে। কমিশনের যে প্রস্তাবনা আনা হয়েছে তা সংবিধানের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব। এই পদ্ধতিটি আমাদের বিচারালয়ে নিয়ে যায় বারবার। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে নিয়ে আসা হয় তখন ঐ ব্যক্তিটিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। এর মাধ্যমে শুরু হয় বিচারালয়ে রাজনীতিকীকরণ।এর ফলে বিচারপতি নিয়োগ থেকে

শুরু হয় দলীয়করণ। এখানে প্রতিটি ধাপেই বিচারপতিদের নিয়ে আসা হয়েছে। বিচারাঙ্গনকে এই পদ্ধতির বাইরে রাখাই যুক্তিযুক্ত। প্রস্তাবের ৫ নং-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আপিল বিভাগের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্ভব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা হইবার যোগ্য তাহাদের মধ্য হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।**এনসিপি থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটি রূপরেখা জমা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব ছিল।** সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে কমিটি হলে সেই কমিটি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের ৩ জন করে নাম করবেন। সেই নামগুলোর ওপর ভিত্তি করে ৮ বা ১১ সংখ্যাবিশিষ্ট একটি কমিটি হতে পারে। অথবা তারা একমত হতে না পারলে সেটি উচ্চকক্ষে চলে যাবে এবং উচ্চকক্ষে র‍্যাংক চয়েজের ভিত্তিতে একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও এটির বিকল্প কোনো প্রস্তাবও চিন্তা করা যেতে পারে।

১১.০৫। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বক্তব্য :** সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছিল তা সঠিকভাবে চর্চা হয়নি। ওয়ান ইলেভেনে রাষ্ট্রপতি তার ক্ষমতার বাইরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েছিল। যে কারণে একটি সংকট তৈরি হয়েছিল। তাই রাষ্ট্রপতির কাছে দুটি ক্ষমতা না থাকা ভালো। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে হলো ১২০ দিন যেখানে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন ২/৩টি ভালো হলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচন কখনও নিরপেক্ষ হয়নি। সংসদ-সদস্যবৃন্দ পার্লামেন্টে বসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে একমত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিচারপতিগণ সাংবিধানিকভাবেই নিরপেক্ষ থাকার শপথ নেন। যদি রাজনৈতিকভাবে শপথবদ্ধ বিচারপতি না হন তাহলে নিরপেক্ষ থাকা তাদের দায়িত্ব। **তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ১২০ দিন এবং এই সরকারের মেয়াদেই জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সর্বশেষ ধাপে শুধু রাষ্ট্রপতির অংশটুকু না রেখে বরং রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে সমাধানের ব্যবস্থা রাখার পক্ষে একমত পোষণ করে দলটি**।

১১.০৬। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ-এর বক্তব্য :** দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যারা ক্ষমতাসীন থাকে তাদের পক্ষে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে এমনকি প্রাণহানিও ঘটে। স্থানীয় সরকারের বিদ্যমান যে স্তরগুলো আছে তাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে ৪ মাসের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব হবে না। তাই শুধু জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব। প্রস্তাব ছিল যে উচ্চকক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবে। নিম্নকক্ষের প্রাপ্ত আসনের বা ভোটের সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হলে উচ্চকক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়োগকারী হিসেবে কাজ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে সর্বদলীয় কমিটি করা যেতে পারে এবং সর্বদলীয় কমিটিতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি করে ভোট থাকবে। উচ্চকক্ষ যদি নিম্নকক্ষের প্রতিচ্ছবি না হয় তাহলে র‍্যাংক চয়েজ হতে পারে যেমন ফ্রান্সে হয়। **বিচারবিভাগকে একেবারে সিল করে দেওয়া প্রয়োজন যেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে না আসে। তবে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রপতিকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আনা যেতে পারে।**

১১.০৭। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) বক্তব্য : বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাইরে রাখা প্রয়োজন। এ সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন রাখা যেতে পারে**। প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগে

কতকগুলো বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। যেমন, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য এই চারটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সংসদে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলের নেতা এবং স্পিকার এই তিনজনের সমন্বয়ে একটি প্রস্তাব আসতে পারে। যিনি সর্বশেষ নির্বাচন কমিশনার যাকে একটি প্রক্রিয়ায় সিলেকশন করা হয়েছিল এবং যার অধীনে একটি সুন্দর নির্বাচন হয়েছে তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীদের যদি বয়সসীমা না থাকে তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের বয়সসীমা রাখা ঠিক হবে না। দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে তাকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। দায়িত্ব গ্রহণের পরবর্তী ১০ বছরে সে কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বা কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে রাজনৈতিক দল অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অঙ্গীভূত কোনো সংগঠনের সদস্য নহেন; এই বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। কারণ অঙ্গীভূত সংগঠন অনেক হয়ে থাকে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আকার ২১ জনে রাখা যেতে পারে যেখানে ৫ জন সরকারি দলের এবং ৫ জন বিরোধীদলের সদস্য থাকবে।**

১১.০৮। খেলাফত মজলিসের বক্তব্য : প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে একমত পোষণ করে দলটি। তবে বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাইরে রাখা প্রয়োজন। সংসদে রাজনৈতিক দলগুলো এবং যারা সংসদে নেই অথচ অনেক ভোট পেয়েছে তাদের নিয়ে একটি কমিটি করা যেতে পারে। এটি রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। প্রতিটি দলের একটি করে ভোট থাকবে। এমনভাবে করতে হবে যাতে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

১১.০৯। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর বক্তব্য : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করে এর মেয়াদ ৯০ দিন বা ৩ মাস রাখার পক্ষে একমত পোষণ করে। স্থানীয় সরকারের নির্বাচন স্তরে স্তরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে হয়ে থাকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হওয়া সম্ভব না। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধুমাত্র জাতীয় নির্বাচনই সম্পন্ন করবে। ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হতে পারে। **তবে রাষ্ট্রপতির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহনের বিধান না রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে দলটি। বিচারপতিদের নিয়োগে স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হলে তাদেরকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আনা যেতে পারে।**

১১.১০। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর বক্তব্য : সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদাই সরকার প্রধান বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করে থাকে। সাবেক প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হলে সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি ও উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগ বাজেভাবে প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো নিরপেক্ষভাবে বা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার স্বার্থকে অগ্রাধিকার না দিয়ে নিজেদের স্বার্থকে সামনে রেখে বিচারপতি নিয়োগের কাজ করবে। আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের জন্য এনসিপির পক্ষ থেকে একমত প্রকাশ করা হয়েছে। **রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংসদীয় সর্বদলীয়ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হলে তা একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে।**

১১.১১। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য : প্রস্তাবিত সরকারের নাম নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতে পারে এবং এ সরকারের মেয়াদ হবে ৩ মাস। ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হতে পারে। তবে **রাষ্ট্রপতির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের বিধান না রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।**

১১.১২। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য : ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হতে পারে। তবে রাষ্ট্রপতির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের বিধান রাখা হলে সেটি নির্দলীয় থাকছে না। প্রস্তাবিত সরকারের নাম নির্বাচনকালীন তদারকি সরকার হতে পারে এবং এ সরকারের মেয়াদ হবে ৪ মাস। তবে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন এ সরকারের মেয়াদে না হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী সংসদের কাছে এই সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিধান রাখা যেতে পারে।

১১.১৩। গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানকে প্রধান উপদেষ্টা বলা হচ্ছে। নির্বাহী বিভাগের যিনি প্রধান তাকে উপদেষ্টা না বলে সরকার প্রধান এই জাতীয় কিছু বলা যেতে পারে। নির্বাহী প্রধানের সঙ্গে উপদেষ্টা নাম যায় না। **সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো নিয়ে একটি কমিটি থাকবে, সেই কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নাম ঠিক করবে এবং রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবে বলে মত প্রকাশ করে দলটি। এ বিষয়ে সংসদীয় কমিটি একমত না হলে এটি উচ্চকক্ষে পাঠানো যেতে পারে এবং উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তত্ত্বাধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগ হতে পারে।** যদি দেশে এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, সিদ্ধান্ত আসছে না। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সরকারি দল এবং প্রধান বিরোধীদলের নেতাদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগে একটি ঐকমত্য সৃষ্টি করতে পারে। তবে এ বিকল্প প্রস্তাব না রাখাই ভালো।

১১.১৪। লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য : ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হতে পারে। তবে রাষ্ট্রপতির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের বিধান না রাখার পক্ষে মত পোষণ করা হয়। **জাতীয় সংসদে সংখ্যানুপাতিক হারে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করে সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ তৈরি করে স্পিকারের সভাপতিত্বে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে।**

১১.১৫। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের বক্তব্য : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। শুধু জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেয়াদ ৩ মাসই যথেষ্ট। নির্বাচনকে সামনে রেখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের চিন্তাভাবনা করে বিচারপতিদের বয়স বাড়ানোর সুযোগ যেন না থাকে সেটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তবে রাষ্ট্রপতির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের বিধান না রাখার পক্ষে মত পোষণ করা হয়।

১১.১৬। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য : বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাইরে রাখা প্রয়োজন। সংসদের সরকারদলীয় ৬ জন এবং বিরোধীদলীয় ৫ জন অর্থাৎ মোট ১১ জনের মধ্য থেকে র‍্যাংক চয়েজের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগ হতে পারে।

১১.১৭। বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য : প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। তৃণমূল থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে **তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৫ মাস বা ৬ মাস করা যেতে পারে। তবে রাষ্ট্রপতির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের বিধান না রাখার পক্ষে মত** পোষণ করে দলটি। বর্তমান সংসদে যারা থাকবেন তারা এবং সেইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, রাষ্ট্রপতির পরামর্শসহ ৪/৫ জনের একটি প্যানেল হতে পারে। এই প্যানেল থেকে যে কোনো একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

১১.১৮। গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য : বিচার বিভাগের নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় রাখার জন্য বিচার বিভাগের প্রতিনিধিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে না রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১১.১৯। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৩ মাস বা ৯০ দিন হওয়া প্রয়োজন। এই ৯০ দিনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদে শুধু জাতীয় নির্বাচন করা যেতে পারে। **বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সংযুক্ত না করা পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।**

১১.২০। সহ-সভাপতি : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনার পরে রাজনৈতিক দলগুলোর রিভাইসড স্প্রেডশিট দেওয়ার কথা। অনেক দল জমা দিয়েছে। তবে কিছু কিছু দল এখনও দেয়নি। **কমিশনের কাজে সহযোগিতার জন্য আগামী দুই-একদিনের মধ্যে রিভাইসড স্প্রেডশিট জমা দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা হলো।**

১১.২১। আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) বক্তব্য : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের কমিটি যে ধারণায় প্রস্তাব করা হয়েছে উক্ত কমিটির মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও গঠিত হতে পারে। তবে নাগরিক সমাজের প্রস্তাবটি বিকল্প হিসেবে রাখা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হলে এর **মেয়াদ সর্বোচ্চ ৬ মাস করা যেতে পারে।**

১১.২২। বাংলাদেশ লেবার পার্টির বক্তব্য : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৩ মাস করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেই।

১১.২৩। ১২ দলীয় জোটের বক্তব্য : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন না করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে শুধু জাতীয় নির্বাচন হতে পারে।

১১.২৪। গণফোরামের বক্তব্য : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৩ মাস বা ৯০ দিন রাখা এবং এ সরকারের অধীনে শুধু জাতীয় নির্বাচন হতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন না করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হতে পারে। **তবে রাষ্ট্রপতির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের বিধান না রাখার পক্ষে মত** প্রকাশ করা হয়।

১১.২৫। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির বক্তব্য : আদালতের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রায় পুনর্বহাল হয়েছে। **গণতান্ত্রিক দলসমূহ দীর্ঘ ১৭ বছর সংগ্রাম করেছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালে একমত পোষণ করেছে।** বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারে না আসার পক্ষে আদালতের পর্যবেক্ষণ আছে। যদি সমস্ত রাজনৈতিক দল মনে করে যে, বিচার বিভাগকে বাদ দিয়ে তার আগে কমপক্ষে দুটি ব্যবস্থা এমন রাখা যায় কি না যে বিচার বিভাগকে স্পর্শ না করে প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টাগণ নিয়োগ করা যায়। যদি ঐ দুটোর মধ্যে সম্মত না হতে পারে তাহলে নম্বর-৩ থেকে বিদ্যমান ব্যবস্থা যা আছে সেটি বহাল রাখা যায় অথবা এখানে যে সমস্ত প্রস্তাব আসছে তার মধ্য থেকে কিছু সংযুক্ত করা যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৩ মাসের মধ্যে হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে দলটি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ শুধুমাত্র জাতীয় সংসদের অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। তবে ৩ মাসের মধ্যে দৈব দুর্বিপাকে নির্বাচন যদি বিলম্বিত হয় তাহলে আরও ১ মাস বর্ধিত করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ সময়টি যথেষ্ট নয় এবং তেমন কোনো সুবিধাও পাওয়া যাবে না। কারণ স্থানীয় সরকারের কয়েকটি স্তর আছে বিশেষ করে ৪টি স্তর দেখতে পাওয়া যায়। **প্রত্যেকটি স্তরের নির্বাচনের জন্য কমপক্ষে ৬ মাস সময় প্রয়োজন হয়ে যায় বাই রোটেশন করে। স্থানীয় সরকারের মেয়াদ বিভিন্ন সময়ে শেষ হয় এবং বিভিন্ন সময় শিডিউল ঘোষণা করার প্রয়োজন হবে। সুতরাং এই ধারণাটি গ্রহণ করা যাচ্ছে না বলে মত প্রকাশ করে দলটি।**

১১.২৬। সহ-সভাপতি : আজকের আলোচনায় সংসদীয় এলাকার নির্বাচনের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে। **(১) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই। (২) রাষ্ট্রপতিকে কোনো অবস্থাতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার ব্যবস্থা যাতে না থাকে সে বিষয়েও কারও কোনো দ্বিমত নাই।**

১১.২৭। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির বক্তব্য : এখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে। সুতরাং আগের রাষ্ট্রপতি এবং পরের রাষ্ট্রপতি একরকম হবে না। এখানে রাষ্ট্রপতির কোনো বিধান রাখা হচ্ছে না। **একেবারে আপদকালীন ৭ নম্বরে রাখা হচ্ছে। যদি ৬ নম্বর পর্যন্ত একমত হতে না পারা যায় তাহলে একটি জায়গায় তো আসতে হবে।**

১১.২৮। সহ-সভাপতি : আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, **শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে**। এর কাঠামো, মেয়াদ, কার্যপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে পরবর্তী যে কোনো সংলাপে আলোচ্যসূচিভুক্ত করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

[অতঃপর বিকাল ৫:১০ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ৮ম বৈঠক শেষ হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৯ম সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৯ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

০৩ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ৯ম সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ১৯ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/০৩ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : বৃহস্পতিবার, সকাল ১০ : ৩০ ঘটিকা

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	**প্রথমার্ধ** (১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য **দ্বিতীয়ার্ধ** (১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) ড. নেয়ামূল বশির, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	((১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	

৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক (২) মহিদুজ্জামান মহিদ, দপ্তর সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	রোকনুজ্জামান, পর্যবেক্ষক সদস্য, স্থায়ী কমিটি **বিকল্প প্রতিনিধি** আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) মনিরা শারমিন, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য (২) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদের সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) মোফাজ্জল হোসেন মোশতাক, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার লুৎফর রহমান, সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	

		(৩) এটিএম গোলাম মাওলা চৌধুরী, চেয়ারম্যান, গণদল	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) শাহাদাত হোসেন সেলিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র (২) সৈয়দ এহসানুল হুদা, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল ও সমন্বয়ক (৩) মাওলানা মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	(১) মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব (২) প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, যুগ্ম মহাসচিব	
১৯।	গণফোরাম	**প্রথমার্ধ** ডা. মোঃ মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক **দ্বিতীয়ার্ধ** সিনিয়র অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক, সভাপতি পরিষদ সদস্য	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	তারেক রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	ড. আবু ইউসুফ সেলিম, মহাসচিব	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	মাওলানা জুবায়ের আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান	

৪.০০। **সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম.এম.ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফট্সম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

গ. জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক।

ঘ. জনাব মো : জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী আন্দোলনসমূহে বীর শহিদ এবং বিশেষ করে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যে সকল অকুতোভয় ছাত্র, তরুণ, কিশোর, সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে এই দেশকে এক ভয়ংকর ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছেন, সে সকল অকুতোভয় বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। জুলাই অভ্যুত্থানকালে যারা আহত হয়েছেন এবং নানারকম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি তিনি গভীর সহানুভূতি জানান এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

৭.০০। কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ অত্র সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। যে সকল বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দলগত আলোচনায় ঐকমত্য আসেনি সে সকল বিষয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। আজকে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে। অনেক প্রাণের বিনিময়ে আমরা এখানে এসেছি। এই সুযোগ হেলায় হারানো যাবে না। এ সুযোগের বিষয়ে আমাদের যতটুকু সম্ভব ব্যক্তি হিসেবে, দল হিসেবে, জোট হিসেবে, নাগরিক হিসেবে মনে রাখতে হবে। আশা করি আমরা সকলেই সেটি মনে রাখি এবং সেভাবেই অগ্রসর হই।

৮.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

১. রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন;
২. বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণ;
৩. জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

৯.০০। **আলোচ্য বিষয় : রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন**

৯.০১। **বিচারপতি এমদাদুল হক (সদস্য, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন)** রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন বিষয়ে কমিশনের প্রস্তাবের উপর একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন, সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৩টি ধারায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। এই ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাটি কোন পদ্ধতিতে ব্যবহার করবেন এর সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন হতে এর জন্য একটি বোর্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বোর্ড আইনের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে ক্ষমা প্রদর্শনের পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

৯.০২। **বিএনপির পক্ষ হতে বলা হয়, আজকের আলোচ্যসূচিতে প্রথম যে ২টি বিষয় রয়েছে এ দুইটি বিষয়ে আশা করা যায় কেউ দ্বিমত করবে না। আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাটির অপপ্রয়োগ** হয়েছে। তাই আইনের মাধ্যমে এই ক্ষমতাটির প্রসেস করার জন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছে সে বিষয়ে বিএনপি একমত। তবে যখন আইন করা হবে তখন বিস্তারিত আলোচনা করে আরও একটি পরামর্শসভা করে সে আইনটি করার বিষয়ে মতামত দেওয়া যেতে পারে। **বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বিষয়ে তিনি বলেন, সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সার্কিট বেঞ্চ করার বিষয়ে তারা একমত**। ঢাকার বাইরে স্থায়ী বেঞ্চ

করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে আবার হয়তো বিষয়টি পূর্বের মতো আদালতে গড়াবে। তাই তিনি সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বছরে কমপক্ষে একবার ঢাকার বাইরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন করার বিষয়ে মতামত প্রদান করে দলটি।

৯.০৩। **এনসিপি'র পক্ষ হতে বলা হয়,** রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি দলটি এনসিসিকে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন। **অ্যাটর্নি জেনারেলের মাধ্যমে আবেদন না করে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদনের সুযোগের প্রস্তাব করে দলটি**। রাষ্ট্রপতি মতামতের জন্য প্রস্তাবটি বোর্ডের কাছে প্রেরণ করবে। বোর্ড মতামত দেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৯.০৪। **এনডিএম-এর পক্ষ হতে বলা হয়,** ইতঃপূর্বে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাটির অপপ্রয়োগ হয়েছে। **প্রস্তাবটি সমর্থন করে বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৭ জন করার প্রস্তাব করে দলটি**। কমিটিতে মনোবিদ বাদ দিয়ে এনএসআই-এর মহাপরিচালক এবং ৭নং সদস্য হিসেবে মানবাধিকার কমিশনের সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। সুপারিশ প্রণয়নে অনুসরণীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে ১০ নং ক্রমিকে উল্লিখিত জনমত কীভাবে নির্ধারিত হবে তা জানতে চায় দলটি। '২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডে সরাসরি দায়ী ব্যক্তি এবং আয়নাঘরের মাস্টার মাইন্ডরা যাতে কোনোভাবে এই ক্ষমা প্রদর্শনের আওতায় না আসে এই সুযোগ রাখা যায় কি না তার প্রস্তাব করে।

৯.০৫। **বাংলাদেশজামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে বলা হয়,** ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যাতে ইচ্ছামাফিক কিছু করতে না পারেন এবং সঠিক পদ্ধতিতে একটি কমিটি গঠন করে এবং আইন অনুযায়ী তা বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুমান করা যায় সে ব্যাপারে সবাই একমত। **ক্ষমার পরিধির বিষয়ে দলটি বলে, অপরাধী যদি কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের বিরুদ্ধে অপরাধ করে সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্রপতি অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলে তা কোনোক্রমেই ইনসাফ হবে না**। সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্তের পরিবারের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে ক্ষমার বিষয়টি বিবেচনার জন্য দলটি প্রস্তাব করে।

৯.০৬। **এনসিপির পক্ষ হতে বলা হয়,ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বা ক্ষমা প্রদর্শনে সম্মতির বিষয়টি বর্তমানে তেমন বিবেচিত হয় না। এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নেওয়া উচিত।**

১০.০৭। **লেবার পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়,ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তের পরিবারের সম্মতির বিষয়টি থাকা উচিত।** বোর্ডের বিষয়ে মানবাধিকার কমিশনকে যুক্ত করার প্রস্তাব করে দলটি।

৯.০৮। **সহ-সভাপতি বলেন,ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি একটি আইনের মাধ্যমে প্রণীত হবে এ বিষয়ে সবাই নীতিগতভাবে একমত।** সেক্ষেত্রে আইনের স্ট্রাকচারে না যাওয়াই ভালো। বোর্ডে কে থাকবে না থাকবে সেটি আইন প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্টরা বিবেচনা করবেন।

৯.০৯। **খেলাফত মজলিসের পক্ষ হতে বলা হয়,** ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করতে পারবেন না। রাষ্ট্রের বা সরকারের বিরুদ্ধে অপরাধ বা অন্য কোনো অপরাধ রাষ্ট্রপতির ক্ষমার বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে। **ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বা পরিবারের সম্মতি নিতে হবে।**

৯.১০। **খেলাফত মজলিসের পক্ষ হতে বলা হয়,** কবি শেখ সাদীর একটি কথা আছে যে, যে ব্যক্তি বিষধর সাপকে দয়া করলো সে যেন পুরো মানবজাতির উপর জুলুম করল। দলটি কমিশনের সুপারিশমালাকে যুক্তিযুক্ত বলে **সমর্থন করে এবং অনুসরণীয় নীতিমালায় ক্ষতিগ্রস্তের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বা সম্মতি প্রদানের বিষয়টি যুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করে।**

৯.১১। **আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির পক্ষ হতে** miscarriage of justice-এর কিছু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে বলা হয় যে, সংবিধানের **৪৯ অনুচ্ছেদে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বিষয়কে সীমাবদ্ধ রেখে ক্রিমিনাল কেইসকে রিভিউ করার জন্য একটি রিভিউ কমিশন করার প্রস্তাব** করে।

৯.১২। **সহ-সভাপতি বলেন,** সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি কতটা ট্রান্সপারেন্ট করা যায়, লিমিট করা যায়, যাতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না হয় সেটিই বিবেচনা করা হচ্ছে।

৯.১৩। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের** পক্ষ হতে বলা হয়, **ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের সম্মতি নেওয়ার বিষয়ে একমত হওয়া গেলে আইন প্রণয়নের সময় সহজেই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত** করা যাবে।

৯.১৪। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** আইনে কী থাকবে তা আইন প্রণেতারা যথাযথ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, জনগণের সাথে আলোচনা করে করবে। **আমরা শুধু অনুসরণীয় জায়গা রেখে যেতে চাই যাতে করে এ বিষয়টি আইন প্রণয়নের সময় বিবেচিত হয়।** এ বিষয়ে সকলেই একমত হওয়ায় দ্বিতীয় প্রস্তাবে যাওয়া যেতে পারে।

১০.০০। আলোচ্য বিষয় : বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণ

১০.০১। সহ-সভাপতি বলেন যে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০ সংশোধন পূর্বক উচ্চ আদালত বিকেন্দ্রিকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

১০.০২। বিএনপির পক্ষ হতে বলা হয়, জনগণের দোরগোড়ায় বিচার ব্যবস্থা নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিএনপি একমত। তবে যেহেতু এর আগে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী আসন ঢাকার বাইরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আদালত কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়েছে সেহেতু বছরে কমপক্ষে একবার ঢাকার বাইরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে আইনজীবীদেরও সম্মতি থাকবে।

১০.০৩। বিচারপতি জনাব ইমদাদুল হক (সদস্য, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণ বিষয়ে কমিশনের প্রস্তাব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, **১৯৮৮** হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ জেলা সদরে স্থাপনের বিষয়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হলে এতে রাষ্ট্রের একক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয় বিবেচনায় সংবিধানের সংশ্লিষ্ট সংশোধন আপিল বিভাগ অসাংবিধানিক ঘোষণা করে। এর পর প্রায় ৩৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যা এবং মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাস্তবতার বিবেচনায় সংবিধানের একক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন না করে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০ সংশোধন পূর্বক দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ারসম্পন্ন স্থায়ী আসন স্থাপন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে।

১০.০৪। বাংলাদেশজামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে বলা হয়, কমিশন যে প্রস্তাব করেছে সে বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী একমত। তবে আলোচনা সহজ করার জন্য দলটি প্রস্তাব করে যে, মানুষ যাতে বিচার পায় সেটিই সকলের লক্ষ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যতে বিভাগও বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে **এখনই সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী আসন স্থাপন না করে আপাতত পূর্বের ৪টি বিভাগে করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগে স্থায়ী আসন স্থাপন করার প্রস্তাব করে দলটি।**

১০.০৫। সহ-সভাপতি বলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে পূর্বের আলোচনায় প্রায় সকল দলই বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রিকরণের পক্ষে নীতিগত সম্মতি দিয়েছিল। কীভাবে করা হবে সে বিষয়ে কিছু ভিন্নমত ছিল। সে কারণে বিষয়টি পুনরায় আলোচ্যসূচিতে রাখা হয়েছে।

১০.০৬। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের পক্ষ হতে বলা হয়, বিচার প্রার্থীরা যাতে ন্যায়বিচার পায়, সুষ্ঠু বিচার পায়, সহজে বিচার পায় তাই উপজেলা পর্যায়ে আদালত সম্প্রসারণ করা উচিত। তবে সুষ্ঠু বিচার পেতে হলে ভালো আইনজীবী দরকার। ভালো আইনজীবীরা, সিনিয়র আইনজীবীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে যেতে চাইবে না। তারা প্রতিবাদ করবে, বিচারকার্য অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। **তাই ভালো বিচার পেতে হলে হাইকোর্ট ঢাকায় থাকা দরকার।**

১০.০৭। সহ-সভাপতি বলেন কতিপয় লোকের বিরোধিতা বা না চাওয়ার কারণে জনগণের দোরগোড়ায় বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না–তা ঠিক নয়।

১০.০৮। খেলাফত মজলিসের পক্ষ হতে বলা হয় হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী আসন স্থাপন ৪টি বিভাগে করলে হবে না। **সকল বিভাগে করতে হবে এবং স্থায়ী করতে হবে।** সার্কিট বেঞ্চ করলে হবে না। আইনজীবী পাওয়া যাবে

না এটি ঠিক নয়। **জনগণের সহজ বিচার প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত আদালত সম্প্রসারণ করতে হবে।** এর কোনো বিকল্প নেই।

১০.০৯। **এনসিপির পক্ষ হতে বলা হয়** রাষ্ট্রের একক চরিত্রের কথা বলে ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে হাইকোর্ট ঢাকায় নিয়ে আসা হলো। কিন্তু অন্য ভালো দিকগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। বর্তমানে ২০ কোটি মানুষ, লাখ লাখ মামলা, যা ১০০ জন বিচারক নিষ্পত্তি করতে পারবে না। **তাই কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণে এনসিপিসহ অধিকাংশ দলই একমত।** বর্তমানে আইনজীবী পেতেও অসুবিধা হবে না এবং বিচারক পেতেও অসুবিধা হবে না। স্থায়ী কাঠামো প্রয়োজন। বিচারপ্রার্থী মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয় এটি সকলের বিবেচনা করা উচিত। **সেক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে বিভাগের কেন্দ্রে যে জেলা সেখানে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যান্য আদালত উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও এনসিপি একমত।** দলটি আশা করে এ বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

১০.১০। **জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে বলা হয়,** আমাদের জনস্বার্থ বিবেচনা করা উচিত এবং জন-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন মুখ্য হওয়া উচিত। জনস্বার্থকে সামনে রাখলে বিজ্ঞ আইনজীবীরা আশা করা যায় দ্বিমত করবে না। কারণ দেখা যায় গুরুত্ব বিবেচনায় নিম্ন আদালতেও সিনিয়র আইনজীবীরা গিয়ে থাকেন। **নিম্ন আদালতের বিষয়ে কমিশন যে প্রস্তাব করেছে জনগণের হয়রানি বন্ধ এবং আর্থিক সাশ্রয় বিবেচনায় জামায়াতে ইসলামী তাতে হুবহু একমত।** ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল হয়েছে বলেই আর এটি হবে না, তা ঠিক নয়। কারণ কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার পরও আবার তা পুনঃপ্রবর্তন করতে যাচ্ছে। এনসিপির প্রস্তাব অনুযায়ী ভৌগোলিক অবস্থানটিও বিবেচনা করা যেতে পারে। সার্কিট বেঞ্চের মতো সংকচিত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। **তাই ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে স্থায়ীভাবে বেঞ্চ স্থাপন করা যেতে পারে।**

১০.১১। **আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়** নাগরিকদের সার্বভৌম করার জন্যই '৭১-এ যুদ্ধ হয়েছিল। জনগণ যদি বিচার না পায় তাহলে সেই নাগরিক সার্বভৌম হতে পারে না। তাই জনগণের সুবিচার প্রাপ্তির জন্য বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে তা যা অর্জন করতে চাই। শুধুমাত্র সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ বিবেচনা করলে হবে না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৪ও বিবেচনা করতে হবে। **শুধু বিভাগে নয়, ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে কোন কোন জেলায় মামলা বেশি তা বিবেচনা করে বেঞ্চ স্থাপনের বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে।**

১০.১২। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়** স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনে আইনগত অসুবিধা হলে সেক্ষেত্রে ৮টি বিভাগে ৮টি সার্কিট বেঞ্চ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। **ভৌগোলিক এবং মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা যেতে পারে।** জেলা পর্যায়েও দক্ষ আইনজীবী এবং বিচারক রয়েছে। **বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য উপজেলা পর্যায়েও অধস্তন আদালত স্থাপন করা যেতে পারে।**

১০.১৩। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের** পক্ষ হতে বলা হয়, **মানুষের হয়রানি যাতে কমে এবং দ্রুত বিচার সম্পন্ন হয় তাই তারা কমিশনের প্রস্তাবে নীতিগতভাবে একমত।** ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে অন্য জেলাতেও তা স্থাপন করা যেতে পারে। **উপজেলা পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ে যাওয়া হলে সেক্ষেত্রে ছোট খাট বিষয় নিয়েও মানুষ মামলায় জড়িয়ে যায় বিধায় উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত সম্প্রসারণের বিষয়ে দ্বিমত** রয়েছে।

১০.১৪। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের পক্ষ হতে বলা হয়** আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা ভবিষ্যতের জন্য কাজ করছি। অতীতে কী হয়েছে তা বিবেচ্য নয়। তাই বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। **ঢাকার বাইরে স্থায়ী বেঞ্চ করা হলে মানুষ যে ঢাকামুখী হয় তা থেকে বের হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ক্রমান্বয়ে বললে হবে না। সময় বেঁধে দিতে হবে।**

১০.১৫। **বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ হতে বলা হয়** বিগত বছরগুলোতে আমরা দেখেছি পুলিশের গণহারে মামলা থেকে জামিন পাওয়ার জন্য ঢাকায় এসে জনগণকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। তাই বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি যে রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করে তাতে বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। **তাই তারা কমিশনের প্রস্তাবের সাথে নীতিগতভাবে একমত**। এটি সংস্কার করতে পারলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে। নাগরিকদের সার্বভৌম করতে চাইলে, নাগরিকদের অধিকার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইলে বিচার পাওয়াটাকে সহজলভ্য করতে হবে।

১০.১৬। **বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়** বিচার ব্যবস্থাকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া এবং একে সহজলভ্য করার বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। বিচার ব্যবস্থার ঐতিহাসিক দিক বিবেচনা করে যেহেতু এটি সংসদের মাধ্যমে সংবিধানে সংশোধনী আনতে হবে এবং **তারপর আবার সুপ্রিম কোর্টের যেহেতু সাংবিধানিক দিক বিবেচনার সুযোগ রয়েছে সেক্ষেত্রে অতীতের মতো আবার যেন আদালত তা বাতিল করে না দেয় তা বিবেচনা করে সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।** উচ্চ আদালতের রায় মানা নিম্ন আদালত এবং সরকারের জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে বিচারের মান বিবেচনায় নিতে হবে। এছাড়া সিনিয়র আইনজীবীদের ঢাকার বাইরে নিয়ে গিয়ে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীদের ব্যয় আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সিনিয়র আইনজীবীরা এতে রাজি হবে কি না সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে। তাই প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টি বিবেচনা করে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০-এ এরকম কোনো সংশোধনী আনা যায় কি না যাতে জুডিশিয়ারি সে সুযোগটি না নিতে পারে এবং সিনিয়র আইনজীবীরাও কোনো সুযোগ নিতে না পারে। সেক্ষেত্রে ১৯৮৮ সালের মতো আবার অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হলে জটিল হবে। বিএনপি বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রিকরণ চায়, তবে কীভাবে হবে সেটি বিবেচনা করা উচিত। আর উপজেলা কোর্ট ১৯৯১ সালে বিএনপি বহাল করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা বাতিল করে দেওয়া হয়। **উপজেলা পর্যায়ে আইনজীবী এবং বিচারের মান বিবেচনায় নিয়ে এখন যেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিজ্ঞ আইনজীবী রয়েছে তাই জেলা কোর্টের সংখ্যা বাড়িয়ে সব উপজেলার জন্য আলাদা আলাদা কোর্ট করা যায় কি না তা বিবেচনা করা যেতে পারে।**

১০.১৭। **সহ-সভাপতি বলেন** বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণে কারো কোনো দ্বিমত নেই। কিছু লোক দ্বিমত করলেও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এর একটি পথ বের করতে পারব না, তা নয়। ১৯৮৮ সাল আর ২০২৫ সাল এক নয়।

১০.১৮। **এনসিপির পক্ষ হতে বলা হয়** ১৯৮৮ সালে সংবিধান সংশোধনী বাতিল হওয়ার ভয় আমরা এখনও পাচ্ছি। এখন যদি আমরা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ করি এবং সেই পূর্বের রেফারেন্স নিয়ে এসে যদি এটি বাতিল করে দিতে পারে, পূর্বের সিদ্ধান্তের বাধ্যবাধকতা থাকে–সেই যুক্তির জায়গা থেকে বের হওয়ার জন্যইএনসিপির পক্ষ থেকে গণপরিষদের নির্বাচন এবং সংবিধান পুনর্লিখনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাহলে পূর্বের বেসিক স্ট্রাকচারের যে কনসেপ্ট তা পরিবর্তন হবে।

১০.১৯। এ পর্যায়ে নামাজ এবং মধ্যাহ্নভোজের জন্য সংলাপে বিরতি দেওয়া হয়।

(অতঃপর নামাজ এবং মধ্যাহ্নভোজের জন্য বিরতি দেওয়া হয়)

[নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর বেলা ৩ : ০০ ঘটিকায় বৈঠক পুনরায় আরম্ভ হয়]

১০.২০। **জাতীয় গণফ্রন্ট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, **বিচারের দীর্ঘসূত্রতা বিচার না পাওয়ারই শামিল। বিচার বিভাগের দুর্নীতি এবং দীর্ঘসূত্রতা রোধ করার জন্য বিচার বিভাগের মৌলিক দিকগুলো পরিবর্তন হওয়া দরকার**। গত আগস্ট মাসে দেশে গণ-অভ্যুত্থান হওয়ার পর বিচার বিভাগের দুর্নীতি বন্ধ হয়নি মর্মে দলটির পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদী সরকার পালিয়ে যাওয়ার পর দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য একটি

চক্র কাজ করছে। **তাই দ্রুত গ্রহণযোগ্য সংস্কারের মধ্য দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত**।

১০.২১। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,**বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণের ব্যপারে দলটি পুরোপুরি একমত। তবে জনস্বার্থে ১৯৮৮ সালের আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দাখিল** করা যায় কি না সেটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয় দলটি। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, সাধারণ মানুষের জন্য বিচারপ্রাপ্তি আরও সহজলভ্য করে গড়ে তোলার জন্য রাজধানীর বাইরে **প্রতিটি বিভাগীয় সদরেহাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ থাকা প্রয়োজন**।

১০.২২। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, **রাজধানীর বাইরে বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা geographically access to justice নিশ্চিত করা সম্ভবপর হলেও এর অনেকগুলো নেতিবাচক দিক রয়েছে**। তাই দলটির পক্ষ থেকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০-এর অধীন ঢাকার বাইরে **হাইকোর্ট বিভাগের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন এবং প্রতিবছর ন্যূনতম একবার** উক্ত বেঞ্চ কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনা করার পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়।

১০.২৩। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, **দলটি নীতিগতভাবে বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণের পক্ষে। তবে বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণের জন্য শুধু পর্যাপ্ত আইনজীবী কিংবা বিচারক নয়; অবকাঠামো উন্নয়ন, লোকবলসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রয়োজন হবে**। এ জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানানো হয়। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে, সব স্থায়ী বেঞ্চ একইসঙ্গে কার্যকর করা কঠিন বিবেচিত হলে প্রয়োজনে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় সদরদপ্তরগুলোতে স্থায়ী বেঞ্চ কার্যকর করা যেতে পারে। এখানে **হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপনের ক্ষেত্রে মামলার সংখ্যা, এলাকার জনসংখ্যা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলো যুক্ত করা যেতে পারে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে মতামত পেশ করা হয়**। এছাড়া কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণের প্রস্তাব যাতে অতীতের মতো হাইকোর্ট বিকেন্দ্রিকরণ সম্পর্কিত বিধান সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে বাতিল হয়ে না যায়, সে বিষয়টি কমিশন কর্তৃক বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হয়। এটি করা সম্ভবপর না হলে **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০-এর অধীন ঢাকার বাইরে বছরে ন্যূনতম ২ বার হাইকোর্ট বিভাগের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন করা যেতে পারে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে জানানো** হয়।

১০.২৪। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,**দলটি বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণের পক্ষে একমত**। দলটি মনে করে, রাজধানীর বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হলে আইনজীবী ও বিচারকের অপ্রতুলতা হওয়ার কথা নয়। সরকারের পক্ষে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে আইনজীবী ও বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব। দলটির পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, শুধু আটটি বিভাগীয় শহরে নয়, জনসংখ্যা ও প্রয়োজনের বিবেচনায় দেশের দশটি স্থানে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা যেতে পারে। হাইকোর্ট বিভাগের সার্কিট বেঞ্চের মাধ্যমে দেশের ২০ কোটি মানুষের সমস্যা সমাধান করা সম্ভবপর নয়। এছাড়াও দলটির পক্ষ থেকে বিচারিক কার্যক্রমের দীর্ঘসূত্রতা এবং পুরানো আইনের সংস্কারের জন্য কমিশন কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

১০.২৫। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তাদের প্রস্তাব ছিল হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চগুলো যেন প্রতি বছর **১** বা **২** বার প্রয়োজন অনুসারে ঢাকার বাইরে স্থাপন করা হয়। বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়,**যদি সংবিধানের পরিবর্তন এনে হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ করতে হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের আলোচনা সাপেক্ষে করা উচিত এবং এটি সনদে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন**। কেননা দলটি চায়, জনগণ যেন অতিসহজে বিচার পায়।

১০.২৬। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,**দলটি শুধু বিচার বিভাগ নয়, সারা দেশের উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রিকরণের পক্ষে একমত**। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, যদি সংবিধানের পরিবর্তন এনে হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ করতে হয়, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে করা উচিত। এছাড়া দলটি **অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিভাগীয় সদর দপ্তরগুলোতে স্থায়ী বেঞ্চ কার্যকর করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে।**

১০.২৭। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,দীর্ঘ আলোচনার পর সবাই একমত হয়েছে যে, সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রিয়ভাবে সুপ্রিম কোর্ট ঢাকায় থাকবে। একইসঙ্গে **হাইকোর্টকে বিকেন্দ্রিকরণ করে বিভাগীয় শহরেও স্থায়ী বেঞ্চকে সম্প্রসারণ করা হবে**। এ ক্ষেত্রে আটটি বিভাগীয় শহরে স্থায়ী বেঞ্চ করা যেতে পারে। হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ করতে হলে সুপ্রিম কোর্টের আলোচনাক্রমে করা উচিত। **প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে 'আলোচনাক্রমে' শব্দটি ব্রাকেটে দেওয়া যেতে পারে**। ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় নিঃসন্দেহে এটা একটা বড় অর্জন।

১০.২৮। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,**দলটি বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণের পক্ষে একমত**। দলটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, দেশের জনগণ এবং রাজনৈতিক দল/জোটসমূহের দাবি অনুযায়ী, দেশের আটটি বিভাগীয় সদরে স্থায়ী বেঞ্চ করার ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য হয়েছে। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে আলোচনার কোনও প্রয়োজন নেই। **এক্ষেত্রে দলটির পক্ষ থেকে গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানানো** হয়।

১০.২৯। **আমজনতার দল-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়,বিচার বিভাগ সংস্কার নিয়ে অনেক কথা হলেও হাইকোর্ট কেন **বছরে ১৮০ দিন বন্ধ থাকে এ বিষয় নিয়ে কোনো** আলোচনা হচ্ছে না। এছাড়াও বিচারক সুরক্ষা আইন নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। বিচারব্যবস্থা জনবান্ধব করার জন্য **এ ছুটিগুলো বাতিল করার জন্য দলটির পক্ষ থেকে দাবি** করা হয়।

১০.৩০। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,**দলটি বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণের পক্ষে একমত**। বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণ ইস্যুতে সকল রাজনৈতিক দল ঐকমত্য প্রকাশ করায় দলটির পক্ষ থেকে কমিশনে সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

১০.৩১। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)**-এর পক্ষ থেকে **বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণ ইস্যুতে সকল রাজনৈতিক দল ঐকমত্য প্রকাশ করায় সকলকে ধন্যবাদ** জানানো হয়।

১০.৩২।**বিচারপতি এমদাদুল হক (সদস্য, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন)** বলেন, **১৯৮৮** সালের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোটর নেতারা তাদের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, **বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সময়ের ব্যবধানে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক মতামত পরিবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত পরিবর্তিত হয়েছে**। এর বাইরেও অনেক পদ্ধতি রয়েছে। তিনি বলেন, **এখানে অনেক**

রাজনৈতিক দল রয়েছে, যারা জনগণের বড় একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে। সুতরাং এ দলগুলোর সিদ্ধান্ত অবশ্যই সুপ্রিম কোর্ট বিবেচনা করবেন।

১০.৩৩। **গণফোরাম**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ১৯৮৮ সালের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোটের নেতাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৮৮ সালের আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দাখিল করা যেতে পারে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স হিসেবে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। **দলটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০-এর অধীন ঢাকার বাইরে হাইকোর্ট বিভাগের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন করার পক্ষে।**

১০.৩৪। **সহ-সভাপতি** বলেন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, এর পরিবর্তে রাজধানীতে সুপ্রিমকোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে। প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে। **অর্থাৎ হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। সেজন্য সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০০ পরিবর্তন/সংশোধন করতে হবে।**

তিনি আরও বলেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৯ সংশোধন বিষয়ে যে ঐকমত্য হয়েছে, তা হলো, **'কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। তবে আইনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড, নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণক্রমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইবে।'** এছাড়াও এই অনুচ্ছেদ সংশোধন বিষয়ে ঐকমত্য কমিশন থেকে দেওয়া **প্রস্তাবের আলোকে যে রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি হয়েছে, ভবিষ্যতে তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে**। তিনি অত্র সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল/জোটসমূহের নেতাদের আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানান।

[অতঃপর বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় বৈঠক সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১০ম সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৩ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৭ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : ৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১০ম সংলাপের সারসংক্ষেপ।

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ২৩ আষাঢ় ১৪৩২/৭ জুলাই ২০২৫

সময় : সোমবার, সকাল ১০ : ৩০টা

স্থান : দোয়েল হল, ফরেন সার্ভিস একাডেমি, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের নামের তালিকা :

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	**প্রথমার্ধ** (১) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক **দ্বিতীয়ার্ধ** (১) ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	

৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	**প্রথমার্ধ** (১) রোকনুজ্জামান, পর্যবেক্ষক সদস্য, স্থায়ী কমিটি (২) আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য **দ্বিতীয়ার্ধ** (১) ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) আরমান হোসাইন, সংগঠক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	**প্রথমার্ধ** (১) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি (২) কামরুল আহসান অপু, দপ্তর সম্পাদক **দ্বিতীয়ার্ধ** (১) শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক (২) কামরুল আহসান অপু, দপ্তর সম্পাদক	

১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য (৩) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদের সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) খোকন চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক, ডেমোক্রেটিক লিগ (৩) এস.এম. শাহাদত, চেয়ারম্যান, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক পার্টি	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) শাহাদাত হোসেন সেলিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ও মুখপাত্র (২) মাওলানা মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ (৩) শামসুদ্দিন পারভেজ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	(১) অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য (২) প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, যুগ্ম মহাসচিব	
১৯।	গণফোরাম	সিনিয়র অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক, সভাপতি পরিষদ সদস্য	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি **পর্যবেক্ষক** তৈমুর খান অপু	

২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডা: মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	-	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গ. জনাব এইচ এম আলী আকবর, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

ঘ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

৬.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

ক. উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ;

খ. জরুরি অবস্থা ঘোষণা;

গ. নারী প্রতিনিধিত্ব।

৭.০০। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী **জনাব মনির হায়দার** সংলাপের শুরুতেই **১৯৫২**-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে **১৯৭১**-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী আন্দোলনসমূহের বীর শহিদ, ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের সকল অকুতোভয় বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করেন।

৮.০০। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি সূচনা বক্তব্যে বলেন, যে সকল বিষয় প্রাথমিক পর্যায়ে একমত হওয়া সম্ভব হয়েছে তা আলোচ্যসূচিভুক্ত করা হয়নি। যে সকল বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে তা সংশোধিত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে এক জায়গায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এনসিসির বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আপত্তি থাকায় সংশোধন করে ভিন্ন প্রস্তাব আনা হয়েছে। সময় স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলোকে গত জুলাই মাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যে নিপীড়নের মধ্যে ছিলাম, যে ফ্যাসিবাদের মধ্যে ছিলাম, তা সকলের মনে আছে। সংস্কার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। জুলাই মাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি রয়েছে তা সত্ত্বেও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা করার সদিচ্ছা ব্যক্ত করেন। সকলের অবস্থান ধারণ করেই জাতীয় সনদ তৈরি করা হবে। কমিশন কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে না। এছাড়া সবকিছুতে একমত হওয়ারও কিছু বিষয় নয়। রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য না হওয়ায় কিছু প্রস্তাবনা বাতিল করা হয়েছে। এ সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল/জোটের প্রতিনিধিদের তিনি কমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

৯.০০। উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালতের সম্প্রসারণ

৯.০১। লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি : এ বিষয়ে দলটি একমত। দেওয়ানি মামলা গ্রহণে সিনিয়র সহকারী জজের আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ৪/৫ বছর আগে সিনিয়র সহকারী জজের কাছে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের সম্পত্তির বিষয়ে মামলা করা যেত। কিছু দিন আগে ২৫ লক্ষ করা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে ২৫ লক্ষ টাকা কোর্ট ফি দেওয়া সম্ভব হবে না।

৯.০২। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন : বাংলাদেশে প্রায় ৯৫ হাজার জনসংখ্যার অনুকূলে একজন বিচারক। বাংলাদেশের তুলনায় অন্যান্য দেশে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বিচারকের সংখ্যা অনেক বেশি। অনেক আদালত ভারপ্রাপ্ত বিচারক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। একজন বিচারক অনেক ট্রাইব্যুনাল পরিচালনা করে থাকেন। ফলে গুরুত্বপূর্ণ মামলা চলাকালীন অন্য মামলা পরিচালনা সম্ভব হয় না। বিচারক নিয়োগ করা সম্ভব হলে মামলাজট সহনীয় পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে। জেলা সদরে উপজেলার বিপরীতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত রয়েছে। কিন্তু সমানসংখ্যক এজলাস এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। এজলাসের অভাবে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। নানা ধরনের অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। যার ফলে বিচার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। জনবল, লজিস্টিক সাপোর্টসহ বেশ কিছু অপ্রতুলতা রয়েছে। **বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধান না করে উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠা করা বাস্তবসম্মত হবে না**।

৯.০৩। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি : গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। **অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠিত হলে উপজেলায় মামলার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে**। দেওয়ানি মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ৪০ লক্ষ টাকায় বর্ধিত করার আহ্বান জানায় দলটি।

৯.০৪। বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম : সংবিধানে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং স্থানীয় প্রশাসন উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয় সরকার বলতে উপজেলা পরিষদ হবে। দ্বিতীয়ত সিটি করপোরেশন। **চৌকি আদালতসহ অন্যান্য স্থানীয় আদালতে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। প্রয়োজনে সহকারী জজকে পদায়ন করতে হবে। তার দল ঐকমত্য কমিশনে যে লিখিত প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে তা বিবেচনার অনুরোধ জানায় দলটি**।

৯.০৫। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস : এ বিষয়ে একমত এবং দলীয় অবস্থান আগেই লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। জমির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দেওয়ানি মামলা গ্রহণে সিনিয়র সহকারী জজের আর্থিক ক্ষমতা ৫০ লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৯.০৬। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট : সবার ন্যায়বিচারের প্রতি সমমনা জোট বিশ্বাস করে। **উপজেলা অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত।** তবে দেওয়ানি মামলা গ্রহণে সিনিয়র সহকারী জজের আর্থিক ক্ষমতা ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অনেক উপজেলায় জমির মূল্য বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে লোহাগড়ায় পূর্বে প্রতি শতক ১ লক্ষ টাকা ছিল তা উপজেলা সদরে ২৫ লক্ষ পর্যন্ত বিক্রি হয়। আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা না হলে জেলা পর্যায়ে যেতে হবে।

৯.০৭। সহ-সভাপতি বলেন, আর্থিক এখতিয়ার বৃদ্ধি করাসহ বিস্তারিত যাওয়া সম্ভব হবে না। এগুলো পরবর্তী সময়ে আইন দ্বারা করা যাবে। উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত সম্প্রসারণের বিষয়ে অধিকাংশ দল সমর্থন করেন। এ বিষয়ে মোডিফাই করলে উন্নতি করা যাবে, সেই বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

৯.০৮। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি : অধস্তন আদালতের বিষয়ে ঐকমত্য আছে। উপজেলা পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু করা যায় কি না, তা ভেবে দেখার অনুরোধ করে দলটি। উপজেলা পর্যায়ে সালিশি আদালতের ভাবনার বিষয়টি নিয়েও কাজ করতে হবে।

৯.০৯। জনাব সফর রাজ হোসেন (সদস্য, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন) বলেন, সালিশি শুধু উপজেলা, জেলা, মফস্বলে নয়, এটি ঢাকা শহরেও হয়। **আইনগত সহায়তার বিষয়টি নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।** এখানে অর্থের সংশ্লেষ রয়েছে। জেলা সদর থেকে উপজেলা অনেক দূরে সেখানে জেলখানা বা সাবজেল করতে

হবে। নীতিগত অনুমোদন দিলে সরকার বাস্তবায়ন করবে। আদালত স্থাপনের ক্ষেত্রে জনবলসহ অনেক কিছু জড়িত রয়েছে।

৯.১০। **সহ-সভাপতি** বলেন, সালিশি আইন ২০০১ সংশোধনের প্রস্তাবনা রয়েছে। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রস্তাব রয়েছে।** যে উদ্বেগের কথা শুনি সেটি এড্রেস করার জন্য ভিন্ন প্রস্তাব আছে। সালিশি ব্যবস্থা যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য এটিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৯.১১। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) : এ বিষয়ে একমত।** প্রস্তাবনায় সিনিয়র সহকারী জজ পর্যন্ত বলা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে ৫টি ভাগে জজ থাকে। জেলা পর্যায়ে যে কাঠামো রয়েছে তা substitute না supplementary এ বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

৯.১২। **সহ-সভাপতি** বলেন, বিচার বিভাগ কমিশন থেকে supplementary হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, substitute হিসেবে নয়।

৯.১৩। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) :** সংসদীয় আসন অনুযায়ী ১টি, ২টি বা ৩টি উপজেলা মিলে একটি হতে পারে। অথবা যে প্রশাসনিক অবকাঠামো রয়েছে, এটির বিবেচনায় প্রত্যেকটি উপজেলায়। তা না হলে কোনোটাতে দেওয়া হবে, কোনোটাতে দেওয়া হবে না, বিতর্ক সৃষ্টি হবে। **এটির অভিন্ন প্রয়োগ (uniform application) যদি কোনোভাবে করা যায় তাহলে সহজতর হবে।**

৯.১৪। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি : বর্তমান প্রেক্ষাপটে জেলা সদর থেকে উপজেলা সদরে যোগাযোগ খুব ভালো থাকায় উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না।** তবে জেলা সদর থেকে যে সকল উপজেলা দূরবর্তী সেখানে চৌকি আদালত সৃষ্টি করা হয়েছিল। **চৌকি আদালত বাড়ানো যায় কিনা সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে।** বিচারকের সংকট রয়েছে, তা নিরসন করা প্রয়োজন। উপজেলা-কেন্দ্রিক কোর্ট রয়েছে, তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ফলে বিচারপ্রার্থীরা সুবিধা পাবে। লিগাল এইড সার্ভিস থেকে কোনো সুবিধা পাওয়া যায় না। যারা সেখানে যায় তারা হয়রানির শিকার হয়। লিগাল এইড সার্ভিসের ওপর জোর দেওয়া দরকার।

৯.১৫। **১২ দলীয় জোট :** রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে মামলার সংখ্যা কমে যেতে বাধ্য। বিগত সময়ে উপজেলা আদালতের অভিজ্ঞতা ভালো না। **সেই বিবেচনায় উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে দলটি।** উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠা হলে সমাজে হানাহানিসহ নানা অপরাধ বৃদ্ধি পাবে এবং মামলা বৃদ্ধি পাবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হওয়ায় জেলা পর্যায়ে বিচারক ও আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে মামলাজট কমে যাবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে সালিশি কার্যক্রম আরো উন্নত করতে পারলে উপজেলা আদালতের প্রয়োজন হবে না। উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠা হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

৯.১৬। **জাতীয় নাগরিক পার্টি :** ভূমিসংক্রান্ত মামলাগুলো উপজেলা এসি ল্যান্ড আদালতে হয়ে থাকে। সারা দেশে ভূমি অফিসে লক্ষ লক্ষ মামলা পরিচালিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। সে বিবেচনায় উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত হলে মামলা বৃদ্ধি পাবে না। বিচার চাওয়া মানুষের অধিকার। জেলা পর্যায়ে সাক্ষিকে যথাসময়ে হাজির করা সম্ভব না হওয়ায় মামলায় দীর্ঘসূত্রতা হয়। সাক্ষী অনেক দূর থেকে নিয়ে আসা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। **সেক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে কোর্ট নিয়ে যাওয়া দরকার।** প্রতিটি উপজেলায় না হলেও ২টি বা ৩টি উপজেলা মিলে সংসদীয় আসনভিত্তিক অধস্তন আদালত করা যায় কি না সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.১৭। **গণসংহতি আন্দোলন : এ বিষয়ে একমত।** জামিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে জেলা পর্যায়ে যেতে হয়। ফলে সাধারণ মানুষের আর্থিক চাপ থাকে। অনেক সময় মামলার জন্য জেলায় অবস্থান করতে হয়। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। উপজেলায় আদালত প্রতিষ্ঠা হলে মানুষের ভোগান্তি হ্রাস পাবে। **সংসদীয় এলাকা হিসেবে আদালত প্রতিষ্ঠা হলে জটিলতা তৈরি হবে।** সেজন্য উপজেলাভিত্তিক বাস্তবসম্মত হবে। দেওয়ানি মামলায় আর্থিক বিষয়ে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে দলটি একমত।

৯.১৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, বাংলাদেশ লেবার পার্টি তার অবস্থান পরিবর্তন করে উপজেলা পর্যায়ে আদালত সম্প্রসারণের বিরোধিতা করছে।

৯.১৯। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি :** মার্চ মাসে যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে বিপরীত মনে হতে পারে। এ বিষয়গুলো আলাপ-আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণ করে দলের পক্ষ থেকে উপনীত হওয়া গেছে যে, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ঘরে ঘরে মামলার সারি তৈরি হবে। **এগুলো বিবেচনায় উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত দরকার নেই।**

৯.২০। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি : আদালত সম্প্রসারণ করা দরকার।** জেলা পর্যায়ের মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। বিচারপ্রার্থী যদি বিচার না পায় তাহলে তার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আদালতগুলো উপজেলা পর্যায়ে হলে মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। মানুষের বিচার সহজ হবে। অবকাঠামো নির্মাণে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকতে হবে। দেওয়ানি মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৯.২১। **গণফোরাম : কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে দলটি।** ৯০-এর দশকে অধস্তন আদালতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে। অধস্তন আদালতে কর্মরতদের সঙ্গে বিচারপ্রার্থীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির ফলে অনিয়ম বৃদ্ধি পাবে। উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠা হলে দালাল শ্রেণি বৃদ্ধি পাবে। যেকোনো বিষয় নিয়ে মানুষ আদালতে যাবে। সহকারী জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া বাস্তবসম্মত হবে না।

৯.২২। **খেলাফত মজলিস : অধস্তন আদালত স্থাপনের বিষয়ে একমত।** যে কোনো নতুন বিষয় চালু করলে তার ভালো-মন্দ দুটি দিক থাকে। একটি বিষয়ের উদ্দেশ হচ্ছে ভালো দিক বিবেচনা করা। **জনসংখ্যা বিবেচনায় অধস্তন আদালত সম্প্রসারণ জরুরি প্রয়োজন।** একসঙ্গে গ্রাম্য সালিশি আইন আরো কার্যকর করা প্রয়োজন।

৯.২৩। **আমজনতার দল : নীতিগতভাবে বিচারব্যবস্থা মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার পক্ষে। এটির বিরুদ্ধে যাওয়া কারো পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে না।** বিচারব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণের ফলে হয়রানিমূলক মামলা মনিটরিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মামলাজট কমানোর জন্য বিচারিক হয়রানি প্রতিরোধ সেল গঠন করার প্রস্তাব করেন। সেলের মাধ্যমে মিথ্যা/হয়রানি মামলা দ্রুত খারিজ হয়ে যাবে। **সেল গঠনের পাশাপাশি বিচারব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণের প্রস্তাব করেন।**

৯.২৪। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ : নীতিগতভাবে একমত।** গ্রাম্য সালিশি আদালতকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান উল্লেখ থাকলে বাস্তবসম্মত হবে। মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন হলে ভবিষ্যতে গ্রাম্য সালিশ আদালতের প্রয়োজন হবে না। বিচারিক ব্যবস্থা মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার। নেতিবাচক যে বিষয়গুলো রয়েছে তা কীভাবে সমাধান করা হবে সেগুলো উল্লেখ থাকা দরকার।

৯.২৫। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) :** প্রত্যেকটি বিষয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিক রয়েছে। দলটির প্রতিনিধি জানান তাঁর নিজ এলাকা থেকে উপজেলায় আসতে নদী পথসহ বিভিন্ন বাহনে ৩ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। জেলা শহরে যেতে আরো প্রায় ২ ঘণ্টা প্রয়োজন হয়। জেলা শহরে পৌঁছতে কমপক্ষে সর্বমোট ৫ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়। চরাঞ্চল থেকে জেলা শহরে হাজিরা বা সাক্ষী দিতে যেতে হয়। এ ক্ষেত্রে চরম ভোগান্তি ও আর্থিক ক্ষতি হয়। অন্তর্বর্তী সরকার থাকা অবস্থায় অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যদি এগিয়ে রাখা যায় তাহলে রাজনৈতিক বিবেচনার চেয়ে প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। **অধস্তন আদালত সম্প্রসারণ প্রয়োজন।** দেওয়ানি মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। চৌকি আদালতগুলোতে ফৌজদারিও যুক্ত করার প্রস্তাব করেন। অধস্তন আদালত সকল উপজেলায় প্রয়োজন হবে না। অনেক বিচারক কিংবা আইনজীবী জেলা শহরে থাকতে পছন্দ করেন। তারা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত যেতে চান না। অধস্তন আদালত বাস্তবায়নে বাধার বিষয়টি আমলে নিয়ে সিদ্ধান্ত যেন বাস্তবসম্মত হয়, সেভাবে বিবেচনা করা।

৯.২৬। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন :** সুন্দর বাংলাদেশের কল্পনা আশা করে কমিশনে আসা হয়েছে। একটি মোড় নেওয়ায় বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখছি। তাই সকল সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। এর বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। অতীতে যে সমস্যা হয়েছে তা ভবিষ্যতে চিন্তা করলে হবে না। হয়রানিমূলক মামলা হ্রাসের ব্যাপারে ইতোমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি কাগজে-কলমের বিষয় নয়, এটি বাস্তবায়নের বিষয়। **এ বিষয়ে দ্রুত ঐকমত্য প্রয়োজন।**

৯.২৭। **বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী :** বিষয়টি নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে অন্যতম বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগের একটি হচ্ছে অধস্তন আদালত। বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি রাখে। দেশের বিভিন্ন আইনের অধীনে বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা। সকলকে বাস্তবভিত্তিক জায়গায় আসা দরকার। **অধস্তন আদালত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিচার সহজীকরণ এবং মামলার চাপ কমানো সম্ভব।** জনসংখ্যা বাড়লে বিভিন্ন সমস্যাও বৃদ্ধি পাবে। কিছু কিছু উপজেলায় অধস্তন আদালত রয়েছে। **পর্যায়ক্রমে উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠা করা।** উপজেলা আদালত প্রতিষ্ঠিত হলে হয়রানি হ্রাস পাবে। উপজেলা থেকে জেলা শহরের দূরত্ব বেশি হওয়ায় অনেক সময় রাত্রি যাপন করতে হয়। দুর্নীতিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে গরিব ও অসহায় মানুষের দুঃখ-কষ্ট বিবেচনা করা উচিত। মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন অনিয়ম দূর করা সম্ভব। **জনআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য অধস্তন আদালতের কার্যক্রম প্রতিটি উপজেলায় পৌঁছানো উচিত বলে মনে করেন।**

৯.২৮। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল :** দুটি সংস্কার কমিশনে উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার সুপারিশ ছিল বলে জানায় দলটি। **নীতিগতভাবে একমত। সিভিল কোর্ট অ্যাক্ট ১৮৮৭ এবং সিআরপিসি ১৮৯৮ প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে অধস্তন আদালত স্থাপন করা যেতে পারে।** উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানি ও **ফৌজদারি আদালত স্থাপনের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত। তবে অধস্তন আদালত সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন মনে করে দলটি–**

- যে উপজেলাসমূহ জেলা সদরে অবস্থিত (সদর উপজেলা) সে সকল উপজেলায় আদালতসমূহ জেলা জজ কোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে;
- বিদ্যমান চৌকি আদালত, দ্বীপাঞ্চল ও ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা আদালতসমূহ বহাল রেখে এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে;
- জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলাগুলোতে নতুন আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই (প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা সমাপ্ত করে);
- অবশিষ্ট উপজেলাগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা, মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা;
- অধস্তন আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা;
- আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা।

৯.২৯। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি : অধস্তন আদালত সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা দরকার।** না হলে সমগ্র বিষয়টি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে হলে কোনো সময়সীমা রয়েছে কি না তা জানতে চায় দলটি।

৯.৩০। **সহ-সভাপতি বলেন,** উপজেলা পর্যায়ে অধস্তন আদালত সম্প্রসারণের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত বলা যেতে পারে। সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিন্নমতের আশঙ্কা রয়েছে।

১০.০০। জরুরি অবস্থা ঘোষণা

১০.০১। **সহ-সভাপতি বলেন,** ক্ষমতাসীনরা বিরোধী দলকে দমনের জন্য জরুরি আইন ব্যবহার করে আসছে। সেজন্য অনেক দল মনে করে যে, জরুরি আইনের প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা প্রয়োজন হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় তা নিয়ে অনেক সমালোচনা হওয়ায় পরবর্তী

সরকার তা সংশোধন করে। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন, এটি পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন হতো। এখন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রয়োজন হবে। বহিঃআক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের কারণে ৯০ দিনের জন্য জরুরি অবস্থা জারি করে সংসদে উপস্থাপন করা। জরুরি অবস্থা জারির ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের মনিটরিং প্রয়োজন।

১০.০২। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি :** সুনামি, ভূমিকম্প কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া। মন্ত্রিপরিষদে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী জরুরি অবস্থা জারির প্রস্তাব করতে পারেন। জরুরি অবস্থা জারির ক্ষেত্রে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মতামত প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনে বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট কোনো এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করা যেতে পারে। **মৌলিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সভা সমাবেশের অধিকার, রাস্তায় বেরিয়ে আসার অধিকার, এগুলো সাম্প্রদায়িক রায়টকে কনফ্লিক্ট করে সেক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা সংগতিপূর্ণ নয়।** ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মতামত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী মৌলিক অধিকার কত দিনের জন্য রহিত করবে তা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সে বিষয়ে জোর দেওয়া প্রয়োজন।

১০.০৩। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন :** আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইনে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে মৌলিক অধিকার রহিত করার বিধান রয়েছে। জরুরি অবস্থা জারির ক্ষেত্রে মানবাধিকারের কিছু কিছু বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যে বিধিবিধান রয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সকলে মিলে প্রতিবাদ, সভা-সমাবেশ হলে জরুরি অবস্থা কার্যকর হবে না। জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর একক ক্ষমতা না থাকলে মোকাবিলা কষ্টকর হবে। **যে সংশোধনী নিয়ে আসা হয়েছে সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে দলটি।**

১০.০৪। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) :** জরুরি অবস্থা জারির উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে emergency mobilization power। **কোনো কারণে যদি জরুরি অবস্থা জারি করতে হয় সে ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ এবং জনবল নিয়োগ মূল উদ্দেশ্য হলে মৌলিক অধিকার রহিত করার প্রয়োজন হবে না।** বহির্বিশ্বের আক্রমণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে জনগণকে বেশি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। পাওয়ারকে mobilize করার চেয়ে সেটি সীমিত করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন। জরুরি অবস্থা জারির উদ্দেশ্যগুলো আরো সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। **স্পষ্ট করা হলে গণতান্ত্রিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার রহিত না করেও জরুরি অবস্থা জারি করা সম্ভব।**

১০.০৫। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল** : জরুরি অবস্থা বিভিন্ন এলাকার জন্য নির্ধারণ হতে পারে। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে নির্ধারিত কোনো ভৌগোলিক সীমানায় জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন, এটি সংসদে আলোচনার মাধ্যমে হলে বাস্তবসম্মত হতো। জরুরি অবস্থা জারির মেয়াদ ১২০ দিনের পরিবর্তে ৯০ দিন করা হলে তার লাভ-ক্ষতি কী হবে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। **বিশেষ করে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ৩০ দিনের মধ্যে পুরাতন সংসদ আহ্বান জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, এ বিধান যুক্ত করা দরকার।** ১৯৭৩ সালে সংশোধন করে জরুরি অবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। তারপর আর জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়নি। ভারতে শুধু একবার জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে, তা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। ভারতে অনেক প্রদেশ থাকায় তাদের সংস্কৃতির ভিন্নতা রয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে জরুরি অবস্থা জারি অগ্রহণযোগ্য ছিল বলে জানায় দলটি। সামাজিক, রাজনৈতিক, গণতন্ত্র, ঐতিহাসিক দিক বিবেচনায় আইন প্রণয়ন করতে হয়। **মানুষের মৌলিক অধিকার রহিত না করলে জরুরি অবস্থার কোনো প্রয়োজন থাকে না।** জরুরি অবস্থায় মানবাধিকারের তৃতীয় ভাগের অনেক কিছু পেন্ডিং থাকবে, মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে কি না সেটি চিহ্নিত করার জন্য মানবাধিকার কমিটি করা হলে সাংঘর্ষিক হবে।

(অতঃপর দুপুর ১ : ৫৫ টায় জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য বিরতি হয়ে যায়।]

[জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিকাল ৩ : ১০ মিনিটে ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

আলোচ্য বিষয় : জরুরি অবস্থা ঘোষণা

১০.০৬। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ : রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল একটি দেশে সচরাচর জরুরি অবস্থা প্রয়োজন হয় না। রাজনীতিতে অস্থিরতা হলে সরকারি দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হতে পারে তবে তা ক্ষমতাসীন সরকার বিরোধী দলকে দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। এ জন্য মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা প্রয়োজন। এককভাবে বা যেনতেনভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেশকে একটি অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়ে জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে সেটি করার সুযোগ রাখা যাবে না। **জরুরি অবস্থার নাম দিয়ে সরকার যাতে ভিন্নমতকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে না পারে এবং দমনের কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে না পারে সে উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো সিদ্ধান্ত জরুরি অবস্থায় নিতে পারবে না**। এ বিষয়ে সরকারি দল, বিরোধী দল, স্পিকারসহ একটি সংসদীয় কমিটি করা দরকার এবং তাদের পরামর্শে সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবে। পাশাপাশি প্রধান বিচাপতির পরামর্শও নেওয়া যেতে পারে। সরকারের একক সিদ্ধান্তে জরুরি অবস্থা ঘোষণা বাস্তবসম্মত হবে না।

১০.০৭। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন : প্রাকৃতিক দুর্যোগকে জরুরি অবস্থার মধ্যে না আনা ভালো। জরুরি অবস্থায় কী কী কাজ করা যাবে তা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন আছে। দেশের কোনো একটি অংশ যদি যুদ্ধাবস্থায় চলে যায় সেক্ষেত্রে সমাবেশের অধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা বন্ধ করা দরকার আছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের যে ঘোষণা আছে তার ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না বরং সেটি মেনেই কাজ করতে হবে। যুদ্ধাবস্থায় সিকিউরিটি কাউন্সিল অর্থাৎ যারা যুদ্ধের ব্যাপারে দক্ষ তাদের রাখা জরুরি। এখানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং সংসদীয় কমিটি এ তিনটি প্রস্তাব এসেছে। যেহেতু জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাই সংসদীয় কমিটির বৈঠক কঠিন হতে পারে। **সেক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সিকিউরিটি কাউন্সিলের মাধ্যমে জরুরি অবস্থার পরামর্শ যদি রাষ্ট্রপতির কাছে যায় তবে সেটিই যুক্তিসংগত হবে**।

১০.০৮। সহ-সভাপতির বক্তব্য : বিদ্যমান সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদে যা বলা আছে তা পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করা হবে কি না। যদি না করা হয় তাহলে এ আলোচনায় বেশিদূর যাওয়ার প্রয়োজন নাই। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন মনে করে এটি করা দরকার। **নাগরিকদের অধিকারের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় সেগুলো নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি**। আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নাগরিকের অধিকার কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন হবে না। মূল বিষয় হলো জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। একটি স্বাধীন আদালত থাকবে যেটি জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করবে। আন্তর্জাতিক যে প্রতিশ্রুতি আছে সেগুলো যেন রক্ষা করা হয়। **ত্রিশ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদে অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে**। অধিবেশন না থাকলে অধিবেশন আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। যদি এমন অবস্থায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে তখন পূর্ববর্তী সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে। **সংসদের প্রথম বৈঠক থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে অনুমোদন করতে হবে**। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা ৪টি শেয়ার করা হয়েছে এই জন্যে যে, আন্তর্জাতিক চুক্তিতে কী কী করা যায় বা কী কী করা যাবে না সেটিও বলা আছে। তারই আলোকে প্রস্তাব করা হয়েছে। কিছু জায়গা কার্টেল করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। যেমন সভা-সমাবেশের অধিকার নাই। যুদ্ধাবস্থায় যদি দেশ থাকে তাহলে সমাবেশ করার অধিকার জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার আইন, কমিটমেন্ট, এগ্রিমেন্টের যে বাধ্যবাধকতা আছে তা জরুরি অবস্থার সময়ও থাকে। ২০০৭-২০০৮ সালে বাংলাদেশের জরুরি অবস্থায় খুন, গুম ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর জন্য জবাবদিহির একটি পদ্ধতি তৈরি করা দরকার। মনিটরিংয়ের জন্য সংসদের কাছে যাওয়া হচ্ছে এ জন্য যে, যতদূর সম্ভব বিষয়টি জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে থাকা প্রয়োজন। একটি খসড়া উপস্থাপন করা হয়েছে, এটিকে ভিত্তি ধরে বা বাদ দিয়ে বিকল্প প্রস্তাবও করা যেতে পারে।

১০.০৯। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ : সংবিধানে জরুরি অবস্থা জারি করার বিধান থাকা যুক্তিসংগত নয় বলে মত প্রকাশ করে। তবে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবে ১৪১(খ) ও (গ) বাতিলের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে দুর্নীতি, লুটপাট, কালো বাজারি ইত্যাদি একটি দুঃসহ অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন দমন করার জন্য জরুরি আইনের বিধান করা হয়েছিল। ওই সময়ে কোনো যুদ্ধাবস্থা বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ ছিল না। তখন মূল বিষয় ছিল অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ। গোলোযোগ পরিবর্তন করে কমিশনের পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বলা হয়েছে। কোনোটিকে বিদ্রোহ বলা হয় সেটি সুনির্দিষ্টভাবে ডিফাইন করা দরকার। যেমন : বিডিআর বিদ্রোহ, আনসার বিদ্রোহ ইত্যাদি যেগুলো দেশে হয়েছে। জনগণের আন্দোলন দমন করার বিষয়টি বিদ্রোহ হিসেবে থাকবে কি না। **২০২৪-এর অভ্যুত্থান, ১৯৯০-এর অভ্যুত্থান ইত্যাদি সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ। এ ধরনের বিদ্রোহ দমন করার জন্য জরুরি অবস্থা থাকবে কি না বিবেচনা করতে হবে। তাই যুদ্ধ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ এটি থাকলেই যথেষ্ট যদি জরুরি অবস্থার বিধান থাকে। এক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার স্থগিত করা যাবে না**।

১০.১০। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি : গণ-অভ্যুত্থান-উত্তর পরিস্থিতিতে যখন একটি বিশেষ আলোচনা হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভালো হতো যদি জরুরি অবস্থার বিধান সংবিধান থেকে বাতিল করা যেতো। নাগরিক অধিকারের জায়গাটি খর্ব করা যাবে না। **যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এগুলো রাখার বিপক্ষে মত প্রকাশ করে দলটি।**

১০.১১। বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি : একটি সভ্য জাতির জন্য জরুরি অবস্থা কলঙ্কজনক। **জরুরি অবস্থার বিধান রাখার বিপক্ষে মত প্রকাশ করে দলটি।** এরপরেও যদি জরুরি অবস্থার পক্ষে যাওয়া হয় তাহলে দুটো বিষয় আলোচনায় আনা দরকার। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় জরুরি অবস্থার প্রয়োজন হয় না। সশস্ত্র বাহিনীসহ জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বহিঃশত্রু দমন করবে। এখানে জরুরি অবস্থার দরকার হয় না। আরেকটি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ যেমন–দেশবিভক্তির জন্য বিদ্রোহ হলে এদের দমনের জন্য জরুরি অবস্থার প্রয়োজন আছে। জরুরি অবস্থার জন্য একটি নিরাপত্তা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি করা যেতে পারে। উক্ত কমিটিতে ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীলগণসহ সামরিক বিশেষজ্ঞ, বিচারপতি থাকবেন। এই কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবেন।

১০.১২। গণঅধিকার পরিষদ : রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এ বিষয়গুলো মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকলে জরুরি আইন করার বিধানের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন থেকে যে প্রস্তাব করা করেছে তার সঙ্গে প্রায় সহমত পোষণ করা হয়। এখানে ৩টি প্রস্তাব এসেছে। জরুরি অবস্থা উচ্চকক্ষে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। সাধারণত জরুরি অবস্থা বিরোধী দলকে দমন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে বিরোধী দলকে যুক্ত করে অন্য কোনো ব্যবস্থায় যাওয়া যায় কি না, বিবেচনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে নিরাপত্তা কাউন্সিলের সঙ্গে বিরোধী দলকে সংযুক্ত করে জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। সদিচ্ছা, সততা না থাকলে নাগরিক অধিকার, সুশাসন, ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা খুব কঠিন। জরুরি অবস্থায় যদি সমস্ত বিধানই বলবৎ থাকে তাহলে জরুরি অবস্থার প্রয়োজনই হবে না। একই সঙ্গে জরুরি আইনের ভিতরে কোন কোন বিষয়গুলো রহিত থাকবে সেগুলো আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

১০.১৩। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি : যুদ্ধাবস্থা বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রশ্নে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করার সুযোগ আছে। সেইক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলকে আরও বেশি কার্যকর করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে কার্যকর করা দরকার। **জনগণের দুর্ভোগ লাঘব করার জন্য, জনগণকে অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, জনগণ প্রতিকূল পরিস্থিতির ভিতরে যদি কোনো কারণে পড়ে সেটি থেকে রক্ষা করার জন্য জরুরি অবস্থার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা হওয়া প্রয়োজন**। জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে যে প্রস্তাবনা কমিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে সেটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলা হয় যে, **আগে যেভাবে ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে সেটিকে যদি ভারসাম্যের জায়গায় আনা না যায় তাহলে এর অপপ্রয়োগ হওয়ার আশঙ্কা আছে**। এনসিসি

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার জন্য একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হতে পারতো। জরুরি অবস্থার সময় সকল সিদ্ধান্ত এবং কার্যকাল নিয়ে জনগণের কাছে তথ্য প্রকাশে বাধ্যবাধকতা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটি নাগরিক পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা হবে যেখানে সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি সম্পৃক্ত হবে।

১০.১৪। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস : সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৪১-এর পরে যেটি আছে তা সংশোধন হওয়া প্রয়োজন**। বহিঃআক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের নামে ভিন্নমত ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা দমন করার জন্য যেন ব্যবহার না হয় তার বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে। তাই রাজনৈতিক কর্মসূচি যাতে এর বাইরে থাকে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্যান্য যে বিষয় আছে যেমন, মৌলিক অধিকার তার সঙ্গে একমত পোষণ করে দলটি।

১০.১৫। **খেলাফত মজলিস : একমাত্র বহিঃআক্রমণ ও যুদ্ধাবস্থা ছাড়া জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই।** প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে মানবাধিকার রক্ষা করে কার্যক্রম চালাতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই।

১০.১৬। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ :** অতীত সরকারগুলো মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করার জন্যই জরুরি অবস্থা জারি করে। এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জরুরি জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে এর আওতায় আনা যেতে পারে। **বিস্তৃতির জায়গা থেকে জরুরি অবস্থা চিন্তা করা যেতে পারে শুধু বিরোধীদলকে দমনের জন্য যেন না হয়। জরুরি অবস্থা জারি করার সময় সংসদ বিদ্যমান থাকলে তা সংসদে পাশ করতে হবে। সংসদ বিলুপ্ত হলে বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য কোনো বিধান করা যেতে পারে**। নিরাপত্তা কাউন্সিলের কাছে এ ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে নয় বলে মত প্রকাশ করে দলটি। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য জরুরি অবস্থা জারি করার বিধান থাকা প্রয়োজন হয়। তবে মৌলিক অধিকার কখনও খর্ব করা যাবে না।

১০.১৭। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ : জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার বিধান সংবিধানে থাকা প্রয়োজন**। তবে এর অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ যে কোনোভাবে রদ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। **বহিঃআক্রমণ, যুদ্ধাবস্থা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন**। অভ্যন্তরীণ সমস্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। জরুরি আইনের নামে মানবাধিকার, সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা যাবে না। অধিকার আদায়ের কোনো আন্দোলনকে দমন করার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যাবে না।

১০.১৮। **আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরামর্শ নেওয়ার ধারণা রাখা ঠিক হবে না**। এনসিসির ধারণা থেকে অনুরূপ একটি কমিটি জরুরি অবস্থার জন্য গঠন করা হলে এটি অনেক অংশগ্রহণমূলক ও কার্যকর হতো। এটি নিয়ে আরও আলোচনা হলে তখন মতামত দেওয়া যেতে পারে।

১০.১৯। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট :** সাধারণ কোনো কারণে জরুরি অবস্থা হয় না। প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শে রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। জরুরি অবস্থা শুধু বহিঃআক্রমণের জন্য দরকার নয়, অভ্যন্তরীণ বিষয়েও আছে। দেশের কোনো অঞ্চলে বিদ্রোহ হলে সেখানে অবশ্যই জরুরি অবস্থার প্রয়োজন আছে। জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার স্থগিত না করলে মামলা হয়ে যেতে পারে। এখানে ৯০ দিনের কথা বলা হয়েছে। তবে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। জরুরি অবস্থার জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল রাখা যেতে পারে। জরুরি অবস্থা সংশোধনীর প্রয়োজন হলে পরবর্তী সংসদে করা যেতে পারে। তবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আলোচনা করে জরুরি অবস্থা জারি করা সঠিক হবে না।

১০.২০। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টি :** জরুরি অবস্থার প্রয়োগ অনেকটা কালাকানুনের মতো। নীতিগতভাবে জরুরি অবস্থার পক্ষে নয় দলটি। সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের জন্য ভারত ও পাকিস্তানে কোনো জরুরি অবস্থা

জারি করা হয়নি। কোনো অবস্থাতেই জনগণের কিছু অধিকার আছে তা বিসর্জন দেওয়া যাবে না। যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও নাগরিকদের সমাবেশ, মিটিং, মিছিল অনেক বেশি জরুরি বিষয় বিবেচিত হতে পারে। সুতরাং কোনো যুক্তিতে এটি বন্ধ রাখার সুযোগ নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় মানুষের উদ্যোগ প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাই এ সময়কে দুর্যোগকালীন অবস্থা ঘোষণা করা যেতে পারে। তাই কোনো অবস্থাতেই জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করা যাবে না। জরুরি অবস্থা ঘোষণা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয় এটি কোনো সামরিক সিদ্ধান্ত না। রাজনৈতিক সরকার, রাজনৈতিক দল ও গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনবোধে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মতামত বা পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। সংসদ থাকলে সংসদ অধিবেশনে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হবে তারপর রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। জরুরি অবস্থার নাম করে বিরোধী দলকে দমন, পীড়নের গঠনতান্ত্রিক হাতিয়ার হিসেবে এ পর্যন্ত ব্যবহার হয়ে আসছে। সুরক্ষার জন্য নাগরিকরা আদালতে যেতে পারবে কি না এগুলো বিবেচনার মধ্যে আনা দরকার।

১০.২১। **জাতীয় নাগরিক পার্টি :** জরুরি অবস্থাকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন : যুদ্ধাবস্থা বা বহিঃআক্রমণ। যুদ্ধাবস্থা বা বহিঃআক্রমণের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের অনুমতি নিতে হয়। যখন যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে যাবে বা যুদ্ধাবস্থা বা বহিঃআক্রমণহবেতখন নির্বাহী বিভাগের কাছে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন। এটি এতই জরুরি যে কারও ওপর নির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ নেই। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে মহামারি বা দুর্যোগ হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের কাছ থেকে রিপোর্টটি নিয়ে মন্ত্রিসভার মাধ্যমে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যেতে পারে। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে অভ্যন্তরীণ গোলোযোগ। মৌলিক অধিকার এবং বিচার পাওয়ার অধিকারও বন্ধ করা যাবে না। প্রস্তাবে উত্থাপিত ২নং বিষয়টি হলো জরুরি আইন কার্যকর থাকা অবস্থায় গৃহীত কোনো আইনের কর্তৃত্ব যাহা করা হইয়াছে বা হয় নাই তাহা ব্যতীত অনুরূপ আইন যে পরিমাণ কর্তৃত্বহীন তাহা ব্যতীত অর্থ কিছু থাকে না। যাহা করা হইয়াছে বা হয় নাই এটি বললে তাহা ব্যতীত অনুরূপ আইন যে পরিমাণ কর্তৃত্বহীন সম্পূর্ণ অংশ বাদ হয়ে যায়। এই শব্দটিতে সম্ভবত ভুল থাকতে পারে যা সংশোধন করা যেতে পারে। ৪ নং প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে বৈদেশিক চুক্তির ক্ষেত্রের ধারণাটিও ভালো হয়নি। তবে সেটি ভাগ করে নিতে পারলে ভালো হয় এবং মৌলিক অধিকার বা বিচার পাওয়ার অধিকার যেন বাতিল করতে না হয়।

১০.২২। **সহ-সভাপতি :** আন্তর্জাতিকভাবে জানানোর জন্য বাংলাদেশ বাধ্যবাধকতায় স্বাক্ষর করেছে। কোনো রাষ্ট্রপক্ষ যদি বিচ্যুতির বিধান প্রয়োগ করে তবে কোন কোন বিধান থেকে কী কী কারণে বিচ্যুতি হয়েছে তা তৎক্ষণাৎ জাতিসংঘের মহাসচিবের মাধ্যমে চুক্তির অন্যান্য বিষয় রাষ্ট্রপক্ষকে অবহিত করতে হবে। যে তারিখে বিচ্যুতির অবসান ঘটবে সে তারিখ সম্পর্কেও একই পদ্ধতিতে আরেকটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করতে হবে। এটি হলো নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক যে চুক্তিতে বাংলাদেশ সই করেছে তার ৪ নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, জরুরি অবস্থা কার্যকারকালে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক, মানবিক আইন, আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য বাধ্যবাধকতাগুলো আরও সীমিত করতে পারবে। রাষ্ট্র যদি চুক্তিতে সই করে থাকে তাহলে জরুরি অবস্থায় এটি করা হয়নি বা করা হবে এটি বলা যাবে না। বাংলাদেশ অলরেডি জানানোর বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে গেছে। চুক্তিতে কতগুলো বিষয় আছে যেগুলো মানতে হবে আবার একই চুক্তিতে কিছু কিছু সুযোগও থাকে।

১০.২৩। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন :** কমিশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় যে, বিশ্বের ১৭৫টি দেশে জরুরি অবস্থার বিধান আছে এবং মাত্র ১১টি দেশে এই বিধান নেই।

১০.২৪। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী :** ১৯৭২ সালের সংবিধানে জরুরি অবস্থার বিধান ছিল না। ১৯৭৩ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৯ম ভাগে (ক), (খ), (গ) যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে ৫ বার এ পর্যন্ত জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। প্রথমে আওয়ামী লীগের শাসনামলে ১৯৭৪ সালে যখন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল, জনদুর্ভোগ নানা কারণে। এটি বাইরের যুদ্ধ বা বহিঃআক্রমণ নয়। দ্বিতীয়ত ১৯৮১ সালে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানে নিহত হলেন। তখন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এবং

অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জরুরি অবস্থা জারি করেন। এরপরে সামরিক শাসনামলে এরশাদ সরকারের সময়ে ২ দফা হয়েছে ১৯৮৭ এবং ১৯৯০ সালে। সর্বশেষ হয়েছে ২০০৭ সালে ১১ই জানুয়ারিতে। এই ৫ বারই রাজনৈতিক কারণে সরকার তার ক্ষমতা রক্ষা অথবা যারা ক্ষমতাসীন ছিলেন দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য করেছেন। এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বহিঃআক্রমণ বা যুদ্ধাবস্থা ছিল না। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা গোলোযোগ বলতে কী বুঝায় তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যদি দেশের কোনো অংশের নিরাপত্তা, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা না পায় সেখানে মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো যখন চলে আসবে সেটি কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সংশ্লিষ্ট আন্দোলন নয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ধরনের আন্দোলন হলে সে জাতীয় বিষয়ে বিদ্রোহ যদি হয় এক্ষেত্রে দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান রাখা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) কিছু পরিবর্তন, সংশোধনী শব্দাবলি সংযোজন করে জরুরি অবস্থার বিধান রাখা প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি একই দলীয় হওয়ায় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করা হয়। সংসদীয় কমিটি হলে সরকারি দল থাকবে, বিরোধী দল থাকবে এই কমিটি রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করলে রাষ্ট্রপতি সে সুপারিশের ভিত্তিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারে। ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের অনুমোদন নেওয়ার বিধান আছে। যদি সংসদ না থাকে তাহলে ওই সময়ের অন্তর্বর্তী সরকার বা উপদেষ্টা পরিষদ যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারে। জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষা, নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার যে ঘটনাবলি আছে সেগুলো দমন করার সাথে সংগতিপূর্ণ রেখে মৌলিক অধিকার কতটুক স্থগিত রাখা যায় এবং জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখার যে সমস্ত অধিকার আছে সেগুলো বহাল রাখা যেগুলোর সঙ্গে জরুরি অবস্থার মূল লক্ষ্যের কনফ্লিক্ট করবে না সেগুলো বজায় রেখে মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত রেখেই অনুচ্ছেদ ১৪১(গ)-এর মধ্যে সন্নিবেশন করেই সংশোধনে গেলে সামগ্রিকভাবে ভালো কিছু জাতির জন্যে হতে পারে।

১০.২৫। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি** : জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ১৪১(ক)(খ)(গ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে কোনো একটি সমাধানে আসা সময়সাপেক্ষ ও দুরূহ ব্যাপার। তবে নীতিগতভাবে একমত হওয়া যেতে পারে যে, সংশোধনী আনার ব্যাপারে সকলেই মোটামুটি ঐকমত্য পোষণ করেছে। তবে এসমস্ত বিধান পরবর্তী সংশোধনী ও সংযোজনীতে কী কী সংশোধনী এবং সংযোজনী আনা দরকার তা বিস্তারিত পরবর্তী সংসদে আলোচনার মধ্য দিয়ে হয় এ রকম সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। প্রস্তাবে কিছু কিছু বিষয়ে মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণের কথা বলা হয়েছে। এটি বিস্তর আলোচনার দাবি রাখে, না হলে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে। জরুরি অবস্থা জারির সাধারণ দুই-তিনটি কারণের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা, বহিঃআক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ। বিদ্রোহ বলতে কী কী বিদ্রোহ মনে করা হতে পারে। তখনকার ক্ষমতসীন দল এমনভাবে বিদ্রোহকে সংজ্ঞায়িত করবে যাতে তাদের সুবিধা হয়। দেশে জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে বিগত দিনের ইতিহাসে দেখা যায় এটি সারা দেশে বিস্তৃত থাকে। যদি এমন বিধান রাখা হয় যে, জরুরি অবস্থা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় রাখা যায় কি না। কোথাও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলো সে এলাকায় সরকারি কাজের সুবিধার জন্য বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যায় কি না। এই বিধানগুলো আইনের মধ্যে বিস্তারিত বলা আছে। সেই বিস্তারিত বিধানে সংশোধনী আনতে গেলে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হবে। যদি এর প্রেক্ষিতে কোনো আইন প্রণয়নের সুযোগ থাকে সেটিও প্রণয়ন হয় না। প্রস্তাবিত জুলাই চার্টারকে জাতীয় সনদও বলা যেতে পারে। সুতরাং নীতিগতভাবে এই জায়গায় সম্মত হয় যে, দলসমূহ জরুরি অবস্থার ঘোষণা সংক্রান্ত জরুরি বিধানাবলিতে সংশোধনীও সংযোজনী আনয়নের ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করে। তবে বিস্তারিত কী কী সংশোধনী ও সংযোজনী আনতে হবে এ বিষয়ে পরবর্তী সংসদে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সে বিধানাবলি সংযুক্ত করা যায়।

১০.২৬। **সহ-সভাপতি** : এ পর্যন্ত আলোচনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে নীতিগতভাবে ঐকমত্যে আসা যেতে পারে :

১. বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৪১ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তনের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে;
২. যে কোনো ধরনের পরিস্থিতিতে যেন নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা করা হয়;
৩. এটি যেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয় সেরকম নিশ্চয়তার বিধান করা।

১০.২৭। গণসংহতি আন্দোলন : জরুরি অবস্থার বিষয়টি যদি পরবর্তী সংসদে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে এটি এখানেই শেষ হয়ে যায় আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আবার আলোচনা করার অর্থ হচ্ছে যে, সম্পূর্ণ বিষয়টিতে একমত হওয়া।

১০.২৮। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি : নীতিগতভাবে একমত হওয়া যেতে পারে যে, জরুরি বিধানাবলি জরুরি অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ১৪১ (ক), (খ), (গ) প্রয়োজনীয় সংশোধনী, সংযোজনী ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে একমত হয়েছে। তবে নাগরিকের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এ বিষয়ে বিস্তর ডিবেট আছে। নাগরিকের অধিকার যদি সংরক্ষিত থাকে তাহলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয় না। বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী সংসদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। এটি যেন রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার বিষয়ে একমত হওয়া যায়।

১০.২৯। জাতীয় নাগরিক পার্টি : যখন ঐকমত্য কমিশনে আসার আহ্বান করা হয় তখন একটি চার্ট দেওয়া হয়েছিল। তাতে ৬টি অপশন ছিল। কীভাবে ঐকমত্যে পৌঁছালে কার্যকর হবে। এখন বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে যে, পরবর্তী সংসদে গিয়ে আলোচনা করে এটি করা হবে। তাহলে এ আলোচনার কোনো গ্রহণযোগ্যতা আছে কি না তা চিন্তার বিষয়।

১০.৩০। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি : যে বিষয়গুলো নীতিগতভাবে একমত হওয়া যায় সেগুলো তো আবার সংসদের রেটিফিকেশন হবে। সংসদে যে কেউ যেতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে সরকার গঠন করতে পারে। তাই যে বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে সে বিষয়টি লক্ষ রেখেই বলা হয়েছে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সরকারের নির্বাহী কর্তৃত্বের বিষয়টি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত বিধায় এতৎসংক্রান্ত ক্ষমতা সরকার ও সংসদের বাইরের অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থাকা সংগত নয়। তখন অবশ্য এনসিসির বিষয়টি ছিল। এখন যেহেতু এনসিসির বিষয়টি টেবিলে নেই সেইজন্য এটি সংশোধন করে এই প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছে যে, নাগরিকের কোনো অধিকার রদ বা স্থগিত না করে জরুরি অবস্থা জারির কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা বোধগম্য নয়। অতীতে জরুরি অবস্থার অপব্যবহার হয়েছে। বাংলাদেশে ৫ বার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। সবার সহযোগিতায় জাতিকে একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। যখন নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে তা এক লাইনে এখানে সিদ্ধান্ত দেওয়া সহজ নয়। সেজন্য সংশোধনী, সংযোজনী ও পরিবর্তন আনতে হবে এবং এগুলো অপব্যবহার করা যাবে না সেটির একটি নিশ্চয়তা সবাই দিচ্ছে। তারপর বিধানগুলো উপযুক্ত ফোরামে আলোচনা করে সংশোধনী আনা যেতে পারে।

১০.৩১। সহ-সভাপতি : এনসিসি টেবিলে না থাকলেও বিকল্প প্রস্তাব আনা হয়েছে। সামারাইজ করার সময় বলা হয়েছিল একমত হতে পারি কিনা। এটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আলোচনা করা হবে না। যেহেতু আজকে এটি উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেটি করা হয়েছে দলগুলো ফিরে গিয়ে যাতে আলোচনা করতে পারে সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখানে দুটি বিষয়ে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করে। বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৪১ সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তনের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং এটি যেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয় সেরকম নিশ্চয়তার বিধান করা। জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার বলবৎ রাখার বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এটি পরবর্তী সময়ে আলোচনা করে আরেকটি বিষয় মৌলিক অধিকার সংযোজন করা যায় কি না তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

১০.৩২। জাতীয় নাগরিক পার্টি : জরুরি অবস্থায় নাগরিকের অধিকার চূড়ান্তভাবে খর্ব করা হয়। তাই জরুরি অবস্থার সময় কোন বিষয়ে সংশোধনী আনা যায় তার একটি নমুনা আলোচনায় থাকা প্রয়োজন। তাহলে ওই আলোচনাটি একটি পথ নির্দেশ করে। যদি শুধু বলা হয় যে, ১৪১ (ক), (খ), (গ)সংশোধনীর বিষয়ে একমত হয়েছে তাহলে সেই সংশোধনীটি কোন দিকে প্রতিফলিত হবে সেটি আলোচিত হওয়া দরকার। একটি বিষয় সকলে একমত হয়েছে যে, রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহার যাতে না হয়। তেমনিভাবে জনগণের যে নাগরিক অধিকারগুলো আছে সেগুলো যাতে ক্ষুণ্ন না হয় তার একটি উপায় নিশ্চয় করা প্রয়োজন। যদি একটি গণপরিষদ নির্বাচন হয় তবে তার মধ্য দিয়ে একটি সমাধানে পৌঁছানো যাবে। নাগরিকদের মৌলিক

অধিকারগুলো ক্ষুণ্ন না করে কীভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে ঐকমত্য হতে পারে।

১০.৩৩। **সহ-সভাপতি :** জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো উপজেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে অধস্তন আদালত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেছে। তবে দল ও জোটগুলো অধস্তন আদালত সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন মনে করে–

১. যে সকল উপজেলাসমূহ জেলা সদরে অবস্থিত (সদর উপজেলা), সে সকল উপজেলার আদালতসমূহ জেলা জজ কোর্টের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে;

২. বিদ্যমান চৌকি আদালত, দ্বীপাঞ্চল ও ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত উপজেলা আদালতসমূহ বহাল রেখে এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে;

৩. জেলা সদরের কাছাকাছি উপজেলাগুলোতে নতুন আদালত স্থাপনের প্রয়োজন নেই (প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা সমাপ্ত করে);

৪. অবশিষ্ট উপজেলাগুলোর জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, দূরত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা, মামলার সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদালত স্থাপন করা;

৫. অধস্তন আদালতের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা;

৬. আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা।

আজকে আরও দুটি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। সংবিধানের ১৪১ জরুরি অবস্থা সংশোধনী এবং জরুরি অবস্থা রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহার যাতে না হয়। এই বিষয়টির ওপর আলোচনা অব্যাহত রাখা হবে এবং আগামী বৃহস্পতিবার সকাল ১০:৩০টায় আলোচনা করা হবে। সংশোধিত ভাষ্য যেগুলোর স্প্রেডশিট দেওয়ার কথা সেগুলো জমা দেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো। কারণ রেকর্ড প্রস্তুত করার জন্য এগুলো খুবই জরুরি। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

[অতঃপর বিকাল ৫ : ১৫ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অদ্যকার বৈঠক শেষ হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক একাদশ সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৬ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১০ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক একাদশ সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ২৬ আষাঢ় ১৪৩২ /১০ জুলাই ২০২৫

সময় : বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	

৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) মোঃ আলাউদ্দিন, যুগ্ম সদস্য সচিব	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক (২) কামরুল আহসান অপু, দপ্তর সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য (৩) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) (৩) জনাব এ. টি. এম. গোলাম মাওলা চৌধুরী, চেয়ারম্যান, গণদল	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) মাওলানা মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ (৩) শামসুদ্দিন পারভেজ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	

১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মো: মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	নখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	(১) আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম ভুইয়া (শহীদ ফারহান ফাইয়াজের পিতা), ভাইস চেয়ারম্যান (২) শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	(১) কর্নেল অবঃ মিয়া মশিউজ্জামান, সভাপতি (২) সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	ড. আবু ইউসুফ সেলিম, মহাসচিব	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম.এম.ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফট্সম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

গ. জনাব আলাউদ্দিন, উপপরিচালক।

ঘ. জনাব মোঃ বশির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

১. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ;

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার;

৩. জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদগণ সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন।

৮.০০। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গত কয়েকদিন ধরে আলোচনা অব্যাহতভাবে চলছে। আলোচনায় অনেক বিষয় অগ্রগতি হয়েছে এবং জাতীয় সনদ তৈরির বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অনেক কাছাকাছি আসার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে আসা প্রয়োজন। আমরা আশা করছি একটি মীমাংসার জায়গায় যেতে পারব। সেটিই আমাদের উদ্দেশ্য। সকলের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পাচ্ছি আশা করি সেই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আজকে যে তিনটি বিষয়ে আলোচনা হবে সেগুলো নিয়েও অতীতে আলোচনা হয়েছে। এখন কীভাবে এগুলো নিষ্পত্তির দিকে অগ্রসর হওয়া যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা আশা করি একটি নিষ্পত্তির জায়গায় যেতে পারব।

৯.০০। **আলোচ্য বিষয় : প্রধান বিচারপতি নিয়োগ**

৯.০১। কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, প্রধান বিচারপতি নিয়োগ বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা হয়েছিল যে, দুইজন না একজন অর্থাৎ কেবল জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হবে। রাষ্ট্রপতির চয়েজের সুযোগ থাকলে যে সমস্যাটি তৈরি হয় তা হলো রাষ্ট্রপতির পছন্দটিই ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। তাই আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে খানিকটা সংশোধিত আকারে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। এটি এখন কমিশনের সদস্য বিচারপতি জনাব মোঃ এমদাদুল হক ব্যাখ্যা করতে পারেন।

৯.০২। বিচারপতি এমদাদুল হক বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল যে, প্রথম জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। আমাদের দেশে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতির ডিসক্রিয়েশন ক্ষমতা নানাভাবে প্রয়োগ হয়েছে এবং এর প্রভাব বিচার বিভাগে পড়েছে। সে-কারণে প্রধান বিচারপতির পদটিকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখার জন্য কর্মে প্রবীণতম বিচারককে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। কোনো কারণে কর্মে প্রবীণতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে না পারলে যদি বিকল্প রাখার সুযোগ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সুযোগের অপপ্রয়োগের সুযোগ থাকে। সেক্ষেত্রে আজকে যে সংশোধিত প্রস্তাব করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে, প্রবীণতম বিচারকের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকলে পরবর্তী বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া যাবে। এ বিষয়ে সকলের সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

৯.০৩। **গণফোরামের** পক্ষ হতে বলা হয় যে, শুধু প্রধান বিচারপতি নিয়োগ নয়, অন্যান্য বিচারপতির নিয়োগ প্রক্রিয়ারও স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারণ বিচারপতিদের মধ্য হতেই আপিল বিভাগের বিচারপতি নিয়োগ হবেন এবং প্রস্তাব অনুযায়ী আপিল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকেই প্রধান বিচারপতি হবেন। অতীতে যে প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা হয়েছে তা অনেকক্ষেত্রেই দলীয় বিবেচনায় করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে যে প্রস্তাব করা হয়েছে, 'আপিল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারকের বিরুদ্ধে অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান না থাকিলে রাষ্ট্রপতি তাহাকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিবেন' গণফোরাম এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে। গণফোরাম থেকে সবসময় বলা হয়েছে যে সুপারসেশন বন্ধ করতে হবে। গণফোরাম ইতঃপূর্বে দুইজনের বিষয়ে একমত ছিল যে, দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে দিতে হবে। প্রবীণতমকে বাদ দেওয়া হলে তিনি ইস্তফা দেন বা বিভিন্ন ইতিহাস আছে। সেজন্য যদি

যুক্তিসংগত কারণ না থাকে তাহলে যিনি প্রবীণ তাকেই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে এটি গণফোরাম সমর্থন করে।

৯.০৪। **বিএনপির পক্ষ হতে বলা হয়,** বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী যে কাউকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে ওপেন চেক দেওয়া আছে। বিএনপির লিখিত প্রস্তাবে আপিল বিভাগে কর্মরতদের জ্যেষ্ঠতম ২ জনের মধ্য থেকে একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিবেন। দুই জনের বিষয়ে যুক্তি ছিল যে, জ্যেষ্ঠতম বিচারকের চাকরির রেকর্ড ভালো নাও থাকতে পারে, যার ফলে তার দ্বারা জাতি উপকৃত হবে না। এখনও বিএনপির মতামত আগের মতই আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিবেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে না। এক্ষেত্রে তিনি স্বাধীন থাকবেন। আজকে যে সংশোধিত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেটিও খুবই ভালো। আমরা উক্ত প্রস্তাবে একটু সংশোধন করতে চাই। আর তা হলো, 'অসদাচরণ বা অসামর্থের অভিযোগের কারণে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান না থাকিলে রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগে কর্মরত জ্যেষ্ঠতম **দুইজন বিচারকের মধ্য হইতে একজনকে** প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিবেন।'

৯.০৫। **এনডিএম-এর পক্ষ থেকে** প্রবীণতম শব্দটি পরিবর্তন করে জ্যেষ্ঠতম শব্দটি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া একজনের পরিবর্তে আপিল বিভাগে কর্মরত **জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারকের মধ্য থেকে একজনকে** নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়।

৯.০৬। **বিচারপতি এমদাদুল হক বলেন যে,** প্রবীণতম শব্দটি আমাদের সংবিধানে আছে। সেক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতম না লিখে কর্মে প্রবীণতম লেখা আছে। কর্মে প্রবীণতম আর জ্যেষ্ঠতম একই। জন্ম তারিখের ওপর নির্ভর করে না। এটি আপিল বিভাগে নিয়োগের তারিখ বোঝায়।

৯.০৭। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর** পক্ষ থেকে বলা হয়, মূল উদ্দেশ্য হলো কারও হস্তক্ষেপে যেন কেউ সুপারসিডেড না হয়। সেক্ষেত্রে কোনো loopholes বা কোনো ছিদ্র রাখার সুযোগ নেই। অনেক ধাপ পেরিয়ে যিনি আপিল বিভাগের বিচারক নিয়োগ পাবেন তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়। সততা ও স্বচ্ছতা অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একজনকেই রাখার পক্ষে।**

৯.০৮। **জাতীয় নাগরিক পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটি ইতঃপূর্বে কর্মে প্রবীণতম বিচারপতিকেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব করেছিল। দুই বা তিনজনের মধ্য থেকে রাখা হলে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে যে কে ঐ দলকে সার্ভ করতে পারে। দলটির প্রতিনিধি অতীতের কোনো কোনো বিচারপতির আচরণের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এমন একটি সিস্টেম রাখা উচিত যে সিস্টেমে কোনো ফাঁকফোকর না থাকে। যাতে কারও হস্তক্ষেপের সুযোগ না থাকে। তাই কর্মে প্রবীণতম ব্যক্তিকেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা যেতে পারে। দলটি সংশোধিত প্রস্তাব 'আপিল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারকের বিরুদ্ধে অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান না থাকিলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিবেন' এর পক্ষে।

৯.০৯। **গণঅধিকার পরিষদের** পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রস্তাবের বিষয়ে তারা নীতিগতভাবে একমত। তবে প্রবীণতম বা জ্যেষ্ঠতম একজনকে প্রস্তাব করে কোনো বিকল্প না রাখা বাস্তবসম্মত হবে কি না তা বিবেচ্য। সেক্ষেত্রে তারা বিকল্প হিসেবে দুইজন বা তিনজন রাখার পক্ষে প্রস্তাব করেন।

৯.১০। **কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, তিনজনের আলোচনাটা আসলে এখন আর নেই। বিগত দিনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে দুইজন বা একজনের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রস্তাব করা হবে। তাই তিনজনের আলোচনায় না যাওয়া উচিত।

৯.১১। **জেএসডির পক্ষ হতে বলা হয়,** কর্মে প্রবীণমতো ব্যক্তিকেই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে তারা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পক্ষে বিপক্ষে প্রস্তাবনা থাকলেও ঐকমত্যের স্বার্থে সকলের প্রতি সম্মান রেখে

দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাদের সমর্থন থাকবে। তবে দলগত অবস্থান হচ্ছে একজন। দলটি রাষ্ট্রপতির শপথ পড়ানোর বিষয়ে স্পিকারের পরিবর্তে প্রধান বিচারপতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করে।

৯.১২। **রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলা হয়,** একজনের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা থাকে। তাই দলটি দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগের প্রস্তাব করে।

৯.১৩। **এবি পার্টির পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** বিধি অনুযায়ী সবকিছু ঠিক থাকলে আপিল বিভাগের সিনিয়র বিচারপতিরই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পাওয়া উচিত। বিকল্প হিসেবে দ্বিতীয়জনকে নিয়োগ করতে হলে তা একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী হওয়া উচিত।

৯.১৪। **বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ** থেকে **বলা** হয়, দলটি লিখিতভাবে যে মতামত দিয়েছে তাতে দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছিল। বর্তমানে যে রাজনৈতিক অচলাবস্থা তা বিচার বিভাগের পক্ষপাতিত্বের কারণে। উচ্চ আদালতেও রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। বর্তমানে যেহেতু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগের সুযোগ রাখা যেতে পারে।

৯.১৫। **১২ দলীয় জোটের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে তাদের জোটগত অবস্থান হচ্ছে জ্যেষ্ঠতম দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

৯.১৬। **জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** প্রস্তাব করা হয়েছে যে, 'আপিল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারকের বিরুদ্ধে অসদাচরণ বা অসামর্থের অভিযোগের কারণে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান না থাকিলে রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিবেন'। অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে এ সমস্ত অভিযোগ থাকবে তিনি তো বিচারকার্য পরিচালনা করতেই পারবেন না। এনসিপির প্রস্তাব হলো দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ প্রদানের পক্ষে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন আর্মি, নেভি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগের সুযোগ থাকে। তাই দলের অবস্থান হলো দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের পক্ষে।

৯.১৭। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ** থেকে বলা হয়, দুইজনের অপশন থাকলে সুপারসেশনের সুযোগ থাকে। **সেজন্য দলটি যিনি জ্যেষ্ঠতম থাকবেন তাকেই নিয়োগের পক্ষে।**

৯.১৮। **গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** গত দিনে প্রায় ঐকমত্য হয়েছিল যে দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ করা হবে। বর্তমানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। শুধু জ্যেষ্ঠতম একজনকেই নিয়োগ প্রদানের সুযোগ রাখা হলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কিছু থাকে না। এক্ষেত্রে জুডিশিয়াল সুপ্রিমেসি গঠিত হয়ে যায় কি না সেটি বিবেচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের কোনো বিভাগকে এবসলিউড পাওয়ার দেওয়া হয়ে যায় কি না সেটি বিবেচ্য বিষয়। আমরা প্রথমে জ্যেষ্ঠতম বিচারককে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের পক্ষে মত দিয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিবেচনায় **দুইজনের মধ্যে একজনকে নিয়োগের বিষয়ে অনেকটাই ঐকমত্য হয়েছিল।**

৯.১৯। **নেজামে ইসলামী বাংলাদেশের** পক্ষ থেকে বলা হয়, ইতঃপূর্বে তারা দুইজনের মধ্য হতে একজনকে নিয়োগের পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। তবে আজকে **যে সংশোধিত প্রস্তাব করা হয়েছে, বৃহত্তর স্বার্থে তারা এই প্রস্তাবের পক্ষে।** আমাদের দেশে বারবার বিচার বিভাগ কলুষিত হয়েছে বিধায় দলটি প্রস্তাব করে যে, আপিল বিভাগে যারা বিচারক হিসেবে আসবেন তারা যেন রাজনৈতিক বিবেচনায় না আসেন।

৯.২০। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** ফ্যাসিস্ট সরকার সবসময় আদালতের কাঁধে বন্ধুক রেখে তাদের স্বার্থ হাসিল করে। তাই তাদের দলীয় অবস্থান হলো আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারককেই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। দুইজনের একজন হলে ফাঁকফোকর থাকে। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা এই সুযোগ কাজে লাগায়। তাই বিচার বিভাগকে যাতে কলুষিত করতে না পারে সেজন্য যিনি কর্মে প্রবীণতম সেই একজনকেই নিয়োগ দিতে হবে।

৯.২১। **খেলাফত মজলিসের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হলে একজনকেই রাখা দরকার। আপিল বিভাগে যিনি কর্মে প্রবীণতম হবেন তিনিই নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

৯.২২। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** আপিল বিভাগে যিনি কর্মে প্রবীণতম অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকেই নিয়োগ দিতে হবে। **তবে দুইজনের বিষয়ে সকলে ঐকমত্য হলে তাতেও দলটির আপত্তি নেই।**

৯.২৩। **বাসদের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** তাদের পার্টি জ্যেষ্ঠ দুইজনের মধ্যে একজনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানের পক্ষে।

৯.২৪। **লেবার পার্টির পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচ্য। সেক্ষেত্রে দুইজনের মধ্য হতে একজনকে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। **দুইজন রাখলে সেখান থেকে একজনকে যাচাই করে নিয়োগ প্রদান করা যাবে।**

৯.২৫। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** ইতঃপূর্বের আলোচনায় দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে নীতিগতভাবে মোটামুটি একমত হয়েছিল। তবে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কারও বিরুদ্ধে যদি কোনো বিষয়ে তদন্ত চলমান থাকে তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেওয়া হবে এটি সাংবিধানিক সুযোগ। তাদের দলের অবস্থান পুর্বের মতো **দুইজনের মধ্য** থেকে **একজনের পক্ষে।**

৯.২৬। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** ইতঃপূর্বে অনেক দল একজনের পক্ষে থাকলেও এখন অনেকের অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই কমিশন একসাথে বসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায়।

৯.২৭। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** গতদিনের আলোচনায় মনে হয়েছিল যে আলোচনায় একটি ঐকমত্য হয়েছে। আমরা একজনের পক্ষেই ছিলাম। কিন্তু ঐকমত্যের স্বার্থে দুইজনের মধ্যে একজনের বিষয়টি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় আনা হলো। বিষয়টি শেষ করা দরকার।

৯.২৮। কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, লাঞ্চের সময় কমিশন একসঙ্গে বসে আলাপ করে পরবর্তী স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবে। এখন দ্বিতীয় আলোচ্যসূচি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১০.০০। আলোচ্যসূচি-২ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১০.০১। কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের বিষয়ে ইতঃপূর্বে আমরা সবাই একমত হয়েছি। সেক্ষেত্রে কীভাবে নিয়োগ করা হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ছিল। আলোচনা থেকে যে সকল মতামত এসেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের পক্ষ থেকে দুটো বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

১০.০২। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার উপস্থাপিত প্রস্তাব দুটোর বিষয়ে সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, প্রথম প্রস্তাবটি হলো সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৮(খ) সংশোধন করে সংসদ ভেঙে যাওয়া বা অবসান হওয়ার কারণে যে তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করবেন সে তারিখ থেকে নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে। সেটি ৯০ দিন বা ১২০ দিনের প্রস্তাব রয়েছে। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধান উপদেষ্টার ওপর প্রযুক্ত হবে। গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অনধিক ১৫ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া বা ভঙ্গ হওয়ার ন্যূনতম ১৫ দিন পূর্বে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন। পরবর্তী ৯০ দিন বা ১২০ দিনের জন্য শপথ গ্রহণ করে কার্যভার গ্রহণ করবেন। জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে সংসদের উচ্চ কক্ষের চেয়ারম্যান/স্পিকার, ডেপুটি চেয়ারম্যান/ডেপুটি স্পিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, সংখ্যালঘু দলের নেতা, উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী অন্য দলসমূহের একজন প্রতিনিধি, নিম্নকক্ষের চেয়ারম্যান/স্পিকার, সংসদ নেতা এবং নিম্নকক্ষের বিরোধী দলের নেতার সমন্বয়ে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন বিষয়ক সর্বদলীয়

কমিটি গঠিত হবে। উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান/স্পিকার অথবা প্যানেল সভাপতির মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি সর্বদলীয় কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটির সভাপতি উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষে প্রতিনিধিত্ব আছে এমন রাজনৈতিক দলসমূহের কাছ থেকে প্রধান উপদেষ্টা পদের নাম প্রস্তাবের আহ্বান জানাবেন। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহ নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনার পর কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য একজনের নাম রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দিবেন। নিযুক্ত হওয়ার পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সমাজের নির্দলীয় ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে অনধিক ১৫ জনকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাদেরকে নিয়োগ করবেন। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন বিষয়ক সর্বদলীয় কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম চূড়ান্ত করতে না পারলে উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান/স্পিকার উচ্চকক্ষের বৈঠক আহ্বান করবেন এবং উহাতে উচ্চকক্ষের সদস্যগণ র‍্যাঙ্কড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোটদান করবেন। প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগ বা অন্যান্য বিষয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলিও প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া জনাব মনির হায়দার উপস্থাপিত বিকল্প প্রস্তাব-২ সম্পর্কেও উপস্থাপন করেন।

১০.০৩। **কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, আমাদের বিবেচ্য বিষয় হলো প্রথমত বিচার বিভাগকে যুক্ত না রাখা। দ্বিতীয়ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা এবং তৃতীয়ত রাষ্ট্রপতিকে এর সঙ্গে যুক্ত না করা। এ বিবেচনা থেকেই প্রস্তাবগুলো তৈরি করা হয়েছে। যদি উচ্চকক্ষ হয় তাহলে উচ্চ কক্ষ থেকে আসবে আর যদি উচ্চকক্ষ না হয় তাহলে উচ্চকক্ষ বাদ দিয়েই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। সেক্ষেত্রে এ পর্যায়ে দ্বিকক্ষের বিষয়টি বিবেচনায় না আনলেও চলবে।

১০.০৪। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর** পক্ষ থেকে বলা হয়, আজকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে দুইটি বিকল্প প্রস্তাব আনা হয়েছে। প্রথম যে প্রস্তাবটি ছিল কীসের ভিত্তিতে তা বাতিল করা হলো তা বোধগম্য নয়। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি ইতিহাস আছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই ইতিহাসের সেরা নির্বাচন হয়েছে। তাই এই ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কেন নতুন প্রস্তাব আনা হলো তা বোধগম্য নয়।

১০.০৫। আরও দুএকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, পূর্বের প্রস্তাব অনুযায়ী মতামত দেওয়ার জন্যই তারা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন এবং দলে আলোচনা না করে নতুন প্রস্তাবের বিষয়ে এ পর্যায়ে তাদের মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

১০.০৬। **কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, প্রায় সকলেই জুডিশিয়ারির ইনভলবমেন্ট না রাখার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। শেষ দিনের আলোচনায় বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল রাষ্ট্রপতির অপশনটি রাখা যেতে পারে সর্বশেষ অপশন হিসেবে। নীতিগতভাবে তিনটি বিষয় ঠিক করার পর দেখা যায় যে, এখন যে প্রস্তাবগুলো আছে তা থেকে যদি ত্রয়োদশ সংশোধনী বাদ যায় তাহলে অন্য যে প্রস্তাব থাকে তা হলো পার্লামেন্টারি কমিটির মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাব করা যায় কি না। এ বিষয়ে একাধিক বক্তা বলেছেন। তবে নীতিগতভাবে যা পাওয়া যায় সেটি হলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত রাজনীতিবিদদের নেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে করা যায় কি না। সেই জায়গায়ই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে, আগেরগুলো বিবেচনা করতে চাইলে তা করা যাবে না। আইনসভার মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের যে প্রস্তাব আছে বা অন্য যে প্রস্তাব আছে সেগুলোকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না। তিনটি নীতির ওপর ভিত্তি করে আমাদের কোনো না কোনোভাবে এ বিষয়ে একমত হতে হবে। কমিশন একটি বা দুইটি প্রস্তাব দিয়েছে তার ভিতরেই থাকতে হবে তা নয়। আমরা যদি আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রস্তাব তৈরি করতে পারি সেটিই সবচেয়ে ভালো হবে।

১০.০৭। **জামায়াতের** পক্ষ থেকে বলা হয়, জুডিশিয়ারিকে বাইরে রাখার কথাবলা হচ্ছে। জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের যে কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে সেই কমিটি যদি বিচারপতিদের প্রস্তাব করে সেখানে তো কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। প্রস্তাবের এরিয়া তো সীমাবদ্ধ হচ্ছে না।

১০.০৮। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন** গত আলোচনায় এসেছিল যে, প্রত্যক্ষভাবে বিচার বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত না করা, জনপ্রতিনিধিদের কাছে দেওয়া এবং রাষ্ট্রপতিকে এর সঙ্গে যুক্ত না করা–এই তিনটি বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হতে পারলে আমাদের জন্য আলোচনা করা সহজতর হবে।

১০.০৯। **জামায়াতের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি রূপরেখার ভিত্তিতেই বেশ কয়েকটি নির্বাচন হয়েছে। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার সংবিধান থেকে এটি বাতিল করেছে। প্রথমদিকে সেটির উপর আলোচনা আনা হয়েছিল। জামায়াতের পক্ষ থেকে বাকিগুলো ঠিক রেখে রাষ্ট্রপতির অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় এবং সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়। আজকে সম্পূর্ণ নতুন একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু একটি রূপরেখার ভিত্তিতে ইলেকশন হয়ে আসছে এবং এখানেও আলোচনা হয়েছে সেই ভিত্তিতেই লিখিত মতামত দেওয়া হয়েছে। রূপরেখাটি একটি মৌলিক বিষয়, এ জায়গায় পরিবর্তন আনতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে রূপরেখা ঠিক করতে হবে। তাই এই আলোচনা আজকে স্থগিত রাখা যেতে পারে।

১০.১০। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** ইতঃপূর্বের কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা অনুযায়ী যেমন ভালো নির্বাচন হয়েছে, আবার খারাপ নজিরও আছে। কিছু অসামঞ্জস্যতা রয়েছে, হাইকোর্টের কিছু মতামতও রয়েছে। এগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা আরও ভালো কিছু করতে চাই বলেই বিভিন্ন রকম প্রস্তাব আনা হচ্ছে। এই জায়গা থেকে আমরা প্রথমে যদি কিছু প্রিন্সিপাল ঠিক করতে পারি, তার ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে পারব।

১০.১১। একটি দলের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে রূপরেখাটি রয়েছে তাদের আসলে কোনো জবাবদিহিতা নেই। এটি অনির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে করা হয়। সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে একটি সমাধান খোঁজার জন্য বলা হয় যে, তারা পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন। পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে হবে। এক-তৃতীয়াংশ দুবছর পরপর নির্বাচিত হবে। সে কারণে উচ্চকক্ষের যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন তারা নির্বাচিত থাকবেন।

১০.১২। **বিএনপির** পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আলোচনায় যেহেতু উচ্চকক্ষের বিষয়টি জড়িত সেহেতু এ আলোচনা পরবর্তী দিন করে আজকে উচ্চকক্ষের বিষয়ে আলোচনা করা যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের বিষয় আদালতে রায়ের অপেক্ষায় আছে। যদি রায় জনগণের পক্ষে যায়, ধরে নেওয়া যায় যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল হবে। বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যুক্ত না করার বিষয়ে বিচারপতি খায়রুল হক সাহেবের রায়ে একটি পরামর্শ ছিল। আমরা সবাই একমত যে জুডিশিয়ারিকে এক্সক্লুড করেই কিছু করতে পারি কি না। সেক্ষেত্রে বিএনপির পরামর্শ হলো বর্তমানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে প্রভিশনগুলো রয়েছে সে বিধানগুলো বাদ দেওয়ার দরকার নেই। তার আগে এক থেকে তিন পর্যন্ত যে অপশনগুলো রয়েছে, সেক্ষেত্রে একমত হতে পারলে কোনো অসুবিধা নেই। যদি প্রথম অপশনগুলোতে একমত না হতে পারে সেক্ষেত্রে ঐ অপশনগুলো আর আসবে না। প্রথম অপশনগুলোতে একমত হতে না পারলে প্রস্তাবিত বিধানগুলো সন্নিবেশ করা যেতে পারে। মানে বিকল্প থাকতে পারে। সর্বশেষ রাষ্ট্রপতিকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। বাস্তবতার নিরিখে যখন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয় না, তখন সর্বশেষ অপশন হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে রেখে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে সকলে দ্বিমত করলে বিএনপি তাতে সম্মত থাকবে। তবে যখন কোনোভাবেই একটি বিষয়ে সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন সর্বশেষ অপশন হিসেবে রাষ্ট্রপতির বিষয়টি সমাধানের জন্য রাখা হয়। প্রথম প্রস্তাবে ৫৮ (খ)-এর সংশোধনী (১)-এ যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ বাদ পড়েছে। সেক্ষেত্রে তৃতীয় লাইনে সেই তারিখ থেকে শব্দাবলির পর 'সংসদ গঠিত হওয়ার পর' শব্দাবলি সংযুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয় বিকল্প প্রস্তাবে সংসদের মেয়াদ অবসানের ১৫ দিন পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তখন তো পূর্বের সরকার থাকবে। গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বলা যেতে পারে। সবচেয়ে সঠিক হবে বিকল্প প্রস্তাবে যেখানে বলা হয়েছে সংসদ ভাঙিয়া দেওয়ার পর বা

মেয়াদ অবসানের পর উক্ত সময়সীমার কথাটি উল্লেখ করা। তবে যদি ১৫ দিনের মধ্যে গঠিত হতে না পারে তখন আবার একটি অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে। তখন আবার অনুচ্ছেদ ১০৬ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের কাছে যেতে হবে। বিস্তারিত আলোচনার সময় এটি বিবেচনায় নিতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে পরবর্তী সময়ে যেহেতু আলোচনা করা হবে তখন আলোচনা করা যাবে। বাকি সময়ে উচ্চকক্ষের বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১০.১৩। **কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, কমিশন যে পরবর্তী আলোচনার জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করবে সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপালস কী হবে তা ঠিক হওয়া দরকার। নীতিগত বিষয়টি ঠিক হলে কমিশনের পক্ষ থেকে দুইটি প্রস্তাব একত্রিত করে একটি প্রস্তাব তৈরি পূর্বক রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আগেই প্রেরণ করা যেতে পারে। আজকে অবশিষ্ট সময়ে তৃতীয় প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেলে ভালো হবে।

১০.১৪। **জামায়াতের** পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা দলীয়ভাবে আলোচনা ছাড়া নতুন প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত দিতে পারবে না। তাই তারা বিষয়টি পেন্ডিং রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

১০.১৫। **বিএনপির** পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তবে আদালতের রায় যা-ই হোক, এখানে যেভাবে ঐকমত্য হবে পরবর্তী সংসদ তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে পারবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল হোক সবাই সে বিষয়ে একমত। দ্বিতীয় বিষয় হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা থেকে বিচার বিভাগকে বাদ দেওয়া অথবা বিকল্প হিসেবে প্রথম তিনটি প্রস্তাব বহাল রাখার বিষয়ে আলোচনা চলছে। কমিশন যে প্রস্তাবটি তৈরি করবে সেখানে তত্ত্বাবধায়কের বর্তমান অবস্থাটিও বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। মেয়াদের বিষয়ে ৯০ দিনের বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। দৈবদুর্বিপাকে যদি ৯০ দিনে সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে আরও এক মাসের সময়টি বিবেচনা করা হবে।

১০.১৬। **জামায়াতের** পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রস্তাবে যেহেতু মৌলিক কিছু পরিবর্তন এসেছে সেহেতু এ বিষয়ে দলীয় ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাই এ আলোচনাটি আজকে স্থগিত রাখা যেতে পারে।

১০.১৭। **জনাব মনির হায়দার** বলেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে আজকে উত্থাপিত দুইটি প্রস্তাব একত্রিত করে নতুনভাবে একটি প্রস্তাব পরবর্তী বৈঠকের আগেই রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হবে। পরবর্তী বৈঠকে সেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১০.১৮। **এনডিএম**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জবাবদিহিতার বিষয়টি স্পষ্ট নয়। দুটো প্রস্তাবকে যখন একত্রিত করে নতুন প্রস্তাব আনা হবে সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরবর্তী সরকারের কাছে কীভাবে জবাবদিহি করবে সেই বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার।

(অতঃপর নামাজ এবং মধ্যাহ্নভোজের জন্য বিরতি দেওয়া হয়।)

[জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ৩:০০ মিনিটে ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১১.০০। জরুরি অবস্থা ঘোষণা

১১.০১। **সহ-সভাপতি**প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রসঙ্গে জানান যে, **প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিদ্যমান ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের বিষয়ে এবং রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন–এ ২টি বিষয়ে সর্বসম্মত ঐকমত্য হয়েছে**। তবে কর্মে প্রবীণতম জনকে নাকি প্রবীণতম ২ জনের মধ্য থেকে ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে সে বিষয়ে এখনো একমত হওয়া সম্ভব হয়নি। আলোচনায় লক্ষ করা গেছে, কোনো কোনো দলের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। তাই পরবর্তী বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছানোর জন্য আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রাখা হবে বলে জানান।

জরুরি অবস্থা জারির ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনে এবং জরুরি অবস্থা যেন বিরোধী রাজনৈতিক দলকে দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না হয়–এ ২টি বিষয়েও ঐকমত্য হয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ গোলযোগের ধারা বাদ রেখে শুধু বহির্ঘাত ও যুদ্ধাবস্থা সীমাবদ্ধ রাখা অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের উপযুক্ত ভালো শব্দ ব্যবহারের বিষয়ে মতামত এসেছে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর একক স্বাক্ষরের ব্যতিরেকে মন্ত্রিসভার অনুমোদন ও সংসদীয় অধিবেশন আহ্বান যোগ করার প্রস্তাব এসেছে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা ক্ষেত্রে কমিশন আরো ৩টি বিষয় সংযুক্ত করা প্রয়োজন মনে করছে। তা হলো–

১. বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান অপসারণ করা।

২. জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি স্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা।

৩. জরুরি অবস্থাকালীন নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করা–

ক. জীবনের অধিকার (Right to life); এবং

খ. নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি থেকে রক্ষা।

তিনি শুধু এ ৩টি প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করার অনুরোধ করেন।

১১.০২। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**র পক্ষ থেকে বলা হয়, **জরুরি অবস্থার পুরোনো ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের ব্যাপারে সকলেই একমত।** রাজনৈতিক দলকে নিপীড়ন, নির্যাতন বা হয়রানির জন্য জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে না। পাশাপাশি জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করার শর্তাদি স্পষ্টভাবে সংযোজনের প্রস্তাব দেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারিকালীন পরিস্থিতিতে বিশেষ অঞ্চলকে দুর্যোগপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করে জরুরি অবস্থা জারি করার সুযোগ রাখার কথাও বলা হয়। যাতে করে দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে স্বাভাবিক কার্য পরিচালনা ব্যাহত না হয়। **ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে জরুরি অবস্থার ঘোষণা এবং ক্রিয়াকলাপকে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি কিংবা চলমান অধিবেশনে আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিত করার প্রস্তাব করেন।**

১১.০৩। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জরুরি অবস্থা দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবেলায় এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে জারি করা হয়ে থাকে। হুমকির মাত্রাশনাক্ত করার জন্য বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। সেজন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলই হুমকির মাত্রা বিবেচনা করে জরুরি অবস্থা জারির বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিবে।

১১.০৪। **সহ-সভাপতি** বলেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিষয়ে ৭ই জুলাই ২০২৫ তারিখের বৈঠকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়েছে। সে আলোচনায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে ১৪১ক সংশোধন এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা যেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অপব্যবহার না হয়–এ ২টি বিষয় ঐকমত্য হয়েছে। সে দিনের আলোচনায় প্রেক্ষিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক টেবিলে প্রদত্ত প্রস্তাব ৩টি সংযোজন করা প্রয়োজন মনে করছে। তাই বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু ঐ ৩টি বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকলে তা ব্যাখ্যা করার অনুরোধ করেন।

১১.০৫। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি কমিশন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে।**কিন্তু একটি বিষয় হলো বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় সব জায়গায় একরকম অবস্থা বিরাজ করে না। বাংলাদেশের এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে হঠাৎ হঠাৎ কিছু অপারেশন করতে হয় এবং এটির ইতিহাস খুব একটি শুভকর নয়। এ অপারেশনে অনেক সৈনিকসহ অনেক মানুষ মারা গেছে। Right to freedom but freedom of speech. কিছু বিষয় আছে সেগুলো সময়ের প্রয়োজনে এলাকা বিবেচনায় নির্ধারণ করা উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করে। এগুলো বিবেচনায় নেওয়া না হলে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিষয়টি সম্পূর্ণ হবে কি না তা বিবেচনার জন্য বলে দলটি।

১১.০৬। **সহ-সভাপতি** বলেন, সকল বিবেচনায় কমিশন শুধু দুটো Rights-এর প্রস্তাব করেছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বেঁচে থাকার অধিকার এবং কেউ যেন কোনো টর্চারের মুখোমুখি না হয়। Movement, Assembly-এর কথা বলা হয়নি। Judiciary এর অংশটিও কমিশনের প্রস্তাবে রাখা হয়নি। কারণ ৭ই জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচনার প্রেক্ষিতে। বাকি বিষয়গুলো জনপ্রতিনিধিরা ১৪১ক সংশোধনের সময় বিবেচনা করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

১১.০৭। **জনাব মনির হায়দার** বলেন, পূর্বের ঐকমত্যের সঙ্গে আজকে সুনির্দিষ্টভাবে ৩টি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাব ৩টির ব্যাপারে কারো ভিন্নমত থাকলে শুধু তাদেরকেই সংক্ষেপে বক্তব্য তুলে ধরার আহ্বান জানান তিনি। যারা একমত পোষণ করেছে তাদের বক্তব্য রাখার প্রয়োজন নেই।

১১.০৮। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, জরুরি অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত আলোচনার সংশোধিত প্রস্তাবনা এবং পূর্বের প্রস্তাবনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম প্রস্তাবনায় ১৪১ক এবং খ বিলুপ্ত করার কথা বলা হয়েছিল।

১১.০৯। **জনাব মনির হায়দার** বলেন, পূর্বের প্রস্তাবটি বিস্তৃত আকারে ছিল। সেটিকে এখন খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আনা হয়েছে। একটি হলো জরুরি অবস্থা জারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী দুজনে মিলে করবেন না কি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে করবে। অপরটি হলো, জরুরি অবস্থা চলাকালে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কোন অধিকার বহাল থাকবে এবং কোনগুলো পরবর্তী সংসদ বিবেচনা করবে। গত কয়েকদিনের আলোচনার প্রেক্ষিতেই প্রস্তাবটি এভাবে আনা হয়েছে।

১১.১০। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)** মৌলিক মানবিক অধিকার কোনোক্রমেই খর্ব করা যাবে না বলে মত প্রকাশ করে। এটা Note of dissent হিসেবে রাখার অনুরোধ করেন। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যখন কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা প্রতিহত করা না যায় সেক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়।

১১.১১। **বাংলাদেশ লেবার পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, জরুরি অবস্থা জারি করা হলে সেখানে নাগরিক অধিকার রক্ষার বিষয়টি বোধগম্য নয়। কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত জীবনের অধিকার বা Right to life-এর ব্যাপারে সব সময়ই সুযোগসুবিধা পাচ্ছি। কিন্তু 'নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি থেকে রক্ষা' আইনের দিক থেকে এগুলোকেই বুঝায়। জরুরি অবস্থার সময় কমিশনের প্রস্তাবে নাগরিকদের যে ২টি অধিকারের [৩(ক) এবং (খ)] কথা বলা আছে এর পরিবর্তে পূর্বের ১ এবং ২ অধিকার রাখার প্রস্তাব করেন।

১১.১২। **গণসংহতি আন্দোলনের** পক্ষ থেকে বলা হয়, জরুরি অবস্থার ঘোষণার বিষয়ে পূর্বের বৈঠকে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। অদ্যকার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে। তবে জরুরি অবস্থা যেভাবে আছে সে জায়গা থেকে কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই বিষয়ে আমরা সবাই একমত হয়েছি। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, মৌলিক অধিকারেরকী কী স্থগিত করা যাবে। এ বিষয়ে সংবিধানের কতগুলো অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে বলেন, অনুচ্ছেদ ৩৬ চলাফেরার স্বাধীনতা,অনুচ্ছেদ ৩৭সমাবেশের স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৩৮ সংগঠনের স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৩৯ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৪০ পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৪১ হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতা, অনুচ্ছেদ ৪২ হচ্ছে সম্পত্তির অধিকার। জরুরি অবস্থা যে উদ্দেশ্যে বা যে কারণে হতে পারে সেক্ষেত্রে চলাফেরার স্বাধীনতা থাকবে না। আবার কারফিউ জারির জন্য আলাদা আইন রয়েছে। যখন কারফিউ জারি হবে তখন এমনিতেই হয়ে যায়। সিভিল পলিটিকাল রাইট্স নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের Inherent rights বা জীবনের কতগুলো অধিকারের মধ্যে Right to life বেসিক্যালি পড়ে যায়। তাহলে জরুরি অবস্থার সময়ে Right to life আওতায় উল্লিখিতি অধিকারগুলো স্থগিত করা হবে কি না তা জানতে চায় দলটি। কারণ Fundamental জায়গাটি Inherent ব্যক্তির অধিকার। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সময়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলে কিছু অধিকার যদি curtail করা না হয়, তাহলে জরুরি অবস্থা ঘোষণার কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে সমাবেশ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, পেশা বা বৃত্তির

অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, চিন্তা বা বিবেকের স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা যেগুলো Inherent rights সেগুলোকে এর আওতার বাইরে রাখার পক্ষে এবং এগুলো সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করে দলটি।

১১.১৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, গণসংহতি আন্দোলন যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছে সে সম্পর্কে পূর্বে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। Principal-এর দিক থেকে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রথম প্রস্তাবে হয়েছিল কিছুই curtail করা যাবে না–এভাবে ছিল এবং Judiciary এর Writবা আদালতে যাওয়ার বিষয় ছিল। দ্বিতীয় বিবেচনায় Specific some rights include-এর বিষয়ে বলা হয়েছিল। ১৪১ক অনুযায়ী এগুলো curtail করা যায়। যেহেতু সব অধিকার রাখার ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়া যাচ্ছে না সে বিবেচনায় কমিশন Right to life এবং Torture-এ ২টি মৌলিক অধিকার জরুরি অবস্থাকালীন অলঙ্ঘনীয় করার প্রস্তাব এনেছে।

১১.১৪। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) কমিশনের ৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ৩ নম্বরটিতে একমত পোষণ করে।**১ নম্বর প্রস্তাবে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য জরুরি অবস্থার বিষয়টি অপসারণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধানে যুদ্ধ বা বহিঃআক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এ ৩টির যে কোনো একটিতে Satisfied হলে জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বাদ দেওয়া হলে purely cross border situation হয়ে যাচ্ছে। ফলে Purely domestic affairsunattended রয়ে যাচ্ছে। তাহলে Deep constitutional crisis দেখা দিলে করণীয় কী তা বিবেচনায় নিয়ে বিষয়টি Address করতে হবে। যেহেতু অভ্যন্তরীণ গোলযোগ শব্দ ২টি এক ধরনের রাজনীতিকীকরণ বোঝায় সেজন্য পরিশীলিত ভাষায় সবার কাছে গ্রহণযোগ্য শব্দ ব্যবহার করা যায়। Abuse হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও যাতে Deep constitutional crisis দেখা দিলে সংকট মোকাবেলা করা যায়। ২য় প্রস্তাবটি বিদ্যমানের একটু সম্প্রসারিত পদ্ধতি। কারণ আমাদের দেশের কেবিনেট প্রধানমন্ত্রীর বাইরে কিছুই করে না। ফলে এ পদ্ধতিতে কতটুকু উদ্দেশ্য সফল হবে তা সময়ই বলে দিবে। তাই জরুরি অবস্থা ঘোষণার পদ্ধতি আর একটু সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব করেন।

১১.১৫। **জাতীয়তাবদী সমমনা জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয় **কমিশনের নতুন প্রস্তাব (১)-এ 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান অপসারণ করা হলেও safeguard-এর জন্য রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, বিদ্রোহ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ এরকম কিছু টার্ম সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেন**। এ অবস্থা দেখা দিলেও দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে। প্রস্তাব (২)-এ জরুরি অবস্থা ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা যেতে পারে। প্রস্তাব (৩)-এ জরুরি অবস্থা চলাকালে প্রস্তাবিত দুটি অধিকারের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলে মতামত প্রদান সুবিধা হবে।

১২.১৫। **জাতীয় নাগরিক পার্টি** (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, গত আলোচনায় ২টি বিষয়ে যথা-১৪১ক সংশোধন এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করা। মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভিন্নতা থাকায় আলোচনাটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ মৌলিক অধিকার, মানবাধিকারের প্রশ্নগুলো একেবারে বাদ দেওয়া হয়নি।**অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময়ে 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' পরিবর্তে অপ্রতুলতা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এরকম কিছু শব্দ দিয়ে এটি সংজ্ঞায়িত করার প্রস্তাব করেন**। কারণ দেশের ভিতরে কোনো গোষ্ঠী বা দল দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ হলে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। দ্বিতীয়ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের পরিপূর্ণ একটা গাইডলাইন দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ২য় প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। আসলে বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভাকেআলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই–প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিসভা। সেজন্য অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা করার প্রস্তাব করেন। জরুরি অবস্থা সময়কালীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। সে-সময় মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো যাতে অক্ষুন্ন অবস্থায় থাকে সে ব্যাপারে আলোচনা করা প্রয়োজন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১খ-এ অনুচ্ছেদ

৩৬ থেকে ৪২ পর্যন্ত (অনুচ্ছেদ ৪১ বাদে) যে অধিকারগুলো স্থগিত করার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর বিপরীতে গিয়ে জরুরি অবস্থার সময় সরকার চাইলে আইন প্রণয়ন করতে পারে। অর্থাৎ সমাবেশ, মিছিল, মিটিং এ জাতীয় বিষয়গুলো স্থগিত করতে পারবে। **তাই এনসিপি চলাফেরার স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বাধীনতা, সম্পত্তির স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এ-বিষয় স্থগিত করার পক্ষে নয়**। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নেওয়ার অধিকারও দিতে হবে। এ ধরনের বিষয়গুলো কমিশনের প্রস্তাবে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

১১.১৬। এ পর্যায়ে **সহ-সভাপতি** বলেন, ৭ জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচনায় মৌলিক মানবাধিকারের বিষয়গুলোর ডিফাইন ও জুডিশিয়ারির রাইট প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হচ্ছে। এক জায়গায় আসা যাচ্ছে না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনে সকল রাজনৈতিক দল ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এরই একটি গাইড লাইন কমিশন থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত গাইড লাইনে ২টি Fundamental rights preserve করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১.১৭। **গণফোরামের** পক্ষ থেকে 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' বিষয়টি আরো পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। অপর সংস্কারগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকল দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার করা গেলে জরুরি অবস্থায় সরকার সেভাবে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারবে না। নাগরিকরা অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের স্বীকার হয় সেটি থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতে হবে। অর্থাৎ সকলের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগ। তাই বিচার বিভাগে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ খর্ব করা ঠিক হবে না।

১১.১৮। **বাংলাদেশ লেবার পার্টির** পক্ষ থেকে "বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান অপসারণ করা" এর পরিবর্তে 'অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, মহামারি, ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যুদ্ধাবস্থা' এরকম কিছু শব্দ সংযোজন করার প্রস্তাব করে।

১১.১৯। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, পুরোনো ব্যবস্থার মতো প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদন সংযোজন করা হলে তাতে শুধু প্রধানমন্ত্রীকেই বুঝাবে। তাহলে রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তনের যে লক্ষ্য অনুচ্ছেদ ৭০সহ বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ-সদস্যগণ কিছু সিদ্ধান্তে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার যে অধিকার সেটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। সেজন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট নিয়ে আলোচনা হলে অনেক সুবিধা হতো। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের মাধ্যমে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিষয় থাকে সেটি খুবই সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রস্তাব। কমিশনের ৩(ক) নম্বর প্রস্তাবটিতে জীবনের অধিকার বলতে কোন কোন অধিকারকে বোঝায়, তা স্পষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং এগুলো স্থগিত করা যায় না। জরুরি অবস্থা জারির সময়ে হুমকির মাত্রা বিশ্লেষণ করা হয়। সেক্ষেত্রে ভৌগোলিক দিক থেকেবাংলাদেশ যে স্থানে অবস্থান করেছি তাতে গত ৫০ বছরে ক্ষমতার বা সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের বিদেশি হস্তক্ষেপ লক্ষ করা গেছে। এ ধরনের হস্তক্ষেপের ফলে যদি দেশের অভ্যন্তরে কোনো অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই এটি সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়।

১১.২০। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশে জরুরি অবস্থার দিনকালসমূহ এবং এর উদ্দেশ্য কী ছিল সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধন, রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে জরুরি অবস্থাকে অপব্যবহার না করা–এ ২টির বিষয়ে নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে। কমিশনের নতুন ৩টি প্রস্তাবের মধ্যে প্রস্তাব ১-এ "বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান অপসারণ করা" এখানে **'অপসারণ'** শব্দচয়ন পরিহার করে 'রাষ্ট্রের অখণ্ডতার প্রতি হুমকির কারণে দেশের কোনো অংশের নিরাপত্তাহীনতা' শব্দগুলো যুক্ত করার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব ২-এ 'জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধনমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা' এর পরিবর্তে 'সংসদীয় কমিটির অনুমোদনের' বিধান যুক্ত করার

প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব ৩-এ "জরুরি অবস্থাকালীন নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করা–এর (ক) এবং (খ)-এর সঙ্গে (গ) 'বিচারের অধিকার' সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

১১.২১। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল বিএনপির** পক্ষ থেকে বলা হয়, ৭ই জুলাই ২০২৫ তারিখের বৈঠকে সংবিধানের ১৪১ক সংশোধন এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা যেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অপব্যবহার না হয়–এ ২টি বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দল ঐকমত্য হয়েছে। কমিশনের নতুন ৩টি প্রস্তাবের মধ্যে অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান অপসারণ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তবে ১৪১ক-তে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ এ দুটো শব্দ উল্লেখ আছে। এছাড়া আলোচনায় জরুরি অবস্থা জারির ক্ষেত্রে গভীর সাংবিধানিক সংকট, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, রাষ্টীয় অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি এগুলোও বিকল্প হিসেবে এসেছে। বিগত আলোচনায় অন্য যে সকল বিষয় এসেছিল তা হলো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি–যা পুরো রাষ্ট্রের কিংবা রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো একটি অঞ্চলে হতে পারে। ফলে ভূমিকম্প, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, মহামারীসহ এ ধরনের বিষয়গুলোতেও অনেক সময় রাজনৈতিক ইস্যুর বাইরেও জরুরি অবস্থা জারি করতে হয়। তাই উক্ত বিষয়গুলো রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার জন্য বিএনপি সমর্থন করে। ২য় প্রস্তাব 'জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করা' এটির বিষয়েও একমত। ৩য় প্রস্তাবে 'জরুরি অবস্থাকালীন নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করা (ক) জীবনের অধিকার (Right to life); (খ) নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি থেকে রক্ষা।' এটিতেও একমত এবং প্রস্তাবটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলে উল্লেখ করেন।

১১.২২। **খেলাফত মজলিসের** পক্ষ থেকে বলা হয়, ২টি কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। একটি হলো যুদ্ধাবস্থা, বহিরাক্রমণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী, অখণ্ডতার প্রতি হুমকি এসকল কারণ। অপরটি হলো প্রাকৃতিক কারণ। কিন্তু জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে মন্ত্রিসভার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভা একই, একে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। জরুরি অবস্থা জারির জন্য সকল দলের সমন্বয়ে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই সর্বোত্তম পন্থা। এ প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন।

১১.২৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, আজকের আলোচনায় জরুরি অবস্থা জারির ক্ষেত্রে ২টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে সেখানে কারো কোনো আপত্তি নেই। নতুন প্রস্তাব নম্বর ১-এ অভ্যন্তরীণ গোলযোগেরবিষয়টি শব্দগত পরিবর্তন করে কিছুটা বিস্তৃত করার প্রস্তাব উঠেছে। যেমন, স্বাধীনতা,রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, প্রকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি এগুলো ১৪১ক-তে সংযুক্ত করতে হবে। কমিশনও এরকম সংশোধনের পক্ষে। তাই যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ-এর সময় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যাবে। তবে ১৪১-এ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ-এর পরিবর্তে কিছু কিছু বিষয় সংযোজন হবে। জরুরি অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

অতঃপর সহ-সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিকাল ৪:৫০ মিনিটে সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ১২শ সংলাপের সারসংক্ষেপ

২৯ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৩ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : ৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১২শ সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ২৯ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৩ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : রবিবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : দোয়েল হল, ফরেন সার্ভিস একাডেমি, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের নামের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, স্থায়ী কমিটির সদস্য	

৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (২) আরমান হোসাইন, সংগঠক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী (৩) ফারহানা মানিক, সংগঠক	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি (৩) কামরুল আহসান অপু, দপ্তর সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য (২) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল	

		(২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি (৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	সিনিয়র অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক, সভাপতি পরিষদ সদস্য	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	-	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০ **সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম.এম.ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফট্‌সম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

গ. জনাব এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক।

ঘ. জনাব শোয়েব খান, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

ক. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ;

খ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার;

গ. জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী **জনাব মনির হায়দার** সংলাপের শুরুতেই **১৯৫২**-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে **১৯৭১**-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনসমূহের বীর শহিদ, ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের সকল অকুতোভয় বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

৮.০০। কমিশনের সহ-সভাপতি **আলী রীয়াজ** তাঁর সূচনা বক্তব্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, ঐকমত্যে পৌঁছার স্বার্থে সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে তাঁদের অবস্থানের ছাড় দেওয়া প্রয়োজন। প্রত্যক দল বা কমিশনের প্রস্তাবে স্থির থাকলে ঐকমত্যে পৌঁছাতে আরও সময় প্রয়োজন হবে। প্রত্যেক দলের প্রস্তাবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রত্যেকের অবস্থানকে কিছুটা ছাড় দিয়ে মধ্যবর্তী অবস্থানে আসা প্রয়োজন।

৯.০০। **আলোচ্যসূচি : জরুরি অবস্থা ঘোষণা**

৯.০১। **সহ-সভাপতি** বলেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিষয়ে ইতোমধ্যে গত ০৭ ও **১০**ই জুলাই **২০২৫** তারিখে আলোচনা হয়েছে। **আলোচনার ভিত্তিতে (১) সংবিধানের ১৪১ক সংশোধন; (২) জরুরি অবস্থা ঘোষণা যেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অপব্যবহার না হয়–এ দুটি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে**। রাজনৈতিক অপব্যবহার রোধে 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' বিষয়ে কিছু শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়। সেজন্য 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগ'-এর পরিবর্তে 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি হুমকি এবং মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। **তবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্তের বিষয় রয়েছে বিধায় নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা রাখা প্রয়োজন**। সেক্ষেত্রে কেবিনেটের সিদ্ধান্তের বিষয়ে মত পাওয়া গেলেও অনেক দল মনে করে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কেবিনেট থাকায় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হবে। কমিশন মনে করছে, কেবিনেট প্রধানমন্ত্রীর অধীনে হলেও কেবিনেট-এর সদস্যগণ জনগণের প্রতিনিধি এবং তাদের নেতৃত্ব ও ভিন্ন মতামত দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে। ফলে সকলের আলোচনার মাধ্যমে একটি common wisdom ব্যবহার করার সুযোগ থাকবে। যদিও সংসদীয় কমিটি, সর্বদলীয় কমিটি, সংসদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জরুরি অবস্থা ঘোষণা বিষয়ে হাউজে প্রস্তাব এসেছে। আজকের প্রস্তাবে জরুরি অবস্থার বিদ্যমান অবস্থার সঙ্গে right to life এবং ৩৫ অনুচ্ছেদের 'বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ' বিষয়গুলো specifz করে দেওয়া হয়েছে। ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধীরা যাদে কোনো প্রকার সুযোগ না নিতে পারে সেটিও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কমিশন আশা করছে, টেবিলে প্রদত্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাক্রমে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

৯.০২। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয় **ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই দেশে ২-৪ ঘণ্টার মধ্যে সংসদের অধিবেশন ডেকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা বিষয়ে সংসদে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব**। সংসদ বা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বা সংসদীয় কমিটির সঙ্গে আলোচনা না করে কেবল প্রধানমন্ত্রী বা কেবিনেট বা কেবল সরকারি দলের সিদ্ধান্তের ওপর রাখা নিরাপদ নয় বলে মত প্রকাশ করে।

৯.০৩। **গণফোরাম**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, **জরুরি অবস্থা ঘোষণা বিষয়ে সংবিধানের ১৪১ক এবং গ অনুসারে সংসদ গঠিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে**। ৩০ (ত্রিশ) দিনের স্থলে ৭ (সাত) দিন করার প্রস্তাব করা হয়।

৯.০৪। **গণসংহতি আন্দোলনের** পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোটসমূহ ইতোমধ্যে মতামত প্রদান করেছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের

প্রক্রিয়া কী হবে তা সুস্পষ্ট করা হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট করার জন্য দলটির পক্ষ থেকে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

৯.০৫। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, **বিদ্যমান ব্যবস্থায় অনুচ্ছেদ ১৪১খ-এ অনুচ্ছেদ ৩৫ ও ৪১ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ উক্ত অনুচ্ছেদ ২টি জরুরি অবস্থার বাইরে**।তাই নতুন করে কিছু লিখে দেওয়া হলে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হতে পারে। কমিশনের প্রস্তাবে বিগত বৈঠকেই একমত পোষণ করা হয়েছিল। এখানে জনগণের মঙ্গলার্থে আলোচনা হচ্ছে। বিএনপি**জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত কমিশনের আজকের প্রস্তাবের সঙ্গেও বিএনপি একমত পোষণ করছে।**

৯.০৬। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদের রাইট টু লিভ এবং বিচারও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করলে আরও বিষয়গুলো তো বাদ রয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কোনো নতুন কোনো বক্তব্য নেই। তবে এটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বক্তব্য রয়েছে। কেবিনেট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য নেই। প্রধানমন্ত্রীর অধীনেই কেবিনেট। এক ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। কেবিনেট প্রধানমন্ত্রীরই এক্সটেনশন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, সংসদে বা সংসদীয় কমিটির সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবেন। এবং সেই সংসদীয় কমিটি সংসদের প্রথম বৈঠকেই গঠন করা উচিত হবে। **সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার কেবিনেট সদস্যদের equivalent status আছে। তাই জরুরি অবস্থা ঘোষণার কেবিনেট বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতাকে উপস্থিত রাখা যেতে পারে। এতে বিরোধী দলের অংশগ্রহণটা থাকে।**

৯.০৭। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংসদে বা সংসদীয় কমিটিতে সরকারি দলের সদস্যই বেশি থাকে। যদি ভোট হয় সরকারি দলের সিদ্ধান্তই জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গ্রুপ থিউরি বলে একজন স্বৈরাচারকেও একদল লোক সহায়তা করে। কেবিনেট হলো একটি কালেকটিভ উইজডম। সেখানে সবসময় এক ব্যক্তির কথাই কার্যকর হবে সেটি মনে করার কারণ নেই। জরুরি অবস্থায় বিরোধী দল কথা বলতে পারে কিন্তু বাস্তবিক কাজগুলো সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানকেই করতে হবে। তাই কেবিনেটকে জরুরি অবস্থা ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

৯.০৮। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আজ কমিশনের প্রস্তাবটি পঠিত হয়েছে। গতকাল অনেক দলের প্রস্তাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সংসদীয় কমিটির কথা ছিল। **সব বাদ দিলেও বিরোধী দলকে কোনোভাবে রাখা উচিত। প্রয়োজনে জরুরি অবস্থা ঘোষণার কেবিনেট বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতাকে রাখা হোক।**

৯.০৯। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, **সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার কেবিনেট সদস্যদের equivalent status আছে। তাই জরুরি অবস্থা ঘোষণার কেবিনেট বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতাকে উপস্থিত রাখা যেতে পারে। এতে বিরোধী দলের অংশগ্রহণটা থাকে।**

৯.১০। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলটির প্রাথমিক প্রস্তাবে জরুরি অবস্থার বিধান সম্পর্কে তিনটি প্রস্তাব ছিল। সেখানে war and external disturbance ক্ষেত্রে বিরোধী দল বা একটি কমিটির মাধ্যমে আলোচনা করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবে। আর মহামারীর ক্ষেত্রে সরকার এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। দ্বিতীয়ত, 'সাসপেনশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস এনফোর্সমেন্ট' এবং 'সাসপেনশন অফ প্রভিশনস' দুটি ভিন্ন বিষয়। ৩৬ থেকে ৪০ এবং ৪২ অনুচ্ছেদে প্রভিশনগুলো সাসপেন্ড করা হয়েছে, আর ১৪১(গ)-তে তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারের এনফোর্সমেন্ট সাসপেন্ড করা হয়েছে। তবে আমাদের মৌলিক অবস্থান হলো যে কোনো মৌলিক অধিকারের এনফোর্সমেন্ট সাসপেন্ড করা যাবে না। আদালতের রিকোর্স বা বিচারপ্রাপ্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করা যাবে না। ৩৬ থেকে ৪০ অনুচ্ছেদ এবং ৪২ অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ও কনসাইন্সের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। ঐকমত্যের স্বার্থে জরুরি অবস্থা ঘোষণার কেবিনেট বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতা বা উপনেতা সদস্য হওয়ার বিষয়ে হাউজের সর্বশেষ প্রস্তাবে এনসিপি একমত পোষণ করছে।

৯.১১। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এ বিষয়ে আরও কয়েকদিন আলোচনা হয়েছে। এরকম আলোচনা চলতে থাকলে সিদ্ধান্তে আসতে আরও সময় লাগতে পারে। **যেক্যাবিনেট বৈঠকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হবে সেবৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে বিরোধীদলীয় নেতা যদি ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিত থাকে তাহলে প্রভিশন রাখতে হবে।**

৯.১২। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিষয়টি সর্বজনীন করার জন্য সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে যে প্রস্তাব এসেছিল সেটিই উত্তম প্রস্তাব। **তবে নতুন প্রস্তাবে বিরোধীদলীয় নেতার অন্তর্ভুক্তির যে প্রস্তাব এসেছে এটি ঐকমত্যের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য। তবে বিরোধীদলীয় নেতা কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে বিরোধীদলীয় উপনেতার উপস্থিতির বিষয়টি থাকা উচিত।**

৯.১৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, ১০ই জুলাই ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিশনের পক্ষ থেকে সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং আজ ১৩ই জুলাই ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো জরুরি অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত সংবিধানের বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ১৪১ক এ যুক্ত করার প্রস্তাবে ঐকমত্য পোষণ করে–

১. বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ১৪১ক সংশোধনের সময় ‘অভ্যন্তরীণ গোলযোগের’ শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে ‘রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বা মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ’ শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।

২. জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের পরিবর্তে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের বিধান যুক্ত করে নিম্নবর্ণিত বিধান করা–

৩. ‘জরুরি অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতা অথবা তার অনুপস্থিতিতে বিরোধীদলীয় উপনেতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে’।

৪. জরুরি অবস্থাকালীন নাগরিকের দুইটি অধিকার অলঙ্ঘনীয় করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধান করা :

‘অনুচ্ছেদ ৪৭ক এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো নাগরিকের–

(ক) জীবনের অধিকার (Right to life);

(খ) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিদ্যমান সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ-

খর্ব করা যাইবে না।’

১০.০০। **<u>খ) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ</u>**

১০.০১। **সহ-সভাপতি** বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে ১০ই জুলাই ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ প্রধান বিচারপতি নিয়োগসংক্রান্ত সংবিধানের বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৯৫ এর দুটি বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে। যথা : (১) সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে; (২) রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। আজকে আলোচনা হবে আপিল বিভাগের কর্মে জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে অথবা কর্মে জ্যেষ্ঠ দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হবে।

১০.০২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা ভালো নয়। দুইজনের অপশন রাখলেই জ্যেষ্ঠতা ভঙ্গের সুযোগ থাকে। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনে করে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা উচিত হবে।**

১০.০৩। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রবীণতম বা জ্যেষ্ঠ বিচারপতি বলে সততা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য হলো আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ দুইজনের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হোক।

১০.০৪। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আপিল বিভাগের বিচারপতিরা দক্ষ, অভিজ্ঞ ও যোগ্য বলেই তাঁদেরকে হাইকোর্ট বিভাগ থেকে আপিল বিভাগে নেওয়া হয়। এ আলোচনা জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে যাচ্ছে। বিচারকদের অদক্ষতা বা অপকর্ম নিয়ে আলোচনা জাতি ও বিচার বিভাগের জন্য

লজ্জাজনক। তাই এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। জ্যেষ্ঠ দুইজনের মধ্যে যোগ্যতম একজনকে বেছে নেওয়ার প্রস্তাব করেন।

১০.০৫। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আইডিয়াল পজিশন অনুযায়ী, আপিল বিভাগের সবচেয়ে সিনিয়র বিচারপতিই প্রধান হবেন। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিছু নমনীয়তা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে, যাতে একটি সুচিন্তিত ও ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায়। এজন্য **একটি ট্রানজিশনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট বিবেচনা করা যেতে পারে–যেমন ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য কিছুটা নমনীয়তা রাখা, যাতে ধীরে ধীরে আদর্শ অবস্থানে পৌঁছানো যায়। এই সময়সীমার পর আর কোনো ব্যতিক্রম না রেখে সম্পূর্ণ নিয়ম অনুসরণ করা হবে কোনো supersession করা হবে না–এরকম একটি বিষয় বা দিক ভেবে দেখার প্রস্তাব করা হয়।**

১০.০৬। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বর্তমান প্রেক্ষাপট বাদ দিলে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ দুইজনের বাইরে যাওয়া হয়নি। এ দুইজনের মধ্য থেকে প্রথম জনকে বাদ দিয়ে যখন দ্বিতীয়জনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে তখনই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। **আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারাপতিকেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা উচিত।**

১০.০৭। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, দেশে যত সংকট ও ক্রাইসিস হয়েছে, তার বড় অংশই বিচারব্যবস্থাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে। তাই এখন কোনো ধরনের বিকল্প বা অপশন রাখার সুযোগ নেই। যখনই বিকল্প রাখা হয়, তখনই ষড়যন্ত্রের সুযোগ তৈরি হয়। এই বাস্তবতায়, যিনি দক্ষতা, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এগিয়ে রয়েছেন, তাকেই প্রধান বিচারপতি করতে হবে। এর বাইরে অন্য কোনো চিন্তা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানেই নতুন জটিলতা তৈরি হওয়া। গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও জনগণের স্বার্থে একমাত্র উপযুক্ত ও সিনিয়র বিচারপতিকেই দায়িত্ব দেওয়া উচিত। অতীত আমাদের শিক্ষা দিয়েছে–এই বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো অপশন রাখার সুযোগ নেই।

১০.০৮। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমাদের পক্ষ থেকে একটি তৃতীয় প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছিল–মূল অবস্থান ছিল একজনকেই রাখা, কোনো বিকল্প বা অপশন না রাখা। তবে আমার বাংলাদেশ পার্টি-এর প্রস্তাবনায় কিছু বাস্তবতা উঠে এসেছে, যা হাউজের সার্বিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনাযোগ্য বলে মনে হয়েছে। আজকের আলোচনায় যেহেতু একটি বিষয়ে আমরা সকালের দিকে একমত হতে পেরেছি, তাই মনে হয় এই প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যাওয়া উচিত। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে দুইজন রাখা যেতে পারে নির্দিষ্ট একটি সময়সীমার জন্য–যেমন তিন বছর। নির্ধারিত সময় পরে একজনকে রাখা হবে। এটি আমাদের পূর্বের অবস্থানের (একজন রাখার) সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, বরং বাস্তবতা ও ভিন্নমতের প্রতি সম্মান জানিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রস্তাব।

১০.০৯। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের রাজনৈতিক নৈতিক অবস্থান এখনো সুস্থ ও স্থিত নয়। ওয়ান-ইলেভেনের অভিজ্ঞতা বলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ধাক্কাধাক্কির কারণেই রাষ্ট্র বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এজন্য আগেও বলেছি, এখনো বলছি–দুইজন প্রার্থী সামনে আনা হলে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে গোপন সমঝোতা হলে অন্যজন বাদ পড়ে যায়। এই প্রক্রিয়া এখনো আমাদের ছাড়েনি। ৭২-এর সংবিধান ইতোমধ্যে ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে, তবুও স্থিতিশীলতা আসেনি মূলত ক্ষমতাসীন দলের সিন্ডিকেটের আধিপত্যের কারণে। যারা ক্ষমতায় আসে, তারা সবখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই প্রেক্ষাপটে অনুরোধ জানাই–সংবিধান ও জাতির স্বার্থে শুধু একজনকেই মনোনয়ন দেওয়া হোক। যাতে লিয়াজোঁ বা গোপন সমঝোতার কোনো সুযোগ না থাকে।

১০.১০। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমাদের পূর্বের অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আগের দিন আমরা দুইজন রাখার পক্ষে মত দিয়েছিলাম, কারণ আমাদের মনে হয়েছিল, বিচার বিভাগে যদি কেবল একজন থাকেন, তাহলে তাঁকে পলিটিসাইজ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কিন্তু এখন আমাদের অবস্থান হলো–একজন রাখা এবং 'সানসেট রুল' প্রয়োগ করা যেতে পারে। দুইজন রাখার মধ্যেও এবং

একজন প্লাস 'সানসেট রুল' প্রস্তাবনার মধ্যেও বাস্তবিকভাবে বড় কোনো পার্থক্য নেই। বরং একজন রাখার ক্ষেত্রে পলিটিসাইজেশনের সম্ভাবনা কম–এ যুক্তিও একটি যৌক্তিক অবস্থান। সবকিছু বিবেচনায়, আজকের হাউজে আমরা যে ঐকমত্যের দিকে যাচ্ছি, তা হলো–একজন রাখা হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুজন রাখা বা 'সানসেট রুল' থাকবে।

১০.১১। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এই বিষয়ে গতকাল আমাদের সাধারণ সম্পাদক সাহেব বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের পক্ষ থেকে বিকল্প কোনো বক্তব্য নেই–আমরা মনে করি, একজনই রাখা উচিত। তবে যেহেতু বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং সময়সাপেক্ষ। একটি দল মত দিয়েছে যে অন্তত সাময়িক কালের জন্য দুইজন রাখা যেতে পারে এবং সে প্রস্তাবটিও গুরুত্ব পেয়েছে। তাই ঐকমত্যে পৌঁছতে সাময়িক সময়ের জন্য অন্তত দুইজন রাখা যেতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে আমাদের পক্ষ থেকে বলছি–যদি সাময়িক কালের জন্য দুইজন রাখা হয়, তাহলে আমাদের আপত্তি নেই। তবে মূল অবস্থান এখনো একজনকেই রাখার পক্ষে।

১০.১২। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের জন্য যে প্রস্তাব এসেছে, তার বিরুদ্ধে আমরা দ্বিমত পোষণ করছি। এই প্রস্তাব মূলত সুপারসিশনের রিজিডিটির জায়গা থেকে এসেছে। কিন্তু আমাদের অবস্থান হলো–এই রিজিডিটি আসলে অতটা রিজিড নয়। প্রথমত, যদি সিনিয়র মোস্ট আপিল বিভাগের বিচারপতি সম্পর্কে পেশাগত অসদাচরণ বা ব্যক্তিগত যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে, সেক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। ফলে এখানে সুপারসিশনের মাধ্যমে কোনো বিকল্প রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের পক্ষ থেকে পুনরায় বলা হচ্ছে, আমরা সুপারসিশনের কোনো সুযোগ রাখতে চাই না। আমাদের অবস্থান স্পষ্ট–আপিল বিভাগের সিনিয়র মোস্ট বিচারপতিকেই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

১০.১৩। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আজকের প্রথম দাবির বিষয়ে যেভাবে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছে। আশা করি ভবিষ্যতের বিষয়গুলোও একইভাবে সুন্দরমতো সমাধান করা সম্ভব হবে। পূর্বেও আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল–দুজন হলে ভালো হয়। কারণ, অনেক সময় সিনিয়রিটি থাকা সত্ত্বেও কেউ প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নাও হতে পারেন। পরিস্থিতিভেদে এমন অবস্থা তৈরি হতে পারে। তাই আমাদের দৃষ্টিতে, দুজন রাখলে একদিকে যেমন বিকল্প তৈরি হয়, অন্যদিকে বিবেচনার সুযোগও বাড়ে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দুজন রাখার নতুন প্রস্তাবের বিপক্ষে অবস্থান করছি।

১০.১৪। **গণফোরাম**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রধান বিচারপতি পদে অ্যাপিলেট ডিভিশনের প্রবীণতম বিচারপতিকে নিয়োগ দেওয়া উচিত। তিনি দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রবীণতম হয়েছেন, কাজেই তাঁর বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। তবে আমাদের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে–একজন অল্টারনেটিভ রাখা উচিত। কারণ, সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের ৫(ক) ও ৫(খ) উপধারায় বলা আছে, প্রবীণতম বিচারপতি যদি শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম হন, অথবা তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ থাকে, যা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের তদন্ত সাপেক্ষ, সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রবীণ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি করা যেতে পারে। এই সাংবিধানিক বাস্তবতা মাথায় রেখে আমাদের পক্ষ থেকে অল্টারনেটিভ রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

১০.১৫। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জ্যেষ্ঠ দুইজনের মধ্য থেকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি আমরা আগেও উত্থাপন করেছি। কারণ, মিসকন্ডাক্ট ছাড়াও বিভিন্ন অজানা পরিস্থিতি বা শারীরিক-মানসিক অক্ষমতা তৈরি হতে পারে। যদিও গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রয়েছে, তবে কোনো অনিশ্চিত কারণেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে একটি বিকল্প রাখা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত বলে আমরা মনে করি। অতীতেও বিচারকদের রাজনৈতিক বিবৃতি কিংবা পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সেই প্রেক্ষিতে এই অবস্থান এসেছে। 'আমার বাংলাদেশ পার্টি'-এর প্রস্তাব–যদি পাঁচ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়–সেটাও

আলোচনার জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কারণ সাধারণভাবে জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি প্রধান বিচারপতি হবেন–এটা স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশের বাস্তবতায় অনেক অজানা ফেনোমেনা ঘটে, যা দ্বিতীয় বিকল্প রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এই সাময়িক বাস্তবতা মাথায় রেখে আমরা ঐকমত্যের দিকে অগ্রসর হতে পারি।

১০.১৬। **নাগরিক ঐক্য**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এত বছর ও অভিজ্ঞতার পরে যদি আবার সানসেট প্রভিশনের মধ্যে যাই, তাহলে বিষয়টি আরও কয়েক বছরের জন্য বিতর্কিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তাই আমরা একজনের পক্ষেই থাকতে চাই। আমাদের দলের সিদ্ধান্ত ছিল দুজনের পক্ষে, তবে হাউজের শুরুতে যে ঐকমত্য দেখেছি, তা একজনের পক্ষে–এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে একজনের পক্ষে এসেছি। আমার মনে হয়, সানসেট প্রভিশনের দরকার নেই। আমরা ইতোমধ্যে অনেক সানরাইজ ও সানসেট দেখেছি–এখন আমরা একটি ম্যাচিউর পজিশনে এসেছি, এই প্রভিশনগুলো আর রাখতে চাই না। যেদিন এটি সংসদে পাশ হবে, সেদিন থেকেই এটি কার্যকর হওয়া উচিত–একজন এবং তিনি হবেন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি থেকে।

১০.১৭। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা আগেও বিভিন্ন সময় ঐকমত্যের স্বার্থে নানা প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে গিয়েছি। এখন আমার কাছে সানির প্রস্তাবটি বিবেচ্য মনে হচ্ছে। কারণ, আমরা যে দুইজনের অপশনের কথা বলছিলাম, তার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল–বিচারক নিয়োগে পূর্বের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দেহ এবং রাজনীতিবিদদের ভেতর সেই সংশয় থাকা। সেই প্রেক্ষাপটে দুইজনের বিষয়টি এসেছিল। তবে এখন যদি সানসেট অপশন রাখা হয়, তাহলে তা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছি।

১০.১৮। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, হাউজে উত্থাপিত নতুন প্রস্তাব বা সানসেট অপশন রাখায় আমাদের লাভটা কী–তা পরিষ্কার নয়। কারণ, যদি কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে তদন্ত থাকে বা তিনি শারীরিকভাবে অক্ষম হন, তাহলে তাঁর আপিল বিভাগে থাকারই কথা না। তাঁকে অবসরে পাঠানো উচিত। সুতরাং যদি কোনো তদন্ত না থাকে এবং তিনি শারীরিকভাবেও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন, তাহলে প্রবীণতম বিচারপতিকেই রাখা উচিত। আমরা এখনো এত ভালো হয়ে যাইনি যে বিকল্প থাকলে জ্যেষ্ঠতমকেই করব–এই নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। তাই একজনের অপশনই যুক্তিসঙ্গত।

১০.১৯। **খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমার বক্তব্য হলো–আমাদের দলীয় স্ট্যান্ড হচ্ছে একজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতি। এখন সানি ভাইয়ের পক্ষ থেকে যে 'সানসেট প্রভিশন' প্রস্তাব এসেছে, তা নিয়ে কিছু আশঙ্কা রয়েছে। আগে নারী আসনের ক্ষেত্রে ১৫টি আসন ছিল। সেখান থেকে শুরু হয়ে ৩০, পরে ৪৫, এখন ৫০ আবার প্রস্তাব রয়েছে ১০০ পর্যন্ত। যেখানে শুরুতে বলা হয়েছিল, নির্দিষ্ট সময় পর এটি থাকবে না। এই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, যদি 'সানসেট প্রভিশন' নির্দিষ্ট ও বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে এর কোনো অর্থ থাকে না। এটি অর্থবহ তখনই হবে, যখন বলা যাবে–আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এটি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে এবং সংসদে বসে আবার বাড়ানোর দরকার হবে না। এই শর্ত পূরণ করা গেলে, আমাদের অবস্থান হবে সানসেট প্রভিশনের পক্ষে। আর তা নিশ্চিত করা না গেলে জ্যেষ্ঠ একজন বিচারপতি থেকেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ উচিত হবে।

১০.২০। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এখানে আমরা মৌলিক বিষয় থেকে মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছি। একজন থেকে কেন প্রধান বিচারপতির নিয়োগ চাচ্ছি তার পেছনে যুক্তি রয়েছে–যিনি সিনিয়র মোস্ট, তিনি হবেন, এটাই তো নিয়ম। ব্যত্যয় কেন আনতে চাইছি? অনেকে বলছেন, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, গুরুতর অসদাচরণ থাকলে তাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে–কিন্তু সেটার জন্য তো আলাদা প্রভিশন সংবিধানে রয়েছে। মূল কথা হচ্ছে, ব্যত্যয়ের সুযোগ রেখে ইন্টারফেয়ার করার পথ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে–এই সুযোগ কে নিতে চায়? অতীতে দেখা গেছে, গভর্নমেন্টের অথরিটি ব্যবহার করে সুপারসিড করে বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমরা সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এক জনের প্রস্তাবের ওপর স্থির থাকতে চাই। **নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী তিন বা পাঁচ বছর বা কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই নিয়ম চলবে–এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এতে দেখা যাবে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের মধ্যে**

যাঁরা এই সময়ের মধ্যে রিটায়ার করবেন, তাঁদের কেউ কেউ টার্গেটেড হয়ে যাবেন। অর্থাৎ এই প্রভিশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। এটা হলে আমাদের প্রত্যক বিচারপতির নাম, রিটায়ারমেন্ট টাইম, যোগ্যতা–সব বিবেচনায় আনতে হবে। এটা একটি রাজনৈতিক বা পরিকল্পিত খেলার ইঙ্গিতও দিতে পারে। আমরা বলছি না যে কারও প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে যাচ্ছি, কিন্তু নীতিগতভাবে আমরা চাই না–এ ধরনের কোনও লুপহোল বা ইন্টারফেয়ার করার সুযোগ থাকুক। প্রেসিডেন্টের হাতে যদি সুপারসিডের ক্ষমতা দেওয়া হয়, এবং তিনি যদি দলীয় মনোনীত হন, তাহলে সেটি আবার দলীয় বিবেচনার ভিত্তিতে ব্যবহৃত হতে পারে। অতএব, আমাদের অবস্থান হচ্ছে–সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিই প্রধান বিচারপতি হবেন। ব্যতিক্রম রাখার মাধ্যমে পূর্বের দলীয় নিয়োগ প্রক্রিয়া আবার ফিরিয়ে আনার কোনও সুযোগ আমরা দেখতে চাই না। এটি একটি টার্গেটেড ও ইনজাস্টিস-সৃষ্টিকারী প্রস্তাব হয়ে দাঁড়াবে।

১০.২১। **আমার বাংলাদেশ পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এখানে টু-ফোল্ডেড রিজনস রয়েছে। প্রথমত, হাউস মোটামুটি একটা ইভেনলি ব্যালান্সড পজিশনে ছিল–একদল মনে করে সুপারসেশন একেবারেই থাকা উচিত নয়, আরেক দল মনে করে সার্টেন ডিগ্রি অফ ফ্লেক্সিবিলিটি থাকা জরুরি। প্রথম কারণটি হলো–জাতীয় ঐকমত্য অর্জন করা, যাতে পুরো প্রক্রিয়া বা আলোচনা এন্টায়ারলি ব্রেকডাউন না করে। একটি ট্রানজিশনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকলে উইন-উইন সিচুয়েশন দাঁড়ায়। এতে যারা ফ্লেক্সিবিলিটি চায়, সেটাও রক্ষা হয় এবং ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি আমরা কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় এগোতে পারি। তবে **এই অপশন রাখা মানে এটি অবলিগেশন নয়, এটি চয়েস–এটা স্পেসিফিক রিজনে, ভেরি হাই সারকামস্ট্যান্স-এ ইনভোক করা হবে।** আলোচনায় উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট আগে হাউজ অব লর্ডস-এর জুডিশিয়াল ফাংশনের অংশ ছিল। ২০০৫ সালের কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম কার্যকর হয় ২০০৯ সালে, তখন হাউস অব লর্ডস-এর জাজেস আলাদা হয়ে সুপ্রিম কোর্ট অব ইউনাইটেড কিংডম গঠিত হয়। তখন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল–কে পার্লামেন্ট মেম্বার থাকবে, কে থাকবে না। কাট-অফ ডেট নির্ধারণ করতে হয়েছিল। আমার দলের প্রস্তাব কোনো ব্যক্তিবিশেষকে টার্গেট করে নয়, এটি কনসেনসাস বিল্ডিং-এর অংশ, যাতে আলোচনা ভেঙে না পড়ে এবং একটি উইন-উইন সিচুয়েশন তৈরি হয়। সুপারসেশন রাখার মানে এটা কমপালসরি হবে না–চয়েস মাত্র।

১০.২২। **জাতীয়তাবদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমি এতক্ষণ ফ্লোর নেইনি কারণ পূর্বের বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করতে চাইনি। আমরা শুরু থেকেই দুইজন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতির মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের পক্ষে ছিলাম। নতুন প্রস্তাবে সানসেট ল প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা গুরুত্বপূর্ণ–তবে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সানসেট ল নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হলেও কোনো কম্প্রিহেনসিভ ফেডারেল ল সানসেট প্রভিশন দিয়ে পাশ হয়নি। পলিটিক্যাল থিওরিতে বলা হয়, সানসেট ল-এর মাধ্যমে ইন্টারেস্ট গ্রুপ ও প্রেসার গ্রুপগুলো সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। সুতরাং এখানে সানসেট ল নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমরা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে এক্সক্লুড করতে চাচ্ছি না, বরং **পুনরায় প্রস্তাব করছি–জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতির মধ্য থেকে একজনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হোক।**

১০.২৩। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এ বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। আগেরবার আমরা আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছি। তবে আলোচনার শেষ পর্যায়ে যেহেতু নতুন কিছু পয়েন্ট এসেছে, সেজন্য কয়েকটি বিষয় পিনপয়েন্ট করে বলা প্রয়োজন। প্রথমত, আমরা সবসময় সুপারসিশন বন্ধ করার পক্ষে ছিলাম–এটি আপনাদের লিখিত প্রস্তাবনায়ও এসেছে। কিন্তু সুপারসিশন একদিকে বন্ধ করে আবার নিচ থেকে টেনে আনার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, যা জাতি দেখছে। আমরা মনে করি, প্রধান বিচারপতি নিয়োগসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে নিয়মনীতি অনুসরণ করাই সঠিক পথ। প্রথম রাউন্ডের আলোচনায় আমরা বলেছিলাম–জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়োগ হওয়া উচিত। তবে পরে বলেছি, **শুধু জ্যেষ্ঠতা সবসময় যথেষ্ট নয়, কারণ নানা বাস্তবতায় প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই সংবিধানের বিধান**

অনুযায়ী, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই এবং প্রয়োজনে দুইজনের অপশন রাখা যেতে পারে–এই অবস্থান আমরা আগেই জানিয়েছি। আমরা মনে করি, শুধু জ্যেষ্ঠতার কথা বলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। ভালো মানের তো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই–সেক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে দুইজনের অপশন বিবেচনাযোগ্য।

১০.২৪। **জাকের পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা এখানে দেশের স্বার্থে আলোচনা করছি সংস্কারের পথে একটি নতুন বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে। প্রধান বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে আজ ও গত কয়েকদিনে যেসব আলোচনা হয়েছে, সকল মতামতের প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে। জাকের পার্টি শুধু এইটুকু বলতে চায়–সানসেট প্রভিশন, জ্যেষ্ঠতম বা কর্মে প্রবীণতম আপিল বিভাগের দুইজন বিচারপতি থেকে একজন নিয়োগ–এই প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমরা মনে করি, একটি বিতর্কমুক্ত, নিরপেক্ষ ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রশ্নে গণভোটের মাধ্যমে বিষয়টি নির্ধারণ করা উচিত।

১০.২৫। **নাগরিক ঐক্য**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না পৌঁছানোয় একটি বিকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য রাখা হয়েছে। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় গঠনের প্রস্তাব আছে। এটি বাস্তবায়ন হলে, নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে সচিবালয়। যদি বাস্তবায়ন না হয়, তবে আইন মন্ত্রণালয় বিদায়ী প্রধান বিচারপতি ও আপিলেট ডিভিশনের বিচারকদের মতামত নিয়ে জ্যেষ্ঠতম দুইজনের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতির কাছে একজনের নাম সুপারিশ করবে। এতে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে কিছুটা পৃথক করার পথ তৈরি হবে।

১০.২৬। **সহ-সভাপতি** বলেন, আমরা যদি এক বা দুই–যেকোনো এক জায়গায় ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারি, তাহলে যেটা এখন আছে, সেটা থেকে এক ধাপ অগ্রগতি হবে–যেমন আপিল বিভাগের বাইরে থেকে নয়, বরং আপিল বিভাগ থেকেই প্রস্তাব আসবে। এটুকু রেস্ট্রিকশন দিয়েছি। তবে সুপারসিশনের পথ আমরা পুরোপুরি বন্ধ করিনি। ছয়, পাঁচ, সাত–যেকোনো নম্বরের বিচারককে দেওয়ার সুযোগ রয়ে গেছে। যদিও প্রিন্সিপলভাবে আমরা সুপারসিশন বন্ধ করতে চাই, কিন্তু স্পেসিফাই না করলে সেটা ইমপ্লাইড এপ্রুভাল হয়ে যায়। আমার বোঝায় ভুল থাকলে বিবেচনা করে দেখুন। সুপারসিশনের কারণে অতীতে নানা ব্যত্যয় ও বিতর্ক হয়েছে, যা দেশের ও সুপ্রিম কোর্টের জন্য ভালো হয়নি। সেই বিবেচনায় আমরা এটাকে সীমিত করতে চাইছি। আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে 'এক' প্রস্তাব দিয়েছি, তবে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে সুপারসিশনের পথ খোলা থেকেই যাবে। কাজেই আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করলে এটাও একটা কনসিকুয়েন্স তৈরি করবে–সুপারসিশন বন্ধ না করে কেবল সীমিত করলাম, এটিই হবে ডিফল্ট এমপ্লাইড পজিশন। আমাদের আলোচনা যত দীর্ঘ হচ্ছে, ততই একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে–'সুপারসিশনের পথ' এখনো খোলা রাখা হচ্ছে। আগে যেখানে হাইকোর্টের যেকোনো বিচারপতিকে নিয়োগ দেওয়া যেত, এখন সেটি আপিল বিভাগে সীমিত হলেও সুপারসিশনের সুযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। এখনো এপিলেট ডিভিশনের মধ্যে একাধিক বিকল্প রেখে সুপারসিশনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা রাজনৈতিক বিবেচনার জন্য দরজা খোলা রাখে। আমরা চাই, এই প্রক্রিয়াটি দ্রুত শেষ হোক। আপনারা শুরুতে বলেছেন ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করতে চান, কিন্তু আমরা চাই ২০শে জুলাইয়ের মধ্যেই আলোচনা শেষ হোক। তাই প্রস্তাব রাখা হচ্ছে–এই বিষয়ে আজই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। আলোচনা যেন আর দীর্ঘ না হয়।

১০.২৭। **সহ-সভাপতি** বলেন, বাস্তবতার নিরিখে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয়টি পুনরায় বিবেচনার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সকলের ধারণা থাকায় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। এখান থেকে যা-ই সুপারিশ নেওয়া হোক না কেন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না করা পর্যন্ত আইনি জায়গায় হয়তো দাঁড়াবে না। ৩০টি রাজনৈতিক দল যদি এক জায়গায় হয় সেটি কেবল সংবিধানে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কার্যকর হবে তা নয় তার আগেও moral strength তৈরি হয়, এটি সকলের ওপর হবে। দু'একটি ব্যতীত বিচার বিভাগের জন্য একটি স্বাধীন সচিবালয় এবং বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণের বিষয়ে একমত হয়েছে। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অপব্যবহার যাতে না হয়, সেটি বিবেচনা করা। দুইজনের মধ্যে হলে

supersession সীমিত হবে। এটি সীমিত করা হবে নাকি উন্মুক্ত রাখা হবে। প্রিন্সিপালের জায়গাকে সামনে রেখে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। এগ্রিমেন্টে আসলে আবার কেউ ডিসেন্ট করলো।

১০.২৮। **জনাব মনির হায়দার** (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) বলেন, সম্ভবত একটি সমাধানের কাছাকাছি যাওয়া যাবে।

১০.২৯। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) থেকে যে প্রস্তাবনা আনা হয়েছে তা ভালো ফাংশন করবে না। রাষ্ট্রপতি আপিলেট ডিভিশনের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন। যদি অপশন দেওয়া হয় যে, dissenting voices দিয়ে দুইজনের অপশনকে এডপ্টড করা সম্ভব সেক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই। নির্বাচনি ইশতেহারে যদি এটি থাকে এবং পাবলিক যদি নির্বাচিত করে তাহলে এটি এডপ্টড করতে পারবেন। প্রধান বিচারপতি নিয়োগসংক্রান্ত সংবিধানের বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৯৫-এ যুক্ত করা যেতে পারে। "(১) আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দান করিবেন। (২) অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তবে তাহারা সংবিধানে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতির মধ্য হইতে যে কোনো একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দান করিবেন"। (৩) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬-এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকিলে তাহাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাইবে না।

১০.৩০। **সহ-সভাপতি** বলেন, দুইজন পর্যন্ত পারবেন। এটি উন্মুক্ত রাখা হচ্ছে না। জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হবে। তবে যেকোনো দল তাদের নির্বাচিত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে জনরায় গ্রহণ করে দুইজন পর্যন্ত যেতে পারবেন। dissent করার ওপিনিয়ন রাখা হলো। **সনদে স্বাক্ষরকারী যে কোনো দল ম্যান্ডেড লাভ করে জ্যেষ্ঠতম সর্বোচ্চ ২ জন পর্যন্ত নিতে পারবেন।** এখানে ভোটিংয়ের জন্য আসা হয়নি। ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।

১০.৩১। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী** এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি করা হোক, এটিই দলের পক্ষ থেকে চাওয়া হয়েছে। নীতিগতভাবে জ্যেষ্ঠতমের ক্ষেত্রে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো। তবে নির্বাচনি ইশতেহারে কোনো দল যদি রাখতে চায়, তাহলে রাখতে পারবে। এক্ষেত্রে supersession বন্ধ হলো না। জনগণ যাকে চায় তার দলও তাতে একমত থাকবে।

১০.৩২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এ বিষয়ে পূর্বেই সম্মত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৯৬ এ কারো বিরুদ্ধে যদি তদন্তাধীন থাকে তাহলে তাদের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে না। সেটি নম্বর ১ কিংবা ২ যা-ই হোক।

১০.৩৩। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অনুচ্ছেদ ৯৬ সাপেক্ষে যাদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, তদন্ত কিংবা অন্য কিছু চলছে তারা বিবেচিত হবে না। ২ জনের মধ্য থেকে ১ জনকে বাছাই করার ক্ষেত্রে উক্ত ২ জনের বিষয়ে তদন্ত নাও থাকে তাহলে ১ জনকে বাছাই করা সম্ভব হচ্ছে। কারো বিরুদ্ধে অসদাচরণের কোনো অভিযোগ নেই। তারপরও জ্যেষ্ঠতম এর পরিবর্তে দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতমকে করা হলো তখন তো মনে হবে সুপারসিড করা হচ্ছে।

১০.৩৪। **সহ-সভাপতি** বলেন, যদি supersession-এর প্রশ্ন হয়, সেক্ষেত্রে supersession-এর উইন্ডো রাখা হচ্ছে। নীতিগতভাবে প্রথম বিকল্প হচ্ছে জ্যেষ্ঠতমকে দিতে হবে। তবে জনগণ যদি কোনো দলকে রায় দেয়, সেটি সংবিধানে অপশন দেওয়া হচ্ছে। অনুচ্ছেদ ৯৬-এর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না।

১০.৩৫। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এ ক্ষেত্রে পৃথক লাইন হবে। ভিতরে লিখলে কেবল অসদাচরণের অভিযোগ উঠলেই তাকে বাদ দেওয়া যাবে। কিন্তু বাহিরে অন্য কোনো কারণে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

১০.৩৬। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নতুন প্রস্তাবনায় আরো বেশি বিভ্রান্তি তৈরি করবে। ক্ষমতাশীন দল চাইলে ২ জনের মধ্যে ১ জন নিতে পারবে। ক্ষমতাশীন দলই হস্তক্ষেপ করে। এ বিষয়ে দ্বিমত। তার দল supersede করার জায়গা বন্ধ করার পক্ষে। এত আলোচনার পরও সিস্টেম ওয়ার্ক করছে না। পূর্বের প্রস্তাবের চেয়ে এটি মারাত্মক। একটি দলকে প্রভিশন দেওয়া হচ্ছে। ক্ষমতাসীন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই supersede বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০.৩৭। সহ-সভাপতি বলেন, নীতিগতভাবে সকলেই স্বীকার করেছে যে, দুটি কমিশন থেকেই জ্যেষ্ঠতমকে প্রধান বিচারপতি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু মতভেদের জায়গা স্পষ্ট করা। dissension আবার এরকম নয় যে, তারা সাবজোনে চলে যেতে পারবে, সেটি সীমিত করার পক্ষে। অর্থাৎ ২ জন পর্যন্ত যেতে পারে। এর বাইরে যেতে পারবে না। এটি অবশ্যই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে করতে হবে।

অতঃপর অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো প্রধান বিচারপতির নিয়োগ সংক্রান্ত সংবিধানের বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৯৫-এ যুক্ত করার প্রস্তাবে ঐকমত্য পোষণ করে–

“(১) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দান করিবেন;

(২) অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তবে তাহারা সংবিধানে আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুইজন বিচারপতির মধ্য হইতে যে কোনো একজনকে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দান করিবেন”;

(৩) তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের অভিযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬-এর অধীন কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান থাকিলে তাহাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যাইবে না।

১১.০০। <u>তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে আলোচনা</u>

১১.০১। সহ-সভাপতি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার জন্য কমিশন কর্তৃক বিকল্প প্রস্তাব এনেছে। প্রস্তাবটি তৈরির ক্ষেত্রে এমন নীতি অনুস্মরণ করা হয়েছে যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানকে নির্বাচন করা হয়। এবং এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদ বা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ উভয় ক্ষেত্রেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানকে নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

১১.০২। বৈঠকের সঞ্চালক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। প্রস্তাবিত কমিটি এমনভাবে গঠিত যে, তা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট বা এক কক্ষবিশিষ্ট–উভয় ধরনের সংসদের জন্যই প্রযোজ্য। কমিটিতে মোট ১৩ সদস্য থাকবেন : ৭ জন নিম্নকক্ষ থেকে এবং ৬ জন উচ্চকক্ষ থেকে। নিম্নকক্ষের সদস্যদের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে বিকল্প রাখা হয়েছে, যেমন–প্রধানমন্ত্রী/সংসদ নেতা/সরকারি দলের সংসদীয় দলনেতা, যাঁদের মধ্যে যেকোনো একজন কমিটিতে থাকবেন। যদি সংসদ এক কক্ষবিশিষ্ট হয়, তবে কেবল ওই ৭ সদস্য নিয়েই কমিটি গঠিত হবে। সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হলে অবসানের ১৫ দিন আগে এবং মেয়াদ পূর্ণ না হলে ভাঙনের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কমিটি গঠন ও প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। এ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবেন স্পিকার, সংসদ সচিবালয়ের সহযোগিতায়। কমিটি গঠনের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বৈঠকে বসে সদস্যরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছাই করবেন, যাঁকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন। আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত না হলে, বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে সরকারি দল ও প্রধান বিরোধী দল ৫ জন করে এবং তৃতীয় বৃহত্তম দল নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ থেকে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২ জন করে প্রস্তাব করবে–মোট ১২ বা ১৪ জনের তালিকা তৈরি হবে। এই প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের নিয়ে সংসদে স্পিকারের সভাপতিত্বে একটি শুনানি হবে, যেখানে উচ্চকক্ষের প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন। যদি সরকারি দল, প্রধান বিরোধী দল ও তৃতীয় বৃহত্তম দল কোনো অভিন্ন প্রার্থী সম্মিলিতভাবে মনোনয়ন দেয়, তবে তাকেই প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। তা সম্ভব না হলে র‍্যাঙ্কড চয়েস বা ক্রমভিত্তিক ভোটিংয়ের মাধ্যমে বাছাই হবে। সমান ভোটপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রবীণতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মনোনীত ব্যক্তি অসম্মতি জানালে পরবর্তী জন বিবেচনায় আসবেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যিনি নির্বাচিত হবেন, রাষ্ট্রপতি তাকে বিলম্ব না করে নিয়োগ দেবেন। পদ

শূন্য হলে বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রধান উপদেষ্টা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন এবং এ বিষয়ে আলাদা বিধানপত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, যোগ্যতা, বয়সসীমা ইত্যাদি বিষয়ে সংবিধানে যা আছে, তা বহাল থাকবে, অথবা প্রয়োজন হলে সংশোধন/বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে।

১১.০৩। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা যারা এখানে আলোচনা করছি, আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রস্তাব দিচ্ছি–এটা দলীয় অবস্থান থেকে নয়, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক করতে আমাদের সংগ্রামের ধারাবাহিকতা। জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা দেশে গণতন্ত্র পুনর্গঠনের লড়াই করেছি এবং আজকের আলোচনাও সেই প্রেক্ষাপটে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অতীত অভিজ্ঞতায় তিনটি প্রধান সমস্যা স্পষ্ট–তারা অনির্বাচিত, জবাবদিহির বাইরে এবং দলনিরপেক্ষতার প্রশ্নে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বর্তমান যে প্রস্তাব এসেছে, তাতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যাঁদের সরকারে আনা হবে তাঁরা নিজেরা নির্বাচিত নন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে থাকবেন–এটি মূল সমস্যা। আমাদের দলীয় অবস্থান হলো, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে টেকসই করতে হলে সেটি হতে হবে জবাবদিহিমূলক, দলনিরপেক্ষ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে গঠিত। আমরা বারবার বলেছি, পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ এমনভাবে গঠন করতে হবে, যেখানে দলনিরপেক্ষ, শ্রেণি-পেশাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। তাহলেই সেখানে জবাবদিহি ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হবে এবং নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একটি গ্রহণযোগ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সারা বছর ধরে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

১১.০৪। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সকাল থেকে আমরা দুটি বিষয়ে আলোচনা করেছি–একটিতে পূর্ণ ঐকমত্যে পৌঁছেছি, অন্যটিতে কিছু বিষয়ে ঐক্য হলেও 'সুপারসিশনের পথ' সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার বিষয়ে একমত হতে পারিনি। তত্ত্বাবধায়ক বা নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের বিষয়ে যে প্রস্তাব এসেছে, সেখানে মূল প্রশ্ন হলো–এই সরকার গঠন করবে কারা? প্রস্তাবে ১৩ বা ৭ সদস্যের কমিটির কথা বলা হয়েছে, যেখানে মূলত সরকারি দল, প্রধান বিরোধী দল এবং আরেকটি বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা থাকবেন। অর্থাৎ এই তিনটি রাজনৈতিক শক্তির সমন্বয়ে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনকালীন তদারকি সরকার গঠনের পদ্ধতি রাখা জরুরি বলে আমরা মনে করি।

১১.০৫। **সহ-সভাপতি** বলেন, আপনারা বলছেন ত্রয়োদশ সংশোধনীতে ফিরে যেতে চান, যেখানে বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রথমে প্রধান উপদেষ্টা মনোনয়নের কথা বলা ছিল। পরবর্তী সময়ে কিছু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে–এই প্রক্রিয়ায় জুডিশিয়ারিকে যুক্ত করায় জটিলতা ও ম্যানিপুলেশনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো–আপনারা ত্রয়োদশ সংশোধনীতে ফিরতে চান ঠিক আছে, কিন্তু সেখানে কিছু পরিবর্তন চান কি না? পরিবর্তন মানে কি বিচার বিভাগ বাদ দিয়ে কেবল রাজনৈতিক প্রতিনিধি রাখতে চান, নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে চূড়ান্ত নির্ধারণের ক্ষমতা দিতে চান? আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে আগেই বলেছি, এনসিসি প্রস্তাব বাদ হওয়ার পরেও আমরা থেমে থাকিনি। নতুন প্রস্তাব এনেছি–যাতে অনির্বাচিত ব্যক্তি যেন মনোনয়ন দিতে না পারে, সে কারণে বিষয়টি সংসদে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আপনারা যদি বলেন তিনটি রাজনৈতিক দল থাকবে নাকি আরও বেশি থাকবে সেটাও স্পষ্টভাবে সীমা নির্ধারণ করতে হবে। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে একদলকেন্দ্রিক ছিল বলে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। সেখান থেকে সরে এসে আমরা বলছি–তিনটি দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। কারণ, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দায়িত্বশীলতা তাদের ওপরই বর্তায়। তবে আমাদের রাজনৈতিক বাস্তবতা আমাদের বাধ্য করছে কেয়ারটেকার কাঠামোর কথা ভাবতে। আপনারা যখন এতে একমত হয়েছেন, তখন স্পষ্ট করে বলুন–ত্রয়োদশ সংশোধনীর কোন কোন অংশ রাখতে চান, কোনটি বাদ দিতে চান, আর কোথায় পরিবর্তন চান। শুধু অতীতের কাঠামো পুনরাবৃত্তি নয়, প্রাসঙ্গিক ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব দিন যাতে আলোচনা এগোতে পারে। আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছি–সেগুলোতে ত্রুটি থাকলে সংশোধন করুন, না হলে আপনাদের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট প্রস্তাব দিন, আমরা আলোচনায় আনব।

১১.০৬। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিদ্যমান বিধান ৫৮(গ)-তে আমরা আছি। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো–সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কয়েকদিন আগে সরকার ভেঙে যাবে না, তবে সরকারের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া যাবে মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিন আগে। গঠন (ফরমেশন) চূড়ান্ত হবে ১৫ দিন আগে। অন্যদিকে, যদি সংসদ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ভেঙে যায়, তবে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে।

প্রথম প্রস্তাব : বর্তমান বিধানের (আংশিক ৫৮ এবং সাব-সেকশন ৫) আলোকে রাষ্ট্রপতি যতদূর সম্ভব প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এমন একজন নাগরিককে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনয়ন দেবেন, যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন–সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে। আর সীমিত করতে হলে বলা যেতে পারে 'সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ'-এর মধ্য থেকে বাছাই করা হবে। দুই ধরনের প্রস্তাবই আলোচনার জন্য উন্মুক্ত রাখা হলো।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, নিম্নকক্ষের স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার থাকবেন। পূর্বের আলোচনা মতে ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দলের প্রতিনিধি হবেন বলে সম্মতি হয়েছে। ফলে এখানে একটি 'টু প্লাস টু' কাঠামো তৈরি হয়–সরকার ও বিরোধী পক্ষ থেকে দু'জন করে। এই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন রাষ্ট্রপতি, তবে তাঁর কোনো ভোটাধিকার থাকবে না, তিনি শুধু সভাপতিত্ব করবেন। যদি পজিশন ও অপজিশন একমত হয়, তবে এই কাঠামো অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টার মনোনয়ন চূড়ান্ত হবে।

তৃতীয় প্রস্তাব : 'টু-প্লাস-টু' ফর্মুলার সঙ্গে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী তৃতীয় দল–অর্থাৎ দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি যুক্ত করা হবে। এতে সদস্য সংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচজন। সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত পেতে তিনটি ভোটই যথেষ্ট হয়–প্র্যাকটিক্যালি এমনটাই দেখা যায়। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট কেবল সভাপতির ভূমিকা পালন করবেন, তাঁর কোনো ভোটাধিকার থাকবে না।

চতুর্থ প্রস্তাব : যদি এই পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তখন বিকল্পভাবে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সব রাজনৈতিক দল যারা সর্বনিম্ন ৫% ভোট পেয়েছে, তাদের প্রত্যেকের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। এই কমিটি রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে গঠিত হবে, তবে তিনিও কোনো ভোট দিতে পারবেন না।

এখানে 'লোয়ার হাউস' অর্থে জাতীয় সংসদ বোঝানো হয়েছে। যদি ভবিষ্যতে 'আপার হাউস' গঠিত হয়, তবে আলোচনার মাধ্যমে এ প্রস্তাবে তা যুক্ত করা যেতে পারে।

পঞ্চম প্রস্তাব : উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলোতে একমত হওয়া না গেলে ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ফিরে আসা যায়। সেক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব পঁচাত্তর বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত সকল প্রধান বিচারপতির কথা বিবেচনা করা যায়। হাউজের প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে না রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করে। তবে সর্বশেষ পন্থা হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে রাখা যায়।

[জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের পর বিকাল ৩ : ০৫ মিনিটে ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১১.৭। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অনুচ্ছেদ ৫৮(গ) অনুযায়ী যোগ্যতা অযোগ্যতার বিষয় রয়েছে। রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রপতির কোনো ভোটিং ক্ষমতা নেই শুধু সভাপতিত্ব করা। একমত হতে পারলে ভালো হবে। তৃতীয়ত সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল তৃতীয় সর্বোচ্চ দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চতুর্থত নির্বাচনে যারা ৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে, তাদের মধ্য থেকে। যেহেতু আগে থেকেই প্রধান বিরোধী দল আছে। পরবর্তী সময়ে যারা ৫ শতাংশ ভোট পাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ভোটিং ক্ষমতা থাকবে। পঞ্চমত বলা হয়েছে, এগুলোর একটিও যদি অর্জন করা সম্ভব না হয় তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বর্তমান যে বিধান আছে তা ধারাবাহিক করা। তবে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত

প্রধান বিচারপতির বিষয়টি আছে। অনধিক ৭৫ বছরের যাঁরাই প্রধান বিচারপতি সহজলভ্য হবে, তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করা যেতে পারে। এটি দ্বিতীয় যে কমিটি রয়েছে, তারা নিয়োগ করবেন। একটি প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত করতে হবে যাতে অনিশ্চয়তা না থাকে। সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির প্রস্তাব করা হয়েছে কারণ conflict of interest থাকলে সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি থাকতে পারেন।

১১.৮। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তদারকি সরকার। এ নামে স্টিক করার পক্ষে। এটির মাধ্যমে বাছাইয়ের কাজ করা। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা এটি করতে গেলে conflict of interest পড়ে কি না; এটি নিশ্চিত করা গেলে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। অনেকের কথা বলা হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত করা দরকার। নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তদারকি সরকার ৯০ দিন রাখার পক্ষে মত দেন। তারা শুধু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবে।

১১.৯। **ঐকমত্য কমিশনের সদস্য বিচারপতি ইমদাদুল হক বলেন,** Conflict of interest-এর আইনগত দিক হচ্ছে যে, এটি থাকবে না। কারণ ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা আগের দুইজন আপিল বিভাগের। এটি বর্তমান সংবিধান ব্যবস্থায় রয়েছে। এটি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ৩টি নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। সংবিধানে যদি এরকম বিধান করে দেওয়া হয় শুধু এ বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা অন্যান্য বিচারপতিদেরকে নিয়োগ দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে conflict of interest-এর প্রশ্ন আসবে না। কারণ তখন শুধু একটি বিষয়ের জন্য আসছে। অবসরের পরে কিছু কাজ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। সংসদ যদি চান তাহলে আইনগত কোনো বাধা থাকবে না।

১১.১০। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংসদের উচ্চকক্ষ যদি সার্বক্ষণিক থাকে তাহলে এক-তৃতীয়াংশ করে যদি নির্বাচন হয় সেটি থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতে পারে। সেটি হলে গণতান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব। এখানে বিচার বিভাগকে বাইরে রাখতে হবে। একমত হওয়া না গেলে সর্বশেষের আগের অংশ বাদ দেওয়ার পক্ষে। বিচার বিভাগকে যদি নিরপেক্ষ ও পেশাদারিত্বে রাখতে হয় রাষ্ট্রপতিই সর্বশেষ ব্যবস্থা হতে পারে। **বিচারব্যবস্থাকে যেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে না রাখা হয়**। রাজনীতিবিদরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য হতে পারবেন। তবে তারা আগামী নির্বাচন বা উপনির্বাচনে সংসদ সদস্য হবেন না। সুশীল সমাজ বা নির্দলীয় ব্যক্তি যারা রয়েছেন তারা ১/৫ বা ১/৪ এ ধরনের ভবিষ্যৎ সরকারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। যাদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা নেই তাদের কেন বারবার সরকারের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সংসদ সদস্য কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য খুঁজতে হবে।

১১.১১। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, যেকোনো বিষয় বিচারাধীন থাকা অবস্থায় শাস্তি ধরা হলে বিচার নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এ বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে। সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল প্রধান রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রতিনিধিত্ব মানে সংসদে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন। **সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংবিধানের ৫৮(গ) অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারবেন** বলে মত দেন। রাজনৈতিক বিবেচনায় রাষ্ট্রপতির পদ বা প্রতিষ্ঠান এবং বিচার বিভাগকে আলাদা রাখার পক্ষে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার। তবে রাষ্ট্রপতি উদ্যোগ নিতে পারেন। তবে তার ভোটিং ক্ষমতা থাকবে না। দ্বিতীয়ত দ্বিকক্ষ হলে উভয়কক্ষের সদস্য কিংবা এককক্ষ হলে এককক্ষের প্রতিনিধি। প্রধান বিরোধী দলের বাইরেও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বাছাই কমিটি হবে। তারা নাম প্রস্তাব করবেন। ঐকমত্য না হলে শেষ পর্যন্ত র‍্যাংস চয়েস পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান হবে। বিএনপির পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে তাতে পরেরগুলোতে ভোটিং সিস্টেম থাকে তাহলে প্রথমেই ভোটিং সিস্টেম থাকতে পারে। কোনো প্রস্তাব কার্যকর না হলে ত্রয়োদশ সংশোধনীতে ফেরত যাওয়া হয় তাহলে প্রথম তিনটি অকৃতকার্য ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমটি চেষ্টা করা উচিত। ২,৩,৪ নম্বরের একটি সংকোচন। মৌলিক পার্থক্য নেই। প্রথমে না হলে ২,৩,৪-এ না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া

হয়েছে, সেই প্রস্তাবে যাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নাম দিবেন। তাতে ঐকমত্য নাহলে তখন র‍্যাংস চয়েস পদ্ধতিতে যাবেন।

১১.১২। আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবিপার্টি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে যদি কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিবেচনাধীন থাকে তাহলে তাকে সুপারসিড করা যাবে। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দোষ হতে হবে। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে না। এ বিষয়ে সকলের চিন্তাভাবনা করা উচিত।

১১.১৩। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী -এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আলোচনার পূর্বে নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। হাউজে যদি কেউ প্রস্তাব দেন সেটি প্রত্যাহার করবে অথবা আলোচনার জন্য গ্রহণ করবে। বিভিন্ন প্রস্তাবের পর উত্থাপিত প্রস্তাবে ত্রুটি রয়েছে। রাষ্ট্রপতি নিয়োগের অথরিটি। কিন্তু প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, তিনি সার্চ কমিটির প্রধান। যিনি অথরিটি তিনি আবার সার্চ কমিটির প্রধান হতে পারেন না। এখানে ভোটিং পাওয়ার থাকা না থাকার বিষয় নয়। রাষ্ট্রপতি সার্চ কমিটিতে থাকা যুক্তিযুক্ত কি না তা বিবেচনার দাবি রাখে। রাষ্ট্রপতি নিয়োগকর্তা। রাষ্ট্রপতি যদি কোনো জায়গায় থাকেন, তার যে ক্ষমতা তাতে যে প্রভাব তৈরি হবে না এটি রক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন। তাছাড়া যে সকল ভালো দিক রয়েছে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

১১.১৪। সহ-সভাপতি বলেন, যে প্রস্তাবগুলো এসেছে সেগুলো বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। যেকোনো বিষয়ের ভালো-মন্দ উভয় দিক থাকে। কমিশন সকলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না।

১১.১৫। জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) বলেন, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা এবং প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করবেন। সকল প্রস্তাব সামনে রেখে আলোচনা করা যেতে পারে।

১১.১৬। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, পূর্বে যে আলোচনা হয়েছে তার ধারাবাহিকতা থাকছে না। ঐকমত্য কমিশন থেকে যে প্রস্তাবনা করা হয়েছে তা অন্যান্য প্রস্তাবকে সংযুক্ত করে ঐকমত্যে আসার প্রস্তাবনা। এটি এপ্রিশিয়েট করা উচিত। ঐকমত্য কমিশন যে প্রস্তাবনা দিয়েছে তাতে গণশুনানির বিষয় রয়েছে। যাদের নাম ঘোষণা করা হবে তাদের বিষয়ে গণশুনানি করা হবে। যাদের গ্রহণ করা হবে তাদের ৫০ শতাংশের কম হওয়ার সম্ভাবনা। সরকারি দল থেকে একজন, বিরোধী দল থেকে একজন এবং বাকি দলগুলো থেকে একজন। শুনানির পর থেকে ৪/৫ জন থাকছে। যার র‍্যাংস চয়েস ভোট হবে। যারা মেম্বার তারা চারজনকে ভোট দিবে। চারজনের মধ্যে কেউ যদি ৪০ শতাংশ ভোট পায় সে হতে পারবে না। সর্বশেষে যিনি আছেন তিনি বাদ পড়ে যাবেন। পরবর্তী সময়ে তিনজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে র‍্যাংস চয়েসে ৫০ শতাংশের বেশি পেয়ে জয়যুক্ত হলো। র‍্যাংস চয়েস সবচেয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়। যে পদ্ধতি আসছে, সেটির দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১১.১৭। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সমন্বিত প্রস্তাবের ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি। প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে বাছাইসংক্রান্ত কোনো কমিটিতে রাখা সমীচীন হবে না। নির্বাচন কমিশন সংস্কার থেকে সুন্দর সুন্দর প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। তবে টাকার খেলা বন্ধ করার বিষয়ে কোনো প্রস্তাবনা দেওয়া হয়নি। নিবন্ধিত সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব আছে। তাদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি করা। সেই বাছাই কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রধান উপদেষ্টার নাম নিবেন। অপরদিকে সংসদের বাইরে নিবন্ধিত দল রয়েছে, তাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি নাম চাইতে পারেন। পরবর্তী বাছাই কমিটির আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত গণশুনানি আয়োজনের প্রশ্ন রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে যে সকল নামের প্রস্তাবনা দেওয়া হবে তা প্রকাশ করা। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা দরকার। প্রধান অপ্রধান নির্ধারণ করলে বিতর্ক সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দল।

প্রধান উপদেষ্টা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে অবশিষ্ট উপদেষ্টা কীভাবে নিয়োজিত হবেন সে ব্যাপারে আলোচনা প্রয়োজন। প্রধান উপদেষ্টা অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি জানান। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জবাবদিহি না থাকলে যেকোনো সময় বিপজ্জনক হতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

১১.১৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, সকলের মতামতের ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর অবস্থা দাঁড় করানো সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী : কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা দেওয়া হলে আলোচনা সহজতর হবে। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো তার মতামত দিতে পারেন।

১১.১৯। **সহ-সভাপতি বলেন,** এনসিসির মাধ্যমে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল। কমিশনের প্রস্তাব কোনো বেদবাক্য নয় যে, এটি গ্রহণ করতে হবে। আলোচনায় এনসিসির মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পদ্ধতি বাতিল হয়েছে। তার প্রেক্ষাপটে বিকল্প প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া সমীচীন। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত দিলে তার ভিত্তিতে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করা যেতে পারে। সুনির্দিষ্ট করে প্রস্তাবনা দিলে আলোচনার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।

১১.২০। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)-**এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তার দল থেকে কথা বলার সুযোগ না দেওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রস্তাবে অনেকে অনেক কিছু তুলতে পারেন। সেক্ষেত্রে আলোচ্যসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা প্রয়োজন।

১১.২১। **সহ-সভাপতি বলেন,** আগামী পরশু এ বিষয়ে আলোচনা হবে। এ বিষয়ে যদি কোনো লিখিত প্রস্তাবনা থাকে তাহলে আগামীকাল সকাল ১০টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট পাঠান। কমিশন সেটি বিবেচনায় নিয়ে মতামত দিবে। আগামীকাল সকাল ১০-৩০টা পর্যন্ত সভা মুলতুবি করা হলো। সকলকে ধন্যবাদ।

[অতঃপর বিকাল ৫:০৫ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অদ্যকার বৈঠক শেষ হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক সংলাপের সারসংক্ষেপ

৩০ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৪ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ : ৩০ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৪ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সোমবার, সকাল ১১:০০টা
স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (৩) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	

৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	(১) ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি (২) আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) মনিরা শারমিন, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী (৩) পপী রাণী সরকার, সংগঠক	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি (৩) কামরুল আহসান অপু, দপ্তর সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য (৩) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) জনাব এ. টি. এম. গোলাম মাওলা চৌধুরী, চেয়ারম্যান, গণদল (৩) ব্যারিস্টার নাসিম খান, সভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	

১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি (৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	সিনিয়র অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক, সভাপতি পরিষদ সদস্য	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	(১) মাসুদ রানা, সমন্বয়ক (২) সীমা দত্ত, সদস্য, কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	মোঃ তারেক রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	আব্দুল কাদের আলমাস, মুখপাত্র	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম.এম.ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফট্সম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. জনাব মোঃ বশির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক।

গ. জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

(১) সংসদে নারী আসন

(২) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদগণ সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানের বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন। আজকে যে দুটো বিষয় আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে এ দুটি বিষয় সম্পর্কে ইতঃপূর্বেই আলোচনা হয়েছিল। তবে এ বিষয়সমূহের ওপর আজকে নতুন বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়সমূহের ওপর আলোচনার পূর্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৮.০০। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গত কয়েক দিনের আলোচনায় বেশ কিছু বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে। আজকের দিনটি ২৪শে জুলাই। সকলেরই স্মরণ আছে যে, এক বছর আগে আমরা কোথায় ছিলাম। ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন সূচনা হয়েছিল জুলাই মাসের ১৪ই জুলাই তার একটি বড় ধরনের মোড় ফেরানো ঘটনার দিন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীরা রাতের মধ্যে পথে নেমে এসেছিলেন। তাদের সেই প্রতিবাদ, তাদের সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠ, তাদেরকে যেভাবে অপমান করা হয়েছিল, অবমাননা করা হয়েছিল, ছাত্রদেরকে, শিক্ষার্থীদেরকে, নারীদেরকে, তার বিরুদ্ধে তারা যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ রচনা করেছিল সেটি ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করেছিল এবং একটি পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। আজকে ১৪ই জুলাই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জুলাই নারী দিবস হিসেবে দিনটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের এই অবদান আমাদের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাদের ভূমিকার কারণে আন্দোলন যেভাবে বেগবান হয়েছিল সে কথা স্মরণ করে তাদের ভূমিকাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্র পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, সাংবিধানিকভাবে সমতার মর্যাদায় নারীকে অধিষ্ঠিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তারই প্রেক্ষাপটে আজকে সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এটি সকলেরই মনে রাখা দরকার এই দিনটির ইতিহাস হচ্ছে সকলের প্রতিরোধের মুখে ফ্যাসিবাদী শাসকদের যে ক্রমাগতভাবে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে এবং তারই বিনিময়ে আজকে এখানে আসা সম্ভব হয়েছে। আজকে যে দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে সে বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে আসা যাবে। বিশেষ করে রাজনীতিতে, রাষ্ট্রগঠনে, আইন প্রণয়নে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীকে মর্যাদার সঙ্গে অংশগ্রহণের পথ তৈরি করা যাবে।এ পর্যায়ে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্যসূচি-১

৯.০০। **সংসদে নারী আসন**

৯.০১। **সহ-সভাপতি :** জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে এর আগে তিনদিন আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে দুটি প্রস্তাব ছিল একটি সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে ৪০০ আসন করে নিম্নকক্ষ গঠন করে ১০০টি আসনের নির্বাচনে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল যে, সংরক্ষিত আসনকে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচন করা। এ দুটি প্রস্তাব নিয়ে যখন রাজনৈতিক

দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, অধিকাংশ দল সংবিধান কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচনের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবেও অধিকাংশ দলের সমর্থন পাওয়া যায়নি। কিছু রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাব ছিল, কিছু রাজনেতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে যেসব দল সেসব দলের মধ্য থেকে নির্ধারিত আসনে অর্থাৎ নির্ধারিত সংখ্যক আসনে বা এক-চতুর্থাংশ আসনে নারীর প্রার্থিতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এ সমস্ত কিছু আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন একাধিকবার বসে অনুধাবন করেছে যে, বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে অধিকাংশ মত এসেছে। কেউ কেউ বলেছিলেন যে, সংরক্ষিত আসন যেন না রাখা হয়, কারণ এতে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হয়। নারীদের বিদ্যমান সামাজিক অবস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিদ্যমান সংবিধানে নারীদের আসনে নির্বাচনের বিষয়ে আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এটি সুস্পষ্ট যে, এখনকার বিদ্যমান পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন আছে, আপত্তি আছে এবং নারী অধিকার কর্মীদের থেকে শুরু করে অন্যরাও বারবার বলেছে যে, এই ব্যবস্থাটি যথাযথ মনে হয় না। এরকম প্রেক্ষাপটে যেটি বিবেচনা করা হয়েছে যে, সংবিধানে উল্লিখিত নারী আসন বিলুপ্ত করে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে থেকে যেন এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারীর প্রার্থিতা নিশ্চিত করা হয়। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, ২৫ বা ততোধিক আসনে যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শুধু তারাই। সেজন্য সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর কথা বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নিশ্চিত করবে যে এক-তৃতীয়াংশ আসনে তারা নারীদের প্রার্থী হিসেবে দিবেন। যাতে করে সরাসরি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নারীর আসন নিশ্চিত হতে পারে, তাদের নিজস্ব নির্বাচনি এলাকা থাকে, তাদের জনগণের কাছে জবাবদিহিতা থাকে প্রত্যক্ষভাবে। এ সমস্ত বিবেচনা থেকে এ প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হয়েছে। গত কয়েক দিনের আলোচনায় বেশ কিছু দলের পক্ষ থেকেও এ প্রস্তাব করা হয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়নে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে। তবে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সমতার ভিত্তিতে যেন আইনপ্রণেতা হিসেবে সংসদে আসতে পারেন সে জন্য এ প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছে।

৯.০২। **জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য :** আজকের দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এই জুলাই অভ্যুত্থানের মর্যাদা বলতে যে লড়াই ছিল একজন সরকার প্রধান রাজাকার বলেই সব দায় থেকে মুক্তি বা যা খুশি তাই বলতে পারে এটির বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে। আজকে সেই রেপ্লিকেশনটি আবার হচ্ছে। সব আন্দোলনের সামনে নারীদেরকে দেখা যায়। জুলাই-আগস্ট ২০২৪ অভ্যুত্থানে নারী শহিদের সংখ্যা ১১ জন। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গত ৫৩ বছরে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি তাতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং সংসদে নারী আসন নিয়ে বাণিজ্য চলেছে। এটি নারীদের জন্য খুবই অমর্যাদাকর। যেখানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫০%-এর অধিক নারী সেই জায়গায় তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। যদি এটি একটি আদর্শ পার্লামেন্ট হয় তাহলে এখানে ঐকমত্য হতে না পারা অর্থাৎ অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য যখন পরিবর্তনের সুযোগ এসেছে সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে না পারা সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হবে। আশা করা যায় আজকের আলোচনা থেকে নারীদের প্রতিনিধিত্ব কীভাবে সংসদে নিশ্চিত করা যায় সেই বিষয়টি উঠে আসবে। আলোচ্যসূচির প্রথম লাইনে আছে সংসদে নারীর আসন। এখন আসনকেন্দ্রিক আলোচনা হবে না কি প্রতিনিধিত্বশীল একটি সংসদের বিষয় আলোচনা হবে। নারীরা যাতে ১০০ আসনে সরাসরি নির্বাচন করতে পারে এই ব্যবস্থা করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এক্ষেত্রে ১০০টি আসনে যদি নারী প্রতিনিধিত্ব দিতে না পারে সেটি রাজনৈতিক ব্যর্থতা।

৯.০৩। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য :** সংবিধানে উল্লিখিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বিলুপ্ত ও অনুচ্ছেদ ৬৫ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনে একমত পোষণ করা হয়। তবে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে সকল রাজনৈতিক দল ২৫ বা ততোধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেই সকল রাজনৈতিক দল তাদের মোট প্রার্থীর মধ্যে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারীর প্রার্থিতা নিশ্চিত

করতে হবে প্রস্তাবে কিছুটা বৈষম্যের ছোঁয়া আছে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের জন্য এটি উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন এবং নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করার জন্য বাধ্যতামূলক থাকা প্রয়োজন।

৯.০৪। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য :** ৩টি রিভাইসড প্রস্তাব কমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল হঠাৎ করে সেই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে আরেকটি নতুন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে এনসিসি। এনসিসি প্রস্তাবে অধিকাংশই এর স্প্রিট ও গঠনের সঙ্গে একমত হয়েছিল। এর মধ্যে কেউ কেউ বলেছিল এর নামটি অনেক ভারী হয়ে গেছে। তাই এর নাম পরিবর্তন করা যায় কি না এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ আসছে। পরবর্তী সময়ে এটির নাম পরিবর্তনের জন্য সেটল হয়েছে কি না তার অপেক্ষা না করে ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে হঠাৎ করে এর নামও পরিবর্তন করে উপস্থাপন করল এবং এর কার্যপরিধি ও অথরিটি নির্ধারণ করে দেওয়া হলো। এর ধরন পরিবর্তনের ফলে যারা এর পক্ষে ছিল তাদের আলোচনার সুযোগ রহিত হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব ছিল। সেই প্রস্তাবে অনেকেই ঐকমত্য প্রকাশ করেছিল। এই বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই কমিশন আরেকটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসল। কোনো প্রস্তাবনা যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে হাউজে অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন। এটি হলো নিয়ম। তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কি দুটি প্রস্তাব। তৃতীয়ত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের যে প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে আজকে হঠাৎ করে উপস্থাপিত প্রস্তাব একেবারেই ভিন্নতা। এতে মনে হয় যে কোনোভাবে কিছু লোককে নিয়ে একটি উচ্চকক্ষ তৈরি করাই লক্ষ্য। এটি কেন করতে হবে, কী করতে হবে, অর্নামেন্টাল হবে বা কেন করা হচ্ছে এ সমস্ত চিন্তাচেতনার বাইরে জেলা পরিষদ, পৌরসভা ইত্যাদি লোকদের এনে উচ্চকক্ষ করতে হবে। আবার একটি নতুন প্রস্তাব। তাহলে আগের প্রস্তাব কোথায়। এখন কী দুটো প্রস্তাব একসঙ্গে আলোচনা হবে। কমিশনকে বলা প্রয়োজন যে, এটি প্রস্তাব-১ এবং এটি প্রস্তাব-২। কমিশনের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কমিশন কি এই এখতিয়ার রাখে যে, তার যখন যা ইচ্ছা সেভাবেই তা উপস্থাপন করবেন। একটি প্রস্তাব যখন দেওয়া হয় তখন সেই প্রস্তাবের মাঝখানে এটি কি সরিয়ে দিতে পারেন হাউজের প্রস্তাবনা থেকে। আমি আলোচনা করতে চাই আগের প্রস্তাবটি।

৯.০৫। **সহ-সভাপতি :** কমিশনের পক্ষ থেকে এ প্রশ্নগুলোর জবাব প্রদানের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। কমিশনের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর এ বিষয়ে মতামত প্রদান করা হবে।

৯.০৬। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর বক্তব্য :** সংসদের বিদ্যমান ৫০টি নারী আসন বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি বাধ্যবাধকতার জায়গা তৈরি হবে যাতে করে নারীরা অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এটি তো রাজনৈতিক দলের পরিবর্তনের জায়গা। তবে নারীদের জন্য আলাদা একটি স্পেস থাকা প্রয়োজন। এর জন্য আগের সুপারিশটি ভালো ছিল বলে মত প্রকাশ করা হয়। নারীদের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং সবাইকে এ ধরনের একটি প্রতিযোগিতায় ফেলা সামগ্রিক বাস্তবতা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে কি না এই দিকটি একটু গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার।

৯.০৭। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির বক্তব্য :** কমিশন প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিল নারী প্রতিনিধিত্ব। তার আগে ছিল সংরক্ষিত নারী আসন। নারী আসন অথবা নারী প্রতিনিধিত্ব এই শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে কি না। যদি পার্থক্য থেকে থাকে তাহলে আজকের প্রস্তাবনায় সংস্কারের অর্থের গুণগত স্তরে পৌঁছানোর একধাপ নিচের দিকে নেমে গেছে। নারীদের আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। তাই নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০টি আসনে সরাসরি ভোটের প্রস্তাবে সমর্থন করা হয়। তবে উত্থাপিত প্রস্তাবে নারী প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করা হয় না। এ বিষয়ে কমিশনের প্রথম প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়। এক্ষেত্রে ইলেক্টরাল কলেজ তৈরি করা যেতে পারে। যেমন–স্থানীয় সরকার পর্যায়ের যেসব নারী নির্বাচিত হবেন সেই নারী নেতৃত্বের ভোটের মধ্য দিয়ে সংসদে নারী নেতৃত্ব করা যায় কি না সেটি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

৯.০৮। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য :** এ পর্যন্ত উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে নারীদের জন্য সংসদের ১০০টি আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থাকে তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। সংসদের নিম্নকক্ষের দলগুলোর আসনের অনুপাতে সংরক্ষিত নারী আসনে যদি প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হয় তাহলে মৌলিকভাবে নারীদের ক্ষমতায়ন ঘটবে না। ১০০ নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে কিছুটা বিকল্প হতে পারে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে নারীদের জন্য তাদের মনোনয়নে কমপক্ষে ৩০% প্রদান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নারী প্রতিনিধিত্ব শব্দটিই সঠিক হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যারা ২৫টি আসনের বেশি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে উক্ত আসনের ৩০ শতাংশের বেশি নারীদের মনোনয়ন দেওয়া হলে তুলনামূলক এখান থেকে নারীদের বিজয় অর্জন করে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা খুব কঠিন বিষয় হয়ে যাবে।

৯.০৯। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের বক্তব্য :** শতকরা ৩৩ ভাগ বা ৫০ ভাগ নারী নেতৃত্ব রাজনৈতিক দলে নিশ্চিত করা যেতে পারে। এটি করা গেলে এই আইন করার আর প্রয়োজন হবে না। আজকের সংশোধিত যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তার চেয়ে পূর্বে যে বিষয়টি আলোচনা হয়েছিল সেখান থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি প্রতি ৩টি সংসদীয় আসনের মধ্যে একজন করে সরাসরি নির্বাচিত হবেন এই নীতিটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯.১০। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর বক্তব্য :** ইতঃপূর্বে নারী প্রতিনিধিত্ব কিংবা নারী আসন সংক্রান্ত আলোচনায় বারংবার কমিশনের দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে। গত ৫৩ বছরে বাংলদেশে দীর্ঘ সময় শাসন করেছে নারী। অফিস-আদালত সব জায়গাই নারীদের পদচারণা আছে। নারীরা পিছিয়ে থাকবে না বরং এগিয়ে আসবে। ১০০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়। ১০০টি আসনে সরাসরি নারীদের নির্বাচন করা গণতন্ত্রের সংজ্ঞার সঙ্গে যায় না। প্রকারান্তেরে ওই ১০০টি আসনে কোটি কোটি ভোটারকে বাধ্য করার নামান্তর নেতৃত্ব ঠিক করার ক্ষেত্রে। নেতৃত্ব পছন্দ করার এই অবাধ জায়গাটিকে সংকুচিত করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। সংবিধানে বিদ্যমান যে ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত আছে এটিও অবমাননাকর বলে প্রতীয়মান হয়। নারীর মর্যাদা, সম্মান রক্ষা হয় যদি ৩০০ বা ৪০০ আসন যাই হোক সরাসরি ভোট সবার জন্য উন্মুক্ত থাকলে।

৯.১১। **গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য :** অধিকাংশ বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো এখন পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য সংগ্রহ করতে পারেনি। নির্বাচনে ২৫ জন প্রার্থী ঘোষণা করে তার এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য দেওয়ার সক্ষমতা অধিকাংশ দলের আছে বলে মনে হয় না। তাই সমাজের বাস্তবতায় এ প্রস্তাবটি বাস্তবসম্মত হয়নি। কমিশনের আগে দুই ধরনের প্রস্তাব ছিল। একটি হলো সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করা এবং অপরটি ছিল প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক। এছাড়া আরও একটি ছিল আসনের সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে নারী আসন বণ্টন করা। এই ৩টি প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে সরাসরি ভোটে নারী সদস্য নির্বাচনের বিষয় একমত প্রকাশ করা হয়।

৯.১২। **সহ-সভাপতি :** প্রাপ্ত আসনের সংখ্যানুপাতে বিদ্যমান ব্যবস্থা কিন্তু তাই। সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা কমিশন বরাবরই বলেছে যে, এটি সঠিক প্রতিনিধিত্বশীল নয়। সেই বিবেচনায় দুটি প্রস্তাব। সরাসরি ভোটে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এটিই ছিল প্রস্তাব। এখন ৩৫০ জনের সংসদকে ৪০০ আসনের সংসদ করে ১০০ জন নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত সরাসরি করার জন্য দুটি প্রস্তাব ছিল। একটি হলো ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে এবং অপরটি নারীদেরকে নিশ্চিতভাবে মনোনয়ন দেওয়া। আসনের সংখ্যানুপাতের কোনো প্রস্তাব কমিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। আসনের সংখ্যানুপাত বিদ্যমান ব্যবস্থা যা পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯.১৩। **নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য :** কোন কোন আসনগুলোতে রাজনৈতিক দল নারী প্রার্থী দিবে এবং সেখান থেকে বিজয়ী হয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এখানে নারী আসন বলতে আলাদা কিছু থাকছে না। একজন নারীকে অন্য একটি দলের একজন পুরুষ প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসতে হবে। ফলে এ জায়গাতেও নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত হবে না। তাই নতুন প্রস্তাবটির সঙ্গে একমত হওয়া যাচ্ছে না।

৩০০ আসনে বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচনের পাশাপাশি ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে অতিরিক্ত ১০০ আসন নারী প্রার্থীদের জন্য নির্ধারণ করা। এখানে হয়তো একটি আসন থেকে দ্বৈততা হবে। ১০০টি আসন থেকে নারীরা প্রত্যক্ষ ভোটে বিজয়ী হয়ে আসবে। এতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব অনেকখানি নিশ্চিত করবে। ফলে ৩০০ আসনকে ৪০০ আসনে উন্নীত করার প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ ৪০০ আসনেই নির্বাচন হচ্ছে এর মধ্যে ৩০০ আসনে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এবং এর মধ্যে আরও ১০০ আসনকে কিছু কিছু আসনে দুটো করে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া একজন নারী কিংবা পুরুষ প্রার্থী হবেন এবং অপরটি শুধু নারী প্রার্থী হবেন। এছাড়া প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে ১০০ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। এটি গ্রহণযোগ্য না হলে প্রাপ্ত আসনের সংখ্যানুপাতেও হতে পারে। তবে অবশ্যই সংসদ নির্বাচনের আগে নারী প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

৯.১৪। **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য :** বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় দুই থেকে তিনটি দলের বাইরে ৩৩% আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো নারী প্রার্থীই নেই। যে দলে যে কয়জন যোগ্য নারী প্রার্থী আছে তারা সরাসরি ভোটে প্রার্থী হতে পারে। কোনো কোটা বা সংরক্ষণ পদ্ধতি না রেখে নারী, পুরুষ সরাসরি ভোটে নির্বাচনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করা হয়। এই নতুন প্রস্তাবটিতে আপত্তি জানানো হয়। নতুন কোনো প্রস্তাব দেওয়ার আগের দিন রাজনৈতিক দলগুলোকে জানানো যেতে পারে।

৯.১৫। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলানের বক্তব্য :** ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির চ্যালেঞ্জ হলো ৩০০টি আসনকে ৪০০টি আসনে পরিণত করার ফলে অনেক জাতীয় নেতৃবৃন্দের এলাকায় তার প্রার্থী হওয়া কঠিন হয়ে যেতে পারে। প্রতি তিন আসনে একজন নারী সদস্য সরাসরি নির্বচনের পক্ষে একমত পোষণ করা হয়।

৯.১৬। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের বক্তব্য :** সংসদে বিদ্যমান যে ৫০টি নারী সদস্য সংখ্যা আছে তা ১০০ জনে উন্নীত করার বিষয়ে মতামত তুলে ধরা হয়। রাজনৈতিক দলসমূহকে নারী সদস্য নির্বাচনের জন্য কোটা পদ্ধতি বা ৩৩% জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সঠিক হবে না। কারণ নারী, পুরুষ উভয়েই রাজনৈতিক দলের সদস্য। যোগ্য নারী থাকলে তাকে অবশ্যই রাজনৈতিক দল মনোনয়ন দিবে। এছাড়া এ বিষয়টি আগামী সংসদে আলোচনা করেও ঠিক করা যেতে পারে।

৯.১৭। **সহ-সভাপতি :** জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের পক্ষ থেকে লিখিত জবাবে প্রস্তাব ছিল ৫০টি আসনে কেবল নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ১৭ই জুন ২০২৫-এর বক্তব্যে ছিল সংসদে নারীদের জন্য ১০০ আসন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের পক্ষে একমত। স্থানীয় সরকার আইনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেভাবে একটি ইউনিয়নকে ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে ১টি নারী আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে একই কাঠামো অনুসরণ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩টি আসনের বিপরীতে একজন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনের বিধান করার পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন।

৯.১৮। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের বক্তব্য :** এই প্রস্তাবটি নতুন এসেছে। হাউজে এখন প্রতিটি বিষয়ে নতুন নতুন প্রস্তাব আসছে। তখন সিদ্ধান্ত নিতে হয় কীভাবে এই নতুন প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রকাশ করা যায়।

৯.১৯। **গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য :** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতি ৩টি আসনকে একটি ক্লাস্টার ধরে উক্ত ৩টি আসনের মধ্যে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে একজন নারী সংসদ সদস্য সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা যেতে পারে। এতে একজন নারীকে ৩টি আসন জুড়ে নির্বাচনের ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না এবং অপরদিকে কাউকে ছাড় দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। এক-তৃতীয়াংশ আসনের প্রধান অসুবিধা হলো যেই আসনে দল মনে করছে যে জেতার সম্ভাবনা নেই সেই আসনে একজন নারী প্রার্থী দিয়ে কোটা পূরণের সুযোগ থেকে যায়। এতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষমতা আরও কমে যেতে পারে। দলের ভিতর দিয়েই নারী প্রার্থী তৈরি হওয়া প্রয়োজন। এটির ভিত্তিতে দল বাধ্য হবে তাদের নেতৃত্ব তৈরি করতে। এটি সাময়িকভাবে কোটা পদ্ধতি হলেও আগামী তিনটি নির্বাচন যদি এভাবে করা যায় তাহলে প্রত্যেকটি আসনে নারীরা সক্ষম প্রার্থী হিসেবে তৈরি হবেন। ফলে পরে আর এ ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন হবে না।

৯.২০। **আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) বক্তব্য :** এখানে ৩টি প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। ১নং প্রস্তাব হলো সংরক্ষিত নারী আসন বিলুপ্ত করা হবে। এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়। নারীদের আসন সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করা হলে সেখানে নারীদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য পেশাজীবী যারা আছে তাদের নিয়ে সমন্বয় করা যেতে পারে। ২ নং প্রস্তাবে এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারী প্রার্থী বাধ্যতামূলক না করে গাইডেন্স আকারে রাখা যেতে পারে। তবে শুরুতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আপাতত ৫ শতাংশ আসনে নারী প্রার্থিতা নিশ্চিত করার বিধান রাখা এবং এটি ক্রমান্বয়ে বাড়ানো যেতে পারে।

৯.২১। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর বক্তব্য :** বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠন এবং পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বিষয়টি এভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিগত দিনের আলোচনার প্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে একটি নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। ২৫ বা ততোধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এমন রাজনৈতিক দল তাদের মোট প্রার্থীর মধ্যে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারী প্রার্থিতা নিশ্চিত করবে এই প্রস্তাবটি নীতিগতভাবে সমর্থন করা যায়। এটি একটি আদর্শ প্রস্তাব। তবে আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থায় এটির বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তিন আসন মিলে একটি নারী আসনে নির্বাচন কিছুটা জটিল হলেও এ মুহূর্তে এ ব্যবস্থা সংরক্ষণ করা যেতে পারে। অপরদিকে তিনটি আসন মিলে একটি ক্লাস্টার তৈরি করে সেটি ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.২২। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)-এর বক্তব্য :** বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টে ২৭% নারী সদস্য আছে। ইতোমধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, নিকারাগুয়া, এন্ডোরা, রুয়ান্ডা, মেক্সিকো এবং কিউবা এই ৬টি দেশের পার্লামেন্টে নারী সদস্য সংখ্যা ৫০%-এর দিকে যাচ্ছে। এ সকল দেশে নারীদের জন্য আসন সংক্ষরণ করে বা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে করা হয়নি। এসকল দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা, সংস্কৃতি সবকিছু মিলে আস্তে আস্তে জেন্ডার প্যারিটির দিকে যাচ্ছে। আমাদের দেশের নারীরা এক সময় এগিয়ে যাবে। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বশীল করার জন্য বিদ্যমান আসন সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করে রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর ছাড়াও সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন অংশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কমিশনের নতুন প্রস্তাব বাস্তবতা বিবর্জিত। তাই এ প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধিতা করা হয়। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৯.২৩। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য :** সংবিধানে উল্লিখিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বিলুপ্ত হবে প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করা হয়। সংসদে নারী আসন সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন তবে তা পূরণ হবে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে। কমিশনের ২ নং প্রস্তাবে এক সময় যাওয়ার প্রয়োজন হবে। এখনও অধিকাংশ রাজনৈতিক দলসমূহের প্রস্তাবিত সংসদের এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারী প্রার্থিতা নিশ্চিত করার মতো সক্ষমতা হয়ে ওঠেনি।প্রতি তিন আসন মিলে একটি নারী আসনে নির্বাচন কিছুটা কষ্ট হলেও করা যেতে পারে। অপরদিকে নারীদের জন্য ১০০টি আসন সংরক্ষিত করে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.২৪। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের-এর বক্তব্য :** সংবিধানে উল্লিখিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বিলুপ্তির পক্ষে একমত পোষণ করা হয়। নির্বাচন কমিশনের শর্ত মোতাবেক রাজনৈতিক দলসমূহের প্রত্যেক কমিটিতে ৩৩% নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করলে তারা বিভিন্ন নির্বাচনে স্বপ্রণোদিত হয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কোনো সংরক্ষিত আসন রেখে নারীদেরকে নিম্ন শ্রেণির নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই। সমানভাবে প্রত্যেক আসনে নারী, পুরুষ নির্বাচন করবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং এক পর্যায়ে দেখা যাবে নারীরা অনেক দলের নেতৃত্বে আসবে। নারীদের বাধ্যতামূলক ৩৩% মনোনয়ন দেওয়া বাস্তবায়নযোগ্য নয়। বরং এতে সংকট তৈরি হবে।

৯.২৫। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর বক্তব্য :** নারীরা আগের চেয়ে অনেক দক্ষ, অনেক সক্ষম, অনেক শিক্ষিত কাজেই এখন সরাসরি ভোট হবে নারীদের। এখানে সংরক্ষিত আসন রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। এরপরও যদি সংক্ষরণ করা হয় তাহলে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে সংসদে যাবে।

৯.২৬।**আমজনতার দল :** সংসদে ১০০টি নারী আসনের মধ্যে ৬৪ জেলায় ৬৪ জন আর বাকি ৪৬টি আসন যেভাবে বিদ্যমান সংসদে আছে সেভাবে সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে।

৯.২৭। **গণফোরামের বক্তব্য :** সংশোধিত প্রস্তাবের ১ নং হলো সংবিধানে উল্লিখিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন বিলুপ্ত হবে। এ প্রশ্নে সংবিধান সংস্কার করা হলে সেটি হবে ঐতিহাসিক। এটি সময়োপযোগী, যুক্তিযুক্ত এবং এ বিষয়ে সংবিধান সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অবাস্তব। কারণ কোনো রাজনৈতিক দলকে এভাবে বেঁধে দেওয়া যায় না। সুতরাং এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয়। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে ৪০০ আসন নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে। তার মধ্যে ৩০০ আসন একক নির্বাচনি এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচন আর ১০০ জন নারী সদস্য সারা দেশের নির্ধারিত ১০০টি নির্বাচনি এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। তুলনামূলকভাবে এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯.২৮। **লেবার পার্টির বক্তব্য :** কমিশনের পক্ষ থেকে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির যে প্রস্তাব করা হয়েছে এটি বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করার মতো পরিস্থিতি বা পরিবেশ বিরাজ করে না। সংসদের ৫০টি নারী আসনকে ১০০টিতে উন্নীত করে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সংরক্ষণ রাখা যেতে পারে।

৯.২৯। **দলীয় জোটের বক্তব্য :** সংসদে ৫০টি নারী আসনকে ১০০টিতে উন্নীত করে আসনের সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। অপরদিকে যেহেতু নারী ভোটার তালিকা আলাদা করা আছে তাই নারী প্রার্থীদের শুধু নারী ভোটার কর্তৃক নির্বাচিত করার বিধান করা যেতে পারে।

৯.৩০। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য :** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোটার অবস্থান আছে। যেমন : সংখ্যালঘু, উপজাতি এবং বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে সামনে রেখে তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংসদে তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। গত বছর এ সময়টিতে কোটাবিরোধী আন্দোলন হয়েছিল। ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে ৯ কোটি নারী। নারী সংখ্যালঘু এবং সমাজে কোনো অবস্থান নেই–এ দৃষ্টিভঙ্গি সংগত কারণে ভুল বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। তারপরও যদি করা হয় তাহলে বৃহত্তর স্বার্থে দ্বিমত পোষণ করা হবে না। এক্ষেত্রে সংসদের প্রতি তিনটি আসনে একজন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা যেতে পারে।

৯.৩১। **খেলাফত মজলিসের-এর বক্তব্য :** সংসদে নারী সদস্য নির্বাচনের জন্য কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব বাস্তবসম্মত নয়। সংসদের নিম্নকক্ষে ৪০০ আসনের ভোটের ভিত্তিতে নারী আসন নির্ধারিত হতে পারে।

৯.৩২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য :** বাহাত্তরের সংবিধানে ১০ বছরের জন্য নারীদের ১৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। তার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তখন যে, নারীর ক্ষমতায়ন যদি নারীদেরকে তৈরি করা যায় তাহলে পরবর্তী সময়ে তারা নির্বাচনের জন্য উপযোগী হবে এবং প্রতিনিধিত্ব করবে। ৭৮ সালে ফরমান জারি করে ১৫ বছরের জন্য নারীদের ৩০টি আসন সংরক্ষণ করা হলো। পরবর্তী সময়ে ৪৫ থেকে ৫০ পর্যন্ত আসছে। কমিশনের আজকে উত্থাপিত নারীদের জন্য ১০০টি আসন প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়। তবে ৩৩%-এ দ্বিমত পোষণ করে বলা হয় যে, এটি আরোপ না করে রাজনৈতিক দলের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। সংসদের ৪০০ আসনে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করা যেতে পারে। এর মধ্যে নারী আসন ১০০টি হবে বর্তমান পদ্ধতিতে এবং অপর ৩০০টি আসনে নারী, পুরুষ উভয়ে নির্বাচন করতে পারবে।

[অতঃপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক বেলা ২:০০ টায় মুলতবি করা হয়]

[জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ৩ : ২২ মিনিটে জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

আলোচ্যসূচি-১ : সংসদে নারী আসন

৯.৩৩। কমিশনের সহ-সভাপতি প্রথমে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০ থেকে ১০০ আসনে উন্নীত করার লক্ষ্যে গত ১৭ তারিখে প্রাথমিক আলোচনায় বড় ধরনের ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল। যদিও এ প্রস্তাবের পদ্ধতি নিয়ে মতবৈষম্য দেখা দিয়েছে (বিদ্যমান মনোনয়ন পদ্ধতি বজায় রাখা বা সরাসরি নির্বাচন করা), কমিশন ৩৩% সরাসরি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রস্তাব দিয়েছে। লক্ষ্য হলো রাজনৈতিক দলের ভেতর থেকে নারীদের নেতৃত্ব গড়ে তোলা এবং জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা। এ প্রস্তাবের আলোকে এনসিসি তথা কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কিত অন্যান্য মডেলও পর্যবেক্ষণাধীন।

৯.৩৪। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রথম প্রস্তাবনায় 'সংরক্ষিত নারী আসন বিলুপ্ত' করার কথা শোনায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আসলে আলোচনাটি ৫০ থেকে ১০০ আসনে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি থেকে শুরু হয়েছিল; পরবর্তী ধাপে প্রস্তাবিত পদ্ধতি (মনোনয়ন, সরাসরি নির্বাচন, পিআর ইত্যাদি) নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি মনে করিয়ে দেন, বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনায় আলোচনাটি পিছিয়ে গেছে; এই প্রসঙ্গ মাথায় রেখে অগ্রগতি ঘটানোর আহ্বান জানান।

৯.৩৫। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ১০০ আসনের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই প্রস্তাবিত, তবে পদ্ধতিগত দিক নিয়ে একমত করা কঠিন হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে তাঁর দল নতুন মডেল প্রস্তাব করে–যেসব দল ২৫ বা ততোধিক আসনে লড়াই করবে, তাদের প্রার্থীদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী হতে বাধ্যতামূলক করা হবে। সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ১০%-১৫% স্তরেও শুরু করা যেতে পারে। ফলে প্রাক্কলিতভাবে ৩৫০-৪০০ নারীপ্রার্থী প্রাপ্ত হলে, সরাসরি ভোটের ওপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত ১০০ নারী সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হবেন। এভাবে নারীরা সরাসরি জনপ্রশাসিত ও জবাবদিহিতার আওতায় আসবেন।

৯.৩৬। **নাগরিক ঐক্য** পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়, নতুন প্রস্তাবনার ২ নম্বরে ২৫ বা ততোধিক আসনে লড়াইকারী দলগুলোকে নারীপ্রার্থী নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি কোনো দল ২৫ আসনের স্থলে ২৪ জন নারীপ্রার্থী দেয়, তাহলে কেন অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে না? অর্থাৎ, কীভাবে দলগুলো আইন এড়িয়ে যেতে পারে–এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নিয়মের দাবি জানান।

৯.৩৭। **লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এলডিপি)** পক্ষ থেকে বলা হয়, সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত নাকরে বরং ৫০ থেকে ১০০ আসনে উন্নীত করে প্রস্তাবিত পলিসি অনুসরণ করা উচিত। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ২৫-এর বেশি আসনে লড়াইকারী দলগুলোতে এক-তৃতীয়াংশ নারীপ্রার্থীর বিধান সংযোজনের পক্ষে তিনি আবেগপ্রকাশ করেন। এললিডিপি নিজেই কেন্দ্রিয় স্তরে প্রায় ২২% নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে, তাই তারা ১/৩ অনুপাতের আওতায় থাকার বিরোধিতা করে না। এছাড়া ৩০০ নির্বাচনি আসনে সরাসরি ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হলে, নিম্নকক্ষে নারীদের অংশগ্রহণের গতি বাড়বে বলে তার দল মনে করেন।

আলোচ্যসূচি ২

১০.০০। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট

১০.০১। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০ থেকে ১০০ করা এবং সরাসরি নির্বাচনের সুবিধা সমন্বিতভাবে গ্রহণের জন্য তার দল নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছে। তিনি 'ঘূর্ণায়মান' বা মিশ্র পদ্ধতিতে ১০০ আসন বাড়িয়ে ৪০০ আসনে রূপান্তর করার মডেলটিকেও গ্রহণযোগ্য

মনে করেন, যাতে সংরক্ষিত ও নির্বাচিত আসনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। তবে ৩৩% মনোনয়ন সিস্টেমেও অনিশ্চয়তা আছে। ভোটার সংখ্যা বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন এবং সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তরা একাধিক আসন দখল করলে দলীয় সমর্থন হারাবে। তাই তার দল দুটি বিকল্প প্রস্তাব রাখে–প্রথম, ৫০ আসন অক্ষত রেখে সরাসরি নির্বাচনের আগে মনোনয়ন ঘোষণা বাধ্যতামূলক করা; দ্বিতীয়, ২৫ আসনের অতিরিক্ত মনোনয়ন শুরু হওয়ার পর থেকে 'প্রথম ৫ জন পুরুষ' ছাড়া প্রতিটি ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্যান্ডিডেট নারী হিসেবে বাছাই করার মাধ্যমে ২০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি সংরক্ষিত আসনে এমপি হওয়ার দায়িত্ব ও ক্ষমতা পরিষ্কার করতে নারীদের 'জুরিসডিকশন' স্পষ্ট করার গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন।

১০.০২। **সহ-সভাপতি** স্মরণ করিয়েছেন ১০০ আসনে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির যে প্রাথমিক ঐকমত্য ছিল, তা বজায় রাখা সম্ভব এবং পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জুনায়েদ সাকি ও এনসিপির ভিন্ন ভিন্ন 'অপশন' বিবেচনায় নিতে হবে। তিনি বলেন, আগামীকাল সময় নিয়ে আলোচনাটি ১০০ আসনের প্রসঙ্গে আবার শুরু করা হবে, কারণ নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ঐকমত্য যতক্ষণ অনিশ্চিত থাকবে, ততক্ষণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। নারীরাও অনেকে ৫০ আসনেই থাকতে চান–এমন 'সেন্টিমেন্ট'ও বিদ্যমান; তাই সকলের মতামতকে বিবেচনায় রেখে এগোতে হবে।

১০.০৩। **জাতীয় গণফ্রন্ট দল**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সংসদে নারীদের উপস্থিতি এখনও সীমিত। তিনি সমর্থন করেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ সংশোধন করে ৫০ আসন থেকে ১০০ আসনে উন্নীত করার প্রস্তাবনা, কারণ, এ পদক্ষেপ নারীদের সত্যিকারের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করবে।

১০.০৪। **প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী** উপস্থাপন করেন, আলোচ্যসূচি-২ : দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ নিয়ে কমিশন পূর্বে দুই ধরনের প্রস্তাব করেছিল-(১) ভোটসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR)ভিত্তিক উচ্চকক্ষে ১০০ মনোনয়ন এবং (২) ৭৬টি উচ্চকক্ষ আসন নির্ধারণ করে প্রত্যেক জেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচন। তিনি ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের মহাসচিব জনাব মোমিনুল আমিনকে এই বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনার আমন্ত্রণ জানান।

১০.০৫। **জাতীয়তাবাদী গনতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নতুন প্রস্তাব অনুসারে সংসদের উচ্চকক্ষে ৭৬টি জেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে সরাসরি পপুলার ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। এ দুই কক্ষই সরাসরি নির্বাচিত হলে উচ্চকক্ষে আলাদা গুরুত্ব ও ক্ষমতা না থাকা পর্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। তিনি ইউএস সিনেট এবং ব্রিটিশ ও কানাডীয় উচ্চকক্ষের ইতিহাস উদাহরণ দিয়ে দেখান, সেখানেও সরাসরি পপুলার ভোটে আসন নেওয়া হলেও শক্তিশালী বিধান দেওয়া হয়নি। তাই বাংলাদেশের উচ্চকক্ষ গঠনে সরাসরি নির্বাচনের পাশাপাশি স্পষ্ট ক্ষমতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে না হলে এই কক্ষে অতিরিক্ত ব্যয় আর লাভ-ক্ষতির অনুপাত বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

১০.০৬। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)** এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ১৯৮০ সাল থেকে উচ্চকক্ষসহ ৫০০ আসনের সংসদ প্রস্তাবিত হলেও পরবর্তী সময়ে ২০০ ও ৩০০ আসনের মডেল এসেছে। তার দল উচ্চকক্ষে ১০০ জনকে ভোটসংখ্যানুপাতিক (PR) পদ্ধতিতে নির্বাচিত ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠন করার পক্ষে। আঞ্চলিক প্রতিনিধি হিসেবে বিভাগ, জেলা ও অন্যান্য এলাকা থেকে প্রত্যেকে একটি করে আসন পাবে। উভয় কক্ষের মধ্যে দায়িত্ব-ক্ষমতার 'সেকেন্ড ব্যালান্স' বজায় রাখতে উচ্চকক্ষের ভূমিকা ও কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট নির্ধারণের গুরুত্বও তিনি উল্লেখ করেন।

১০.০৭। **নাগরিক ঐক্য** পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়, সরাসরি ভোটের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে নির্বাচনি এলাকা বৃহৎ হওয়ায় প্রতিটি জেলা বা সিটি কর্পোরেশনে ৬-৭টি আসন থেকে এক জন নির্বাচিত হবেন, সেই প্রক্রিয়ায় নারীর সুযোগ-সুবিধা সীমিত হবে এবং নিম্নকক্ষে জয়ী একজন এমপি আবার উচ্চকক্ষে অংশ নিলে দ্বৈত দায়িত্ব ও প্রতিনিধিত্ব সমস্যা সৃষ্টি হবে। তিনি যুক্তি তোলেন, যদি উচ্চকক্ষ কেবল PR পদ্ধতির বা 'রেপ্লিকা' হয়ে যায়, তাহলে অতিরিক্ত ব্যয় ও কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

পক্ষান্তরে, উচ্চকক্ষ গঠনে নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ও উচ্চকক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমন্বয়ক শর্ত আরোপের প্রস্তাবও তার দল উপস্থাপন করেছে।

১০.০৮। **বাংলাদেশ জাসদ-**এর পক্ষ থেকে বলা হয়, উচ্চকক্ষের নির্বাচনে নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দলের ভোটের অনুরূপ প্রতিনিধি মনোনয়ন না করে শ্রমিক, কৃষক ও কর্মসংস্থান সেক্টরভিত্তিক ক্যাটাগরি অনুযায়ী মনোনয়ন নিশ্চিত করা উচিত। তিনি স্থানীয় সরকার কমিশনের মডেল অনুসারে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেয়রদের প্রতিনিধিত্বমূলক ফোরাম হিসেবেও উচ্চকক্ষ গঠনের বিকল্প প্রস্তাব করেন, যাতে তারা আইন প্রণয়নের বদলে অঞ্চলভিত্তিক সমন্বয়-পর্যালোচনা কাজে গুরুত্ব দিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

১০.০৯। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, তার দল উচ্চকক্ষে PR পদ্ধতির সমর্থন জানান এবং বলেন, আইন প্রণয়ন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে বিল প্রস্তাব ও বিল আটকে রাখার ক্ষমতা থাকা উচিত। নয়তো, দুই মাস বিল আটকে রাখলেও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দিয়ে তা পাশ হবে–যাতে উচ্চকক্ষের প্রভাব অনাদিক্রমে ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। তাই বিল আটকে রাখার ক্ষমতা সংবিধানে রাখতে হবে, যাতে এটি কার্যকর প্রতিরোধক কাঠামো হিসেবে কাজ করতে পারে।

১০.১১। **সহ-সভাপতি** স্মরণ করিয়ে দেন, প্রাথমিক আলোচনায় দুই-তৃতীয়াংশ দল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ পছন্দ করেছিল। এখন প্রধান মতপার্থক্য হচ্ছে PR পদ্ধতির 'ভোট ভিত্তিক' বনাম 'নিম্নকক্ষে আসনভিত্তিক' এ দুই অপশনের মধ্যে। উচ্চকক্ষের ন্যায্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অবিলম্বে চূড়ান্ত করতে সংসদের নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ উভয়ের পদ্ধতি নির্ধারণে আগামীকাল আলোচনার প্রস্তাব করেন। তিনি আবারও আয়ত্তে আনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যদি একত্রে সিদ্ধান্ত না হতে পারে, তা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে।

১০.১২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-**এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দীর্ঘ আলোচনার পরও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ নিয়ে কোনো স্থায়ী ঐকমত্য সৃষ্টি হয়নি। তার দল প্রাচীন **৩১** দফা প্রস্তাব অনুযায়ী 'উচ্চকক্ষ' গঠনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, পেশার সম্মানিত ব্যক্তিত্ব–রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, মানবাধিকার কর্মী, নারী প্রতিনিধিসহ ব্যাকওয়ার্ড সোসাইটির সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির চিন্তা করে। তিনি প্রশ্ন তুলেন, যেহেতু এখনও উচ্চকক্ষের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা নির্ধারণে ঐকমত্য হয়নি, অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়বহুল একটি 'আপার হাউস' গড়ার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু যৌক্তিক, তা জাতির সামনে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। অব্যাহত দ্বিমত অতিক্রমে কমিশন আগামীতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হস্তক্ষেপ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

১০.১৩। সহ-সভাপতি অবলোকন করেন, বিভিন্ন দলের লিখিত ও মৌখিক মতামত, প্রথমিক প্রস্তাব, পর্যালোচনায় আসা সংশোধন-এসব রেকর্ডের ভিত্তিতে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ইতোমধ্যেই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের পক্ষেপ্রকাশিত হয়েছে। তিনি জানান, সেই 'স্প্রেডশিট' ও আলোচনার রেকর্ড মিলিয়ে প্রক্রিয়াগত অবস্থান পরিবর্তন প্রয়োজন। যেসব দল প্রথমে বিপক্ষে ছিল, পরে তারা সমর্থন দিয়েছেন; যেগুলো একমত না, সেগুলোও স্পষ্টভাবে যৌথ সিদ্ধান্তে উঠে আসছে।

১০.১৪। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি** এর পক্ষ থেকে বলা হয়, উচ্চকক্ষের দুটি প্রস্তাব-PR পদ্ধতি এবং সরাসরি ইলেকশন-এর মধ্যে তিনি PR পদ্ধতি ('পিয়ার পদ্ধতি')-তেই সমর্থন প্রদান করেন। তিনি মনে করেন, একাধিক নির্বাচন ব্যবস্থা একসাথে প্রস্তাব নড়বড়ে করে বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছে; কমিশন যদি PR-নির্ভর একক মডেল উপস্থাপন করতেন, দলটি সেক্ষেত্রে আরও বলিষ্ঠ ঐকমত্যে থাকতে পারত। প্রাথমিক PR-ভিত্তিক প্রস্তাবেই তার দল দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে, এবং কমিশনের মাধ্যমেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, যাবতীয় দলকে অবহিত করার আহ্বান জানান।

১০.১৫। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, উচ্চকক্ষ হিসেবে তারা পরিষ্কারভাবে 'PR ভিত্তিক আসনবিন্যাস' এবং কার্যকর 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' ব্যবস্থার সমর্থক। সংবিধান সংশোধন এলাকায় সেখানে 'টু-থার্ড মেজরিটি' আরোপের প্রস্তাব আগে থেকেই দিয়েছে। বর্তমান আলোচনায় যদিও সংশোধনী

প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবু তার দল উচ্চকক্ষের কাঠামোতে PR-ভিত্তিক আসন ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী অভিনেতা-তালিকা নির্ধারণে স্পষ্ট আইনগত নিয়মাবলী চায়।

১০.১৬। কমিশনের সহ-সভাপতি ঘোষণা করেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা অনুযায়ী জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব (১০০ আসন) ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ–এই দুই ইস্যুতে পারস্পরিক ঐকমত্য যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে না, ততক্ষণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকবে। আগামীকাল কেয়ারটেকার সরকার মডেল নিয়ে আলোচনা করার আগে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার করতে হবে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, কমিশন প্রতিটি দলের প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করবে এবং উন্মুক্ত মনোভাবেই আলোচনা চালিয়ে যাবে। সহ-সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েসংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

[অতঃপর বিকাল ৪:৪০ মিনিটে অদ্যকার বৈঠক সমাপ্ত হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক সংলাপের ১৫ই জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচনার সারসংক্ষেপ

৩১ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৫ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	:	**৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি	:	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ	:	আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১৫ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	মঙ্গলবার, সকাল ১০ : ৩০ ঘটিকা
স্থান	:	ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ	**প্রথমার্ধ** ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি	

	জাসদ	**দ্বিতীয়ার্ধ** আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) ফরিদুল হক, যুগ্ম সদস্য সচিব	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) তানিয়া রব, সিনিয়র সহসভাপতি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি (৩) কামরুল আহসান অপু, দপ্তর সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য (৩) মীর মোফাজ্জল হোসেন মুশতাক, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)	

১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি (৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মো.মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	(১) মাসুদ রানা, সমন্বয়ক (২) সীমা দত্ত, সদস্য, কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	(১) ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান (২) এডভোকেট জহুরা খাতুন (জুঁই), ভাইস চেয়ারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	(১) মোঃ তারেক রহমান, সাধারণ সম্পাদক (২) সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	-	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম.এম.ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফট্‌সম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক।

গ. জনাব শোয়েব খাঁন, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। <u>বৈঠকের আলোচ্যসূচি</u>

ক) সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

১. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা;

২. সংবিধান সংশোধন;

৩. সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব।

৭.০০। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী আন্দোলনসমূহের বীর শহিদ এবং বিশেষ করে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যে সকল অকুতোভয় ছাত্র, তরুণ, কিশোর, সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে এই দেশকে এক ভয়ংকর ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছেন; সে সকল অকুতোভয় বীর শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। জুলাই অভ্যুত্থানকালে যাঁরা আহত হয়েছে এবং নানারকম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন তাঁদের প্রতি তিনি গভীর সহানুভূতি জানান এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

৮.০০। কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ অত্র সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল/জোটের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই দিনে সংগ্রামের একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল। সেই পর্যায়ের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ প্রাণবাজি রেখে লড়াই করেছিল বলেই এখানে আসা সম্ভব হয়েছে। সেই পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং চেষ্টার কোনো ঘাটতি থাকার কথা নয়। তবে প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। সময় স্বল্পতার কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন কোন বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি সেগুলো সকলের জানা। সকলকে জাতীয় সনদের দিকে যেতে হবে। সেজন্য প্রত্যেকেই অতীতের মতো কিছু না কিছু অবস্থানগত পরিবর্তন অব্যাহত রাখবেন। জুলাই মাসের মধ্যে যেন একটি জাতীয় সনদ তৈরি করা যায়। সকলের মতামতের ভিত্তিতে মৌলিক বিষয়গুলো এই জাতীয় সনদে রাখার চেষ্টা করতে হবে। কমিশন কোনো আলাদা সত্তা নয়। সকলে মিলেই চেষ্টা করা হচ্ছে। এই চেষ্টায় ব্যর্থ হলে এটির দায় কমিশনের একার থাকবে না। তাই ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাতে সকলে মিলে সফল হতে হবে।

৯.০০। **আলোচ্য বিষয় : দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা**

৯.০১। বৈঠকের সঞ্চালক এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, আলোচ্যসূচিতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিষয়ে কমিশনের নতুন প্রস্তাবে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে কেউ কেউ বলেছেন যে, কোনো জেলা অনেক বড়, কোনো জেলা অনেক ছোট। ভোটার সংখ্যা নিয়েও বলেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম উচ্চকক্ষ আছে। আমরা যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলি সেখানে ৫০টি রাজ্য। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ ৫২ জন সেখান থেকে সিনেটর হয় ২ জন। আবার রোড আইল্যান্ডে হাউজ অব রিপ্রেজেনটিটিভ মাত্র দুইজন। সেখানেও সিনেটর দুইজন। নিউইয়র্কে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ ২৬ জন, সেখানে উচ্চ কক্ষে সিনেটর দুই জন। উইস্কন্সিনে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ ৬ জন, সেখানেও সিনেটর দুইজন। আপার হাউজ খুব বেশি দেশে জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয় না।

৯.০২। কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, গতকালের আলোচনায় উচ্চকক্ষের পাওয়ার ও ফাংশন কী হবে সে প্রশ্নটি তোলা হয়েছিল। আপার হাউজের যে প্রস্তাবটি আছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নটি। যে কারণে আজকের আলোচনায় উচ্চকক্ষের ফ্যাংশনের ওপর নজর দিতে হবে। উচ্চকক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেখানে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি থাকবে। এ কারণে আজকের আলোচনায় সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের একটি ভূমিকা আছে। উচ্চকক্ষ গঠন সংক্রান্ত আলোচনায় অধিকাংশের মতামত উচ্চকক্ষ গঠনের পক্ষে রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভোটের পিআর এবং প্রাপ্ত আসনের পিআর এ দুই ধরনের প্রস্তাব রয়েছে। কোন ফ্যাংশনে উচ্চকক্ষ করতে চাই সে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার। কারও সাজেশন থাকলে তা বলা প্রয়োজন।

৯.০৩। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলা হয়,** সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতা অনেক। প্রধানমন্ত্রী যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাই আমরা চাই সরকারের জবাবদিহিতার জায়গা থাকা দরকার। উচ্চকক্ষ এ বিষয়ে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। নিম্নকক্ষে কোনো বিল উত্থাপিত হলে উচ্চকক্ষ সে বিলটি নিয়ে যাতে আলোচনা করতে পারে সেটি আমরা চাই। অনেকে মনে করেন যে, এক্ষেত্রে সরকারের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় উচ্চকক্ষকে আমরা ততটা শক্তিশালী করতে চাই না। আমরা চাই যে উচ্চকক্ষ যেন বিল নিয়ে আলাপ করতে পারে এবং ফেরত পাঠাতে পারে। ফেরত পাঠালেও একটি নির্ধারিত সময় অন্তর সেটি অটোমেটিক পাশ হয়ে যাবে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে। উচ্চকক্ষের বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব হলো সিম্পল মেজরিটি। উচ্চকক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের চাওয়া ভোটের সংখ্যানুপাতিক। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি কোনো কোনো দল ৩৩ শতাংশ বা ৩৪ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করেছে। এক্ষেত্রে ৬৬ বা ৬৭ শতাংশ ভোটারের সমর্থন না থাকলেও ৩৩ বা ৩৪ শতাংশ ভোট পেয়ে কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলে সরকার চালাবে এটি আমরা চাই না। আমরা শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ চাই। উচ্চকক্ষ সংখ্যানুপাতিক হলে সুবিধা হলো সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ বিরোধী দলের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের মানুষ সেটিই চায়। উচ্চকক্ষ পিআর হলে দেশের মানুষ দেখবে যে যেটি কল্যাণকর সেটিই করা হচ্ছে। উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি না থাকলে কেউ উচ্চকক্ষ চাই না। শোকেসে সাজানো উচ্চকক্ষ কেউ চায় না।

৯.০৪। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে বলা হয়,** ক্ষমতার চেক এন্ড ব্যালেন্সের জন্য উচ্চকক্ষ দরকার। নিম্নকক্ষের সদস্যদের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হলে সেই উচ্চকক্ষের দরকার নেই। সেটি হলে হবে নিম্নকক্ষের এক্সটেনশন। সেজন্য তারা নিম্নকক্ষের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক বা পিআর পদ্ধতির উচ্চকক্ষ চায়। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে তারা দুই কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে হতে হবে। অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী হতে পারে।

৯.০৫। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়,** কার্যপত্রে দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনায় ঐকমত্য হয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তিনি এর প্রতিবাদ করে বলেন, এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি। তারা দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদ চায় না।

৯.০৬। **কমিশনের সহ-সভাপতি** এ বিষয়টি কমিশন সচিবালয়ের ভুল হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন এবং এ অনিচ্ছাকৃত ভুলটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করেন।

৯.০৭। **এনসিপি'র পক্ষ থেকে বলা হয়,** তারা ভারসাম্যপূর্ণ সরকার ব্যবস্থা প্রত্যাশা করে। সেজন্যই উচ্চকক্ষের বিষয়টি এসেছে। সেই উচ্চকক্ষ যেন কার্যকর উচ্চকক্ষ হয় সেটিই তাদের লক্ষ্য। উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ একই ফরমেশনে হলে সেটি চেক এন্ড ব্যালেন্স হবে না। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট লাগবে, এ প্রস্তাবে তারা একমত। পূর্বে যেভাবে দলীয় স্বার্থে সহজেই সংবিধান সংশোধনের সুযোগ হয়েছে সামনের দিনে যেন সেটি না হয়। সংবিধানে বড় কোনো পরিবর্তন করতে হলে সেটি একক কোনো রাজনৈতিক দলের ইচ্ছানুযায়ী না হয়ে সকল রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্তির জায়গা যেন নিশ্চিত হয়, সকলের মতামত গ্রহণের জায়গা যেন নিশ্চিত হয় তার ওপর জোর দিতে হবে। উচ্চকক্ষ যেন নিম্নকক্ষের

রেপ্লিকা না হয়, তাই উচ্চকক্ষ হতে হবে পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ শতাংশ ভোটের পরিবর্তে ১ শতাংশ ভোট হলেও হবে। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল পিআরসহ উচ্চকক্ষের পক্ষে।

৯.০৬। **এলডিপি'র পক্ষ থেকে বলা হয়,** উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে সবাই একমত হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয় এটি চলমান প্রক্রিয়া। উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হলে এবং পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হলে কারও পক্ষে উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া সম্ভব হবে না বা সিম্পল মেজরিটি পাওয়াও সম্ভব হবে না। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি ৩৩ থেকে ৩৬ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করেছে। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে তারা উচ্চকক্ষে ৩৩ শতাংশ আসন পাবে। ফলে উচ্চকক্ষে কোনো বিল পাশ করা সম্ভব হবে না। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। তাই তারা মনে করে অ্যামিকেবল সেটেলমেন্টের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ নিম্নকক্ষের সদস্যদের ভোটে আর বাকি ৫০ শতাংশ যদি পিআর পদ্ধতিতে হয় তাহলে হয়তো কার্যকর উচ্চকক্ষ সম্ভব হবে। সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধনের ক্ষেত্রে কেউ কেউ উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ হওয়ার পরও গণভোটের পক্ষে। দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করার পর বিশাল টাকা খরচ করে তারা গণভোটের পক্ষে না। একটি স্থিতিশীল সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হলে এবং ৫০ শতাংশ নিম্নকক্ষের সদস্যদের ভোটে আর বাকি ৫০ শতাংশ যদি পিআর পদ্ধতিতে হলে কার্যকর ভূমিকা পালন করার মতো অবস্থা সৃষ্টি হবে।

৯.০৭। কমিশনের সহ-সভাপতি উচ্চকক্ষের কার্যপদ্ধতি বিষয়ে পরামর্শ রাখার জন্যও সকলকে অনুরোধ করেন।

৯.০৮। **গণঅধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়,** সংস্কার বিষয়ে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিষয়টি একটি মৌলিক বিষয়। ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে শিশু-কিশোররা লিখেছিল রাষ্ট্র মেরামতের কাজ চলছে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং অভ্যাসের পরিবর্তন করতে না পারলে শুধু পদ্ধতিগত পরিবর্তনে জনআকাঙ্ক্ষার জায়গায় নিয়ে যাবে না। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তনের এই পরিবর্তনটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন এবং আমাদের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সংখ্যানুপাতিক ভোটের চর্চা ইউরোপে শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সংসদে নিম্নতম ২ শতাংশ ভোট যে দল পাবে সে দলের প্রতিনিধি সংসদে যাবে এরকম বিধান ২০০৫ সালে রাশিয়াতে চালু হয়। এটি নতুন কোনো বিষয় নয়। গণতান্ত্রিক চেতনা বাস্তবায়নের জন্য এই পদ্ধতিটি চিন্তাবিদদের মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে। সরকারের স্থিতিশীলতার জন্য এই পদ্ধতিকে বিশ্বাস করার কারণে শেখ হাসিনার দৈত্য শাসনের স্থিতিশীলতা আমরা দেখেছি। সরকারের স্থিতিশীলতার কারণে আমাদের জাতি ৫৪ বছর অস্থিতিশীলতার মধ্যে থেকেছে। আমরা ১৭৬ দিনের হরতাল দেখেছি। আমরা লগি বৈঠার তাণ্ডব দেখেছি। প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে না পারলে আমাদের সংস্কার আকাঙ্ক্ষার জায়গায় পৌঁছাবে না। প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে রাষ্ট্রের সহায়ক হয়, গণতান্ত্রিক চেতনার জায়গা যাতে নিশ্চিত হয়, সেজন্য সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ একশতভাগ সংখ্যানুপাতিক হতে হবে। আমাদের এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে হবে যে, সংবিধান দলীয় হতে পারে না। সংবিধান হচ্ছে একটি জাতির চুক্তি। কাজেই দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংবিধান পরিবর্তন হবে না। এই গ্যারান্টি নিশ্চিত করার জন্যই উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

৯.০৯। **এনপিবি পক্ষ থেকে বলা হয়,** ইতঃপূর্বের আলোচনায় অধিকাংশ দল একমত হয়েছিল যে উচ্চকক্ষ দরকার। উচ্চকক্ষ কীভাবে তৈরি হবে তা আলোচনার বিষয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এবং উন্নত দেশ আমেরিকাসহ অনেক দেশেই পিআর পদ্ধতি নেই। ইসরাইলে পিআর পদ্ধতি আছে। সেখানে ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৪ বছরে ৫ বার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। ইতালিতে ১৯৪৬ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ৬১ বার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের দেশে পিআর সুখকর হবে না। আমরা সংস্কার করতে চাইলেও সব সংস্কারের দায়িত্ব সংস্কার কমিশনের নয়। দেশের জনগণ যাদেরকে ভোট দেবে, তারা সংস্কার করবে। জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ যাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে তাদের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। উচ্চকক্ষ আমরা চাই। পিআর নিয়ে জটিলতা হলে উচ্চকক্ষ হবে না। অনেক সংস্কারে আমরা একমত

হয়েছি। সব বিষয়ে একমত হতে হবে তা নয়। বিদ্যমান পদ্ধতিতে উচ্চ কক্ষ হোক এবং উচ্চকক্ষের কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

৯.১০। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** জনগণের জন্যই যদি সবকিছু রেখে দেই, তাহলে সংস্কার কমিশন কেন করা হলো বা আমরাই বা কেন বসেছি। একটি স্পেসিফিক বিষয় আসলে তা জনগণের জন্য রেখে দেবেন এবং অন্যগুলো করবেন এটি ঠিক নয়। উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে দু'একটি দল ছাড়া প্রায় সবদলই একমত হয়েছে। সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ গঠন প্রক্রিয়া নিয়েও সিদ্ধান্ত হওয়া প্রয়োজন। কোনো একটি দল দ্বিমত পোষণ করলে সেটি জনগণের জন্য রেখে দেবো আর যে বিষয়ে একমত হবো সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব, এটি সামগ্রিক সংস্কারের এপ্রোচ হতে পারে না।

৯.১১। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়,** বিদ্যমান ব্যবস্থায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে চলছিল সেভাবে রাষ্ট্রটি চলছিল না। এই অচলাবস্থার কারণেই দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করা হচ্ছে এবং সর্বশেষ জুলাই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদ উৎখাত হয়েছে। স্বাভাবিক ক্ষমতা পরিবর্তনে সংস্কারের এই সুযোগ হতো না। যেহেতু সবাই রাষ্ট্রটি মেরামত করতে চাই, তাই কোন কোন জায়গায় মেরামত করলে ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা যাতে শেখ হাসিনার মতো ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠতে না পারে সেই ব্যবস্থার জন্যই আমরা আলোচনা করছি। দুর্নীতির আঁতুরঘর মেরামত করতে না পারলে ভবিষ্যতে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। একজন বলেছেন পার্লামেন্টে বহু খরচ হয়। আমরা এরচেয়ে বহু খরচ বিভিন্ন জায়গায় করি। চেক এন্ড ব্যালেন্সের জন্য একটি কার্যকর সংসদ করার জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ দরকার। নিম্নকক্ষের অনুপাতে উচ্চকক্ষ হলে একই দল আধিপত্য করবে। চেক এন্ড ব্যালেন্সের জন্য পিআর পদ্ধতির উচ্চকক্ষ দরকার। সেক্ষেত্রে ৫ শতাংশ বা তার বেশি ভোটের সীমা না রেখে ছোট ছোট দলের যাতে ভূমিকা থাকে এ ধরনের পদ্ধতি করা দরকার। জুলাই বিপ্লবে যারা রক্ত দিয়েছে তাদের কথা স্মরণ করে জাতীয় সনদ তৈরিতে সবাইকে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

৯.১২। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়,** উচ্চকক্ষ যদি আইন প্রণয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে না পারে, তাহলে বাবুরাম সাপুরের মতো বা অর্নামেন্টাল উচ্চকক্ষের দরকার নেই। করতে হলে কার্যকর উচ্চকক্ষ করতে হবে। তাই তিনি পিআর পদ্ধতির উচ্চকক্ষ চান এবং নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে আইন পাশের পক্ষে মত দেন।

৯.১৩। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে বলা হয়,** তারা অর্নামেন্টাল উচ্চকক্ষ নয়, কার্যকর উচ্চকক্ষ চান। প্রচলিত পদ্ধতিতে নিম্নকক্ষে পুরোপুরি জনমতের প্রতিফলন হয় না। অনেক দেশেই পিআর পদ্ধতি রয়েছে এবং এটি অনেক বেশি এডভান্স এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। তাই তারা উচ্চকক্ষে অবশ্যই পিআর পদ্ধতি চান। সেক্ষেত্রে ছোট দলকে সুযোগ দেওয়ার জন্য কমপক্ষে এক শতাংশ ভোটের বিধান রাখার পক্ষে মত দেন এবং সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের স্পষ্ট ভূমিকা চান।

৯.১৪। **এবি পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়,** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা চাই কি না সে বিষয়ে এবি পার্টির অবস্থান ছিল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু ঐকমত্যের স্বার্থে আমরা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে একমত হয়েছি। সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে পিআর হতে হবে। অনেকেই এরকমভাবে শর্তসাপেক্ষ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে মত দিয়েছেন। নিম্নকক্ষের আসনের অনুপাতে উচ্চকক্ষ হলে তার কোনো মুল্য নেই। এটি শুধুমাত্র একটি পুনর্বাসনের জায়গায় পরিণত হয়ে যাবে। কার্যকর উচ্চকক্ষ চাইলে পিআর-এর বিকল্প নেই। এটি কোনো নতুন আইডিয়া নয়। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ১৭০টি দেশের মধ্যে একটি তথ্য অনুযায়ী ৮১টি দেশে এবং অন্য একটি তথ্য অনুযায়ী ৮৫টি দেশে পিআর পদ্ধতি রয়েছে। কার্যপদ্ধতির বিষয়ে উল্লেখ্য যে, প্রস্তাব করা হয়েছে একটি বিল উচ্চকক্ষ দুই মাসের বেশি আটকে রাখলে সেটি অটোমেটিক পাশ বলে ধরে নেওয়া হবে। ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেল কম্পেয়ার করলে দেখা যায় সেখানে এক বছর পর্যন্ত একটি বিলকে আটকে রাখা যায়। তাই দুই মাসের বিষয়টি আরও বৃদ্ধি করা যায় কি না সেটি বিবেচনা করা দরকার। দ্বিতীয়ত অর্থবিল উচ্চকক্ষে উপস্থাপিত হবে না মর্মে প্রস্তাব করা হয়েছে। ওয়েস্ট মিনিস্টার পার্লামেন্টে অর্থবিলও উচ্চকক্ষে উপস্থাপিত হয়। অর্থ বিলেও উচ্চকক্ষের

মতামত নেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে হয়তো তা আটকে দেওয়ার ক্ষমতা না রাখা যেতে পারে। সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি আরও একটু কঠিন করে সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট এবং গণভোটের বিধান রাখা যেতে পারে।

৯.১৫। **১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়** রাষ্ট্র মেরামতের জন্য আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জনগণ যে ক্ষমতার উৎস সেই বিষয়টিকে অনেকটাই গৌণ করে দেখা হচ্ছে। আমাদের চিন্তা-চেতনায় ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা অনেকেই মনে করছি ভবিষ্যতে যারাই ক্ষমতায় আসবে তারাও শেখ হাসিনার মতো ফ্যাসিস্ট আচরণ করবে। শেখ হাসিনা মাস্টার পিছ। তাকে ফ্যাসিস্ট করার জন্য আমরা অনেকেই দায়ী। অনেককেই দেখেছি শেখ মুজিবুর রহমানের বংশতালিকা দিয়ে শেখ হাসিনাকে আউলিয়ার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। জনগণ যে সার্বভৌম এই বিষয়টিকে আমরা সামনে আনতে চাই। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আমরা আন্দোলন করেছি। রাজনীতির বাইরের যারা দেশকে নিয়ে চিন্তা করেন, দেশকে অনেক কিছু দিতে পারেন সে সমস্ত ব্যক্তিরা রাজনীতিতে উৎসাহিত নন, সে সমস্ত ব্যক্তিদেরকে কীভাবে রাষ্ট্রের কাজে লাগাতে পারি সে চিন্তা থেকে উচ্চকক্ষের বিষয়টি এসেছে। সেই উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের সদস্যদের অনুপাতে হবে। এর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। এর আগে পিআর শব্দটি শোনা যায়নি। কোনো নতুন বিকল্প না করে সংসদের উচ্চকক্ষ যাতে নিম্নকক্ষের রেপ্লিকা না হয়, সমাজের সবচেয়ে যোগ্য, সবচেয়ে দক্ষ, সবচেয়ে সৎ, সবচেয়ে দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদেরকে উচ্চকক্ষে আনতে হবে। আপাতত পিআর শব্দটি ভুলে যাওয়ার জন্য সকলের প্রতি তিনি অনুরোধ জানান।

৯.১৬। **আমজনতার দলের পক্ষ থেকে বলা হয়,** যাদের এক শতাংশ ভোট আছে, সেই এক শতাংশ ভোটের অধিকারের জন্য পিআর চাওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে যে সরকার গঠন করবে, তাদেরকে কিন্তু ৬০ শতাংশ জনগণ ভোট দেয়নি। কিন্তু এক শতাংশ ভোট পাওয়া দল, ৯৯ শতাংশ জনগণ যাদেরকে ভোট দেয়নি তারা ৪০ শতাংশ ভোট পাওয়া দলকে চ্যালেঞ্জ করছে। এটিকে ভয়ংকর চাহিদা উল্লেখ করে এই চাহিদা মিটানো সম্ভব নয় বলে জানান। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিগণ যে আইন করবে, অনির্বাচিত উচ্চকক্ষের সদস্যগণ তা আটকে দিবে তা তারা সমর্থন করেন না। দলগতভাবে তারা উচ্চকক্ষ চান না বলে মতামত দিয়েছিলো। তারা পিআর পদ্ধতিও চান না।

৯.১৭। **নেজামী ইসলামী পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়,** বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। কোন দেশে কী আছে, আর কোন দেশে কী নেই সেটি উপস্থাপন করে পর্যালোচনা করার মানে বাংলাদেশকে খাটো করা। অনেক দেশের উদাহরণ দেওয়া হলেও পৃথিবীর কোনো দেশে আমাদের দেশের মতো জুলাই আগস্টের বিপ্লব হয়নি। সরকার প্রধান থেকে আরম্ভ করে জাতীয় মসজিদের ইমাম পর্যন্ত দেশ ছাড়া হয়েছে, এটি নজিরবিহীন। আন্দোলনের মাধ্যমে অনেক দেশের সরকার পরিবর্তন হলেও এরকম উদাহরণ নেই। তাই অন্য দেশের উদাহরণ দেওয়া হলে আমাদের দেশকে খাটো করা হয়। আমাদের দেশকে কীভাবে গড়ে তুলব, সেটি নিয়ে কথা বলা উচিত। আমাদের দলের পক্ষ থেকে অনেক কিছু দাবি করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদনেতা একই ব্যক্তি হবেন না। বিদ্যমান ব্যবস্থায় ৩৪-৩৬ শতাংশ ভোটে সরকার গঠন করা হলে বাকি ৬৪-৬৬ শতাংশ জনগণের ভোটের কোনো মূল্য থাকে না। পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হলে এই ৬৪-৬৬ শতাংশ ভোট প্রদানকারী ব্যক্তিগণ ভাবতে পারবে যে তার ভোট মূল্যহীন হয়নি। সেই কারণে উচ্চকক্ষে পিআর অনিবার্যভাবেই জরুরি। আলংকারিক উচ্চকক্ষ নয়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ক্ষমতাধর উচ্চকক্ষ প্রত্যাশা করেন।

৯.১৮। ১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা উচ্চকক্ষের পক্ষে। ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে ৩৪-৩৬ শতাংশ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করা হলেও বাকি ৬৪-৬৬ শতাংশ ভোট কিন্তু ইউনাইটেড ছিল না। সেখানে অনেক দল ভোটগুলো পেয়েছে। আমেরিকাতে কিন্তু ইলেকট্রোরাল কলেজ এবং পপুলার ভোট আছে। ৫ জন রাষ্ট্রপতি পপুলার ভোটে ফেল করেও ইলেকট্রোরাল ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ৩৪ শতাংশ ভোট পেলেন ভোটের অনুপাতে না হয়ে আসন প্রাপ্তির ওপর আমাদের দেশে সরকার গঠিত হয়। সেই বিষয়টি বলে উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রে কেন উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে তা বোধগম্য নয়। নিম্নকক্ষে পাশকৃত বিল উচ্চকক্ষে যাবে

এবং উচ্চকক্ষ বিলটি পর্যালোচনা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব এবং ভূমিকাটিকে শক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। ১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে উচ্চকক্ষের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করে এবং সেটি নিম্নকক্ষে প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে করার বিষয়ে মতামত প্রদান করে।

৯.১৯। এনডিএম এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জনগণের ভোটেই সব দেশে উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি রয়েছে। অনেক দেশে পূর্ণ সময়ের জন্য উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি মনোনীত হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার আজীবনের জন্যও নির্বাচনের বিধান রয়েছে। নানা রকম নির্বাচনি প্রক্রিয়া রয়েছে। উচ্চকক্ষে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে যদি দুই তৃতীয়াংশ ভোটের বিধান রাখা হয় তাহলে তা আটকে যাবে। সরকার পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি হবে। উচ্চকক্ষে পিআর সিস্টেমে নির্বাচনের বিধান রাখা হলে উচ্চকক্ষ বিতর্কিত হবে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে হয়তো উচ্চকক্ষের ধারণা থেকে ফিরে আসতে হবে।

৯.২০। **বাংলাদেশ লেবার পার্টির পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** উচ্চকক্ষের বিষয়ে অনেকেই প্রেক্ষাপট না বলে বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা বর্তমানে যে জায়গাতে এসেছি, অতীতে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য, সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের প্রধান কাজ হওয়া দরকার। তারা ২০২৩ সালেই উচ্চকক্ষের কথা বলেছিলেন। রাজপথে যারা ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে ছিল তারা যদি ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পায় তারা উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা করবে। যারা ফ্যাসিবাদের পাশে ছিলেন তাদের অনেক হতাশা আছে। তারা হয়ত অনেকে সংখ্যানুপাতের দিকে চিন্তা করেন। বাংলাদেশ লেবার পার্টি বিদ্যমান অবস্থায় যেভাবে নারী আসনে মনোনয়ন হয় সেভাবে উচ্চকক্ষ চায়। আসনের ভিত্তিতে উচ্চ চায়। এতে বিভিন্ন বিল পাশের ক্ষেত্রে তা আটকে থাকবে না।

৯.২১। নাগরিক ঐক্যের পক্ষ থেকে বলা হয়, উচ্চকক্ষের বিষয়ে কারও অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে না। যেভাবে আলোচনা হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ঐকমত্যে পৌঁছানো যাবে না। যে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে কারো কারো ডিসেন্টিং মতামত থাকলেও যেভাবে ঐকমত্যে পৌঁছেছি সেভাবে হলেও ঐকমত্যে পৌঁছানো দরকার। তারা মনে করে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি না হলে উচ্চকক্ষের দরকার নেই। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে প্রস্তাব এসেছে সেক্ষেত্রে নাগরিক ঐক্য সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পক্ষে।

৯.২২। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** ইতঃপূর্বের আলোচনায় যা মনে হয়েছে অধিকসংখ্যক দল উচ্চকক্ষ গঠনের পক্ষে। উচ্চকক্ষের নির্বাচনের বিষয়ে প্রত্যেকেই পিআর পদ্ধতি চান। তবে কেউ কেউ নিম্নকক্ষের আসনের পিআর চান এবং অন্যরা ভোটের পিআর চান।

৯.২৩। **জমিয়তে উলামায়ে কেরামের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** তাদের অবস্থান দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের বিপক্ষে। যারা ভিন্নমত পোষণ করছে সেটি যেন উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অবকাঠামো, বেতন-ভাতা ইত্যাদি খরচের বিষয় বিবেচনা করে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আরও দুই টার্ম অপেক্ষা করা দরকার।

৯.২৪। **গণফোরামের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** তারা সংবিধান সংস্কার কমিশনের সঙ্গে মতামতের সময় উচ্চকক্ষের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। সেটির যৌক্তিকতা ছিল যে, আমাদের দেশে যে নিম্নকক্ষ আছে সেখানেই কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। তখন উচ্চকক্ষের যে দায়িত্বের কথা বলা হয়েছিল সেটিতে তারা খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের কিছু অবজারভেশন ছিল। পরবর্তী সময়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল যেহেতু সম্মত এবং সংবিধান সংস্কার কমিশন ও ঐকমত্য কমিশনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তারা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তারা চান সংসদের কার্যক্ষমতাটি একটু বাড়ানো উচিত। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে তারা বক্তব্য রেখেছিলেন। তারা মনে করে, সাক্ষীগোপাল উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠিত হলে সেটি যে উদ্দেশ্যে ঐকমত্য কমিশন প্রস্তাব নিয়ে এসেছে এবং সকলে মিলে আলোচনা হচ্ছে তাতে জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। তাই উচ্চকক্ষের ফাংশনের বিষয়টি আরও বিবেচনা করার জন্য ঐকমত্য কমিশনকে অনুরোধ করেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর সকল ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলের সংস্কারের

যে আকাঙ্ক্ষা, সকল দলের মধ্যে যে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি হয়েছে সেটি ধরে রেখে সংস্কারের প্রস্তাবগুলো কার্যকর করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

৯.২৫। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** ঐকমত্য কমিশন থেকে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যে দুইটি প্রস্তাব করা হয়েছে তারা প্রথম প্রস্তাবের পক্ষে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটির বিষয়ে তারা বিরোধিতা করেন। বাংলাদেশে দীর্ঘ ৫৩ বছরের অধিক এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হয়েছে। ৫ই আগস্টের বিপ্লবের পর বেশিরভাগ দল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে। এই প্রয়োজনীয়তার মূল কারণ বিগত ৫৪ বছরের শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা। সরকারি দল এক কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের যে প্রবণতা প্রয়োগ করেছে এটিই বাংলাদেশে ফ্যাসিজম বিকাশের কারণ। মানুষ বৈষম্যের শিকার হয়েছে, অধিকারহারা হয়েছে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট এক্ষেত্রে একটি চেক এন্ড ব্যালেন্স আনতে পারে। এতে জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবে, রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ, জনস্বার্থ, রাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষা হবে। দেশ এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে সেটি বাস্তবায়িত হতে পারে। অন্যথায় ভারসাম্য না থাকলে স্বেচ্ছাচারিতা এবং ফ্যাসিস্ট ফিরে আসার আশঙ্কা যেমন আছে, করাপশনসহ দুঃশাসনের যে ইতিহাস আমাদের আছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। সেকারণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের পক্ষে। চেক এন্ড ব্যালেন্স আনার উদ্দেশ্যে দ্বিকক্ষের পাওয়ার ফাংশন ঠিক করতে না পারলে দ্বিকক্ষ গঠনের লক্ষ্য ব্যর্থ হবে। সেজন্য ক্ষমতা ও কার্যাবলির জায়গায় সুস্পষ্ট প্রস্তাব আসা উচিত। তাদের প্রস্তাব হলো সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির ভিত্তিতে হতে হবে। দ্বিতীয়ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন পর্যালোচনা এবং যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষমতা উচ্চকক্ষকে দিতে হবে। নির্বাহী জায়গায় মৌলিক সিদ্ধান্তে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য চেক এন্ড ব্যালেন্স প্রয়োজন। তাই উচ্চকক্ষ গঠন প্রক্রিয়া ত্রুটিমুক্ত করার জন্য তারা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নকক্ষের ভোটের পিআর পদ্ধতির পক্ষে।

৯.২৬। **কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, দুইদিনের আলোচনার যে সারাংশ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় কমিশনকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কমিশন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আগামী দিনে তা জানাবে।

১০.০০। **আলোচ্যসূচি : সংবিধান সংশোধন**

১০.০১। গণঅধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়, যেহেতু দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের পক্ষে অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেকেই একমত হয়েছে এবং একটি রেজাল্ট আসবে। যদি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ হয়,সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে সিম্পল মেজরিটির কথা কেউ কেউ বলেছে, গণঅধিকার পরিষদও উচ্চকক্ষে সিম্পল মেজরিটির পক্ষে।

১০.০২। কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, দুটো বিষয় এসেছে। সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে বিদ্যমান সংবিধানে যা আছে সেটি হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি। গণভোটের বিষয়টি বর্তমানে নেই। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব হচ্ছে উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি। যেহেতু উচ্চকক্ষের বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়নি, সেহেতু আরেকটি বিষয় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধনের বিষয়ে গণভোটের বিধান রাখা। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবে সংবিধান সংশোধনের যে কোনো অনুচ্ছেদ সংশোধনে গণভোটের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু আলোচনায় দেখা গেছে সেসব বিষয় সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোট আয়োজন করা সম্ভব নয়। সেজন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংশোধনের বিষয়ে গণভোটের প্রস্তাব করা হয়েছে। গণভোটের বিধানটি রাখা হবে কি না সেটি বিবেচ্য।

১০.০৩। বিএনপির পক্ষ থেকে **বলা হয়, বি**দ্যমান সংবিধানে নিম্নকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধান সংশোধনের বিধান রয়েছে। আলোচ্যসূচির ৩ নং ক্রমিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত বা যদি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ এবং গণভোট। ১৫শ সংশোধনীতে গণভোটের বিধানটি বাতিল করা হলেও বর্তমানে আদালতের যে রায় বেরিয়েছে তাতে এই গণভোটের বিধানসহ ৬টি প্রবিশন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়েছে। গণভোটের বিধানটি পুনর্বহালের প্রশ্ন নয়, এটি

অলরেডি পুনর্বহাল হয়েছে। যদি পরবর্তী সংসদ মনে করে সেখানে আরও কিছু বিষয় যুক্ত করবে কি না সে বিষয়টি আলোচনা হতে পারে। বিএনপির প্রস্তাব হলো সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির বিষয়টি ঠিক থাকবে এবং প্রিয়ামবল, অনুচ্ছেদ-৮, ৪৮, ৫৬ এবং ১৪২-এ যদি কোনো পরিবর্তন আসে সেটি অবশ্যই গণভোটে যাবে।

১০.০৪। **বাসদ মার্কবাদী দলের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** গণভোটের বিধান রাখার বিষয়টি তাদের প্রস্তাবে ছিল। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি এবং গণভোট রাখার বিষয়ে যে ৪টি অনুচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে তারা একমত।

১০.০৫। **নাগরিক ঐক্যের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি অবশ্যই উচ্চকক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের দলের অবস্থান হচ্ছে, যদি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভোটের পিআর হয় সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে সিম্পল মেজরিটির পাশাপাশি নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির প্রয়োজন হবে। তারা এর আগে সংস্কার কমিশনের সঙ্গে মতামতে বলেছিল যে, নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ এবংউচ্চকক্ষে সিম্পল মেজরিটির পর আর গণভোটের প্রয়োজন নেই। যে চেক এন্ড ব্যালেন্সের কথা বলা হয়, গণতন্ত্রের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব তো দুইকক্ষ মিলে হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে নতুন করে গণভোটের মধ্যে গিয়ে রাষ্ট্রের খরচ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। যদি উচ্চকক্ষ না হয় সেক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশসহ গণভোটের বিধান রাখা যেতে পারে।

১০.০৬। **রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলনের পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** অতীতে দেখা গেছে চতুর্থ সংশোধনীর মতো বিষয় ৫ মিনিটেই সংসদে পাশ হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখানে বসার একটি কারণ হলো যাতে স্বৈরাচার আর না আসে। সুতরাং সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে স্বৈরাচার যাতে না আসে সেটি মাথায় রাখতে হবে। কিছু কিছু জায়গায় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে যেতে হবে সেটি যৌক্তিক। সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য উচ্চকক্ষে সিম্পল মেজরিটির কথা বলা হচ্ছে। যারা উচ্চকক্ষকে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের বাইরে রাখতে চাচ্ছে, তাহলে তো উচ্চকক্ষে যাওয়ারই কোনো অর্থ হয় না। উচ্চকক্ষে নিম্নকক্ষের প্রতিফলনই হবে। উচ্চকক্ষ কেন নিম্নকক্ষের আসনের অনুপাতে যাওয়া হচ্ছে তার কোনো যুক্তি নেই। তাদের অবস্থান হচ্ছে নিম্নকক্ষের দুই তৃতীয়াংশ, উচ্চকক্ষের সিম্পল মেজরিটি এবং কিছু কিছু জায়গায় গণভোটের ব্যবস্থা রাখার পক্ষে।

১০.০৭। **গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ** থেকে বলা হয়, তারা যখন প্রথম মতামত দেন, তখন পঞ্চদশ সংশোধনীর কোন কোন অংশ পুনর্বহাল হচ্ছে তা জানা ছিল না। সেক্ষেত্রে তারা গণভোট রাখার পক্ষে বলেছিল। সেটি যদি ইতোমধ্যেই পুনর্বহাল হয়ে থাকে তাহলে সেটি আর প্রয়োজন নেই। জনগণ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধি মনোনীত করেন। সেই সংবিধানের মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনতে হলে অবশ্যই জনগণের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। সেদিক থেকে যে সমস্ত মৌলিক বিষয়াদি প্রস্তাবে উল্লেখ আছে তাসহ সময় দেওয়া হলে অন্য কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কি না সেটি চেক করতে পারবে। নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ এবং উচ্চকক্ষে সিম্পল মেজরিটির বিষয়ে তারা একমত।

১০.০৮। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষ** থেকে **বলা হয়,** তারা উচ্চকক্ষ গঠনের পক্ষে মতামত দিয়েছে। তারা জানিয়েছিল যে, নিম্নকক্ষের সদস্যদের সংখ্যানুপাতে ৫০ শতাংশ এবং বাকি ৫০ শতাংশ ভোটের ভিত্তিতে নেওয়া হলে সেটি অর্থবহ হবে। নিম্নকক্ষের ভোটের ওপর সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি উচ্চকক্ষে মনোনীত হলে সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির ভিত্তিতে প্রস্তাব পাশ করা হলেও উচ্চকক্ষে সিম্পল মেজরিটি পাওয়া নাও যেতে পারে। কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ থাকবে। পূর্বের নির্বাচনসমূহের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, ৩৪-৩৬ শতাংশ ভোটে সরকার গঠিত হয়েছে। বাকি ৬৪-৬৬ শতাংশের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধি মনোনীত হলে সেক্ষেত্রে সিম্পল মেজরিটিও পাওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য অন্ততপক্ষে নিম্নকক্ষের সদস্যদের সংখ্যানুপাতে ৫০ শতাংশ এবং বাকি ৫০ শতাংশ ভোটের সংখ্যানুপাতে নেওয়া হলে সিম্পল মেজরিটির প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যাবে। ভোটের পিআর পদ্ধতিতে

উচ্চকক্ষ গঠিত হলে দেশ চালানো সম্ভব হবে না। আইন পাশ করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয় বিষয় হলো, সংবিধানের সুনির্দিষ্ট কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধনে গণভোটের বিধান থাকতে হবে।

১০.০৯। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি সহজ করার কথা ভাবা উচিত নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ। যতবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে একবার পরবর্তী সময়ে গণভোট হয়েছে, এ ছাড়া অন্য কোনো সময় জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়নি। ইলেকশনের সময় কখনোই তারা বলেননি যে, নির্বাচিত হলে তারা সংবিধান সংশোধন করবেন। জনপ্রতিনিধিরা যাতে খুব সহজেই সংবিধান সংশোধন করতে না পারে, এটিকে একটু কঠিন করা উচিত। তাতে সকলকে নিয়ে জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিবেচনা করে সংবিধান সংশোধন করা হবে। ভালোর জন্য হলে বিরোধী দল দ্বিমত করবে না।

১০.১০। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ** থেকে কমিশনের সহ-সভাপতির মতের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন যে, সংবিধান সংশোধন সহজ করা উচিত নয়। এই সুযোগ বন্ধ করতে হলে উচ্চকক্ষকে অধিকার দিতে হবে। এছাড়া মৌলিক বিষয়ে কোনো প্রস্তাব দুই কক্ষে পাশ করা হলেও গণভোটে যেতে হবে। এটি তারা সমর্থন করেন। মৌলিক বিষয়গুলো যদি সব সরকার পরিবর্তন করে সেক্ষেত্রে সরকার স্থিতিশীল থাকলেও দেশ অস্থিতিশীল হয়ে যাবে। এজন্য দেশের স্থিতিশীলতার স্বার্থে মৌলিক বিষয়ে গণভোটে যেতে হবে।

(নামাজ এবং দুপুরের খাবারের জন্য বিরতি)

১০.১১। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-**এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধান সংশোধন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একটি প্রত্যাশা, দেশের জনগণের প্রত্যাশা। এই সংবিধান দ্বারা দেশ চলছে না। জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ে আমরা দেখেছি মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা হারিয়ে গিয়েছিল। সংবিধান সংশোধন আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে অনেক প্রস্তাব ইতোমধ্যে এসেছে। আলোচনায় উত্থাপিত প্রস্তাবের মধ্যে যে প্রস্তাব এসেছে সে-বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনে করে নিম্নকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট এবং উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংবিধান সংশোধন করা উচিত। এরপরে গণভোটে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

১০.১২। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদের** পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান হলো–এটি নিম্নকক্ষে তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যের ব্যাপক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে পাশ হতেহবে। উচ্চকক্ষ থাকলে এবং তা সমানুপাতিকভাবে নির্বাচিত হলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি।গণভোট নিয়ে আমাদের সুস্পষ্ট মত হলো–স্বাধীনতার পর যে ক'টি গণভোট হয়েছে, তার কোনটিই মানসম্মত ছিল না। তাই গণভোট দিলেই সমাধান হবে, এমন নয়।তবে যারা শুধু নিম্নকক্ষের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করতে চান, তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে সংশোধনের কারণ ও বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার দরকার আছে। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে গণভোট ছাড়াও জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

১০.১৩। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি)-**এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের এই ধারাবাহিক আলোচনার উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। জুলাই আন্দোলনের অভ্যুত্থান থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে আমরা যদি কমিশনের সুচিন্তিত প্রস্তাব ও রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত একত্রে বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি, তাহলে তা ভবিষ্যতের জন্য একটি কার্যকর দিকনির্দেশনা হতে পারে। আমার বিশ্বাস, রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় যেটা করতে পারে না, এই কমিশন সেটি নিরপেক্ষভাবে করতে সক্ষম। কমিশনের মাধ্যমে আমরা জাতির স্বার্থে প্রয়োজনীয় কিন্তু অপ্রিয় সংস্কারমূলক কাজগুলোও বাস্তবায়ন করতে পারি। আমরা চাই এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, জবাবদিহিমূলক এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। প্রয়োজনে, সকলের ঐকমত্যে সংবিধান বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর যে কোনো

পরিবর্তনের জন্য গণভোটের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।আধুনিক যুগের চাহিদা মেটাতে সংবিধান সংস্কার হোক বা সংসদীয় কাঠামোর পর্যালোচনা–যা-ই হোক না কেন, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি কার্যকর ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

১০.১৪। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধান হলো জনগণের সঙ্গে জনগণের এবং জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের একটি চুক্তি। রাষ্ট্র ও জনগণ কীভাবে পরিচালিত হবে, তা-ই এতে নির্ধারিত থাকে। এটি জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন। আমরা যেহেতু গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে আছি, তাই জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। তবে দেখা যায়, অনেক সময় এমন দল ক্ষমতায় আসে যারা মেজরিটি জনগণের প্রতিনিধি না হয়েও সংবিধান সংশোধন করে ফেলে, এমনকি ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখ না থাকা বিষয়েও। এতে জনগণের সঙ্গে করা ওয়াদা ভঙ্গ হয় এবং সাংবিধানিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। আমরা বারবার বলেছি–সংবিধান সংশোধনের জন্য জনগণের রায় নিতে হবে। অতীতে ৩০% বা ৩৫% ভোট পেয়ে গঠিত সরকারগুলো সংবিধান সংশোধন করেছে। বিশেষ করে চতুর্থ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনী করেছে, যা আমাদের গণতন্ত্রের পথে বারবার বাধা তৈরি করেছে। আমাদের প্রস্তাব হলো–বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধনের পদ্ধতি বহাল রেখে, তার পাশাপাশি একটি উচ্চকক্ষ গঠনের কথা ভাবতে হবে, যা প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশনের (পিআর) ভিত্তিতে হবে। এতে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সত্যিকারের জন-ইচ্ছার প্রতিফলন নিশ্চিত হবে। আমরা কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে গণভোটের প্রস্তাব করছি। ১৯৯১ সালের গণভোট আইন অনুযায়ী প্রস্তাবনা ৮, ৫৬, ৫৮, ৯২ ও ১৪২ অনুচ্ছেদের যেকোনো সংশোধনে রাষ্ট্রপতির অনুমতির পূর্বে গণভোটের কথা বলা হয়েছে। তবে এখানে রাষ্ট্রপতির অনুমতি কতটা বাধ্যতামূলক–তা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। তাই আমরা মনে করি, এই আইনের ও গণভোট সংক্রান্ত বিধান সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা জরুরি।

১০.১৫। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, একজন বক্তা সুন্দর একটি কথা বলেছেন, সংবিধান সংশোধন নিয়ে চলমান আলোচনায় আমরা রাজনৈতিক দলগুলো যেটা পারি না, সেখানে আপনাদের পারা উচিত। কারণ আপনারা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে কাজ করতে পারেন। শুরু থেকেই নেজামে ইসলাম পার্টি কমিশনের প্রতি আস্থা রেখে পথ চলেছে। আমরা বারবার বলেছি–২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান কোনও একক দলের অর্জন নয়। এতে বিএনপি, জামায়াত, এনসিবি, ইসলামী আন্দোলনসহ বিভিন্ন দলের অংশগ্রহণ থাকলেও, মূল শক্তি ছিল ১৮ কোটি জনগণের।সুতরাং দলীয় সীমার বাইরে গিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। আমরা যদি সমাধানে না পৌঁছাতে পারি, তাহলে নিরপেক্ষভাবে আপনাদের দায়িত্ব নেওয়া উচিত বলে মনে করি। অতীতে আমরা দলীয় সংবিধান আর দৃষ্টিকোণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। ভবিষ্যতে নির্দলীয়ভাবে সমাধান চাই।সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবে আমি ও আমার দল একমত–নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ও উচ্চকক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই যথেষ্ট। উচ্চকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ চাইলে বিষয়টি জটিল হয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, কারণ এমপিরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত। তবে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাউজ চাইলে গণভোট হতে পারে।

১০.১৬। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সকাল থেকে উচ্চকক্ষ নিয়ে আর এখন সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে। এখন সংবিধান সংশোধন বিষয়ক অংশে প্রবেশ করছি। যেহেতু বিষয়গুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই আলোচনা সংযুক্তভাবে এসেছে।বর্তমানে সংবিধানে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সংশোধনের বিধান রয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনের আগে দ্বাদশ সংশোধনীতে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য গণভোটের প্রস্তাব ছিল। আমাদের দলের অবস্থান বরাবরই–বাংলাদেশের বাস্তবতায় উচ্চকক্ষের প্রয়োজন নেই। সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় থাকুক, আর সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে গণভোটের বিধান রাখা যেতে পারে।তবে আমরা ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বলেছি–সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা জরুরি। যেমন, দুই-তৃতীয়াংশ বা ৩০০ সদস্যের সম্মতিতেও মৌলিক অধিকারবিরোধী কোনো আইন

সংসদে প্রণয়ন করা যাবে না। কারণ, দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে এমন আইন করার সুযোগ রাখা হয়েছিল, যা মৌলিক অধিকার পরিপন্থী হলেও অনুমোদনযোগ্য। এই জায়গায় স্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত–মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী কোনো আইন সংসদ করতে পারবে না।

১০.১৭। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা জানি, একটি সংবিধান হঠাৎ করে আসে না–এটি বিভিন্ন বিবেচনায় তৈরি হয়। তাই এমনভাবে রচিত হওয়া উচিত যেন কেউ ইচ্ছেমতো পরিবর্তন না করতে পারে। আমাদের মতো দেশে সব কিছুতেই ভোটাভুটি না হওয়াই ভালো। তবে আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সংসদ অনেক সময় সে দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়–আগামীতে যেন তা না হয়, এটাই প্রত্যাশা। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সম্মতি থাকা জরুরি–এটাই প্রথম বিষয়। আমরা মনে করি, কার্যকর এককক্ষবিশিষ্ট সংসদ থাকা উচিত। আবার কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গণভোটের প্রয়োজন হতে পারে–সেটিও মেনে নেওয়া যায়। এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি : সংবিধানে ১৮টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে, কিন্তু সেগুলো কখনো খর্ব না হয় তা নিশ্চিত করার কোনো স্পষ্ট বিধান নেই। যদি ভবিষ্যতে কেউ মৌলিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করে, তাহলে সে বিষয়েও সংবিধানে সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমরা মনে করি, এমন কোনো দফা যুক্ত করা উচিত, যাতে মৌলিক অধিকার খর্বের সুযোগ না থাকে।

১০.১৮। **আমজনতার দল**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমাদের দলের অবস্থান হলো–সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়াটি যতটা সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষে অবশ্যই অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন থাকতে হবে। পাশাপাশি, যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিভক্ত মতামত থাকে, তাহলে আমরা গণভোটের পক্ষেই থাকব। তবে যদি উচ্চপক্ষগঠন করা সম্ভব হয় তাহলে গণভোট প্রয়োজন নাও হতে পারে। যেহেতু কিছু বিষয় ফিল্টার করে দেয়।

১০.১৯। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধান একটি জাতীয় সম্পদ, তাই এর সংশোধনে সর্বোচ্চ জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা উচিত। আমাদের প্রস্তাব হলো–সংবিধান সংশোধনের জন্য উচ্চকক্ষ গঠন করা হলে, নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন এবং উচ্চকক্ষে সিম্পল মেজরিটি থাকতে হবে। যদিও পূর্বে আমাদের অবস্থান ছিল উচ্চকক্ষেও দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন লাগবে। মৌলিক বিষয় সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোট বাধ্যতামূলক। তবে কোনো দল যদি নির্বাচনি ইশতেহারে সংশোধনের ঘোষণা দিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে নির্বাচিত হয়, সে ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন নেই।

১০.২০। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের অভিজ্ঞতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুখকর নয়। অধিকাংশ সংশোধনী রাজনৈতিক প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে বাকশালের সময় মাত্র কয়েক মিনিটে কোনো আলোচনা ছাড়াই সংশোধনী পাশ হওয়ার মতো উদাহরণও আমাদের আছে। গত ১৫ বছরের অনেক সাংবিধানিক সংকটও এসব সিদ্ধান্তেরই ফল। আমরা যে কয়টি গণভোট দেখেছি সেগুলোতে তেমন গণতান্ত্রিক চর্চার প্রতিফলন পাইনি। ক্ষমতাসীনদের পক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে গণভোটে একতরফা ফল আদায়ের ঘটনাও ঘটেছে। ফলে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে গণভোটের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক নয়। আপনারা যেভাবে সংবিধান সংশোধনের জন্য নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বলেছেন, আমরা তা সমর্থন করি। উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রেও আমরা আশা করি একটি জাতীয় ঐকমত্যের জায়গায় পৌঁছানো যাবে। ৩১ দফা আন্দোলনের পথে যারা ছিল, তারা সকলেই উচ্চকক্ষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। অতএব, যদি দুই কক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে সংশোধন সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে আলাদা গণভোটের প্রয়োজন হবে না। গণভোট সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদ যেমন : ৮, ৪৮, ৫৬ এবং ১৪২ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। এখানে আমি দুটি প্রস্তাব রাখতে চাই : প্রথমত, সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা থাকা উচিত–'কোনো সরকার জনগণের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি আইন প্রণয়ন করতে পারবে না।' এই বাক্যটি কোথায় ও কীভাবে যুক্ত করা যায় তা বিবেচনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের রাজনৈতিক বিশ্বাস, ধর্ম, সংস্কৃতি বা জীবনধারার কারণে সাংবিধানিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না–এই মূলনীতি স্পষ্টভাবে সংবিধানে সন্নিবেশ করা জরুরি।

১০.২১। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, হাউজের ভিতরে সংবিধান সংশোধন নিয়ে একটা স্পষ্ট apprehension আছে–শুধু হাউজেই নয়, সাধারণ মানুষের মাঝেও। কারণ অতীতের কিছু নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে সংবিধান পরিবর্তন এখন একটা ভীতির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমাদের বোঝা উচিত, সাংবিধানিক বিধান আর সাধারণ আইন এক নয়। সাংবিধানিক বিধান পরিবর্তন কঠিন, সুপরিবর্তনীয় নয় এমন হওয়াই কাম্য। এজন্যই দুই কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও গণভোটের বিধান রাখা উচিত। এখানে ল্যাটিনে একটা কথা আছে–novus actus interveniens. মানে a new intervening act. আমরা একটি সেটল সংবিধান নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনে কোনো 'triggering event' থাকা উচিত। সংসদসদস্যগণ এর মাধ্যমে জনগণের কাছে ফিরতে পারে। এমন পরিবর্তনের পেছনে জনসম্পৃক্ততা থাকা জরুরি। এজন্য গণভোট থাকা উচিত, যেখানে জনগণ নিজে সিদ্ধান্তে অংশ নিতে পারে। অনেকে মৌলিক অধিকারের মতো বিষয় একেবারে non-amendable করে ফেলার কথা বলছেন। তাঁদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি যে, সংবিধান কোনো divine scripture নয় যে সংশোধন করা যাবে না। আমার মনে হয় এটা সংবিধানের মূল রূপরেখার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফরাসি দার্শনিক আলবার্ট ডাইসির একটি থিউরি আছে, 'Parliament is not bound by the decisions of its predecessors and can not bind its successors.' এটি universally accepted একটি principles.আমরা যদি এমন সংশোধন করি যা ভবিষ্যতের সংসদকে বাধ্য করে, তাহলে সেটাই সংবিধানের চেতনার পরিপন্থি হয়ে দাঁড়ায়। তবে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করলে তার রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে–এটাই হোক আমাদের কনভেনশন, কিন্তু তা সংবিধানে কঠোরভাবে non-amendable করে তোলা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, গণভোটের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার সংশোধনের অনুমোদন নেওয়ার যে ধারণা, সেটাকে বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

১০.২২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আর্টিকেল ৭ সংবিধানের সর্বোচ্চতা বা Supremacy of the Constitution ঘোষণা করে। এর পরিপন্থি কোনো আইন করা যায় না। সংবিধানের ৭(ক) ধারা, যেটা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যুক্ত হয়েছিল, সেটা ইতোমধ্যে আদালত 'unconstitutional, null and void' ঘোষণা করেছে। ১৫তম সংশোধনীর বিরুদ্ধে করা মামলায় এই ৭(ক) ও ৭(খ)সহ ছয়টি প্রভিশন বাতিল হয়েছে। বিশেষ করে প্রস্তাবনা (preamble), প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ–যেখানে মৌলিক কাঠামোর কথা বলা আছে–এগুলো সংবিধানের মৌলিক অংশ হিসেবে সংশোধনের বাইরে রাখা হয়েছে, শুধু জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ১৪১ অনুচ্ছেদ ব্যতিক্রম হিসেবে রাখা হয়েছে। এগুলো null and void. তাই এ জায়গাগুলোতে আবার যাওয়ার কোনও দরকার নেই।আর্টিকেল ২৬ স্পষ্টভাবে বলে, মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি কোনো আইন করলে তা বাতিলযোগ্য হবে। কোর্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা বাতিল করে দেবে। ফলে মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন নিষিদ্ধ করার জন্য আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই–সংবিধানই সেটা নিশ্চিত করেছে।সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে এখন যেটা আলোচ্য–সেটা হলো, গণভোটের বিষয়টি। **সংসদে উচ্চকক্ষ হোক না হোক নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি লাগবে।** সংবিধানের যেসব অনুচ্ছেদ প্রস্তাবনা (অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২) পরিবর্তন করতে চাইলে গণভোটের প্রয়োজন হয়–এই বিধানটি এখনও বহাল আছে। দ্বাদশ সংশোধনীর রায়েও এই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। এই অবস্থানে যদি কারও দ্বিমত না থাকে, তাহলে এ নিয়ে আর বিতর্কের অবকাশ নেই। যেহেতু এই প্রস্তাবটি আমাদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্লোরে তোলা হয়নি, তাই এটাকে এখন পরিষ্কারভাবে প্রস্তাব হিসেবে যুক্ত করা যায়। বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৫৮(ক) ও ৫৮(ক)(২)–যদি ভবিষ্যতে কেউ এই দুই অনুচ্ছেদে সংশোধন আনতে চায়, সেক্ষেত্রে গণভোট বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সংবিধানে স্পষ্টভাবে যুক্ত করা যেতে পারে। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রস্তাব**

হলো–সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬, ৫৮(ক) ও ১৪২ অনুচ্ছেদের সংশোধনে গণভোট বাধ্যতামূলক।

১০.২২। **গণফোরাম**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমাদের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন, যিনি গণফোরামের প্রতিষ্ঠাতা। অনেক সময় সংবিধান সংশোধনের প্রসঙ্গে আপত্তি তুললে বলা হয় আমরা সংবিধান সংশোধন চাই না–কারণ ড. কামাল হোসেন সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা সবসময়ই বলেছি, জন-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন সম্ভব। এমনকি গত বছর সংবিধান দিবসে ড. কামাল হোসেন নিজে উপস্থিত থেকে বলেছেন–জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারে। সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠনের পর প্রথম সাক্ষাতের সময়ও তিনি একই কথা বলেন। তবে অতীতে দেখা গেছে কোনো কোনো দল ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সংবিধান পরিবর্তন করেছে, যেখানে জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি।আমরা চাই, সংবিধান সংশোধনে জনগণের মতামত ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত হোক। কমিশনের সুপারিশগুলো তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের মূলনীতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মতো মৌলিক বিষয়ে, যেটা রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ব্যক্তি ইচ্ছায় বাতিল হয়ে যাওয়াটা ছিল দুঃখজনক।

১০.২৩। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, হাউজে সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর যে-প্রস্তাব এসেছে সেটি গ্রহণ করা যায়।

১০.২৪। **সহ-সভাপতি** বলেন, আলোচনায় সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে। যদি **উচ্চকক্ষ গঠিত না হয় বা উচ্চকক্ষগঠিত হওয়া পর্যন্ত সংবিধানের সংশোধনের জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনের প্রয়োজন হবে। তবে সুনির্দিষ্ট কিছু অনুচ্ছেদ যেমন প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬, ১৪২ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিষয়ক ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ এবং ৫৮ঙ অনুচ্ছেদের দ্বারা সংবিধানে যুক্ত করতে হবে তা, সংশোধনের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে।**

[অতঃপর বিকাল ৪:১০ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ১৪তম বৈঠক শেষ হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১৫তম সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৫ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২০ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১৫তম সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ : ০৫ শ্রাবণ ১৪৩২/ ২০ জুলাই ২০২৫
সময় : রবিবার, সকাল ১০:৩০টা
স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লে. জেনারেল (অব.) ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (৩) ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার)	

		(২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি বিকল্প প্রতিনিধি: রোকনুজ্জামান, পর্যবেক্ষক সদস্য, স্থায়ী কমিটি	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আরিফুল ইসলাম আদিব, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) আরমান হোসাইন, সংগঠক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) তানিয়া রব, সিনিয়র সহ-সভাপতি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য (২) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) মীর মোফাজ্জল হোসেন মুশতাক, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও	

		চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) (৩) এস.এম. শাহাদাত, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ গণতন্ত্রিক পার্টি	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি (৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মো.মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায় :** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	সীমা দত্ত, সদস্য, কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	(১) ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান (২) হিন্দুরত্ম রামকৃষ্ণ সাহা, ভাইস চেয়ারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বাবলু, আহ্বায়ক	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	মুফতী সাখাওয়াত হোসাইন রাজী, মহাসচিব	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম.এম.ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফট্সম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)

গ. জনাব এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক

ঘ. মিজ্ ফারজানা আক্তার, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। বৈঠকের আলোচ্যসূচি

(১) তত্ত্বাবধায়ক সরকার;

(২) প্রধানমন্ত্রী একাধিক পদে থাকার বিধান।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। **১৯৫২**-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, **১৯৭১**-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। একইসঙ্গে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন।

৮.০০। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি কমিশনের পক্ষ থেকেআগামী জুলাই মাসের মধ্যে জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইতোমধ্যেই অনেক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। কিছুকিছু বিষয়–যেগুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করতে হবে। উচ্চকক্ষ বিষয়ে আলোচনায় সকলের পক্ষ থেকে কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং কমিশন বিষয়টি পর্যালোচনা করছে। তবে তা একটু সময় নিয়ে বিবেচনা করা দরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে কয়েকদিন ধরে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের পক্ষ থেকে একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়ার কথা বলা হয়। চারটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব এসেছে সেটা কমিশন বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করার পর সমন্বিত একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। গত কয়েকদিনের আলোচনার সারাংশের ওপর ভিত্তি করে এবং আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে একটা ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সকলেই যুক্ত।

৯.০। **আলোচ্যসূচি : তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে আলোচনা**

৯.০১। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) :** বর্তমানে দেশে উত্তাল অবস্থা বিরাজমান। বিশেষ করে সভা সমাবেশকে ঘিরে সংকট, গোপালগঞ্জে হত্যাকাণ্ড, ১৪৪ ধারা, আমেরিকার সঙ্গে গোপন চুক্তির ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বলে অনেকেই মনে করে। তাই বিলম্ব না করে দ্রুততম সময়ে যতটুকু ঐকমত্য হয়েছে সেটাকে সামনে নিয়ে একটি ভালো নির্বাচনের দিকে যাওয়ার বিষয়ে বিবৃতি আশা করে দলটি। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দিলে দলের পক্ষ থেকে মতামতসমূহ লিখিতভাবে দেওয়া সম্ভব হবে। গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়ন করার আশাবাদ ব্যক্ত করে এ সভার সভাপতিকে একটি বিবৃতি দেওয়ার অনুরোধ করে।

৯.০২। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) :** মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন যে, ‘মৌলিক সংস্কার প্রশ্নে ছাড় দেওয়া হবে না।’ সেখানে নারী আসনসহ বেশ কিছু বিষয় ছিল। যেহেতু কমিশন মাননীয় প্রধান

উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে তাই মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার মনোভাব সম্পর্কে তিনি হাউসকে অবগত করবেন বলে আশা করে দলটি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সংসদের তৃতীয় বৃহত্তম দল। যদি একাধিক তৃতীয় বৃহত্তম দল উঠে আসে সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। অনেক ক্ষেত্রে মেজরিটি পপুলেশনের ভোটকে তৃতীয় বৃহত্তম দল প্রভাবিত করতে পারছে। জোটগতভাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলগুলোর অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে মর্মে জানায় দলটি। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলের মধ্যে যেসকল দল ন্যূনতম ৫% ভোট পাবে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে বাছাই কমিটি গঠন করতে হবে।

৯.০৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের ফলে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে সার্বিক বিষয়ে জানানো হয়। তৃতীয় বৃহত্তম দলের বিষয়ে বলেন, তৃতীয় বৃহত্তম দল দুটো হতে পারে না। এটা কত শতাংশ ভোট পেয়েছে তার ভিত্তিতে নয় বরং কতগুলো আসন পেয়েছে তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।তাই তৃতীয় বৃহত্তম দল একাধিক হতে পারবে না। পারসেনটেজ নির্ধারণ করে দিলে এমনও হতে পারে যে, কোন তৃতীয় বৃহত্তম দল পাওয়া যাবে না।

৯.০৪। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) :** তিনটা দল যদি তিনটা করে আসন পায় তাহলে তিনটা দলই তৃতীয় বৃহত্তম দল হবে। অর্থাৎ একাধিক দল যদি একই আসন পায় সেক্ষেত্রে কী হবে সেটিও পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

৯.০৫। **মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার** বলেন, তিনটা দলই সমান সংখ্যক আসন পেলে যে দলের ভোটের পরিমাণ বেশি সেই দলটি তৃতীয় বৃহত্তম দল হতে পারে কি না তা ভেবে দেখা দরকার।

৯.০৬। **গণঅধিকার পরিষদের (জিওপি)**-এর প্রতিনিধি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষেত্রে প্রথমে ৭ জনের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হবে এবং একজনকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে। কোনোক্রমে মিলিত হতে না পারে সেক্ষেত্রে কয়েকটা ধাপ দেওয়া হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে না পারলে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা। বাছাই কমিটিকে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসেস। এখানে ৭ জন যদি সমন্বিতভাবে সিদ্ধান্তে না আসতে পারে তাহলে সরাসরি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্য থেকে নেওয়া যেতে পারে।

৯.০৭। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে সংসদের তিনটা দল থেকে ৭ জনের বাছাই কমিটি করার পরিবর্তে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল দল নিয়ে বাছাই কমিটি গঠন করার অনুরোধ করা হয়। সকল নিবন্ধিত দল এবং নাগরিকদের মতামত দেওয়ার সুযোগ রাখা দরকার। তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামত যাচাই-বাছাই করে প্রধান উপদেষ্টাসহ ১৫ জনের নামের তালিকা করা যেতে পারে। বাছাই কমিটির মাধ্যমে যোগ্য, প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শী এবং ইফেকটিভ ব্যক্তি উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হতে পারবে। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে জুলাই সনদ স্বাক্ষর করার ইচ্ছা পোষণ করে দলটি।

৯.০৮। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)** এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশন থেকে ৭ জনের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু এনসিপির পক্ষ থেকে ১১ জনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্রমিক নং (৩) এ কমিটি গঠিত হবার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কীভাবে নামের প্রস্তাব করবে অর্থাৎ তারা যেকোনো নাম নিয়ে কথা বলবেন নাকি নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা থাকবে সে বিষয়টি জানা দরকার। পরবর্তীকালে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে যে ১৩ জনের নাম আসবে সেখানে ৯ জনের বিষয়ে বলা হয়েছে। ক্রমিক নং (৫) এর তৃতীয় বৃহত্তম দল থেকে দুইজন অর্থাৎ সরকারি দল ১ জন ও বিরোধী দল ১ জন বেছে নিবে। কিন্তু তৃতীয় বিরোধী দল সরকারি দল ও বিরোধী দল থেকে একজন করে বাছাই করবে কি না তা অস্পষ্ট। তৃতীয় দলকে র‍্যাংক চয়েজে রাখার পক্ষে বলেন। কারণ র‍্যাংক চয়েজের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নিরপেক্ষ। উপদেষ্টার পদ শূন্য হলে র‍্যাংক চয়েজ থেকে দ্বিতীয় নম্বরের জন আসবে। কিন্তু ক্রমিক নং ২-এ সব দল মিলে একজন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। যেহেতু কমিটি ছোট হলে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয় তাই ৭ জনের কথা বলা হয়েছে। আবার তিনটি দলের কথা বলা হয়েছে সরকারি, বিরোধী ও তৃতীয় পার্টি।

৯.০৯ **সহ-সভাপতি** বলেন, র‍্যাংক চয়েজে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রিন্সিপাল ঠিক করলেতেমন কোনো সমস্যা হবে না। থার্সহোল্ড আরেকটু নামানো প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৩টি নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সেক্ষেত্রে থার্সহোল্ড ৫% বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। শুনানির বিষয়টা বিবেচনা করেও শেষ পর্যন্ত তা বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ কাউকে শুনানির জন্য মনোনীত করা হলে তিনি আসতে রাজি হবেন কি না সেটা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। পাবলিক করা হলে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা জানা যাবে। বাছাই কমিটির ক্ষেত্রে ৭ জনকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। জোড় সংখ্যার চেয়ে বিজোড় সংখ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে।

৯.১০। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সেটি সুনির্দিষ্ট করা ছিল। জনপ্রতিনিধিরাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি স্থির করবেন। প্রধান বিচারপতি এবং রাষ্ট্রপতিকে যুক্ত না রাখা। বাছাই কমিটিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। উপদেষ্টামণ্ডলী মনোনয়নের ক্ষেত্রে একক ব্যক্তির ওপর ক্ষমতা না দিয়ে বাছাই কমিটির মাধ্যমে মনোনীত করার প্রস্তাব করেন। এছাড়া ৩০ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টাকে কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো মহলের পক্ষ থেকে প্রভাবিত করার বিষয় থাকে কি না সেটাও বিবেচনা করা যেতে পারে। বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপদেষ্টামণ্ডলীর নাম প্রকাশ করা দরকার। ফলে রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্যরা তাদের সম্পর্কে মতামত দিতে পারবে। তবে কোনো ধাপে একমত না হলে সর্বশেষ ধাপ হিসেবে যেকোনো একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে এখানে রাখা যায় কি না তা বিবেচনা করার অনুরোধ করেন।

৯.১১। **সহ-সভাপতি**বলেন, সর্বশেষ ধাপ হিসেবে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে রাখার বিষয়টি হতে পারে না। আবার র‍্যাংক চয়েজের বিষয়টাও অসম্ভব। এছাড়া অন্য দলের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি কমিটিকে দিলে তা দীর্ঘায়িত হতে পারে। তখন এই আলোচনার প্রক্রিয়া কতদিন ধরে চলবে এটা একটি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দল, সহযোগী দলসহ সকলের সঙ্গে নিশ্চয় আলোচনা করবে। সংসদ ভেঙে যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যদি সরকার গঠন করতে না পারেন তবে তা একটি ক্রাইসিস অব গভর্নেন্স তৈরি করবে। তখন এতগুলো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনেক সময় লাগবে। বাছাই কমিটিতে সকল দলের প্রতিনিধি রাখার কথা বাসদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে কোনো অবস্থাতে তা সেটেলমেন্টে আটকে না যায়। এছাড়া ক্রমিক নং ৫-এ তৃতীয় বৃহত্তম দল কোনো চয়েস করতে পারবে না। সরকারি দল ও প্রধান বিরোধী দল মিলে যে চয়েস দিবে তৃতীয় দল একাই সেই চয়েস দিবে।

৯.১২। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলেন, বাছাই কমিটিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টামণ্ডলীর নামের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাম পাঠাবেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা করার দরকার নেই। জরুরিভাবে গভর্নেন্সের কোনো সমস্যা হলে, বিশেষ অবস্থার জন্য যদি ২/১ দিন বেশি লাগলে সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বে থাকছেন। তাই শূন্যতা হওয়ার সুযোগ নেই।

৯.১৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, বাছাই কমিটি এই বিষয়ে চাইলে প্রধান উপদেষ্টাকে পরামর্শ দিতে পারেন। এটা সময়ের কথা বিবেচনা করে করা হয়েছে।

৯.১৪। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা যদি ১৫ জন থেকে উপদেষ্টামণ্ডলী বাছাই করে নেন, তাহলে collective wisdom-এর জায়গা থাকে। বাছাই কমিটির মাধ্যমে হলে বাস্তবসম্মত হবে।

৯.১৫। **সহ-সভাপতি** বলেন, ১৫ জনের তালিকা করা দুরূহ। সার্চ কমিটির নির্ধারিত তালিকা থেকে নিতে হবে।

৯.১৬। **মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার** বলেন, ইতোমধ্যে কমিশন থেকে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রধান উপদেষ্টা তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বেছে নিবেন। তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সরকারি দল ও বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই কথাটা যুক্ত করা যায় কি না সেটা ভেবে দেখা দরকার। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে নামের প্রস্তাব নেওয়ার একটা সুযোগ আছে। ৩ নং ক্রমিকে বলা হয়েছে যে, 'এই কমিটি গঠিত হইবার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনাক্রমে বেছে নেবে।' এই নামগুলো কোথা থেকে আসবে সেটাও একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এখানে যুক্ত করে দেওয়া যায় যে, এই কমিটি গঠিত হওয়ার পর্যায়ে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বা আরও যাদের অ্যালাউ করা হবে তারা নাম দিবে। কমিটি সেখান থেকে যেকোনো একজনকে বিবেচনার বিষয়টি ভেবে দেখতে পারে আবার নাও করতে পারে। অর্থাৎ নাম দেওয়ার একটি অপশন এখানে রাখা যেতে পারে। ক্রমিক নং-১-এ সংসদের মেয়াদ অবসান হইবার ৩০ দিন পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে কথাটি না লিখে গঠিত হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে লিখতে হবে।

৯.১৭। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, এ বিষয়ে সকলে মিলে ঐকমত্যে আসা গেলে সবচেয়ে ভালো হবে। সমন্বিত প্রস্তাবটি সন্তোষজনক। **সুন্দর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ৩০ দিন পূর্বে প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে ৭২ ঘণ্টার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে কি না সেটি বিবেচনায় রেখে সময় একটু বাড়ানো যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা এবং স্পিকারের সমন্বয়ে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন করতে পারলে বাস্তবসম্মত হবে। স্বাভাবিকভাবে সংসদে ভেঙে গেলে ৭২ ঘণ্টার পরিবর্তে ৭ দিনের সময় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেন। বাছাই কমিটিতে ৭ জনের পরিবর্তে ৫ জন। সেক্ষেত্রে ২ জন উপনেতা ব্যতীত। ব্যাংকস চয়েজ পদ্ধতি সংসদ উপনেতা/প্রধান হুইপ, বিরোধীদলীয় উপনেতা/বিরোধীদলীয় প্রধান হুইপ এবং ৩য় দলকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ব্যাংকস চয়েজে সরকারি দল থেকে ৩ জন বিরোধী দল থেকে ৩ জন এবং তৃতীয় পক্ষ থেকে ২ জন মোট ৮ জন। সরকারি ও বিরোধী দল থেকে ১ করে ২ জন। তৃতীয় পক্ষ ২ জনের মধ্যে সরকারি ও বিরোধী দল ১ জন করে পছন্দ করবে। ৩/৪ পাওয়া গেলে ক্ষেত্রমতে ২ জন কিংবা ৪ জনও যেতে পারে। তৃতীয় বিরোধী দলকে রাখলে একটি হর্স ট্রেডিং থাকবে। এখানে নাম প্রস্তাবের ক্ষেত্রে রাখা যেতে পারে। অপরদিকে চয়েজ করার জন্য রাখা হবে না। র‍্যাংক চয়েজে সরকারি দল ৩+৩+১=৭ জন রাখার পক্ষে মত দেন। সর্বশেষ পন্থা হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্যে একজনকে, প্রয়োজনে এখানেও র‍্যাংক চয়েজ হতে পারে।**

৯.১৮। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তদারকি সরকার নামকরণের প্রস্তাব করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ ৯০ দিন করার প্রস্তাব করেন। বাছাই কমিটি ৭ জনের পরিবর্তে ৫ জন করা। উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ১০-১১ জন করার প্রস্তাব করেন। সর্বশেষ পন্থা হিসেবে বিচার বিভাগের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

৯.১৯। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, ২০২৪-এর অভ্যুত্থান বিবেচনায় পূর্বের সংসদ কীভাবে রাখা যায় তা সুস্পষ্ট করার প্রস্তাব করেন। প্রয়োজনে নাগরিক কমিটির পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। র‍্যাংক চয়েজে ৭ জন রাখার পক্ষে মত দেন।

৯.২০। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)-এর পক্ষ থেকেদলটির প্রতিনিধি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে উচ্চকক্ষের বিষয়টি রাখা যেতে পারে। জাতির স্বার্থে সংযোজন-বিয়োজন হতে পারে। উচ্চকক্ষ থেকে নির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

৯.২১। **সহ-সভাপতি** বলেন, শুধু ৪টি দল নয়, পূর্বে যে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

৯.২২। নাগরিক ঐক্য-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, বাছাই কমিটি ৫ জন করার প্রস্তাব করা হয়। সরকারি দলের ৩ জন, বিরোধী দলের ৩ জন এবং তৃতীয় পক্ষ থেকে ১ জন মোট ৭ জনের প্রস্তাব করেন। প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণ বিগত ১০ বছরে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে না এবং পরবর্তী

উপনির্বাচন ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার প্রস্তাব করেন। ধাপ-৫ জটিলতা সৃষ্টি করবে বিধায় তা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। র‍্যাংক চয়েজের মাধ্যমে ১ জন প্রধান উপদেষ্টা মনোনয়ন করা সম্ভব। প্যানেলের ৭ জনের একজন প্রধান উপদেষ্টা বাকি ৬ জনকে উপদেষ্টা করা যেতে পারে। সর্বশেষ পন্থা হিসেবে বিচার বিভাগকে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

৯.২৩। গণসংহতি আন্দোলন-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, তিনটি দলের প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাছাই কমিটি প্যানেলের মধ্য থেকে উপদেষ্টামণ্ডলীনিয়োগ করবেন।

৯.২৪। গণফোরাম--এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ঐকমত্যে আসার জন্য বারবার সুযোগ দেওয়ায় কৃতজ্ঞতা জানান। জুলাই অভ্যুত্থানকে ধারণ করে দ্রুত একটি অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে সার্থকতা হবে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পুনর্বহাল করা হয়েছে। পূর্বের বিচারপতিদের সমন্বয়ে যে নির্বাচন হয়েছে, তা সন্তোষজনক হয়েছে। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের মধ্য থেকে প্রধান উপদেষ্টাকে বাছাই করার প্রস্তাব করা হয়। যদি কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাহলে বাইরে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি খোঁজা সমীচীন হবে। প্রধান উপদেষ্টা মনোনয়নের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অযোগ্যতার মানদণ্ড নির্ণয় করে দেওয়ার প্রস্তাব করেন।

৯.২৫। বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী চতুর্থ পর্যায়ের দলগুলো থেকে একজনকে বাছাই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। উপনেতা/হুইপ বাদ দেওয়া যেতে পারে।

৯.২৬। সহ-সভাপতি বলেন, জোড় সংখ্যা হলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হবে। সেক্ষেত্রে বিজোড় সংখ্যা রাখা বাঞ্ছনীয় হবে।

৯.২৭। জাতীয় নাগরিক পার্টি-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, র‍্যাংক চয়েজ পদ্ধতিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ও নিরপেক্ষ। ৩য় দলকে ভোটিং থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। র‍্যাংক চয়েজে ৩+৩+১= ৭ করার প্রস্তাব করেন।

৯.২৮। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে ৯৬ ঘণ্টা থেকে সর্বোচ্চ ১২০ ঘণ্টা করার প্রস্তাব করেন। সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে রাখা এবং বয়সসীমা ৮০ বছর পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। বাছাই কমিটি ৫ জন করা। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিকট থেকে নাম নিয়ে তা থেকে বাছাই করা যেতে পারে। এ যাবৎ যতগুলো নির্বাচন হয়েছে তন্মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

৯.২৯। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, সংসদ ভেঙে গেলে ৭২ ঘণ্টার স্থলে সর্বোচ্চ ৯৬ ঘণ্টা করা। বাছাই কমিটি ৭ -এর পরিবর্তে ৫ জন করার প্রস্তাব করেন। ধাপ-৫ এ ৩+৩+১= ৭ জন করা যুক্তিসঙ্গত হবে। মেয়াদ ৯০ দিন তবে কোনো কারণে নির্বাচন সম্পন্ন করতে না পারলে ১২০ দিন করা যেতে পারে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল থেকে নাম দেওয়ার আহ্বান করা যেতে পারে।

৯.৩০। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বিচার বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে যুক্ত রাখার পক্ষে মত দেন। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দলকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করেন। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হতে পারবেন। তবে পরবর্তী উপনির্বাচন বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৯.৩১। খেলাফত মজলিস-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বাছাই কমিটিতে ৫ জন রাখার পক্ষে মত দেন। ধাপ-৫ প্রয়োজন হবে না। প্রধান বিচারপতি বা রাষ্ট্রপতিকে বিকল্প রাখার প্রয়োজন নেই।

৯.৩২। সহ-সভাপতি বলেন, র‍্যাংক চয়েজের সিলেকশন করা গেলে সবচেয়ে ভালো হবে।

৯.৩৩। জাতীয় নাগরিক পার্টি-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি ৩য় দলকে র‍্যাংক চয়েজে রাখার পক্ষে মত দেন।

৯.৩৪। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বাছাই কমিটি থেকে সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা ব্যতীত ৫ জন করার প্রস্তাব করেন। মেয়াদ ৯০ দিন যুক্তিসঙ্গত হবে। কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে ৭২ ঘণ্টার পরিবর্তে ৯৬ ঘণ্টা করা। ধাপ-৫ এ ৪+৩+২= ৯ জন করা।

৯.৩৫। আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, ধাপ-২-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিষয়টি স্পষ্ট করার প্রস্তাব করেন।

৯.৩৬। সহ-সভাপতি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলা হচ্ছে না। পরের ধাপগুলো পরিষ্কার রয়েছে। নিরুপণ করা হচ্ছে না। আবার নিরুপণ করা যেতে পারে সর্বসম্মতভাবে।

৯.৩৭। আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি ধাপ-৮-এ একটি অপশন রাখার প্রস্তাব করেন। নাহলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন তাদের আলোচনায় চলে যাবে। কয়েকটি দল বিচার বিভাগকে জড়াতে রাজি হয়নি।

৯.৩৮। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, কোনো পদ্ধতিই নিখুঁত নয়। কমিশন যেটি বাস্তব মনে করবে সেখানে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত থাকবে না। ধাপ-৫ প্রয়োজন নাও হতে পারে। এ যাবৎ প্রধানমন্ত্রীর তার ইচ্ছা অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেছে। এক্ষেত্রে যদি পরামর্শ অথবা একটি অথরিটি বিবেচনার অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা এবং প্রধান বিচারপতি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। সর্বশেষ পন্থা হিসেবে প্রধান বিচারপতিকে রাখার প্রস্তাব করেন। র‍্যাংক চয়েজে দ্বিমত পোষণ করেন।

৯.৩৯। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর পক্ষ থেকে বলেন, র‍্যাংক চয়েজ হলে সেক্ষেত্রে সিলেকশন থেকে বের হওয়ার সুযোগ নেই।

৯.৪০। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর পক্ষ থেকে নীতিগতভাবে র‍্যাংক চয়েজে দ্বিমত পোষণ করেন। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল সদস্যদের সমন্বয়ে গঠন করার প্রস্তাব করেন। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত নামের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সেখান থেকে বাছাইয়ের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রস্তাব আসবে।

৯.৪১। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, র‍্যাংক চয়েজে মীমাংসা প্রায় শতভাগ হয়েছে। তারপরও যাতে কোনো রকমের শূন্যতা না থাকে। সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির যে কোনো বিতর্ক এড়ানোর জন্য সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাখা যেতে পারে। এখানে র‍্যাংক চয়েজ যুক্ত করা যেতে পারে। র‍্যাংক চয়েজে গোপন ভোটে চলে আসবে। সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিই প্রধান উপদেষ্টা হবেন না।

৯.৪২। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর পক্ষ থেকে বলেন, কোনো একটি জায়গায় নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন। বিরোধী দলের সংস্কৃতি সেভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির রাখা যেতে পারে। ‘যদি’ সকল ক্ষেত্রে রাখা যেতে পারে। প্রত্যেকের মতামত দেওয়ার অধিকার থাকা প্রয়োজন। তার দল ভোটিংয়ের পক্ষে নয়।

৯.৪৩। বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারীদের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি ঠিক করা প্রয়োজন। নিবন্ধিত দলগুলোকে যুক্ত করা দরকার। বাছাই কমিটি যোগ্যতার ভিত্তিতে উপদেষ্টামণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত একটি প্যানেল করবে।

৯.৪৪। ১২ দলীয় জোট-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, বিগত সময়ে অস্তিত্ববিহীন অনেক রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন হয়েছে। কিন্তু অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন পায়নি। অনেক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা বাস্তবসম্মত হবে না।

৯.৪৫। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার বলেন, বাছাই কমিটির আহ্বানের প্রেক্ষিতে যার যার নাম প্রস্তাব করবে।

৯.৪৬। **সহ-সভাপতি** বলেন, বাছাই কমিটি যেকোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণ কিংবা রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নাম নিতে পারবে।

৯.৪৭। **ভাসানী জনশক্তি পার্টি**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি নিবন্ধিত দলের মতামত গ্রহণের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। যে সকল রাজনৈতিক দল সক্রিয় তাদের মতামত গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হবে।

৯.৪৮। **সহ-সভাপতি বলেন,** জোহরের নামাজ এবং খাবারের বিরতির পর একটি সংশোধিত ভার্শন দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

[এ পর্যায়ে দুপুর ২.০৫ মিনিটে বিরতি হয়ে যায়]

জহুরের নামাজ ও দুপুরের খাবারের পর সংলাপ পুনরায় শুরু হয়।

৯.৪৯। **সহ-সভাপতি** বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে সকলের মতামতকে ধারণ করে সমন্বিত, সংশোধিত, পরিবর্ধিত একটি ভার্শন তৈরি করা হয়েছে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংসদ ভাঙার পর ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন এবং পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংসদ থাকা অবস্থায় ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। ড্রাফট করার পর কিছু কিছু বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং ভবিষ্যতে ভুলভ্রান্তির জায়গা যেন না থাকে। সেক্ষেত্রে ভাষাগত বা কৌশলগত যদি কোনো ত্রুটি থাকে, সেটি কালকে পর্যন্ত বিবেচনা করে আগামী পরশু দিন সকালে কমিশনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব হবে।

১০.০০।প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান সম্পর্কে আলোচনা

১০.১। **সহ-সভাপতি** বলেন, প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান এবং সংসদ নেতা আলাদা আলাদাভাবে করা।

১০.২। **জাতীয়তাবাদী ডেমোক্রেটিক আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান এবং সংসদ নেতা আলাদা করা গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য নয়। এ বিষয়ে তিনি জোর আপত্তি জানান। জনগণের ইচ্ছাই প্রধান প্রতিফলন হওয়া শ্রেয়। একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী হলে দলীয় প্রধান থাকতে পারবে না এটি কোনো অযোগ্যতা হতে পারে না। আইন করে এরকম বিধান কোনো দেশে নেই। যে সকল দেশে রয়েছে তা কনভেনশন। প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে হতে পারে। কিন্তু আইন করে কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

১০.৩। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলেন, সংসদ নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে হয় না। সংসদীয় দলের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এক্ষেত্রে পার্টির প্রধান হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন। দলীয় প্রধান হওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অযোগ্য হবেন, এটি গণতান্ত্রিক চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের চর্চায় দেখা যায় যে, যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি দলীয় প্রধান হয়নি। ভারতে কংগ্রেসের শাসনামলে মিজ্ সোনিয়া গান্ধী মনমোহন সিংকে দিয়েছিলেন। কিন্তু অপশন থাকা যে, দলীয় প্রধান প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। সংসদ নেতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ট্রেডিশন। কিন্তু পৃথিবীর ২/১টি দেশে অন্য কেউ হয়ে যায়। কার্যপ্রণালি বিধিতে সংসদ নেতার ভূমিকা তেমন নেই। এটি কোনো নির্বাহী কার্য সম্পন্ন করে না। সংসদের রেওয়াজ অনুযায়ী সর্বশেষ স্পিকারই বলে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী যদি সংসদ নেতা না থাকে সেক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হতে পারে। বলা যায় যে, সংসদ নেতা সুপার হুইপ হিসেবে কাজ করে থাকেন। কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী সংসদ নেতা বক্তব্য দেওয়ার পর অন্য কেউ বক্তব্য দেন না। সংসদ নেতা এবং স্পিকারের সমন্বয়ে সংসদে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হবে তা নির্ধারণ করা হয়, এটি অর্নামেন্টাল পজিশন, যেটি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে। পার্টির প্রধান হলে প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নে অযোগ্যতা হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান এবং সংসদ নেতা একই ব্যক্তি হতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

১০.৪। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, **প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদনেতা একই ব্যক্তি হলে সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহজতর হবে।** পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি রয়েছে। আবার অনেক দেশে প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান ভিন্নজন রয়েছে। দেশকে সংস্কারের

তাগিদের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না। ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি থাকলে স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত হবে না সেক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে। দলকে গণতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে দলীয় প্রধান পৃথক থাকা বাঞ্ছনীয়।

১০.৫। **গণসংহতি অধিকার**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দলীয় প্রধান থাকা অবস্থায় মুখ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেননি। একটি পার্টি যখন সরকারে যায় সেক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। পার্টির পলিসি এবং সরকারের পলিসির ভিন্নতা রয়েছে। পার্টির মধ্যে ভারসাম্যের জায়গা দরকার। দেশের ইতিহাস এবং জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় দলীয় প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী পৃথক হওয়া দরকার। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে রাজনৈতিক দলের প্রধান থাকবে না। সাধারণত সংসদীয় দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদনেতা একই ব্যক্তি থাকার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

১০.৬। **জাতীয় নাগরিক পার্টির** প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশে লেখাপড়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ জায়গায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু কেউ যদি রাজনীতি করতে চায় তাহলে সেখানে বদ্ধ জলাশয় হয়ে যায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কোনো জেনারেশন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি। বরং প্রতি পাঁচ বছর পরপর বিকল্প কে হবে এই ধারা খুঁজতে হচ্ছে। এক ব্যক্তি যদি একইসঙ্গে দলের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী থাকেন সেক্ষেত্রে বিকল্প নেতৃত্ব বিকশিত হয় না। তাই প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান এবং সংসদ নেতা ভিন্ন ভিন্ন হলে গণতন্ত্র বিকশিত হবে। সরকার গঠনের পর দলের প্রধান চাইলে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে দলের প্রধান পদটি ছেড়ে দিতে হবে।

১০.৭। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির** প্রতিনিধি বলেন রুলস্ অব বিজনেসে প্রধানমন্ত্রী এবং লিডার অব দি হাউস একই ব্যক্তি। লিডার অব দি হাউস হিসেবে তিনি পার্লামেন্টে সবার বক্তব্যের পর বক্তব্য রাখেন। দেশে লিডার অব দি হাউস এবং প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হওয়ার প্রচলন আছে। তাই লিডার অব দি হাউস এবং প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনতার পর থেকে দলীয় প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি একই ব্যক্তি ছিলেন। পার্টি প্রধান কে হবে তা পার্টি সিদ্ধান্ত নিবে। দলের পক্ষ থেকে যে ঘোষণাগুলো আসবে আর সরকারে যাওয়ার পর সেই ইশতেহারগুলো বাস্তবায়িত হবে। ইশতেহারের বাইরে কোনো প্রস্তাব আসলে পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত হবে। তাই একই ব্যক্তি পার্টি প্রধান, লিডার অব দি হাউস এবং প্রধানমন্ত্রী থাকার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

১০.৮। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির** প্রতিনিধি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দলীয় প্রধান হিসেবে থাকলে কোনটা দলীয় সিদ্ধান্ত আর কোনটা সরকারি সিদ্ধান্ত তা আলাদাভাবে বুঝতে সমস্যা হয়। একজন ব্যক্তি যতই গুরুত্বপূর্ণ হন এবং যতই মেধাসম্পন্ন হন না কেন তার উপর যাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়। যখন কোন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হচ্ছেন তখন তিনি ওই দলের প্রধানমন্ত্রী নন সমগ্র দেশের প্রধানমন্ত্রী। এখানে কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট-এর ঝুঁকি থাকে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ লিডার অব দি হাউস হিসেবে থাকতে পারবেন কিন্তু কোনোভাবেই দলীয় প্রধান হিসেবে থাকা উচিত নয়।

১০.৯। **সহ-সভাপতি** বলেন, আজকের জন্য সংলাপ মুলতুবি করছি। আশা করি আগামীকাল সাড়ে ১০টায় শুরু করব। এ আলোচনা থেকেই শুরু করা হবে।

[অতঃপর বিকাল ৫:১৫ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অদ্যকার বৈঠক শেষ হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক সংলাপের ২১ জুলাই ২০২৫ তারিখের ১৬তম বৈঠকের সারসংক্ষেপ

৪ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২১ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : ৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক সংলাপের ১৬তম বৈঠকের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ০৪ শ্রাবণ ১৪৩২/২১ জুলাই ২০২৫

সময় : সোমবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (টীম লিডার) (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি **বিকল্প প্রতিনিধি** রোকনুজ্জামান, পর্যবেক্ষক সদস্য, স্থায়ী কমিটি	

৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আরিফুল ইসলাম আদিব, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক (২) কামরুল আহসান অপু, দপ্তর সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য (২) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) মীর মোফাজ্জল হোসেন মুশতাক, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি (৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	

১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মো. মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	ড. আবু ইউসুফ সেলিম, মহাসচিব	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফট্সম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক।

গ. জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

১. প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান;

২. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৭.০০। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার সংলাপের শুরুতেই ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী আন্দোলনসমূহে বীর শহিদ এবং বিশেষ করে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে যে সকল অকুতোভয় ছাত্র, তরুণ, কিশোর, সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে এই দেশকে এক

ভয়ংকর ফ্যাসিবাদ মুক্ত করেছেন; সে সকল অকুতোভয় বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। জুলাই অভ্যুত্থানকালে যারা আহত হয়েছে এবং নানারকম ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি তিনি গভীর সহানুভূতি জানান এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

৮.০০। কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ অত্র সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল/জোটের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বিভিন্ন কমিশনের দেওয়া প্রস্তাবগুলোকে সকলের সামনে হাজির করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সকলের বক্তব্যে অনেক ক্ষেত্রে একমত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দ্বিমত আছে। রাষ্ট্র কাঠামো এবং শাসন ব্যবস্থার অর্থে যেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলো পুনর্বার আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হয়েছে। কোনো কোনো বিষয়ে নোট অব ডিসেন্টে ঠেকেছে। ৩১ তারিখের মধ্যে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হলে আমাদেরকে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকলে তা জাতীয় সনদে উল্লেখ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ, ৫৩ বছরের সংগ্রাম এবং গত বছরের যে অভাবনীয়, অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের রক্তপাত এবং প্রাণনাশ সেগুলোকে মনে রেখে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকে পিছানোর কোনো সুযোগ নেই বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। কমিশনের কাছে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশন জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দিবে না। সকলে যেভাবে সহযোগিতা করছে তার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করেন এবং অবশ্যই সকলে মিলে এক জায়গায় উপনীত হওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি আশা রাখেন।

৯.০০। **আলোচ্য বিষয় : প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান**

৯.০১। **সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ**

প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ

- একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা;
- দুইবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।

৯.০২। **আমার বাংলাদেশ পার্টির বক্তব্য :** constitutional convention-এ রাজনৈতিক পরহেজগারিতা যদি না থাকে তাহলেconstitutional conventionকাজ করবে না। কারণ প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তাদের অনেক কিছু না লিখা থাকলেও চলে। ওয়েস্ট মিনিস্টার ডেমোক্রেসির উদাহরণ দিয়ে দলটির প্রতিনিধি বলেন, ২০১০ সালে ডেভিড ক্যামেরুন যখন প্রধানমন্ত্রী তখন কনজারভেটিব পার্টি তখন মেজরিটি পায়নি। তাকে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট গঠন করতে হয়েছিল। ২০১৫ সালে যখন দ্বিতীয়বার নির্বাচন হয় তখন কনজারভেটিভ পার্টি মেজরিটি পায়, কোয়ালিশন করতে হয়নি। মানে ডেভিট ক্যামেরুনের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল। জনপ্রিয়তা বাড়ার পরেও বেক্সিট-এর পর ডেভিট ক্যামেরুন পলিটিক্যাল ইনটিগ্রিটি বা যাকে রাজনৈতিক পরহেজগারিতা বললাম সে অনুযায়ী তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। আমাদের দেশে তার উল্টো চিত্র। এখানে constitutional conventionকাজ করবে না। ব্রিটেনে যেহেতু কোডিফাইড কনস্টিটিউশন নেই, এজন্য constitutional convention দিয়ে তারা কাজ করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশে যেহেতু কোডিফাইড কনস্টিটিউশন আছে সেহেতু এখানে কোডিফাই না করে শুধু conventionআকারে রেখে দিলে এটি কাজ করবে না। দ্বিতীয় বিষয় হলো, দলীয় প্রধান এবং সরকারের কোনো পদে থাকার বিষয়ে আমাদের দলের গঠনতন্ত্রে রাখা হয়েছে যে আমরা কখনও সরকার গঠন করলে দলীয় প্রধান উক্ত পদ হতে পদত্যাগ করে সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে যাবেন। তৃতীয় বিষয় হলো, সেপারেশন অব পাওয়ারের বিষয়টি আমাদের দেশে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হবে নাকি এর সঠিক ব্যবহার থাকবে। সেপারেশন অব পাওয়ারের

বিষয়টি আলাদা করতে হলে একই ব্যক্তির একাধিক পদে থাকার যে বিষয়টি অর্থাৎ একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী, পার্টির প্রধান এবং সংসদ নেতা এটি আলাদা করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

৯.০৩। **জাতীয় গণফ্রন্ট-এর বক্তব্য :** একই ব্যক্তি একাধিক পদে থাকলে তার স্বৈরাচারী হয়ে উঠার প্রবণতা থাকে। দলের মধ্যে যদি তাকে বিমুক্ত করা না হয় একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী, দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হলে পূর্বের পরিস্থিতি বহাল থাকবে। তাই তারা মনে করে প্রধানমন্ত্রী হলে দলীয় প্রধান থাকতে পারবেন না বা দলীয় প্রধান হলে প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদীয় দলের নেতা বা সংসদ নেতা একই ব্যক্তি হতে পারে। ব্যক্তির চেয়ে দল বড় এ কথাটি বলা হলেও কার্যত ব্যক্তিই বড় হয়ে যান। সে কারণে তারা দৃঢ়ভাবে মনে করেন যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি দলীয় প্রধান হবেন না বা যিনি দলীয় প্রধান হবেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন না। যারা ক্ষমতায় যাবেন তাদেরকে স্বৈরাচারী মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। তা না হলে আবার গণ-অভ্যুত্থান হবে।

৯.০৪। **এনসিপি'র বক্তব্য :** দলের প্রধান নির্বাচিত হয় দলের কাউন্সিলের মাধ্যমে আর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন পার্লামেন্টারি দলের সদস্যরা। রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশনের সময় নির্বাচন কমিশন এ ধরনের কোনো শর্ত আরোপ করেনি। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। এটির সঙ্গে রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন সাংঘর্ষিক। এটি নির্ধারণ করে দেওয়া যাবে না যে কে সেই দলের প্রধান হবেন আর সেই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। জনগণ যে দলকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করবে সেই পার্লামেন্টারী বোর্ড নির্ধারণ করবে কে প্রধানমন্ত্রী হবে। ইতঃপূর্বে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দলের প্রধান এবং রাষ্ট্রপতি ছিলেন। বেগম খালেদা জিয়াও দলের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া ইউকে এবং ইন্ডিয়াসহ অনেক দেশেই তা রয়েছে।

৯.০৫। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন** আরপিও-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু করা যাবে না তা ঠিক নয়। সংবিধান হলো সুপ্রিম ল, কিন্তু আরপিও সুপ্রিম ল নয়। এখন আমরা যা করতে যাচ্ছি তা অনেক কিছুই বিদ্যমান সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৯.০৬। গণফোরামের বক্তব্য : গণফোরামের গঠনতন্ত্রে আছে যে, যিনি প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার বা মন্ত্রী হবেন তিনি দলের প্রধান থাকতে পারবেন না। দলের প্রধান সংসদ নেতা হওয়ার বিষয়ে তাদের গঠনতন্ত্রে কোনো বাধা নেই।

৯.০৭। **বাংলাদেশ জাসদের বক্তব্য :** দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা যদি আলাদা আলাদা ব্যক্তি হন এটি একটি আদর্শ অবস্থান। গণফোরামের মতো তাদের দলের গঠনতন্ত্রেও আছে যে দলীয় প্রধান এবং মন্ত্রী একই ব্যক্তি হবেন না। কারণ পাওয়ার এবং পার্টি আলাদা হতে হবে। তবে সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রীর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.০৮। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য :** তাদের দলীয় অবস্থান হলো প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রধান না থাকার বিষয়ে তারা সমর্থন করেন। সংসদ নেতা থাকতে পারেন। দলকে সরকার থেকে আলাদা রাখা প্রয়োজন বলে তারা মনে করে। অনেক দলের মধ্যেও এরকম করা হয়েছে যে একই ব্যক্তি একাধিক জায়গায় দায়িত্ব পালন করবেন না। তবে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে এ বিষয়টি রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। চাপাচাপি করে ঐকমত্যে আনা শোভনীয় হবে না।

৯.০৯। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর বক্তব্য :** সংবিধানকে যুগোপযোগী করার জন্যই এখানে বসা হয়েছে। তাদের দল যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাসী, একক নেতৃত্বে নয়। রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে দলের প্রধান এবং সরকার প্রধান একই ব্যক্তি হলে সমস্যা হবে কি না সে বিষয়ে বাসদ মনে করে সরকারপ্রধান দল পরিচালনা করলে দলের কাজে কিছু ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তবে তারা এটিও মনে করে যে, এটি আইন করে বাধ্যবাধকতা করার দরকার নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো নির্ধারণ করবে যে, তাদের দলের প্রধান দলের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে সরকার প্রধানের কাজ করবেন কি না বা সরকার প্রধান তার

কাজে ব্যাঘাত ঘটিকে দলের প্রধান থাকবেন কি না। সংবিধানের পার্ট করে বাধ্যবাধকতা না করে একই ব্যক্তি দলের প্রধান এবং সরকার প্রধান না করার জন্য সুপারিশ হিসেবে বলা যেতে পারে।

৯.১০। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ :** ইতঃপূর্বের আলোচনায় তাদের প্রস্তাব ছিল প্রধানমন্ত্রী দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা আলাদা আলাদা ব্যক্তি হবেন। প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা একই ব্যক্তি হলে যদি দেখা যায় যে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তাহলে তা করা যেতে পারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি হতে পারবেন না।

৯.১১। **বাংলাদেশ নেজামী ইসলাম পার্টির বক্তব্য :** সংবিধান সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আলোচনার সময় তারা বলেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা একই ব্যক্তি হবেন এবং দলীয় প্রধান আলাদা হবেন। অনেক দলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও বছরের পর বছর দেখা যায় যে তাদের দলের পদপদবির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। এটি গণতন্ত্র নয়। বাংলাদেশ নেজামী ইসলাম একটি পুরাতন রাজনৈতিক দল। ১৯৪৫ সালে এই দলের জন্ম। তাদের দলের বিধান হলো কোনো ব্যক্তি দুইবারের বেশি কোনো পদে থাকতে পারবেন না এবং একাধিক পদে থাকতে পারবেন না। গণতান্ত্রিক চর্চা এবং নেতৃত্বের বিকাশ হওয়ার জন্য তারা এটি করেছেন। দলের প্রধান প্রধানমন্ত্রী হলে সমস্যা হলো দলের প্রধান একটি সীমিত জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করেন কিন্তু যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি দেশের সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাই তারা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, দলের প্রধান যিনি হবেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন না। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে তারা একমত দিয়েছেন।

৯.১২। গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য : খাদ্য তৈরি করার জন্য আগুন খুব প্রয়োজন কিন্তু খাদ্যের উপকরণ না থাকলে খাদ্য মানেই আগুন বলা যায় না। একইভাবে গণতান্ত্রিক উপাদান না থাকলে শুধু ভোট ভোট করে গণতন্ত্র নিশ্চিত করা যায় না। আগুন মানেই যেমন খাদ্য নয়, ভোট মানেই গণতন্ত্র নয়। তার মধ্যে গণতান্ত্রিক উপাদান থাকতে হবে। আমরা নতুন করে গণভবন বানাতে চাই না। এক ব্যক্তির হাতে যিনি আইন প্রণয়নে মালিক, যিনি নির্বাহী ক্ষমতার মালিক তিনি দলেরও মালিক এ ধরনের আইন বাংলাদেশের মানুষ আর দেখতে চায় না। কোন দেশে কী আছে, কোন দেশে কী প্র্যাক্টিস আছে এইসব উদাহরণও দেখতে চায় না। এদেশের মানুষ জীবন দিয়ে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে বারবার শিখেছে। ভগবান তৈরির ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

৯.১৩। ১২ দলীয় ঐক্য জোটের বক্তব্য : ঐকমত্য কমিশনে ইতঃপূর্বে আলোচনার মাধ্যমে অনেক বিষয় সিদ্ধান্ত হয়েছে। যেগুলো গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। আজকের যে বিষয়টি সেটি খুব মৌলিক সংস্কারে পড়ে বলে মনে হয় না। এটি একটি গণসংস্কার। একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের পর সংসদীয় কমিটিতে যদি সেই দলের প্রতিনিধিরা একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং পরবর্তীকালে দলীয় কাউন্সিলে যদি যে একই ব্যক্তিকে দলীয় প্রধান নির্বাচিত করেন তাতে করে শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের গণতন্ত্রে কী সমস্যা হবে তা বোধগম্য নয়। অনেক রাজনৈতিক দল বলেছে তাদের দলের গঠনতন্ত্রে এই প্রভিশন রেখেছেন যে, সেই দল ক্ষমতায় গেলে দলীয় প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী আলাদা ব্যক্তি হবেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তারা যখন ক্ষমতায় আসবেন তখন যেন এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। এখন রাজনৈতিক দলের অধিকার খর্ব করার অধিকার আছে বলে আমরা মনে করি না। এটি রাজনৈতিক দলের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়। অনেক দেশেই তা রয়েছে।

৯.১৪। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস :** কমিশন যে প্রস্তাব করেছে তারা এটিতে আংশিকভাবে একমত। একই ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এবং দলীয় প্রধান হতে পারবেন না। এটি দলীয় অধিকার নয়, রাষ্ট্রের অধিকার। দল অবশ্যই দলীয় প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী দলের প্রধান থাকবেন না। তাই যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি দল থেকে পদত্যাগ করবেন এটিই হওয়া উচিত। আমাদের দেশে বিগত ৫৩ বছরের ইতিহাসে একই ব্যক্তি দলীয় প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নজির সুখকর নয়। এক নেতা এক দেশ এই স্লোগান অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, এটি বন্ধ করতে হবে। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রী যাতে রাষ্ট্রকে সময় দিতে পারেন, রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে দলের ক্ষমতার ভিত্তি না বানাতে পারেন এই ব্যবস্থা

করতে হবে। তাই তারা মনে করে একই ব্যক্তি দলের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে তিনি দলের পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। সংসদ নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি নেই।

৯.১৫। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির বক্তব্য :** তারা পুরাতন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চান না। তাদের দলীয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই দল আসামের ক্ষমতায় গিয়েছিল, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেননি। তাঁর দলের সাধারণ সম্পাদককে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। পাকিস্তানের সময় তিনি আওয়ামী লীগ দল গঠন করেছিল এবং ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়েছিল। কিন্তু দলের সাধারণ সম্পাদক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেশ পরিচালনার চেষ্টা করেছিলেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী শত বছর আগে যে চিন্তা করেছিলেন, যে চেতনা নিয়ে দেশ গড়েছিলেন আজকে শত বছর পর সেই চিন্তা চেতনাকে নতুনভাবে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। তাই তারা চায় এক ব্যক্তির হাতে সকল ক্ষমতা না থেকে ক্ষমতার ভাগবণ্টন হোক। যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী, কোনো দলের নয়। সুতরাং যিনি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি যদি একটি দলের প্রধান হন তাহলে ক্ষমতাকে দুইভাগে ভাগ করতে হয়।

৯.১৬। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** ভাসানী জনশক্তি পার্টির বক্তব্যে যা বোঝা যায় তা হলো দলের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী একজন হওয়া উচিত না। কিন্তু সংসদ নেতা হলে আপত্তি নেই।

৯.১৭। **রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলনের বক্তব্য :** তারা সংবিধান সংস্কার কমিশনে দেওয়া প্রস্তাবে তিনটি পদে আলাদা আলাদা ব্যক্তি হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এখন তাদের অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করে তারা মনে করছেন যে, সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী এক ব্যক্তি হলে অসুবিধা নেই। দলীয় প্রধান ভিন্ন হওয়া উচিত। যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন যে, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদীয় দলের মাধ্যমেই তিনি ক্ষমতায়িত হন। সেক্ষেত্রে একই ব্যক্তি না হলে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যেখান থেকে ক্ষমতায়িত হলেন সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয়ত তারা মনে করেন যে, ক্ষমতায় যাওয়ার পর সেই দলকে সার্বক্ষণিক জবাবদিহিতার মধ্যে থাকতে হয়। সংসদ নেতা অন্য একজন হলে ততটা জমবে না। প্রধানমন্ত্রী জবাবদিহিতা করলে যতটা জমবে। তৃতীয়ত হলো কোনো দল ক্ষমতায় গেলে তারা কিছু আইন পরিবর্তন করে। শুধু সরকার চালাবে তাই নয়। বাংলাদেশে যে কালচার তাতে যিনি দলীয় প্রধান হন তিনি তা আর ছাড়তে চান না। এটি দলীয় গণতন্ত্রে বড় বাধা। দলীয় প্রধানকে ভিন্ন কাউকে করলে সেক্ষেত্রে একটু সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে মনে হয় মোটামুটি সবাই একটি ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হবে।

৯.১৮। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের বক্তব্য :** বিদেশে কী আছে না আছে তা না দেখে আমাদের দেশের কথা চিন্তা করতে হবে। আমরা ইউরোপ আমেরিকার মতো গণতান্ত্রিক মনোভাবে যেতে পারিনি। এজন্য আমাদের দেশের হিসেবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। সংবিধান সংস্কার কমিশনে প্রেরিত মতামতে তারা তিনটি পদে তিনজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি হবেন মর্মে মতামত দিয়েছিলেন। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এখন মনে করে প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা একজন হতে পারে। দলীয় প্রধান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অতীত অভিজ্ঞতা হলো এতে দলের আধিপত্য এবং জুলুম সৃষ্টি হয়। তাই দলীয় প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হওয়া যাবে না।

৯.১৯। **জেএসডি :** অনেকে বলছেন যে, যারা ক্ষমতায় যাবেন তারা ঠিক করবেন। এ বিষয়ে জেএসডি দ্বিমত পোষণ করে। কারণ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আজকে উন্নত এবং ভালো কিছু করার জন্য এখানে বসা হয়েছে। স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এটি হওয়ার কথা নয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার যে অপব্যবহার, দুঃশাসন এর মূল কারণ কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আমাদের উদ্দেশ্য। সমস্ত কিছু এক বিন্দুতে থাকলে তাকে ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার জায়গা তৈরি হয়। এ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কাজ করা হচ্ছে। তাই জেএসডি'র পক্ষ হতে তিনটি পদে আলাদা ব্যক্তি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আলোচনায় ঐকমত্যে পৌছার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা এক ব্যক্তি হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার কথা উঠেছে। দলীয় প্রধান আলাদা ব্যক্তি হবেন। ঐকমত্যের স্বার্থে জেএসডি এ প্রস্তাবে একমত পোষণ করে।

তবে অনেক দলে তাদের দলীয় পর্যায়ে নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক স্বৈরাচারী পন্থা রয়েছে বা যে বিধান কার্যকর আছে সেটি গণতান্ত্রিক নয়।

৯.২০। **আমজনতার দলের বক্তব্য : ১/১১**-এর সরকারের পর এ আলোচনাটি এসেছিল। তখন পেশাগত জায়গা থেকে তার এ বিষয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংস্কার আনার কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত উলটো হওয়ার কারণে শেখ হাসিনার মতো স্বৈরাচারীকে জন্ম দিয়েছিল। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ২৪-এর জুলাই এর পর প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়েছে। এখন দলীয়ভাবে ঠিক আগের মতো কাজ করবে না বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে আইন করে তাদের নেতা নির্বাচনের বিষয়টি নিষিদ্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি ধোপে টিকবে না। সেই বাস্তবতার নিরিখে তারা কমিশনের প্রস্তাব সমর্থন করছেন না। তাত্ত্বিকভাবে এটি সমর্থন করলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং পেছনের কলাকৌশল বিবেচনায় তাদের দলের পক্ষ হতে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৯.২২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য :** প্রস্তাবনার মূল অবজেকটিভ হলো আমরা ক্ষমতার ভারসাম্য চাই। যেখানে যেখানে ত্রুটিবিচ্যুতি আছে সেটি মেরামত করে আগামী দিনে দেশটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা বেশকিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একই ব্যক্তির একাধিক পদে না থাকার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্ষমতার ভারসাম্য গণতন্ত্রের অন্যতম উপাদান। সেই গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করতে হলে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। এক্ষেত্রে একসাথে সম্ভব নয়। সে কারণে তাদের দলের পক্ষ হতে ক্রমশ আগানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী একব্যক্তি না হলে কিছু সমস্যা হবে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংসদ নেতার ফ্যাংশন অনেক কিছুতেই সম্পৃক্ত। তাই তাদের দলের পক্ষ হতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি সংসদ নেতা হবেন। দলীয় প্রধানকেও এক জায়গায় নিয়ে আসলে দলের মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি হয়। ব্যক্তি নিজেও স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে যায়। তাই সংসদের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা করতে চাইলে দলীয় প্রধানকে এখানে না আনা ভালো। দলের মধ্যেও গণতান্ত্রিক চর্চা আরও বাড়াতে চাইলে পাওয়ারের ব্যালেন্সের জায়গাটা খুব জরুরি।

৯.২৩। **বাসদ মার্কসবাদী দলের বক্তব্য :** তাদের দলীয় অবস্থান যা আগে বলেছিলেন তা হলো দলীয় প্রধান, সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী আলাদা আলাদা ব্যক্তি হবেন। অর্থাৎ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবটি তারা সমর্থন করেছিল। এখন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থান কিছুটা সংশোধন করছেন। সে অনুযায়ী সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী একজন থাকতে পারে এবং দলীয় প্রধান আরেকজন হবেন। তিনি মনে করেন এটিকে একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসেবে চালু করা যেতে পারে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা করার প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন না। কমিশন এটিকে কীভাবে দেখছে তিনি জানতে চান।

৯.২৪। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে কারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে বিষয়টি সেটি যেহেতু এভাবে বিধিবিধান না করলে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু কমিশন মনে করে যে এ বিষয়ে যদি রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়া যায়, নীতিগতভাবে একই ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা যাতে না থাকে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে দল এবং সরকারের মধ্যে যে পার্থক্য সেটি যেন তৈরি করা যায় সেজন্যই প্রস্তাবটি করা হয়েছে।

৯.২৫। **১২ দলীয় ঐক্য জোটের বক্তব্য :** যে প্রস্তাবটি আনা হয়েছে এটি গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। দলীয় প্রধান কীভাবে নির্বাচিত হন এবং প্রধানমন্ত্রী কীভাবে নির্বাচিত হন সেটি অনেকেই ব্যাখ্যা করেছেন। তারা সেই জায়গাটিকে সংকুচিত করার পক্ষে নয়। এছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানদণ্ড থাকা উচিত বলে তারা মনে করে। এটি কি ভোটের জায়গায় চলে যাচ্ছে কি না তিনি জানতে চান। এটি অনুমান করা যায় যে, যারা ক্ষমতায় যাবেন বলে মনে করে তারা প্রস্তাবটিতে আপত্তি করছেন। যারা ক্ষমতায় যাবেন না বলে মনে করছেন, তারা ৩টি পদে আলাদা আলাদা ব্যক্তি চেয়ে গণতন্ত্রকে হাত পা বেঁধে দিতে চাচ্ছেন।

৯.২৬। **এনসিপি'র বক্তব্য :** কে ক্ষমতায় যাবে আর কে ক্ষমতায় যাবে না সেটি এখানে নির্ধারণ করার বিষয় নয়। যারা এ কথা বলে তাদের জনসমর্থন কী আছে এটি নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। আলোচনা হচ্ছে যে, একই ব্যক্তি ৩টি পদে থাকতে পারবেন কি না? ৩টি আলাদা পদ। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে আইনসভা, সরকার এবং রাজনৈতিক দল এ ৩টি জায়গাকে আলাদা করতে হবে চেক এন্ড ব্যালেন্সের জন্য। এখানে ভবিষ্যতে কে ক্ষমতায় যাবে সেটিকে আটকানোর জন্য নয়। রাজনৈতিক দলের প্রধান, প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এটি বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী হলে রাজনৈতিক দলের প্রধানের পদটি ছেড়ে দিতে হবে।

৯.২৭। **এবি পার্টির বক্তব্য :** বিএনপির ৩১ দফা প্রস্তাবে আইনসভা, মন্ত্রিসভা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ও বিচারবিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। বিচার বিভাগের প্রধান রাজনৈতিক দলের কাউকে করা হয় না। তেমনিভাবে আইন বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগকে আলাদা করা না হলে নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ, সংসদ নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান একই ব্যক্তি হয়ে যাচ্ছে। এর আগে দেখা গেছে যে প্রধানমন্ত্রী গণভবনে দলের সম্মেলন করেছেন এবং দলের কাজে সরকারি অর্থ খরচ হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী দলের কাজে বিভিন্ন জেলা সফর করেন। ফলে সরকারের অর্থের অপচয় এবং সরকারের ক্ষমতা অপব্যবহারের সুযোগ থাকে।

৯.২৮। **এনডিএম এর বক্তব্য :** সংসদীয় কমিটিকে ক্ষমতা দেওয়া হলে ক্ষমতার ভারসাম্য চলে আসবে। সংসদ নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী আলাদা করার দরকার নেই। এখানে ইউকে-এর ডেভিড ক্যামেরুনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দলীয় প্রধান থাকার বিষয়ে তিনি একই দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, টনি ব্লেয়ারের নিউ লেবার প্রজেক্ট লেবার পার্টি যেটি করেছিল সেটি বাস্তবায়ন করতে পেরেছিল কারণ একইসঙ্গে তিনি লেবার পার্টির প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী ছিল। মার্গারেট থেচারের ক্ষেত্রেও একই উদাহরণ। জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল দীর্ঘদিন দলীয় প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। একই ব্যক্তি দলীয় প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চুক্তি করার ক্ষেত্রে তারা মনে করেন যে, আমরা এমন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করছি যার ক্ষমতা রয়েছে এটি বাস্তবায়ন করার।

৯.২৯। **বিএনপি :** তিনটি পদকে যেভাবে আলাদা করা হয়েছে তার মধ্যে দলীয় প্রধানটি একটি পদ। প্রধানমন্ত্রীকে লেজিসলেচারের প্রধান বলা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী লেজিসলেচারের প্রধান নন। স্পিকার হচ্ছেন লেজিসলেচারের প্রধান। সেখানে এক্সিকিউটিভ ফ্যাংশন নেই। প্রধানমন্ত্রী সেখানে ফ্যাংশন করেন একজন এমপি হিসেবে। এখানে সেপারেশন অব পাওয়ারের বিষয়ে যা বলা হচ্ছে এখানে ওভারলেপিং বা কোনো ব্যত্যয় হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে দলের প্রধান এমপি হয়ে আসতে পারেন না। তখন অন্য সদস্যদের মধ্য হতে সংসদীয় দলের প্রধান নির্বাচন করা হয়। এটি কোনো আলাদা ইনস্টিটিশনাল পদ নয়। যিনি দলের প্রধান থাকবেন তিনিই যে সংসদ নেতা বা প্রধানমন্ত্রী হবেন এমন কোনো কথা নেই। তবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দলের প্রধানকে যাতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য অযোগ্য করা না হয় সেটি আমাদের যুক্তি। সংসদীয় দল যদি ইচ্ছা করে দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী করবেন করতে পারবেন। অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাইলে পার্টির প্রধানের থাকার সুযোগ নেই।

কিন্তু সুযোগটি রাখা উচিত। শুধু সংস্কারের জন্য সংস্কার করতে চাইলে সেটি ভিন্ন বিষয়। বাস্তব বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এর পরেও যদি সকলে মনে করে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাহলে ডিসেন্ডিং ভয়েস দিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

৯.৩০। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, এ বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কমিশন দুপুরে একত্রে বসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে।

১০.০০। আলোচ্য বিষয় : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

<u>কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধিত প্রস্তাব</u>–

সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লিখিত হবে।

১০.০১। **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি** বলেন, সংবিধান সংস্কার কমিশন হতে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যে ৩টি আদর্শের কথা বলা হয়েছে সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার এগুলো যেন অন্তর্ভুক্ত হয়। তার সঙ্গে গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদ যুক্ত করা হয়েছিল। সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ হতে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিদ্যমান ৪ মূলনীতির রিপ্লেসমেন্ট করতে বলা হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে মতামত চাওয়া হলে বহুত্ববাদ নিয়ে অনেক দলের পক্ষে আপত্তি উঠে। ফলে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং গণতন্ত্র এ ৪টিকে রাখা হয়। কেউ কেউ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনর্বহালকৃত ৭২ সালের ৪টি মূলনীতি বহাল রাখার পক্ষেও বলেছিল। কেউ কেউ পঞ্চম সংশোধনীর পর মূলনীতিগুলো যে অবস্থায় গিয়েছিল সেখানে ফিরিয়ে নিতে চান। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মূলনীতির বিষয়ে **১৯৭২** সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রের আলোকে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল যে, সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে যা যা আছে তা অব্যাহত থাকুক বা পরিবর্তিত হোক সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি উল্লিখিত হবে।

১০.০২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বক্তব্য :** ঐকমত্য কমিশন যে বক্তব্য দিয়েছে তারা এ বিষয়ে শতভাগ একমত। ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংবিধানের ৮ম অনুচ্ছেদে পঞ্চদশ সংশোধনীতে যেভাবে সংশোধিত হয়েছে তার উপর আদালতে একটি রায় হয়েছে এবং সে বিষয়ের উপর আপিলও হবে। আদালতের রায়ে ৬টি বিষয়ের মধ্যে এটি উল্লেখ করা হয়নি। রাষ্ট্রের মূলনীতি যেভাবে আছে সেভাবেও যদি থাকে বা ১৫তম সংশোধনী যদি আদালতে অসাংবিধানিক ঘোষণা হয়, সেটির প্রেক্ষিতে যদি legislature আবার বিবেচনা করে নতুন মূলনীতি তৈরি করে সে বিষয়ে তাদের দলের পজিশন আলাদা আছে, সেক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। তারা সংবিধানের ৫ম সংশোধনী যেভাবে আছে সেভাবে চান। তবে, এ বিষয়ে সংবিধান সম্পর্কে বলেন যে, সংবিধানের মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ৮ এবং preamble-সহ কিছু কিছু অনুচ্ছেদ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তখনকার বিদ্যমান সংবিধানের বিধান অনুসারে গণভোটের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গণভোট নেওয়া হয়নি। সুতরাং ১৫তম সংশোধনীটি nul and void. সংবিধানের বিষয়ে যেহেতু আদালতে চ্যালেঞ্জ আছে সেহেতু কোর্ট থেকে একটি verdict আসবে, নাও আসতে পারে। যেহেতু রায়ে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী সংসদে রাজনৈতিক দলগুলো সিদ্ধান্ত নিবে। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার' এগুলো মূলনীতিতে উল্লেখ করতে সম্মত হয়েছেন। গণতন্ত্র বিদ্যমান মূলনীতিতেও আছে, সংবিধানের ১৫শ ও ৫ম সংশোধনীতেও আছে। বাকি রইলধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি। বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান ও আগের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির বিষয়টি প্রোটেক্টেড আছে বিধায় উল্লেখ থাকতে কোনো সমস্যা নেই।

১০.০৩। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য :** বিষয়টি যেভাবে সম্মানিত সহ-সভাপতি উত্থাপন করলেন এবং বিএনপি'র নেতা ব্যাখ্যা করলেন, তাতে আলোচনার পরিধি বেড়ে গেল। সংবিধান সংস্কার কমিশনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় তাদের বক্তব্যে বলেছিল, মূলনীতি হিসেবে যা আছে তার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণাপত্রে যে ৩টি মূলনীতি আছে সেটি এখানে যুক্ত করা যেতে পারে। গতকাল ও আজকের হাউজে কমিটির অবস্থান ২ বার পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে বলেন, আজকের সকালে যেটি দেওয়া হয়েছে, তাতে বিদ্যমান মূলনীতি যা আছে বা পঞ্চদশ সংশোধনীর পরে যা আছে, তার বিকল্প হিসেবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাবনা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল একমত নয়। প্রতিস্থাপনের লক্ষ্য নিয়েই কি

প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হয়েছে কি না তা তিনি কমিটির কাছে জানতে চান। সেটি যদি করা হয়ে থাকে, তবে তার সঙ্গে তারা একমত নয়। তিনি মাননীয় সহ-সভাপতির কাছে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবি করেন।

১০.০৪। **কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন,** প্রতিস্থাপনের কোনো রকমের প্রস্তাব তারা করেননি। সংবিধান সংস্কার কমিশন গত ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের যে প্রতিবেদন দিয়েছিল, সেখানে সুস্পষ্টভাবে প্রতিস্থাপনের কথা বলেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনায় যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, যেহেতু আলোচনায় যুক্ত করা মানে বিরাজমান অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা। আসলে সেটি প্রতিস্থাপন হয় না। গতকাল ও আজকের পার্থক্যের কারণটা হলো এই যে, গতকাল এটি পাঠানোর পরে এবং আগেও যখন এটি পুনঃস্থাপিত হয়েছিল তখন কেউ কেউ খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছিল পরিবর্তিত হওয়ার বিষয়ে তারা রাজি নয়। অব্যাহত থাকা অবস্থায় এর সঙ্গে যুক্ত করা হলে তারা একমত হবে। কোনো অবস্থাতেই পরিবর্ধিত হোক এর মধ্যে তারা যাবে না। এটা তাদের মূলনীতির অবস্থা। গতকাল এটি পাঠানোর পর দু'একটি দল বলতে চেয়েছে যে, মূলনীতি পরিবর্তনে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে। আসলে তারা বিদ্যমান অবস্থায় যুক্ত করতে চান। গণতন্ত্র সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীসহ মূল সংবিধানে রয়েছে। আর ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির বিষয়টি আলোচনা থেকে এসেছে। অব্যাহত থাকুক বা পরিবর্তিত হোক তা জনপ্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নিবে। কমিশনের উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের জায়গাটা যেন সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে নিশ্চিত করা যায়। এটা আমাদের একাত্তরের অঙ্গীকার, এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার, এটা আমাদের আদর্শ। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার-এর বিষয়টি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালিত করেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা আমাদের দীর্ঘদিনের ইতিহাস যা সংবিধানের একাধিক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া এদেশ সম্প্রীতির দেশ। এই অর্থেই প্রস্তাবটি আনা হয়েছে।

১০.০৫। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য :** রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বিষয়ক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে সংশোধিত যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হয়েছে তা বিদ্যমান মূলনীতির রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি মাননীয় সহ-সভাপতির মতামতের সঙ্গে একমত যে, তিনি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করতে চাননি বা বলেননি। যাতে কোনো ভুল বোঝার সুযোগ না থাকে সেভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বিদ্যমান মূলনীতির বিষয়ে আমরা কোনো আলোচনা করছি না। বিএনপির পক্ষ হতে যা বলা হলো উচ্চ আদালতে একটি মামলা আছে, সেটির রায় কী হবে আমরা জানি না। তাই সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করছি না। এটি আমাদের মোটামুটি একটি বোঝাপড়া। এখানে ভুল বার্তা যাওয়ার একটি আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। তাই সে বিষয়ে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১০.০৬। **মাননীয় সহ-সভাপতি বলেন,** আজকের এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ হাতে সময় সীমিত। কীভাবে শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ উল্লেখ করলে এটি রিপ্লেসমেন্ট মনে হবে না তা প্রস্তাব করার আহ্বান জানান।

১০.০৭। **সিপিবি'র বক্তব্য :** প্রথমত, সবাই মিলে সন্তুষ্টচিত্তে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, আমরা যে ঐকমত্যের জন্য বসেছি তাতে এমন কোনো কিছু করা উচিত হবে না, যাতে অন্যান্য ঐক্যের প্রশ্নে নেতিবাচক বার্তা যায়। আগে যে আলোচনা হয়েছিল, তাতে ধারণা করা হয়েছিল, এ ব্যাপারে ঐকমত্য হচ্ছে না। আগামীতে সংসদ নতুন করে সিদ্ধান্ত নিবে। নতুন করে এটি উত্থাপিত হবে না। এটিই সবচেয়ে উত্তম হয়। এখানে যে প্রশ্নগুলো এসেছে যা গতকাল দেওয়া হয়েছিল তাতে আরও ভুল বোঝাবুঝি হবে। এখন যা লিখা হয়েছে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি। এখনও সংবিধানে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও গণতন্ত্রের কথা আছে। অনুচ্ছেদ ২৮ এবং ৪১-এ ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা আছে। তারপরও যদি মনে করি ভাষাগতভাবে ২টি বিকল্প প্রস্তাব করতে পারি। একটি সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় চার মূলনীতির সঙ্গে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র দরকার নেই, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি উল্লিখিত হবে। আরেকটি বিকল্প হচ্ছে–সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সঙ্গে এই এই যুক্ত হবে। কোনোভাবে এই বার্তা দেয়া ঠিক হবে না যে, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সংবিধানে যে চার মূলনীতি আছে, সেটিকে নেতিবাচকভাবে নেয়া

হচ্ছে। এ ধরনের প্রশ্নকে সামনে এনেছি বলে গণঅভ্যুত্থান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। এমন কিছু করা ঠিক হবে না, যা নতুন নতুন প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে। বরংঞ্চ, এ ধরনের ঐকমত্য করতে না পারলে, আগামীতে সংসদের জন্য রেখে দেওয়া সবচেয়ে উপযুক্ত হবে বলে তারা মনে করেন।

১০.০৮। **মাননীয় সহ-সভাপতি বলেন,**সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতির সঙ্গে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি উল্লিখিত হবে, এ বিষয়ে আপত্তি আছে কি না?

১০.০৯। **সিপিবি'র বক্তব্য :** একটি-সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় চার মূলনীতির সঙ্গে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি উল্লিখিত হবে হবে বা যুক্ত হবে। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম তাহলে কোনো বিতর্ক থাকবে না।

(এরপর নামাজ এবং দুপুরের খাবারের জন্য ১ ঘণ্টার জন্য বিরতি দেওয়া হয়)

[বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান রাজধানীর উত্তরা এলাকায় মাইলস্টোন কলেজ প্রাঙ্গণে দুর্ঘটনার স্বীকার হয়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন ও মোনাজাত শেষে ঐকমত্য কমিশনের অধিবেশন মুলতুবি করা হয়।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১৭তম সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৭ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২২ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : <u>৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১৭তম সংলাপের সারসংক্ষেপ</u>

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ : ০৭ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২২ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
সময় : মঙ্গলবার, সকাল ১১:১৫ মিনিট
স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের নামের তালিকা :

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	-	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	((১) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক (২) মাহফুজুল ইসলাম খান, সদস্য	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি **বিকল্প প্রতিনিধি** রোকনুজ্জামান, পর্যবেক্ষক সদস্য, স্থায়ী কমিটি	

৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদের সদস্য (৩) ফারুক হাসান, মুখপাত্র	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) মীর মোফাজ্জল হোসেন মুশতাক, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি (৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মো. মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	

২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	(১) ড. আবু ইউসুফ সেলিম, মহাসচিব (২) মোঃ রফিকুল ইসলাম খাঁন, সদস্য (৩) মোঃ আবদুল কাদের, মুখপাত্র	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ**

১. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)
১. জনাব মো: শোয়েব খান, সহকারী পরিচালক
২. জনাব মো: কামরুজ্জামান শেখ, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। <u>**বৈঠকের আলোচ্যসূচি**</u>

১. প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান (সিদ্ধান্ত গ্রহণ);
২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত প্রস্তাব;
৩. নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত।

৭.০০। **শোক প্রস্তাব :** মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার বলেন, ২১ জুলাই ২০২৫ তারিখে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপর একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

হওয়ায় অকস্মাৎ ও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ফুলের মতো পবিত্র কিছু তাজা প্রাণ মর্মান্তিকভাবে জীবন হারিয়েছে এবং শিশুসহ আরও অগণিত প্রাণ আহত হয়ে হাসপাতালে বিছানায় মানবেতর জীবন পার করছে। আজ রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হচ্ছে। এ ঘটনায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন শোক প্রকাশ করছে। আজ কমিশনের নিয়মিত আলোচনা বন্ধ রাখলেই উত্তম হতো। কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আলোচনা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। কমিশনের পক্ষ থেকে শোকপ্রস্তাব আনা হয় এবং শোকপ্রস্তাবে উপস্থিত সকল রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করেন। উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং শেষে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও আহদের দ্রুত আরগ্য কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়।

৮.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদগণ এবং সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদদের স্মরণ করেন। সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্রজনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন। এরপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

৯.০০। **জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি** অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, আমরা গত বছর এই দিনে উত্তাল আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে ছিলাম। এ বছর গতকাল ২১ জুলাই ২০২৫ তারিখে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অনেক শিশু, শিক্ষক ও অভিভাবক নিহত হয়েছেন এবং অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আমরা নিহতদেও বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং আহতদের সুচিকিৎসার আহ্বান জানাই। আমরা আশা করবো রাষ্ট্র নিহত ও আহদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেবে। এর সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এর কারণ অনুসন্ধান করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে। আমরা কিছু দিনের মধ্যে জাতীয় সনদ তৈরি করবো যেজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

১০.০০। **আলোচ্য বিষয়-১ :** প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিধান (সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

১০.০১। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের **সহ-সভাপতি** বলেন, সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছিল যে, প্রধানমন্ত্রী একইসঙ্গে সংসদ নেতা ও দলীয় প্রধান থাকতে পারবেন না। এরপরে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে বিগত কয়েকটি বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনায় প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দল প্রধানমন্ত্রী দলীয় প্রধান না-থাকার বিষয়ে মত প্রদান করেছে। কিছু দল ও জোট এ প্রস্তাবে ভিন্ন মত প্রদান করেছেন। যে সকল দল প্রস্তাবে ভিন্ন মত দিয়েছেন তারা জাতীয় সনদে note of dissent দিতে পারবেন। তবে ঐকমত্য কমিশন সকল দল ও জোটকে দিতে জাতীয় সনদে note of dissent নিরুৎসাহিত করছে।

১১.০০। **আলোচ্য বিষয়-১ :** তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত প্রস্তাব।

১১.০১। **সহ-সভাপতি** বলেন, বিগত কয়েকটি বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে প্রায় সকল দলের মতামতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কাছাকাছি ছিলাম। গতরাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর পক্ষ থেকে কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়। বৈঠকে সে প্রস্তাব উত্থাপনের অনুরোধ করেন।

১১.০২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানের ১২৩(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ ভেঙে গেলে নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ৫৮(গ)(২) অপরিবর্তিত থাকবে। ৫৮(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ ভেঙে যাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা চূড়ান্ত করতে হবে। সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে **স্পিকারের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার (বিরোধী দলের)**

সমন্বয়ে ৪ সদস্যের বাছাই কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে **১ জন করে প্রার্থী** প্রস্তাব আহ্বান করবে এবং জমা দিতে হবে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। কমিটি পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আলোচনার ভিত্তিতে ৫৮(গ)(৭) অনুযায়ী যোগ্য এবং **৭৫ বছরের অধিক নয় এমন বয়সি একজনকে সর্বসম্মতিতে বাছাই করবে এবং রাষ্ট্রপতি তাঁকে নিয়োগ দেবেন। ১২০ ঘণ্টার মধ্যে ঐকমত্য না হলে সরকারি ও বিরোধী দল ৫ জন করে প্রস্তাব দিবে**, সেখান থেকে কমিটি একজনকে মনোনীত করবে। **রাষ্ট্রপতি তাঁকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিয়োগ দিবেন, তবে সংসদ বহাল থাকলে তিনি শপথ নিতে পারবেন না। প্রধান উপদেষ্টা ১৫ জন পর্যন্ত উপদেষ্টা মনোনীত করবেন, যাঁরা রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। পদ শূন্য হলে সিনিয়র সদস্য দায়িত্ব নেবেন**। সংসদ ভেঙে গেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একই ধরনের কমিটি গঠিত হয়ে ১৪ দিনের মধ্যে উপদেষ্টা নির্ধারণ করবে, **তা না হলে ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিধান কার্যকর হবে তবে রাষ্ট্রপতির অতিরিক্ত দায়িত্বের বিধান থাকবে না**। প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ও সুবিধা ভোগ করবেন এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর মর্যাদা পাবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৯০ দিন এবং দৈব দুর্বিপাকজনিত কারণে আরো ৩০ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করলেই এই সরকার বিলুপ্ত হবে।

১১.০৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর নতুন সংশোধনীতে সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি থাকছে না। প্রস্তাবিত কমিটির সদস্য সংখ্যা চারজন। র‍্যাঙ্ক-চয়েস থাকছে না–এর পরিবর্তে উপদেষ্টা পরিষদের সিনিয়র জনকে বাছাই করার কথা বলা হয়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের মনোনয়ন তিন জনের স্থলে পাঁচ জনের কথা বলা হয়েছে। সরকারি দল ও বিরোধী দলের দুই-দুই সদস্য থাকায় stalemate হলে সমাধানের কথা নেই। সর্বশেষ ত্রয়োদশ সংশোধনীতে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে–তবে রাষ্ট্রপতির কথা বাদ দেওয়া হয়েছে।

১১.০৪। **ভাসানী জনশক্তি পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম দল বাছাই কমিটিতে একমত না হলে র‍্যাঙ্কড চয়েজ নির্ধারণে গোপন ভোটে অংশ নিবে। নতুন প্রস্তাবে তৃতীয় বৃহত্তম দল না থাকায় সদস্য হচ্ছে ২+২। এখানে ভোটের দুই-দুই হলে অচলাবস্থা হবে। আমরা রাষ্ট্রপতিতে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দেখতে চাই না।

১১.০৫। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকারি ও বিরোধী দল থেকে দুজন করে সদস্য রাখলে সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, যা কার্যত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মতো জটিলতা ফিরিয়ে আনবে। বিচার বিভাগকে এ প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখার সভার যে স্পিরিট, তা অক্ষুণ্ন রাখতে র‍্যাঙ্কড চয়েস পদ্ধতি অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে, না হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে।

১১.০৬। **১২ দলীয় জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কিছু দল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের কথা তুলছে। বর্তমানে প্রায় ৫০টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে ২৫টির কার্যক্রম নেই, নেতৃত্ব নেই, আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নেই। অনেক দল অখ্যাত, কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি এবং ২০১৮ সালে ডামি প্রার্থী দেওয়া ছাড়া তেমন ভূমিকা রাখেনি। এসব কারণে 'নিবন্ধিত দল' নয়, বরং 'সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল' ও 'স্বতন্ত্র সদস্যদের' কাছ থেকেই প্রস্তাব নেওয়া উচিত–এটাই আমাদের অনুরোধ।

১১.০৭। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমাদের মতো অনেক দল নিবন্ধিত নয়, কিন্তু কার্যক্রমে সক্রিয়। তাদেরও কীভাবে বাছাই প্রক্রিয়ায় আনা যায় সেটিও ভাবার অনুরোধ করছি। আমরা অনিবন্ধিত দলকেও রাখার পক্ষে।

১১.০৮। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বাছাই কমিটিতে অবশ্যই পাঁচজন রাখা উচিত হবে। তা নাহলে অচলাবস্থা তৈরি হবে। আর রাষ্ট্রপতিকে কোনোভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বে রাখা যাবে না।

১১.০৯। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রথমত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে; তাই চার সদস্যের কমিটির প্রস্তাবে একমত। দ্বিতীয়ত, নাম প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধী পক্ষ থেকে ৫-এর পরিবর্তে ১০ জন করে নাম দিলে যোগ্য ও নিরপেক্ষ কোনো কমন নাম পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। সেক্ষেত্রে কমন নামগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, কমিটিতে ঐকমত্য না হলে ১৩তম সংশোধনীর প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়ার পক্ষে আমরা একমত। চতুর্থত, নাম গ্রহণ বা বর্জনের এখতিয়ার কমিটির হাতেই থাকা উচিত।

১১.১০। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা ৯০ দিনের পরিবর্তে ১২০ দিনের মেয়াদ প্রস্তাব করেছি। সংসদ মেয়াদ শেষ হলে ১৫ দিনের মধ্যে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য। **সার্চ কমিটি পাঁচজনের হবে–প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও তৃতীয় বৃহত্তর দলের প্রতিনিধি। স্পিকার সভাপতিত্ব করবেন, এতে আমরা একমত**। চার সদস্যের কমিটির স্টেলমেট এড়াতে তৃতীয় পক্ষের অংশগ্রহণ জরুরি। নাম প্রস্তাবে শুধু সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো অংশ নেবে; সার্চ কমিটিতে প্রধান দুই দল তিনজন করে, তৃতীয় দল দুইজন এবং অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র এমপি একজন করে সদস্য দেবেন। র‍্যাংকড চয়েস পদ্ধতিতে সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে এড়াতে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করছি। বয়সসীমা ৭৫ বছর পর্যন্ত রাখা যায়। প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগে সার্চ কমিটির সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা আছে। সর্বশেষ ত্রয়োদশ সংশোধনীতে যাওয়ার পক্ষে–তবে রাষ্ট্রপতিকে বাদ দিয়ে।

১১.১১। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নামকরণ 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তদারকি সরকার' নামটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও উপযোগী। উপদেষ্টা সংখ্যা ১৫ জন না হয়ে ১১ জন রাখাই যথেষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত। বাছাই কমিটি ৫ জনের করা উচিত যাতে সমতা ভেঙে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। নাম প্রস্তাবের ক্ষেত্রে শুধু নিবন্ধিত দল নয়, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ থেকেও প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। আমরা র‍্যাংক-চয়েস পদ্ধতি সমর্থন করি, কারণ এতে তুলনামূলকভাবে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। প্রধান উপদেষ্টার বয়সসীমা ৭২-এর পরিবর্তে ৭৫ করা যেতে পারে। প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার যে এটি কেবল নির্বাচনকালীন সরকারের জন্য প্রযোজ্য। উপদেষ্টা মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা সহ ৭ জন বাছাই কমিটির তালিকা থেকে এবং প্রয়োজনে ৪ জন বাইরের যোগ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি কমিটির পরামর্শক্রমে মনোনয়ন দিতে পারেন।

১১.১২। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, অনেকেই ত্রয়োদশ সংশোধনীর দিকে যাওয়ার কথা বলছেন, যা বিস্ময়কর। দুইদিন আগে হাইকোর্টে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়েছে–এই প্রেক্ষাপটে বিচারকদের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন আমরা সমর্থন করি না। অতীতে ঐকমত্যের নামে ব্যর্থতা হয়েছে, যা ওয়ান ইলেভেন-এ গড়িয়েছে। বিএনপির চারজনের বাছাই কমিটির প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব, কারণ অড সংখ্যা না হলে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। পাঁচজনের কমিটিতে 'ঐকমত্য' বলতে কী বোঝায়, সেটাও অস্পষ্ট–ভোটিং নাকি অন্য কিছু? আমরা র‍্যাংক চয়েজ পদ্ধতির মাধ্যমে ফল নিশ্চিত করার পক্ষে, এবং বিচার বিভাগের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিপক্ষে। আমাদের প্রস্তাব–বাছাই কমিটি গঠন করা হোক, সংখ্যা হোক কার্যকর ও বাস্তবসম্মত এবং কমিশনের র‍্যাংক-চয়েজভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হোক।

১১.১৩। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-(বাসদ)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নীতিগতভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে একমত হয়েছি। এখন কাঠামো ও প্রধান উপদেষ্টা নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা চলছে। বিএনপি প্রস্তাবিত সদস্য সংখ্যা চারজন হলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত কঠিন হবে, তাই তৃতীয় বৃহত্তর দলের প্রতিনিধি রাখা প্রয়োজন। নাম প্রকাশ বিষয়ে কোন দল কাদের প্রস্তাব করেছে সেটিও জনসমক্ষে প্রকাশ হওয়া উচিত। নিবন্ধিত ও সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। উপদেষ্টামণ্ডলীর সংখ্যা প্রধান উপদেষ্টাসহ ১১ হলে ভালো হয়। বয়সসীমা ফ্লেক্সিবল থাকতে পারে। র‍্যাংক-চয়েজ পদ্ধতি রাখা যেতে পারে। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে যাওয়া যায় তবে রাষ্ট্রপতির বাইরে সমাধানের পথ রাখা প্রয়োজন।

১১.১৪। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা 'নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তদারকি সরকার'–যাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলি–এই ধারণায় একমত, কারণ এটি নির্বাচন কমিশনকে কার্যকরভাবে সহায়তা করবে। দিন বা বয়স নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই। পাঁচ সদস্যের গঠনের পক্ষেই আমরা আছি। এটি হয়তো শেষপর্যন্ত সমাধান দিতে পারবে না। তাই পূর্বের মতামত পুনর্ব্যক্ত করছি–একটি 'শেষ অপশন' রাখা উচিত, যেন জটিলতা দেখা দিলে সেখানে যাওয়া যায়। তবে সেই বিকল্পেও রাষ্ট্রপতিকে বাদ দিয়েই কাজ করতে হবে।

১১.১৪। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাংলাদেশ জাসদ)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বাছাই কমিটি বিজোড় সংখ্যার হতে হবে–চারজন নয়, কমপক্ষে পাঁচজন, আর ভবিষ্যতে উচ্চকক্ষ থাকলে তা সাতজন হওয়া উচিত। আমরা বিচারপতিদের অন্তর্ভুক্তির বিরোধী, তবে র‍্যাংক-চয়েস একটি ভালো প্রস্তাব–এটি গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল ও সচেতন সদস্যদের মতামত নেওয়াও ইতিবাচক। আইনগত সীমার মধ্যে থেকেই যত বেশি অন্তর্ভুক্তি সম্ভব, তা ভালো। তবে রাষ্ট্রপতি ও বিচার বিভাগকে যুক্ত করা যাবে না–এতে আমরা একমত। এই কাঠামোতে আলোচনা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

১১.১৫। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, মূল সমস্যা চারজন না পাঁচজন–এই সদস্যসংখ্যা নিয়ে। বয়স ৭৫ রাখা যেতে পারে। জাতীয় সংসদে মূলত সরকারি দল ও বিরোধী দল–এই দুই পক্ষই থাকে, তৃতীয় বৃহত্তম দলকে আলাদা বিবেচনার প্রয়োজন নেই। চারজন (সরকারি ও বিরোধী দল থেকে দুইজন করে) সদস্য নিয়ে বাছাই কমিটি গঠন করলে তেমন পার্থক্য হবে না। সর্বাধিক সংখ্যক দলের সুপারিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য উপদেষ্টাদের নামও কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করা যেতে পারে। আমাদের প্রস্তাব–তৃতীয় বৃহত্তম দল বাদ দিয়ে দুই পক্ষ থেকে চারজন সদস্যের মাধ্যমে সমাধান হওয়া উচিত।

১১.১৬। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা কমিশনের দ্বিতীয় নম্বর প্রস্তাবের সঙ্গে একমত। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ত্রয়োদশ সংশোধনীর ব্যর্থতা বিবেচনায় সেটিকে ফিরিয়ে আনার পক্ষে নই। তাই আমরা পাঁচ সদস্যের বাছাই কমিটির প্রস্তাব দিচ্ছি–যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারসাম্য থাকে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো পর্যন্ত আলোচনা সীমিত রাখা যুক্তিযুক্ত, কারণ স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভূমিকা সাধারণত সীমিত। বাছাই কমিটিতে মনোনয়নে সরকারি দল ৩, বিরোধী দল ৩, তৃতীয় বৃহত্তম দল ২ জন–এই কাঠামোকে আমরা যথাযথ মনে করি। রাষ্ট্রপতিকে প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার পক্ষে আমরা একমত। ত্রয়োদশ সংশোধনী নিয়ে বারবার আলোচনার পরিবর্তে ভবিষ্যতের দিকে তাকানোই ভালো। আর আলোচনায় একমত না হলে র‍্যাংক চয়েস একটি কার্যকর বিকল্প হতে পারে।

১১.১৭। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকারি-বিরোধী দল থেকে কমিটিতে চারজন থাকা উচিত। মনোনয়নের ক্ষেত্রে সরকারি দল ৩ জন, বিরোধী দল ২ জন এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো থেকে ১ জন করে। রেজিস্টার্ড নামসর্বস্ব দল থেকে নাম নেওয়ার বিরোধিতা করছি, কারণ অনেক দল রাজনৈতিকভাবে নয় বরং গোয়েন্দা তদারকিতে নিবন্ধিত হয়েছে। বরং গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয় দলগুলো থেকে নাম নেওয়া উচিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী করার মতো হওয়া দরকার–শুধু ২০২৪-এর প্রেক্ষাপটে নয়, ভবিষ্যতের জন্যও। উপদেষ্টাদের বয়সসীমা ৭৫ থেকে বাড়িয়ে ৮০ করা উচিত, কারণ অনেক প্রবীণ এখনও কর্মক্ষম। উপদেষ্টার সংখ্যা ১৫-২০ জন করা উচিত, যাতে কার্যকরভাবে সব মন্ত্রণালয় পরিচালিত হয়। উপদেষ্টাদের দায়িত্ব শুধু নির্বাচন ও রেগুলার কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, বিদেশি চুক্তিতে নিষেধাজ্ঞা থাকা দরকার। সবশেষে, র‍্যাংক-চয়েস পদ্ধতির আমরা বিরোধিতা করছি।

১১.১৮। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় প্রস্তাব–পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠনের পক্ষে, চার সদস্য যথেষ্ট নয়। নাম প্রস্তাবের জন্য তিনজন, তিনজন, দুইজন ও একজনের ফর্মুলার সঙ্গে আমরা একমত। র‍্যাংক-চয়েজ বিবেচনায় নেয়া যায়। শেষ পর্যন্ত যদি ঐকমত্যে পৌঁছানো না যায়, তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল এবং প্রেসিডেন্টকে প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি।

১১.১৯। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বর্তমান আলোচনা আগের অবস্থান থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। সদস্য সংখ্যা (চার/পাঁচ/সাত) বড় বিষয় নয়, বরং সিদ্ধান্ত হবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে–যেটা না হলে আসলে আমরা ত্রয়োদশ সংশোধনীতে ফিরে যাচ্ছি। আমরা চাই না বিচার বিভাগ ও রাষ্ট্রপতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এজন্য থার্টিন অ্যামেন্ডমেন্ট এড়াতে বিকল্প খোঁজা হচ্ছিল। আমরা এখনও নতুন বিকল্পের পক্ষে–যেখানে বিচার বিভাগ থাকবে না এবং র‍্যাংক চয়েস হতে পারে একটি সমাধান। সকলের দৃষ্টি এই মৌলিক পরিবর্তনের দিকেই দেওয়া উচিত।

১১.২০। **গণফোরাম**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল দলীয় সরকারের অধীনে নয়, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন নিশ্চিত করা। যদিও নির্দলীয় ব্যক্তির সন্ধান কঠিন, অতীতে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া গেছে। বিচার বিভাগকে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের দল দ্বিমত পোষণ করে, কারণ নিয়োগে দলীয় প্রভাব থাকার আশঙ্কা আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হয়নি; বরং পূর্ববর্তী নির্বাচনে এটি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এ পদ্ধতি বাতিল করেছেন–যা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। সার্চ কমিটির মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সরকারপ্রধান নির্বাচনের পক্ষে আমরা। ভোটাভুটিতে না গিয়ে র‍্যাংক-চয়েজ পদ্ধতি বাস্তবসম্মত ও স্বচ্ছ বলে বিবেচনা করি। তবে যদি ঐকমত্য না হয়, তাহলে ১৩তম সংশোধনী অনুসরণ করাই সঠিক পথ।

১১.২১। **নাগরিক ঐক্য**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আলোচনায় স্পষ্ট হচ্ছে, সবাই মূলত থার্টিনথ এমেন্ডমেন্টের কাঠামোতে ফিরে যেতে চাইছে। যদি সিদ্ধান্ত নিতে হয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে, তবে কমিটির সদস্য সংখ্যা ৪, ৫ বা ৭ জন হওয়া তেমন পার্থক্য তৈরি করবে না। একমত না হলে, র‍্যাঙ্ক চয়েসই বাস্তবসম্মত ও কার্যকর সমাধান। সাবেক বিচারপতিদের একটি প্যানেল থেকে বাছাই করে সেই কমিটি প্রধান উপদেষ্টাকে মনোনয়ন দেবে–এটাই থার্টিনথ এমেন্ডমেন্টের মূল প্রস্তাব এবং আমাদের সমর্থনও এতে রয়েছে। কমিশনের প্রস্তাব **৫৮(গ)(৭)-এ আমরা একটি ছোট সংশোধন চাই : প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টারা যেন পরবর্তী উপনির্বাচনসহ দুটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করেন এবং তা লিখিতভাবে নিশ্চিত করেন**। এতে নিরপেক্ষতা আরও নিশ্চিত হবে।

১১.২২। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিএনপি তাদের সংশোধিত প্রস্তাবে বাছাই কমিটিকে ৫ থেকে ৪ জনে নামিয়েছে, যেখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল বাদ পড়েছে। আমরা মনে করি ৫ জন রাখা উচিত–এতে অংশগ্রহণ বাড়বে এবং স্টেলমেট এড়ানো সম্ভব। র‍্যাংক-চয়েজ না রাখলে একমাত্র বিকল্প হবে ত্রয়োদশ সংশোধনীতে ফিরে যাওয়া। যেটা পুরনো ও সীমাবদ্ধ। র‍্যাংক-চয়েজ পরীক্ষিত না হলেও তুলনামূলকভাবে ভালো ও ফলপ্রসূ হতে পারে। বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বাইরে রাখাই শ্রেয়। চিফ অ্যাডভাইজার নির্বাচনের সঙ্গে অন্যান্য অ্যাডভাইজার নিয়োগও গুরুত্বপূর্ণ। বাছাই কমিটি যেন উভয় নিয়োগের ক্ষেত্রেই মতামত দিতে পারে–এটা বাধ্যতামূলক না হলেও দরকারি।

১১.২৩। **আমজনতার দল**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা শুরু থেকেই বলেছি, র‍্যাংক-চয়েজ পদ্ধতি রাখা জরুরি। এটি না থাকলে আবার সেই পুরনো ডেডলক পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে হবে। পাশাপাশি, বিচারপতিদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার পক্ষেও আমরা দৃঢ়ভাবে আছি–নয়তো বিচারব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থেকে যাবে। বাছাই কমিটি বিজোড় (৫ জন) হওয়া উচিত, যাতে মতবিরোধে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। আর রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্র করে ১৩তম সংশোধনীতে ফেরত যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, সেটাও আমরা স্পষ্ট করেছি।

[অতঃপর দুপুর ২:৩০ মিনিটে কমিশনের বৈঠক জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের জন্য মুলতুবি করা হয়]

[জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিকাল ৩:৪৫ মিনিটে ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১২.০০। **আলোচ্যসূচি-৩ :** নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত

১২.০১। **সহ-সভাপতি :** সকালের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে থাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে গত দিন পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে খুঁটিনাটি কোনো বিষয়ে প্রস্তাব থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোকে তা উত্থাপন করা অনুরোধ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে যে, প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তাতে কিছু কিছু বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। আবার অনেকেই এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংসদের ভিতর থেকে যেন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্টতা যেন না থাকে। যেহেতু তিনি নিয়োগ দিবেন তাই তাঁর মনোনীত ব্যক্তির না থাকার বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছে। এখন আলোচনটি আটকে যাচ্ছে র‍্যাংক-চয়েজ রাখা বা না রাখা নিয়ে। কমিটি গঠনের বিষয়ে ভিন্নমত নাই। কমিটির কাঠামো ৫ জনের বিষয়ে মোটামুটি ঐকমত্য হয়েছে। সকল দল তাদের মনোনীত ব্যক্তিদের নাম পাঠাবেন এ বিষয়েও ভিন্নমত নাই। সবচেয়ে যে জায়গাটিতে ভিন্নমত তৈরি হয়েছে যে, যদি সর্বসম্মতভাবে কমিটি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারে তাহলে কী হবে? কী প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত হবে যে নামটি রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এখানে একটি প্রস্তাব আছে র‍্যাক-চয়েজ। তবে কমিটি যদি সর্বসম্মতভাবে কাউকে মনোনীত করতে পারে তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকছে না। র‍্যাংক-চয়েজে কোনো কোনো দলের আপত্তি আছে। আরেকটি প্রস্তাব এসেছে সর্বশেষে ত্রয়োদশ সংশোধনীতে যাওয়ার বিষয়ে যেখানে রাষ্ট্রপতি ব্যতীত। এ বিষয়ে অনেকদল একমত হয়েছে। এ বিষয়ে যাদের ভিন্নমত তারা র‍্যাংক-চয়েজের বিকল্প কোনো প্রস্তাব দিতে পারে কি না এজন্য সময় দেওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে তার একটি স্থায়ী সমাধান করা প্রয়োজন। এ আলোচনাটি আজকের মতো এখানে স্থগিত করা হলো। সম্ভব হলে পরশুদিন এটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এবং স্বাধীনভাবে কার্যকর করার জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে এনসিসি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এনসিসির মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এ বিষয়ে কিছু আপত্তির কারণে এনসিসি থেকে সরে এসে অবস্থানগত পরিবর্তন করা হয়েছে। এনসিসি থেকে আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের প্রশ্ন ছিল। যেমন : অ্যাটর্নি জেনারেল, তিন বাহিনী প্রধান। প্রশ্ন উঠল যে এগুলো বাইরে রাখা দরকার। হাউজের সেন্টিমেন্ট উপলব্ধি করে এর নাম পরিবর্তন করে নিয়োগ কমিটি করা হয়। সে জায়গায়ও একমতে আসা সম্ভব হয়নি। কমিশনের কাছে মনে হয়েছে যে, স্বাধীন, প্রভাবমুক্ত, কার্যকর কতকগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য জরুরি। যেহেতু ইতোমধ্যে সংবিধানে নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সম্পর্কিত বিধান আছে। সেগুলোকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আলাদা আলাদা কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আছে দুর্নীতি দমন কমিশন। সেটিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না। ন্যায়পালের বিষয়টি দীর্ঘদিন সংবিধানে থাকলেও তা কার্যকর করা হয়নি। এ বিষয়ে ১৯৮০ সালে একটি আইন করা হয়েছিল। এই ৫টি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করে একমত হওয়া যেতে পারে।

১২.০২। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) :** নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কথা সংবিধানে উল্লেখ আছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের কথা উল্লেখ নাই এবং ন্যায়পালের কথা উল্লেখ থাকলেও বিধান নাই। এই বিষয়ে কমিশন সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ সংশোধন, ক্ষেত্রবিশেষে সংযোজন বা পুনঃপ্রতিস্থাপন এবং ২টি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সংবিধানে নতুন অনুচ্ছেদ সৃষ্টি বা অনুচ্ছেদ সংযোজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

১২.০৩। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর বক্তব্য :** উপস্থাপন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন ও ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত। বাইরেও কোনো বিধানের বিষয় রাখার সুযোগ আছে কি না। না কি এটিই কী চূড়ান্ত ?

১২.০৪। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) :** মাননীয় সহ-সভাপতি বলেছেন আরও দুটি প্রতিষ্ঠান আছে। একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং একটি জাতীয় তথ্য কমিশন। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আপাতত এই দুটি কমিশনকে আলোচনার বাইরে রেখেছে। এছাড়াও অ্যাটর্নি জেনারেল ও তিন বাহিনী প্রধানের নিয়োগ ছিল। এ বিষয়ে মাননীয় সহ-সভাপতি ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১২.০৫। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর বক্তব্য :** স্বাধীনতার পর থেকে দেখা গিয়েছে যে, সেনাপ্রধানের ওপর ভর করেই অনেক অরাজকতা হয়েছে। ৩, ৪ নম্বর পর্যন্ত বাদ দিয়েই সেনাপ্রধান করা হয়েছে। কখনও আত্মীয়সূত্রে সেনাপ্রধান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সরকার প্রভাব খাটিয়ে যাতে এরূপ করতে না পারে সেজন্য সেনাপ্রধানের নিয়োগ এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাখার অনুরোধ করা হয়েছিল।

১২.০৬। **সহ-সভাপতি :** আলোচনার টেবিলে যে ৫টি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের বিধান আছে, আগে সেগুলো সম্পন্ন করার পরে অন্য কোনো বিষয়ে কারও প্রস্তাব থাকলে উত্থাপন করা যেতে পারে।

১২.০৭। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর বক্তব্য :** উত্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের অরাজকতার জন্য বেশি দায়ী না। দেশের অরাজকতা জন্য মূলত সেনাপ্রধান ও পুলিশ দায়ী। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা আলোচনায় আনা প্রয়োজন।

১২.০৮। **সহ-সভাপতি :** আজকের আলোচনায় যে ৫টি বিষয় আছে তার প্রথম বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। যদি মনে করা হয় যে, সেনাবাহিনী বা নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন যা আলোচনার টেবিলে নাই। এটি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে আলোচ্যসূচিতে সংযুক্ত করার সুযোগ আপাতত নাই।

১২.০৯। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি–এলডিপির বক্তব্য :** নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে যে ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে এক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের স্পিকার যিনি বাছাই কমিটির প্রধান, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধীদলের নেতা, সংসদ নেতা, তৃতীয় বৃহত্তম দল বা প্রধান বিরোধীদল ব্যতীত অন্যান্য বিরোধীদলসমূহের একজন প্রতিনিধি। রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনকে। তাই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি রাখা নিষ্প্রয়োজন বলে মত পোষণ করা হয়। অপরদিকে আপিল বিভাগের বিচারক যদি কোনো জায়গায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে থাকে তাহলে কোনো ব্যক্তি বঞ্চিত হলে তার আর বিচার বিভাগের কাছে আপিল করার সুযোগ থাকে না। সে কারণে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি এবং প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধির নাম রাখার প্রয়োজনীয়তা নাই বলে মতামত প্রকাশ করা হয়। সুতরাং জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদ নেতা, বিরোধীদলের নেতা এবং তৃতীয় বৃহত্তম দল বা প্রধান বিরোধীদল ব্যতীত অন্যান্য বিরোধীদলসমূহের একজন প্রতিনিধি এই ৫ জনের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিই যুক্তিসংগত বলে মনে করা হয়। এ বিষয়ে অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ রাখা যেতে পারে।

১২.১০। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি বক্তব্য :** উপস্থাপন করা হয়েছে যে, বিদায়ি নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হইবার ৯০ দিন আগে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবন বৃত্তান্ত' এই আগ্রহী ব্যক্তিবর্গরা কী ব্যক্তিগতভাবে বাছাই কমিটিতে তাঁদের নাম দিবেন। না কি বিদ্যমান পদ্ধতি যেটি আছে রাজনৈতিক দলগুলো এমনকি নাগরিক সমাজের লোকও নির্বাচন কমিশনে তাদের নাম দিতে পারেন। অর্থাৎ নামগুলো কীভাবে যাবে। এটি স্পষ্টকীকরণ প্রয়োজন।

১২.১১। **সহ-সভাপতি :** এখানে শুধু কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াটি আছে। অন্যান্য পদ্ধতিগত বিষয়ে পরে আসা যাবে। মূল বিষয়টি সংবিধানে আসা প্রয়োজন। বর্তমানে সার্চ কমিটি আইনের মাধ্যমে আছে। আইন শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যে কোনো সময় পরিবর্তন করা যাবে।

১২.১২। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি বক্তব্য :** রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহঅন্যান্য কমিশনারদের চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রদান করবেন, তাই এখানে রাষ্ট্রপতিকে জড়িত করা কোনোভাবেই বিবেচনাসম্মত কাজ হবে না। অপরদিকে প্রধান বিচারপতি আপিল বিভাগের কোনো না কোনো বিচারপতিকে মনোনয়ন দিবেন। তাই বিচার বিভাগকেও এই বিতর্কের মধ্যে যুক্ত রাখার বিপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। বিদ্যমান আইনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এটি সংবিধানে সংযোজন করা প্রয়োজন। বাছাই কমিটি ৭ জনের জায়গায় ৫ জন হলে কোনো আপত্তি নাই।

১২.১৩। **নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য :** বাছাই কমিটিতে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি ও প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি না রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। বাকি ৫ জন নিয়ে কমিটি হলেই যথেষ্ট। এখানে একটি বিষয় অস্পষ্টতা আছে যে, যারা আসার জন্য ইচ্ছাপত্র বা জীবনবৃত্তান্ত দিবেন কমিটি তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে কীভাবে প্রধান নির্বচন কমিশনার নির্ধারণ করবেন। এটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় থাকতে পারে। ঐকমত্যে আসতে না পারলে একটি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। র‍্যাংক চয়েজের মতো কিছু একটা না রাখলে সমাধানে পৌঁছানো যাবে না। নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত **১১৯-১২৬** পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলো কথা বলা হয়েছে। যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রণীত হয় তাহলে **১২৩** (৩) (ক), (খ) সংযুক্ত হবে এবং সেখানে পরবর্তী ব্যবস্থাটি চলে আসবে। **১২৫** (ক) এর বলা হয়েছে, এ সংবিধানের **১২৪** অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণী অন্যান্য বিষয় নিয়ে আদালতে বৈধতার সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উপস্থাপন করা যাবে না। এই বিধানটি সংশোধন বা বাদ দেওয়া দরকার। এটি একটি সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এটিকে কতটুকু গার্ডের মধ্যে রাখা যায় সেটি বিবেচনা করা দরকার।

১২.১৪। **সহ-সভাপতি :** সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণী আলোচনায় সময় সংবিধানের অনুচ্ছেদ **১২৪**-এর বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১২.১৫। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) :** আলোচনায় উত্থাপিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি বাদ দেওয়ার কথা। এখানে স্পিকার ও প্রধানমন্ত্রীর সরকারি দলের এবং ডেপুটি স্পিকার, বিরোধীদলের নেতা এবং তৃতীয় বৃহত্তম দল বা দলসমূহের প্রতিনিধিসহ ৩ জন বিরোধীদলের হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি থাকলে ভারসাম্য হয়। এটি বিবেচনায় রেখা সংশোধনীর বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া প্রয়োজন। কেউ কেউ বলেছেন বিচার বিভাগের প্রতিনিধি থাকলে কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন হলে কীভাবে যাবে। বিষয়টি কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন নয়। এটি শুধু একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া এখানে কাউকে বঞ্চিত করা বা কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সুযোগ নাই।

১২.১৬। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের বক্তব্য :** সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য আলাদা কমিটি থাকা দরকার প্রস্তাবে নীতিগতভাবে একমত।

১২.১৭। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) :** বিদ্যমান যে ব্যবস্থাগুলো আছে তাতে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সংবিধানে সন্নিবেশিত নাই। সংসদে প্রণীত আইনের আওতায় আছে। কমিশন এই প্রথম প্রস্তাব করেছে যে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার গাইডলাইন সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকবে।

১২.১৮। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের বক্তব্য :** কমিশনের প্রস্তাব যে, এটি সংবিধানে গাইডলাইন হিসেবে থাকবে। এ প্রস্তাবে একমত পোষণ করা হয়। নির্বাচন কমিশনের বিষয়ে যে ৭ জনের বাছাই কমিটির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাতে একম। তবে তৃতীয় বৃহত্তম দল না বলে প্রধান বিরোধদলের বাইরে অপরাপর বিরোধীদলের প্রতিনিধির রাখা যেতে পারে। আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে ইচ্ছাপত্র বা জীবনবৃত্তান্ত এটি ব্যক্তিগতও হতে পারে, নাগরিকদের কাছ থেকেও হতে পারে অথবা রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেও চাইতে পারে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি অস্পষ্ট রয়েছে। এটি কী ঐকমত্যের ভিত্তিতে না কি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় না কি র‍্যাংক চয়েজ। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এখানে বলা হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর ৪ জন কমিশনার। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং ৮ বিভাগের

জন্য ৮ জন কমিশনারসহ মোট ৯ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। বাছাই কমিটি যে নামের সুপারিশ করবে সেই নামটি জনসাধারণের জানার জন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন।

১২.১৯। **বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি :** বাছাই কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত কোনো ব্যক্তি এবং বিরোধীদলের নেতা বা বিরোধীদলের নেতার মনোনীত কোনো প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বৃহত্তম না বলে আন্যান্য বিরোধীদলসমূহের প্রতিনিধি বলা ভালো। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি রাখার পক্ষে একমত পোষণ করা হয়।

১২.২০। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন :** সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গাটি ঠিক করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে র‍্যাংক চয়েজের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১২.২১। **সহ-সভাপতি :** এই আলোচনাটি আগামী সকালে শুরু করা হবে। আগামীকাল বুধবার সকাল ১১:০০টায় বৈঠক শুরু হবে। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে অদ্যকার বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

[অতঃপর বিকাল ৪:৩৫ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অদ্যকার বৈঠক শেষ হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১৮তম সংলাপের সারসংক্ষেপ

০৮ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৩ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : ৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১৮তম সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ০৮ শ্রাবণ ১৪৩২/২৩ জুলাই ২০২৫

সময় : রবিবার, সকাল ১০:৩০টা

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (২) শহীদুল্লাহ্ কায়সার, সাধারণ সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি **বিকল্প প্রতিনিধি** রোকনুজ্জামান, পর্যবেক্ষক সদস্য, স্থায়ী কমিটি	

৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) আরমান হোসাইন, সংগঠক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) ফারুক হাসান, মুখপাত্র (২) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) মীর মোফাজ্জল হোসেন মুশতাক, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য (৩) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি	

		(৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	সিনিয়র অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক, সভাপতি পরিষদ সদস্য	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	(১) মোঃ তারেক রহমান, সাধারণ সম্পাদক (২) সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	ড. আবু ইউসুফ সেলিম, মহাসচিব	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

গ. জনাব এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক

ঘ. জনাব মোঃ বশির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। <u>বৈঠকের আলোচ্যসূচি</u>

১. নির্বাচন কমিশন;

২. সরকারি কর্মকমিশন;

৩. মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

৪. দুর্নীতি দমন কমিশন এবং

৫. ন্যায়পাল নিয়োগ।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। **১৯৫২**-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, **১৯৭১**-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। একইসঙ্গে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন।

৮.০০। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, সমগ্র দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি ভালো না থাকা সত্ত্বেও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিশনে যে সকল ঐকমত্য হয়েছে তা জাতিকে জানানোর ইচ্ছা পোষণ করেন। মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে হৃদয়বিদারক বিমান দুর্ঘটনার পর শিক্ষক-ছাত্রদের উপর ন্যক্কারজনকভাবে হামলা করা হয়েছে। অতীতে স্বৈরাচারী শাসকের আমলে যা ঘটেছে তার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে ঐকমত্য আলোচনা জরুরি দরকার। এ ঘটনার প্রতিবাদ ছাড়া এখানে অবস্থান করা সম্ভব হচ্ছে না।

৯.০০। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন,** প্রকৃত অর্থেই ওয়াক আউট করা উচিত। বিশেষ করে ছাত্ররা উদ্বিগ্ন। দেশে অতীতের পুনরাবৃত্তি হওয়া ঠিক হবে না। অতীতের ভুলকে স্বৈরাচারকে জায়গা করে দিবে।

১০.০০। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন,** পুরাতন ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রেতাত্মার রূপ দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতিবাদে প্রতীকী ওয়াক আউট করা হলো।

[এ পর্যায়ে সকাল-**১১-১০** মিনিটে **৩**টি দল ওয়াক আউট করেন]

১১.০০। **সহ-সভাপতি বলেন,** বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। **৩**টি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়েছেন, সেটি নাগরিক এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের অধিকারের চর্চাকে স্বাগত জানান। তাদের বক্তব্য যেহেতু জাতির সামনে উপস্থাপিত হয়েছে, সেহেতু সরকার এগুলো বিবেচনা করবেন। সঙ্গত কারণে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এর অতিরিক্ত যেটুকু বলা সম্ভব সেটি তাদের এ বক্তব্যকে নোট করা হলো। তারা তাদের পক্ষ থেকে এক ধরনের প্রতিবাদ জানিয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। আশা করি তারা আবার ফিরে আসবে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। সংবিধান এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের বিষয়ে আলোচনার প্রস্তাব রয়েছে। সময়ের স্বল্পতা বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হবে বলে আশা করেন।

১২.০। **আলোচ্যসূচি : নির্বাচন কমিশন গঠন সম্পর্কে আলোচনা**

১২.১। **সহ-সভাপতি** বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠন সম্পর্কে গতকাল আলোচনা হয়েছে তারই প্রেক্ষাপটে আজকে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম থাকায় আগামীকাল বৈঠক থাকবে না। আগামী রবিবার এবং সোমবারের বৈঠক একটু দীর্ঘায়িত হবে। সেজন্য একটু প্রস্তুতি নেওয়ার অনুরোধ জানান। **৩১** জুলাইয়ের মধ্যে আলোচনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আশা করেন। প্রতীকীভাবে যারা ওয়াক আউট করেছেন তারা আবার ফিরে আসায় ধন্যবাদ জানান।

[এ পর্যায়ে ওয়াক আউট শেষে সকাল-**১১.২২** মিনিটে ফিরে আসে]

১২.২। **১২ দলীয় জোট**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, প্রস্তাবিত ৭ জনের পরিবর্তে ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি করার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। তন্মধ্যে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদ নেতার প্রতিনিধি, বিরোধী দলীয় নেতার প্রতিনিধি, রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি অর্থাৎ আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত হবে। আগ্রহী প্রার্থী থেকে জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করলে জটিলতা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তৃতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন।

১২.৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, এক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে। এগুলো আইনে রাখা যেতে পারে। যোগ্যতা বিস্তারিত উল্লেখ না করে আইনের মধ্যে রেখে দিলে সীমিত হয়ে যাবে।

১২.২। **১২ দলীয় জোট**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচত হতে পারেন, সেটি বিবেচনার প্রস্তাব করেন।

১২.৩। **জাতীয়তাবাদী ডেমোক্রেটিক আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, নীতিগতভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে, বিষয়গুলো আইনের দ্বারা নির্ধারিত হলে ভালো হবে। আইনের দ্বারা হলে পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন সহজ হবে। সবকিছু সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলে সংবিধান ভারী হবে। ফলে এর কোনো যৌক্তিকতা হবে না। 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' সংগ্রহের ক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত হলে বাস্তবসম্মত হবে এবং টু টায়ার নিয়োগের প্রস্তাব করেন। প্রথম টায়ার থাকবে সার্চ কমিটি, যে সার্চ কমিটি সাচিবিক কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে একমত। ৫ টায়ারের কমিটি সিলেকশন কমিটির নিকট নাম প্রস্তাব করবে। সভাপতি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতার সমন্বয়ে গঠিত হবে। ২ টায়ার কমিটি- প্রথম কমিটি নির্ধারিত নাম মূল কমিটির কাছে প্রেরণ করবে।

১২.৪। **বাংলাদেশ নেজামী ইসলাম পার্টি**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, বিগত নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে জাতি ক্ষুব্ধ। ঐকমত্য কমিশনের অধিকাংশ প্রস্তাবের সঙ্গে তার দল একমত ছিল বলে জানান। একমত হলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বিবেচনা করলে দলীয় বিষয় চর্চা করার অবকাশ নেই। কার্যকর রাষ্ট্রপতি হিসেবে পরিণত করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না। ৫ জনে একমত তবে উচ্চকক্ষ হলে ২ জন যুক্ত হবে। সিভিল সার্ভিস থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার না করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। সেজন্য অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে করার অনুরোধ জানান।

১২.৫। **সহ-সভাপতি** বলেন, একটি স্বাধীন কমিটি থাকবে যার মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগ করবেন।

১২.৬। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, বিগত ৫৪ বছরে একটি স্বাধীন নির্বাচন গঠন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সরকারের হাতে থাকলে যেকোনোভাবে হস্তক্ষেপ হয়ে থাকে। নির্বাচন কমিশন নিয়ে যাতে কোনো বিতর্ক না থাকে সেজন্য পরিবর্তন প্রয়োজন। ৩য় দলের পরিবর্তে অন্যান্য সকল দলের সমন্বয়ে হতে পারে। সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট করতে হবে। ৭ জনের মধ্যে ৫ জনে একমত হওয়ার প্রস্তাব করেন।

১২.৭। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, ৭ জনের বিষয়ে একমত। সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। ৭ জনের মধ্যে ৪ জনে একমত হলেও হতে পারে। লিগাল মেজরিটি ৪:১ হতে পারে। সংবিধানে সংক্ষেপে আইন দ্বারা রাখা যেতে পারে। সকলকে দলের চেয়ে দেশকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

১২.৮। **প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার** বলেন, রাষ্ট্রপতির একজন প্রতিনিধি এবং প্রধান বিচারপতির একজন প্রতিনিধি ব্যতীত কীভাবে গঠন করা যায় সে প্রস্তাব দেওয়া হয় তাহলে কমিশনের বিবেচনা করতে সুবিধা হবে।

১২.৯। গণঅধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, নির্বাচন কমিশন গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি ব্যতীত ৬ সদস্যের কমিটি যেখানে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মধ্য হতে নেওয়া যেতে পারে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ্ধতিতে যাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐকমত্য নাহলে র‍্যাংক চয়েজে যাওয়া যেতে পারে।

১২.১০। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি না বলে রাষ্ট্রপতি মনোনীত নির্বাচন পরিচালনায় একজন বিশেষজ্ঞ মনোনীত করতে পারেন। ৩য় দলের পরিবর্তে অন্যান্য সকল দলের সমন্বয়ে গঠন করা যেতে পারে। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সরকার সমর্থনের বাইরেও তাদের মতামত যুক্ত করা প্রয়োজন।

১২.১১। গণফোরাম-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে নিয়োগ দিয়ে থাকে। তাই এ কমিটিতে থাকা বাস্তবসম্মত হবে না। ৩য় বৃহত্তম দল বা প্রধান বিরোধী দল ব্যতীত অন্যান্য বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি বাছাইয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। ৫ জনের কমিটিতে একমত যথা : স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী/প্রতিনিধি, বিরোধীদলীয় নেতা/প্রতিনিধি এবং প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধির সমন্বয়ে বাছাই কমিটির করার পক্ষে মত দেন।

১২.১২। ভাসানী জনশক্তি পার্টি-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের বিষয়ে যে সকল প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়েছে তা বাস্তবসম্মত। সরকারি এবং বিরোধী দলের বাইরে যে সমস্ত প্রতিনিধি সংসদে থাকবে তাদের মধ্য হতে একজন প্রতিনিধি মনোনীত হবেন। তাতে একমত না হতে পারলে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবেন। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। প্রধান বিচারপতির ব্যাপারে আপত্তি নেই। তবে সাবেক বিচারপতিদের মধ্য হতে একজন বিচারপতি নির্ধারণ করলে ভালো হবে। উচ্চকক্ষ থেকে ২/১ প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে দিনদিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কমিশনারের সংখ্যা ৪ থেকে ৬ জনে উন্নীত করার প্রস্তাব করেন।

১২.১৩। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, ৭ জনের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে একমত পোষণ করা হয়। সংবিধানে গাইডলাইন থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

১২.১৪। খেলাফত মজলিস-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, তার দল ৭টির মধ্যে ৫ জনের কমিটিতে একমত। আর যদি উচ্চকক্ষ হলে স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার থাকবে। ৫ জনের মধ্যে ৪ জনে ঐকমত্য হতে হবে।

১২.১৫। জাতীয়তাবাদী সমমনা দল-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি এবং তৃতীয় বৃহত্তম দল ব্যতীত ৫ জনে একমত। তন্মধ্যে প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি। আগেই বলা হয়েছে যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনিই সংসদ নেতা হবেন। সংসদ নেতার মনোনীত একজন ব্যক্তি।

১২.১৬। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জেএসডি-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, উত্থাপিত প্রস্তাবে একমত। প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি থাকবে। নির্বাচন পদ্ধতি ৫:২ হলে ভালো হবে।

১২.১৭। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, ৭ জনের স্থলে ৫ জনে একমত। সেক্ষেত্রে সংসদ নেতা কিংবা তার প্রতিনিধি, বিরোধী দলীয় নেতা কিংবা তার প্রতিনিধি। স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গঠিত হবে।

১২.১৮। আম জনতার দল-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, নিয়োগ কমিটির গঠন প্রক্রিয়া আইন দ্বারা গঠন করার পক্ষে। বিচার বিভাগের প্রতিনিধি রাখার পক্ষে নয়। সেক্ষেত্রে ৫ জনের কমিটি হতে পারে। বাছাই প্রক্রিয়ায় যদি নির্বাচন হয়ে যায়, তাহলে ভালো। আর তা না হলে চয়েজের একটি বিষয় থেকে যায়। বিকল্প হিসেবে নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আদর্শবাদ শিক্ষকদের মধ্য হতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা যেতে পারে।

১২.১৯। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধিবলেন, এ বিষয় স্পষ্ট অবস্থান হলো সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে যাতে একটি স্বতন্ত্রভাবে নিয়োগ বডি থাকে, যা সংবিধানে অবশ্যই উল্লেখ থাকবে। ৭ জনের মধ্যে ৫ জনের সমর্থন থাকবে। যেখানে সরকারি দল, বিরোধী দল এবং

বিচারবিভাগের সমন্বয়ে গঠিত হবে। সিলেকশন কমিটির নামের সংখ্যা (এক বা দুইজন) ও সার্চ কমিটির আইনি প্রক্রিয়া যেমন, শর্টলিস্টিং সার্টিফিকেট প্রদানের কাজগুলো স্পষ্ট করার আহ্বান জানান। জনপ্রশাসন, পুলিশ ও স্থানীয় সরকারে নিয়োগের বিষয়টি আলোচনায় আনা দরকার। তা নাহলে সংস্কারের ফলাফল শূন্যে লিখিত হবে।

১২.২০। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, সরকারি দলের দুইজন- প্রধানমন্ত্রী এবং স্পিকার। বিরোধী দলের দুইজন বিরোধী দলীয় নেতা এবং ডেপুটি স্পিকার। দ্বিতীয় বৃহত্তম বা প্রধান বিরোধী দল ব্যতীত অন্যান্য বিরোধী দল থেকে একজন। সর্বমোট ৫ জনের কমিটিতে সম্মতি জানান। সংখ্যাগরিষ্ঠার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধির প্রয়োজন হবে না। রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে নির্বাচিত হয়ে বিধায় এ কমিটিতে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে না। এছাড়া রাষ্ট্রপতি কমিটি নিয়োগ দিবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি রাখা শ্রেয় হবে না। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেতার প্রতিনিধির সঙ্গে একমত নয়। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেতা থাকা উচিত। বাছাই কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে।

১২.২১। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** সংবিধানে শুধু আইনপ্রণয়নের মূলনীতি রাখা উচিত, আর তার বিস্তারিত ধারা-উপধারা আইনেই নির্ধারণ হওয়া উচিত; যেমন আর্টিকেল ১১৮(১)-এ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্তি হবেন। বাকি প্রক্রিয়া আইন দ্বারা চলবে। নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক, ন্যায়পাল অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। কন্ডাক্ট অব রুলস থাকতে হবে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে শুধু বিচারপতি অপসারণ নয়, তদন্ত ও নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতাও দেওয়ার প্রস্তাব করেন। আর্টিকেল ৯৬ অনুযায়ী সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ক্ষমতা শুধু বিচারপতি অপসারণে সীমাবদ্ধ, যা অত্যন্ত ন্যূনতম ব্যবস্থা। বিগত দিনে নির্বাচন কমিশনের তিক্ততার ইতিহাস রয়েছে। সাংবিধানিক বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলে জটিলতা সৃষ্টি হবে। সেখানে অহরহ সংশোধনের প্রয়োজন হবে। একবার সংবিধানে আসলে তা সংশোধন করা যাবে না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে। নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, এটি নির্বাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় কোয়াসি জুডিশিয়াল ফাংশন করে। কোনো কোনো সময় নিম্ন আদালতের সহায়তা নিয়ে থাকে। কিছু কিছু ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া হয়। যার মাধ্যমে স্বাধীন সংসদ গঠিত হবে। ফলে সংসদ আইনপ্রণয়ন করবে। দেশের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে সংবিধানে রাখা যেতে পারে। দেশে এমন একটি নির্বাচন হবে তাতে কোনো পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ থাকবে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার appointment conditions of service এবং টার্মস অব অফিস এ সংক্রান্ত আইন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছে, সেটি আইনে আছে। সিলেকশন কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারদের সুপারিশ করবে রাষ্ট্রপতিকে। এখানে সার্চ বডি। সার্চ বডির কাজ হবে সেক্রেটারিয়েট ফাংশন/সাচিবিক দায়িত্ব। বিভিন্ন দলের নামের তালিকা থেকে শর্টলিস্টিং করবে। শর্টলিস্টিং সিলেকশন কমিটিকে দিবে। সিলেকশন কমিটি এই শর্টলিস্টিং থেকে নিতে হবে এমন না। সিলেকশন কমিটি নিজেরাও বাছাই করতে পারবে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। সংবিধানে বিস্তারিত না লিখে সংসদ নেতা, বিরোধী দলীয় নেতা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং প্রধান বিচারপতির মনোনীত আপিলেট বিভাগের একজন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। তাহলে ৩টি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত হবে। এখানে ভোটাভুটি রাখা ঠিক হবে না। সিলেশন কমিটিতে যারা থাকবে তারা সুপারিশ করবে। সার্চ বডি যেটি থাকবে–হেড অব কেবিনেট সেক্রেটারি বা অন্য কেউ যা আইনের মধ্যে উল্লেখ থাকবে। তারা সারা দেশ থেকে বাছাই করে শর্টলিস্টিং করে একটি প্যানেল দিবে। সেখানে সবাই নাম দিতে পারবে। ওই তালিকা কিংবা বাইরে থেকে সিলেকশন কমিটি উপযুক্ত কাউকে মনে করলে তারা সুপারিশ করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। যে বছর নির্বাচন হবে তার এক বছর আগে হলে ভালো হবে। নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ কোনো কোনো দেশের ৪ বছর, ৫ বছর এবং ৬ বছর রয়েছে। এমন বিধান

রাখা যেতে পারে প্রতিটি নির্বাচনের ৬ মাস কিংবা ১ বছর আগে করা যেতে পারে। এগুলো বিস্তারিত আইনে থাকবে। conduct rules-এ প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার এবং জবাবদিহি সেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একজন কিংবা দুইজনের নাম পাঠানোর বিষয়টি আইনে থাকবে। সার্চ কমিটি আইনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

১২.২২। **প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার** বলেন, প্রস্তাবে মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন আগে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উল্লেখ রয়েছে।

১২.২৩। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি এর পক্ষ থেকে** দলটির প্রতিনিধি বলেন, সিলেকশন কমিটি রাষ্ট্রপতিকে পাঁচজন নাকি দশজনের নাম পাঠাবে, সেক্ষেত্রে সম্মতির ব্যাপার রয়েছে। যদি একমত হতে না পারে সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত কীভাবে হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন। একটি পদের বিপরীতে একজনের নাম প্রেরণ করা হচ্ছে তখন রাষ্ট্রপতি ওই ৫ জনকে নিয়োগ দিবে। যদি ১ জনের বিপরীতে ২ জনের নাম যায়। চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রপতির এক্তিয়ার বাড়াচ্ছে ১০ জনের মধ্য হতে কোন ৫ জন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির বরাতে কার্যত সরকারের প্রধান নির্বাহী এখন যেভাবে হচ্ছে। সিলেকশনের পরে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেন। বিদ্যমান আইনের ক্ষেত্রে মৌলিক কোনো পার্থক্য হচ্ছে কি না। এটি ব্যাখ্যার প্রশ্ন।

১২.২৪। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, কমিশনের ১ জন প্রস্তাব রয়েছে। ১ জন পাঠালেও আইনে উল্লেখ থাকতে হবে। আইনের মধ্যে সাচিবিক দায়িত্বও উল্লেখ থাকতে হবে। সিলেকশন কমিটি রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে।

১২.২৫। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-এর পক্ষ থেকে**দলটির প্রতিনিধিবলেন,১ জন করে পাঠানোর ক্ষেত্রে যদি কমিটি একমত হতে না পারে তাহলে সিদ্ধান্ত কীভাবে হবে; মূল আলোচনা এখানে।

১২.২৬। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধিবলেন, অতিরিক্ত নাম পাঠানোর সুযোগ নেই। সেখানে ১ জনের নামই রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১২.২৭। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, কমিটির নিজস্ব এক্তিয়ার থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্তসমূহ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ কমিটি সর্বসম্মতভাবে তাদের মধ্য হতে ১ জন। ১ জন স্পষ্ট থাকতে হবে। ১ জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং ৪ জনকে নির্বাচন কমিশনারের নাম রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো।

১২.২৮। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এর পক্ষ থেকে** দলটির প্রতিনিধিবলেন, বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সকলে একমত।

১২.২৯। **সহ-সভাপতি** বলেন, সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সকলে ঐকমত্য। কাঠামোগত দিক ৭ জনের ক্ষেত্রে ৫ জনের প্রস্তাব রয়েছে। অধিকাংশ দলের দিক থেকে রয়েছে। কিছু বিষয় আইনের দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। সার্চ কমিটি শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। এ বিষয়গুলো রিরাইট করে উপস্থাপন করব।

[এরপর দুপুর ১:০৫ মিনিটে জোহরের নামাজের জন্য বিরতি ঘোষণা করা হয়]

[জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ২:২৫ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১২.৩০। **সহ-সভাপতি** বলেন, আজকে সমস্ত বিষয় আলোচ্যসূচিতে ছিল তার মধ্যে সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সুপারিশগুলো আলোচনার জন্য প্রথমেই নির্বাচন কমিশনসংক্রান্ত বিষয়গুলোতে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলাপ-আলোচনা বিভিন্ন প্রস্তাব বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ১২৮(১) এর কিছু ধারায় সংশোধনের ব্যাপারে একটি টেক্সট দেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান আইনে ৪ জন কমিশনার রয়েছে, সেটি রাখার বিরুদ্ধে। আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক এবং ভবিষ্যতে বাড়তে পারে।

অতঃপর তিনি সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংবিধানের সপ্তম ভাগ (নির্বাচন) কমিশন সংক্রান্ত সংবিধানের ১১৮(১) সংশোধনপূর্বক নিম্নোক্ত সিন্তান্ত গৃহীত হয়।

নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

১১৮ (১) সংশোধনপূর্বক;

'(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং

(ক) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/Selection কমিটির প্রধান হইবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হইতে নির্বাচিত হইবেন) (৩) প্রধানমন্ত্রী (৪) বিরোধীদলীয় নেতা এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই বাছাই/Selectionকমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে বিদায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য কমিশনারগণের মেয়াদ শেষ হইবার ৯০ দিন পূর্বে সংসদে প্রণীত আইনের দ্বারা (যেখানে নির্বাচন কমিশনার হইবার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী অনুসন্ধানের পদ্ধতি, প্রাধিকার ও কর্মপদ্ধতির উল্লেখ থাকিবে) নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আহ্বান করাসহ কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(খ) অনুসন্ধানের প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত'সমূহ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করত; সর্বসম্মতিক্রমে তাহাদের মধ্য হইতে এক (১) জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্ধারিত প্রতিটি পদের বিপরীতে এক (১) জন করিয়া নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাহাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করিবেন।

(গ) স্পিকারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(ঘ) বিদায়ী কমিশনের মেয়াদ শেষ হইবার অথবা অন্য কোন কারণে পদ শূন্য হইলে পরবর্তী দিন হইতে নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনাররা দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

(বিদ্যমান সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের এর উপানুচ্ছেদ ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ অপরিবর্তিত থাকিবে)

১১৮(৫) এর সঙ্গে যুক্ত হইবে-

১১৮(৫) এতদ্ব্যতীত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারদের জবাবদিহিতার জন্য আইন প্রণয়ন ও আচরণবিধি প্রণীত হইবে'

১২.৩১। সহ-সভাপতি বলেন, আপনাদের সকলের সহযোগিতা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে এটি তৈরি করা হয়েছে।

১২.৩২। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-এর পক্ষ থেকে** দলটির প্রতিনিধি উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, সর্বসম্মত সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত বৈঠক বারবার চলতে থাকবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ আটকে যাবে। তৃতীয় বৈঠকেও যদি একমত না হয়, তাহলে কীভাবে কোথায় 'সম্মতিপূর্ণ' সিদ্ধান্ত ধরা হবে, সেটি স্পষ্ট করতে হবে।

১২.৩৩। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেতা কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাবে না তাহলে দেশ আগাবেও না নির্বাচনও হবে না। এখানে সর্বসম্মতি শব্দটি থাকা উচিত। নেতানেত্রীরা একটি সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারবেন। নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া যথাযথ হবে না।

১২.৩৯। **সহ-সভাপতি** বলেন, কেউ নোট অব ডিসেন্টে যাবে না। এ বিষয়ে ঐকমত্য হলো। আজকের জন্য সভা মুলতুবি হলো। আগামী রবিবার সকাল সাড়ে ১০টায় সবাই একত্র হবো। আজকে একটি বড় জিনিস অর্জন হলো। সবাইকে ধন্যবাদ।

[এ পর্যায়ে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ২:৪০ মিনিটে সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১৯তম সংলাপের সারসংক্ষেপ

১২ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৭ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : ৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ১৯ তম সংলাপের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ১২ শ্রাবণ ১৪৩২/২৭ জুলাই ২০২৫

সময় : রবিবার, সকাল ১০:৩০টা

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা :

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) ড. নেয়ামূল বশির, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	**প্রথমার্ধ** (১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক **দ্বিতীয়ার্ধ** (১) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ	

		সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি **বিকল্প প্রতিনিধি** আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী (২) মোঃ খালেদ হোসাইন, সদস্য	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক (২) কামরুল আহসান অপু, দপ্তর সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) ফারুক হাসান, মুখপাত্র (২) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য (৩) আনছার আলী দুলাল, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি	

		(২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) (৩) এস.এম. শাহাদাত, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ গণতন্ত্রিক পার্টি	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি (৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মো. মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	ড. আবু ইউসুফ সেলিম, মহাসচিব	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী।

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

গ. জনাব এইচ. এম. আলী আকবর, উপপরিচালক ।

ঘ. জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। <u>বৈঠকের আলোচ্যসূচি</u>

১. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি;
২. নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব;
৩. পুলিশ কমিশন গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব;
৪. নারীর প্রতিনিধিত্ব।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। একইসঙ্গে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন।

৮.০০। সহ-সভাপতি বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের **১৯**তম বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে সবাইকে ধন্যবাদ। ইতোমধ্যে **১০**টি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেনি এবং **৭**টি বিষয়ে আংশিক আলোচনা হচ্ছে। ব্যাপকভাবে আলোচনা হলেও সে বিষয়ে কোনো না কোনোভাবে সিদ্ধান্তে যেতে হবে। আজকের বৈঠকে **৩**টি বিষয়ে এখন পর্যন্ত আলোচনা হয়নি। এখন দিন নয় ঘণ্টা হিসেবে চলে যেতে হবে। সুস্পষ্টভাবে আলোচনার মাধ্যমে প্রক্রিয়ার একটি সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। লক্ষ্য হচ্ছে একটি জাতীয় সনদ, যা সকলে স্বাক্ষর করবেন। কমিটমেন্টের একটি খসড়া কমিশন তৈরি করেছে। আগামী **২/১** দিনের মধ্যে জাতীয় সনদের খসড়া বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হবে। খসড়া নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে না। কারণ এগুলো শব্দের ব্যাপার। এক্ষেত্রে কোনো আপত্তি উত্থাপন হলে ফ্লোরে আনা হবে নচেৎ আনা হবে না। আলাদা আলাদা মতামত সন্নিবেশিত করেই একটি জাতীয় সনদ প্রস্তাব করা হবে। আলোচনা গঠনমূলকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও আহ্বান জানানো হলো। লক্ষ্য হচ্ছে, পূর্বের আলোচনার বিষয় এবং অনালোচিত বিষ নিয়ে আলোচনা করা যায়। আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে (১) নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব। বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি একক সনদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। সেক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে এটুকু বলা হয়েছে–নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য আছে। দ্বিতীয় ভাগে সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত অনুচ্ছেদ আছে তার সঙ্গে সংযুক্ত করে সংশোধন করে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এগুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে। যদি বিবেচনা করে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মতামত দিতে পারেন। যেগুলোতে একমত হবেন সেগুলো সনদে অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রাথমিক আলোচনায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে, 'নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণের অঙ্গীকার তারা করছেন।' আশা করা হচ্ছে, সেই অঙ্গীকারের প্রতি অবিচল থাকবেন। পুলিশ কমিশনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে **১৬৬**টি সুপারিশ পাঠানো হয়েছিল, সেটিতে পুলিশ কমিশন ছিল না। নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে, সেটি সময়ক্ষেপণের জন্য নয়। নাগরিকদের পক্ষ বলা হয়েছে যে, পুলিশ কমিশন নিয়ে কেন আলোচনা হচ্ছে না। বিশেষ করে গত বছরের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানসহ গত ১৬ বছরে পুলিশের ভূমিকার কারণে এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। সেই বিবেচনা থেকেই উত্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে এক ধরনের ঐকমত্য তৈরি করা সম্ভব হবে। আজকে পুলিশ কমিশন নিয়ে আলোচনা শুরু হবে। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নিয়ে আলোচনা হবে। আর নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণের ব্যাপারে যদি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, সেটি কমিশন দিতে প্রস্তুত রয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে কোন অনুচ্ছেদে কোন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে বিরোধিতা করছেন, সেটি আপনারা জানান। বিএনপি নাগরিকদের অধিকারের প্রত্যেকটি বিষয়ে মতামত দেওয়ায় ধন্যবাদ জানানো হয়। সুনির্দিষ্টভাবে মতামতগুলো পাওয়া গেলে সহজ হবে যে, কতদূর পর্যন্ত একমতের জায়গায় আসা যায়। আগামী ৩ দিনের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে। আপনারা অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করেন। সকলের চেষ্টায় অবশ্যই সাফল্য আসবে। এ বিশ্বাস ও আস্থা রাখা দরকার।

৯.০০। বাংলাদেশ পুলিশ কমিশন গঠন সম্পর্কে আলোচনা

৯.০১। সহ-সভাপতি আশা প্রকাশ করে বলেন, এ বিষয়ে দ্রুত একমত হওয়া সম্ভব হবে বলে ।

৯.০২। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার, পুলিশ কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে কারণ এবং গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বৈঠকে অবহিত করেন।

৯.০৩। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, পুলিশ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে কোর্টে যাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে জানতে চান। এখানে শাস্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

৯.০৪। সহ-সভাপতি বলেন, কোর্টে যাওয়া যাবে। যে কোনো পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা পুলিশ কমিশনকে অবহিত করতে পারবে।

৯.০৫। কমিশনের সদস্য জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া বলেন, সরকারি কর্মচারীদের বিভাগীয়ভাবে বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া যায়। ক্রিমিনাল কেইস হলে কোর্টে যেতে পারবে। বিভাগীয় কার্যক্রম কমিশন করতে পারবে।

৯.০৬। সহ-সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ কমিশন গঠনের বিষয়ে সকলে নীতিগতভাবে একমত। তবে এর কাঠামো, কার্যাবলির বিষয়ে মতামত নিয়ে পরিবর্তন করা হবে।

৯.০৭। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশজাসদ-এর পক্ষ থেকে বলেন, পুলিশ কমিশন গঠনের বিষয়ে একমত। নির্বাহী বিভাগ সংকীর্ণ কাজে ব্যবহার করে থাকে, সেটিকে রক্ষার জন্য স্বাধীন পুলিশ কমিশনের প্রয়োজন রয়েছে। পুলিশ কমিশন জনগণের উইন্ডো হিসেবে কাজ করবে। ১/১১-এর সময় পুলিশ কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। কমিশন জণগণের অভিযোগ গ্রহণ এবং পুলিশ সদস্যদের অভিযোগ থাকলে সেগুলো নিষ্পত্তি করবে।

৯.০৮। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে ৬টি কমিশনের রিপোর্ট পাঠিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট পাঠানো হয়নি। পাঠানো হলে দলের পক্ষ থেকে মতামত দেওয়া সম্ভব হতো। পুলিশের জন্য পিআরবি এবং পুলিশ অ্যাক্ট রয়েছে। এছাড়া পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি অব বেঙ্গল রয়েছে। গণকর্মচারীদের জন্য কন্ডাক্ট রুল রয়েছে। শৃঙ্খলা ও নিয়মাবর্তিতা রুলস রয়েছে। কর্মচারীদের বিভাগীয় এবং আইনের আওতায় আনা যায়। যে সকল আইন রয়েছে তা খুবই বাস্তবসম্মত। অপব্যবহারের ফলে পুলিশ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। Governance কে effective করা উচিত। ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে মাথায় রেখে চিন্তা করলে অনেক কিছু সম্ভব। পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অবৈধ আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে করণীয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে তাহলে এটির প্রয়োজন হবে না। কমিশন গঠনে একমত। তবে পাওয়ার ফাংশন বিস্তারিত হলে আলোচনায় সুবিধা হতো। দক্ষতা এবং শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ বাহিনীতে ১০১ আইন রয়েছে। কমিশনকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিষয়টি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৯.০৯। **সহ-সভাপতি বলেন,** ৬টি কমিশনের রিপোর্ট থেকে ১৬৬টি সুপারিশ সকল রাজনৈতিক দলকে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে পুলিশ কমিশন ছিল না। পুলিশকে একটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মধ্যে আনা প্রয়োজন। এটি একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হবে। এক ধরনের বাধ্যবাধকতা থাকলে জনপ্রতিনিধি নির্ধারণ করতে পারবেন যে, কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব।

৯.১০। **মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার** বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পরপর বিএনপির পক্ষ থেকে ৬ সদস্যের সমন্বয়ে একটি পুলিশ সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেখানে প্রথমেই একটি পুলিশ কমিশন গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। ঐকমত্য কমিশন থেকে বেসিক গাইডলাইন তৈরি করা যেতে পারে।

৯.১১। **সহ-সভাপতি** বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর পক্ষ থেকে একটি পুলিশ কমিশন গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ দল প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশ কমিশন গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। একটি শক্তিশালী ও কার্যকর কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যেখানে জনগণের যাওয়ার জায়গা হবে। Punitive measures-এর অপশন থাকা। আইনের মধ্যে যতটুকু দেওয়া সম্ভব।

৯.১২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, একটি কমিশন করার বিষয়ে কেউ আপত্তি করছে না। এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে যে, একটি পুলিশ কমিশন গঠন করা হবে। এটিকে ফাংশনাল করতে হবে। কার্যকর করার জন্য কিছু বিষয় সংযোজনের প্রয়োজন হবে। যে প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়েছে, তা একটু মোডিফাই করে উত্থাপন করলে বাস্তবসম্মত হবে।

৯.১৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, সকলে একমত একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠিত হবে। কার্যকর পুলিশ কমিশন যাতে করে তার জবাবদিহি থাকে। সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিস্তারিত আইনে উল্লেখ থাকবে।

৯.১৪। **জাতীয় নাগরিক পার্টি** (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধিবলেন, পুলিশের মূল কাজ হচ্ছে তদন্ত এবং গ্রেফতার। পুলিশ এবং জণগণের যে সম্পর্ক হওয়া প্রয়োজন তা হয়নি। জনগণকে হয়রানির বিষয়টি জনসম্মুখে আসেনি। ৫ই আগস্টের আগে পুলিশের ভূমিকার বিষয়ে তেমন আইনিব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। জনগণকে হয়রানির বিষয়ে কথা বলতে চাইলে পুলিশ কমিশনে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করার এক্তিয়ার যেন থাকে। পুলিশ কমিশন গঠন করার প্রস্তাবে একমত। পুলিশ দ্বারা জনগণকে হয়রানি ও পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার এখতিয়ার থাকার প্রস্তাব করেন। সময়ে সময়ে জণগণের অভিযোগের রিপোর্ট প্রকাশের প্রস্তাব করা হয়। অবৈধ আদেশের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির প্রস্তাব করা হয়।

৯.১৫। **কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ সফর রাজ হোসেন** বলেন, পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো আশু বাস্তবায়নযোগ্য বিধায় রাজনৈতিক দলগুলোকে দেওয়া হয়নি। ধারা ১৬৪, ১৬৭, এগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক নির্দেশনার প্রয়োজন। ইতঃপূর্বেও স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল। সংবিধানের ৫৫(২)-এর মধ্যেই থাকতে হবে। এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী কাজের বিভাজন রয়েছে। কমিশনকে সুপারিশ করেই শেষ করতে হবে। কমিশনের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই।

৯.১৬। **জাতীয় নাগরিক পার্টি** (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, রাষ্ট্রের ৩টি অঙ্গের মধ্যে নির্বাহী বিভাগ ক্ষমতাশালী। বিচার বিভাগ যতই রায় দিক পুলিশ কার্যকর না হলে নির্বাহী বিভাগ যদি সম্পাদন না করে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। কমিশন সুপারিশ করবে, তা দরকার নেই। এ কমিশন শুধু রাষ্ট্রের ব্যয় বাড়াবে। একটি বাহিনী–চেইন অ্যান্ড কমান্ড থাকবে। কিন্তু যখন রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয় তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যাতে কোনো অবৈধ আদেশ দিতে না পারে সেই জায়গা থাকা দরকার। মানুষ সকল বিষয়ে কোর্টে যেতে পারে না, তা নিয়ে যেন কমিশনে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ থাকে।

৯.১৭। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ কমিশন গঠনের বিষয়ে হাউজে কোনো দ্বিমত নেই। জনগণ এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হবে। তারা অভিযোগ দিবে এবং তার তদন্ত হবে। নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করবে টু হোম। সংসদে আলোচনার মাধ্যমে আইনে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। ন্যায়পালেরও একটি রোল আছে। যার কাছে বন্দুক থাকে তার গুলি করার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু যার কাছে অর্ডার দেওয়ার ক্ষমতা থাকে

তার কাছে বন্দুক থাকে না। এটিকে বাস্তবায়ন করার জন্য যদি কোনো সুপারিশ আসতো তাহলে ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন দেওয়া যেত। ফলে পুলিশ তার ক্ষমতা মিস ইউজ করার সুযোগ পাচ্ছে। অভিযোগের বিষয়ে সিআরপিসি রয়েছে।

৯.১৮। **১২ দলীয় জোট**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের প্রতিনিধি না রেখে আইন মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করা হয়। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীকে প্রচণ্ড আকারে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। কমিশন যাতে সত্যিকার অর্থে দায়িত্ব পালন করতে পারে সে বিষয়ে একমত।

৯.১৯। **গণঅধিকার পরিষদের** পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধিবলেন, পুলিশ কমিশন গঠন করার প্রস্তাবে একমত। আলোচনা দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি ও ক্ষমতা উপস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রে পুলিশের দায়িত্ব বিশাল এবং বিস্তৃত। পুলিশ শুধু গ্রেফতার ও তদন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা ভুল হবে। প্রধানতম দায়িত্ব মানুষের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কার্যকর পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা। একটি কার্যকর কমিশন করা। সেক্ষেত্রে ঠুঁটো জগন্নাথ কমিশন বাস্তবসম্মত হবে না। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে কী শাস্তি হবে তা নির্ধারণ করা দরকার। কমিশন সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি, কর্মক্ষমতা এবং কমিশন কী কী করবে তার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা উত্থাপনের আহ্বান জানান। পুলিশকে জনবান্ধব এবং কার্যকর বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

৯.২০। **নাগরিক ঐক্যের** পক্ষ থেকেদলটির প্রতিনিধি বলেন, মডার্ন ম্যানেজমেন্টের একটি বড় ধারণা আছে যে, কোনো কাজকে যদি ভণ্ডুল করে দিতে চান তাহলে কমিশন করেন। পুলিশ বাহিনী হবে to serve the people and protect the poeple. এটিই তাদের একমাত্র কাজ হবে। পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা তাদের বিভাগীয় পর্যায়ে করা হবে। এটির ক্ষেত্রে কমিশন প্রয়োজন নেই। পুলিশ বিভাগ স্থানীয় সরকারের অধীনে থাকার কথা যা সংবিধানে রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রে পুলিশ কীভাবে কাজ করে তার উদাহরণ নিচ্ছি না। পুলিশ কমিশন গঠন এবং নাগরিকের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। সারা বিশ্বে পুলিশ বাহিনীর ভালো দিকগুলো বিবেচনায় বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

৯.২১। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধিবলেন, অন্যান্য ক্যাডারের সদস্য জণগণের ভোগান্তির বিষয়ে ধারণা থাকে বলে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নখদন্তবিহীন একটি কমিশন না করে ক্ষমতা এবং কার্যাবলি এখই নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৯.২২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, পুলিশ সংস্কার কমিশন কিন্তু স্বাধীন পুলিশ কমিশন নয়। মৌলিক সংস্কার হচ্ছে পুলিশ সংস্কার কমিশন। কিন্তু তা আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যদি সুযোগ থাকে তাহলে পুলিশ সংস্কার কমিশন নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হলে এত বিতর্ক হতো না বলে মনে করেন। পুলিশ শুধু অপরাধ দমন, তদন্ত করে না। জণগণের নিরাপত্তার বিষয় আছে। বিচার বিভাগের সহায়কশক্তি হিসেবে কাজ করে। ব্রিটিশ আমলে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য অ্যাক্ট করা হয়েছিল। তবে জনস্বার্থে করা হয়নি। পুলিশকে সেবক বলা হয়, এটি কেতাবি কথা। বাস্তব প্রয়োগ নেই। পুলিশের ওপর মানুষের কোনো আস্থা নেই। জুলাই অভ্যুত্থানে পুলিশ মানুষ হত্যা করে লাশ গোপন করাসহ লাশ পুড়িয়েছে। নির্মম আচরণ করেছে। পুলিশকে রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত করা না গেলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে না। মানবিক ও জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী প্রত্যাশা করা হয়। পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি মানুষকে সেবাও দিবে। পুলিশকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। অবজেক্টিভ ঘোষণার শর্তে বাংলাদেশ পুলিশ কমিশন গঠনের বিষয়ে একমত। অর্থাৎ জনগণের অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ। এছাড়া উর্ধ্বতন কর্মকর্তা দ্বারা যদি বঞ্চিত হয় তাও যথাযথভাবে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নীতিগতভাবে একমত। প্রস্তাবটি যদি বিস্তারিত আকারে আসে এবং পরবর্তী সময়ে সংসদে পাশ করা হবে। সবকিছু সংসদে ছেড়ে দিলে হবে না। আইন প্রণয়নের জন্য একটি গাইডলাইন প্রয়োজন হবে। দেশের রাজা পুলিশ, মাছের রাজা ইলিশ। এ জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

৯.২৩। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধিবলেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ মালিকের পক্ষ নিয়ে শ্রমিকের ওপর হামলা চালায়। স্থানীয় সরকারের পরেই পুলিশ বাহিনী। কমিশন গঠনে একমত। কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। শুধু সুপারিশ নয়, নিস্পত্তিও করতে হবে। কমিশনে ৫, ৬ ও ৯ পরিবর্তন করে অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য, আইন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। হারুন কেন 'হাউন আঙ্কেল' হয়ে উঠলো। এগুলোর বিরুদ্ধে কমিশন কিছু করতে পারবে কি না তাও অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

৯.২৪। **খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকেদলটির প্রতিনিধি বলেন, যেখানে বেশি হত্যা সংঘটিত হয়, সেখানে পুলিশ পদায়নের চেষ্টা করে। পুলিশ কমিশন গঠনে একমত। কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে সেখানে শত শত লোক অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। পুলিশ আইনে ত্রুটি থাকলে সেগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে পুলিশ কমিশন গঠনের প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত থাকার জন্য আইনে কী সংযোজন-বিয়োজন করা দরকার, তা প্রস্তাব করেন। কার্যকর পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলে উল্টো হয়রানি শুরু করে। এর যথাযথ প্রতিকার প্রয়োজন।

৯.২৫। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধিবলেন, শ্রীলঙ্কা, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, উগান্ডা, নাইজেরিয়া পুলিশ কমিশন ও তাদের আইনের সঙ্গে বাংলাদেশের পুলিশের আইনগুলো পুনঃবিবেচনার প্রস্তাব করেন। সেক্ষেত্রে সংশোধিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা যেতে পারে।

৯.২৬। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধিবলেন, পুলিশ যেভাবে ফ্যাসিজম সৃষ্টি করেছে সেজন্য ওভার রুলিং দরকার। বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। প্রস্তাবিত গঠনের ২ ও ৯ আরো diversify করার প্রস্তাব করেন। পুলিশের ওসি লেভেল থেকে সদস্য রাখা যেতে পারে। পুলিশের প্রশিক্ষণে humanity values সিলেবাসে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা বিবেচনা করা যেতে পারে। সেশন জাজ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। আইনজীবী রাখার বিষয়টি যথাযথ কি না তা বিবেচনা করার প্রস্তাব করেন। কোনো না কোনোভাবে punitive measures নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৯.২৭। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, পুলিশের পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। তার দল পুলিশি রাষ্ট্র দেখতে চায় না। এটি অবশ্য সংস্কার দরকার। পুলিশ বাহিনীকে লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে দেখতে চাচ্ছে না।

৯.২৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, স্পষ্ট করে লিখে দিলে বিবেচনা করা সম্ভব হবে। এটি নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। সকলে একমত। কিন্তু ঐকমত্য হিসেবে বাইরে বলা হয়নি। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল ১০ বছর হবে।

৯.২৯। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে দলটির প্রতিনিধি বলেন, ১০ বছরের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী বহাল থাকবে না।

৯.৩০। **সহ-সভাপতি** বলেন, পুলিশ কমিশনের বিষয়ে সকলে একমত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল এবং জোটগুলো আলাপ-আলোচনায় একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করতে একমত হয়েছে। যেটি কার্যকরভাবে পুলিশের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা নিশ্চিত ও জনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করবে। ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়নি। সিদ্ধান্তের বিষয়ে দ্রুত অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

৯.৩১। **মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার** আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন যে, ধারণা করা হচ্ছে খুব বেশি আলোচনার প্রয়োজন হবে না। সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে পুলিশ কমিশন গঠনের বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

৯.৩২। **সহ-সভাপতি** বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে একত্রে বসে সমন্বিত সংশোধিত একটি প্রস্তাব তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার জন্য একটু বিলম্ব হয়েছে। হয়তো সবার সব কথা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কমিশনের উদ্দেশ্যগুলো খুব সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ কমিশন গঠন প্রক্রিয়াটি জাতীয় সংসদে আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। এখানে আপত্তি থাকলে বলা যেতে পারে যে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাঠামোর প্রস্তাব এবং মৌলিক দায়িত্বের কার্যাবলি উল্লেখ করে দেওয়া হচ্ছে যাতে যখন আইন তৈরি করা হবে তখন এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যেন এক ধরনের চাপ প্রয়োগ হয়। বাধ্যবাধকতা তৈরি না হলেও জণগণের দিক থেকে এক ধরনের নজরদারিও থাকবে। কতদূর পর্যন্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন আইন প্রণেতারা করতে পারছেন সে বিবেচনা থেকে দুই-তিনটি পরিবর্তন আছে। যেমন বিচারপতির বয়স ৭২ করা হয়েছিল, কেউ কেউ বলেছেন ৭৫ বছরের উর্ধ্বে নয়। দ্বিতীয় হলো ৭ নং ক্রমিকে সচিব পদমর্যাদার নিচে নয় এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, ক্রমিক ৮-এ জেলা জজের নিচে নয় এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। যারা জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্ব করবেন, জণগণের প্রতিনিধিত্ব যেন শক্তিশালী থাকে। দায়িত্বগুলো স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। আইনের দ্বারা কী কী নির্ধারিত হবে তার একটি নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীন একটি পুলিশ কমিশন করতে পারলে জবাবদিহির জায়গাটি সুস্পষ্ট হবে সেই আশা থেকেই এই সংশোধন। এতে সামগ্রিকভাবে একটি বড় কাজ হবে বলে আশা করছি।

৯.৩৩। **রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকেদলটির প্রতিনিধি বলেন, মনে হয় যে কমিশন চায় যেন নতুন কিছু না বলি। তবুও বলতে হচ্ছে। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মনে করে কমিশনকে যেকোনো পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করতে পারার একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যায়। তাহলে পুলিশকে একটি জবাবদিহির মধ্যে রাখা যাবে।

৯.৩৪। **কমিশনের সদস্য জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া** বলেন, সাধারণত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিচে কেউ বরখাস্ত করতে পারে না। এক্ষেত্রে এটির ব্যত্যয় হবে। কমিশন যেহেতু নিয়োগকর্তা নয় সেহেতু এই দায়িত্ব কমিশনকে দেওয়া যাবে না। কমিশন সুপারিশ করতে পারবে।

৯.৩৫। **আমজনতার দল**-এর পক্ষ থেকেদলটির প্রতিনিধি বলেন, ক্রমিক ৯-এ দেখা যায়, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শকের পরিবর্তে জেলা জজ পদমর্যাদার নিচে নয় এমন অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুলিশের সেবা থেকে শুধু পুরুষ ভুক্তভোগী হয় না। নারীরাও হয়। এখানে বলা হয়েছে ৯ জনের যে কোনো দুইজন নারী সদস্য থাকবে। এটি যথেষ্ট নয়। সুনির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া উচিত। এই নারী সদস্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত। দ্বিতীয় বিষয় হলো, যদি আনতেই হয় দয়া করে পুলিশ সদস্য থেকে নয়। কারণ নারী পুলিশ সদস্যদের নৃশংসতা আরও বেশি। পুরুষ পুলিশ গায়ে হাত দিতে পারে না, কিন্তু নারী পুলিশ তা করে। তাছাড়া সদস্য সচিব হিসেবে একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকেই রাখা হয়েছে, এটি ন্যায্য নয়। এখানে বেশি করে মানবাধিকার কর্মী রাখা উচিত। পুলিশ এবং সরকারি কর্মকর্তা কম হওয়া উচিত।

৯.৩৬। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি**-এর পক্ষ থেকেদলটির প্রতিনিধি বলেন, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদকে যে ৯ জনের কমিটির প্রস্তাব বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেটি অবশ্যই যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্লামেন্টে আইনে পরিণত হবে। টার্মস অব রেফারেন্সে কোনো পুলিশ সদস্য কর্তৃক বেআইনি কর্মকাণ্ডের জন্য শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কমিশন প্রচলিত আইন অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করবে কি না এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা মানার জন্য বাধ্য থাকবে কি না তা জানতে চান।

৯.৩৭। **মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেন,** সংসদ যখন আইন পাশ করবে তখন এখানে যেসকল নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা বিবেচনায় নিবে। যদি বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় তা সংসদ বিবেচনা করবে।

৯.৩৮। **গণঅধিকার পরিষদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দলীয়করণের ফলে অনেক পুলিশের প্রমোশন হয় না, এমনকি তাদের যে লজিস্টিক সাপোর্ট তারা পায় না। এছাড়া পুলিশের কোনো কর্মঘণ্টা নেই। একজন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে রাত ২টা বা ৩টার সময়ও ডিউটি করতে হয়। সেক্ষেত্রে তাদের বেতন কাঠামো এই কমিশন দেখবে কি না তিনি জানতে চান।

৯.৩৮। **ভাসানী জনশক্তি পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশনের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে তাকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি বাছাই কমিটিতে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের রাখা যায় কি না সে বিষয়টি ভেবে দেখতে বলেন।

৯.৪০। **সহ-সভাপতি বলেন,** এই কমিটিতে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার একজন প্রতিনিধি এবং ডেপুটি স্পিকারের একজন প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে যিনি বিরোধীদলীয় হবেন।

৯.৪১। **জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপি :** ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী যখন হত্যাযজ্ঞ চালায় রাজারবাগ পুলিশ বাহিনী তখন প্রতিরোধ করে। সব পুলিশ বাহিনী শেখ হাসিনার পুলিশ বাহিনী হবে না। সামনে যে পুলিশ বাহিনী আসবে তা অবশ্যই জণগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করবে। কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে তিনি একমত পোষণ করেন। তবে কমিটিতে তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী উল্লেখ ছিল, সেখানে একজন বিচারকের নাম দেওয়া হয়েছে। সেখানে আইনজীবী থাকতে পারতো বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৯.৪২। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি :** প্রস্তাবটি সুন্দর হয়েছে, প্রশ্ন তোলার তেমন কিছু নেই। তবে জানতে চান যে, কমিটিতে সংসদ নেতার প্রতিনিধি, বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধি এবং জাতীয় সংসদের স্পিকারের একজন প্রতিনিধি কী সংসদ-সদস্য হবেন নাকি যে কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন সেটি স্পষ্ট হওয়া উচিত।

৯.৪৩। **সহ-সভাপতি বলেন,** সংসদ-সদস্যদের মধ্য হতে হবেন বলেই বুঝানো হয়েছে। সংশয় তৈরি হলে এটি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে।

৯.৪৪। **জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশনের উদ্দেশ্য হবে পুলিশ যাতে আইনানুগভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারে। কমিটির ৭ নং ক্রমিকে সচিব পদমর্যাদার নিচে নয় এমন একজন সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলা যেতে পারে। ৮ নং ক্রমিকে জেলা জজের নিচে নয় এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বা ১০ বছর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী রাখা যেতে পারে।

৯.৪৫। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংস্কার কার্যক্রমের প্রধান শক্তি হলো নৈতিকতা। সূচনায় দায়বদ্ধতা ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উল্লেখ করলে পরিপূর্ণতা আসবে। সংসদের প্রতিনিধিত্ব চাইলে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি মনোনয়নের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে।

৯.৪৬। **১২ দলীয় জোট** এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কী ধরনের অভিযোগ করা যাবে সেটি স্পেসিফিক করে দেওয়া যায়। কমিটির (খ)-তে চেয়ারম্যান এবং সদস্য-সচিব সার্বক্ষণিক এবং বাকি ৭ জন অবৈতনিকের কথা বলা হয়েছে। অনেক অভিযোগ আসবে, সেখানে আরও দু'একজনকে সার্বক্ষণিক করার প্রস্তাব করেন।

৯.৪৭। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ৬ নং ক্রমিকের বিষয়ে যদি কোনো নাগরিক পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং পুলিশই যদি তদন্ত করে তবে নিরপেক্ষ তদন্তের সম্ভাবনা থাকবে না। এ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য বলা হয়।

৯.৪৮। **গণফোরাম** এর পক্ষ থেকে বলা হয়, পুলিশ কমিশনের প্রস্তাবটি আনার জন্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রস্তাবটি সমর্থন করা হয়। পুলিশের পদোন্নতি এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়। এই জায়গায় কমিশন কোনো কাজ করবে কি না এবং কমিশনের নজরদারি পুলিশের নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজে সমস্যা সৃষ্টি করবে কি না এবং

সরকারের প্রতি আনুগত্য না থাকলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয় না এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৯.৪৯। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টি :** পুলিশ কমিশনের প্রস্তাবটি আনার জন্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রস্তাবের শুরুতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে পুলিশ যাতে আইনানুগভাবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে, সে-বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। এখানে দলীয় রাজনীতির বাইরে থেকে আইনানুগভাবে পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এছাড়া পুলিশের নিয়োগের ক্ষেত্রেও যাতে দলীয় বিবেচনা বা পক্ষপাতিত্ব না করা হয় সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা দেওয়া যায় কি না তার অনুরোধ করা হয়। সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশের বাধা না দেওয়ার বিষয়টি যুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৯.৫০। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সাধারণভাবে দেখা যায় দুর্নীতিবাজরা সংশ্লিষ্ট কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দুর্নীতি করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আসলে সেক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি যুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

৯.৫১। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পুলিশ-পাবলিক রিলেশন এবং কমিউনিটি পুলিশের উন্নতি করার বিষয়টি যুক্ত করা প্রয়োজন। কার্যপরিধির ক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যদের মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ এবং কাউন্সিলিং করা ও অভিযোগ শুনানির ক্ষেত্রে গণশুনানির আয়োজন করার বিষয়টি যুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

৯.৫২। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে পুলিশ কমিশনের কার্যালয় শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে থাকবে নাকি জেলা পর্যায়েও ব্রাঞ্চ থাকবে তা জানতে চাওয়া হয়।

৯.৫৩। **সহ-সভাপতি বলেন,** আইন করার সময় এটি বিবেচনা করা হবে যে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে এর অফিস থাকবে কি না। নীতিগতভাবে একটি পুলিশ কমিশন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যে পুলিশ কমিশন পুলিশের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ বা জনগণ কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে।

৯.৫৫। **গণঅধিকার পরিষদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নয় সদস্যের কমিটির প্রস্তাব করা হলেও সেখানে একজন অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন এমন প্রস্তাব কর হয়। তার অধীনে অন্য যারা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তারা যদি সংসদ-সদস্য হন, সেক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স-এর ব্যত্যয় ঘটবে কি না তা দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়। বয়স যেটি বর্তমানে ৭৫ করার প্রস্তাব করা হয়েছে সেটি মনে হয় ৭২ হওয়াই সঠিক ছিল। সদস্যদের বাছাইয়ের জন্য যে কমিটি, সেই কমিটিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাখার প্রস্তাব করা হয়। তিনি যদি বিরোধীদলীয় সদস্য হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে ব্যালেন্সের বিষয় থাকবে।

৯.৫৬। **সহ-সভাপতি বলেন,** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী দলীয় হবেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। তিনি আরও বলেন, মনে হয় যে প্রস্তাবে সবাই একমত। দুটো বিষয় এসেছে একটি হলো সংসদ সদস্যদের কমিটির সদস্য করা। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে যাতে করে জবাবদিহিতা থাকে সে উদ্দেশ্যে আইন প্রণেতাদের এধরনের দায়িত্বগুলোতে যুক্ত করার বিষয়ে নীতিগতভাবে ঐকমত্য হয়েছিল। সেজন্য সংসদ নেতার প্রতিনিধি সংসদ-সদস্য এটি নির্ধারিত করে দেওয়া যেতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সচিব পদমর্যাদার নিচে নয় সেটি উল্লেখ করা যায়। ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স-এর বিষয়টি লিস্টিং করার সময় বিবেচনা করতে হবে। দলীয় বা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিষয়টি উল্লেখ করা কঠিন। কারণ প্রভাব বিভিন্ন রকম হতে পারে। তিনি কমিশনের প্রস্তাবে একমত হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানান।

১০.০০। **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা**

১০.০১। সহ-সভাপতি বলেন, কমিশনের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখিত থাকবে। বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি এবং সিপিবির পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব এসেছে সেটি সকলকে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করার বিষয়ে একমত আছেন।

১০.০২। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের আলোকে মূলনীতি করা হয়েছে। যারা জাতীয় সংসদে যারা প্রতিনিধিত্ব করবে তারা মূলনীতি ঠিক করবে। সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে গণতন্ত্র শব্দটি বাদ দিয়ে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লিখিত থাকিবে। সেক্ষেত্রে স্বাধীনতার ঘোষণাও মূলনীতি হিসেবে যুক্ত হইবে।

১০.০৩। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)**-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব হবে না। আগামী সংসদের জন্য বিস্তারিত প্রস্তাব দেওয়া হবে এবং জনগণ নিষ্পত্তি করবে। যেগুলো ঐকমত্য হবে সেগুলো আলোচনায় রাখা। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ৪ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে- এটি পরিবর্তন করা ঠিক হইবে না। '৭২-এর সংবিধানে অনেক অসম্পূর্ণতা রয়েছে। মৌলিক বিষয়ে হাত দিয়েই অগ্রসর হওয়া। যেগুলো আদর্শিক বিষয়, মৌলিক বিষয়ে মেজরিটি-মাইনোরিটি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়ে আরো কিছু যুক্ত করার বিষয়ে একমত। সংবিধানের মূলনীতিতে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' যুক্ত হবে। ৪ মূলনীতি যদি কিছু লিখতে চান, এভাবে লেখা উচিত। ঐক্যের আলোচনায় এমন কোনো সিগনাল দেওয়া ঠিক হবে না যাতে ঐক্য প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

১০.০৪। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, রাষ্ট্রের মূলনীতি সম্পর্কে ৪র্থ দিনের মতো আলোচনা হচ্ছে। বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৮ সংশোধিত হোক বা না হোক বা যেভাবেই নির্ধারিত হোক না কেন তার সঙ্গে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' উল্লেখ থাকিবে। ২টি দল ব্যতীত অন্যান্য দল কমিশনের প্রস্তাবে একমত হয়েছিল। আগেও নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা যদি সম্মত হয় তাহলে এখানে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

১০.০৫। **গণফোরামের** পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানের যে ৪ মূলনীতি রয়েছে তা এভাবে কাট করে সংযোজনের বিষয়ে বলা হয়নি। ঐকমত্য কমিশন থেকে বলা হয়েছে আগে যা আছে তার সঙ্গে সংযুক্ত হবে। সংবিধানের ৪ মূলনীতি ও সংস্কার কমিশন নিয়ে প্রস্তাবনা থাকা প্রয়োজন। সংবিধানে সংশোধন ও বিয়োজনের বিষয়ে তার দল ইতিবাচক।

১০.০৬। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলেন, বিদ্যমান মূলনীতি ৪টি থাকবে কি না তা সংসদ নির্ধারণ করবে। কিন্তু যা-ই নির্ধারিত হোক তার সঙ্গে এ ৪টি যুক্ত হবে।

১০.০৭। **সহ-সভাপতি** বলেন, সিপিবির প্রস্তাব অনুযায়ী ৪টি রেখে যুক্ত করা যাবে।

১০.০৮। **গণসংহতি আন্দোলনের** পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং ৪ মূলনীতি একত্র করার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়।

১০.০৯। **সহ-সভাপতি** বলেন, এ আলোচনায় যাওয়া যাবে না। এতে দীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত হবে। প্রয়োজনে আপনি নোট অব ডিসেন্ট দিবেন অথবা সম্পূর্ণ সম্মত নয়।

১০.১০। **গণসংহতি আন্দোলনের** পক্ষ থেকে বলা হয়, 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি' যা পরবর্তী সময়ে নির্ধারণ হোক তা থাকা দরকার।

১০.১১। সহ-সভাপতি বলেন, সকলে এভাবে আলোচনা করলে শেষ করা যাবে না। সকলে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, '৩১ তারিখ এ প্রক্রিয়া শেষ করা হবে।'

১০.১২। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধানের কথা বলা হচ্ছে। নতুন সংবিধানে পুরাতন মূলনীতি বাতিল করে নতুন যে প্রস্তাবনা আনা হয়েছে সেটি কেবল থাকবে। কমিশন থেকে যে ৫টি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

১০.১৩। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত থাকবে, এটি রাখার বিষয়ে অনেকেই একমত। আনীত প্রস্তাব আগামী সংসদে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও তারা একমত।

১০.১৪। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা প্রস্তাবিত মূলনীতি প্রতিস্থাপনের পক্ষে। সাম্যের আগে 'আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস' যুক্ত করতে হবে।

১০.১৫। **সহ-সভাপতি** বলেন, প্রথম দিন থেকে এ প্রস্তাব রয়েছে। হঠাৎ করে নতুন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

১০.১৬। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাচিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে মূলনীতি নির্ধারণ করা হোক। এছাড়া যে প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে তারা একমত।

১০.১৭। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ** জানায়, এ বিষয়ে তারা একমত। মূল জায়গা আগামী সংসদ নির্ধারণ করবে।

১০.১৮। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশনের কাজ হচ্ছে কাঠামোগত সংস্কার নিয়ে আলোচনা করা। আদর্শগত প্রশ্নে একমত করা কমিশনের কাজ নয়। এ বিষয়ে তারা একমত নয়।

১০.১৯। **মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার** বলেন, কমিশনের কাজ কী হবে সেটি যদি আপনি নির্ধারণ করে দেন তাহলে কীভাবে হবে?

১০.২০। **খেলাফত মজলিস** জানায়, আনীত প্রস্তাবে তারা একমত। যদিও আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তার দল সেকুলারিজমের বিরোধী।

১০.২১। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ বলা হয়, আনীত প্রস্তাবে তারা একমত। প্রথম যেটি অনুধাবন করা হয়েছে, এটি প্রতিস্থাপন হবে। এখন প্রতিস্থাপন হচ্ছে না। দেশে ৯০ ভাগ মানুষ মুসলিম হিসেবে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার ছিল।

১০.২২। **সহ-সভাপতি** বলেন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) থেকে মূলনীতির বিস্তারিত লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, কমিশনের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পর তারা 'বহুত্ববাদ' বাদ দেওয়ার পক্ষে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা রাখার পক্ষে একমত হয়। 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গণতন্ত্র' এই ৪টি যুক্ত করার ক্ষেত্রে সকলেই একমত হন, তাহলে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) একমত হবে কি না কমিশনের পক্ষ থেকে তা জানতে চাইলে তারা আপত্তি করবে না মর্মে জানান।

১০.২৩। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ৭২-এর ৪ মূলনীতি বহাল রাখা প্রয়োজন। পঞ্চম সংশোধনী ও পরবর্তী সংশোধনী বিষয়ে একমত নয়। এটি কেবল নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। তাহলে পরবর্তী ধারাবাহিক আলোচনায় অংশগ্রহণ সম্ভব হবে না।

১০.২৪। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নীতিগত বিষয়ে পরিবর্তন করা কঠিন। কিন্তু পদ্ধতিগত বিষয়ে পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে। মৌলিক কাঠামোগত বিষয় অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন যুক্তিসঙ্গত হবে না। একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এটি skip করে যাওয়াই ভালো ছিল। বিদ্যমান ৭২-এর ৪ মূলনীতি কোনো ভাষা ও বাক্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যাবে না। নোট অব ডিসেন্ট দিয়েও মানা যাবে না। সমস্ত দল মিলে একমত হলেই ঐকমত্য। এটি বাদ না দিলে অন্য আলোচনায় থাকা সম্ভব হবে না।

১০.২৫। সহ-সভাপতি বলেন, skip বলতে অর্থাৎ একমত নয়। আপনারা যে skip করার কথা বলছেন, সেটি পদ্ধতিগতভাবে incorrect. Eitherবলতে পারেন প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

১০.২৬। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি**-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, একটি পদ্ধতি বের করার বিষয়ে বলা হয়েছে।

১০.২৭। **সহ-সভাপতি** বলেন, skip করার কোনো উপায় নেই। একটি সিদ্ধান্ত দিতে হবে।

১০.২৮। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, স্বাধীনতার পর এভাবে সকলে মিলে বসা সম্ভব হয়নি। এজন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। সংবিধানের মূলনীতির বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য দরকার। সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার এগুলো ৭২-এর সংবিধানে উপেক্ষা করা হয়েছে। মূলনীতি আগামী সংসদ ঠিক করার বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি দিয়ে মূলনীতি ঠিক করা যথাযথ হবে না। এক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি হওয়ার সুযোগ নেই। ফলে জাতিকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে। সকলে মিলে ঐকমত্যে পৌছানো গেলে যৌক্তিক হবে। ৭২-এর সংবিধানের সঙ্গে প্রস্তাবিত মূলনীতি যুক্ত করার বিষয়ে একমত।

১০.২৯। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আলোচনায় তর্কবিকর্তের ফলে বিব্রত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তারা সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে খুবই দৃঢ়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ দল আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে একমত ছিল। সকলকে সংযত হওয়া প্রয়োজন। বিএনপির আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব ছিল। সংসদে সকলে একমত হলে পরিবর্তন হয়ে যাবে। যুক্তিসঙ্গতভাবে এক জায়গায় আসতে হয়। না আসলেও সমস্যা হয় না। এটি একটি sensitive-এর issue, দর্শনের ইস্যু, conduction-এর issue, বিশ্বাসের বিষয়। এখানে সমধান করা খুবই কঠিন। কমিশন যে মতামত দিয়েছে তাতে strict থেকে মতামত দেওয়া যেতে পারে। পক্ষে-বিপক্ষের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

১০.৩০। সহ-সভাপতি বলেন, পরবর্তী সময়ে কমিশন বসে এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। এখন জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। এখন দুপুর ১.৫৫ মিনিট। ১ ঘণ্টা বিরতি দিয়ে সবাই ফিরে আসি।

[এ পর্যায়ে জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি হয়ে যায়]

১১.০০। নারী প্রতিনিধিত্ব

১১.০১। **সহ-সভাপতি বলেন,** কমিশনের পক্ষ থেকে নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে নারী প্রতিনিধিত্বের যে বিষয়টি ছিল, সেটি বাতিল করে দেওয়া অর্থাৎ বর্তমানে যে ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের বিষয় আছে সেটি বাতিল করার প্রস্তাব করা, এ বিষয়ে বড় রকমের আপত্তি উত্থাপিত হয়। বিকল্প প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, ২৫ বা ততোধিক আসনে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের ৩৩ শতাংশ নারীদের মধ্য থেকে মনোনয়ন। সেটিও বাস্তব বিবেচনায় ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি দলের ক্ষেত্রেও করা যায়নি। কেউ কেউ এই অনুপাত কমিয়ে আনার প্রস্তাব করেছেন। অর্থাৎ এখন যে বিদ্যমান ব্যবস্থাটি আছে সেই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে বাদ বাকি ৩০০ আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশ বা আরও কম, এরকম কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না তা বিবেচনা করা। কমিশনের বক্তব্য হলো সরাসরি নারী আসনে নির্বাচনের যে দাবি সেটি বিবেচনায় নারীদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা দরকার। ৫০ আসন নিয়ে এত আলোচনা হয়েছে, ভবিষ্যতে আইন প্রণেতারা সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে এই মনোনয়নগুলো দিবেন। সরাসরি নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে কমিশন এখনও মনে করে যে, এর একটি ব্যবস্থা করতে হবে। তারই বিবেচনায় বাস্তবে এক-তৃতীয়াংশ সম্ভব না হওয়ায় এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-পঞ্চমাংশ করা যায় কি না সেটি আলোচনা হতে পারে।

১১.০২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশনের কাছে বিএনপির পক্ষ থেকে যে লিখিত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেখানে বিদ্যমান ৫০ নারী আসন থেকে বৃদ্ধি করে ১০০-তে উন্নীত করার

প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে সংরক্ষিত নারী আসনে যে প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হন সে প্রক্রিয়াকে সমর্থন করা হয়েছে। এ বিষয় নিয়ে কমিশনে কয়েকদিনের আলোচনা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা, জাতীয় মনোভাব, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের বক্তব্য, বিশেষ করে নারী সংগঠনসমূহের বক্তব্য এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞজনের সঙ্গে আলোচনায় মনে হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক আসন হলেও নারীদের সরাসরি নির্বাচন হওয়া উচিত। সেটি কী প্রক্রিয়ায় করা যায়, সে বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণ এবং দলীয় ফোরামে আলোচনায় একটি সংশোধিত প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। সেটি হচ্ছে সংরক্ষিত আসন বিদ্যমান ৫০টি বহাল রেখে কীভাবে নারীদের জন্য কিছু অতিরিক্ত সুযোগ রাখা যায় সেই বিবেচনায় আগামী জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচনের জন্য যে ৩০০টি আসন রয়েছে সেখানে পরবর্তী নির্বাচনে ১০ শতাংশ হিসেবে ৩০টি আসন যেন প্রত্যেক দল নারীদেরকে মনোনয়ন দেয় সে বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া যেতে পারে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এর আগে যেহেতু সংবিধান সংশোধন হচ্ছে না, সেখানে ৩০০ আসনের ৫ শতাংশ হিসেবে ন্যূনতম ১৫টি আসনে নারীদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়টি একটি জেন্টেলমেন্ট এগ্রিমেন্টে আসা যেতে পারে। এভাবে আসন্ন সংসদের পরবর্তী সংসদে নারী আসন হবে সংরক্ষিত ৫০ এবং সরাসরি ৩০ মোট ৮০। পরবর্তী সময়ে নারীদের অংশগ্রহণে যদি অগ্রগতি হয় সেক্ষেত্রে তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে যে এই ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা যায় কি না।

১১.০৩। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ইতঃপূর্বেও আলোচনায় নারী আসন ৫০ থেকে ১০০-তে উন্নীত করা এবং সরাসরি ভোগের দাবি করেছিল। এ দাবিটি শুধু তাদের দলের নয়। কয়েক বছর ধরে নারী আন্দোলন, গণ-আন্দোলন এবং নারীদের ধারাবাহিক আন্দোলন ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সামনে এসেছে। মনে করা হয়েছিল যে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর যে আলোচনা এবার হয়তো আমরা একমত হতে পারব। আজকের প্রস্তাবে বুঝা গেল ঐকমত্য কমিশন তাদের পূর্বের জায়গায় নেই। ধারণা করা হয়েছিল যে, ১০০-তে উন্নীত করার ব্যাপারে দলগুলো একমত। বিতর্ক ছিল নির্বাচনটি কীভাবে হবে। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির একটি প্রস্তাব ছিল, তাছাড়া পিআর-এর একটি প্রস্তাব ছিল। এমনও প্রস্তাব ছিল যদি একমত হওয়া না যায় তাহলে ৫০টি পদ বর্তমান ব্যবস্থায় এবং ৫০টি পদ দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের পিআর-এর ভিত্তিতে হবে। আজকে তার কোনটিই উল্লেখ না করে অনেকখানি পিছনে চলে এসেছেন। নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে নারী আন্দোলন এবং সমাজের নানা অংশের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এটি বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার। রাজনৈতিক দলগুলো নারী আসন ১০০-তে উন্নীত করার বিষয়ে একমত হলেও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোনো পদ্ধতি বের করতে পারছেন না। প্রথমে উল্লসিত হওয়ার পর এখন পিছনে চলে যাওয়ার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিছুটা অভিযুক্ত হতে যাচ্ছেন। এটি বিবেচনায় রাখা দরকার। বর্তমানে যেটি আছে সেটিকে আমরা বাদ দিতে পারি না। নারীদের অংশগ্রহণ বা নির্বাচনে কীভাবে একটু বাড়ানো যায় সেটি একটি প্রশ্ন। বিএনপির পক্ষ থেকে যেটি বলা হলো যে, সামনের নির্বাচনের পরের নির্বাচনে ১০ শতাংশ নারীপ্রার্থী দিলেই সেই ১০ শতাংশ নির্বাচিত হয়ে আসবে বিষয়টি সেরকম নয়। সেখানে অন্য দলের পুরুষ প্রার্থীও থাকতে পারে। সেখানে দেখা যাবে সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতা এবং নারীবিদ্বেষী মনোভাবের কারণে ভরসা করা যাচ্ছে না। একমত হতে না পারলে এবারের নির্বাচনে ন্যূনতম ১৫ শতাংশ দলগুলোর প্রতিনিধিত্বের আকারে নির্বাচন করা যায় কি না মনোনয়নের ক্ষেত্রে এটি বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে অনেক দলের পক্ষ থেকে ৩ থেকে ৫ শতাংশ প্রার্থী এমনিতেই থাকে। তাই বিএনপির বর্তমান ৫ শতাংশের প্রস্তাবে নতুন কোনো তাৎপর্য বা জোরালো কোনো যুক্তি নেই। আর যেটুকু অধিকার আছে সেটি যেন কেড়ে না নেই।

[এ পর্যায়ে আসর নামাজের জন্য ১৫ মিনিটের বিরতি হয়ে যায়]

[আসর নামাজের বিরতির পর পুনরায় শুরু হয়]

১১.০৪। **আমজনতার দল**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংসদে নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ব্যাপারে যে ২টি অপশন এখানে দেওয়া হয়েছে তার কোনোটিই বাস্তবসম্মত নয়। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুগত হয়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব করার পক্ষে নয়। মোট প্রার্থীর ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ নারীপ্রার্থী দেওয়ার বিষয়টিও বাস্তবসম্মত নয়। এখনই ১০০ আসনে নারীরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন সেটাও বাস্তবসম্মত নয়। এ ৩টি ইস্যুতেই সকলে একমত হচ্ছি। সে কারণে তিনি বিদ্যমান ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনে রাজনৈতিক দল দ্বারা নারীপ্রার্থী নির্বাচিত করার পাশাপাশি অপর ৫০টি আসনে লটারির মাধ্যমে নারীপ্রার্থী নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়।

১১.০৫। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, নারী আসনসহ আরো অন্যান্য বিষয়ে ঐকমত্য কমিশন থেকে একটা পজেটিভ সিগনাল দেওয়া দরকার। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ১০০-তে উন্নীত করে নারী প্রার্থীদেরও সরাসরি ভোটে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে সকলের নীতিগতভাবে একমত হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে রাখার প্রস্তাব করা হয়। ১০০টি নারী আসনের মধ্যে ৫০টি আসনে লটারির মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচনের প্রস্তাবের সঙ্গে তিনি একমত পোষণ করেন। সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচিত এলাকা ৩০০-এর পরে ১, ২, ৩ ধরে অর্থাৎ ৩টি আসন নিয়ে করায় একটা কনফ্লিক্ট দেখা দেয়। তাই তাদের কার্যত ১, ২, ৩ ধরে অন্যক্রমিকভাবে করার বিষয়টি সকলের বিবেচনায় নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।

১১.০৬। **সহ-সভাপতির বলেন,** জাতীয় সংসদের আসন ৪০০ আসনে উন্নীত করে ১০০ আসন নারীদের জন্য রাখার বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দল নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। এটা থেকে আর পিছপা হওয়ার সুযোগ নেই। তবে নির্বাচন পদ্ধতির ব্যাপারে কিছু ভিন্নমত এসেছে। এ ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ হয়ে অগ্রসর হওয়ার ওপরে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

১১.০৭। **নাগরিক ঐক্য-এর বক্তব্যে বলা হয়,** সংসদে নারী আসন ৫০ থেকে ১০০ তে উন্নীত করার ব্যাপারে সকল রাজনৈতিক দল নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। এসব আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করার ব্যাপারে তারা মত পুনর্ব্যক্ত করেন। আসনের সংখ্যানুপাতে নারীপ্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে। যেহেতু আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আলোচনা হচ্ছে সেহেতু এ স্বল্প সময়ের মধ্যে সংসদের আসন ৪০০-তে উন্নীত করার প্রয়োজন নেই। পূর্বের ন্যায় ৩০০ আসনেই নির্বাচন হতে পারে এবং এসব আসনেই নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। তবে পরবর্তী নির্বাচনে ৪০০ আসন হতে পারে। ৩টি করে আসন নিয়ে একটা ক্লাস্টার করা যেতে পারে এবং এর একটি আসনে নারী প্রার্থীদের নির্বাচন হবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ১০০ জন নারীপ্রার্থীর তালিকা আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হলে দলের মধ্যে যারা সত্যিকারভাবে কাজ করছেন তাদেরকে বাদ দিয়ে স্বজনপ্রীতি হওয়ার সুযোগ কমে যাবে। এটা করা সম্ভব হলে মানসম্মত প্রার্থী নির্বাচন করার সুযোগ তৈরি হবে যা ইতঃপূর্বে হয়নি।

১১.০৮। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য আসনসংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ তে উন্নীত করে সরাসরি ভোটে প্রতিযোগিতা করার ব্যাপারে তার দলের আপত্তি নেই, তবে ৫০টি আসন পূর্বের পদ্ধতিতে নির্বাচনের জন্য সংরক্ষিত রেখে বাকি ৫০টি আসনের ৩ আসন মিলে ১টি আসন করে, ক্লাস্টার করে অথবা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ মনোনয়নের মাধ্যমে সরাসরি ভোটে নির্বাচন করা যেতে পারে।

১১.০৯। **সহ-সভাপতির বলেন,** ক্লাস্টারিং বা ঘূর্ণায়মান বিষয়ে সকলের ঐকমত্যে পৌঁছানো যায়নি। তবে নীতিগতভাবে সকলেই জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০ থেকে ১০০-তে উন্নীত করার বিষয়ে একমত এবং এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।

১১.১০। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য আসনসংখ্যা বাড়িয়ে ৪০০ করার প্রস্তাবে শর্তসাপেক্ষে দল নীতিগতভাবে একমত হয়েছে। শর্ত হলো পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করে পার্লামেন্ট গঠন করা। কারণ পূর্বের নির্বাচন পদ্ধতির ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে মনে করেন। এটা সম্ভব না হলে প্রস্তাবিত নারী আসন ১০০-এর পরিবর্তে বিদ্যমান ৫০টিই রাখার পক্ষেই মত দেওয়া হয়।

১১.১১। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)-**এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন পূর্বের ন্যায় ৫০টি বহাল রেখে পূর্বের সংসদীয় আসন ৩০১-৩৫০ পর্যন্ত সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য না রেখে সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে সংরক্ষিত আসন ১, ২ থেকে ৫০ পর্যন্ত করা এবং ভৌগোলিক নির্বাচনি এলাকা যেন তাতে উল্লেখ না করা হয়। নির্বাচনি এলাকার অন্য নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে সংরক্ষিত নারী সদস্যদের কার্যবন্টনে যেন দ্বিমত/ঝামেলা না হয়, এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান।

১১.১২। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-**এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নারী আসন ১০০সহ সংসদীয় আসন ৪০০ করার প্রস্তাব ছিল এবং নারী-পুরুষ সব জায়গায় নির্বাচন হবে, এটিই ছিল তার দলের অবস্থান। কিন্তু ঐকমত্যের স্বার্থে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। নারী আসন বিদ্যমান যে পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিতে মনোনয়ন দেওয়া, আর যদি নারী আসন ১০০-তে উন্নীত করা হয়, তাহলে নারী আসনে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে ১০০ নারী আসনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, আর ৩০০ আসনের জন্য বিদ্যমান পদ্ধতিতে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবে।

১১.১৩। **গণফোরাম-এর পক্ষ থেকে বলেন,** সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলা হয়, পূর্বের আলোচনায় সংসদে ৩০০ আসনের যে প্রতিনিধি আছে, তার সঙ্গে ১০০ নারী আসনে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। যে প্রক্রিয়ায় হোক না কেন, তার দল সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন চান। তাই আগামী নির্বাচনে নারীদের সরাসরি ২৫% কোটা যদি না দেওয়া যায়, তবে ৩০০ আসনের মধ্যে ১০% নারীদের মনোনয়ন দিয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনের বিষয়ে মত দেন। সেই সঙ্গে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ১০০ আসনের প্রস্তাব যাতে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়ে কমিশনে ঐকমত্য হতে পারা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

১১.১৪। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়,** আগামী নির্বাচনে ১০০টি আসনে নারীরা প্রতিযোগিতা করে সংসদে যাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন হবে। তাই তাদের দল নতুন প্রস্তাবকে সমর্থন দিয়ে বলে, এর ফলে আগামী সংসদে ৫০-এর বেশি নারী সংসদ-সদস্য দেখা যাবে।

১১.১৫। **খেলাফত মজলিস-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** পূর্বে তাদের দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব ছিল ৪০০ আসনেই পুরুষ-নারী সমানভাবে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করবে। তারা কখনও কোটার পক্ষে ছিলেন না। তারপর এখানে আলোচনার প্রেক্ষিতে কোটার পক্ষে একমত দেন। কারণ কোটায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ১০০টি করা হবে। আর সংরক্ষিত ১০০টি আসনেই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিষয়ে তাদের দল প্রস্তাব রাখে।

১১.১৬। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-**এর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত নারী আসন বিলুপ্তির প্রস্তাবের বিষয়ে বলা হয়, নারীদের ক্ষমতায়ন এখনও পুরুষের সমান হয়নি। তাদের পক্ষ থেকে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১০০-তে উন্নীত করণের পাশাপাশি সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে প্রধিনিধি নির্বাচন করতে চান। যেহেতু এটি নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না বিধায় সবাই একমত হলে, অতীতে যে ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল তা সংরক্ষিত রেখে আগামীতে মহিলাদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের জন্য ৫% এবং পরবর্তী সময়ে ১০% করার পক্ষে মত দেওয়া হয়।

১১.১৭। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)-**এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশন থেকে প্রকাশিত পুস্তিকায় দুটি তুলনামূলক বিশ্লেষণধর্মী তথ্য তুলে ধরা হয়েছে–একটি হচ্ছে উগান্ডা ও অপরটি হচ্ছে কেনিয়া। কেনিয়া এবং উগান্ডায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও প্রতিনিধিত্ব করার সমান অধিকার রয়েছে। এই দুটি দেশের সামাজিক-আর্থনীতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে। দলটির বক্তব্যে আরো তুলে ধরা হয় যে, পূর্বে নারীদের ১০০ আসনে প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে একমত থাকলেও, এখন তারা এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত থাকতে পারছেন না। নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করেন যে

৫০% নারী আসনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে পি.আর পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে এবং বাকি ৫০% নারী আসনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে সংরক্ষিত নারী প্রতিনিধি আসন ব্যবস্থার মাধ্যমে। কমিশনের উপস্থাপিত এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধি আসন ব্যবস্থার ব্যাপারে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সন্দেহ পোষণ করা হয় এবং সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বমোট আসনের সর্বোচ্চ ৫-১০% আসনে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করার প্রস্তাব করা হয়।

১১.১৮। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করবে তারা নিশ্চিত করবে। তবে নির্বাচনের পূর্বেই তাদেরকে তাদের মনোনীত সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের পরিচয় তুলে ধরতে হবে এবং নারীদের সরাসরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১০% থেকে সর্বোচ্চ ১৫% আসনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

১১.১৯। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট** এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন বিদ্যমান রাখার পাশাপাশি আগামী নির্বাচনের জন্য ৫%-১০% আসনে নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন এবং পরবর্তী নির্বাচনে ১০%-১৫% আসনে নারী প্রতিনিধি মনোয়ন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়।

১১.২০। **সহ-সভাপতি বলেন,** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর পক্ষ থেকে আগামী নির্বাচনে ৫% আসনে সরাসরি নারী প্রতিনিধি এবং পরবর্তী নির্বাচনের জন্য ১০% আসনে নারী প্রতিনিধি মনোয়ন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

[এ পর্যায়ে ৬.৫০ মিনিটে মাগরিব নামাজের বিরতি হয়ে যায়]

[মাগরিবের নামাজের বিরতির পর সন্ধ্যা ৭.৫০ মিনিটে পুনরায় আলোচনা শুরু হয়]

১১.২১। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নারীর অধিকারের বিষয় নিয়ে কোনো মুসলিম প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে না। ইসলাম নারীদের অনেক সম্মান ও ইজ্জত দিয়েছে। নিম্নকক্ষের ৪০০ আসনের মধ্যে ৩০০ আসন পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে এবং পিআর-এর অনুপাতে নারীদের ১০০ আসনের প্রতিনিধিত্ব হবে। নিম্নকক্ষ নিয়ে আলোচনা না হওয়ায় আগামীকাল আলোচ্যসূচিভুক্ত করার অনুরোধ জানান।

১১.২২। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নারীদের অংশগ্রহণের অভাব রয়েছে। ১০০টি আসনের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে। কিন্তু কীভাবে হবে তা নির্ধারণ হয়নি। ৫০টি আসন বহাল রাখা যেতে পারে। ১০০ আসন রাখতে ১৭% আসনে নারীপ্রার্থী মনোনয়ন দিতে হবে। মিশ্র পদ্ধতিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। নারীদের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিলে অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হবে। এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ জানান।

১১.২৩। **নেজামে ইসলাম পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংরক্ষিত আসন না রেখে উন্মুক্তভাবে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ৫ শতাংশ কিংবা ১০ শতাংশ দেওয়া হলে নারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হচ্ছে। ১০০ আসন যদি পিআর পদ্ধতিতে না হয় সেক্ষেত্রে ৫০টি আসন বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়।

১১.২৪। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশন থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা এ মুহূর্তে কঠিন হবে। ৩০০ আসনের মধ্যে এই নির্বাচনে প্রতিটি দল অন্তত ৫% নারীপ্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া এবং পরবর্তী নির্বাচনে ১০% নারীপ্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এভাবে মনোনয়ন দেওয়া হলে ভবিষ্যতে সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন হবে না এবং নারী আসনের প্রার্থী পাওয়া যাবে। যে যত আসনে প্রার্থী দিবে তার ৫% নারী আসনে প্রতিযোগিতা করবেন।

১১.২৫। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নারীদের সরাসরি নির্বাচনে ১০০ আসন রাখার সিদ্ধান্ত রয়েছে যা ক্রমান্বয়ে পূরণ করা প্রয়োজন। পূর্বের ৫০টি আসন পিআর থাকুক। বাকি ৫০টি আসন ভোটের পিআর কিংবা এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-পঞ্চমাংশ এভাবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে।

১২.২৬। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নতুন প্রস্তাবনা হওয়ায় আগামীকাল অথবা আগামী পরশু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হোক।

১১.২৭। **সহ-সভাপতি** বলেন, যে সকল বিষয় অমীমাংসিত রয়েছে তা প্রতিনিয়ত আপডেট দেওয়া হচ্ছে। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, প্রতিদিন ২/১টি বিষয়ে একমত হওয়া যাচ্ছে। সময়স্বল্পতার কারণে আগামী পরশু পর্যন্ত নেওয়া যাবে না। এ বিষয়টি আগামীকাল নিষ্পত্তি করা হবে। রাষ্ট্রের মূলনীতি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা গেল না। কোনো একভাবে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। আগামীকাল সকালে মিলিত হয়ে অবশিষ্টগুলো নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে। যাতে আগামী ৩১ তারিখের মধ্যে সমস্ত আলোচনা সম্পন্ন করা যায়। পরবর্তী সময়ে সকলের অংশগ্রহণে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ স্বাক্ষর সম্ভব হবে।

১১.২৮। **১২ দলীয় জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, যেখানে দলীয় প্রতিনিধি উপস্থিত থাকছে, সেখানে নারী প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতা নেই বলে তারা মনে করেন।

১১.২৯। **সহ-সভাপতি** বলেন, দলের প্রতিনিধিত্ব কে করবেন, সেটি কমিশন বলতে পারে না। এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যুক্তিযুক্ত হবে না। আপনারা অনুমতি দিলে আজকের সভা মুলতবি করছি। আগামীকাল নিশ্চিতভাবে সাড়ে ১০টায় উপস্থিত হই এবং সকাল ১১টার মধ্যে আলোচনা শুরু করি। আজকে বড় দুটি বিষয়ে অগ্রগতি অর্জন হয়েছে। পুলিশ কমিশন গঠন একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ হয়েছে। যতটুকু অর্জন হয়েছে তাতে কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে। আজকের মতো বৈঠক মুলতবি করা হলো।

[এ পর্যায়ে ৮:১০ মিনিটে বৈঠক সমাপ্ত হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ২০তম সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৩ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৮ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : **৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ২০তম সংলাপের সারসংক্ষেপ**

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ : ১৩ শ্রাবণ ১৪৩২/২৮ জুলাই ২০২৫
সময় : সোমবার, সকাল ১১ : ০০টা
স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	১. ড. রেদোয়ান আহমেদ,মহাসচিব ২. ২. ড. নেয়ামুল বশির, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩.	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১. সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক ২. দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪.	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবিপার্টি)	**প্রথমার্ধ** ১. ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ২. ব্যারিস্টার নাসরীন সুলতানা মিলি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক **দ্বিতীয়ার্ধ** ১. প্রফেসর ডাঃ মেজর আব্দুল ওহাব মিনার (অব.), সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান ২. (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫.	নাগরিক ঐক্য	১. মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ২. সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬.	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি **বিকল্প প্রতিনিধি** আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭.	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	১. সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য ২. ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯.	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	১. আখতার হোসেন, সদস্য সচিব ২. আরমান হোসাইন, সংগঠক	

১০.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১.	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১. ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর ২. রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ৩. হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২.	গণসংহতি আন্দোলন	১. আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী ২. তাসলিমা আখতার, সদস্য	
১৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক	
১৪.	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	১. ফারুকহাসান, মুখপাত্র ২. শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫.	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	১. সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক ২. বহ্নিশিখা জামালী, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬.	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	১. অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি ২. বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) ৩. এ. টি. এম. গোলাম মাওলা চৌধুরী, চেয়ারম্যান, গণদল ৪. এস. এম. শাহাদাত, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ গণতন্ত্রিক পার্টি	
১৭.	১২ দলীয় জোট	১. সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল ২. শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি ৩. মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম,মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯.	গণফোরাম	**প্রথমার্ধ** ডা. মো. মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক **দ্বিতীয়ার্ধ** সিনিয়র অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক, সভাপতি পরিষদ সদস্য	
২০.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	১. রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক ২. ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১.	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	১. বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক ২. নিখিল দাস, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য	
২২.	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩.	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪.	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫.	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬.	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডা. মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭.	আমজনতার দল	সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮.	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	ড. আবু ইউসুফ সেলিম	
২৯.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলামবাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী	
৩০.	ইসলামী ঐক্যজোট		

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

গ. জনাব মোঃ বশির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক।

ঘ. জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। <u>**বৈঠকের আলোচ্যসূচি**</u>

(১) সরকারি কর্মকমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত।

(২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদগণ সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন। দুটো বিষয় আলোচনার জন্য আগে উত্থাপিত হয়েছিল। একটি হলো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যার একটি হলো নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের গঠন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ইতঃপূর্বেই ঐকমত্য হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে সরকারি কর্মকমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল–এই ৪টি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়ও আজকের আলোচনায় রয়েছে। যদি এ দুটো বিষয়ের আলোচনা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তাহলে বাকি আরও একাধিক বিষয় প্রস্তুত আছে যা তাৎক্ষণিকভাবে আলোচনা শুরু করা যাবে। তিনি আলোচনার শুরুতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য প্রদানের আহ্বান জানান।

৮.০০। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গত কয়েক দিনের আলোচনায় বেশ কিছু বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে এবং এর ধারাবাহিতা আজকে ও আগামীকাল অব্যাহত থাকবে। আজকে জাতীয় সনদের খসড়া কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে যে সমস্ত বিষয় আলোচনার টেবিলে আসছে এর বাইরেও দুই একটি বিষয় আসছে যেমন–রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব। সেটি নিয়ে এখনও আলোচনা শুরু হয়নি। কতকগুলো মৌলিক বিষয় রয়েছে যেগুলো আলোচনায় অগ্রগতি হলেও এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। যেমন–তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। এটি আলোচনার একটি পর্যায়ে এসে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। আজকে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের আলোচনা শেষ করতে পারলে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আলোচনায় যাওয়া যাবে। আশা করা যায়, এগুলো আজকে নিষ্পত্তি করা যাবে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি প্রস্তাব থাকে। সেগুলো সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলো থেকে প্রথমে উপস্থাপন করা হয়। আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বারবার পরিবর্তন, সংশোধন করা হয় এই কারণে যে, সকলে যেন এক জায়গায় আসতে পারে। কমিশনের প্রস্তাবই যে স্থির থাকবে তা সঠিক নয়। ফলে বিভিন্ন রকম প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০টি বিষয়ের মধ্যে ১২টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং দুটি বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট আছে। যে সমস্ত বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এর বাইরেও যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে তাতেও যেন ঐকমত্যে আসা যায়। কেননা সেগুলো কোনো না কোনোভাবে আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। এগুলো নিষ্পত্তি করে জাতীয় সনদে যুক্ত করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে সেগুলোতে সকলে

মিলে স্বাক্ষর করে একটি ঐতিহাসিক দলিল তৈরি করতে হবে যাতে বাংলাদেশের পথরেখাটি থাকবে। সব বিষয়ে কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হবে না। তবে যেগুলো প্রয়োজন, গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক সেগুলো বিবেচনা করা হচ্ছে। এর বাইরেও অনেক বিষয় রয়েছে, কমিশনের সুপারিশ রয়েছে। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যাবেন, জনপ্রতিনিধি হবেন তারা সেগুলোকে বিবেচনায় নিবেন। সকলের অব্যাহত সহযোগিতায় আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো।

আলোচ্যসূচি-১

৯.০০। সরকারি কর্মকমিশন নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত

৯.০১। **সহ-সভাপতি :** জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে ৩টি পিএসসির কথা বলা হয়েছে। ৩টি হবে না একত্রে ১টি হবে এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। যদি কাঠামোগত বিষয়ে একমত হওয়া যায় তাহলে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল স্বাস্থ্য, শিক্ষা এ দুটো ক্যাডারকে আলাদা দুটি কমিশন এবং বাদ বাকি ক্যাডারগুলোকে একটি সাধারণ কমিশনে রাখা। কাঠামোর বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধানে ১৩৭ অনুচ্ছেদে যেটি আছে সেটি কিছুটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে আরও নির্দিষ্ট করা যাবে (এ সময়ে জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি বৈঠক থেকে বেরিয়ে যায়)।

বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, এই ৪টি কমিশন সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তাদের দল একমত নয়, তাই এই বিষয়গুলোতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে না। সেই অর্থে বিএনপির প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত থাকছেন।

৯.০২। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) :** পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গঠন প্রক্রিয়া এবং বাছাই পদ্ধতি বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব সে বিষয়ে আলোচনায় যাবার আগে এর প্রেক্ষাপট বলা দরকার। সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশে একটি নতুন কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছিল যেটি জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদ। সেই প্রস্তাব এই হাউজে উত্থাপনের পর অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করেন এবং প্রশ্ন উঠেছিল যে, এ ধরনের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করলে সরকারের ক্ষমতা হ্রাস পাবে কি না। সেই পটভূমিতে আলোচনার এক পর্যায়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদের প্রস্তাব থেকে সরে এসে আরেকটি প্রস্তাব করেছিল। এর নাম ছিল সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি। এ বিষয়ের ওপরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলসহ আরও কয়েকটি দল আপত্তি জানিয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সেই অবস্থান থেকেও সরে আসে। তবে কমিশন ৫টি সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য আলাদা আলাদা বাছাই কমিটি গঠনের প্রস্তাব করে। এর মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব পাশ হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টির মধ্যে একটি হলো পাবলিক সার্ভিস কমিশন। গতদিনের আলোচনা এবং কমিশনের একাধিক দফায় বসে পর্যালোচনার পর এই বাছাই কমিটি গঠনে অল্প কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে ৩টি পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। তবে হাউজের আলোচনায় যদি মনে করা হয় যে, বর্তমানে একটি কমিশন থাকলেই যথেষ্ট তাহলে সেটি সিদ্ধান্ত হতে পারে। এখানে ৩টি কমিশন ধরে নিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবটি হলো :

সংবিধানের অধীনে ৩টি সরকারি কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং প্রত্যেক কমিশন ১ জন চেয়ারম্যান/সভাপতি ও ৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। বিদ্যমান কমিশনে ১ জন চেয়ারম্যান এবং ১৭ বা ১৮ জন সদস্য আছে। বাছাই কমিটি সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে; (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হইবেন। সদস্য হিসেবে থাকবেন (২)ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হইতে নির্বাচিত হইবেন), (৩) সংসদের প্রধান হুইপ, (৪) বিরোধীদলের প্রধান হুইপ, (৫) তৃতীয় বৃহত্তম দল অথবা প্রধান বিরোধী দল ব্যতীত অন্যান্য বিরোধী দলসমূহের একজন প্রতিনিধি, (৬) জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী

কমিটির সভাপতি। এই ৭ সদস্যের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হবে এবং তারা বিদায়ী সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবনবৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের জীবনবৃত্তান্তসমূহ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করত উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য থেকে ১ জনকে চেয়ারম্যান/সভাপতি এবং অনধিক ৭ জনকে সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবেন; রাষ্ট্রপতি তাহাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য নিয়োগদান করবেন। বিদায়ী সরকারি কর্মকমিশনের মেয়াদ শেষ হবার পর কোনও সময় ব্যতিরেকেই নতুন সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করবেন। বাকিগুলো বলা আছে আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৯.০৩। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি-এর বক্তব্য :** যেহেতু বিএনপি আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে না ফলে ঐকমত্যের আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাহলে কীভাবে ঐকমত্যে পৌঁছানো যাবে। আলোচনাটি কেন করা হবে এবং লক্ষ্য কী হতে পারে?

৯.০৪। **সহ-সভাপতি :** যেহেতু বিষয়টি টেবিলে আছে তাই আলোচনাটি অব্যাহত রাখা হবে। যাতে এ বিষয়ে মতামত পাওয়া যায়। বিএনপির পক্ষ থেকে আগেই বলা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিশনের আলোচনা ব্যতীত অন্যান্য আলোচনায় তারা উপস্থিত থাকবেন না। তারা অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন না কারণ তারা সংবিধানে এইভাবেবিস্তারিতভাবে রাখার বিপক্ষে। এখন যদি হাউজ মনে করে যে, আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতিতে এটি কার্যকর হবে না তাহলে কমিশন সেটি বিবেচনায় নিতে পারে। তবে এর আগেও অন্য একটি কারণে গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক ওয়াকআউট করেছিলেন তখনও আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়েছিল।

৯.০৫। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি-এর বক্তব্য :** যেহেতু একটি পয়েন্টে আলোচনা করা হবে যাতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। হোক না হোক পরের বিষয়। বিএনপি যদি এটিতে অংশগ্রহণ না করে তাহলে তো তারা এ বিষয় একমত হচ্ছে না। এতে তো ঐকমত্য হবে না। তবে এটি হতে পারে পরামর্শমূলক একটি আলোচনা। বিএনপিকে বাদ দিয়ে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হবে না। এ ধরনের আলোচনা করে কোনো ফল হবে বলে আশা করা যায় না।

৯.০৬। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) :** এর আগে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এক বা একাধিক বিষয়ে এক বা একাধিক দলের ডিসেন্টসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আজকে যে বিষয়টি এখানে উঠেছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো এই সাংবিধানিক বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমান ব্যবস্থায় আইনের আওতায় সরকার নিয়োগ দেয়। কমিশন প্রস্তাব করেছে এই নিয়োগগুলো সরকার দিবে না। এটি সংবিধানে লেখা থাকবে এবং একটি নিরপেক্ষ ব্যবস্থায় নিয়োগগুলো হবে। আলোচনার মূল বিষয় হলো এটি সরকারের হাতে থাকবে, না কি এই নিয়োগগুলো একটি সাংবিধানিক, নিরপেক্ষ ব্যবস্থার কাছে যাবে।

৯.০৭। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি-এর বক্তব্য :** একটি কমিটির মাধ্যমে এ নিয়োগগুলো করা সংগত। এটি নিয়ে কোনো দলীয় দ্বিমত নাই। যেহেতু একটি ঐকমত্যে কাজ করতে হবে সেহেতু অনেক পয়েন্টে মত থাকার পরেও একটি বড় দলের দ্বিমত থাকলে তা ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব না। সব কিছুতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে করা যথাযথ হবে না। সেটি বিবেচনা করার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করা হলো।

৯.০৮। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর বক্তব্য :** ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করার জায়গা না। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার সময়ে বিএনপি প্রতিনিধিদের ওয়াকআউট করে যাওয়ার প্রেক্ষিতে কিছু কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে জাতির সামনে তুলে ধরার জন্য। কোন প্রেক্ষাপটে আজকে এখানে বসা হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গত অর্ধ শতাব্দী ধরে যে ভঙ্গুর কাঠামোর মধ্য দিয়ে গিয়েছে, সেই কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে একটি নতুন কাঠামো করার জন্যই এখানে

বসা। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেভাবে দলীয় নিয়োগ হয়েছে সেই দলীয় নিয়োগের কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ হয়ে গিয়েছে। যদি দলীয় নিয়োগ বন্ধ করে একটি নিরপেক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা করা যায় সেই ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা পাবে।

৯.০৯। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)-এর বক্তব্য :** একাধিক সরকারি কর্মকমিশন গঠনের প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করা হয়। পিএসসি, দুর্নীতি দমন কমিশন এই ধরনের যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা, কার্যক্রম শক্তিশালী করতে পারলে সেটি জনস্বার্থে বেশি কাজ করবে। একটি বিষয়কে সংবিধানে উল্লেখ করা, কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া এটিই কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে না। বিশ্বের কোনো দেশে এমন নজির নেই। সবকিছু সংবিধান দিয়ে চলতে পারে না। শাসকের সদিচ্ছাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৯.১০। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য :** সংবিধানের ১৩৭-১৪০ পর্যন্ত সরকারি কর্মকমিশনের গঠন, এখতিয়ার, ক্ষমতা, দায়িত্ব বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এতদিন সরকার সদস্যদের নিয়োগ দিত এবং তাদের বুদ্ধি-বিবেচনায় তারা পিএসসির দায়িত্ব পালন করতো। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রস্তাবটি আসছে। প্রস্তাবটি একটি ন্যায্য প্রস্তাব। যদি জনমত যাচাইয়ের সুযোগ থাকতো তাহলে ৮০ বা ৯০ শতাংশ মানুষ বলতো যে, দল নিরপেক্ষ, পেশাদার, অভিজ্ঞ, চৌকশ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এমন একটি কমিটি করা প্রয়োজন যারা কোনো দলীয় বিবেচনা, রাজনৈতিক বিবেচনা, যে কোনো পক্ষপাতদুষ্টের বাইরে গিয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকমিশনের নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তাই এটি সংবিধানে যুক্ত করা প্রয়োজন এবং আলোচনা করেই এ বিষয়ে মতামত নেওয়া যেতে পারে।

৯.১১। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি) এর বক্তব্য :** সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিগত ৫৪ বছর যে দলই ক্ষমতায় এসেছে তারা তাদের মতো করেই দলীয়করণের মাধ্যমে ধ্বংস করেছে। এ আলোচনার ধারাবাহিকতায় যে সিদ্ধান্ত হবে তা চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৯.১২। সহ-সভাপতি : এ পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রতিনিধিদল বৈঠকে পুনরায় ফিরে আসার জন্য তাদেরকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়।

৯.১৩। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য : প্রস্তাবিত ৪টি সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে বাদ দেওয়া যেতে পারে। ন্যায়পালের বিষয়টি সংবিধানে আছে তাই এটিকে আরও বাড়ানো যেতে পারে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং দুনীতি দমন কমিশনের বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে একটি সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণ অর্জিত হবে না এবং সংস্কার কার্যক্রম অনেকটাই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

৯.১৪। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর বক্তব্য :** সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত বাছাই কমিটির বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষণ করে।

৯.১৫। **গণসংহতি আন্দোলনের বক্তব্য :** রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মকমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকা জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক সরকারি কর্মকমিশনে নিয়োগের প্রস্তাবে একমত পোষণ করে।

৯.১৬। **গণফোরামের বক্তব্য :** সরকারি কর্মকমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন নির্দলীয়ভাবে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। সরকারি কর্মকমিশনের নিয়োগের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবে একমত পোষণ করা হয়।

৯.১৭। **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য :** দুর্নীতি দমন কমিশন ও সরকারি কর্মকমিশনকে অধিকতর জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। তবে এগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিপক্ষে মতামত প্রদান করে দলটি।

৯.১৮। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর বক্তব্য :** সরকারি কর্মকমিশন বিষয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবে একমত পোষণ করা হয়।

৯.১৯। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির বক্তব্য : যেহেতু সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল তৈরি করে সেহেতু এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে। উত্থাপিত প্রস্তাবনাগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়। এর সঙ্গে মানবাধিকার কমিশনকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করা হয়।

৯.২০। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির বক্তব্য :** প্রস্তাবিত ৩টি সরকারি কর্মকমিশনের মধ্যে কমপক্ষে ২টি এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের নিয়োগের যে বিধান উত্থাপন করা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত যা দেশের এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে আনা হয়েছে। কিছু কমবেশি করে হলেও এ বিধান দুটি পাশ করা যেতে পারে।

৯.২১। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির বক্তব্য :** সরকারি কর্মকমিশন সম্পর্কিত যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করা হয়।

৯.২২। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর বক্তব্য : সরকারি কর্মকমিশন সম্পর্কিত যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করা হয়।

৯.২৩। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের-এর বক্তব্য :** সরকারি কর্মকমিশন এমন হওয়া দরকার যেখানে কোনো দলের আনুগত্য ব্যতীত রাষ্ট্রের আনুগত্য করে এমন ব্যক্তিরা নিয়োগ পেতে পারেন। সরকারি কর্মকমিশন সম্পর্কিত যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করা হয়।

৯.২৪। **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য :** উত্থাপিত প্রস্তাবটি সংবিধানে রাখার বিপক্ষে মতামত প্রদান করা হয়। তবে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য শক্তিশালী আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৯.২৫। লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির বক্তব্য : সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত বাছাই কমিটির বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়। তবে বর্তমান যে প্রচলিত বিধান আছে এই বিধান শক্তিশালী করবার জন্য যে যে জায়গায়আইন পরিবর্তন করা দরকার সেভাবে আইন পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৯.২৬। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের বক্তব্য :** সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত বাছাই কমিটির বিষয়টি সংবিধানে না রাখার জন্য মতামত প্রদান করা হয়। বরং আইনের যে সমস্ত জায়গায় দুর্বলতা আছে সেই সমস্ত জায়গা শক্তিশালী করা যেতে পারে।

৯.২৭। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর বক্তব্য :** প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসেবে দলীয় আনুগত্যশীল এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। এ অবস্থায় যোগ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সংবিধানের ১৩৭ ও ১৩৮ অনুচ্ছেদে পিএসসি প্রধানের নিয়োগ এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্যের নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে। এখন সংবিধানের ১৩৮ অনুচ্ছেদে এই বাছাই কমিটির বিষয়টি নিয়ে আসা যেতে পারে। এটি খুবই সাধারণ একটি বিষয়। এখানে সংবিধান বড় হয়ে যাবে বা বিস্তারিত রচনা লেখা হবে এটি যুক্তিসংগত নয়।

৯.২৮। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির বক্তব্য :** সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৫টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে এগুলোর নিয়োগ কমিটির বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত যায় কি না এ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যদি নির্বাচন কমিশন প্রকৃতপক্ষে কার্যকর স্বাধীনতা ভোগ করে এবং নির্বাচন কমিশন সেভাবে নির্বাচন পরিচালনা করে সে ব্যবস্থার জন্য বিএনপি পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে সরকারি দল, বিরোধীদল ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে এই কমিটি করার বিষয়ে সকলে একমত হয়েছে। বাছাই কমিটির মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। সুতরাং নির্বাহী বিভাগের প্রতিবন্ধকতা বা প্রভাব খাটানোর আর কোনো সুযোগ থাকলো না। কোনো ব্যক্তি ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকতে পারবেন না বিএনপির দেওয়া প্রস্তাবে সকলে ঐকমত্য হয়েছে। তখন বলা হয়েছিল নির্বাহী বিভাগ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্র এবং সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব এমনভাবে খর্ব করা যাবে না যাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাধাগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে কি নির্বাহী বিভাগ প্রভাবিত করে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ প্রদান করবে? অবশ্যই না। সে রকম

আইন প্রণয়ন করা হবে। কোটার ওপরে সুপ্রিম কোর্টের একটি জাজমেন্ট বহাল আছে এখনও আপিল হয়নি। প্রণীত আইন ক্ষেত্রমতে সংশোধন করা যায়। একবার যদি কোনো কিছু সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তবে তা সংবিধানে সংশোধন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার হবে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়ে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কি কোনো বির্তক আছে। বরং এই প্রতিষ্ঠানটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রয়োজনই ছিল না। এটি জেনারেল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন ছিল। এছাড়া ন্যায়পালের বিধান তো সংবিধানে আছে। বাংলাদেশে ন্যায়পালের আইন করা হয়েছে যা যুগোপযোগী করা প্রয়োজন এবং ন্যায়পালের জন্য একটি সচিবালয় করা যেতে পারে। একদিকে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিরোধীদলের সদস্যদের জন্য প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটির সভাপতি দেওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। এটি সরকারের জন্য চেক এন্ড ব্যালান্স হিসেবে কাজ করবে। ন্যায়পালের মাধ্যমে আরও একবার সরকারের এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীর সব বিষয়ে ওভারসাইট করার বিষয়টি রয়েছে। পাওয়ার এন্ড ফাংশন সেপারেট ও নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ যার যা ফাংশন তা সে পালন করবে।

[অতঃপর জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সংলাপ ৪:০০টায় বিরতি দেওয়া হয়।]

[জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ৩:৩৫ মিনিটে জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

৯.২৯। **সহ-সভাপতি :** আজকে দুপুর প্রায় ১২টার দিকে এখানে ফায়ার এলার্মের একটি ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। এখানে উপস্থিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তার বিবেচনায় এটি কোনো ছোটখাটো বিষয় নয়। বিষয়টি তদন্ত হওয়া দরকার। এজন্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে ফরেন সার্ভিস একাডেমীর রেক্টরের কাছে মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে যোগাযোগ করে আজকে জানানো হয়েছে যে, একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে পরিস্থিতির কারণে এরূপ ঘটনার উদ্ভব হয়েছে তার একটি তদন্ত প্রতিবেদন ঐকমত্য কমিশনের কাছে এবং জনগণকে অবহিত করবেন।

৯.৩০। **খেলাফত মজলিসের-এর বক্তব্য :** প্রস্তাবিত বিষয়টি সংবিধানে আনার পক্ষে একমত পোষণ করে।

৯.৩১। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর বক্তব্য :** আইন করে পক্ষপাতিত্বের দরজা বন্ধ করার পক্ষে একমত পোষণ করা হয় তবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে নয়।

৯.৩২। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদের বক্তব্য :** উত্থাপিত প্রস্তাবটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। বিকল্প কোনো ভালো প্রস্তাব ঐকমত্যের স্বার্থে যদি হয় সে বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। তবে উত্থাপিত বাছাই কমিটিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৯.৩৩। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর বক্তব্য :** সরকারি কর্মকমিশনের বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে এর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করা হয়।

৯.৩৪। **গণঅধিকার পরিষদ(জিওপি)-এর বক্তব্য :** প্রস্তাবিত বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়। এখানে দুটি পয়েন্টে আপত্তি আছে। যেমন–তৃতীয় বৃহত্তম অথবা প্রধান বিরোধীদল ব্যতীত অন্যান্য বিরোধীদলের একজন প্রতিনিধির জায়গায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক একজন উপাচার্য রাখা যেতে পারে এবং ৬ নম্বরে সাবেক একজন পিএসসি চেয়ারম্যান রাখা যেতে পারে। এখানে ৭ জন সদস্যের সবাই সংসদ সদস্য।

৯.৩৫। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর বক্তব্য :** ২০০৮-০৯ সালে আগের সরকারের আমল থেকে যারা ধারাবাহিকভাবে উত্তীর্ণ হলো সেখান থেকে বেছে বেছে ১১৩৭ জনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অভ্যুত্থানের পরে

হাইকোর্ট ১৬ বছর পর জাজমেন্ট দিয়েছে তাদেরকে ৩ মাসের মধ্যে নিয়োগ দেওয়ার জন্য। সে প্রক্রিয়া চলমান আছে। এখানে বৈষম্যের জায়গায় দলীয় বিবেচনা যে কত ভয়াবহ হয়েছে যেখানে একটি ব্যাচে এত বড় ঘটনা ঘটেছে। অনুচ্ছেদ ১৩৭-এ বলা হয়েছে যে, সরকারি কর্মকমিশন বা পিএসসি এক বা একাধিক কমিটি নিয়ে গঠিত হবে। এটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত আছে। তাহলে সংবিধানের বাইরে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। পার্থক্য হলো সংবিধানে আছে এক বা একাধিক কমিশন। এখানে একটি আছে এখন একাধিক অর্থাৎ ৩টি কমিশন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যথা–সাধারণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। গঠনপ্রণালি সংবিধানে বিস্তারিত নেই। প্রস্তাবের মধ্যে গঠনপ্রণালি দেওয়া হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আগেও আছে এটিকে আরওএকটু নিয়মের মধ্যে আনা যাতে বিগত দিনগুলোর অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে এবং জুলাই স্পিরিটকে সামনে রেখে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সুতরাং উত্থাপিত প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়। তবে স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ৯ সদস্যবিশিষ্ট হবে যেটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.৩৬। সহ-সভাপতি : সরকারি কর্মকমিশন বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব তা আলোচনায় দুই-তিনটি সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে এবং এর বাইরেও কয়েকটি পরামর্শ এসেছে। যারা এই আলোচনা করছেন তারা অধিকংশই মনে করছেন যে, এটি সংবিধানে এখন যেটি আছে তার সঙ্গে এই কমিটিটি যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। তবে এর বিপক্ষেও আছে। আবার কয়েকটি দল মনে করে এটি আইনের মাধ্যমে করা দরকার। এই আলোচনাগুলো বিবেচনায় নিয়ে সকলে নীতিগতভাবে একমত যে এটি কার্যকর করতে হবে, এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কোনোভাবে এর অপব্যবহার না হয় সেগুলোকে সামনে রেখে কীভাবে করা যেতে পারে। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, কিছু সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে এবং যেহেতু এ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে সেগুলো বিবেচনা করে সরকারি কর্মকমিশন আগামীকাল বা পরশুদিন এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নেবে।

আলোচ্যসূচি-২

১০.০০। <u>দুর্নীতি দমন কমিশন</u>

১০.০১। **সহ-সভাপতি বলেন,** কমিশন মনে করছে দুর্নীতি দমন কমিশনকে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা দরকার। তাই এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। দুর্নীতি দমন কমিশন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর হবে কি না? যদি করা হয় তাহলে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন তথা কমিশনের চেয়ারম্যান বা কমিশনারদের নিয়োগের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? এ দুটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা।

১০.০২। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয় একটি সুন্দর, সুখী-সমৃদ্ধ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক যেটি সেটি হলো দুর্নীতি। মুজিব সরকার থেকে এ দুর্নীতির সূত্রপাত হয়েছিল। দুর্নীতিকে কঠোর হস্তে দমন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ কমিশনকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার যাতে জনগণ একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ পায়। তিনি বাংলাদেশকে একটি কলঙ্কিত দেশ হিসেবে আখ্যা দিয়ে টিআইবির রিপোর্ট অনুযায়ী দুর্নীতিতে পরপর ৫ বার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। জনগণ এখন আর দেশকে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে দেখতে চায় না। তিনি এস আলমসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ প্রতিষ্ঠানটিকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তার দলের পক্ষে প্রস্তাব রেখে বক্তব্য প্রদান করেন।

১০.০৩। **খেলাফত মজলিসের** পক্ষ থেকে বলা হয়, আমাদের দেশে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারের মতো দুর্নীতির গ্রুপ তৈরি হয়েছে। তাই এটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা দরকার। দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করাই হলো আমাদের দলীয় অবস্থান।

১০.০৪। **ড. ইফতেখারুজ্জামান (কমিশন সদস্য)** বলেন, দুদক সংস্কার কমিশনের গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়নকে কেন্দ্র করে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন অংশীজন এবং দুদকে যারা অতীতে কাজ করেছিল ও বর্তমানে যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে যে বিষয়টি সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে উত্থাপিত হয়েছে যে প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার প্রত্যাশা অনুযায়ী যে মর্যাদা থাকা উচিত সে সমতুল্য নয়। সেখানে বলা হয়েছিল যে এ মর্যাদাকে বর্তমানে যে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান তার থেকে পরিবর্তন করে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা উচিত। সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। অংশীজনদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে এ প্রস্তাবটি দুদক সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা উচিত। দুদকের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে আইন ছিল সেখানে কশিনের মেয়াদ ছিল ৪ বছর। সেভাবেই এটি চলে আসছিল। কিন্তু একটি পর্যায়ে দুদককে যখন রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করতে করতে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় তখন কিছু ব্যক্তিকে টার্গেট করে এর মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৫ বছর করা হয়। এটিকে অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়েছে এবং সে কারণে মনে করা হয়েছিল যে এ ধারাটিকে পরিবর্তন করা উচিত।

১০.০৫।**গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)**-এরপক্ষ থেকে বলা হয়, ৫টি সংবিধিবদ্ধ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দুদক। দুদককে একটি দন্তহীন বাঘ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবনার সঙ্গে শতভাগ একমত পোষণ করে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য তিনি তার দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব রাখেন।

১০.০৬। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এর বিরুদ্ধে আমরা সবসময়ই রাস্তায় সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং করেছি। কিন্তু এ দুর্নীতির মাত্রা ক্রমান্বয়ে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলছে। থানা/উপজেলা ভূমি অফিস থেকে শুরু করে প্রায় সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে এটি বহুমাত্রিকভাবে বেড়েছে। এর জন্য একটি মহাজাগরণ দরকার। কঠোর আইন এবং তা প্রয়োগের মধ্যদিয়ে এটি থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ তৈরি করা যায়। দুদক কখনোই দুর্নীতির প্রশ্নে আপষহীন হতে পারে নাই। বরং দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদেরকে ফ্রেশ সার্টিফিকেট দেওয়ার মহাআয়োজন করেছে। তাই এটির পক্ষে আমাদের অবস্থান হলো এটিকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব রাখছি।

১০.০৭। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশনকে অবশ্যইসংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে তাদের দলের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এ বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও একই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।

১০.০৮। **ড. ইফতেখারুজ্জামান (কমিশন সদস্য)** বলেন, অন্যান্য কমিশন থেকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিটি একটু আলাদা এই কারণে যে প্রথমত বর্তমানে কমিশনের যে গঠন প্রক্রিয়া আছে এবং সে প্রক্রিয়ায় যে কম্পোজিশনআছে সেটিকে একটি বেসিক হিসেবে ধরা হয়েছে যার মধ্যে কর্ম কমিশন এবং মহাহিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক সদস্য হিসেবে তাদের উপস্থিতিও সেখানে রয়েছে। দুদকের বিষয়টি আমাদের আলাদা করে দেখতে হবে এবং এটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। জবাবদিহিতার সঙ্গে বিচার বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত দুজন প্রতিনিধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি যাতে করে এই কমিশন গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে যে লাস্ট স্টেজস্ট্রাকচার তার বাইরে থেকে অংশগ্রহণের একটা সুযোগ থাকে। এখানে বলা হয়েছে যে এ কমিটিতে অনধিক একজন নারী সদস্য থাকবেন। এ কমিটির দায়িত্ব শুধু দুদকের কমিশনারদের নিয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আমরা চাচ্ছি দুদক একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হোক। দুদকের বর্তমান অবস্থায় এটির কোনো জবাবদিহির সুযোগ নেই। কিন্তু দুদককে তার কাজের জন্য জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। দুদককে অনেকেই দন্তহীন বাঘের সঙ্গে তুলনা করে এটিকে একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করেছেন। দুদক সম্পর্কে গবেষণা ও বিভিন্ন

অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, এখানে একটি বডি থাকবে এবং সেটি বিবেচনা করে বাছাই কমিটি নিজেই তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে একটিসুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে প্রতি ছয় মাস পরপর দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে। সে হিসেবে এর দায়িত্ব দুদককে দেওয়া আছে, এক হলো কমিশন গঠন করা, দ্বিতীয়ত হলো এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। দুদকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপযুক্ত ও সঠিক মানদণ্ড যাচাই করে অংশীজন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

১০.৯। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশন প্যারার শেষের দিকে 'খ' তে দেওয়া আছে যে, 'নিয়মিতভাবে দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনা করিবে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান/সভাপতি ও অন্যান্য কমিশনারসহ পাঁচজনের মধ্যে অনধিক একজন নারী হইবেন। এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হলো আমার মনে হয় অনধিক শব্দটির পর **'কমপক্ষে'** শব্দটি সংযোজন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের প্রায় ৮০% টাকা দেশের বাইরে পাচার হয়ে চলে গিয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য একটি সার্চ কমিটি গঠনের বিষয়টিও সংবিধানে উল্লেখ থাকা দরকার যাতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে একটি জবাবদিহিতার মধ্যে আনা যায়। দুর্নীতি দমন কমিশন যেভাবে বিরোধীদলের নেতাদেরকে দুর্নীতির দায়ে মামলা দিয়েছে ঠিক তার উল্টোভাবে সরকারি দলের মন্ত্রী-এমপি দুর্নীতিগ্রস্ত নয় বলে তাদেরকে সার্টিফিকেটও দিয়েছে। এ অবস্থায় দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য তার দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়।

১০.১০। **ভাসানী জনশক্তি পার্টি** থেকে বলা হয়, বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রস্তাব দিয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের দলের পক্ষ থেকে একটি লিখিত জবাব দিয়েছিলাম। সেখানে উল্লেখ করেছি একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে আমার দল নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশনের নিকট আমি জানতে চাচ্ছি যে, ক থেকে ছ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিনিধিরা বাছাই কমিটিতে থাকবেন। এরমধ্যে ঙ এবং চ নম্বরে সরকারি এবং বিরোধীদলীয় সংসদ নেতাদের পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি থাকবেন তারা কি সংসদ-সদস্য হবেন নাকি বাইরের হবেন। তিনি জানতে চান যদি সংসদ-সদস্য হয় তাহলে আপনারা যে সিরিয়াল তৈরি করেছেন ক, খ, গ, ঘ সেক্ষেত্রে ঙ এবং চ এত পিছনে আসলো কেন। এ দলের পক্ষের অবস্থান হলো দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

১০.১১। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের** পক্ষ থেকে বলা হয়,দুদক সম্পর্কে যে আলোচনাগুলো হয়েছে এবং জনাব ইফতেখারুজ্জামান যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, এতে বিষয়গুলো অনেক পরিষ্কার হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে হয়েছে। এর ফলে পরবর্তী সময়ে যারা ক্ষমতায় এসে দুর্নীতি করতে চাইবেন তাদের সে ইচ্ছা অনেক কঠিন হবে। তিনি এটিকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের আওতায় রাখা হবে নাকি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের আওতায় রাখা হবে তার পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি ও পরামর্শ তুলে ধরে এটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য তার দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাবকে সমর্থন করেন।

১০.১২। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি** থেকে বলা হয় , দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন প্রহসনমূলক অবস্থা থেকে বের হয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এ প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সারা দেশে সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন সারাদেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করে দুর্নীতিমুক্ত করবেন। আবার দুর্নীতি দমন কমিশনকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য একটি সার্চ কমিটি থাকতে হবে। তাই এ বিষয়ে এ পার্টির পক্ষ থেকে প্রস্তাব হলো দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা।

১০.১৩। **আমার বাংলাদেশ পার্টি** (এবি পার্টি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমাদের সংস্কার যেন এরকম না হয় যে সংস্কারের জন্য সংস্কার করলাম কিন্তু কার্যত কিছুই হলো না। সংস্কার হতে হবে আমাদের মনোভাবে

(attitude)- কাগজে কিংবা কলমে নয়। কমিশনের সঙ্গে একমত পোষণকরে এটিকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার পক্ষে তাদের দলীয় অবস্থান।

১০.১৪। **আমজনতার দলের** পক্ষ থেকে বলা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশন ২০২৪ সালের পূর্বে দুর্নীতি দমন ব্যুরো ছিল। ব্যুরো থাকাকালীন এরপ্রসিকিউশন করার কোনো ক্ষমতা ছিল না। এরপর এটিকে কমিশন করে এর ক্ষমতায়ন করা হলো। প্রসিকিউশন পাওয়ার পরেও গত ২১ বছরে দুদক কোনো পারফরম্যান্স দেখাতে পারেনি। তাদের পারফরম্যান্স হচ্ছে দুর্নীতির দায়ে তারা শুধু প্রাক্তনদেরকেই মামলা দিচ্ছেন আর যারা বর্তমান আছেন তাদেরকে দিচ্ছেন না। দেখতে হবে সংবিধানে চোর-ডাকাতদের পাকাপোক্ত করার জন্যই কি সংশোধনী আনা হচ্ছে! নাকি দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করার জন্য আমরা এ ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমাদের খুব দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া উচিত। দুদক বিগত ২০ বছরের ইতিহাসে যে খারাপ পারফরম্যান্স অর্জন করেছে সেগুলো মুছে সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়, এখানে ‘কমপক্ষে’ শব্দটা জুড়ে দিলেই হবে বলে প্রস্তাব রাখা হয়।

১০.১৫।**বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল** বাসদের পক্ষ থেকে বলা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নেওয়া যায় কি না এ বিষয়ের ওপর অনেকেই কথা বলেছেন। এটি দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে পরবর্তী সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে পরিণত হয়েছে। এরপরেও দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না। তাহলে দুর্নীতি বন্ধ করার উপায় কী তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কেবল একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দিলেই কি এর দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে। সরকার যদি তার নির্বাহী বিভাগ থেকে নিয়োগ দেয় তাহলেও কি দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে এটি সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি ব্যাপার। এরপরেও আমাদের কিছু কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। দুদকের বর্তমান অবস্থায় এর কোনো জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই। তাই এটিকে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য একটি বাছাই কমিটি থাকবে যা প্রতি ছয় মাস পরপর একটি রিপোর্ট দিবে। বাছাই কমিটির সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য এটি জনসম্মুখে পাবলিশ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের দলের প্রস্তাব হচ্ছে, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা।

১০.১৬। **ড. ইফতেখারুজ্জামান (কমিশন সদস্য) বলেন,** পর্যালোচনা কমিটি যে কাজটি করবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে গেলে এটি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হয়ে যাবে। ফলে দুদকের এখতিয়ারে বাছাই কমিটি বা পর্যালোচনা কমিটি ঢুকে যাক সেটি আমরা চাইবো না এবং বিচার প্রক্রিয়াতে বাছাই কমিটির কার্যক্রম প্রভাব সৃষ্টি করুক সেটিও আমরাচাচ্ছি না। মূলত বিষয়গুলো হচ্ছে কোন অভিযোগগুলো কোন যুক্তিতে বিবেচিত হচ্ছে বা কোন যুক্তিতে কোনগুলো বিবেচিত হলো না এ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে এ বাছাই কমিটি কাজটি করবে। এমনকি এরকমও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে তদন্ত কমিটির যে মামলা সে মামলার তদন্তে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এই ধরনের কোনো কাজও এই কমিটি পর্যালোচনা করতে পারবে না বা করা উচিত হবে না। আইনগতভাবে সেটি সিদ্ধ হবে না। সুতরাং এ পর্যালোচনা কমিটির কাজটি হওয়া উচিত ছয় মাস পরপর দুদকের কার্যক্রম বাস্তবে কতটুকু হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা। যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে করা হচ্ছে নাকি কাউকে হয়রানির জন্য এটি করা হচ্ছে। এরকম অবস্থা হলে তাদের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে নাকি ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এসব বিষয় দেখা এবং এগুলো যথাযথ আইনসঙ্গতভাবে করা হচ্ছে কি না তা বিশ্লেষণ করে গণশুনানির মাধ্যমে গণমাধ্যম ও জনগণসহ সকলকে সম্পৃক্ত করে এক ধরনের প্রেসার সৃষ্টি করা এবং এর ওপর যে ফাইন্ডিংস হবে তার ওপর ভিত্তি করে দুদককে ধারাবাহিকভাবে পরামর্শ দিতে হবে এই কাজগুলো ভালো এবং এই কাজগুলোতে উন্নতির সুযোগ আছে। এরপর এগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। এগুলোই হচ্ছে পর্যালোচনার মূল বিষয়। দুদকের বর্তমান অবস্থায় সেখানে জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেখানেতারা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট বাৎসরিক একটি প্রতিবেদন জমা দেয়। সে প্রতিবেদনে দুদকের সুনির্দিষ্ট জবাবদিহিতার কোনো ব্যবস্থা নেই এবং এটি নিয়ে কখনো সংসদেও আলোচনা হয় না। তাই এখানে জনগণের কাছে জবাবদিহিতার প্রস্তাব রেখে প্রস্তাব করা উচিতবলে তিনি মনে করেন।

১০.১৭। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবির** পক্ষ থেকে বলা হয়, দুর্নীতির বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন এবং এ বিষয়ে কমিশনের সদস্য জনাব ইফতেখারুজ্জামান অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে পারলে সেটি ভালো এবং এ বিষয়ে আমাদের ঐকমত্য রয়েছে। দুদকের এ বিষয়টিতে সর্বসম্মতিক্রমে ঐকমত্য হওয়া উচিত। আর যদি ঐকমত্য নাও হয় তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আগামী সংসদে এ প্রস্তাবটি বিবেচনায় রেখে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে বলে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেন। দুদকের দুর্নীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে অনুপার্জিত আয় ভোগ করার অধিকার আমাদের নেই। দুর্নীতি দমন কমিশনের অন্যতম কাজ হচ্ছে সেটি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকলের ঐক্যবদ্ধভাবে একটি জাগরণ তৈরি করার জন্য দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

১০.১৮। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপির** পক্ষ থেকে বলা হয়, দুদক আগে ব্যুরো অব এন্টিকরাপশন ছিল। এটি কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে না পারায় ২০০৪ সালে ব্যুরো অব এন্টিকরাপসন থেকে অ্যাক্টের মাধ্যমে এন্টিকরাপশন কমিশন করা হয়েছে। এটি আইনের সংস্কারের মাধ্যমে বা আইন সংশোধনের মাধ্যমেও করা যায়, আবার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমেও করা যায়। সংবিধান একটি ব্যাপক বিষয়। এখানে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে অনেক সময় সংবিধান পরিবর্তন করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। যে কোনো বিষয়ে সরকার একটি সিদ্ধান্ত নিলে সাংবিধানিক পরিবর্তন আনতে পারবে না। আর যদি এটি আইন হয় তাহলে পার্লামেন্টের সিম্পল মেজরিটির মাধ্যমে এটা পরিবর্তন করা যায় বা সংশোধন করা যায়। সকল প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান করা যায় না। দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতায়ন, রিক্রুটমেন্টের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এসব বিধান যদি আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চাই তাহলে সেটি অ্যাক্টের মাধ্যমে করা যায়। এর জন্য এটিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। এটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান করলেই যে দুর্নীতি দমন কমিশনের দুর্নীতি বন্ধ হবে এমনটি ঠিক নয়।জবাবদিহিতার বিষয়টা আইনের মাধ্যমেই করা সম্ভব। তাই আমাদের দলএটিকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার বিরোধী।

১০.১৯। **ড. ইফতেখারুজ্জামান (কমিশন সদস্য)** বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হলেএর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা বেড়ে যাবে। ২০০৪ সালের আইনে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। এখানে স্বাধীন শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছিল। একটি পর্যায়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের মেয়াদে স্বাধীন শব্দটি বাদ দিয়ে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটিকে রাখা হলো। এর ফলে তাদের স্বাধীনতার মর্যাদাটিকে ক্ষুণ্ন করার একটি দৃষ্টান্ত রেখে গেল। এ সুযোগটি সংবিধানে থাকলে যে কোনো সরকার দুর্নীতি করতে পারবে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১০.২০। **গণফোরাম**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে দুর্নীতি আমাদের সমাজে একটি সর্বগ্রাসী অবস্থায় পৌঁছেছে। প্রশাসন বিভাগ, বিচার বিভাগসহ সব জায়গায় দুর্নীতি–সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত এটির অবস্থান। অতীতে স্বৈরাচারকে বিতাড়িত করতে যেমন সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বর্তমানে দুর্নীতিবাজদেরদমন কিংবা বিতাড়িত করতে আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। সংবিধানে এটি সন্নিবেশিত করলেই যে দুর্নীতি দমন হবে এমনটি সঠিক নয়। সংবিধানে অনেক কিছুই আছে কিন্তু সেগুলো আমরা কার্যকর করতে পারি নাই।দুর্নীতি দমন করতে হলে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে এটি নির্মূল করা যেতে পারে। সংবিধান হলো একটি প্যারেন্টস 'ল'। বেসিক ল সংবিধানে থাকবে কিন্তু অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় সংবিধানে না থাকাই শ্রেয়। সংবিধানকে এমন একটি জায়গায় রাখতে হবে যে এর বেসিক প্রিন্সিপাল সংবিধানে থাকবে কিন্তু বারবার এটিকে সংশোধন করা উচিত নয় বলে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেন।

[এ অবস্থায় বিকেল ৫:১০ মিনিটে আসরের নামাজের জন্য বিরতি দেওয়া হয়।]

[আসরের নামাজের বিরতির পর জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে ৫:৩৫ ঘটিকায় সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১০.২১। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিগত আলোচনায় আমাদের দলের পক্ষসহ অধিকাংশ দলের পক্ষ থেকেও দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পক্ষেপ্রস্তাব করা হয়েছিল এবং দুএকটি দলের পক্ষ থেকে এটিকে আইন করার পক্ষে কথা বলেছেন। এ আইন এখনো চলমান আছে কিন্তু দুর্নীতি বন্ধ হয়নি। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, সরকারি দলে থেকে দুর্নীতি করা হলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয় না। সরকারি দল থেকে বিতাড়িত হলে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি দলের অনুকম্পা নিয়ে যদি কেউ দুর্নীতি দমন কমিশনে বসেন তার পক্ষে সরকারি দলের লোকদেরকে ধরা কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর নয়। এমপি মন্ত্রীরাও দুর্নীতি করেন। তাদের দুর্নীতি ধরার জন্যই দুদককে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে বাংলাদেশে এক নম্বর সমস্যা কী, তারা বলবেন দুর্নীতি। বিগত সরকারের আমলে দুর্নীতির ফলে প্রায় সকল পর্যায় ভেঙে পড়েছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তহয়েছিল আমাদের অর্থনীতি। আমাদের দলীয় প্রস্তাব হলো, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা। এটি সারা দেশের মানুষের প্রাণের দাবি বলে তিনি তার বক্তব্য প্রদান করেন।

১০.২২। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশনের সদস্য জনাব ইফতেখারুজ্জামান দুর্নীতি দমন কমিশনের বিষয়গুলো স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলো আমাদের জানার দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার বিষয়ে আমরা নীতিগতভাবে একমত। এখানে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের মতামত এরকম। বাংলাদেশের জনগণকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় বর্তমান বাংলাদেশে সবচেয়ে কোন সমস্যাটি বেশি, তারা বলবে যে দুর্নীতি হলো এক নম্বর সমস্যা। আমি আশা প্রকাশ করি আগামীতে যারা সরকার গঠন করবেন তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি জিহাদ ঘোষণা করে এটিতে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবেন। যারা সরকার গঠন করেন তাদের পক্ষে দুর্নীতি করা সহজ, কারণ তাদের হাতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সকল ক্ষমতা থাকে। দুর্নীতিবাজদের বড় অংশই সরকারি দল করে। বর্তমানে দুদক সরকারি দলকে একটি ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিনি নাগরিক সমাজের কোনো প্রতিনিধিকে দুদক কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব রেখে বক্তব্য প্রদান করেন।

১০.২৩। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের** পক্ষ থেকে বলা হয়, বাছাই কমিটি (ক)-তে বলা আছে প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি(খ) সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (গ) মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এগুলো ঠিক আছে কিন্তু (ছ)-তে দেওয়া আছে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি এখানে প্রধান বিচারপতির দুজন প্রতিনিধির মধ্যে একজন হলেন এপিলেড ডিভিশনের আরেকজন হচ্ছেন হাইকোর্ট বিভাগের প্রতিনিধি। এখানে প্রধান বিচারপতি কেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি দিবেন এটা সঠিক হচ্ছে না। এভাবে হলে প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হবে কারণ সুপ্রিম কোর্ট এপিলেড ডিভিশনের যিনি জ্যেষ্ঠতম প্রতিনিধি তিনিও প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি এবং হাইকোর্টের যিনি জ্যেষ্ঠতম প্রতিনিধি তিনিও প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি। অতএব, প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি এটি থাকা সঠিক হবে না। এটি আমাদের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে বিচারাঙ্গনে একটি সমালোচনার সৃষ্টি করতে পারে। বাকি যারা আছেন তারা সকলেই ঠিক আছেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা; আমরা এটির বিপক্ষে আমরা এটা বিশ্বাস করি না যে এটিকে যদি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি উঠে যাবে। এরূপ কোনো সম্ভাবনা নেই। দুর্নীতি পাকিস্তান আমলে ছিল, বাংলাদেশেও ছিল, অন্যান্য সরকারের আমলেও ছিল, শেখ হাসিনার সময় একটু বেশি হয়েছে, বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারের সময়েও দুর্নীতি চলমান আছে। দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। তাই সামাজিকভাবেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং

প্রচলিত যে আইন আছে সে আইনকে আরো শক্তভাবে প্রয়োগ করতে হবে। দুর্নীতিদমন কমিশন অফিসের কর্মকর্তাদের বিদ্যমান আইনের আওতায় এনে আইনের মাধ্যমেই তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভবপর বলে তিনি মনে করেন। অতএব, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আমাদের দল ঘোর বিরোধী।

১০.২৪। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই একমত পোষণ করেছেন। বাংলাদেশের মতো একটি দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রে দুদককে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিছু কিছু দল থেকে প্রশ্ন এসেছে যে দুদককে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এর বাছাই কমিটিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না এর যৌক্তিকতা নিয়ে। প্রথমত, বিষয়টি হচ্ছে দুদকের মত একটি প্রতিষ্ঠানকে যদি মিসইউজ বা অপব্যবহার করা হয় তাহলে সেটি হবে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ইন্টারফেয়ার করার মাধ্যমে। সংবিধানে যখন আমরা নিয়োগ কমিটির বাছাই প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করব সেক্ষেত্রে এটা কি ইন্টারফেয়ার করে বা দুদককে মিস ইউজ করে। দুদককে অন্য রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ সেটি তখন নষ্ট হয়ে যাবে এবং দুদক একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ করার যে সক্ষমতা সেটি পাবে। সে ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে যখন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে সেখানে সে প্রতিষ্ঠানের কে প্রধান থাকবেন সেটা উল্লেখ করা থাকে। এক্ষেত্রেও ভিন্ন কিছু হওয়ার সুযোগ নেই। যখন দুদককে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তার বাছাই কমিটি কীভাবে নিয়োগ করবেন এবং কাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাছাই কমিটি এবং পর্যালোচনা কমিটিতে পাঁচ জন সদস্যের প্রস্তাব রেখে বক্তব্য শেষ করা হয়।

১০.২৫। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দুদকের পুরো রিপোর্টি অসাধারণ হয়েছে, তাই কমিশনের সম্মানিত সদস্য জনাব ইফতেখারুজ্জামানকে তারা ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংবিধিববদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পক্ষে প্রস্তাব জানিয়ে বক্তব্য শেষ করা হয়।

১০.২৬। রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলা হয় , দুদককে সংবিধানে নেওয়ার পক্ষে কোনো যৌক্তিকতা নেই। এটিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার পর পরবর্তী সময়ে সংশোধন অথবা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হবে। নির্বাহী বিভাগ এ ধরনের কমিশনগুলো যখন খুশি তখন পরিবর্তন যাতে করতে না পারে সে বিষয়ে যৌক্তিক বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এটিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না করে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে এর প্রয়োগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

১০.২৭। **জাতীয় গণফ্রন্টের** পক্ষ থেকে বলা হয়, দুর্নীতি আমাদের সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। সিস্টেম ইটসেলফ ইজ করাপটেড। সরষের মধ্যেই ভূত থাকলে সে দুর্নীতি দমন হবে কীভাবে। এটি কোনো সংস্কারের বিষয় না। এটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিষয়, সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়। ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। আমাদের দলের পক্ষ থেকে এটি আমরা যথার্থ মনে করি। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরকে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিহীন, পক্ষপাতিত্বহীন, সৎব্যক্তি হতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুললে এটিকে রোধ করা সম্ভব। আইন করে বা পুলিশ দিয়ে দুর্নীতি দমন করা যাবে না। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজনীতিবিদেরকে সৎ হতে হবে, সরকারকে সৎ হতে হবে, আর যদি রাজনীতিবিদরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে তাহলে দুর্নীতি আরও প্রসারিত হবে।

১০.২৮। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, যে বা যারাই দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তাদেরকে অবশ্যই দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। অপর একটি বিষয় হলো, আমরা দেখেছি যে, দুর্নীতি দমন যখন প্রতিকূল পরিবেশে হয় তখন দুর্নীতিবাজরা গা ঢাকা দিয়ে থাকে। আর যখন অনুকূল পরিবেশে হয় তখন তারা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের দলের একটি প্রস্তাব হলো, দুর্নীতি দমন কমিশন নয়। এটি হওয়া উচিত দুর্নীতি নির্মূল কমিশন।

১০.২৯। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, একটি বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হয়েছি যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইন হওয়া উচিত, এটি সংবিধানে যাওয়া উচিত, দুর্নীতি থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এটির জন্য কি আইন করতে হবে? নাকি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে? এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা যৌক্তিক কথা বলেছেন। এটি সংবিধানে আনার যৌক্তিকতা এই যে মানুষ যাতে বুঝতে পারে এটির গুরুত্ব অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, এটা সংবিধানে থাকলে পরিবর্তন করা কঠিন হবে। এটিকে যদি দলীয় প্রয়োজনে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তাহলে এটি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে হবে। আর যদি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তাহলে সরকারি ও দল বিরোধী দলের অংশগ্রহণে এটি পরিবর্তন করা যাবে। সুতরাং দেশের স্বার্থে বা জনগণের কল্যাণের স্বার্থে এটি পরিবর্তন করতে হলে এটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করাই মঙ্গলজনক হবে। দুর্নীতির ব্যাপারে আমাদের আপসহীন হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

১০৩০। **মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী** বলেন, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর করা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের বিধান সংবলিত আলোচনা আপাত দৃষ্টিতে এখানেই শেষ হলো। আমাদের আরো দুটো প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় আলোচ্যসূচিতে আছে। এ বিষয়ে তিনি মাননীয় সভাপতির দিকনির্দেশনা চাচ্ছেন।

১০.৩১। **সহ-সভাপতি**বলেন, প্রস্তাবে আরো দুটো বিষয় আছে যদিও আমরা বলেছিলাম এ বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হবে কিন্তু কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এখানকার আলোচনা ও দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাদের দলীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থাকার কারণে বৈঠকটি মাগরিবের নামাজের বিরতির সময় সমাপ্ত করা হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। সেগুলোর সঙ্গে সার্বক্ষণিক তাদেরকে যুক্ত থাকতে হয়। আজকের আলোচ্যসূচিতে ৪টি বিষয় ছিল এর মধ্যে ২টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন এবং সরকারি কর্মকমিশকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

১০.৩২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে দুবার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এ বিষয়ে একবার লিখিত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এরপর মাঝখানে আবার তিনটা প্রস্তাব দিয়ে আমরা অল্টারনেটিভ একটি প্রস্তাব করেছিলাম। সেখানে সর্বশেষ যে প্রস্তাব করেছিলাম সেটি হলো র‍্যাংক সিস্টেম। এরপর নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারেও প্রস্তাব সিমিলার ছিল যে এখানে যদি পাঁচ জন হয় তাহলে ৪/১ আর যদি ৭ জন হয় তাহলে ৫/২। আর সেটি না হলে র‍্যাঙ্ক চয়েজ। র‍্যাংক চয়েজের ক্ষেত্রে আমরা একটি প্রস্তাব দিয়েছি যে ভোটটি ওপেন হতে হবে, গোপন নয়। র‍্যাংক চয়েজের সঙ্গে কিছু শর্তাবলী উল্লেখ থাকা উচিত। তাহলে এখানে জবাবদিহিতার ব্যাপারটা হালকাভাবে হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।

১০.৩৩। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, সর্বশেষ পাঁচজনের ব্যাপারে যে আলোচনা হয়েছিল সেটির ক্ষেত্রে বিএনপির পক্ষ থেকে সমর্থন ছিল এবং এখানে অধিকাংশ দলের ঐকমত্যের বিষয় ছিল। যদি আমরা উচ্চ কক্ষ করতে পারি তাহলে এখানে আরো দু'জন যুক্ত হবেন। উচ্চকক্ষেরবিষয়ে কিছু শর্তসাপেক্ষের ব্যাপার আছে। অপর একটি প্রস্তাব ছিল যে এমন কোনো ব্যবস্থা না করা যাতে ত্রয়োদশ সংশোধনী এবং আদালতকে যাতে এর সঙ্গে যুক্ত করতে না হয় এ ব্যাপারে ব্যাপক একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

১০.৩৪। **সহ-সভাপতি** বলেন, জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছে সেটি এখনো লিখিতভাবে পাইনি। কমিশনের পক্ষ থেকে আমি বলবো এটিকে লিখিতভাবে দিতে হবে। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আমরা আগামীকাল সকালে এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমার মনে হয় সর্বসম্মতভাবে একটি জায়গায় আসার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

১০.৩৫। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি-এর পক্ষ** থেকে বলা হয়, এ আলোচনাটিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং বিএনপি প্রায় একই জায়গায় এসেছিল যে কমিটি হবে পাঁচজনের। সরকারি দল থেকে

পাঁচজনের নাম প্রস্তাব দেবে। বিরোধী দল থেকেও পাঁচ জনের নাম প্রস্তাব দেবে। যে পক্ষ তিনজনের নাম দিবেন আমরা বলেছি দু'জনের নাম হলে ভালো হয়। কারণ থার্ড মেজরিটি যেটি সেটির সংখ্যা কতজন হয় তা বোঝা যাচ্ছে না। সেটি ৫%-এর বেশি হলে থার্ড মেজরিটি হবে কি না সেটিও তখন ডিটেইলিং-এর মধ্যে দেখা হবে। কারণ ওই সময় দুই পক্ষ সেইম হলে সেটিও দেখতে হবে। এনিওয়ে সেটা ডিসাইড করা যাবে যে পঞ্চম ব্যক্তি কে হবেন। লাস্ট ফাইভ, লাস্ট টু এই ১২ জনের মধ্যে আপনারা নাম সিলেকশন করার প্রস্তাব করেছিলেন যে বিরোধী দল সরকারি দল প্রদত্ত নাম থেকে একজন নিবে এবং সরকারি দল বিরোধী দলের দেওয়া নাম থেকে একজন নিবে। আবার সরকারি দল ও বিরোধী দল তৃতীয় পক্ষের মধ্য থেকে একজন করে নিবে। তার মানে ওই দুইজনও এসে যেতে পারে আবার একজনও এসে যেতে পারে, বেনিফিশিয়ারি তারাই হবে। ওখানে আরেকটি অপশন আছে যে তৃতীয় পক্ষের যাতে কোনো চয়েজ না থাকে। তারা নাম দিয়েছেন ওখানেই খালাস। চয়েজ করার বিষয়টি পজিশন ও অপজিশনের মধ্যে থাকলে ক্ষেত্রমতে তিনজনও আসতে পারে আবার চারজনও আসতে পারে। যেভাবে সিস্টেমটি করা হয়েছে। এ চারজনার মধ্যে কাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োজিত করবেন সে বিষয়ে ওই পাঁচ জনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হতে হবে। কারণ এখানে যদি বিভক্তি থাকে তাহলে আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন আসতে পারে। তাহলে এখানে সত্যিকারভাবে একটি সন্দেহ থেকে যায়। যদি সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য না হয় তাহলে ত্রয়োদশ সংশোধনীতে ফিরে যেতে হবে। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে শুধু প্রেসিডেন্টের অপশনটা বিলুপ্ত করতে হবে। প্রেসিডেন্ট কোনো অবস্থাতেই অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে পারবেন না। পরবর্তী জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে।

১০.৩৬। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, আসলে আমরা অরিজিনালির‍্যাংক চয়েজের পক্ষে নই। একটি সলিউশনে যাওয়ার জন্য আমরাকম্প্রোমাইজে যেতে চাচ্ছি। এটির সলিউশনের জন্য বড় ধরনের কোনো সমস্যা তৈরি করবে না। আমাদেরকে কেয়ারটেকার ইস্যু নিয়ে একটি সলিউশনে যেতে হবে। বিএনপি'র সঙ্গে আমাদের বেসিক ডিফারেন্স খুব একটা বেশি নয়। আমরা প্রথমটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছি। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আমরাসর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছি ইলেকশন কমিশন ইস্যুতে। সেখানে বিএনপি বলেছে ৫-এর স্থলে ৪ এবং ৭ এর স্থলে ৫, তাদের এ অপশনকে আমাদের দল সেকেন্ড চয়েজ হিসেবে নিয়েছে। থার্ড অপশনটিতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের লোকেরা বলেছেন র‍্যাংক চয়েজ হলে এটি একটি সলিউশনে এসে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আমি শুধু একটি অপশন যোগ করেছি যে এটা ওপেন ভোটিং হলে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না।

১০.৩৭। **জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি)** পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে আমরা সবাই ঐকমত্যে এসেছি। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা করার যে বাধ্যবাধকতার বিষয় আছে সেখান থেকে আমরা বের হতে চেয়েছি। এটি মোটা দাগে আমাদের একটি ঐকমত্যের জায়গা। যে পাঁচজনের বাছাই কমিটি রয়েছে তাদের মধ্যে ঐকমত্য না হলে সরাসরি ত্রয়োদশ সংশোধনীতে যাওয়ার যে প্রস্তাবনা রয়েছে সেজন্য ঐকমত্য না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যারা সরকারি দলে থাকবে তারা হয়তো প্রস্তাবনাগুলোর সঙ্গে এগ্রি করতে চাইবেন না। সেই কারণেই আমরা র‍্যাংক চয়েজ ভোটিং-এর কথা বলেছি। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে যেমন ৫জন হলে ৪:১ এবং ৭ জন হলে ৫:২ যে প্রস্তাবনার কথা বলা হয়েছে সেটি একটি পদ্ধতি হতে পারে। কিন্তু র‍্যাংক চয়েজ-এর ব্যাপারে অনেকেই বলেছেন যে সেখানে বেচাকিনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বা হতে পারে। এট যদি হয় তা অত্যন্ত দুঃখজনক হবে বলে মন্তব্য করে।

১০.৩৮।**সহ-সভাপতি** উপস্থিত রাজনৈতিক দলের নেতাদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের নিকট ই-মেইলের মাধ্যমে জাতীয় সনদের খসড়া দেওয়া হয়েছে। সেটি সম্পর্কে আমি একটু ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আমরা যেটি পাঠিয়েছি সেটির টেক্সট হচ্ছে এর পটভূমি কী, এর প্রসেস কীভাবে হবে, কীভাবে জাতীয় সংস্কার কমিশনগুলো গঠিত হয়েছিল, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে বিষয়গুলো আমরা

এখনো অন্তর্ভুক্ত করিনি। কারণ এখনও আলোচনা চলছে। অনেক বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। এগুলো এখনই তালিকাভুক্ত করছি না। কোথাও কোথাও ওভারল্যাপিং বিষয় আছে। আমরা আশা করছি, আগামীকাল আপনারা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং স্ট্রাকচার নিয়ে যদি আপনাদের কোনো আপত্তি, প্রস্তাবনা বা সংশোধন, উপদেশ কিংবা পরামর্শ থাকে এটি আমাদেরকে দিলে আমরা ইস্যু করব এবং সেগুলোকে সংযুক্ত ও সমন্বিত করবো। ইতোমধ্যে যেগুলোতে ঐকমত্য হয়েছে তার একটি খসড়া আপনারা পাবেন। দ্বিতীয় ভার্সনে যদি আমরা পুরোটাকরতে না পারি তাহলে থার্ড ভার্সনে আপনারা যেটি পাবেন সেটি হলো পর্যায়ক্রমিক এবং পরিপূর্ণ ভার্সন।

অতঃপর সহ-সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিকাল ৬:৪০ মিনিটে সংলাপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ২১তম সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৪ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৯ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	:	**৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ২১তমসংলাপের সারসংক্ষেপ।**
সভাপতি	:	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ	:	১৪ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৯ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	মঙ্গলবার, সকাল ১১:১৫ মিনিট
স্থান	:	ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি- এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	**প্রথমার্ধ** ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সল, যুগ্ম-মহাসচিব **দ্বিতীয়ার্ধ** ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক (৩) লামিয়া ইসলাম, আহ্বায়ক, ছাত্র আন্দোলন	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	**প্রথমার্ধ** (১) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	

		দ্বিতীয়ার্ধ (১) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (২) আব্দুল্লাহ আল মামুন রানা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (৩) মোহাম্মদ লোকমান, সদস্য	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি **বিকল্প প্রতিনিধি** আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, সহ-সভাপতি (৩) কামরুল আহসান অপু, দপ্তর সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) ফারুক হাসান, মুখপাত্র (২) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	

১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য (৩) মীর মোফাজ্জল হোসেন মুশতাক, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) (৩) জনাব ব্যারিস্টার নাসিম খান, সভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	
১৭।	১২ দলীয় জোট	((১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি (৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	**প্রথমার্ধ** সিনিয়র অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক, সভাপতি পরিষদ সদস্য **দ্বিতীয়ার্ধ** ডা. মো.মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	

২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	ড. আবু ইউসুফ সেলিম, মহাসচিব	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

গ. জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক।

ঘ. জনাব শোয়েব খান, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। <u>বৈঠকের আলোচ্যসূচি</u>

(১) তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত প্রস্তাব (সর্বশেষ আলোচনার পর);

(২) সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব;

(৩) মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদগণ এবং সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদদের স্মরণ করেন। সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন। এরপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

৮.০০। **সহ-সভাপতি** বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ২১তম বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কয়েকদিন আলোচনা হয়েছে। গতকাল কয়েকটি দল নতুন প্রস্তাব দিয়েছে। সব প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত প্রস্তাব কমিশনের পক্ষ থেকে আনা হয়েছে। কমিশনের আলোচনার প্রক্রিয়াটি ৩১শে জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে শেষ করতে হবে। জুলাই সনদের খসড়া ইতোমধ্যে সকলের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তাদের সংশোধনী ও মতামত নিয়ে জুলাই-সনদ চূড়ান্ত করা হবে। কমিশনের ঐকমত্যের বিষয়গুলো এতে যুক্ত হবে। আলোচনা গঠনমূলকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।

৯.০০। **আলোচ্য বিষয়-১ :** <u>তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত প্রস্তাব (সর্বশেষ আলোচনার পর)</u>

৯.০১। **সহ-সভাপতি** বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর বাংলাদেশে একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতা দৃশ্যমান হয়েছে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন দলের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, সব রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিয়ে ঐকমত্য রয়েছে। আদালতের রায় থাকলেও, এটি জন-আকাঙ্ক্ষার একটি প্রধান দিক–এ নিয়ে বহু আলোচনার পর ঐকমত্যের কাছাকাছি পৌঁছেও কিছু কারণে পিছু হটতে হয়েছে। বর্তমানে একাধিক দল যেমন জামায়াতে ইসলামি, নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন এবং রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রস্তাব ও মতামতের ভিত্তিতে নতুন একটি কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্ধারণে সর্বোত্তম হবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব আছে, যেখানে ৪ জন একমত হলে সিদ্ধান্ত হবে। আর সর্বশেষ বিকল্প হিসেবে 'র‍্যাঙ্কড চয়েস' (Ranked Choice) পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে, যাতে বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে ২ জন প্রতিনিধি (একজন আপিল বিভাগ ও একজন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি) শুধু বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন। তারা নিজে কোনো নাম প্রস্তাব করবেন না, কেবল ভোট দেবেন। এই বিচারপতিদের মনোনয়ন দেবেন প্রধান বিচারপতি, সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ড। এই প্রস্তাব রাজনৈতিক পক্ষপাত কমিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ তৈরি করতে পারে–এই বিশ্বাস থেকে এটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

৯.০২। **জনাব মনির হায়দার** নতুন প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে বলেন, মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি আজকের প্রস্তাবের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরতে চাই। প্রথমত, র‍্যাংক চয়েস পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তগ্রহণে পঞ্চম সদস্যের (তৃতীয় বৃহত্তম দলের প্রতিনিধি) ভূমিকা অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল–এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই সমস্যা এড়াতে আজকের প্রস্তাবে একটি নতুন ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে : পূর্ববর্তী সব বিকল্প ব্যর্থ হলে পাঁচ সদস্যের বাছাই কমিটি সাত সদস্যে পরিণত হবে। এই নতুন দুই সদস্য আসবেন বিচার বিভাগ থেকে–একজন আপিল বিভাগ এবং একজন হাইকোর্টথেকে। এই দুজনকে মনোনয়নের জন্য একটি তাৎক্ষণিক কমিটি গঠন করা হবে, যাতে থাকবেন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, বর্তমান প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি।দ্বিতীয়ত, বিচার বিভাগকে সরাসরি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে না রেখে কেবল বাছাই প্রক্রিয়ায় যুক্ত রাখার সুপারিশ এসেছে কিছু রাজনৈতিক দলের (যেমন–জামায়াতে ইসলামীসহ আরও তিনটি দল) প্রস্তাব অনুযায়ী।এছাড়াও প্রস্তাবে উল্লেখযোগ্য একটি নতুন সংযোজন হলো–যদি বাছাই কমিটির পাঁচজন সদস্য সর্বসম্মতভাবে কাউকে মনোনীত করেন অথবা চারজন সদস্য একমত হন, তাহলে তাঁকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৯.০৩। **১২ দলীয় জোট-এর** পক্ষ থেকে বলা হয়, আপনারা যে প্রস্তাবটি দিয়েছেন, তাতে বিচার বিভাগীয় দুজন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে যাতে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল বা সংসদের তৃতীয় বৃহত্তম দলের একক প্রাধান্য না থাকে। তবে যদি চার এক ভোটিং প্যাটার্ন থাকে, তাহলে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের প্রাধান্য থেকেই যায়। কারণ সেই দল যদি অন্য একটি দলের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলেও মাত্র তিনজনের সম্মতি থাকবে–চারজন হবে না।

৯.০৪। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল থেকে দুইজন প্রতিনিধি রাখার বিষয়টিতে সকলেই একমত হয়েছিল, তবে দফা ৬ ও ৭-এ ভুলক্রমে পাঁচজন উল্লেখ হয়েছে, যা সংশোধনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রতিনিধি সংখ্যা ঠিক করে সরকারি দল ৫ জন, প্রধান বিরোধী দল ৫ জন ও দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল ২ জন–এই **১২** জনের তালিকা হবে। এরপর সরকার ও বিরোধী দল উভয়েই একে অপরের প্রস্তাবিত নাম থেকে একজন করে বাছাই করবে। তবে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত দুইজনের মধ্য থেকে বাছাইয়ের সুযোগ না রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছে, যেহেতু তা পূর্বের ঐকমত্যে ছিল না। মনোনীত প্রার্থীদের মধ্য থেকে যদি সংশ্লিষ্ট দলের মধ্যে ঐকমত্য হয়, তবে তিনিই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান মনোনীত হবেন।র‍্যাঙ্ক চয়েস পদ্ধতিতে বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে। কারণ এতে বিচার বিভাগের

নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে এবং তা বিচারকদের বিতর্কের মধ্যে টেনে আনবে, যা কাম্য নয়। এছাড়া সংসদের মধ্যেই আলোচনার মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত প্রস্তাবনা তৈরি করার আহ্বান জানানো হয়েছে, যেন তা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়। এতে বৃহত্তর ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারিত হবে। অতএব, সংসদের জন্য এই একটি প্রভিশন ফাঁকা রেখে নির্ধারণের সুযোগ রাখা যেতে পারে।

৯.০৫। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিএনপি যখন ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনেন তখন তো আর সংসদে যাওয়ার কথা বলেননি, কিন্তু এখন সংসদে ফিরে যাওয়ার কথা বলছে? তাহলে কেউ কোনো কিছুতে একমত হবে না। কারণ অন্য জায়গায় নেওয়ার সুযোগ থেকে যায়।

৯.০৬। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিএনপি-এর প্রস্তাব প্রসঙ্গে বলা দরকার, আমাদের গণতন্ত্রে বারবার মূল সমস্যাটি দেখা দিয়েছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায়। এই সংকটকে উপেক্ষা করলে আবারও রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও অনির্বাচিত সরকারের আশঙ্কা দেখা দেবে। এই বিষয়টি ভবিষ্যৎ সংসদের ওপর ছেড়ে দিতে গেলে গণপরিষদের মতো বড় পরিসরের আলোচনা প্রয়োজন, যা এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়। বরং আমরা মনে করি, এখানেই একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করা উচিত। মূল বিষয় হচ্ছে–বাধ্যতামূলকভাবে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতিদের নিয়োগের বিধান থেকে সরে আসা। তবে কারো প্রস্তাবে যদি কোনো বিচারপতির নাম থাকে, তাতে আপত্তির কিছু নেই। কমিশনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পাঁচ সদস্যের কমিটিতে সরকারি দল, বিরোধী দল ও তৃতীয় পক্ষ থাকবেন; বিচার বিভাগ থেকে আরও দুইজন প্রতিনিধি যোগ করলে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এই দুই বিচারপতি প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারবেন না, শুধু বিদ্যমান প্রস্তাবিত নাম থেকেই বেছে নেবেন এবং একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মতো তারা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও কম।এই প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগের সদস্যরা নিরপেক্ষভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করলে তা গণতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করবে এবং 'ত্রয়োদশ সংশোধনী'র বাধ্যবাধকতা থেকেও আমাদের বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। তাই প্রস্তাবিত এই কাঠামোটিকে গুরুত্ব দিয়ে এখানেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো জরুরি। ভবিষ্যতের গণপরিষদের অপেক্ষায় না থেকে এখনই একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা ঠিক করা আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন হতে পারে।

৯.০৭। **ভাসানী জনশক্তি পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমাদের আগের প্রস্তাবেও ছিল–সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল থেকে দুইজন সদস্য নিলে তা গোটা দেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে না। তাই সরকার ও বিরোধী দলের বাইরে থাকা অন্যান্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য থেকে সম্মিলিতভাবে প্রতিনিধি মনোনয়নের প্রস্তাব রাখছি। এতে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে না নিয়ে এখানে সমাধান হোক। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মাধ্যমে নির্ধারিত প্রার্থীকেই জাতিকে মেনে নিতে হবে কি না, এতে পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা থেকে যায়।

৯.০৮। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল থেকে সদস্য নেওয়ার প্রস্তাবটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও আজকের নতুন প্রস্তাবনাটি অনেক বেশি সমন্বিত ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। ত্রয়োদশ সংশোধনীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা বাদ দেওয়া হয়েছে।র‍্যাংকড চয়েস যুক্ত করার মাধ্যমে পক্ষপাতের আশঙ্কাও কমানো হয়েছে। তবে যদি একমত না হওয়া যায়, সালাউদ্দিন ভাইয়ের প্রস্তাবনাটি–যেখানে সংসদ আলোচনা করে করণীয় নির্ধারণ করবে–তাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। মোটকথা, আলোচনার জায়গা না থাকলে সংসদ একটি নির্ধারিত পদ্ধতি ঠিক করে দিতে পারে।

৯.০৯। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে সব রাজনৈতিক দল একমত হলেও কিছু বিভ্রান্তি ছিল যা ইতোমধ্যে পরিষ্কার হয়েছে। এখন আলোচনা হচ্ছে, একমত না হলে সংসদে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি না। আমি প্রস্তাব করছি–এই নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হোক, কারণ এখানেই মূল সিদ্ধান্তের দিকনির্দেশনা লুকিয়ে আছে।আমার মতে, সংসদ যদি সিদ্ধান্ত নেয় তবে সেটা হতে পারে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে। এছাড়া বিচার বিভাগের ভূমিকা থাকার কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধনের কারণে সংসদের ভূমিকা আরও কার্যকর হবে। প্রস্তাবের ৭ নম্বর পর্যন্ত একমত না হলে সংসদেই নির্ধারণ করা দরকার।

৯.১০। **সহ-সভাপতি** বলেন, আমি একটু আপত্তি জানাতে চাই। কমিশনের ৭ নম্বর প্রস্তাবটি ফ্লোরে আছে, তার বিকল্প হিসেবে ৮ নম্বর প্রভিশন এসেছে–যেখানে বলা হচ্ছে, ভবিষ্যতের জনপ্রতিনিধিরা একটি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবেন। কিন্তু প্রথমে আমাদের স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কমিশনের মূল প্রস্তাবটি (৭ নম্বর) আমরা গ্রহণ করছি কি না। তা না করে সরাসরি বিকল্প প্রস্তাবে যাওয়া যুক্তিসংগত নয়। যদি আমরা বলি ভবিষ্যতের সংসদ সব নির্ধারণ করবে, তাহলে তো পুরো কাঠামো, কমিটি, ৫ বা ৭ জনের নাম, ঐকমত্য–এসবেরই দরকার নেই। এক লাইনেই লেখা যায় : 'আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠায় একমত, তবে তার কাঠামো ভবিষ্যতের জনপ্রতিনিধিরা নির্ধারণ করবেন।' কিন্তু এভাবে বললে বাকি যেসব বিষয়ে আমরা এত বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তা অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই বিষয়টি কমিশনের স্পিরিটের বিরুদ্ধেই যায়।

৯.১১। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,**কমিশনের প্রস্তাবিত বিকল্পগুলো (যেমন সর্বসম্মতি, চার-এক, র‍্যাংক চয়েসএকে একে প্রয়োগের পর যদি কোনো সমাধান না আসে, তাহলে সংসদকে চূড়ান্ত বিকল্প হিসেবে রাখা যেতে পারে। তিনি এটিকে জটিল না ভেবে 'একটি লাস্ট অপশন' হিসেবে দেখতে চান, কারণ এক পর্যায়ে তো সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। তবে র‍্যাংকড চয়েস প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করে সরাসরি সংসদে যাওয়ার একটি পথের কথা বলছেন, যা মূল প্রস্তাবনার ক্রমকে ভেঙে দেয় এবং আগের আলোচনা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। প্রস্তাবটি এখন অনেক পিছনে চলে গেছে এবং তিনি একে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে করছেন না। তাই তিনি কমিশনের মূল প্রস্তাবের সঙ্গেই একমত থাকছেন।

৯.১২। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা যা বলতে চাচ্ছি তা হলো–প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ বিষয়ে সংসদ সরাসরি সিদ্ধান্ত নেবে, এমনটা নয়। সালাউদ্দিন ভাই যে বলেছেন, যদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঐকমত্য না হয়, তখন সংসদ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে পারে–আমি সেটার পক্ষেই। তবে এই বিষয়টি যদি আগেই লিখে দেওয়া হয়, তাহলে তা একটি স্থায়ী ফর্মুলা হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে, যেন সংসদের হাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত–এটা সঠিক হবে না।আমার বক্তব্য হলো, আমরা প্রথমেই যদি সমাধান পেয়ে যাই, তাহলে তো বিকল্প প্রক্রিয়ার প্রয়োজনই নেই। অপশনগুলো রাখার কথা তখনই আসবে, যখন সংকট হবে। আর যদি সব প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়, তখন অবশ্যই সংবিধান অনুযায়ী সংসদ এবং প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাধানে আসবে। তাই এখনই সংসদের ভূমিকা লিখে নির্ধারণ করে দেওয়া অনুচিত।

৯.১৩। **ড. বদিউল আলম মজুমদার (কমিশন সদস্য)** বলেন, যদি সংবিধানে সংশোধন এনে 'সাত' নম্বর পর্যন্ত প্রক্রিয়া কার্যকর না করে 'আট' নম্বরে সংসদে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিধান রাখা হয়, তাহলে সার্চ কমিটি শুধু অকার্যকর ঘোষণা করেই সংসদে সিদ্ধান্ত পাঠাবে। এতে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া অর্থহীন হয়ে যাবে, এবং সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়।

৯.১৪। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের সমাধান যদি স্পষ্টভাবে না হয়, তবে ঐক্য কমিশনের অর্থই থাকবে না। সংসদে যাওয়ার প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য, কারণ এখানে ৩২টি দল ও জোটের প্রতিনিধি আছে, যা সংসদের চেয়েও বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল। তিনি বলেন, জনগণের সামনে কমিশনের উচিত হবে পরিষ্কারভাবে জানানো যে এটি শান্তিপূর্ণক্ষমতা হস্তান্তরের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। বিচার বিভাগের সদস্যদের র‍্যাংক চয়েস প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টতা নিয়ে দ্বিমত অযৌক্তিক।

৯.১৫। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সর্বশেষ প্রস্তাবে চারটি রাজনৈতিক দলের মতামতের ভিত্তিতে যেভাবে সংশোধন আনা হয়েছে তা প্রশংসনীয় এবং নীতিগতভাবে তাঁরা একমত। তিনি উল্লেখ করেন, এই ঐক্য আলোচনা পার্লামেন্টের চেয়েও বৈচিত্র্যময় এবং ব্যাপক প্রতিনিধিত্বশীল।তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিদের ভূমিকা ঠিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে এবং তৃতীয় বৃহত্তম দলের মতামতের বাস্তব ভূমিকা না থাকলে তাদের অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা থাকে না।তিনি বলেন, র‍্যাংক চয়েস পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত না হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ বিশ্বব্যাপী এ পদ্ধতি সফল হয়েছে। আলোচনার স্বচ্ছতা এবং ম্যানিপুলেশন বন্ধ থাকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।সংসদের অপশন যুক্ত করার দরকার নেই, কারণ

কমিশনের কাঠামোর মধ্যেই সমাধান আসবে এবং জনগণের আস্থার জায়গা এখানেই তৈরি হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

৯.১৬। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জেএসডি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তাদের প্রস্তাবে উচ্চকক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কথা বলেছিল, যাতে জবাবদিহিতা থাকে। সমাজের ভিন্ন শ্রেণির মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরে বলা হয়, সমাজের বাস্তবতাকে মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পর্কিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, যদি অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত হয়, তাহলে জেএসডি সেই প্রস্তাব মেনে নেবে। তবে সংসদের হাতে বিষয় ছেড়ে দিলে তা নতুন সংকট তৈরি করতে পারে।

৯.১৭। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, পাঁচ সদস্যের বাছাই কমিটির প্রস্তাবে আমরা একমত। তবে অতিরিক্তভাবে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে তিনজনের নাম প্রস্তাব করার সুযোগ থাকা উচিত বলে মনে করি। বিচার বিভাগের কোনো প্রতিনিধিকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচিত না করার বিষয়ে প্রস্তাবে কোনো বাধা না থাকায় সেটি আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি। সংশোধিত প্রস্তাব (আট নম্বর) অনুযায়ী, বিচারপতিরা থাকলেও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে কাউকে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করবেন না–এই কাঠামোই আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত ও জাতির জন্য কল্যাণকর। তাই এই প্রস্তাবেই আমরা সমর্থন জানাই।

৯.১৮। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি প্রধান সমস্যা। ৭ থেকে ৫ সদস্যের বাছাই কমিটি গঠন নিয়ে ঐকমত্য হওয়া নিঃসন্দেহে একটি অগ্রগতি। আমরা শুরু থেকেই বলেছি, প্রথমে ঐকমত্য না হলে র‍্যাংক চয়েস পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত হতে হবে। এরপর সংসদ, ত্রয়োদশ সংশোধনী বা অন্যকোনো বিকল্পে যাওয়ার প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করি না। যে প্রস্তাব ঐকমত্য কমিশন থেকে এসেছে, সেই ধারাবাহিকতাতেই বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। এই মিনি পার্লামেন্টে অর্থাৎ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে–বাইরে যাওয়া উচিত হবে না।

৯.১৯। **গণফোরাম**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে। স্বাধীনতার পর মাত্র চারটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে–এর তিনটি ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী, একটি হয়েছে সিটিং চিফ জাস্টিসের অধীনে। এই প্রক্রিয়াগুলোকেই আমরা কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য মনে করি।বর্তমানে যে বহু বিকল্প প্রস্তাব এসেছে, তা সমস্যার সমাধান না করে আরও জটিলতা তৈরি করতে পারে। আমাদের মতে, বিকল্প থাকলে তা সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদেই হওয়া উচিত। জনগণের প্রতিনিধিরাই সংবিধান সংশোধনের অধিকার রাখেন। তাই ত্রয়োদশ সংশোধনীকেই ভিত্তি ধরে এগোনো সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত।

৯.২০। **১২ দলীয় জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নির্বাচন বিষয়ে পাঁচজনের কমিটির পক্ষে। কারণ তারা সবাই নির্বাচিত ও জবাবদিহিমূলক। তবে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তীব্র বিরোধিতা করে বলা হয়–অর্ধেকেরও বেশি দল কার্যত নিখোঁজ, অফিস পর্যন্ত নেই। তারা সর্বসম্মত বা 'চার এক' সিদ্ধান্তকে অবাস্তব বলে মনে করেন এবং প্রস্তাব দেন–তিন-দুই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এতে তৃতীয় পক্ষ চেঞ্জমেকার হিসেবে কাজ করবে। বিচার বিভাগের দুই প্রতিনিধিকে পরবর্তী ধাপে যুক্ত করার ধারণা তার প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন–তারা বিব্রত হবেন এবং তাদের সম্পৃক্ত করা উচিত নয়। সবশেষে, ত্রয়োদশ সংশোধনী গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত। এটি পূর্বের সরকার একতরফাভাবে বাতিল করেছে।

৯.২১। **সহ-সভাপতি** বলেন, '৩ঃ২' পদ্ধতিতে তৃতীয় পক্ষ অপ্রত্যাশিতভাবে সিদ্ধান্ত নির্ধারণকারী হয়ে পড়ে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে Horse-Trading-এর ঝুঁকি তৈরি করে। বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন সাহেবের আশঙ্কা অনুযায়ী, পাঁচ সদস্যের কমিটিতে দ্বিতীয় প্রধান বিরোধী দল এককভাবে ক্ষমতাশালী হয়ে যাচ্ছে, যা সকল পক্ষের জন্য অগ্রহণযোগ্য। এই অচলাবস্থা এড়াতে বিচার বিভাগের দুইজন প্রতিনিধিকে

কেবল র‍্যাংক চয়েস ধাপে ভোট প্রদানের জন্য যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তাঁরা কোনো নাম প্রস্তাব করবেন না, উপদেষ্টা হবেন না, শুধু নিরপেক্ষভাবে ব্যালটে ভোট প্রদান করবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করলেও তা নির্ধারক হবে না। এতে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং র‍্যাংক চয়েস পদ্ধতিও কার্যকর হবে। প্রস্তাবটি গ্রহণ না করলে আলোচনা ত্রয়োদশ সংশোধনী বা সংসদীয় বিকল্পে গড়িয়ে যাবে, যা অধিকাংশ পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য এই ভারসাম্যপূর্ণ প্রস্তাবটিই রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সর্বোত্তম বলে মনে করা হয়। এ পদ্ধতির কোনো দুর্বলতা থাকলে তা উত্থাপনের অনুরোধ জানানো হয়।

৯.২২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা শুরুতেই বলেছিলাম–আমরা সবাই চাই একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হোক, সেজন্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরে আসার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হয়েছি। তবে আমরা মনে করি, বিচার বিভাগকে ঘিরে আলোচনাটা অতিরিক্ত টানা উচিত না, কারণ তারা সবসময়ই বাছাই প্রক্রিয়ায় ছিল, কিন্তু এখন আমরা এটাকে অস্বাভাবিকভাবে হাইলাইট করছি। যদি পাঁচজনের কমিটি সিদ্ধান্তে না পৌছায়, তাহলে দুজন বিচারপতিকে যুক্ত করে সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হোক–এটা কার্যকর সমাধান হতে পারে। এখানে র‍্যাংক চয়েসে গোপন ভোটের বদলে প্রকাশ্য ভোট করলে স্বচ্ছতা আরও বাড়বে। কারণ হর্স ট্রেডিংয়ের ভয়টা তো আসে অস্বচ্ছতা থেকে। আমি মনে করি, এই আট নম্বর প্রস্তাবটি বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর সমাধান হতে পারে। তবে মেয়াদসংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে ৯০ দিনের বদলে ১২০ দিনের এবং যদি কোণো কারণে ৩০ বাড়াতে হয় ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব ৬০ দিন বাড়ানো হোক।

৯.২৩। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আজকের কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে কথা বলার আগে মনে করিয়ে দিতে চাই, আগের আলোচনায় মূল আপত্তি ছিল র‍্যাংক চয়েস পদ্ধতিতে হর্সট্রেডিংয়ের আশঙ্কা নিয়ে, বাকি বিষয়ে সবাই প্রায় একমত হয়েছিল। আজকের প্রস্তাবে কমিশন ক্রস চয়েস পদ্ধতির মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যা আমি ইতিবাচকভাবে দেখি। এই পদ্ধতিতে দলগুলো একে অন্যের প্রার্থী বেছে নেয়, ফলে নির্বাচিত ব্যক্তিটিকে ‘বাইরের লোক’ মনে হবে না। সরকারি, বিরোধী এবং তৃতীয় দল মিলে ১২টি নাম প্রস্তাব করবে, ক্রস চয়েসে ৩-৪টি প্রার্থী দাঁড়াবে, তারপর সাত সদস্যের কমিটি (পাঁচজন রাজনীতিবিদ ও দুই বিচারপতি) র‍্যাংক চয়েসে গিয়ে একজনকে চূড়ান্ত করবে। এখানে বিচারপতিরা সিদ্ধান্তদাতা নন, কেবল ভোটদাতা। এতে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা রক্ষা পায় এবং হর্সট্রেডিংয়ের ঝুঁকিও কমে। আমি বলেছি, ত্রয়োদশ সংশোধনীতেও একাধিক অপশন ছিল, কারণ সেখানেও সমস্যা হতে পারে–এই চিন্তা তারা মাথায় রেখেছিলেন। তাই আমাদের এখানেও সেই স্পিরিট বজায় রেখে প্রতিটি ধাপ ব্যর্থ হলে, পরের ধাপে যাওয়ার আগে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে সেটা রেকর্ডে রাখার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত, যাতে কেউ একটি ধাপ এড়িয়ে সরাসরি পরের ধাপে না যেতে পারে।

৯.২৪। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে একটি সামগ্রিক প্রস্তাবে ঐকমত্যে পৌছানো জরুরি। প্রস্তাবিত অষ্টম বিকল্প (যেখানে দুই বিচারপতি শুধু র‍্যাংক চয়েসে ভোট দেবেন) গ্রহণযোগ্য, কারণ এতে বিচার বিভাগকে সরাসরি প্রভাবশালী রাখা হয়নি। তাই এই প্রস্তাব গৃহীত হলে একটি কার্যকর সমাধানে পৌছানো সম্ভব।

৯.২৫। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে এখানে উপস্থিত নেতাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সংসদে প্রস্তাব পাঠানো হলে সেটি ভবিষ্যতের সংসদের ওপর নির্ভর করবে এবং এতে জুলাই-আগস্টের গণ-আন্দোলনের চেতনা ব্যাহত হবে। পাঁচজন নেতার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করার আহ্বান জানান।

৯.২৬। **নাগরিক ঐক্য**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বর্তমান র‍্যাংক চয়েস কমিটিতে পঞ্চম সদস্য হিসেবে তৃতীয় বৃহত্তম দলের প্রতিনিধির প্রাধান্য নিয়ে আশঙ্কা আছে। সমাধান হিসেবে প্রস্তাব করা হয়–চতুর্থ বৃহত্তম দল ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সদস্য হিসেবে যুক্ত করে কমিটিকে সাত সদস্যে উন্নীত করা হোক। এতে রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং বিচার বিভাগ যুক্ত না করেও র‍্যাংক চয়েস কার্যকর হবে। ঐকমত্যের স্বার্থে

কেউ কমিশনের প্রস্তাব সমর্থন করছেন, আবার কেউ সংসদে পাঠানোর পক্ষে। আমরা সংসদে পাঠানোর বিপক্ষে; কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী র‍্যাংক চয়েস পদ্ধতির মধ্য দিয়েই সমাধানে যেতে চাই।

৯.২৭। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)-**এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আজকের প্রস্তাবনার সবচেয়ে আলোচিত অংশ হলো প্যারাগ্রাফ-৮। এখানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মতো যে বিচার বিভাগের প্রতিনিধিরা ভোটার হিসেবে কাজ করবেন, তারা আসলে ক্যান্ডিডেট নন, বরং কন্ট্রিবিউটর। এটি বিয়ের পাত্র হওয়ার মতো না, বরং ঘটক বা অনুঘটকের মতো ভূমিকা পালন করবে। এতে বিচার বিভাগ রাজনৈতিক প্রভাব থেকে দূরে থেকে বিচারিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। পাঁচ নম্বর প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত সরকারি দল, প্রধান বিরোধী দল ও দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল একমত হতে পারলে সেটি সবচেয়ে আদর্শ। যদি না হয়, তাহলে র‍্যাংক চয়েস পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে, যদিও তৃতীয় দলের জন্য কিছু অসুবিধা থাকতে পারে। তবে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এটি নতুন কিছু নয়।

৯.২৮। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, পার্লামেন্টে চূড়ান্ত বিকল্প রাখা যেতে পারে, কিন্তু এটা শুধু শেষ রাস্তা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। ত্রয়োদশ সংশোধনীর মতো পদ্ধতিতে বিচার বিভাগকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা উচিত নয়। এই কমিশনের প্রস্তাবনাই যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য, কারণ ত্রুটি সব সিস্টেমেই থাকবে। তবে সমস্যা হলো, পার্লামেন্ট পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য হওয়া কঠিন হবে এবং এটি ঝুলে থাকা অবস্থার সৃষ্টি করবে। তাই প্রস্তাবনাটি যেন খুব জটিল না হয়, সে জন্য র‍্যাংক চয়েস প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়া উচিত।

৯.২৯। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো স্বতন্ত্রভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে অক্ষম, তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজন। এই সরকারের কাঠামো, প্রধান উপদেষ্টা ও বাছাই কমিটির গঠন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনকালীন বাছাই কমিটিতে সকল নিবন্ধিত ও সক্রিয় রাজনৈতিক দলকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এছাড়া আরও বলা হয়, র‍্যাংক চয়েস পদ্ধতিতে বিচার বিভাগের প্রতিনিধি ভোট দেবেন এটি ভালো উদ্যোগ। তবে ৬ ও ৭ নম্বর প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়ে ৮ নম্বর প্যারাগ্রাফের পরে র‍্যাংক চয়েস পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ত্রয়োদশ সংশোধনী র‍্যাংক চয়েসের পর যুক্ত হতে পারে। আমরা ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত।

৯.৩০। **সহ-সভাপতি** বলেন, আমাদের বক্তব্য হলো, গত গভীর রাত পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রস্তাবের আলোকে মনে করছি যে, র‍্যাংকড চয়েস সিস্টেম এখানে রাখা উচিত। এর সঙ্গে আমরা বিচার বিভাগ থেকে দুইজন সদস্য যোগ করার ব্যবস্থাও করেছি। তাই আমাদের এখানে একমত হওয়া এবং বিষয়টি চূড়ান্ত করা দরকার হবে। অন্যথায় মনে হবে আমরা কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারিনি। এখন আমরা বিরতিতে যাচ্ছি।

[অতঃপর নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের জন্য বৈঠকের ৪০ মিনিটের বিরতি দেওয়া হয়]

[জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিকাল ৩:১০ ঘটিকায় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

৯.৩১। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** গঙ্গাচড়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়ে সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। এই পরিস্থিতিতে এখানে বসে বসে আলাপ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাঁদের পার্টির অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়, এই ব্যবস্থার স্থায়ী রূপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এক সময় সংবিধান পরিবর্তন করে এটি বাতিল করা যায় কি না? যার জন্য ১৯৯০ সালে যখন প্রথম কেয়ারটেকারের বিষয়টি করা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল যে পরপর তিনবার হোক। এই সময়ের মধ্যে কতকগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে, যে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে পারবে এবং পলিটিক্যাল কালচার তৈরি হবে। একটি নির্বাচিত সরকার আরেকটি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে সেই স্বপ্নই তারা দেখেন। সেই এপ্রোচটি সকলের থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে দল ক্ষমতায় যাবে তারা যা মনে করবে তাই করবে। এই বিবেচনায় যে অপশনগুলোর চিন্তা করা হয়েছে তাদের বিবেচনায় ত্রয়োদশ সংশোধনী রাখা যেতে পারে। সেটি বর্তমান প্রস্তাবে সর্বশেষ অপশনে রাখা হয়েছে। তাই তারা এখানে কোনো সংকট দেখছে না। যদি সংকটের সমাধান না হয় এবং কোনো দল যদি বলে যে তারা নোট অব ডিসেন্ট দিতে পারে। যতটুকু ঐকমত্য হবে তারা ততটুকুর পক্ষে। দেরি না করে অন্যান্য এজেন্ডায় যাওয়া যেতে পারে।

৯.৩২। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। একজন বলেছেন ত্রয়োদশ সংশোধনীর পর ভালো নির্বাচন হয়েছে, আবার ত্রয়োদশ সংশোধনীর পর রাজনৈতিক সংকটও হয়েছে। বাংলাদেশ জাসদ বিচার বিভাগের সম্পৃক্ততা একেবারেই সমর্থন করে না। তাই ত্রয়োদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগের যে সম্পৃক্ততা এটি বাদে যা আছে তাতে তারা একমত।

৯.৩৩। **আমজনতার দলের পক্ষ থেকে বলা হয়,** তারা একদমই ত্রয়োদশ সংশোধনীর পক্ষে না। এটি অপশন হিসেবে না রাখার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

৯.৩৪। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সবাই একমত। এটিকে মসৃণ করার চেষ্টা চলছে। এ প্রচেষ্টাকে তারা স্বাগত জানান। ৫ সদস্যের যে বাছাই কমিটি তাতে পঞ্চম সদস্য বিচারবিভাগ থেকে আনার বিষয়ে তাদের প্রস্তাব ছিল। ঐকমত্যের স্বার্থে বর্তমান প্রস্তাবেও তারা একমত। তবে এই ৫ সদস্যের কমিটি ধাপে ধাপে যে প্রক্রিয়ায় বাছাই কার্যক্রম চালাবেন, সেখানে ৭ পর্যন্ত গিয়ে তারা থেমে যাওয়ার পক্ষে। একজন বলেছেন ভোটার বেশি হলে ফেয়ার হয়, তারা মনে করে কখনও কখনও আবার জটিলও হয়। তাই তারা মনে করে ৮ এবং ৯ নং অপশন প্রয়োজন নেই। তবে সর্বশেষ হিসেবে ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিষয়টি থাকতে পারে।

৯.৩৫। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** তারা মনে করে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার প্রথম প্রস্তাবটিতে সম্মত হওয়া গেলে পরবর্তী বিষয়ে আর যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। ৭ নং ক্রমিকে উল্লিখিত সর্বসম্মত একমত বা ৫ জনের ৪ জন একমত হওয়ার বিষয়টি সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয় না। সেক্ষেত্রে হয়তো সর্বোচ্চ ৩ জন বা ২ জন হতে পারে। এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এটি না করে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বাকি দলগুলোর মধ্য থেকে ২ জন প্রতিনিধি নেওয়া উচিত। ৮ নং ক্রমিকে বিচার বিভাগের ২ জন প্রতিনিধির কথা বলা হয়েছে। সর্বশেষ প্রস্তাবে ত্রয়োদশ সংশোধনীর কথা বলা আছে। ৮ নং ক্রমিকে যাদের কথা প্রস্তাব করা হবে এদের মধ্যে কেউ কেউ ত্রয়োদশ সংশোধনীর আলোকে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাই এই জায়গাটি কীভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় তা বিবেচনা করা দরকার। সেক্ষেত্রে বাছাই কমিটি পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

৯.৩৬। **গণফোরাম-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** যেহেতু বর্তমান প্রস্তাবে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল একমত এবং এই প্রস্তাবের শেষে ত্রয়োদশ সংশোধনীর প্রস্তাবটি রয়েছে এবং আমাদের দেশে এটি অনেকটাই পরীক্ষিত এবং টেকসই। তাই তারা পূর্বের মতামত আংশিক পরিবর্তন করে কমিশনের বর্তমান প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

৯.৩৭। **সহ-সভাপতি বলেন,** বিস্তারিত আলোচনার পর বর্তমান প্রস্তাবের ক্ষেত্রে অনুমান করা যায় কিছু কিছু দল কমিশনের প্রস্তাবের কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ডিসেন্টিং মতামত দিতে পারে। তাই কমিশন আলোচনা এ পর্যায়ে শেষ করে পরবর্তী সময়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে মর্মে জানায়।

১০.০০। **আলোচ্য বিষয় :** মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগের বিধান

১০.০১। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর বিষয়ে কোনো প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। দুর্নীতি দমন কমিশন বা সরকারি কর্মকমিশনের বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হলেও এ বিষয়ে যেহেতু কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি তাই এটি বর্তমানে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকুক। বরং দেশের স্বার্থে আইন করে আরও কিছু সংযোজন করার থাকলে তা করা যেতে পারে। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই।

১০.০২। **এনডিএম-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর যে ফাংশন তা বেসিক একটি ফাংশন। এটিকে মর্যাদার প্রশ্নে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ফাংশনের কারণে এটিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি একটি খুবই টেকনিক্যাল ধরনের পদ। প্রস্তাবিত বাছাই কমিটি খুব যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজে বের করতে পারবে না। এই বাছাই কমিটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই।

১০.০৩। **রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলন-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** দেশে দেখা যায় যে, কোনো কোনো প্রকল্পে প্রতিবছর যে বাজেট হয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশি টাকা ব্যয় হয়। পাবলিকের এই টাকা নিয়ে কীভাবে খরচ হয়েছে সে হিসাবটি হয় না। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদটি এজন্যই সাংবিধানিক যাতে এক্সিকিউটিভের খরচের ব্যাপারে জবাবদিহি করা যায়। বর্তমানে এটি পাওয়া যায় না। তাই মনে হয় যে, বাংলাদেশের বাস্তবতায় প্রধানমন্ত্রী মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর এই পদটিকে নপুংসক করে রেখেছেন। যাতে প্রধানমন্ত্রীর আজ্ঞাবহ থাকে। তাই মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর এই পদটিকে কীভাবে এক্সিকিউটিভের বাইরে রাখা যায় তা বিবেচনা করা উচিত। কমিশনের প্রস্তাবটি যথাযথ। তারা এটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছে। তাই জনগণের টাকার জবাবদিহিতার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদটিকে স্বাধীন এবং ক্ষমতায়িত করা উচিত।

১০.০৪। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়,** তারা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং বলেন, বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, সঠিকভাবে ফয়সালার জন্য সঠিক হিসাব ব্যবস্থা নেই। তাই তারা কমিশনের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা দরকার বলে মনে করেন।

১০.০৫। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** জেএসডি পুরাতন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করতে চায় বিধায় কমিশনের প্রস্তাবটি পূর্ণ সমর্থন করে।

১০.০৬। **১২ দলীয় জোট-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** শুরু থেকেই তারা বলে এসেছেন যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়া বাকি পদগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের নির্বাহীকে ক্ষমতা দিতে হবে। রাষ্ট্রকে ফাংশনাল করতে হবে।

১০.০৭। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** তারা কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে। রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে এ ধরনের একটি বাছাই কমিটি কর্তৃক মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিয়োগ হবে সেটির সঙ্গে তারা একমত। ৭ জনের বাছাই কমিটির বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সরকারি দল না বিরোধী দল থেকে হবে তা নিশ্চিত নয় বিধায় এ বিষয়ে জানতে চাইলে কমিশনের সহ-সভাপতি বলেন, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই বিধায় কমিশনও এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত।

১১.০০। আলোচনার বিষয় : ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান

১১.০১। গণসংহতি আন্দোলন-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ কর্তৃপক্ষ বদলানোর দাবির পক্ষে তাদের দল বহুদিন থেকে লড়াই করছে। সে কারণে এ বিষয়ে তাদের সমর্থন আছে। ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশনের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। তদ্রূপ ন্যায়পালের বিষয়েও ঐকমত্য প্রয়োজন। যেভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে সেটিতে জটিলতা হতে পারে। সেক্ষেত্রে ন্যায়পালের ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির অনুরূপ ৫ জনের কমিটি হতে পারে।

১১.০২। গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ন্যায়পাল নিয়োগ কমিটির প্রস্তাবে গণঅধিকার পরিষদ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে একমত। কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যেহেতু নিয়োগ দেবেন সেহেতু কমিটিতে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি না রেখে অন্য কোনো প্রতিনিধি রাখা যায় অথবা ৬ জনও রাখা যায়। গণঅধিকার পরিষদ সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ ৫টি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটিকেই সংবিধানের অন্তর্ভুক্তির দাবি করে।

১১.০৩। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ন্যায়পাল সংবিধানে রয়েছে। কিন্তু ইতঃপূর্বে ন্যায়পাল নিয়োগ হয়নি। ন্যায়পাল নিয়োগ না দিলে কমিটি করে লাভ নেই। তিনি ন্যায়পাল নিয়োগ বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করার বিষয়ে প্রস্তাব করেন।

১১.০৪। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ন্যায়পাল নিয়োগ না হওয়ায় তারা নিয়োগ কম্পোজিশন সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির বিরোধী। এটি আইন দ্বারাই হতে পারে। তারা ন্যায়পাল নিয়োগে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির বিষয়টি জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। বর্তমানে বিশ্বের ৭০টি দেশে দুটি মডেলে ন্যায়পাল কাজ করে। একটি মডেলে কাজ করে সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং অহেতুক বিলম্ব, হয়রানি এই বিষয়গুলো তদন্ত করে সরকারের কাছে প্রতিকারের সুপারিশ করে। অন্য মডেলটি হলো দুর্নীতি দমন সংস্থা হিসেবে কাজ করে। আবার কিছু কিছু দেশে চিলড্রেন ন্যায়পালও রয়েছে। আমাদের দেশে ন্যায়পাল কোন মডেলে হবে, তার ফাংশন কীরকম হবে এটি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আগামী সরকার ন্যায়পাল নিয়োগ করবে এরকম একটি বাধ্যবাধকতা থাকা দরকার। কিন্তু ন্যায়পাল নিয়োগের কম্পোজিশন সংবিধানে আনার বিষয়ে তারা বিরোধিতা করেন।

১১.০৫। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ন্যায়পালের বিষয়ে তারা ইতঃপূর্বেও বলেছেন। এটি দরকার এবং সংবিধানেও আছে। বিএনপির আমলে কর ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কাজ করেছে। পরবর্তী সময়ে সেটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ন্যায়পালের কার্যকারিতা দেখার সুযোগের আগেই বাতিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনও রয়েছে। তাই নতুন করে এ বিষয়ে কিছু না করে আইনটিকে রিভিউ করে আরও শক্তিশালী করা হলে বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। বিএনপির ৩১ দফার মধ্যে ন্যায়পাল নিয়োগ এবং পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকরি করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

১১.০৬। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, আগামীতে যে সরকার আসবে তারা যেন ন্যায়পাল নিয়োগ দেয়, সেই দাবিটি রাখা দরকার। সংবিধানে তো ন্যায়পালের উল্লেখ আছেই। বাস্তবে যদি ন্যায়পাল কাজ করতো এবং তাদের বাছাই যদি সঠিকভাবে না হতো তাহলে এটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হতো। যে জিনিসটি বাস্তবে রূপই নেয়নি সেটির বাছাই প্রক্রিয়া কেন সংবিধানে নিতে হবে। বাছাই প্রক্রিয়ার যে আইন আছে সেটিতে কোনো ঘাটতি আছে কি না, সেটি নিয়ে আলোচনা করে এ বিষয়ে সংসদে আইন করার বিষয়ে চিন্তা করা যায়। সবকিছু সংবিধানে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

১১.০৭। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিএনপি কিন্তু Tax Ombudsman নিয়োগ দিয়েছিল। পরবর্তী সরকার এসে এটি বাতিল করে দেয়। আইনে থাকলে যখন তখন বাতিল করার সুযোগ থাকে। এজন্যই সংবিধানে নিয়োগ প্রক্রিয়াটিকে আনার জন্য বলা হচ্ছে, যাতে এই নিয়োগটি একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে এবং পরবর্তী সরকার চাইলেই বাতিল বা দীর্ঘদিন শূন্য রাখতে না পারে। এনসিপি

মনে করে এর নিয়োগ কমিটি সংবিধানে থাকা খুবই জরুরি। এছাড়া যদি বাধ্যবাধকতা করে দেওয়া হয় তাহলে কোনো সরকার এসে এটি খালি রাখতে পারবে না এবং যখন তখন বাদ দিতে পারবে না।

১১.০৮। **আমজনতার দল-এরপক্ষ থেকে বলা হয়,** ন্যায়পালকে নিয়োগ করার বিষয়টি জাতীয় সনদে উল্লেখ করা যেতে পারে এবং সকল দল ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়ে অঙ্গীকার করতে পারে। কমিটি গঠনের বিষয়টি না থাকলে সেক্ষেত্রে কমিটি গঠন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

১১.০৯। **আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) পক্ষ থেকে বলা হয়,** ন্যায়পালের পদটি রাখার বিষয়ে সবাই একমত। সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আইন দ্বারা হবে নাকি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে–এ বিষয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমরা নীতিগতভাবে একমত হয়েছি। বিএনপি বলেছে যে, তারা আইনের মাধ্যমে ন্যায়পাল নিয়োগ করেছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ এসে তা বাতিল করেছে। তাদের বর্তমান মতামতের ক্ষেত্রে বিষয়টি সাংঘর্ষিক হচ্ছে। অতি সহজে বাতিল করতে পেরেছে বলেই এটি কঠিন করা দরকার। কারণ আইন যত সহজে পরিবর্তন করা যায় সংবিধান তত সহজে পরিবর্তন করা যাবে না। তাই ন্যায়পাল নিয়োগ প্রক্রিয়াটিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

১১.১০। **বাংলাদেশ লেবার পার্টি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** ন্যায়পাল সংবিধানে থাকলেও এটি কার্যকর নয়। তাই এটিকে কার্যকর করা দরকার। আরেকটি বিষয় হলো ট্রুথ কমিশন। এটি নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে কি না তা ভেবে দেখা দরকার।

১১.১১। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** বিএনপি এর আগে লিখিত মতামত দিয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, ন্যায়পাল আইন যুগোপযোগী করার বিষয়ে বিএনপি একমত। ন্যায়পালের কার্যক্রমের বিষয়টি ট্রায়েল এন্ড এরর-এর প্রসেসের মধ্যেই যাওয়া সম্ভব হয়নি। ন্যায়পাল ব্যবস্থাটি এক্সপেরিমেন্ট করা সম্ভব হয়নি। আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। জাতীয় সনদে যদি রাখা হয় যে ন্যায়পাল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তাহলে আমরা একমত। এ সংক্রান্ত যে আইনটি আছে সেটির কর্মপরিধি এবং পাওয়ার ফাংশন আরও হালনাগাদ করা যেতে পারে এবং ন্যায়পালের জুরিসডিকশন কী হবে সেটি ঠিক করা যেতে পারে। ন্যায়পালের অফিস প্রতিষ্ঠিত না হলে এখানে যে জুরিসডিকশনের কথা বলা হয়েছে একজন ন্যায়পাল তার কিছুই করতে পারবে না। ন্যায়পালের সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। পাওয়ার এন্ড ফাংশন ঠিক করা দরকার। অন্যথায় কিছুই হবে না।

১২.০০। **আলোচ্য বিষয় :** <u>সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব</u>

১২.০১। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** আগামী সংসদে যখন সংবিধান সংশোধন করা হবে তখন সেখানে বিদ্যমান আসনের ১০ শতাংশ নারীদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার বিধান রাখা হবে। এর আগে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের আগে যেহেতু সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হচ্ছে না সেহেতু বর্তমান ব্যবস্থায় সংরক্ষিত ৫০ আসন বহাল থাকবে এবং জেন্টেলমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট হিসেবে বিএনপি ৩০০ আসনের ৫ শতাংশ আসনে সরাসরি নির্বাচনের জন্য মহিলাদের মনোনয়ন দেবে।

১২.০২। **সহ-সভাপতি বলেন,** আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ১০০-তে উন্নীত করা। এ লক্ষ্যটি আমাদের স্পষ্ট করে বলা দরকার। এ বিষয়ে কমিশন নির্বাচনের যে প্রক্রিয়ার কথা বলেছিল সে বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে সংশোধিত যে প্রস্তাবটি আনা হয় তা হচ্ছে এখন যে ৫০ আসন আছে তার বিদ্যমান পদ্ধতি বহাল থাকবে। বাকি পদসমূহে মোট পদের এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ পদে সরাসরি নির্বাচনের জন্য নারী প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে ঐকমত্যের বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।

১২.০৪। **মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার বলেন,** কমিশন যখন এক তৃতীয়াংশ প্রস্তাব করে তখন বলা হয়েছিল যে ২৫ বা ততোধিক প্রার্থী যারা দিবে তাদের জন্য এটি প্রযোজ্য। আলোচনায় বলা হয়েছিল যে কোনো দল ৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন দিলেও তার এক তৃতীয়াংশ দিতে পারে। আরেকটি প্রশ্ন

আসতে পারে যে, পরবর্তী নির্বাচনে যদি ১০ শতাংশ নারী প্রার্থী দেওয়া হয় এবং ৫০টি সংরক্ষিত আসন বহাল থাকে তাহলে এই ৫০টি কত টার্ম পর্যন্ত বহাল থাকবে।

১২.০৫। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** আমাদের দেশে নারীরা এখন পর্যন্ত ততটা অগ্রসর হয়নি যে তারা সরাসরি নির্বাচনে গেলে খুব বেশি নির্বাচিত হয়ে আসতে পারবে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে যেহেতু ৫০ জনের একটি প্রতিনিধিত্ব আছে সেটি থাকতে পারে। পর্যায়ক্রমে নারীরা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে যখন বেশিসংখ্যক নির্বাচিত হয়ে আসবে তখন হয়তো আর এটি দরকার হবে না। তবে এতে সময় লাগবে। কত বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে সে বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। তখন সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে আসন ৩৫০ বা ৪০০-তে উন্নীত করা যেতে পারে।

১২.০৬। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বলা হয়,** নারী আসন ১০০ হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি নেই। তবে প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল। আমাদের দেশের অবস্থান এরকম পর্যায়ে পৌছায়নি যে, গ্রামের মহিলারা ওপেন হয়ে এত বড় নির্বাচনি এলাকায় সরাসরি নির্বাচনে যেতে পারবে। তবে পিআর সিস্টেমে নির্বাচন হলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আপত্তি নেই। ইসলামী দলগুলো এবং অন্য কিছু দলসহ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নিম্নকক্ষে পিআর পদ্ধতির বিষয়ে মতামত দিয়েছে। পিআর না হলে বর্তমানে যেভাবে নারী আসন সংরক্ষিত আছে সেভাবেই থাকার পক্ষে।

১২.০৭। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** নারী আসন ১০০ তে উন্নীত করার বিষয়ে অধিকাংশ দল একমত ছিল। নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে দ্বিমত ছিল। সেই ঐকমত্য থেকে আমরা সরে এসেছি কি না জানতে চান। অনেকেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পক্ষে ছিলো। সে বিষয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় বিদ্যমান ৫০টি আসন সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। বাকি ৫০ আসন ভোটের সংখ্যানুপাতে (পিআর) করা যায় কি না সে বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। সরাসরি মনোনয়নের ক্ষেত্রে ৪-৫ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন এটি বড় দলগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে আগামী নির্বাচনে বাধ্যতামূলকভাবে ১০ থেকে ১৫ শতাংশের বিধান রাখা যেতে পারে। বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে আগামীতে পর্যায়ক্রমে নারী আসন ১০০-তে উন্নীত করা এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার বিষয়ে জাতীয় সনদে অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা করা যেতে পারে।

১২.০৮। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর পক্ষ থেকে বলা হয় (নারী প্রতিনিধি),** ঐকমত্যের স্বার্থে কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে তারা একমত। তবে সংরক্ষিত আসনে নারীদের যে তালিকা দেওয়া হবে তা যেন আগেই প্রকাশ করা হয়। নারীরা সরাসরি ভোটে পুরুষদের সঙ্গে জিততে পারবে না এরকম দুর্বল যারা মনে করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, সুযোগ পেলে নারীরা পৃথিবী জয় করতে পারবে। আর নারীরা যদি এরকম সুযোগ পেয়ে পুরো সংসদ দখল করে ফেলার মতো অবস্থা হয়, সেক্ষেত্রে তারা পুরুষদের ন্যায্য আসন নিশ্চিত করবে।

১২.০৯। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** পূর্বে নারীদের ১০০ আসনের প্রস্তাব ছিল সেটি বর্তমান প্রস্তাবে নেই। সংরক্ষিত ৫০টি নারী আসন বহাল রাখার কথা বলা হয়েছে। ১০০ আসন সরাসরি হবে কি না সে বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার ছিল। যুক্তিগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারতো। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান হলো তারা ১০০ নারী আসন চায় এবং সরাসরি নির্বাচন চায়।

১২.১০। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** নারী আসন ১০০-তে উন্নীত করার বিষয়ে তাদের অবস্থান ছিল। নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় তারা বর্তমান ৩টি আসন নিয়ে একটি নারী আসন করার পক্ষে ছিল। নারীরা লড়াই করছে। সুযোগ পেলে তারা সরাসরি নির্বাচন করতে পারবে বলে তারা মনে করে। নারীদের প্রতি কোনো ধরনের অনুকম্পা, সম্পর্ক, আনুগত্য, আত্মীয়তা ইত্যাদি দেখিয়ে নারীদেরকে মনোনীত করাকে তারা নারীর প্রতি অপমানজনক মনে করে। তাই তারা ১০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে। কমিশন যদি ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত নেয় তখন তারা সে বিষয়ে তাদের মতামত/সিদ্ধান্ত জানাবে।

১২.১১। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)-এরপক্ষ থেকে বলা হয়,** বিগত দিনে নারীরা সংসদের সৌন্দর্য বর্ধন ছাড়া আর কোনো পারফর্ম করেছে বলে তারা মনে করে না। তাই তারা পুরোনো পদ্ধতির পক্ষে নয়। নতুন পদ্ধতি কার্যকরি হবে না বা নারীরা পারবে না এটি ভাবা ঠিক নয়। কোনো একটি দল বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি নজর রেখে কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা নারী আসন ১০০-তে উন্নীত করা এবং সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে। যেখানে নারীরা নিজেদেরকে দুর্বল ভাবে না, সেখানে কমিশন তাদেরকে দুর্বল ভাবা ঠিক নয়।

১২.১২। **সহ-সভাপতি বলেন,** কমিশন নারীদেরকে দুর্বল ভাবছে না। কমিশন ১০০ নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের কথাই বলেছে। সকলের আলোচনা এবং বক্তব্যকে ধারণ করে কমিশনের পক্ষ থেকে সংশোধিত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কমিশন নিজের অবস্থানে অনড় থাকলে ঐকমত্য হবে না।

১২.১৩। **আমজনতার দলের পক্ষ থেকে বলা হয়,** এই কক্ষে যদি সংখ্যায় অর্ধেক নারী হতো তাহলে আলাপটা এভাবে হতো না। তার মানে এই নয় যে বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী না। এখানে নারীদেরকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, যা সারা দেশের মানুষ দেখল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের ভূমিকাকে রাজনৈতিক দলের নেতারা যে উপেক্ষা করল তাও সারা দেশের মানুষ দেখল। যারা কমিটি গঠন প্রক্রিয়াকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির জন্য অত্যন্ত সফলভাবে ভূমিকা রেখেছেন তারাও অলংকার হিসেবে নারী প্রতিনিধিত্বকে সাপোর্ট করছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক বাস্তবতা। ভালো দিক হলো সারা দেশের মানুষ দেখল, রেকর্ডে থাকল। ১৫ বছর আগে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীরা অংশগ্রহণ করবে না বললেও এখন নারীরা সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। সংসদ-সদস্য হিসেবেও তারা অংশ নিতে পারবে। নারীদের সঙ্গে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলা হয়েছিল, সেটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তিনি ২০৩০ সাল থেকে ১০০ নারী আসন এবং সেখানে নারীদের সঙ্গে নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান।

[এ পর্যায়ে আসরের নামাজের বিরতি দেওয়া হয়]

[আসরের নামাজের বিরতির পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১২.১৪। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** যেহেতু দেশের অর্ধেকের বেশি মহিলা সেহেতু সংসদে নারী আসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নারীদেরকে সরাসরি নির্বাচনের চেয়ে মনোনীত করলে তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবে এবং এত ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে না। তাই তারা নারীদেরকে যথাযথ সম্মান দিয়ে সংসদে আনতে চায়। নারীরা সংসারের ঝামেলা রেখে সারাদেশে পুরুষের মতো এত বড় নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচন করতে তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হবে। এজন্য ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পিআর পদ্ধতির সংসদ চায়। সেক্ষেত্রে তারা আনুপাতিক হারে নারী প্রার্থী দিতে রাজি আছে।

১২.১৫। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক দল হয়ে গণতান্ত্রিক চর্চার সঙ্গে যায় না এমন কোনো প্রস্তাব তারা সমর্থন করে না। অর্থাৎ ১০০ আসন শুধু নারীদের জন্য রিজার্ভ রাখা বা একটি রাজনৈতিক দলকে একটি সংখ্যা বা পার্সেন্টেজ বেধে দেওয়া গণতান্ত্রিক চর্চার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নারীদেরকে সম্মান করে। ইসলাম নারীদেরকে সম্মানিত করেছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে যদি ৪০০ আসনে উন্নীত করা হয় তাহলে তারা একমত। তবে ৪০০ আসনেই নারী-পুরুষ সমানভাবে নির্বাচন করবে। যদি এটি সম্ভব না হয় তাহলে নারীদের বর্তমানে যে ৫০টি সংরক্ষিত আসন আছে ঐকমত্যের স্বার্থে তারা সেটি রাখার পক্ষে একমত। নতুবা এটিকে তারা মর্যাদার পরিপন্থি মনে করে। তারা চায় নারীরা সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। তারা এখন পিআর চায় না। তবে পরবর্তী সময়ে যদি তাদেরকে আনুপাতিক হারে আনা যায় এবং বিদ্যমান ৫০টি থেকে যদি এটিকে ১০০-তে উন্নীত করা হয় ঐকমত্যের স্বার্থে তারা এটিতে একমত।

১২.১৬। **খেলাফত মজলিস-এর পক্ষ থেকে** নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা হয়, নারী এবং পুরুষের মধ্যে কিছু ব্যবধান আছে। এটি মানতে হবে। নারী আসন বৃদ্ধির বিষয়ে তাদের আপত্তি নেই। সেই ১০০ আসন যদি পিআর পদ্ধতিতে হয় তাহলে তারা কোনো আপত্তি করবে না। তা করা না গেলে বর্তমানে যে ৫০ আসন আছে তা থাকতে পারে। তবে কোনো দলকে বাধ্য করার কোনো অর্থ হয় না। নারীদেরকে সুশিক্ষিত করা, নারীদের রাজনীতিতে আসবার বিষয়ে তাদের আপত্তি নেই। তবে বাংলাদেশের সামাজিক এবং ধর্মীয় কালচারে এটি যায় না। নারীদের আসন ৫০টি বৃদ্ধি করতে হলে সেটি ভোটের পিআর পদ্ধতিতে করতে হবে।

১২.১৭। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কোনো সংরক্ষিত আসনের পক্ষে ছিল না। তবে প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে (পিআর) হলে তারা নারীদের জন্য ১০০ আসন সংরক্ষিত করার বিষয়ে একমত হতে পারে। সেটি না হলে বিদ্যমান যে ৫০টি আছে সেটি থাকবে। তারা এক চতুর্থাংশবা এক পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করে দেওয়া বা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। কারণ প্রত্যেক দল তার সুবিধামতো নারীদেরকে মনোনয়ন দিবে নাকি পুরুষদেরকে দিবে, এটি তাদের পছন্দের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলো গণতান্ত্রিক নিয়ম।

১২.১৮। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়,** তারা নারীদের ১০০ আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে। যদি এটি সম্ভব না হয় তাহলে পূর্বের পদ্ধতিতেই এটি ১০০-তে উন্নীত করা যায় কি না, বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি এ বিষয়ে ঐকমত্য না হয় তাহলে নারী আসন বিদ্যমান ৫০টি বহাল রেখে নির্বাচনে যে সকল নারী প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করবেন সেটি যে দলেরই হোক সর্বোচ্চ ভোট যে সমস্ত নারীরা পাবেন তাদের মধ্য থেকে ৫০ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা যেতে পারে। এটি না হলে কমিশন তৃতীয় যে প্রস্তাবটি দিয়েছে তাতে তারা একমত।

১২.১৯। **১২ দলীয় জোট-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** বিদ্যমান যে ৫০টি নারী আসন সংরক্ষিত আছে তারা সেটির পক্ষে। বিএনপির প্রস্তাব অনুযায়ী এবার জেন্টেলমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট হিসেবে ৫ শতাংশ নারীদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার প্রস্তাবেরও পক্ষে। পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে এটিকে ১০ শতাংশ করা যেতে পারে। তবে সেটি পরবর্তী সংসদের আলোচনা অনুযায়ী। অনেকেই বলেছেন যে আলংকারিক হিসেবে নারী প্রতিনিধিরা সংসদে যাচ্ছেন। সেখানে কিছু স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া করে দেওয়া যেতে পারে।

১২.২০। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** বিদ্যমান যে ৫০টি আছে সেটি সংরক্ষিত থাকবে। বাকি ৫০টি সরাসরি নির্বাচন করা যায় কি না তা ভেবে দেখা যায়। তা না হলে রাজনৈতিক দলগুলো এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ নারী প্রার্থী দিবে, সে বিষয়ে একমত হওয়া দরকার।

১২.২১। লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি-এর **পক্ষ থেকে বলা হয়,** আমাদের নারী ভোটার প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। সেই হিসেবে নারীদের প্রাপ্যতার বিষয়টি অনেকেই বক্তব্যে উত্থাপন করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় প্রথম পর্যায়ে ১০০ নারী আসনের বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল এবং বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল ঐকমত্য পোষণ করেছিল। কিন্তু এই ১০০ নারী আসনে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব হয়নি। বিদ্যমান ৫০টি নারী আসন বহাল রেখে বর্তমান বছরে তা ৫ শতাংশ, আগামী নির্বাচনে ১০ শতাংশ করা যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে এটি ১০০-তে উন্নীত করার বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তখনকার সংসদ তা নির্ধারণ করবে। তবে তারা সংসদের মোট আসন বৃদ্ধি করে ৪০০-তে উন্নীত করার পক্ষে না।

১২.২২। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** পুরুষরা যেহেতু নীতি নির্ধারণ করে তারা তাদের পক্ষেই করবে। তবে বর্তমান বিশ্বে এটি ঠিক নয়। তারা ১০০টি সংরক্ষিত নারী আসন সমর্থন করে। এটি সরাসরি নির্বাচনে হতে পারে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির বিষয়ে তাদের প্রথম মত। এটি করা না হলে সংবিধান সংস্কার কমিশন যে প্রস্তাব দিয়েছে সে অনুযায়ী ১০০ নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন হতে পারে। অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য বলে তারা মনে করে না।

১২.২৩।**বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়,** ৩০০ নারীরা নির্বাচন করলে বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির আপত্তি নেই। তবে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নারীদের বৃহৎ আসনে নির্বাচন করা খুবই কঠিন। তবে কোনো দলের জন্য ৫ শতাংশ বা ১০ শতাংশ মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়টি চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে তরা নয়। নারীদের জন্য সংরক্ষিত বিদ্যমান ৫০টি বহাল থাকতে পারে। অতিরিক্ত আরও ৫০টি বৃদ্ধি করতে হলে সেটি ভোটের পিআর পদ্ধতিতে হতে পারে।

১২.২৪। **নাগরিক ঐক্য-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** আরপিও-তে দলের নিবন্ধনের জন্য ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। ঐকমত্য কমিশনও সংরক্ষিত নারী আসন ১০০-এর কথা বলেছিল। রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধিত থাকতে হলে আরপিও মেনেই নারী আসন নির্ধারণ করা উচিত। তাই নারীদের সংরক্ষিত আসন ১০০টি রাখা উচিত। সেটি পিআর হোক বা না হোক।

১২.২৫। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,**বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নারী আসন ১০০-তে উন্নীত করার বিষয়ে তারা একমত এবং সেটি পিআর পদ্ধতিতে হতে হবে, সেটি আগেই বলা হয়েছে। অনেকেই বলছেন নারীদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে, এটি ঠিক নয়। কারণ নারীরা ৩০০ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

১২.২৬। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়,** নারীদের যেটুকু অধিকার আছে সেটিকে ছিনিয়ে না নিয়ে সামগ্রিক বিবেচনায় আরও এক-দুই ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায় কি না, সে বিবেচনায় সংরক্ষিত নারী আসন পর্যায়ক্রমে ১০০টিতে উন্নীত করা এবং প্রত্যক্ষ ভোটের ব্যবস্থা করার বিষয়ে সম্মিলিত অঙ্গীকার করা উচিত। এরকম একটি ঐতিহাসিক সুযোগ আসবার পরও নারীদের অধিকারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে ঐকমত্য কমিশন ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে থাকবে।

১২.২৭। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে যাদের রাজনীতির মাঠে আসা কঠিন হয়ে যায়, দলীয় চিন্তার বাইরে এসে তাদেরকে সেই জায়গাটি আমরা তৈরি করে দিতে পারিনি এটি আমাদের ব্যর্থতা। নারীরা সরাসরি রাজনীতিতে আসুক, কারো দয়ায় নয়, কারও অনুকম্পায় নয়, প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে তারা সংসদে যাক, নিজেদের কথা বলুক, নারী উন্নয়নে কাজ করুক এটি এনসিপি চায়। কিন্তু তাদের ঘর সামলিয়ে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে আসা কঠিন। তাদেরকে সুযোগ করে দিতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা দায়বদ্ধ থাকব। যেহেতু এ পর্যায়ে ঐকমত্য হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে বর্তমানে যে ৫০টি সংরক্ষিত আসন আছে সেটি থাকতে পারে এবং দলগুলো বিদ্যমান ৩০০ আসনের এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ নারীদেরকে মনোনয়ন দিতে পারে। কমপক্ষে সেটি যেন ১৫ শতাংশ হয়, সেটি করা যেতে পারে।৫০টি সংরক্ষিত আসনের তালিকাটি যেন আগেই প্রকাশ করে দেওয়া হয়, যাতে পরবর্তী সময়ে যাকে ইচ্ছা তাকেই নমিনেশন না দেওয়া হয়।

১২.২৮। **সহ-সভাপতি বলেন,** বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করার বিষয়ে নীতিগতভাবে সবাই একমত। সেক্ষেত্রে ১০০টি নারী আসন করতে পারলে ভালো হতো। ভবিষ্যতে অবশ্যই আমরা এটি করবো। সনদে যদি এরকম প্রস্তাব দেওয়া হয় যে সংসদে নারী আসন ১০০-তে উন্নীত করা হবে, তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সম্মতি রয়েছে। এই মুহূর্তে যে ৫০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে এটি আমরা বহাল রাখছি। বাকি ৫০টি উন্নীত করার বিষয়ে প্রথমে বিদ্যমান আসনের এক তৃতীয়াংশ নারীদের মধ্য থেকে মনোনয়ন প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। সাংগঠনিক এবং বাস্তবতা বিবেচনায় এটি সম্ভব না হওয়ায় এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ প্রস্তাব করা হয়। এনসিপির পক্ষ থেকে ১৫ শতাংশের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে এটি এ বছর জেন্টেলম্যান অ্যাগ্রিমেন্ট হিসেবে ৫ শতাংশ এবং ভবিষ্যতে ১০০ আসনে উন্নীত করার জন্য ক্রমান্বয়ে এটি ১৫ শতাংশে বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এনসিপির পক্ষ থেকে ৫০টি নারী আসনের তালিকা আগে থেকেই দেওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। এটি বাধ্যবাধকতায় নিতে না পারলেও এটি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক দলগুলো আগে থেকেই তালিকা দেবে, সেরকম অনুরোধ করা যায়। কমিশনের পক্ষ থেকে ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭ শতাংশ এবং ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে ১৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করা যেতে পারে। বিএনপির পক্ষ থেকে এ বছর

জেন্টেলমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট হিসেবে এটি ৫ হতে ৭ শতাংশ–এভাবে লেখার জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তী বছর ১০ শতাংশ এবং এটি ক্রমান্বয়ে ১৫ শতাংশ বা ৫০টিতে উন্নীত করা যেতে পারে।

১২.২৯। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশ বা ১০০-তে উন্নীত করার বিষয়ে সবাই নীতিগতভাবে একমত হয়েছি। কিন্তু ইসলামী দলগুলোর পক্ষে এটি কঠিন হয়ে যাবে। জামায়াতে ইসলামীর জন্য এটি তেমন সমস্যা নয়। তাই দলগুলোকে নির্ধারিত হারে মনোনয়ন প্রদানের বিষয়ে আহ্বান জানানো বা তাগিদ দেওয়া হচ্ছে, এরকম লেখা যেতে পারে।

১২.৩০। **সহ-সভাপতি বলেন,** যদি কারও জন্য ব্যতিক্রম রাখা হয় বা নির্ধারিত না করে শুধু তাগিদ প্রদানের বিষয়টি লেখা হয় তাহলে দেখা যাবে কেউই তা বাস্তবায়ন করবে না। তাই কমিশন আগামীকাল এ বিষয়ে একটি সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করবে। এ পর্যায়ে বৈঠক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ২২তম সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৫ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৩০ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	:	**৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ২২তম সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি	:	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ	:	১৫ শ্রাবণ ১৪৩২/৩০ জুলাই ২০২৫
সময়	:	বুধবার, দুপুর-২:০০ টা
স্থান	:	ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোটের নাম	প্রতিনিধির নাম ও পদবি	মন্তব্য
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লেঃ জেনারেল ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) হাসনাত কাইয়ুম, প্রধান সমন্বয়ক (২) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (৩) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (২) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	

৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি **বিকল্প প্রতিনিধি** আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	
৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) আরমান হোসাইন, সংগঠক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (৩) এডভোকেট শিশির মোহাম্মদ মনির, মজলিসে শূরা সদস্য, ঢাকা মহানগরী উত্তর	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) মিসেস তানিয়া রব, সিনিয়র সহ-সভাপতি (২) কামরুল আহসান অপু, দপ্তর সম্পাদক	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) ফারুক হাসান, মুখপাত্র (৩) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য (৩) বহ্নিশিখা জামালী, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	

		(জাগপা)	
১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি (৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মো. মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক	
২২।	জাকের পার্টি	শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মাসুদ রানা, সমন্বয়ক	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	(১) মোঃ তারেক রহমান, সাধারণ সম্পাদক (২) সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	ড. আবু ইউসুফ সেলিম, মহাসচিব	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম.এম.ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফট্সম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

গ. জনাব এইচ, এম, আলী আকবর, উপপরিচালক।

ঘ. জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি**

(১) সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব;

(২) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)];

(৩) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, ইলেক্টোরাল কলেজ ইত্যাদি;

(৪) উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এক্তিয়ার ইত্যাদি;

(৫) নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব;

(৬) রাষ্ট্রের মূলনীতি।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। **১৯৫২**-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, **১৯৭১**-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ও তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। একইসঙ্গে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন।

৮.০০। **সহ-সভাপতি** বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ২২তম বৈঠকের অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। আগামীকাল এ প্রক্রিয়ার আলোচনা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। যেগুলো সিদ্ধান্ত তা আগামীকাল অবহিত করা যাবে। ইতোমধ্যে বেশকিছু বিষয় আলোচনা হয়েছে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি জানালে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত। কমিশন থেকে যে ৫টি প্রস্তাব হয়েছে তাতে ঐকমত্য হয়নি। বিএনপি তাদের লিখিত বক্তব্যে বিস্তারিত জানিয়েছে এবং কী কারণে একমত হওয়া যায়নি তাও জানিয়েছেন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। যেসকল সংশোধনগুলো দেওয়া হয়েছে তাতে যদি পরিবর্তন বা পরিবর্ধন থাকে তা আগামীকাল সকালের মধ্যে পৌছানোর বিষয়ে সকলের সুদৃষ্টি কামনা করা হয়। প্রাথমিকভাবে যেসকল বিষয় ঐকমত্য হয়েছে তার একটি তালিকা আজকে রাজনৈতিক দলগুলোকে বিকালের মধ্যে পৌছে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিষয়টি নতুন প্রস্তাবনা। বাকিগুলো যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। সে ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা দরকার। এ প্রক্রিয়ার গোড়া থেকে করে আসা হয়েছে। সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে।

৯.০০। **সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আলোচনা**

৯.০১। সহ-সভাপতি বলেন, জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে **১০০** আসনে উন্নীত করা হইবে। এই লক্ষ্যে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (৩) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০টি আসন রাখিয়া প্রতিটি রাজনৈতিক দল জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ৫ হইতে ৭ শতাংশ আসনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করিবে; (২) তৎপরবর্তী নির্বাচনে **১৫%** আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নারী প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করিবে; (৩) রাজনৈতিক দলসমূহ এই হার পর্যায়ক্রমে প্রতি সাধারণ নির্বাচনে ৫(পাঁচ) শতাংশ হারে বৃদ্ধি করিয়া সংসদে সরাসরি

নির্বাচনে নারীদের মনোনয়নের মাধ্যমে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ১০০-তে উন্নীত করিবে; এবং (৪) পঞ্চদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো হইতে পর্যাপ্ত সংখ্যক নারীদেরকে মনোনয়ন প্রদান করিবেন যাতে ১০০ জন নারী জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালের সপ্তদশ সংশোধনীর (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়) মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়। সে হিসেবে বিদ্যমান নারী আসনের মেয়াদ আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকিবে বলিয়া বিধান আছে তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) ও (৩ক) এর আওতায় সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান চতুর্দশ সংসদের পর আর কার্যকর থাকিবে না] এগুলো গতকাল বিকালের সারসংক্ষেপ।

৯.০২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি**-এর পক্ষ থেকে বলেন, খসড়ার (২) নম্বরে ১৫% না রেখে সেখানে ১০%-১৫% রাখা যেতে পারে। তন্মধ্যে যারা পারবে তারা ১৫% দিবে এবং যারা পারবে না তারা ১০% দিবে। বিদ্যমান ৩০০ আসনের মধ্য থেকে নির্বাচন হবে। খসড়ার (৩) নম্বর প্যারার 'পর্যায়ক্রমে' এর পরে '৩০০ আসনের মধ্য থেকে' যুক্ত হবে। প্রতিটি নির্বাচনে ৫% হিসেবে যত দিন প্রয়োজন হবে সেটি ভালো হবে। খসড়ার (৪) নম্বর প্যারা রাখা ঠিক হবে না। যখন ১০০ নারী আসন হবে তখন ডিলিমিটেড করে ৪০০ আসন করতে হবে। ২০৩১ সালে সরাসরি নারী আসন উন্নীত হচ্ছে কেবল ১০ শতাংশ। চতুর্দশ সংসদ না লিখে যতদিন পর্যন্ত ১০০ আসন পূর্ণ না হবে ততদিন সংরক্ষিত আসন থাকতে হবে। বর্তমান ৩৫০ আসন যখন ৪০০ আসন হবে তখন সরাসরি নারীদের ১০০ আসন দিতে হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) ও (৩ক)-এর আওতায় সংরক্ষিত নারী আসনের বিদ্যমান ব্যবস্থা ততদিন পর্যন্ত রাখতে হবে যতদিন ১০০ জনকে মনোনয়ন দেওয়ার বিধান ৫% করে বাড়িয়ে পূর্ণ না হচ্ছে।

৯.০৩। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলেন, ৫ থেকে ৭ শতাংশ নির্ধারণ বাস্তবসম্মত নয়। জুলাই সনদ gentleman agreement বা আইনি কোনো ভিত্তি, সেটি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে তা নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। বড় দলগুলো বর্তমানে ৫ থেকে ৭ শতাংশ মনোনয়ন দিয়ে থাকে। তাতে ফারাকের জায়গা তৈরি হয় না। রাজনৈতিক দলগুলো যেন ৫০টি আসনে নারীদের মনোনয়ন দিতে বাধ্য থাকে। তাতে ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ হতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনা জরুরি। বাস্তবায়নের সময়কাল নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

৯.০৪। **৯.০২। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি** এনসিপির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, সংবিধান সংশোধন করে ১০ শতাংশ নারীদের মনোনয়নের বিধান যাত্রা শুরু করার বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জুলাই সনদ পরবর্তী পার্লামেন্টে গৃহীত হওয়ার পরে gentleman agreement হবে, এটির সঙ্গে মিলানো যথাযথ হবে না। সংবিধান সংশোধনের পূর্বেই নারীদের সরাসরি ভোটে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৯.০৫। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলেন, এমন হতে পারে কেউ নির্বাচিত হতে পারল না। আবার ১০ জনও নির্বাচিত হতে পারে। ১০০ জনের নীতিগত সিদ্ধান্ত তা বাস্তবায়নে প্রায় ৫০ বছরের কম লাগবে না। ১০০ আসনের নীতিগত সিদ্ধান্ত তা অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে। এটি আরেকটু সহজ করে উপস্থাপন করলে ভালো হবে। একটি লক্ষ্যে পৌঁছানো কাছাকাছি যাওয়ায় হাউজের পক্ষ থেকে সহ-সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান। এ প্রোগ্রাম পরিচালনায় প্রশংসার দাবি রাখে। এজন্য সকলে সন্তুষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল। অনুষ্ঠান যেদিন শেষ হবে সেদিন এ হাউজ আপনাকে এবং আপনার টিমকে তাৎক্ষণিক বিদায়ি সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এ সভার সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। এ সভা শেষ হওয়ার আগে যেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি অর্থাৎ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা উপস্থিত থাকেন। সেদিন পূর্ণ কমিটি এবং অংশগ্রহণকারীরা শেষ করতে ইচ্ছুক। যে সকল সংস্কারে একমত হওয়া গেছে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশে গুণগত পরিবর্তন আসবে। জাতীয় সনদের খসড়া পেয়ে surprised, আকাঙ্ক্ষিত ফ্রাসটিবল। কারণ যা-ই করা হচ্ছে আগামী ২ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে সন্দেহ হচ্ছে যে, এ সরকার সুপ্রীম কোর্টের আদেশে ক্ষমতায় এসেছেন। সেখানে সময়ের কিছু উল্লেখ নেই। দুই বছরের মধ্যে যদি ইনফেনডেন্ট হয় তাহলে এ ধারণা করা যেতে পারে আরো ২ বছর ক্ষমতায় থাকবে। কারণ এ সরকারকেই ভিত্তি দিতে হবে। আর বলা হয়েছে যে, মাঝখানে নির্বাচন হয়ে যাবে। পরবর্তী সরকার এটি করবে। পরবর্তী

সরকার যদি এটি করে, এতদিন যা করা হয়েছে, তাহলে এটি কী সাজেশন? It's a proposal. It's an advice.It's a direction. What it is? প্রথমে যদি clarify হতো এখানে শুধু সলাপরামর্শ করার ফোরাম। তাহলে সকলে ইন্টারেস্টেড হতো কি না I doubt. মানুষের ভালো ভালো অনেক প্রস্তাব আছে। ঐকমত্যের কারণে অনেক কিছু কাটছাঁট করা হয়েছে। এককভাবে যদি সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়, তাহলে যেগুলো হয়েছে তার থেকে ভালো সংস্কার প্রস্তাব করা সম্ভব হতো। তাহলে এখানে আসার অর্থ কী? এখানে আসার অর্থ হচ্ছে যেগুলো সংস্কারে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে সেটির একটি লিগাল ভিত্তি থাকবে। সেই ভিত্তিতেই এটি গৃহীত হবে এবং বাস্তবায়ন হবে। এখানে প্রশ্ন এসেছে যে, এটি কীভাবে আইনি ভিত্তি দেওয়া যায়। আদৌ দেওয়া যায় কি না? যদি আদৌ দেওয়া না যায় তাহলে ভিন্ন কথা। যদি এটিকে আইনি ভিত্তি দেওয়া যায় তাহলে আইনি ভিত্তি দিচ্ছি না কেন? এখনই করছি না কেন? ইলেকশনের ব্যাপারে এখানে সাজেশন আছে। এখানে সংবিধানের ব্যাপারে সাজেশন আছে। আইনি ভিত্তি আছে কি না সে বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। যেগুলো প্রস্তাবগুলো করা হয়েছে সেগুলো আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে এসব সিদ্ধান্তের আইনি ভিত্তি দেওয়ার সুযোগ আছে কি না? এ এজেন্ডা খুব সিরিয়াসলি আলোচনা করতে পারেন। আপনি এখনও করতে পারেন। আপনি যদি মনে করেন স্কিনে যে এজেন্ডা দিয়েছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। তাহলে এ সিদ্ধান্ত আপনাকে দিতে হবে যে, এগুলো আলোচনা করার পরে এটির আইনি ভিত্তি দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করবেন। যদি আইনি ভিত্তি না থাকে তাহলে এখানে সিগনেচার করা বা না করার কী আছে? দ্বিতীয়ত আপনারা বলছেন commitment. commitment কি সামান্য রক্ষা করি!চরমোনাই পীর সাহেবদের সঙ্গে বিএনপি মহাসচিব লিখিত চুক্তি হয়েছে। শুধু মৌখিক নয়। কমিটমেন্টের বাস্তবায়ন বা reflection দেখা যাচ্ছে না। কমিটমেন্ট রাখার ব্যাপারে কমিটমেন্ট। কমিটমেন্ট না রাখলে কী শাস্তি হবে সেগুলো আলোচনা করতে হবে। সে কারণে আইনি ভিত্তি যদি না থাকে বর্তমানে হোক কিংবা ভবিষ্যতে হোক। তাহলে এই সিদ্ধান্তের এক পয়সার দাম আছে বলে মনে হয় না। আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এটিকে আইনি ভিত্তি দেওয়ার সুযোগ আছে। বাংলাদেশে ৫৪ বছরে অনেকবার শূন্যতা হয়েছে, গ্যাপ তৈরি হয়েছে এবং সেটি থেকে উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের আমলে করা হয়েছে। পৃথিবীতে অনেক নজির আছে। এখানে অ্যাডভোকেট শিশির মনির উপস্থিত আছেন। তাকে যদি সুযোগ দেন তিনি কীভাবে শুদ্ধ করা যায়, লিগালাইস করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারবেন। এ বিষয়ে সিরিয়াসলি আলোচনা করা দরকার। যদি ইমপ্যাক্ট সৃষ্টি করার মতো, বাস্তবায়ন করার মতো, যেটি এখন সেটি এখন, যেটি পরে সেটি পরে এরকম সুযোগ না থাকলে তাহলে যে সনদ দেওয়া হয়েছে শুধু কতগুলো অঙ্গীকার করে তো কোনো লাভ নেই। যেটি গ্রহণ করা হবে না, যার কোনো গুরুত্ব নেই, যার কোনো কার্যকারিতা নেই, যার কোনো প্রভাব নেই, সেখানে স্বাক্ষর করা না করার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

৯.০৬। **সহ-সভাপতি** বলেন, যেহেতু প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে, সেটি আপনার দলের পক্ষ থেকেএবং অনুমান করা হচ্ছে যে, আরো হয়তো অনেকের এ প্রশ্নটি আছে। কমিশনের প্রধান নির্বাহী বিভাগের প্রধান। তাঁর এখানে আসার কথা। কিন্তু আলোচনা এমন জায়গায় দাঁড়ায় যে, কোনোভাবে সময় বের করা মুশকিল। আইনি ভিত্তি পায় সে বিষয়গুলোর ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এটি আলোচনা করুন। পেন্ডিং আলোচনাগুলো শেষ করা প্রয়োজন। কী রেটিফিকেশনের কথা বলা হয়েছে, সেটি আগে তৈরি করা। সেটি যেকোনো প্রক্রিয়ায়ই হোক সবাই একমত হয়।

৯.০৭। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলেন, তাদের পক্ষে কোনো আপত্তি নেই। আপনি এটি শেষ করুন। সকলের পক্ষ থেকে দাবি হচ্ছে যে, সেটি হচ্ছে agenda legalization of the decision as per possible আপনি হাউসে আলোচনা করবেন। আপনি যদি বলেন তাহলে ২/১ দিন অপেক্ষা করতে কোনো আপত্তি নেই।

৯.০৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, যেটি অবিলম্বে নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে যে, কমিশন প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

৯.০৯। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলেন, এখানে বিশদ আলোচনা হয়েছে। আলোচনাগুলোতে memorandum of understanding স্বাক্ষর হবে। সবার উপরে বিশ্বাস ও আস্থা আছে। এটির উপর ভিত্তি করেই এতদিন আলোচনা করা হয়েছে। তারপর সর্বস্বীকৃত যেসকল বিষয় আছে, সেটি একটি ভিত্তি দেওয়ার বিষয়ে সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের আলাপ করেছেন। সেটির জন্য অর্ডিন্যান্স বা proclamation হতে পারে, সেটির জন্য কোনো অসুবিধা নেই। এখানে হাইকোর্ট ও আপিলেট ডিভিশনের শিশির মনির সাহেব উপস্থিত আছেন। তিনি হয়তো এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন। আইনের উপর পড়ালেখা করা বিএনপি নেতা জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ আছেন। এটি প্রোকলেমন করলে তার দলের কোনো অসুবিধা হবে না। যে সমস্ত বিষয়গুলোতে সকল দল সম্মত হওয়া গেছে সে ব্যাপারে proclamation করলে কোনো অসুবিধা আছে বলে মনে করা হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে বা আপত্তি করা হয়েছে যে, এ বিষয়টি সর্বসম্মত নয়। সেগুলো memorandum of understanding-এ সেভাবে থাকে, সবাই স্বাক্ষর করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকৃত বিষয়ে যদি কেউ দ্বিমত করে বিশেষ করে বিএনপি, অন্য দল জামায়াতে ইসলামী। এরপর অনেক বড় সংগঠন আছে। যে সকল সংগঠনের তাদের মতের উপর ভিত্তি করে একটিmemorandum of understanding স্বাক্ষর করার পরে এটি তারা ক্ষমতায় গেলে বাস্তবায়ন না করেন তাহলে তাদের বিপক্ষে সারা জাতি যাবে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু রক্ষা করেনি। পরবর্তী বিষয়গুলো সেভাবে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য যে প্রস্তাবটি দিয়েছেন আসন্ন নির্বাচনে কমপক্ষে ৫ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দেব। ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৫ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দিয়ে সংসদে নিয়ে আসেনি। ২০০১ সালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিএনপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়েছেন। ম্যাডাম খালেদা জিয়া এবং তার বড় বোন চকলেট আপা দুইজন ছিলেন ইলেকটেড। অবশিষ্ট সবাই ৫০ জনের মধ্য থেকে বেশিরভাগ এসেছে। আরো দু একজন ছিল কি না সেটি স্মরণে নেই। এনসিপি নেতা যেটি বলেছেন বিএনপি ইচ্ছা করলেই ১৫ জন নারীকে মনোনয়ন দিতে পারেন। বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী বড় দল হিসেবে সমস্ত জায়গায় ৫ শতাংশ দেওয়ার বিষয়ে সন্দিহান। ৫ শতাংশ দেওয়ার বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এটি যদি আইনি ভিত্তি দিতে চান তাহের ভাই যেটি বলেছেন তাতে বিএনপির আপত্তি থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে না। যাহোক, পরবর্তী যে সংসদ হবে অর্থাৎ ত্রয়োদশ সংসদে ১৫ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাতে কতজন বিজয়ী হবে তা আগাম বলা যাবে না। চতুর্দশ সংসদে ১০ শতাংশ হিসেবে ৩০ জন হবে। পঞ্চদশ সংসদে বাকি ৫০ জনের মধ্যে ২০ জন বাকি থাকে। ১০০-কে টার্গেট করে ৫০ জন যেটি সংরক্ষিত আসন থাকবে। ৩০টি আসনের পর ২০টি আসন থাকবে। চতুর্দশ সংসদে যদি সেই ২০টি আসন সমন্বয় করা হয় তাহলে ৫০ জন ইলেকটেড হলো। ৫০ জন নির্বাচনি এলাকা থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর সংরক্ষিত আসন যদি ওইভাবে রেখে দেওয়া হয়। আর ৫ শতাংশ হারে বাড়ানো হয়, তাহলে আসন সংখ্যা ৩০০-এর উপরে চলে যাবে। পঞ্চদশ সংসদে যদি আইনকে সেভাবে পাশ করা হয়। ৫ শতাংশ যদি বাড়ানো হয় সেটি আইনে থাকতে পারে। ৫ শতাংশ বাড়ালে যে সংখ্যা হবে এই সংখ্যা সংরক্ষিত আসনে কমে যাবে। এভাবে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে যেখানে গিয়ে ঠেকবে ৫ শতাংশ হারে বাড়াতে হবে। ৩০০ আসনের মধ্যে ১০০ জনের সংকুলান হবে। তিনি ডিমিলিটেশন করে বাড়ানোর পক্ষে নয়। পার্শ্ববর্তী দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের ভোটারে একজন লোকসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। দেশে অনেক নির্বাচনি এলাকায় ৫ লক্ষ ভোটে একজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। ১৯৭১ সালে ৭ কোটি মানুষ ছিল। সেখানে ৩ কোটি ভোটার ছিল। পর্যায়ক্রমে মানুষ বাড়ার পাশাপাশি ভোটার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। দিন দিন মানুষ বাড়বে। তাই বলে আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। পার্লামেন্টে জায়গাও করতে হবে। সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের আইনি ভিত্তি দেওয়ার ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করেছেন সে ব্যাপারে একমত। অনেক বিষয়ে অনেকের নোট অফ ডিসেন্ট আছে। সেগুলোকে memorandum of understanding দিয়ে সেভাবে লিপিবদ্ধ থাকবে। নারীদের আসন এভাবেই সম্প্রসারণ বাস্তবসম্মত হবে। ৫০টি একোমোডেশনের পরে আরো ৫ শতাংশ বাড়ানো হয়, সেটি

সংরক্ষিত আসন থেকে বাদ যাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সংরক্ষিত আসন থেকে বাদ যাওয়ার পর যখন ১০০-তে উন্নীত হবে তখন আর সংরক্ষিত আসন থাকবে না। ৩০০ আসনের মধ্যে নারীরা ১০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

৯.১০। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)**-এর পক্ষ থেকে বলেন, সরাসরি নির্বাচনে নারীদের মনোনয়নের মাধ্যমে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ১০০-তে উন্নীত করবে। উন্নীত করবে অর্থ নির্বাচিত করবে। নির্বাচিত হওয়ার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। এখানে লেখা যেতে পারে যে, 'উন্নীত করার সুযোগ সৃষ্টি করিবে'। অন্যদিকে 'নারী প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করিবে' এর ক্ষেত্রে লেখা যেতে 'মনোনয়ন প্রদানের প্রতিশ্রুতি করিবে।' যে সমস্ত দল ন্যূনতম ১০ জন নারীদের মনোনয়ন দিতে হবে।

৯.১১। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি**-এর পক্ষ থেকে বলেন, সর্বসম্মত হবে কি না সে প্রশ্ন থেকে যায়। বলা হয় যে, নারী-পুরুষ সমান। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে মিলে না। ঐকমত্য কমিশনের প্রচেষ্টার আইনি ভিত্তি থাকা দরকার। যদি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে প্রতিটি বিভাগ থেকে ১/২ জন নারীকে মনোনয়ন করা গেলে কিছু প্রতিফলন ঘটবে। প্রয়োজনে নারীদের ভাবনাগুলো লিখিতভাবে দেওয়া হবে।

৯.১২। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলেন, আসন্ন নির্বাচনে ৫ থেকে ৭ শতাংশ গাইডলাইন হিসেবে থাকবে। তবে বাধ্যতামূলকভাবে নয়। গাইডেন্স আকারে না বাধ্যতামূলকভাবে থাকবে, সে বিষয়ে জানতে চান।

৯.১৩। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার কমিশনের প্রস্তাব হচ্ছে সংবিধানে বাধ্যতামূলকভাবে থাকবে।

৯.১৪। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলেন, নারী আসনের বিষয়ে ঐকমত্য কমিশন থেকে যে খসড়া দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করা হয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। পুরুষ প্রাধান্য দলের উপর নারীদের নির্বাচন করতে হবে। এতে নারী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। এর জন্য এত আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। এ ধরনের প্রস্তাবের বিষয়ে তার দল তীব্র প্রতিবাদ জানান। ৩টি আসন মিলে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে অথবা বাই রোটেশনে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা।

৯.১৫। **সহ-সভাপতি** বলেন, আজকের প্রস্তাবের ভিত্তি গতকাল বিকালের আলোচনা। আগেও কমিশনের অবস্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কমিশন থেকে অবিকৃতভাবে সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। সংবিধানে নারীদের সংরক্ষিত আসন বাদ দিয়ে ৩৩ শতাংশ মনোনয়নের ব্যবস্থা করা। সেটিতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে যেটি আছে সেটি হারানো যাবে না। এটি নিয়ে অনেক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন সর্বমোট ৪০০ আসনের মধ্যে নারীদের জন্য ১০০টি আসন সরাসরি ভোটের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কমিশন কাউকে কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে না। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে করা হচ্ছে।

৯.১৬। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি**-এর পক্ষ থেকে বলেন, যে প্রস্তাবনা উত্থাপন করা হয়েছে তাতে হতাশার সঙ্গে ক্ষুব্ধও বটেও। ১০০ আসনে উন্নীত এবং সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে। আজকে প্রস্তাব না আনলে সবচেয়ে ভালো হতো। যে প্রস্তাবনা আনা হয়েছে তা যদি সবাই মিলে গ্রহণ করা হয় তাহলে সরাসরি ভোটে কোনো নারী ওই অর্থে নির্বাচিত হতে পারবে না। একটি সময় পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখার পাশাপাশি সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তা অযৌক্তিক ও অপমানজনক। আসন সংখ্যা বৃদ্ধির পর সরাসরি ভোট না হলে তার কোনো প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে আন্দোলন করে দাবি আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়। উত্থাপিত বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ আসনে উন্নীত এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এ ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়া যেতে পারে। এটি সংসদ নির্ধারণ করবে।

৯.১৭। **সহ-সভাপতি** বলেন, কমিশন কাউকে অপমান করছে না। গতকালের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে আজকে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। নীতিগতভাবে ১০০ আসন নারীদের জন্য উন্নীত করা হবে। এক-তৃতীয়াংশ করার বিষয়ে দ্বিমত হওয়ায় এক-চতুর্থাংশ, এক-পঞ্চমাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে তাও হচ্ছে না। কমিশন থেকে বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে যে, বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে উন্নীত করা। যতদূর অর্জন করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। কমিশন থেকে প্রস্তাব দেওয়া হলেও পরবর্তীকালে আলোচনার পর তা বাতিল করা হয়েছে।

৯.১৮। **প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার** গ্রাজুয়ালি বৃদ্ধি করার অংশ হিসেবে ৫ থেকে ৭ শতাংশ প্রস্তাব করা হয়েছে, এটি সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাব। পর্যায়ক্রমে নারী আসনে ১০০-তে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

৯.১৯। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি**-এর পক্ষ থেকে বলেন, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সরাসরি সংরক্ষিত আসনে নারীদের মধ্য থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করে আসবে।

৯.২০। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলেন, নারীরা মায়ের জাতি। তাদের মর্যাদার আসনে রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। ১০০ নারী আসনের মধ্যে ২০ জন জয়লাভ করলে অবশিষ্ট আসনের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন। নারীদের প্রশ্নের মুখোমুখি না করে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করার পক্ষে মত দেন। কমিশনে বিভিন্ন দল থেকে প্রস্তাবনা দেওয়া হলেও তার কোনো প্রতিফলন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

৯.২১। **নাগরিক ঐক্যের** পক্ষ থেকে বলেন, নারীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৩০০ আসনে নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটে না। প্রতি ৫ বছর পরপর যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে ২০৪৬ সালে নারীদের জন্য ২৫ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব হবে। কোনো একটি ঐচ্ছিক হিসেবে থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা উচিত। আসন্ন সংসদ নির্বাচনে সকল দলের মধ্য থেকে ৫ শতাংশ বাধ্যবাধকতা করা উচিত। Gentlemen agreement-এর ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এতে কোনো দল মনোনয়ন নাও দিতে পারে। সকল রাজনৈতিকদল নারী আসন মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার বিষয়ে তৈরি করা হয়। ৩টি আসন মিলে কিংবা ক্লাস্টার পদ্ধতির বিষয়ে অনেক রাজনৈতিক দল মতামত দিয়েছে।

৯.২২। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলেন, নারীদের ৫ থেকে ৭ শতাংশ মনোনয়ন দেওয়ার পর নির্বাচিত হয়ে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতে মনোনয়ন দেওয়া। মনোনয়ন সংসদে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে না।

৯.২৩। **গণঅধিকার পরিষদের** পক্ষ থেকে বলেন, নারীদের মূলধারায় নিয়ে আসা। কমিশন থেকে যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছিল তা থেকে সম্পূর্ণ পার্থক্য। বিগত ৩টি নির্বাচনে অনেক নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছে।

৯.২৪। **সহ-সভাপতি** বলেন, নীতগতভাবে দ্বিমত পোষণ করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের ৩টি নির্বাচন বিবেচিত হতে পারে বলে কমিশন মনে করে না। একদলীয় ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ কিছুই নয়। ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কথিত নির্বাচিত করেছে। সেখানে কলাগাছ দাঁড় করালেও নির্বাচিত হয়েছে। উত্থাপিত বিষয়ে দৃঢ়ভাবে দ্বিমত করেন।

৯.২৫। **গণঅধিকার পরিষদের** পক্ষ থেকে বলেন, ১০০টি নারী আসন এখনও দলীয় অবস্থান অনড় বলে জানান। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীরা নারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদে আসবে। কমিশন থেকে যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ করার বিষয়ে ঐকমত্য থাকবে।

৯.২৬। **১২ দলীয় জোটের** পক্ষ থেকে বলেন, এ বিষয়ে একমত। কিন্তু শব্দচয়নের বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। ৫ থেকে ৭ শতাংশ মনোনয়নের ক্ষেত্রে যারা সক্ষম তারাই দিবে। পরবর্তী নির্বাচনে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মনোনয়ন

দিবেন। বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২০৪৩ সালে শেষ হবে। সেক্ষেত্রে পঞ্চদশ সংসদ হবে ২০৩৬ থেকে ২০৪১ সাল নাগাদ। বাকি দুটি সংসদে ১৭ শতাংশে উন্নীত করার বিধান রাখা প্রয়োজন।

৯.২৭। **সহ-সভাপতি** বলেন, 'নারী প্রতিনিধিত্ব ১০০-তে উন্নীত হইবার পর কার্যকর থাকিবে না'। এরকম লেখা যেতে পারে।

৯.২৮। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন** এর পক্ষ থেকে বলেন, তার দল ১০০ আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে। ঐকমত্যের খাতিরে ৫ থেকে ৭ শতাংশ বলা হয়েছে। ৫ শতাংশ হলে সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে ৭ শতাংশ থেকে শুরু করা যেতে পারে। নির্বাচনের আগেই ৫০ জনের তালিকা প্রকাশের বিষয়ে ঐকমত্য দরকার।

৯.২৯। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির** পক্ষ থেকে বলেন, উত্থাপিত প্রস্তাবে হতাশা প্রকাশ করা হয়। মনোনয়নের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ শতাংশের প্রস্তাব রাখা। সেক্ষেত্রে কোনো দল ইচ্ছা করলে ২০% অথবা ৩০% এ যেতে পারে। উত্থাপিত প্রস্তাবনায় ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ যুক্ত করার বিষয়ে বলেন। সেখানে যতদিন ১০০ সংখ্যায় না পৌঁছাবে ততদিন ২০১৮ সালের সপ্তদশ সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়) ৬৫(৩) ও (৩ক) এ ধারা বলবৎ রাখার প্রস্তাব করা হয়। কারণ বিদ্যমান যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে ২০৪৩ সাল নয় তার পরও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

৯.৩০। **গণসংহতি আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলেন, ইতঃপূর্বে যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে তা বাতিল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিছু নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ হবে। সংরক্ষিত নারী আসন পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত করার চিন্তাভাবনা ছিল। কিন্তু তা অদ্যাবধি হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা বাড়ানো এবং মনোনয়নের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়।

৯.৩১। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলেন, এটি ইসলামী দলগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

৯.৩২। **সহ-সভাপতি** বলেন, এটি সম্ভব নয়। কোনো দলের উপর বাধ্যতামূলক নয় এটি সুনির্দিষ্ট করলে সমস্যা হবে।

৯.৩৩। **খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলেন, তার দল থেকে যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে তার কোনো শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। উত্থাপিত প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করা হয়। তার দল ১০০ আসন এবং তা হবে পিআর পদ্ধতিতে।

৯.৩৪। **গণফোরাম**-এর পক্ষ থেকে বলেন, দল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ৩৩% নারী অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা রয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়নের কথা বললেও দলের ভিতরে তেমন চর্চা হয় না। জাতীয় সংসদে ১০০ আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে তার দল ছিল এবং এখনও আছে বলে জানান।

৯.৩৫। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে বলেন, সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি জোর করে কিছু হবে না। এক্ষেত্রে বাস্তবতার দিকে লক্ষ রেখেই সবকিছু করতে হবে। ১০০ শতাংশ সংসদে প্রতিনিধিত্ব করুক এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এটি ইচ্ছা করলেই হবে না। সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা বাস্তবসম্মত হবে।

৯.৩৬। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলেন, ২০০৮ সালে সরকার ও বিরোধী দল থেকে সরাসরি নির্বাচনে মোট ৭ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এ দেশের সামাজিক অবস্থা উন্নত বিশ্বের ন্যায় নয়। নারীরা যাতে ধারাবাহিকভাবে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং এক পর্যায়ে সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন হবে না। পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে ১০ শতাংশ হারে ৩০০ আসনের মধ্যে মোট ৩০ জন এবং সংরক্ষিত আসনসহ ৮০ জন নারী প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সেক্ষেত্রে সরাসরি কতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদে আসতে পারবে সেটি অনিশ্চিত। আবার যখন ১০০ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হবে তখন হয়তো ৫০ জন নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে। ১০০ আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে এবং যেদিন অতিক্রম হবে সেদিন আর সংরক্ষিত আসন থাকবে না। যখন ৪০০ আসন উন্নীত হবে তখন সরাসরি

১০০ আসন নারীদের জন্য রাখার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকবে। এ সময়সীমা উন্মুক্ত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে নোট অফ ডিসেন্ট দিয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এখানে ঐকমত্যের সম্ভাবনা খুবই কম। নমনীয়তার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

৯.৩৭। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলেন, নারীদের পিছিয়ে থাকার মূল কারণ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিকতা। পুরুষতান্ত্রিকতার কারণে নারীদের সেরকম অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। নারীরা রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন যাবৎ ১০০ আসনে উন্নীত করার বিষয়ে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। কিন্তু তার ফলাফল বাস্তবে রূপ নিচ্ছে না। নারীরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করে থাকে। সেক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে কেন জয়লাভ করতে পারবে না সে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেন। নারীদের অবদমন করে রাখা হচ্ছে। পুরাতন নিয়ম ভেঙে ব্যতিক্রম কিছু সৃষ্টি হোক। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে নারীদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। নারীদের পিছিয়ে রাখার প্রবণতা দূর করার আহ্বান জানান। বহু রাজনৈতিক দলের সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পক্ষে ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ভিন্ন দেখা যাচ্ছে। দেশে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী বিবেচনায় প্রত্যেকের উদার হওয়া দরকার।

৯.৩৮। **আমজনতার দল**-এর পক্ষ থেকে বলেন, সরাসরি নারী প্রতিনিধি নির্বাচনে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সংরক্ষিত নারী আসন রাখার পক্ষে মত দেন। ৫ থেকে ৭ শতাংশের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

৯.৩৯। **সহ-সভাপতি** বলেন, নারীদের ১০০ আসনে উন্নীত করার বিষয়ে এক ধরনের ঐকমত্য রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৬৫-এর বিষয়টি অব্যাহত রাখা। রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় যাতে নারীদের মনোনয়ন দেওয়া হয় সেটির একটি ন্যূনতম সংখ্যা নির্ধারণ করা এবং পর্যায়ক্রমে এটি বৃদ্ধি করা। যাতে করে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এক পর্যায়ে ১০০-তে উন্নীত হতে পারে। এটি পুনরায় খসড়া তৈরি করা যেতে পারে। এমনকি যারা নোট অফ ডিসেন্ট দিতে চান তারা বুঝতে পারেন কোথায় নোট অফ ডিসেন্ট দিচ্ছেন। এর পরে নামাজের বিরতিতে যাব।

৯.৪০। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলেন, সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিন আলোচনা করা হচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে একটি জায়গায় কীভাবে আসা যায়। ১০০ আসনের বিষয়ে সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে তাতে কোনো দ্বিমত নেই। প্রত্যক্ষ নির্বাচন নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে। এখন ৫ থেকে ৭ শতাংশ ঐচ্ছিক ব্যাপার থাকছে। অর্থাৎ কোনো দল করতেও পারে নাও করতে পারে। এ জায়গায় স্পষ্টীকরণের কোনো সুযোগ আছে কি না যে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এক ধরনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরবর্তী সংসদে নারীদের ১৫ শতাংশ কি ঐচ্ছিক থেকে যাচ্ছে। দলগুলোর জন্য একটি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে কাজ করবে। যদি ঐচ্ছিক থাকে তাহলে আগামী ৫০ কিংবা ৬০ বছরে অর্জন করা যাবে কি না সেটি নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। বিষয়টি ঐচ্ছিক রাখা হবে নাকি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কোনো যৌথ প্রতিশ্রুতির অংশ রয়েছে।

৯.৪১। **সহ-সভাপতি** বলেন, সনদের যে বাধ্যবাধকতা থাকবে এবং এটির ক্ষেত্রেও একই বাধ্যবাধকতা থাকবে। অনুচ্ছেদ ৭০-এর যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর ১০ বছর মেয়াদের যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তেমনি বাধ্যবাধকতা থাকবে।

৯.৪২। **বাংলাদেশের বিপ্লবি ওয়ার্কাস পাটি**-এর পক্ষ থেকে বলেন, সেই শব্দগুলো সতর্কতার সঙ্গে লেখা দরকার।

৯.৪৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, এখন নামাজের বিরতিতে যাব। আবার বিকাল সাড়ে ৫টায় সভা শুরু হবে।

[এ পর্যায়ে আসর নামাজের জন্য বিরতি হয়ে যায়]

[আসর নামাজের বিরতির পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

৯.৪৪। **প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার বলেন,** সর্বশেষ আলোচনার ভিত্তিতে একটি সারসংক্ষেপ সকলকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এতে কোনো সংযোজন-বিয়োজন যদি থাকে তাহলে তার কাছে আসব।

৯.৪৫। **নাগরিক ঐক্য-**এর পক্ষ থেকে বলেন,কমিশনে সর্বশেষ উপস্থাপিত সারসংক্ষেপে এখানে ৪ ও ৫ নং পরস্পরবিরোধী। প্রথমবার সনদ সাক্ষরের পর ৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে এবং তারপর পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ১৫ শতাংশ। আবার ৫ নং এ বলা হয়েছে পর্যায়ক্রমে ৫ শতাংশ হারে বাড়ানো হবে। কিন্তু ২টি এক হলো না।

৯.৪৬। **সহ-সভাপতি বলেন,** জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ আসনে উন্নীত করা হবে এটা প্রাথমিকভাবে আলোচনায় সবাই সম্মত হয়েছে। তবে কোনও কোনও দল সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনের পক্ষে। বাকি অংশটি ওটার সঙ্গেcontadictory নয়।এছাড়া তিনি অন্যান্য সংশোধনীগুলো কমিশনকে অবহিত করেন।

৯.৪৭। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাংলাদেশ জাসদ)-**এর পক্ষ থেকে বলেন,সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ আসনে উন্নীত হবে, এটা কিন্তু নিশ্চিত করা হয়নি। পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৫০টি আসন নিশ্চিত করা হয়েছে, যেটা রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদে প্রাপ্ত আসনের অনুপাতে নির্ধারণ করবে। আবার কোনো কোনো দল পিআর পদ্ধতিতে নির্ধারণ করার কথা বলেছেন। বৈঠকে উপস্থাপিত কমিশনের ৩-৭ নং প্রস্তাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, নারী আসন ৩০০ এর মধ্যে ২০০ও হয়ে যেতে পারে। এসব প্রস্তাবের ব্যাপারে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন।

৯.৪৮। **সহ-সভাপতি বলেন,** Principle-এর জায়গাটা ঠিক রেখে বাংলাদেশের বিরাজমান বাস্তবতায় বর্তমান অবস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব কোনো না কোনোভাবে বাড়ানোর জন্য তাদের ভূমিকা দরকার। সেই বিবেচনা থেকে একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আপাতত এ অবস্থায় অন্ততপক্ষে কিছুটা অগ্রগতিহবে। পরবর্তীকালে জনপ্রতিনিধিরা যদি এ ব্যাপারে অন্য কোনো পদ্ধতি বের করতে পারেন তাহলে করবেন।

৯.৪৯। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি-**এর পক্ষ থেকে বলেন,সংসদে নারী আসন ১০০-তে উন্নীত করার ব্যাপারে বিএনপির একমত হওয়ার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন। এটা যদি ক্রমান্বয়ে হয় সেটাতেও বিএনপি একমত। কমিশন সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে চাইলে করতে পারে, এতে বিএনপির আপত্তি নেই। ৭% এর ব্যাপারে বিএনপি একমত। নারী সদস্যরা এবারের নির্বাচনেও কিছু আসনে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রত্যেক নির্বাচনে ৫% বাড়ার ব্যাপারেও তিনি একমত হন। এটা করা হলে এক পর্যায়ে এসে ১০০ আসনে নারী প্রার্থীরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দেশের নির্বাচনি আসনসমূহের সীমা পুনর্নির্ধারণ করে ৪০০ আসনে উন্নীত করা হলে নারীদের এক-চতুর্থাংশ আসনে সরাসরি নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা থেকে যাবে। এর বাইরেও নারী-পুরুষ যে কেনো আসনেই সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ বিষয়সমূহ বিবেচনার অনুরোধ জানান।

৯.৫০। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-**এর পক্ষ থেকে বলেন, আমরা যেহেতু নারী-পুরুষের সমঅধিকার চাই সেহেতু নারীদের জন্য ১০০ আসন কেন সংরক্ষিত থাকবে এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন। যারা নারীবাদী সংগঠন করেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এটা ১০০ হবে কেন, এটি ৩০০ হওয়া দরকার। প্রতিটি আসনে ১ জন পুরুষ এবং ১ জন নারী থাকবে। এটা করলেই তো তাদের দাবির যথার্থতা পাবে। মোট আসনের ৭% নারী প্রার্থী দিবে এটার mandatory রাখা ঠিক হবে না।

৯.৫১। **গণসংহতি আন্দোলন-**এর পক্ষ থেকে বলেন, কমিশন কর্তৃক বৈঠকে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। সংরক্ষিত ১০০ নারী আসনে যাতে সরাসরি নির্বাচন হয় সে ব্যাপারে তার প্রস্তাব ছিল। এখন সেটা করা সম্ভব নাহলেও হয়তো ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে সেটা হতে পারে। নারীরা যদি পুরষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হতে পারেন তাহলে সংরক্ষিত আসন রাখার আর কোনো প্রয়োজন হবে না। তবে

এবারের নির্বাচনে ৫% এর ব্যাপারে সকলে যদি একমত হন তাহলে তার দলেরও কোনো আপত্তি থাকবে না। তবে পরবর্তী নির্বাচনে যেকোনো দলের জন্য যদি ১৫% mandatory হয়, তাহলে নারী প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাবে।

৯.৫২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে বলেন,সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক বৈঠকে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। সংরক্ষিত নারী আসন ৫০ থেকে ১০০ আসনে উন্নীত করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয়েছি। তবে 'সরাসরি নির্বাচনের মাধমে' বাদসহ নির্বাচন পদ্ধতির ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কোনো কোনো দল পিআর পদ্ধতিতে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনের পক্ষে মত দিলেও সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে অনেকের দ্বিমত রয়েছে। তার দল সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে। বিদ্যমান সংরক্ষিত আসন ঠিক রেখে সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনী হতে পারে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করে আসন্ন নির্বাচনে ৫% বা ১০% নির্ধারণ করে দেওয়া অর্থাৎ কোনো percentage রাখার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। পরবর্তী নির্বাচনসমূহে এ পদ্ধতি চালু হবে কি না সে ব্যাপারে আলোচনার দরজা খোলা রাখার প্রস্তাব করেন।

৯.৫৩। **খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলেন, ৪০০ আসনের মধ্যে ১০০ সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাবে তারা একমত পোষণ করছেন। এটা নিশ্চিত হলেই নারী আসনে নির্বাচন পিআর বা সরাসরি পদ্ধতিতে হওয়ার প্রশ্ন আসে।

৯.৫৪। **সহ-সভাপতি বলেন,** বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে ১০% এর স্থলে ১২% এবং বাকি প্রস্তাবগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে রইল।

[মাগরিবের নামাজের জন্য বৈঠক ১ ঘণ্টার বিরতি হয়]

[মাগরিবের নামাজের বিরতির পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

৯.৫৫। **সহ-সভাপতি বলেন,** সন্ধ্যার বিরতির সময় আজকেসহ গত ২/৩ দিনের কমিশনের আলোচ্য বিষয় নিয়ে অগ্রগতি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও কমিশনের প্রধানকে অবহিত করা হয়েছে। এখন ২টি বিষয় হাউজে দেওয়া হয়েছে। এটি নিয়ে কোনো আলোচনা নয়। এগুলো পাশ করা হবে। প্রথমটি হচ্ছে–'সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে একশত (১০০) আসনে উন্নীত করা হইবে; এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। তবে কোনও কোনও দল সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনের পক্ষে।' এ বিষয়ে কারো কোনো ভিন্ন মত থাকলে নোট অফ ডিসেন্ট দিতে বলেন।

৯.৫৬। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাংলাদেশ জাসদ)**-এর পক্ষ থেকে বলেন,জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে ১০০ আসনে উন্নীত করা হইবে। এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তারা সংসদে এখনই ১০০ নারী আসনে উন্নীতকরণ এবং সরাসরি নির্বাচন চান। তাই, 'বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে একশত (১০০) আসনে উন্নীত করা হইবে' এর উপর তাদের আপত্তি জানান।

৯.৫৭। **আমজনতার দল**-এর পক্ষ থেকে বলেন, কমিশনে ১৯ দল একমত হয়েছে, আর বাকি দল একমত নয়। এই বাস্তবতার ক্ষেত্রে কমিশনে ঐকমত্য হয়েছে বলা যায় কি না তা কমিশনের কাছে জানতে চান এবং এভাবে পাশ হওয়ার প্রক্রিয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

৯.৫৮। **সহ-সভাপতির বক্তব্য :** অতীতে নোট অফ ডিসেন্ট দিয়ে পাশ করা হয়েছে। সেখানে ঐকমত্য বলা হয়েছে। এটাই প্র্যাকটিস। এরপর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো নোট অফ ডিসেন্ট দিয়ে কমিশনে পাশ হয়।

(ক) সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ক্রমান্বয়ে একশত (১০০) আসনে উন্নীত করা হইবে; এ বিষয়ে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত। তবে কোনও কোনও দল সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনের পক্ষে।

[বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-এর নোট অফ ডিসেন্ট]

(খ) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে;

[বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-এর নোট অফ ডিসেন্ট]

(গ) জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান তিনশত (৩০০) সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম পাঁচ (৫%) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলগুলোকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

[বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি),বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি-এর নোটি অফ ডিসেন্ট]

(ঘ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো ন্যূনতম দশ (১০%) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিবে।

[বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি এবং গণসংহতি আন্দোলন-এর নোট অফ ডিসেন্ট]

(ঙ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম তেত্রিশ (৩৩%) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে ন্যূনতম পাঁচ (৫%) শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখিবে।

[বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী,খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি-এর নোট অফ ডিসেন্ট]

(চ) সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়)-এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তাহা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকিবে, তবে।

[বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি-এর নোট অফ ডিসেন্ট]

(ছ) সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে তেত্রিশ (৩৩%) শতাংশ নারী প্রার্থীদের লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায় তাহা হইলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হইয়া যাইবে।

[বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী,খেলাফত মজলিস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি-এর নোট অফ ডিসেন্ট]

৯.৫৯। সহ-সভাপতি বলেন, সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে। তার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ধিতকরণের জন্য একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এটি দেখে দলগুলোকে বিবেচনা করে তাদের পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ জানান। এছাড়া রাষ্ট্রের মূলনীতি, উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এক্তিয়ার ইত্যাদি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি,

ইলেক্টোরাল কলেজ ইত্যাদি বিবেচনা করে জানালে আগামীকাল কার্যসম্পাদনে সহজতর হবে। আর যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার কথা ছিল তা আগামীকাল কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হবে। নিম্নকক্ষ গঠনে পিআর পদ্ধতি অনুসরণের জন্য যেসব দল আলোচনার প্রস্তাব রেখেছে, সে ব্যাপারে কমিশনের পক্ষ থেকে আগামীকাল সিদ্ধান্ত জানানো হবে। এছাড়া যেগুলো নিয়ে কমিশনে ঐকমত্য হওয়া যাবে সেগুলো জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি ঐকমত্য না হওয়া যায়, তবে সেগুলো জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৯.৬০। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)**-এর পক্ষ থেকে বলেন, ইতঃপূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলো পুনরাবৃত্তি করার জন্য সম্মানিত সহ-সভাপতিকে তিনি অনুরোধ জানান।

৯.৬১। **সহ-সভাপতি বলেন,** তিনি পূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলো পুনরায় বিশদভাবে বর্ণনা দিয়ে কমিশনকে অবহিত করেন।

৯.৬২। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলেন, কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আলাদা আলাদা ৬টি অপশন দেওয়া হয়েছিল। একেক জন একেকটি অপশন পছন্দ করেছিল। তাদের যে এজেন্ডাগুলো আছে সেগুলোর বিষয়ে একটা ঐকমত্য হওয়া প্রয়োজন। সংস্কার অপূর্ণ থাকলেও কি আগীকালের মধ্যে কমিশনের কার্যক্রম শেষ করতে হবে কি না তা তিনি জানতে চান। যেহেতু কমিশনে যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সে সময়ে অনেক দূর পর্যন্ত এখন আছে। বাস্তবায়নের আলোচনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে তিনি তাদের কনসার্নস কমিশনের কাছে অবহিত করেন।

৯.৬৩। **সহ-সভাপতি**-এর পক্ষ থেকে বলেন, সংস্কারবাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা এই মুহূর্তে হচ্ছে না। যেগুলো ফ্লোরে উঠেছে,সেগুলো নিয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচিত হবে। এখন জাতীয় সনদের বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে চান। আর তাদের কনসার্নস নোটেড করে রাখবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

৯.৬৪। **গণঅধিকার পরিষদ**-এর পক্ষ থেকে বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন জাতীয় সনদের দায়িত্ব নিয়েছে এবং কমিশন আজকে পর্যন্ত দলের যদি কোনো ইনপুট থাকে সে বিষয়ে ৩০ জুলাই এর মধ্যে দলসমূহের প্রতিক্রিয়া জানাতে বলেছেন। সেক্ষেত্রে তাদের আরো ৫-৭ দিন সময় দেওয়া যায়, এই কারণে সনদ এবং ঘোষণাপত্র কার্যত ঘোষণা পত্রে উল্লেখ থাকতে হবে যে সনদের দায়িত্ব যাতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন নেয়। সনদের বিষয়ে তাদের ভাবনাটা দেওয়ার জন্য পুনরায় ৩-৫ দিন সময় বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

৯.৬৫। **সহ-সভাপতি বলেন,**জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন প্রক্রিয়ার আলোচনার কোনো পর্যায়ে ঘোষণাপত্রের বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না। ফলে তারা কোনো অবস্থাতেই এটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না। দলগুলো যুক্ত থাকবে কি থাকবে না এটি তাদের সিদ্ধান্ত। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও তৈরি করা সনদ ঘোষণাপত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে না। কনটেন্টটা আগামীকালের মধ্যে শেষ করতে চায় বলে ড্রাফটা বিভিন্ন দলগুলোর কাছে দেওয়ার হয়েছিল বলে তিনি কমিশনকে অবহিত করেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, প্রথম পর্বে যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য, সেগুলো বিভিন্ন দলের কাছে পাঠানো হয়েছে। আগামীকাল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে শুরু হবে। আপনারা সাড়ে ১০টায় আসবেন এবং ১১টায় শুরু করা হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

[অতঃপর রাত ৯:১২ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অদ্যকার বৈঠক শেষ হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ২৩ সংলাপের সারসংক্ষেপ

১৬শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৩১ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

www.ncc@reform.gov.bd

বিষয়	:	**৩০টি রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় পর্বে বিষয়ভিত্তিক ২৩তম সংলাপের সারসংক্ষেপ**
সভাপতি	:	অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহ-সভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
তারিখ	:	১৬ শ্রাবণ ১৪৩২/৩১ জুলাই ২০২৫
সময়	:	বৃহস্পতিবার, সকাল ১১:০০টা
স্থান	:	ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা।

২.০০। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	জনাব সফর রাজ হোসেন	সদস্য	পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
৩.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য
৪.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৫.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩.০০। সংলাপ/বৈঠকে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল/জোটের নেতৃবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	**রাজনৈতিক দল/জোটের নাম**	**প্রতিনিধির নাম ও পদবি**	**মন্তব্য**
১।	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	(১) ড. রেদোয়ান আহমেদ, মহাসচিব (২) লে. জেনারেল (অব.) ড. চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
২।	খেলাফত মজলিস	ড. আহমদ আব্দুল কাদের, মহাসচিব	
৩।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	(১) সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, মিডিয়া সমন্বয়ক (২) দিদারুল ভূঁইয়া, অর্থ সমন্বয়ক	
৪।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	(১) মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ভূঁঞা (মঞ্জু), চেয়ারম্যান (২) ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক (৩) ব্যারিস্টার সানী আব্দুল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	
৫।	নাগরিক ঐক্য	(১) মঞ্জুর কাদির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (২) সাকিব আনোয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক	
৬।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	ড. মুশতাক হোসেন, সদস্য, স্থায়ী কমিটি **বিকল্প প্রতিনিধি** আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, স্থায়ী কমিটির সদস্য	

৭।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)	মোমিনুল আমিন, মহাসচিব	
৮।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	(১) সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থায়ী কমিটির সদস্য (২) ইসমাইল জবিউল্লাহ, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য	
৯।	জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)	(১) আখতার হোসেন, সদস্য সচিব (২) জাবেদ রাসিন, যুগ্ম আহ্বায়ক (৩) আরমান হোসাইন, সংগঠক	
১০।	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, নায়েবে আমির	
১১।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	(১) ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, নায়েবে আমীর (২) হামিদুর রহমান আজাদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল	
১২।	গণসংহতি আন্দোলন	(১) জোনায়েদ সাকি, প্রধান সমন্বয়কারী (২) আবুল হাসান রুবেল, নির্বাহী সমন্বয়কারী	
১৩।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	(১) শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, সাধারণ সম্পাদক (২) মিসেস তানিয়া রব, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
১৪।	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	(১) নুরুল হক নুর, সভাপতি (২) ফারুক হাসান, মুখপাত্র (৩) শাকিল উজ্জামান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক (৪) হাবিবুর রহমান রিজু, উচ্চতর পরিষদ সদস্য	
১৫।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	(১) সাইফুল হক, সাধারণ সম্পাদক (২) আকবর খান, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য (৩) বহ্নিশিখা জামালী, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য	
১৬।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	(১) অ্যাডভোকেট ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, সমন্বয়ক, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও চেয়ারম্যান, এনপিপি (২) বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব খন্দকার লুৎফর রহমান, চেয়ারম্যান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) (৩) মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, মহাসচিব (৪) এস.এম. শাহাদাত, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ গণতন্ত্রিক পার্টি	

১৭।	১২ দলীয় জোট	(১) সৈয়দ এহসানুল হুদা, সমন্বয়ক, ১২ দলীয় জোট ও চেয়রম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় দল (২) শাহাদাত হোসেন সেলিম, মুখপাত্র, ১২ দলীয় জোট ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এলডিপি (৩) মাওলানা ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম, মহাসচিব, জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	
১৮।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, প্রেসিডিয়াম সদস্য	
১৯।	গণফোরাম	ডা. মো. মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক	
২০।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি	(১) রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক (২) ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	(১) বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক (২) নিখিল দাস, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	
২২।	জাকের পার্টি	**প্রথমার্ধ** আলহাজ্ব শহীদুল ইসলাম ভুইয়া, ভাইস চেয়ারম্যান **দ্বিতীয়ার্ধ** শামীম হায়দার, মহাসচিব	
২৩।	জাতীয় গণফ্রন্ট	আমিনুল হক বিশ্বাস (টিপু বিশ্বাস), সমন্বয়ক **সহযোগিতায়** কামরুজ্জামান ফিরোজ, সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি	
২৪।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	(১) মাসুদ রানা, সমন্বয়ক (২) ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য, সদস্য	
২৫।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	মাওলানা আব্দুল মাজেদ আতহারী, সিনিয়র নায়েবে আমির	
২৬।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	ডাঃ মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, চেয়্যারম্যান	
২৭।	আমজনতার দল	১) মোঃ তারেক রহমান, সাধারণ সম্পাদক (২) সাধনা মহল, সিনিয়র সহ-সভাপতি	
২৮।	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	(১) বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বাবলু, আহ্বায়ক (২) ড. আবু ইউসুফ সেলিম, মহাসচিব	
২৯।	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী, মহাসচিব	
৩০।	ইসলামী ঐক্যজোট	-	

৪.০০। **সংলাপ সঞ্চালক :** জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার)

৫.০০। **সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ**

ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফট্সম্যান জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।

গ. জনাব মোঃ বশির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক।

ঘ. জনাব মোঃকামরুজ্জামান শেখ, সহকারী পরিচালক।

৬.০০। বৈঠকের আলোচ্যসূচি

১. সরকারি কর্মকমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত;

২. উচ্চকক্ষ গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার ইত্যাদি;

৩. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি, ইলেকটোরাল কলেজ ইত্যাদি;

৪. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [(অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)];

৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকার;

৬. নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব;

৭. রাষ্ট্রের মূলনীতি।

৭.০০। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীজনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সকল বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদগণ সর্বোপরি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করে বৈঠকের সূচনা করেন।

আজকের এই পর্বের শেষ দিনের আলোচনায় দৃশ্যত অনেকগুলো বিষয় তালিকাভুক্ত রয়েছে। কমিশনের মাননীয় সহ-সভাপতি অবহিত করবেন এগুলো কীভাবে নিষ্পত্তির দিকে অগ্রসর হবে। আলোচনার শুরুতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য প্রদানের আহ্বান করা হয়।

৮.০০। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা আজকে শেষ করতে আগ্রহী, উৎসাহী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজকে অনেকগুলো বিষয়ে আলোচনা আছে যার অধিকাংশই সিদ্ধান্তের বিষয়। বিশেষ করে যেসমস্ত দায়িত্ব কমিশনকে অর্পণ করা হয়েছে তার মধ্যে যেগুলোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে সেগুলো অবহিত করা হবে। তার আগে দুই-একটি অনালোচিত বিষয় আছে সেগুলোর কিছু ক্ষেত্রে ফ্লোর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। সরকারি কর্মকমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল বিষয়ে প্রস্তাবের আলোচনা শেষ হয়েছিল। সেখানে প্রত্যেকে তাদের মতামত দিয়েছে। আজকের আলোচনার পর্বের মধ্য দিয়ে যেসমস্ত বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার নিষ্পত্তি করা হবে। ইতোমধ্যে কিছু প্রশ্ন উঠেছে এটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তৈরি হতে পারে। এরফলে যেসমস্ত বিষয় ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের পথ তৈরি হতে পারে যেখানে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়গুলোর সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন প্রয়োজনবোধে আলোচনার জন্য বসতে পারে। তিনি আবারও স্মরণ করিয়ে দেন যে, ঐকমত্য কমিশনের

পক্ষ থেকে যে সুপারিশগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল ৬টি কমিশনের মধ্যে যে সমস্ত সুপারিশ আছে তার থেকে সারাংশ তৈরি করা। তার ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনায় অনেকগুলো বিষয় ঐকমত্য হয়েছে তার তালিকা সকলকে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে যে বিষয়গুলো অমীমাংসিত ছিল সেগুলো সকলকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এখনও চলছে। সেগুলো থেকে প্রায় ১৩টির মতো বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। কোথাও কোথাও নোট অব ডিসেন্টের সুযোগ ছিল এবং আছে। আজকে যেগুলো আলোচিত হবে এমনকি কমিশনের পক্ষ থেকে যেগুলো সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে সেগুলোতেও নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া যাবে। কোথায় কোথায় নোট অব ডিসেন্ট আছে তার তালিকা করে জানানো হবে। যাতে নোট অব ডিসেন্টের জায়গা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায়। ইতোমধ্যে সনদের পটভূমি ইত্যাদি বিষয়ে একটি ডকুমেন্ট সকলকে দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো নিয়ে কাজ চলছে। যাতে করে সকলের মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়ে চূড়ান্ত টেক্সটি তৈরি করা যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এটি বাস্তবায়নের সমাধান সম্ভব এবং সেটি অব্যাহত থাকবে। কমিশন অনুঘকের কাজ করবে। পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের বাইরে পরবর্তী সময়ে যতটা সম্ভব এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়া যেতে পারে। আজকে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার পরিসমাপ্তি করা হবে। এখানে যেগুলোর বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং হবে পাশাপাশি যেগুলোর ব্যাপারে নোট অব ডিসেন্ট আছে সেগুলোও থাকবে। চূড়ান্ত খসড়াটি খুব শীঘ্রই সকলের কাছে দেওয়া হবে যাতে সকলেই স্বাক্ষর করবেন বলে আশা করা যায়। এটির তারিখটি নির্ভর করবে কত তাড়াতাড়ি টেক্সটি তৈরি করা যায় তার ওপর। যদি নোট অব ডিসেন্ট থাকে সেগুলো যেন যথাযথভাবে রেকর্ড হয়। কারণ এটি একটি জাতীয় দলিল। যেখানে কারও অবস্থানের যেন কোনো ভুল ব্যাখ্যা না হয় সেটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৯.০০। **আলোচ্যসূচি-১ : সরকারি কর্মকমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান সম্পর্কিত;**

৯০১। **সহ-সভাপতি :** প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপরে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সময় যে খসড়া দেওয়া হয়েছিল সে খসড়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা হয়েছে। এগুলো একটি একটি করে উত্থাপন করা হবে এবং সেক্ষেত্রেকারও আপত্তি থাকলে তা জানাবেন। যদি দেখা যায় যে অধিকাংশ দলের আপত্তি আছে তাহলে সেটি বাতিল বলে গণ্য করা হবে। এভাবে নিষ্পত্তি করা হবে।

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)

যেহেতু জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন বর্তমান একটি সরকারি কর্মকমিশনের স্থলে পৃথক তিন (৩)টি সরকারি কর্মকমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে, সেই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে–

সংবিধানের ১৩৭ সংশোধন/বিলুপ্তিপূর্বক;

"(ক) সংবিধানের অধীনে তিন (৩)টি সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং প্রত্যেক কমিশন এক (১) জন চেয়ারম্যান/সভাপতি ও সাত (৭) জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।

"(খ) (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হইবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হইতে নির্বাচিত হইবেন), (৩) সংসদের প্রধান হুইপ, (৪) বিরোধী দলের প্রধান হুইপ, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি (৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাছাই কমিটি সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে বিদায়ি সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের মেয়াদ শেষ হইবার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবন বৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের 'জীবনবৃত্তান্ত'সমূহ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করতঃ উক্তবাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হইতে এক (১) জনকে চেয়ারম্যান এবং অনধিক সাত (৭) জনকে সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাহাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করিবেন।

(ঘ) বিদায়ি সরকারি কর্মকমিশনের মেয়াদ শেষ হইবার পর কোনও সময় ব্যতিরেকেই নতুন সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

(ঙ) সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনর্নিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(চ) সুপ্রীমকোর্টের কোনও বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত সরকারী কর্ম কমিশনসমূহের কোনও সভাপতি বা অন্য কোনও সদস্য অপসারিত হইবেন না।

(ছ) সরকারী কর্মকমিশন 'তার দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন' বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯.০২। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) :** জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ৩টি পৃথক সরকারি কর্মকমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এ দুটো ক্যাডারকে আলাদা দুটি কমিশন এবং বাকি ক্যাডারগুলোকে একটি সাধারণ কমিশনে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। ৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির কাঠামোর ৬ নম্বরে বলাহয়েছে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বলতে বোঝানো হয়েছে, যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন শিক্ষা ক্যাডার দেখভাল করবে সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকবেন সদস্য এবং যেটি স্বাস্থ্য ক্যাডার দেখভাল করবে সেই বাছাই কমিটিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকবেন সদস্য। এ বিষয়ে যাদের শুধুমাত্র দ্বিমত আছে তাদেরই কথা বলার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৯০৩। **সহ-সভাপতি :** প্রথমদিকের আলোচনায় বিএনপি অংশগ্রহণ করেননি। কেননা তারা এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন না বলে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

৯.০৪। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের বক্তব্য :** শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকবেন। তবে দুটো বিষয় ব্যতীত যদি অন্য বিষয় হয় তখন এখানে প্রতিনিধিত্ব কে করবেন সেটি স্পষ্ট হওয়া দরকার।

৯.০৫। জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) : এটি টেকনিক্যাল একটি ভালো পয়েন্ট। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকবেন। কারণ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কেবলমাত্র স্বাস্থ্যখাত সম্পর্কিত কমিশনে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং বাকি দুটি কমিশনের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি প্রতিনিধিত্ব করবেন।

৯.০৬। সহ-সভাপতি : জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব ছিল ৩টি কমিশন করার। সেটিই ফ্লোরে দেওয়া হয়েছে এবং আলোচনা হয়েছে। বাছাই কমিটির ৭ নম্বরটি ফিক্সড জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকবেন। ৬ নম্বরে যখন শিক্ষা তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যখন স্বাস্থ্য তখন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি বাছাই কমিটিতে থাকবেন। তিনটি পিএসসি করা এবং সংবিধানে তার বিধান যুক্ত করার বিষয়ে অধিকাংশ দলের ঐকমত্য আছে। কারও কারও নোট অব ডিসেন্ট থাকলে তা উত্থাপন করা হলে নিষ্পত্তি করা যাবে।

৯.০৭। **গণঅধিকার পরিষদের বক্তব্য :** পিএসসির প্রস্তাবিত বাছাই কমিটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না।

৯.০৮। **সহ-সভাপতি :** পিএসসির প্রস্তাবিত বাছাই কমিটি সংবিধানের **১৩৭** অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

৯.০৯। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির বক্তব্য :** বাছাই কমিটির ৫ নম্বর বিষয়ে দ্বিতীয় বিরোধী দল উল্লেখ আছে। ভাসানী জনশক্তি পার্টির পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে সকল বিরোধী দল হবে। এই পয়েন্টে নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া হলো তবে অন্য সকল বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। পরবর্তীকালে উক্ত নোট অব ডিসেন্ট প্রত্যাহার করা হয়।

৯.১০। **আম জনতার দলের বক্তব্য : নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করা হয়।

৯.১১। **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য : নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করা হয়।

৯.১২। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের বক্তব্য : নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করা হয়।

৯.১৩। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) এর বক্তব্য : নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করা হয়।

৯.১৪। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বি.এন.পির বক্তব্য :** সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে গঠিত হওয়ার জন্য যে কমিটি নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত সেই কমিটির প্রস্তাব বিএনপি থেকেই করা হয়েছে এবং সেটি সকলে গ্রহণ করেছে যে বাছাই কমিটির মাধ্যমে কীভাবে গঠিত হবে। সংবিধানে মূল বিষয়টি থাকবে বাকিটা বিস্তারিতভাবে আইনে থাকবে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেমন : মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়ে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কী কোনো আপত্তি উঠেছে। বরং এই প্রতিষ্ঠানটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রয়োজনই ছিল না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিএসসি এবং ন্যায়পাল সংবিধানে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে।

ন্যায়পালের ক্ষেত্রে আইন আছে তবে তা কার্যকর হয়নি। সেটি যুগোপযোগী করে কার্যকর করা যেতে পারে। ন্যায়পালের ফাংশনের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিভাগ, মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সবগুলো সেই আইনের আওতাধীন আছে। যদি এমন একটি বডি করা হয় যে, একটি রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্র হবে, পার্লামেন্টের বাইরে আরেকটি পার্লামেন্ট হবে তখন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে। বাস্তব বিষয়টি অনুধাবন করা যেতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে এগুলোর অনুশীলন হয়নি। তাই সেখানে আইনের মধ্য দিয়েই যাওয়া ভালো। যেখানে সবকিছু আরোপ করা যেতে পারে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিষয়ে বাংলাদেশের যে অভিজ্ঞতা তা অবশ্যই তিক্ত। দুদককে ক্লিন না করে, দুদকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করে এটিকে যদি সংবিধানে এমনভাবে বডি করা হয় তাহলে এই দুদকের ফাংশনেরজন্যে জাতি নির্যাতিত হবে। জবাবদিহিতা থাকবে না। দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের রিপোর্টটি খুব সমৃদ্ধ।সেখানে ৪৭টি সুপারিশের মধ্যে ৪৬টি সুপারিশে বিএনপি একমত হয়েছে। কিছু কিছু পয়েন্টে কিছু পরামর্শসহ একমত হয়েছে। স্প্রেডশিটের ২নং আইটেমের মধ্যে আছে দুদককে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সদস্য হতে হবে। সংসদে আলোচনা ব্যতীত কোনো বডি কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না। সেই পরামর্শগুলো দিয়ে একমত প্রকাশ করা হয়েছে। দুদককে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কেন করা হবে না তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে এ বিষয়টি জাতীয় সংসদে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হবে। ০৬ মাস পরপর প্রতিবেদন না দিয়ে দুদককে কাজ করার জন্য একটু সময় দেওয়া প্রয়োজন যাতে ০১ বছর পর পর শুনানি করা যেতে পারে এবং তদন্তাধীন কোনো অভিযোগ যেন শুনানির মধ্যে না আসে সে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৩টি পিএসসি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পিএসসির কোন চেয়ারম্যান কোথায় প্রতিনিধিত্ব করবে সেজন্য আবার আইন করতে হবে। চেয়ারম্যান একজনই থাকুক। তবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য আলাদা উইং করা যেতে পারে। একটিই পিএসসি থাকবে। পিএসসির সদস্যদের বয়স ৬৫ বছরের মধ্যে রেখে নিয়োগ পাওয়ার পর কর্মকাল ৫ বছর নির্ধারণ করা যেতে পারে। এটি আইনের মাধ্যমে করা প্রয়োজন যাতে সহজেই

পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করা যায়। পিএসসিকে অধিক কার্যকর করার জন্য ভাইবার নম্বর **১০০** থেকে কমিয়ে ৫০-এ আনা যেতে পারে। পিএসসিকে এমনভাবে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার মধ্যে আনা প্রয়োজন যাতে কেউ কাউকে কোনো ধরনের সুযোগ দিতে না পারে।

৯.১৫। **সহ-সভাপতি :** আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বিএনপির পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত বিষয়গুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে একমত নয়। তবে আইনের মাধ্যমে তা শক্তিশালী এবং কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে।

৯.১৬। **৫টি রাজনৈতিক দল ও জোটের (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বি.এন.পি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) এবং আমজনতার দল) নোট অব ডিসেন্টসহ সরকারী কর্মকমিশনের নিয়োগের প্রস্তাবিত বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো।**

১০.০০। **আলোচ্যসূচি : দুর্নীতি দমন কমিশন**

যেহেতু বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সুতরাং এটিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত/রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে নিম্নরূপ একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা যেতে পারে;

“দেশে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকিবে এবং এই কমিশনের নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে একটি ‘বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি’ গঠিত হইবে।

(ক) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (যিনি এই বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন), খ. সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি, গ. মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ঘ. সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান, ঙ. জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, চ. জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং ছ. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন নাগরিক প্রতিনিধি, যিনি দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন; তাহার সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ‘ইচ্ছাপত্র’ ও ‘জীবন বৃত্তান্ত’ আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। এই কমিটি আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে (ক) দুদকের কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং (খ) নিয়মিতভাবে দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনা করিবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিশনারসহ পাঁচ (৫) জনের মধ্যে অনধিক একজন নারী হইবেন।

(খ) উপযুক্ত প্রার্থীদের আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করতঃ তাহাদের মধ্য হইতে এক (১) জনকে চেয়ারম্যান/সভাপতি এবং অনধিক চার (৪) জনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাহাদেরকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পরবর্তী চার (৪) বছরের জন্য নিয়োগ দান করিবেন।

(গ) সুপ্রীম কোর্টের কোনও বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনও কমিশনার অপসারিত হইবেন না।

(ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে বাছাই প্রক্রিয়া, নিয়োগ লাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, কার্যক্রম পর্যালোচনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনর্নিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশন তাহার দফতরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০.০১। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী)** : দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়োগের জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও জোট **নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করেছে সেগুলো হলো :

(ক) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বি.এন.পি;

(খ) জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট;

(গ) ১২ দলীয় জোট;

(ঘ) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) এবং

(ঙ) আমজনতার দল।

১০.০২। **সহ-সভাপতি : উক্ত ৫টি দলের নোট অব ডিসেন্টসহ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে দুর্নীতি দমন কমিশনের বাছাই কমিটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবটি নিষ্পত্তি করা হলো।**

১১.০০। আলোচ্যসূচি : মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

সংবিধানের ১২৭(১) সংশোধনপূর্বক;

'থাকিবেন এবং' শব্দদ্বয়ের পর হইতে

'(ক) (১) জাতীয় সংসদের বিরোধী দল হইতে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হইবেন), (২) সংসদ উপনেতা, (৩) বিরোধী দলীয় উপনেতা, (৪) সংসদের প্রধান হুইপ (৫) জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, (৬) জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং (৭) জাতীয় সংসদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি'র সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদায়ি মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হইবার ৯০ দিন পূর্বে আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' ও 'জীবন বৃত্তান্ত' আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(খ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রার্থীদের 'জীবনবৃত্তান্ত'সমূহ যাচাই-বাছাই করতঃ উক্ত বাছাই কমিটি দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হইতে এক (১) জনকে মহা-হিসাব নিরীক্ষক পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাহাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করিবেন।

(গ) বিদায়ি মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মেয়াদ শেষ হইবার পর কোনও সময় ব্যতিরেকেই নবনিযুক্ত মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

(গ) মহা-হিসাব নিরীক্ষক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, বয়সসীমা, কর্মের শর্তাবলি ও কর্মপরিধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা, পদত্যাগ ও পুনর্নিয়োগ লাভের সুযোগ/অধিকার ইত্যাদি সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(ঘ) সুপ্রমীকোর্টের কোনও বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা-হিসাব নিরীক্ষক অপসারিত হইবেন না।

(ঙ) মহা-হিসাব নিরীক্ষক তার দফতরের দায়িত্ব/কর্ম পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন' বাক্যসমূহ, শব্দসমূহ ও চিহ্নসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১.০১। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী)** : মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগের বাছাই কমিটির প্রস্তাব নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও জোট **নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করেছে সেগুলো হলো :

(ক) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বি.এন.পি;

(খ) জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট;

(গ) ১২ দলীয় জোট;

(ঘ) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) এবং

(ঙ) আম জনতার দল।

১১.০২। **সহ-সভাপতি : উক্ত ৫টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্টসহ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগের বাছাই কমিটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবটি গৃহীত হলো।**

১২.০০। **আলোচ্যসূচি : ন্যায়পাল**

সংবিধানের বর্তমান অনুচ্ছেদ ৭৭ সংশোধনপূর্বক;

'৭৭ (ক) এই সংবিধানের অধীনে দেশে একজন ন্যায়পাল থাকিবেন।

(খ) সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে; (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই কমিটির প্রধান হইবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হইতে নির্বাচিত হইবেন), (৩) সংসদ নেতা, (৪) বিরোধী দলের নেতা, (৫) দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি, (৬) রাষ্ট্রপ্রতির একজন প্রতিনিধি (নির্দলীয় ব্যক্তি এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন) এবং (৭) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি ন্যায়পাল পদে নিয়োগ লাভের উপযুক্ত (সংসদে প্রণীত আইনের দ্বারা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারিত হইবে) এবং এই পদে নিয়োগ লাভে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে 'ইচ্ছাপত্র' অথবা তথ্য আহ্বান করাসহ উপযুক্ত প্রার্থীর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(গ) অনুসন্ধানে প্রাপ্ত জীবন বৃত্তান্তসমূহ যাচাই-বাছাই করতঃ উক্ত বাছাই কমিটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের মধ্য হইতেএকজনকে ন্যায়পাল পদে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত করিবেন, অতঃপর রাষ্ট্রপতি তাহাকে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছরের জন্য নিয়োগ দান করিবেন।

[প্রথম ন্যায়পালের মেয়াদ শেষ হইবার পর পরবর্তীকালে যেসকল ন্যায়পাল নিযুক্ত হইবেন, তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য]

(ঘ) বিদায়ি ন্যায়পালের মেয়াদ শেষ হইবার পর কোনও সময় ব্যতিরেকেই নবনিযুক্ত ন্যায়পাল কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

১২.০১। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী)** : ন্যায়পাল নিয়োগের বাছাই কমিটির বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবার যে প্রস্তাব সেটি উপস্থাপিত আছে। উক্ত প্রস্তাবে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও জোট **নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করেছে সেগুলো হলো :

(ক) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বি.এন.পি;
(খ) জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট;
(গ) ১২ দলীয় জোট;
(ঘ) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) এবং
(ঙ) আম জনতার দল।

১২.০২। **সহ-সভাপতি : ন্যায়পাল নিয়োগ সম্পর্কিত প্রস্তাব সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদ সংশোধনীর বিষয়ে ৫টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্টসহ নিষ্পত্তি করা হলো।**

১৩.০০। আলোচ্যসূচি : **উচ্চকক্ষের গঠন, সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি, এখতিয়ার ইত্যাদি**

১০০ সদস্যের সমন্বয়ে আইন সভার উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে।

নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation- PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

উচ্চকক্ষের মেয়াদ হইবে শপথ গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্তপ্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একইসঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০% নারী প্রার্থী থাকিতে হইবে।

উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা

১. উচ্চকক্ষ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে :

(ক) আইন প্রণয়নের পর্যালোচনা : উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিবে না। তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষের বরাবর প্রস্তাব করিতে পারিবে। নিম্নকক্ষে পাশকৃত অর্থবিল এবং আস্থা ভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে উপস্থাপিত হইতে হইবে। উচ্চকক্ষ কোনো বিল স্থায়ীভাবে আটকাতে পারিবে না। উচ্চকক্ষ কোনো বিল সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের বেশি আটকে রাখিলে, তা উচ্চকক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) যদি উচ্চকক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করে সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষ কর্তৃক পাশকৃত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হইবে।

(গ) যেক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সংশোধনের সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নকক্ষে পাঠাইবে সেক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(ঘ) উচ্চকক্ষের কাছ থেকে ফেরত পাঠানো বিল যদি নিম্নকক্ষের অধিবেশনে আবারও পাশ হয় তবে উচ্চকক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইবে।

(ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যে কোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ করিতে হইবে।

২। সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন

এই সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করিতে হইবে। তাছাড়া সংবিধানের অন্যান্য ভাগেও কিছু কিছু সংশোধন করিতে হইবে। যেমন : সংবিধানের সপ্তম ভাগে উল্লিখিত নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত বিধান।

১৩.০১। **জনাব মনির হায়দার (প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী) :** আইনসভার উচ্চকক্ষ গঠন, সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি এবং এখতিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনের জন্য ১০০ (একশত) জন প্রার্থী মনোনীত করবে এবং উক্ত ১০০ (একশত) জন সদস্য নিয়ে উচ্চ কক্ষ গঠিত হবে। উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আছে। তবে শেষের অংশ হলো এই সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও সংশোধন করতে হবে। তাছাড়া সংবিধানের অন্যান্য ভাগেও কিছু কিছু সংশোধন করতে হবে। যেমন : সংবিধানের সপ্তম ভাগে উল্লিখিত নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত বিধান।

১৩.০২। **সহ-সভাপতি :** উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রে আগের আলোচনায় দুই তিনটি বিষয়ে প্রত্যেকেই সুনির্দিষ্টভাবে মতামত দিয়েছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত ছিল যে, এ বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত নিবে। সেই বিবেচনায় কমিশন যতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা হলো; ১০০ (একশত) জন সদস্য নিয়ে উচ্চকক্ষের আইনসভা গঠিত হবে। রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনের জন্য ১০০ (একশত) জন প্রার্থী মনোনীত করবে। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ে হলো কমিশনের পক্ষ থেকে আলোচনা ছাড়া বিবেচনার জন্যউত্থাপন করা হয়েছে যে, উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না। তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষের বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। সকলে ঐকমত্যে আসলে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যদি ছোটখাটো সংশোধন থাকে তাহলে তা সন্নিবেশ করা যেতে পারে। উত্থাপিত প্রস্তাবে ডিসেন্ট না সকলে একমত এবং ডিসেন্ট থাকলে ডিসেন্ট নোট করে নিষ্পন্ন করা হবে।

১৩.০৩। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের বক্তব্য :** পিআর পদ্ধতি থাকার কারণে **নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করা হলো।

১৩.০৪। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) এর বক্তব্য :** উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে **নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করা হলো।

১৩.০৫। **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য : নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করা হলো।

১৩.০৬। **নাগরিক ঐক্যের বক্তব্য : নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করা হলো।

১৩.০৭। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ-এর বক্তব্য :** বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে **নোট অব ডিসেন্ট** প্রদান করা হলো।

১৩.০৮। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি-এর বক্তব্য :** বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গরিব, মেহনতি ও সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় উচ্চবিলাসী উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার যে আলোচনা চলছে এই সমস্ত আলোচনা থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বিরত থাকছে।

১৩.০৯। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বক্তব্য :** উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সাধারণভাবে একমত পোষণ করা হয়। উচ্চকক্ষ কোনো বিল কি আটকিয়ে দিতে পারছে। একটি চেক এন্ড ব্যালেন্সের জায়গায় থেকে নিম্নকক্ষকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা এবং তারা যেন কোনো একটি স্বেচ্ছাচারিতার জায়গায় যেতে না পারে এটিই লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরও উচ্চকক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি মনে করে এই বিলটি কোনোভাবে পাশ করার উপযুক্ত নয় এইটুকু এখতিয়ার উচ্চকক্ষকে দেওয়ার বিধান করা যায় কি না।

১৩.১০। **সহ-সভাপতি :** কমিশনের প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আছে যেমন : সংবিধান সংশোধনে নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট নয়। এরজন্য উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও লাগবে। এখানে একটি চেক এন্ড ব্যালেন্স তৈরি হয়েছে। উচ্চকক্ষের ভূমিকার মধ্যে এটি একটি বড় রকমের চেক।

১৩.১১। **জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য :** কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দলগুলোর ভোটের সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ নির্বাচনের জন্য ১০০ (একশত) জন প্রার্থী মনোনীত করবে। জাতীয় নাগরিক পার্টি এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করছে। কমিশনের মূল প্রস্তাব হলো পিআরসহ উচ্চকক্ষ হবে। যদি এই প্রস্তাবের সঙ্গে কেউ একমত না থাকে অর্থাৎ পিআর হলে উচ্চকক্ষ চায় না এই মতামতটি যাদের সেটি ডিসেন্ট মতামত নেওয়া যেতে পারে। তবে মোটাদাগে সকলেই একমত। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৩.১২। **১২ দলীয় জোটের বক্তব্য** : সংসদের উচ্চকক্ষ নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং এতে ৩ ধরনের মতামত আসছে। একটি পক্ষ বলেছে যে, বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় উচ্চকক্ষের কোনো প্রয়োজন নাই। একটি অংশ বলেছে সংসদের আসনের অনুপাত হারে উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং আরেকটি অংশ বলেছে পিআর পদ্ধতিতে হবে। আজকের এই শেষ দিনে যেখানে শাহবাগ অবরোধ আছে জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে। সেই সময়ে এই সংবেদনশীল বিষয়টি নিয়ে গিলোটিন পদ্ধতিতে যেভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এটির বিরোধিতা করা হয়। এই উচ্চকক্ষ জাতির জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে মতামত উপস্থাপন করা হয়।

১৩.১৩। **আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) বক্তব্য :** পিআর-এর প্রস্তাব সবসময়ই ছিল। মৌলিক প্রশ্নে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথবা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়ে মতামত নেওয়া যেতে পারে।

১৩.১৪। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বি.এন.পির বক্তব্য :** আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ যে আইন পাশ করবে সেটি উচ্চকক্ষে যাবে। উচ্চকক্ষে সেটি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এখানে ২ মাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। বি.এন.পির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ০১ মাসের বেশি কোনো বিল উচ্চকক্ষ আটকিয়ে রাখতে পারবে না। কোনো পার্লামেন্টের কার্যদিবস হিসাব করলে দেখা যায় যে, বছরের ১ম অধিবেশন এবং বাজেট অধিবেশন ছাড়া তেমন কোনো সেশন খুব বেশি দিন হয় না। সেই ক্ষেত্রে যদি ২ মাস কোনো বিল উচ্চকক্ষে আটকে থাকে তাহলে এক সেশনে কোনো বিল আর পাশ হবে না। বিল পাশ না হলে সরকার পরিচালনায় জটিলতার সৃষ্টি হবে। সুতরাং উচ্চকক্ষে বিল ১ মাস থাকাটাই সঠিক হবে। এই বিল আবার নিম্নকক্ষে

আসবে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। ফার্স্ট রিডিং বিল উপস্থাপন, সেকেন্ড রিডিং বক্তব্য, থার্ড রিডিং স্থায়ী কমিটিতে যাচাই-বাছাই এবং ফোর্থ রিডিং এ পাশ হয়। এই রিডিংগুলো জরুরি হয়। কখনও কখনও জনমত যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বহু বক্তব্য আসে সংসদ- সদস্যদের কাছ থেকে। অনেক সময় নিয়ে এটি আলোচনা হয়। সুতরাং এরপরেও যদি উচ্চকক্ষে আবার যথেষ্ট সময় নেওয়া হয় তাহলে এটি দীর্ঘসূত্রিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেকটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেটি বিবেচনায় রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত : 'খ' তে যেটি বলা হয়েছে উচ্চকক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করে আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করবে। প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে সংশোধনী আনতে হবে বা সংশোধনীর সুপারিশ করবে।নির্বাচিত পার্লামেন্টের বিল অনির্বাচিত উচ্চ কক্ষ যদি প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা পায় সেটি গণতান্ত্রিকভাবে ঠিক হবে না। তাই উচ্চকক্ষ সুপারিশসহ প্রেরণ করবে। সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল অনির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাউজে পাঠানোর বিপক্ষে মত পোষণ করা হয়। নিম্নকক্ষে পাশকৃত অর্থবিল ব্যতীত সকল বিল এখানে অর্থবিলসহ যেসমস্ত বিলগুলো ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ-সদস্যদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র রাখা হয়নি। যেমন অর্থবিল, আস্থা ভোট, সংবিধান সংশোধনী এবং জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধাবস্থা) এই ৪টি ক্ষেত্রের বিলের বিষয় উচ্চকক্ষে পাঠানো যাবে না। যেখানে এই ৪টি বিলের ক্ষেত্রে সংসদ-সদস্যরাই স্বাধীন নয় সেখানে তা যদি উচ্চকক্ষে পাঠানো হয় তাহলে তা কন্ট্রাডিকটরি হয়। বাকি বিলগুলো সাধারণ বিল হিসেবে উচ্চকক্ষে যাবে। বর্ণিতভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হলে এ বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া যাবে।

১৩.১৫। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য :** কমিশনের উত্থাপিত প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়।

১৩.১৬। সহ-সভাপতি : কমিশনের বৈঠক বিকাল ৩-০০টা পর্যন্ত মুলতুবি করা হলো।

[জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ৩ : ৪৫ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

১৩.১৭। **প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী** বলেন, বিরতির পূর্বে ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে উচ্চকক্ষ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে এবং বেশ কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে সময়ের অভাবে যে সকল দল বা জোটকে কথা বলার বা নোট অফ ডিসেন্ট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি তাদের অনেকেই লিখিতভাবে ভাষাগত ও কিছু টেকনিক্যাল টার্ম সংযুক্ত করার জন্য দিয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে সেগুলো নিয়েও আলোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সকল কিছু বিবেচনায় নিয়ে উচ্চকক্ষের প্রস্তাবটিকে আরেকটু উন্নত আকারে হাজির করা হয়েছে। তবে উচ্চকক্ষ গঠন এবং এর ক্ষমতা ও কার্যক্রমে কোনো পরিবর্তন নেই। শুধুমাত্র ভাষাগত কিছু অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু শব্দ সংযোজন-বিয়োজন করা হয়েছে। উচ্চকক্ষের সংশোধিত প্রস্তাবটি ইতোমধ্যে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এখন সংশোধিত প্রস্তাবটি নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

১৩.১৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রায় সকল দল/জোটই ঐকমত্য পোষণ করেছে। উচ্চকক্ষ গঠনের ব্যাপারে দুটো মত আছে। কিছু কিছু দল নিম্নকক্ষে প্রাপ্ত আসন সংখ্যার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষ থেকে নিম্নকক্ষে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতে উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে মত দিয়েছে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ১০০ সদস্যের একটি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। উচ্চকক্ষের কার্যক্রম এবং মেয়াদ এ বিষয়গুলো স্পষ্টীকরণ করে টেবিলে দেওয়া হয়েছে। যে সকল দল/জোট এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই নোট অফ ডিসেন্ট দিয়েছে অর্থাৎ যারা নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছে এ আলোচনার ভিত্তিতে সে সকল দল/জোটের ভিন্নমত আছে সেটি উল্লিখিত হবে। যদি পূর্বের মতামত পরিবর্তন না করা হয়।

১৩.১৯। **বিএনপি'র পক্ষ** থেকে বলা হয়, নোট অফ ডিসেন্ট-এর নিচে স্টার অথবা অন্য কোনো মার্ক দিয়ে কথাটি লেখা হলে বিষয়টি কল্যাণকর হয়। বিএনপিসহ কয়েকটি দল ও জোট নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের

সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের গঠন প্রক্রিয়ায় এবং বর্ণিতভাবে উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছে। এই কথাটি কাগজে লিখিতভাবে উল্লেখ থাকলে ভিন্নমত পোষণকারী দল/জোটের পক্ষে স্বাক্ষর করা সহজ হবে।

১৩.২০। **সহ-সভাপতি** বলেন, এটি অবশ্যই উল্লেখিত থাকবে। কারণ অন্য ক্ষেত্রে নোট অফ ডিসেন্ট দিচ্ছি না। এক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, উক্ত বক্তব্য যুক্ত করে বাকি অংশটি গ্রহণ করা হলো।

১৩.২১। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির** পক্ষ থেকে সর্বশেষ নতুন প্রস্তাব সম্পর্কে বলা হয়, উচ্চকক্ষেরও মেয়াদ হবে ৫ বছর। আগামী ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের পরপরই উচ্চকক্ষ গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না তা জানতে চান। দ্বিতীয়ত নারীদের ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা খুবই নেতিবাচক। প্রথম প্রস্তাবনায় বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিম্নকক্ষের নির্বাচনের সময়েই সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে বা যে ভাবেই হোক উচ্চকক্ষের প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করবে, যাতে দেশবাসী জানতে পারে উচ্চকক্ষে কারা যাচ্ছে। এটি খুব ইতিবাচক ছিল। তৃতীয়ত কমিশনের প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, উচ্চকক্ষের প্রার্থীর তালিকায় কমপক্ষে ১০% নারী রাখতে হবে। এই একটি জায়গাতে অনেক দল/জোটের আপত্তি রয়েছে এবং নোট অফ ডিসেন্ট দেওয়ার আছে। কারণ এটিতে অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তালিকায় কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী থাকতে হবে। ইসলামী দলসহ অন্য ধারার রাজনৈতিক দলও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, নারীদের আসন যদি ১০০-তে উন্নীত হয় এবং যদি পিআর পদ্ধতিতে হয় তাহলে এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। এভাবে যুক্ত করা যায় কি না বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সর্বশেষপ্রস্তাব হচ্ছে, পার্লামেন্টকে জাতীয় সংসদ হিসেবে চেনা হয়ে থাকে। উচ্চকক্ষের নাম কী হবে, তা এখনও সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। উচ্চকক্ষকে ‘জাতীয় পরিষদ’ হিসেবে নামকরণ করার প্রস্তাব রাখেন।

১৩.২২। **সহ-সভাপতি** বলেন, উচ্চকক্ষের নামের প্রস্তাবের কোনো আলোচনায় কমিশন যেতে চাচ্ছে না। সংবিধান সংস্কার কমিশন একটি সাময়িকভাবে নামকরণ করেছিল। যে কারণে নামটি কোটেশন মার্কের মধ্যে ছিল। তাই নামকরণের বিষয়টি পুরোপুরি উন্মুক্ত রাখা হবে। যখন উচ্চকক্ষ নির্ধারিত হবে তখন এর নামকরণ করা হবে। নারীদের ৩৩% আসনের বিষয়ে তিনি বলেন, প্রস্তাব যে যার জায়গা থেকে করতে পারে। কিন্তু কমিশন সমস্ত কিছু বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্নজনের সেন্টিমেন্ট পর্যালোচনা এবং বাস্তবতা বিবেচনা করে যে রকম জায়গায় আসা যেতে পারে সেরকম একটি জায়গায় এসে ১০ শতাংশের প্রস্তাব করা হয়েছে। অনেক রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে ten years listing প্রস্তাব করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রস্তাবটি ছিল উচ্চকক্ষের নামকরণ কী হবে সে বিষয়ে। এর উত্তর হচ্ছে পুরো জিনিসটা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে সেটি আলোচনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এরপর তিনিঅন্য কোনো দলের নোট অব ডিসেন্ট বা ভিন্নমত আছে কি না তা জানতে চান। কয়েকটি দল এ আলোচনায় অনুপস্থিত থাকতে চাচ্ছে। তাহলে উচ্চকক্ষের বিষয়টি এভাবে নিষ্পত্তি করা হলো যে, দ্বিকক্ষ সংসদ প্রতিষ্ঠায় সকলেই একমত। কিন্তু গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে ২ ধরনের মতামত রয়েছে, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েকটি দল আলোচনায় অনুপস্থিত রয়েছে।

উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে নিম্নলিখিত দলগুলো নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে

ক) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি

খ) বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ

গ) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন–এনডিএম এবং

ঘ) জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ।

নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের গঠন প্রক্রিয়ায় এবং বর্ণিতভাবে উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে নিম্নলিখিত দল/জোটগুলো নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে:

ক) **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি,**

খ) জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট,

গ) ১২ দলীয় জোট,

ঘ) **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) এবং**

ঙ) **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি–এলডিপি**

১৪.০০। আলোচ্যসূচি : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি

কমিশনের প্রস্তাব : বিদ্যমান সংবিধানের ৪৮(১) অনুচ্ছেদের সংশোধনীর মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয় যুক্ত হবে।

রাষ্ট্রপতি

৪৮। '(১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী আইন সভার উভয় কক্ষের (নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠাতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বিষয়ে ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৪) এ উল্লিখিত যোগ্যতাসমূহ প্রযোজ্য হবে এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয়, সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না–এই মর্মে অনুচ্ছেদ ৪৮(৪)(ঘ) যুক্ত হবে।'

১৪.০১। **প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী** বলেন, সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে পৃথক সুপারিশ ছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ইলেক্টোরাল কলেজের কথা বলা হয়েছিল। ইতঃপূর্বে একাধিক দফায় সে বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে কমিশন একটি সংশোধিত প্রস্তাব আজকে টেবিলে উপস্থাপন করেছে। প্রস্তাবটি হচ্ছে, আইনসভার নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ উভয় কক্ষের সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। এটি করার জন্য সংবিধানে কী কী সংশোধনী বা সংযোজনী প্রয়োজন হবে সেটি প্রস্তাবে বিস্তারিত বলা আছে।

১৪.০২। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ** থেকেবলা হয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৪)-এ উল্লিখিত যোগ্যতাসমূহ প্রযোজ্য হবে এবং রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবার সময় কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয় সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবেন না। তাহলে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে কী জাতীয় প্রার্থিতা হিসেবে নাম ঘোষণা করা হবে। ধারণা করা হয়, প্রার্থীদের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যক কোনো না কোনো দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্বে থাকবেন। যখনই কোনো দল কোনো একজনের নাম প্রার্থী হিসেবে নির্ধারণ করবে তার আগেই কি তাকে দল থেকে পদত্যাগ করতে হবে কি না তা জানতে চান। এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার।

১৪.০৩। **সহ-সভাপতি বলেন,** এটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে রাজনৈতিক দলের কোনো ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবেন তিনি আর তখন তার দলের কোনো পদে থাকতে পারবেন না। অর্থাৎ তাকে তার দল থেকে পদত্যাগ করতে হবে।

১৪.০৪। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে যে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হয়েছে তা রাজনৈতিক দল/জোটগুলোর সেন্টিমেন্টকে ধারণ করে করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এখানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো বা কমানোর জন্য কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই একজন দল নিরপেক্ষ ব্যক্তি হতে হবে। তা না হলে সংস্কারের আলোচনা গ্রহণযোগ্য হবে না। উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ নিয়ে কথা আলোচনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবটি "যদি দুইকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে উভয়কক্ষের' এভাবে লিখলে ভালো হয়। এতে জটিলতা থাকে না। প্রস্তাবের শেষের লাইনের আগের লাইনে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার আগে অন্তত ৫(পাঁচ) বছর কোনো ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রীয় সরকারি বা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের পদে থাকতে পারবে না এই মর্মে অনুচ্ছেদের ৪৮(৪)(ঘ) যুক্তকরার প্রস্তাব করা হয়। অর্থাৎ কমপক্ষে ৫ বছর করা উচিত বলে কমিশনের প্রতি অনুরোধ জানান।

১৪.০৫। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ইতঃপূর্বে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন নতুন করে এ বিষয়ে প্রস্তাবনা দেয়া ঠিক হবে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দীর্ঘ আলোচনা থেকে সর্বসম্মতভাবে এমন একটি প্রস্তাব আসা উচিত যে প্রস্তাবে সকলেই একমত পোষণ

করবে। তিনি উপস্থিত সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন, এখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে প্রস্তাবটিদেয়া আছে সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে শুধু এ প্রস্তাবটিতে একমত পোষণ করছি অথবা একমত নেই এভাবে অগ্রসর হলে ভালো হয় বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

১৪.০৬। **সহ-সভাপতি** বলেন, কমিশন নতুন কোনো প্রস্তাব উপস্থাপন করেনি। উচ্চকক্ষের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু কংক্রিট সাজেশন পাওয়া গেছে, সেগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। এখন আর নতুন কিছু সংযুক্ত করার সুযোগ নেই।

১৪.০৭। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর** পক্ষ থেকে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য কমিশনের প্রথম প্রস্তাবটি খুবই সম্প্রসারিত ছিল। সংলাপের প্রাথমিক আলোচনায় সম্প্রসারিত প্রস্তাবে ইলেক্টোরাল কলেজের বিষয় ২/১ দল ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ দলেরইঐকমত্য ছিল। কিন্তু পার্থক্য ছিল কোনো কোনো দল থেকে বলা হয়েছিল ইলেক্টোরাল কলেজকে ইউনিয়ন কাউন্সিল পর্যন্ত, কোনো দল বলেছিল উপজেলা পরিষদ পর্যন্ত আবার কোনো দল বলেছিল জেলা কাউন্সিল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা। কিন্তু সে প্রস্তাবকে বাদ করে দিয়ে একেবারে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসার ব্যাপারে বিএনপি ব্যতীত অন্য কোনো দলের সে রকম কোনো বক্তব্য ছিল না। এটি খুব স্বাভাবিক যে, যে দল বা জোট লোয়ার হাউজে বড় দল থাকবে আপার হাউসেও তাদের বড় দল হিসেবে থাকার সম্ভাবনা বেশি। তাই উভয় কক্ষ সমন্বয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া হলে আল্টিমেটলি সে সরকারি দলের প্রেসিডেন্ট হবে। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া আর একটু সম্প্রসারিত হলে ভালো হয়।

১৪.০৮। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জাতির এ ক্রান্তিলগ্ন থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো এই আলোচনায় বসেছে। বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন যিনি আইনসভার উভয় কক্ষের (উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের) সদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। সংলাপে উচ্চকক্ষ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু নিম্নকক্ষটি কীভাবে হবে সেটি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। তাই আগে নিম্নকক্ষ কীভাবে নির্ধারণ করা হবে সেটি নিয়ে আলোচনা করা উচিত। তারপর রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হবেন; সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নাকি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে নির্বাচিত হবেন সে-বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা করা উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৪.০৯। **গণফোরামের** পক্ষ থেকে বলা হয়, নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষ, 'যদি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়' বাক্যটি সংযোজন করা হলে কমিশন যে প্রস্তাব দিয়েছে গণফোরাম তা যথার্থ বলে মনে করে এবং এ প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছে।

১৪.১০। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উভয় কক্ষের সদস্যদের গোপন ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে–এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে। এখানে একটি বিষয় হলো ৫ বছর কিংবা ৩ বছর কোনো বিষয় নয়। তবে যিনি প্রার্থী হবেন তার দুই ঘণ্টা পূর্ব মুহূর্ত হলেও কোনো সমস্যা নেই। তৃতীয়ত হলো হাউসে উপস্থাপিত প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করা হলে সময় সাশ্রয় হবে এবং প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। হাউসে যেটি নেই সেটি আলোচনা করা ঠিক না। সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য উৎসাহ দেওয়াও ঠিক হবে না।

১৪.১১। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নিম্নকক্ষের নির্বাচন কীভাবে হবে সেটি আলোচনার প্রথম দিনই লিখিতভাবে উত্থাপিত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। শুধু উচ্চকক্ষ পিআর পদ্ধতিতেহবে নাকি সংসদের যারা নির্বাচিত সদস্য হবেন তাদের ভোটে নির্বাচিত হবে সেটি পরবর্তী সিদ্ধান্তের বিষয়। উচ্চকক্ষ গঠনের ব্যাপারে বিতর্ক ছিল। সুতরাং সংসদ নির্বাচন হবে। নির্বাচিত সংসদ-সদস্যগণ উচ্চকক্ষ গঠন করার পদ্ধতিসহ সকল দায়-দায়িত্ব কীভাবে হবে সেগুলো পার্লামেন্টে সিদ্ধান্ত হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে এলডিপির প্রস্তাব হলো উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ উভয় কক্ষেরসদস্যদের গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।

১৪.১২। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, হাউসে যখন কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী কথা বলেন আর কথা যদি কারো কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় এর প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে সভাপতির। অর্থাৎ সভাপতি জবাব দিবেন। কিন্তু অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজনে আরেকজনের বক্তব্যের জবাব দিতে ও নিতে চাওয়া হলে একধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আজকে যখন আলোচনা চলছিল তখন অনেকটা বিশৃঙ্খল অবস্থা লক্ষ করা গেল। এটি সংলাপের গুরুতর শৃঙ্খলা পরিপন্থি। সংলাপ পরিচালনার সহ-সভাপতিকে এটা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি করেন।

১৪.১৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, এখানে যে প্রস্তাবের বিষয়গুলো আলোচনা হচ্ছে সেগুলো প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা জাতি পর্যবেক্ষণ করছে। ফলে কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দল/জোটকে অনুরোধ জানান, যারা এখানেবিভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করছেন তারা যেন সকলে শালীনতা বজায় ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে আলোচনা করেন।

১৪.১৪। **গণঅধিকার পরিষদ** (জিওপি)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রথমত, এই কমিশন ছাত্র-জনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তাগিদ থেকে গঠিত হয়েছে। সকলের প্রত্যাশা যে, এ কমিশনের ভূমিকা বা অবস্থান অত্যন্ত অনড় এবং শক্ত হবে। জাতীয় সংসদে ১ মিনিট অধিবেশন চালালে প্রায় ২ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এই মিনি পার্লামেন্টে ১ মিনিটে কত টাকা খরচ হয়, কমিশন যদি এ তথ্য জাতির কাছে প্রকাশ করে তাহলে ভালো হয়। এ হাউসে প্রতি মিনিটে যে অর্থ ও মেধা ব্যয়করা হয় এবং এখানে সে আলোচনা করছি তা কিছুটা হলেও উপলব্ধি করা যাবে। ইতঃপূর্বে এবং আজকে যতগুলো আলোচনা হয়েছে সেগুলো কতটুকু ফলপ্রসূ আলোচনা করা হয়েছে এবং কতটুকু সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটি একটি প্রশ্ন। দেশ ও জাতি সামগ্রিকভাবে দেশের জনগণ তাকিয়ে আছে যে আমাদের আলোচনা কতটুকু সফল ও ফলপ্রসূ হচ্ছে। এ আলোচনা থেকে দেশ ও জাতি কতটুকু উপকৃত হবে এবং ভালো একটি ফলাফল যদি না পাই তাহলে এ আলোচনা অর্থহীন হয়ে যাবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে জিওপি-এর পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন করা হয়।

১৪.১৫। **আমার বাংলাদেশ পার্টি(এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ৪৮(৩) বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে একটি পরামর্শ রয়েছে। সেটি হলো, প্রস্তাবে এক্সপ্রেশনের কোনো গুণগত পরিবর্তন সাধন বোঝানো হচ্ছে কি না, নাকি শুধু সংযোজন করার জন্য যতটুকু পরিবর্তন ততটুকু–এটি পরিষ্কার করার জন্য অনুরোধ জানান।

১৪.১৬। **বিচারপতি এমদাদুল হক (কমিশন সদস্য)** বলেন, এ সংক্রান্ত অন্যান্য কিছু কিছু বিষয়ের যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেগুলোসহ ৪৮(৩) সংশোধন করতে হবে। পরবর্তী আলোচনায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার একটি ইস্যু আছে। তখন এটি পরিষ্কার হবে, ৪৮(৩) কতটুকু ও কীভাবে সংশোধন করতে হবে। তবে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ২টি বিষয়ে রাষ্ট্রপতি নিজ এখতিয়ার বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। একটি হলো প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ আরেকটি হলো প্রধান বিচারপতি নিয়োগ। এর সঙ্গে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত করার জন্য সংবিধানের ষষ্ঠভাগে বেশ কিছু সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বিষয়গুলোতে সকল দল/জোট একমত পোষণ করেছে। যখন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কিত৪৮(৩) সংশোধনের প্রশ্ন আসবে তখন ওই বিষয়টা এসে যাবে।

১৪.১৭। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যে সকল বিষয়গুলো হাউসে আলোচনা এসেছে সেগুলোর উপর কমিশনের লিখিতভাবে বিভিন্ন সুপারিশ ছিল। রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে বিদ্যমান সংবিধানের ৪৮(১) অনুচ্ছেদে সংশোধনীর মাধ্যমে কিছু বিষয় যুক্ত হবে। এটির ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে হলে ভালো হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে ইলেক্টোরাল পদ্ধতি ইস্যু ছিল এবং এরসাথে সংসদে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ উভয় কক্ষের গোপন ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।

১৪.১৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, রাজনৈতিক দলসমূহের বিভিন্ন প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইলেক্টোরাল কলেজের বিষয়ে ঐকমত্যে আসা যায়নি এবং সম্প্রসারিত ইলেক্টোরাল কলেজ করাও সম্ভব হয়নি। কমিশনের পক্ষ থেকে

বিষয়টি অনুধাবন করার পরেই এ জায়গাটিতে এসে প্রস্তাবটি করা হয়েছে। এটি যদি সকলে গ্রহণ করে ভালো। আর যদি কারো নোট অফ ডিসেন্ট থাকে তারা সেটি বলবেন।

১৪.১৯। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষ** থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন সম্পর্কে কমিশন যে প্রস্তাব দিয়েছে তার সঙ্গে দল সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে।

১৪.২০। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটার হিসেবে উচ্চকক্ষ এবং নিম্নকক্ষ উভয় কক্ষের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে হওয়ার কথা ছিল। যদি উচ্চকক্ষ গঠিত না হয়, তাহলে কী হবে তা তিনি জানতে চান।

১৪.২১। **সহ-সভাপতি বলেন,** সকল রাজনৈতিক দল উচ্চকক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে একমত হয়েছে। কীভাবে হবে সেটি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু উচ্চকক্ষ হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য নেই। অর্থাৎ এ জায়াগায় ঐকমত্যে পৌঁছেছি। এ সকল বিষয় শেষ হলে প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হবে। আশা করা যায় ঐকমত্যে আসা যাবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কমিশনের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয় যে, কোনো কিছুর গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল/জোটগুলো এ বিষয় একমত বা দ্বিমত আছেন কি না তা জানানোর অনুরোধ করেন।

১৪.২২। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)**-এর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সুলিখিত একটি প্রস্তাব নিয়ে আসার জন্য ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান এবং কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে। যদি উচ্চকক্ষ গঠিত হয় একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার সময়টিও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বলে জানান।

১৪.২৩। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিনের আলোচনায় ঐকমত্যের বিষয়ে প্রত্যাশার জায়গাটি যেমনিভাবে ব্যাপক আকারে হওয়া উচিত ছিল সেটি অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। তবে এমন একটি স্থানে পৌঁছেছি যে একেবারেই কিছু না হওয়ার চেয়ে কিছু হওয়া ভালো। জুলাই অভ্যুত্থানের কারণেই আজকে সকলে এখানে বসেছি। কমিশনের এ বৈঠকে অনেক কিছু অর্জন করার কথা ছিল। কিন্তু সে অর্জনের জায়গাটিতে যেতে পারছি না কেন সেটি বোধগম্য নয়। কমিশনে নারী আসন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে তাতে জনগণের প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষার তেমন কোনো ফলাফল আসেনি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

১৪.২৪। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতির ওপর Note of Dissent (NOD) দেওয়া হয়। কারণ পিআর পদ্ধতিতে যেভাবে ১০% হিসেবে আপার হাউসে ৩০ জন এমপি হয়েছে সেই ১০% হিসেবে ৩০ জন লোক লোয়ার হাউসে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এভাবে পিআর পদ্ধতিতে লোয়ার হাউস নির্বাচনের প্রস্তাব করেন।

১৫.০০। আলোচ্যসূচি : রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]

কমিশনের অদ্যকার প্রথম প্রস্তাব : সংবিধানের চতুর্থ ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের ৪৮(৩) সংশোধনপূর্বক

'এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী এবং ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং নিম্নলিখিত বিষয়াবলি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন :

(ক) অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ;
(খ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ;
(গ) তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ;
(ঘ) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ;
(ঙ) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ;
(চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ;

(জ) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ;

(ঝ) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ;

(ঞ) সশস্ত্র বাহিনীসমূহের(সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী) প্রধানদের নিয়োগ;

(ট) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-এর মহাপরিচালক নিয়োগ এবং

(ঠ) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই)-এর মহাপরিচালক নিয়োগ।

১৫.০১। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সুলিখিত একটি প্রস্তাব নিয়ে আসার জন্য ঐকমত্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে বলেন, উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ উভয় কক্ষের গোপন ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী নির্বাচনের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির মেয়াদকালের সময়টিও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করা হয়।

১৫.০২। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিনের আলোচনায় ঐকমত্যের বিষয়ে প্রত্যাশার জায়গাটি যেমনিভাবে ব্যাপক আকারে হওয়া উচিত ছিল সেটি অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। তবে এমন একটি স্থানে পৌঁছেছি যে একেবারেই কিছু না হওয়ার চেয়ে কিছু হওয়া ভালো। জুলাই অভ্যুত্থানের কারণেই আজকের এ আলোচনা। কমিশন বৈঠকের আলোচনা থেকে বহু কিছু অর্জন করার কথা ছিল, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত অর্জনের জায়গাটিতে যেতে পারছি না কেন সেটি বোধগম্য নয়। কমিশন নারী আসন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছে তাতে জনগণের প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষার ফল আসেনি বলে জানান।

১৫.০৩। **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতির ওপর নোট অফ ডিসেন্ট (NOD) দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, উচ্চকক্ষ পিআর পদ্ধতিতে যেভাবে ১০% আপার হাউসে ৩০ জন এমপির প্রস্তাব আছে সেই একই পদ্ধতিতে ১০% এ ৩০ জন পিআর পদ্ধতিতে লোয়ার হাউজ নির্বাচনের জন্য প্রস্তাব করা হয়।

১৫.০৪। **প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী** বলেন, বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রপতি মূলত দুটো কাজ করতে পারেন। এরমধ্যে একটি হলো প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ও অপরটি হলো প্রধান বিচারপতি নিয়োগ।ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় ৫টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের বিষয়ে একটি নতুন বিধান প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত কয়েকটি দল ও জোটের নোট অফ ডিসেন্টসহ গৃহীত হয়েছে। এরমধ্যে নির্বাচন কমিশনের বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। বাকি ৪টি প্রতিষ্ঠান নোট অফ ডিসেন্টসহ গৃহীত হয়েছে। এগুলোর ক্ষেত্রে নতুন যে বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দিবেন। এ প্রস্তাবে যে প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলা আছে, এগুলোর ব্যাপারে কমিশনের প্রস্তাব হচ্ছে এগুলোতে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কারো পরামর্শের বা সুপারিশের মুখাপেক্ষী হবেন না। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্পূর্ণ তাঁর নিজের এখতিয়ারে নিয়োগ দিতে পারবেন মর্মে প্রস্তাব আনা হয়েছে।

১৫.০৫। **নাগরিক ঐক্যের পক্ষ থেকে বলা হয়,** জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান পরবর্তীকালের একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিষয় নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। আগামীতে যে সরকার গঠিত হবে শুধু সেটি নয়। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাজনীতি কেমন হবে, এর রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন হবে সেটি নিয়েও কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে **ক, চ** এবং **ঞ** এ ৩টি বিষয়ের উপর নোট অফ ডিসেন্ট দেওয়া হয়। বাকিগুলোতে একমত পোষণ করা হয়।

১৫.০৬। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত যে সকল বিষয়গুলো আছে সেগুলো মহামান্য রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে করা উচিত। এ

বিষয়ের উপর বিস্তারিত বক্তব্যের পরে**ঞ, ট** এবং **ঠ এ ৩টি বিষয়ে** নোট অফ ডিসেন্ট (NOD) দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলোতে একমত পোষণ করা হয়।

১৫.০৭। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)** এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ইতঃপূর্বে রাজনৈতিক দলসমূহের কমিশন বৈঠকের আলোচনায় বিভিন্ন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ কীভাবে নির্বাচিত হবেন এতৎসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অনেকগুলো কমিশনের ব্যাপারে কমিটি গঠনের বিষয়ে হাউসে কমিশনের পক্ষথেকে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, টেলিকমিউনিকেশন্স রেগুলেটরি কমিশন, তথ্য কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন–এ কমিশনগুলোর বিষয়ে সরকারি বিধান অনুযায়ী নীতিমালা ইতোমধ্যে প্রবর্তিত আছে। কমিশনের প্রস্তাবের ক্রমিক নং **ক** থেকে **ঝ** পর্যন্ত একমত পোষণ করা হয়। এগুলোতে প্রচলিত আইন অনুসরণপূর্বক রাষ্ট্রপতি নিয়োগ প্রদান করবেন। **ঞ** থেকে **ঠ** পর্যন্ত দ্বিমত পোষণ করা হয়। এগুলো নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে যুক্ত বিধায় প্রধানমন্ত্রী সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে সুপারিশ করবে।

[এরপর কমিশনের সংলাপ আসরের নামাজের জন্য ১৫ মিনিটের বিরতি দেয়া হয়]

[আসরের বিরতির পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে ৬.০৫ মিনিটে সংলাপ পুনরায় শুরু করা হয়]

১৫.০৮। **প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী বলেন,** বর্তমান বিদ্যমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি মাত্র দুটো ক্ষেত্রে অন্য কারো পরামর্শ ব্যতিরেকে তাঁর নিজস্ব ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিতে পারবেন। এগুলো ব্যতীত অন্য সকল দায়িত্ব পালনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে কার্য সম্পাদন করবেন। কমিশন গত কয়েক দিনের আলোচনায় ৫টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই ৫টি প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বাছাই-কমিটি থাকবে এবং বাছাই-কমিটি যাদের নাম চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করবেন রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দিবেন। এখানে রাষ্ট্রপতির নিজস্ব কোনো চয়েজ নাই। এগুলো যদি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় এর বাইরে গিয়ে কমিশন আরো কিছু নাম প্রস্তাব করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান এবং সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কারো পরামর্শের মুখাপেক্ষী থাকবেন না। এটি নিতান্তই তাঁর স্বাধীনতা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি যে কাউকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী এই পদগুলোতে নিয়োগ দিতে পারবেন। এটিই হচ্ছে কমিশনের প্রস্তাব। এগুলোর কনসেপ্ট হলো এগুলো চূড়ান্তভাবে প্রস্তাব আকারে সনদে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পরবর্তীকালে এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন ও আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১৫.০৯। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে কমিশনের প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো প্রস্তাব রাখা হয়নি।

১৫.১০। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)-এর পক্ষ মহামান্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করে প্রস্তাবের **খ** থেকে **ঙ** পর্যন্ত এই ৪টি বিষয়ের উপর একমত পোষণ করে। বাকিগুলো **ক** এবং **চ** থেকে **ঠ** পর্যন্ত দ্বিমত পোষণ করে বক্তব্য প্রদান করেন।

১৫.১১। **১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে** মহামান্য রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে কমিশনের প্রস্তাবগুলোর উপর বক্তব্য প্রদান করা হয়। অতঃপর তিনি প্রস্তাবের **খ, গ, ঘ** এবং **ঙ** মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট রেখে বাকিগুলো প্রধানমন্ত্রী বা নির্বাহী বিভাগ বা যারা মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন তাদের উপর ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

১৫.১২। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাহিনীগুলোর সুপ্রিম কমান্ডার এবং প্রধানমন্ত্রী পদাধিকার বলে ডিফেন্স মিনিস্টার। প্রধানমন্ত্রী তিনটি বাহিনীর প্রধান সেনা, নৌ, বিমান, ডিজিএফআই, এনএসআই এদের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সুপারিশ করবেন এবং সেটি রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাবেন। সুপারসিট হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সেনাবাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত একটি ভোট হয়। কিন্তু

বর্তমানে রাজনৈতিক বিবেচনায় মেজর জেনারেল, জেনারেল, এমনকি আর্মি চিফওরাজনৈতিক বিবেচনায় অথবা রাজনৈতিক নেতা ভাই-বোনদের অনুরোধে চয়েজ করা হয়। এ বিষয়গুলো ফরমালাইজ করে যদি মেজর জেনারেল থেকেই একটি ভোট করা হয় তাহলে শুধুমাত্র প্রফেশনাল অফিসার দ্বারাই ওই র‍্যাংকে যাওয়া যাবে। কোনো খারাপ অফিসার ডিজিএফআই, এনএসআই, মেজর জেনারেল হিসেবে ওই পদে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান, বিমান বাহিনী প্রধান, ডিজিএফআই, এনএসআই এই সিলেকশনের জন্য সেনাবাহিনীর একটি প্রফেশনাল অভিজ্ঞ লোকদের সমন্বয়ে একটি সিলেকশন বোর্ড তৈরি করার প্রস্তাব করেন। সেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা ডিফেন্স মিনিস্টারের কাছে গেলে একটি শর্ট লিস্ট তৈরি করে তার সুপারিশে তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীসহ ডিজিএফআই ও এনএসআই এর প্রধানদেরকে নিয়োগ দিবেন। এভাবে হলে ডিফেন্স প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে আন্ডারমাইন করা হয় না। আবার সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বকেও আন্ডারমাইন করা হয় না। তিনি কমিশনের প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করে সশস্ত্র বাহিনীসমূহের (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী) প্রধানদের নিয়োগ, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) এর সিলেকশনঅবশ্যই সশস্ত্র বাহিনীর একটি নির্দিষ্ট কমিটির মাধ্যমে যাতে হয় এবং ডিফেন্স মিনিস্টার হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ এবং শর্ট লিস্টের মাধ্যমে যায় সে বিষয়ে প্রস্তাব রেখে **ঞ** থেকে **ঠ** পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর নিকট রেখে বাকিগুলো রাষ্ট্রপতির নিকট রাখার প্রস্তাব রাখেন।

১৫.১৩। **১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়,** আজকে শেষ দিনে এ ধরনের নতুন প্রস্তাব কেন নিয়ে আসা হলো সেটি বোধগম্য নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য অবশ্যই চাই। তিনি প্রস্তাবের **খ** থেকে **ঙ** পর্যন্ত কমিশনের পক্ষে একমত বাকিগুলোতে দ্বিমত পোষণ করে বক্তব্য প্রদান করেন।

১৫.১৪। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রস্তাব থেকে বোঝা যায় ক্ষমতা এখন প্রাইম মিনিস্টার ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট থেকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের দিকে চলে যাচ্ছে। তিনি প্রস্তাবের **ক, চ, ছ, জ, ঝঞ, ট এবং ঠ** প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে রেখে **খ** থেকে **ঙ** পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে রাখার জন্য প্রস্তাব রাখেন।

১৫.১৫। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। যে প্রস্তাবগুলো এখানে প্লেস করা হয়েছে সেটি ভারসাম্যহীন বলে মত প্রকাশ করেন। নির্বাহী বিভাগকে যেন তার পথ চলতে কোনোরকম সমস্যা তৈরি না হয় সে বিষয়ে বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। সকলেই যে পূর্বের সরকারের মতো হবে; সবাই যে স্বৈরতান্ত্রিক পন্থায় ফিরে যাবে এরকম ভাবার কোনো সুযোগ নেই। ফলে নির্বাহী বিভাগকে স্বাচ্ছন্দে পথ চলা নিশ্চিত করা দরকার। সেজন্যে তিনি প্রস্তাবের **খ থেকে ঝ** মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট এবং ক, ঞ, ট ও ঠ নির্বাহী বিভাগের নিকট থাকার প্রস্তাব করেন।

১৫.১৬। **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন**-এর পক্ষ থেকে **ক, ঞ, ট, ঠ** এই ৪টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট রেখে বাকিগুলো রাষ্ট্রপতির নিকট রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

১৫.১৭। **জাতীয় গণফ্রন্ট দলের পক্ষ থেকে** বলা হয়, আলোচ্যসূচির বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে মতানৈক্য থাকতে পারে। কিন্তু কমিশনের সম্মানিত সহ-সভাপতি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে এগুলো সুচারুরূপে পরিচালনা করেছেন। কিছু কিছু মতভেদ ব্যতীত প্রায়ই ঐকমত্যের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে আরো কিছু ক্ষমতার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ করলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব করা হয় বলে মন্তব্য করেন। নির্বাহী বিভাগের কিছু ক্ষমতা থাকা দরকার। এ পর্যন্ত এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে যা আলোচনা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে কমিশনের বিজ্ঞ সহ-সভাপতির স্প্রিটের ওপর একমত পোষণ করা হয়। একটি ব্রিফিং এর মাধ্যমে এ বিষয়টির সুরাহা করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৫.১৮। **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সকলেইরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য চেয়েছে। ভারসাম্য চাইতে গেলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ লাগবে, রাষ্ট্রপতিকেও কিছু ক্ষমতা দিতে হবে। ফলে কমিশনের প্রস্তাবের **খ, গ, ঘ, ঙ, ছ, জ, ঝ** এই ৭টি রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারে রাখার পক্ষে। বাকিগুলোতে দ্বিমত পোষণ করছি।

১৫.১৯। **গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ থেকে বলা হয়,** যে প্রতিষ্ঠানগুলো চেক এন্ড ব্যালেন্স-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যার ইন্ডিপেন্ডেন্স জড়িত সেগুলোতে রাষ্ট্রপতির নিয়োগের প্রশ্ন আসে। সরাসরি নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব যেখানে প্রয়োজন নেই বরং নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতার জন্য যেগুলো জরুরি আছে তার মধ্যে তথ্য কমিশন গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে। এটা যাতে নির্বাহী বিভাগ নিতে না পারে। জনগণের অধিকার রক্ষা করার জন্য মানবাধিকার গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন কমিশনারের ব্যাপারে একটু পরে মতামত দিব। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বরকন্দাজ প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। এটি থেকে রক্ষা পাওয়া দরকার, এটিও খুব জরুরি। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে গিয়ে বিদ্যুতের দাম নিয়ে কথা বলি। জুডিশিয়াল বডি হিসেবে এর একটি ফাংশন থাকা দরকার। টেলিকমিউনিকেশন্স ও আইন কমিশন নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারায় পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। মোট ৫টি মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, প্রেস কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এই ৫টি রাষ্ট্রপতির কাছে থাকার প্রস্তাব করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কোয়ালিফিকেশন এবং তার নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া দরকার। আইন কমিশন এবং টেলিকমিউনিকেশন্স রেগুলেটরি কমিশন নিয়ে পরে মতামত দেওয়া হবে বলে জানান। তিনি **খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ**এগুলো কমিশনের সঙ্গে একমত পোষণ করে।

১৫.২০। **ভাসানী জনশক্তি পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের প্রধান, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই)-এর মহাপরিচালক এই ৪টি বিষয়ে অর্থাৎ **ঝ, ঞ, ট, ঠ** সরকারের নির্বাহী বিভাগের হাতে থাকা উচিত এবং বাকিগুলো রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারে থাকা উচিত বলে জানান।

১৫.২১। **বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কিছু যৌক্তিক ও উপযুক্ত ক্ষমতার একটি সুষম ভারসাম্য থাকবে। সে বিবেচনা থেকেই এ প্রস্তাবগুলো হাজির করা হয়েছে। প্রস্তাবের **ক, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ** পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বা নির্বাহী বিভাগের উপর থাকা উচিত এবং **খ, গ,ঘ, ঙ** রাষ্ট্রপতির নিকট এবং **চ** নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে হাউসে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৫.২২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাবের **ক, চ, ঞ, ট, ঠ** এ ৫টি রাষ্ট্রপতির নিকট রাখা যাবে না। বাকিগুলো একমত পোষণ করা হয়।

১৫.২৩। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)** এর পক্ষ থেকে বলা হয়, রাষ্ট্রপতির হাতে বিদ্যমান ক্ষমতা থেকে আরো কিছু ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তবে সেটি আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত করা উচিত। পুরো আলোচনার প্রেক্ষিতে কী কী বিষয় দেয়া যায় এখন সেটি বিস্তৃত করা হয়েছে। প্রস্তাবের **ক, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট** এবং **ঠ** বাদে বাকিগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে দেয়ার প্রস্তাব করেন।

[সন্ধ্যা ৭.০০টায় মাগরিবের নামাজের জন্য বিরতি দেয়া হয়]

[মাগরিবের নামাজের বিরতির পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুর হয়]

১৫.২৪। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বলা হয়,** ইতঃপূর্বের বক্তব্যে কোনো প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে থাকতে পারে এবং কোনগুলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে থাকতে পারে তা জানানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ফোরামের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগের ক্ষমতাও

রাষ্ট্রপতির কাছে দেওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগের ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির কাছে দেওয়ার প্রস্তাব করেন।

১৫.২৫। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জেএসডি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়,** অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ রাষ্ট্রপতির কাছে থাকবে, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য রাষ্ট্রপতি, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বিষয়ে আমাদের পূর্বের অবস্থান ছিল যে নির্বাহী বিভাগের প্রধানের কাছে থাকবে। কিন্তু আমরা মনে করছি বিগত ১৫ বছর ব্যাংক ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক যারা গভর্নর নিয়োগ হয়েছিলেন তারা কী করেছে আমরা জানি, আবার তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, এটিও রাষ্ট্রপতির হাতে থাকার কথা বলছি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের নিয়োগটি নির্বাহী বিভাগের কাছে থাকতে পারে। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনের চেয়ারম্যানের নিয়োগ রাষ্ট্রপতির কাছে থাকবে। সর্বশেষে তিনি বলেন (ক) (ঝ) ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানসহ পরের তিনটি নির্বাহী বিভাগের কাছে থাকতে পারে।

১৫.২৬। **গণফোরামের পক্ষ থেকে বলা হয়,** এনার্জি রেগুলেটরি, স্বশস্ত্র বাহিনী, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা, জাতীয় নিরাপত্তা এগুলো প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিতে পারে। কিন্তু নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে যাতে একদম দূরত্ব তৈরি না হয়। এই নিয়োগের একটি প্রক্রিয়া থাকা দরকার। এই কয়েকটি জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির একটি সমন্বয় থাকা দরকার।

১৫.২৭। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, এনার্জি রেগুলেটরি, স্বশস্ত্র বাহিনী এবং ডিজিএফআই এই ৩টি থাকবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। যেহেতু তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থাকবেন। বাকিগুলো রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে।

১৫.২৮। **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের** পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশনের প্রস্তাবের **খ হতে ঝ** পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে।

১৫.২৯। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকায় সংসদের কাছেই সবার জবাবদিহি থাকা দরকার। এটর্নি জেনারেল, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীর প্রধানকে সাংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। তখন সেগুলো বাদ হয়ে গিয়েছে। এখানে আবার রাষ্ট্রপতির কাছে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। জানি না এটিও আবার নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে পাশ হবে কি না বা নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে পাশ করলে এর কার্যকারিতা কতটুকু থাকবে সেটিও জানি না। ডিজিএফআই-এর পলিটিক্যাল উইং বিলুপ্ত করার বিষয়ে আমাদের দাবি ছিল। এটি রাষ্ট্রপতির কাছে থাকলেও তেমন কোনো পার্থক্য হবে বলে মনে করি না। স্বশস্ত্র বাহিনী, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা পরিদপ্তর, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, অ্যাটর্নি জেনারেল প্রধানমন্ত্রীর হাতে এবং এর বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো রাষ্ট্রপতির হাতে থাকতে আপত্তি নেই।

১৫.৩০। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির** পক্ষ থেকে বলা হয়, কাট-ছাট উত্তর দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু কাট-ছাট উত্তর দিলে হয় না। তাদের আলোচনা অনেকের উত্তরের সঙ্গে মিলে যেতে পারে কিন্তু তারা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রস্তাব করেছে কমিউনিস্ট পার্টি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করবে না। ’৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানে একটি বড় পরিবর্তন ঘটেছিল যা এখন পর্যন্ত সাসটেন করে, যদিও সেটি পচে গেছে। সেটি হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণ। বর্তমানে আমরা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি। সেক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের জায়গা থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমাতে চাই না। তারপরেও এখানে প্রস্তাবিত ১২টির মধ্যে ৫টি ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির আপত্তি রয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রস্তাবের ঞ থেকে ঠ পর্যন্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত ৩টি বিভাগ সর্বমোট ৫টি বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাখা উচিত।

১৫.৩১। **গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা ক্ষমতার ভারসাম্য চায়। উত্থাপিত বিষয়গুলোর মধ্যে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নিয়োগ, সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর প্রধানের নিয়োগ, ডিজিএফআই এবং এনএসআই এই ৪টি বিষয়ে তারা ভিন্নমত পোষণ করে। অন্যগুলোর বিষয়ে তারা একমত।

১৫.৩২। **আমজনতার দল**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তাড়াহুড়ো করে যেন ভুল সিদ্ধান্ত না নেই। তারা প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য অবশ্যই চায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিবর্তে যদি রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এককভাবে একচ্ছত্র, কোনো ধরনের জবাবদিহি, তথ্য শেয়ার করা বা পরামর্শ ছাড়া নিয়োগ দিয়ে দিতে পারে তাহলে এতদিন ধরে যত আলাপ করা হয়েছে, বিভিন্ন কমিটির কথা বলা হয়েছে এর সঙ্গে দ্বিচারিতা হয়। তারা অ্যাটর্নি জেনারেল, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এবং প্রস্তাবের ঞ থেকে ঠ ৩টিসহ মোট ৫টি একচ্ছত্রভাবে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের কাছে পাঠানোর বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

১৫.৩৩। **নাগরিক ঐক্য**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, তাদের অবস্থান হলো কমিশনের প্রস্তাবের ক এবং ঞ থেকে ঠ সর্বমোট ৪টি বাদ রেখে বাকি সবগুলো রাষ্ট্রপতি এককভাবে নিয়োগ দিতে পারবেন।

১৫.৩৪। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে** বলা হয়, তাদের দলের পক্ষ থেকে অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং প্রস্তাবের ঞ থেকে ঠ পর্যন্ত ৩টি সর্বমোট ৫টি নির্বাহী বিভাগের হাতে রাখার পক্ষে মত দেন। বাকিগুলো রাষ্ট্রপতির হাতে থাকা উচিত।

১৫.৩৫। **বাংলাদেশ খেলাফত মজসিলের** পক্ষ থেকে বলা হয়, কমিশনের প্রস্তাবের ক, ঙ, ট এবং ঠ এই ৪টি বাদ দিয়ে বাকিগুলো রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে।

১৫.৩৬। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর পক্ষ থেকে** বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগের পূর্বের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রপতির কাছে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। সর্বশেষ অবস্থান হলো অ্যাটর্নি জেনারেল এবং স্বশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত ঞ থেকে ঠ অর্থাৎ প্রস্তাবের শেষের ৩টিসহ মোট ৪টি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করবে। বাকিগুলো রাষ্ট্রপতি এককভাবে নিয়োগ প্রদান করবে।

১৫.৩৭। **গণসংহতি আন্দোলনের** পক্ষ থেকে সংশোধিতভাবে বলা হয়, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি অথরিটির চেয়ারম্যান এ ২টিও রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিতে পারবে।

১৫.৩৮। এ পর্যায়ে সহ-সভাপতি বলেন, বিভিন্ন দল ও জোটের প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা করে কমিশনের পক্ষ থেকে পুনঃপ্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই উপস্থাপন করা হবে। এ সময়ে অন্য আলোচ্যসূচিতে আলোচনা অব্যাহত রাখা হবে।

১৬.০০। আলোচ্যসূচি : তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ

বিদ্যমান সংবিধানের ১২৩(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিম্নরূপ বিধান সংযুক্ত করতে হবে,

‘(৩) মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।’

সংবিধানের ৫৮(খ) সংশোধনপূর্বক;

(১) সংসদের মেয়াদ অবসান হইবার ১৫ দিন পূর্বে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনও কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া গেলে ভঙ্গ হইবার পরবর্তী পনেরো(১৫) দিনের মধ্যে নির্বাচনকালীনতত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত করিতে হইবে।

(২) মেয়াদ অবসানের ক্ষেত্রে;

সংসদের মেয়াদ অবসান হইবার ৩০ দিন পূর্বে জাতীয় সংসদের স্পিকারের তত্ত্বাবধানে এবং সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় ১. প্রধানমন্ত্রী ২. বিরোধী দলীয় নেতা, ৩. স্পিকার, ৪. ডেপুটি স্পিকার (বিরোধী দলের) এবং ৫. সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের একজন প্রতিনিধি (যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল

দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের অবস্থানে থাকিয়া থাকে তাহা হইলে সেইসব দলসমূহের মধ্য হইতে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হইবে)-মোট পাঁচ (৫) সদস্য সমন্বয়ে 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হইবে। কমিটির যে কোনও বৈঠক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সভাপতিত্ব করিবেন স্পিকার।

(৩) গঠিত হইবার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে কমিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্যদের নিকট হইতে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবের আহ্বান করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে এক (১)টি দল এক ১ জন এবং একজন স্বতন্ত্র সংসদ-সদস্য এক (১) জন মাত্র ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

(৪) রাজনৈতিক দলসমূহ এবং স্বতন্ত্র সংসদ-সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ে তাদের প্রস্তাবিত নাম জমা করিবেন।

(৫) পরবর্তী বাহাত্তর (৭২) ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া নিজেদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক দলসমূহ ও স্বতন্ত্র সংসদ-সদস্যদের নিকট হইতে প্রস্তাবিত নামসমূহ লইয়া নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতঃ বাংলাদেশের যে সমস্ত নাগরিক সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ-এর অধীনে উপদেষ্টা হইবার যোগ্য তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বাছিয়া লইবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৬) বাছাই কমিটি গঠিত হইবার পরবর্তী একশত কুড়ি (১২০) ঘণ্টার মধ্যে এ ই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কোনও ব্যক্তিকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হইলে পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত অনুসরণপূর্বক সংসদের সরকারি দল/জোট পাঁচ (৫) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিবেন এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট পাঁচ (৫) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিবেন। এছাড়া সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল দুই (২) জন উপযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিবেন।যদি সংসদে আসন সংখ্যার বিবেচনায় একাধিক দল দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের অবস্থানে থাকিয়া থাকে তাহা হইলে সেইসব দলসমূহের মধ্যে নির্বাচনে সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোটপ্রাপ্ত দলটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে বিবেচিত হইবে। উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নামসমূহ স্পিকার জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন।

(৭) উপর্যুক্ত ৬-এ বর্ণিত সময় অতিবাহিত হইবার পরবর্তী আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে সরকারি দল/জোটের প্রস্তাবিত পাঁচ (৫) জন ব্যক্তির নামীয় তালিকা হইতে প্রধান বিরোধী দল/জোট যে কোনও এক (১) জনকে বাছিয়া লইবেন; অনুরূপভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রস্তাবিত পাঁচ (৫) ব্যক্তির নামের তালিকা হইতে সরকারি দল যে কোনও এক (১) জনকে বাছিয়া লইবেন। দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রস্তাবিত মোট দুই (২) জনের নামের তালিকা হইতে সরকারি দল/জোট যে কোনও একজনকে বাছিয়া লইবেন এবং প্রধান বিরোধী দল/জোট যে কোনও এক (১) জনকে বাছিয়া লইবেন। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নামসমূহের মধ্য হইতে যে কোনও একজনের ব্যাপারে যদি প্রস্তাবকারী দলগুলোর মধ্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত হইবেন। অথবা কোনো একজনের ব্যাপারে কমিটির পাঁচ (৫) জন সদস্যের মধ্যে যদি চার (৪) জন সদস্য একমত হন তাহা হইলে তিনিই পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত হইবেন।

(৮) যদি উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে কোনও একজনের বিষয়ে প্রস্তাবকারী পক্ষসমূহ একমত হইতে না পারেন, তাহা হইলে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচার বিভাগের দুই জন প্রতিনিধি বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে যুক্ত হইবেন এবং তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কারও নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন না। উক্ত দুই জন প্রতিনিধির মধ্যে এক (১) জন আপিল বিভাগের বিচারপতি হইবেন এবং এক (১) জন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হইবেন। উক্ত দুই (২) জন বিচার বিভাগীয় প্রতিনিধিকে মনোনীত করিবার জন্য : ১. সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, ২. কর্মরত প্রধান বিচারপতি এবং ৩. আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হইবে।

(৯) এই পর্যায়ে সাত (৭) সদস্যবিশিষ্ট উক্ত বাছাই কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে স্পিকারের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালটে র‍্যাংকড চয়েজ বা ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া উক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতে যে কোনও এক (১) জনকে পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বাছিয়া লইবেন।

(১০) উপর্যুক্ত যে কোনও পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি পরবর্তী নব্বই (৯০) দিনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় তিনি শপথ গ্রহণ করিবেন না।

(১১) উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমেও যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছিয়া লওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুসরণ করিতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে বাছিয়া লওয়া যাইবে না।

(১২) কোনও কারণে প্রধান উপদেষ্টার পদ শূন্য হইলে রাষ্ট্রপতি কোনও সময় ব্যতিরেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্ববর্তী র‍্যাঙ্কড চয়েজ/ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দানকরিবেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বয়সে জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানাইলে অথবা দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে র‍্যাংক চয়েজ/ক্রমভিত্তিক ভোটিং পদ্ধতিতে পরবর্তী স্থানে থাকা ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন। এই পদ্ধতিতে প্রধান উপদেষ্টা পদে পরিবর্তন হইলেও পূর্বতন উপদেষ্টা পরিষদ বহাল থাকিবে। তবে উপদেষ্টা পরিষদের কোনও পদ শূন্য হইলে নবনিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা সেই শূন্যপদ পূরণের অধিকার রাখিবেন।

(১৩) নিয়োগ লাভের পর প্রধান উপদেষ্টা উপর্যুক্ত বাছাই কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে অনধিক পনেরো (১৫) জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য বাছিয়া লইবেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(১৪) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনও কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া গেলে, ভঙ্গ হইবার পরবর্তী চব্বিশ (২৪) ঘণ্টার মধ্যে সংসদ সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনায় বিলুপ্ত সংসদের একই ধরনের প্রতিনিধিত্ব লইয়া 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাই কমিটি' গঠিত হইবে এবং সেই কমিটি পরবর্তী চৌদ্দ (১৪) দিন তথা তিনশত ছত্রিশ (৩৩৬) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ অভিন্ন পদ্ধতিতে এক (১) জন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বাছিয়া লইবেন এবং তিনি অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবেন।

(১৫) সংবিধানের ৫৮(৭)(ঘ) সংশোধনপূর্বক 'বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন' এর পরিবর্তে 'পঁচাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

(১৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

(১৭) সংবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও এখতিয়ার ও অবসানের সময়সীমা নির্ধারিত হইবে।

(১৮) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হইবে অনধিক নব্বই (৯০) দিন। তবে দৈব-দুর্বিপাকজনিত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরো সর্বোচ্চ ত্রিশ (৩০) দিন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।

(১৯) নূতন সংসদ গঠিত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাহার পদের কার্যভার গ্রহণ করিবেন সেই তারিখে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

* ত্রয়োদশ সংশোধনীর অনুচ্ছেদ ৫৮(গ) (২) ব্যবস্থা বহাল থাকিবে।

১৬.০১। **সহ-সভাপতি** বলেন, গতদিন পর্যন্ত প্রাপ্ত মতামতের আলোকে কমিশনকে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছিল। কমিশন থেকে প্রস্তাব যেভাবে দেওয়া হয়েছিল তাতে অধিকাংশ দল একমত থাকলেও র‍্যাংকড চয়েজ বিষয়ের ধাপ ৮, ৯ এবং ১২ এই ৩টি ধাপের বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে আপত্তি করা হয়েছিল অর্থাৎ এই ধাপ ৩টি না রাখার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। অন্যান্যদের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দল মনে করে যে,৮, ৯, ১২ ধাপগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা

উচিত। কমিশন ধরে নিচ্ছে যে প্রস্তাবের ক্রমিক ৮, ৯ এবং ১২-এর বিষয়ে বিএনপি'র নোট অব ডিসেন্ট থাকবে। পরবর্তী আলোচ্যসূচি : নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

১৭.০০। আলোচ্যসূচি : নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব

সংবিধান সংস্কার কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করে ৪০ (চল্লিশ)টি সুপারিশ প্রস্তাব করেছে।

বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে 'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা' নামে একটি অধ্যায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আদালতে বলবৎযোগ্য হবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নাগরিক, রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে বিদ্যমান তারতম্য দূর করবে।

সংবিধানে কিছু নতুন অধিকার যেমন খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্য পাওয়া, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য(balance) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অধিকার খর্বের ঝুঁকি কমাবে।

যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের(progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি সরকারের জবাবদিহিতা বাড়াবে এবং সম্পদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অধিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

পরবর্তীকালে ৫ (পাঁচ)টি সংস্কার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশের মধ্যে**নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ** সংক্রান্ত ৫ (পাঁচ)টি সুপারিশ স্প্রেডশিটে অন্তর্ভুক্ত করে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের নিকট প্রেরণ করা হয়।

উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বিদ্যমান সংবিধানের তৃতীয় ভাগে সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের পর প্রস্তাবিত সংশোধিত অনুচ্ছেদ, যার নতুন বিধানগুলো বোল্ড/Bold-এ চিহ্নিত করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

২৬। মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল।- (১) এই ভাগের বিধানাবলির সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোনো বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোনো আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোনো আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোনো বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

২৭। আইনের দৃষ্টিতে সমতা–সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮। ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য।–(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

প্রস্তাবিত : ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য।–(১) কেবল ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মত, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

প্রস্তাবিত : কেবল ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মত, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

২৯। সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা।–(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই–

(ক) নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোনো আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণির কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণির নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

৩০। **বিদেশি, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ।**–রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনো খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না। **(কমিশন প্রস্তাব করছে এই বিধান বাতিল করা হোক)**

৩০ক। **উন্নয়নের অধিকার।**–কমিশন সুপারিশ করছে যে, উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার অংশ হিসেবে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ, অবদান রাখা এবং উপভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করা যাবে, যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।

৩০খ। **শিশুর অধিকার।**–কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতিকে গ্রহণ করে একটি শিশু অধিকারবিষয়ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক, যার মধ্যে থাকবে–নাম ও পরিচয়ের অধিকার; সহিংসতা ও অমানবিক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার; এবং নির্যাতন, অবহেলা, ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক প্রথা, যেকোনো ধরনের সহিংসতা, অমানবিক আচরণ ও শাস্তি এবং বিপজ্জনক বা শোষণমূলক শ্রম থেকে সুরক্ষিত

থাকার অধিকার এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্য সাপেক্ষে স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক যত্ন বা পিতা-মাতার যত্ন ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন হলে উপযুক্ত বিকল্প যত্ন পাওয়ার অধিকার।

৩০গ। **ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার।**–কমিশন সুপারিশ করছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা আর্থিক দায়, সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদ বণ্টন (sharing) ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক।

৩০ঘ। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধিকার।**–কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিজ্ঞানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ ও এর সুফল ভোগের অধিকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিকূল প্রভাব থেকে সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৩১। **আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার।**–আইনের আশ্রয়লাভ এবং কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩১। **আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার।**–আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও আইনগত সহায়তার অধিকার, আইনের সমান সুরক্ষা ও সুবিধা লাভের অধিকার, সময়মতো বিচারের অধিকার, যৌক্তিক জামিনে মুক্তির অধিকার রাষ্ট্রীয়-অরাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম হইতে সুরক্ষার অধিকার যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩২। **জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ।**–আইনানুযায়ী জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩২ক। **শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বাসস্থানের অধিকার।**–অনুচ্ছেদ ১৫-এ উল্লিখিত বিধানসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে,

(১) প্রত্যেক নাগরিকের-

(ক) আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার;

(খ) রাষ্ট্রের বিদ্যমান সামর্থ্য ও সম্পদের উপলব্ধতা সাপেক্ষে সুচিকিৎসা পাইবার;

(গ) রাষ্ট্রের বিদ্যমান সামর্থ্য সাপেক্ষে খাদ্যের;

(ঘ) রাষ্ট্রের সামর্থ্য অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বসবাসের জন্য বাসস্থানের অধিকার থাকিবে।

(২) ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে প্রত্যেক অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার থাকিবে।

৩২খ। **ভোক্তার-সুরক্ষার অধিকার।** কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ভোক্তা-সুরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

৩২গ। **সামাজিক সুরক্ষার অধিকার।** কমিশন সুপারিশ করছে যে, বেকারত্ব, মাতৃত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা, বার্ধক্য এবং এতিম হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

৩২ঘ। **নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশের অধিকার।** কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ, পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই পরিবেশের অধিকার সংবিধানে নিশ্চিত করা হোক। সকল অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ভূমি-নদী-অরণ্য-সমুদ্র-বায়ুকে সর্বদা মুক্ত ও নির্মল রাখা সুনিশ্চিত করবে।

৩৩। গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ। (১) গ্রেপ্তারকৃত কোনো ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোনো কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,

(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশি শত্রু; অথবা

(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোনো আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোনো আইন কোনো ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোনো উপদেষ্টা-পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোনো আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৩৪। জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ। (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনোভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারি অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনত দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

(৩) প্রত্যেক কর্মজীবী নাগরিকের ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরিসহ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম সম্মানজনক ও সুরক্ষিত কাজের অধিকার থাকিবে।

৩৫। বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ। (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

(২) এক অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোনো দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোনো বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

৩৬। চলাফেরার স্বাধীনতা। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধসাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোনো স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৩৭। সমাবেশের স্বাধীনতা। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধসাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থি হয়।

৩৯। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধসাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের,

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার,

(গ) তথ্য পাওয়ার এবং ইন্টারনেটসহ যোগাযোগের সকল মাধ্যমের উপর সমান প্রবেশাধিকার,

(ঘ) আদালতের রায়ের সমালোচনা করিবার অধিকারের,নিশ্চয়তা দান করা হইল।

৪০। নিরাপদ পেশা, বৃত্তির ও শ্রমের অধিকার। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোনো পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোনো যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোনো আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

৪১। ধর্মীয় স্বাধীনতা। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

প্রস্তাবিত : প্রত্যেক নাগরিকেরপ্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগতভাবে, এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(গ) প্রত্যেক নাগরিক অন্যের ধর্মেরপ্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবে।

(২) কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

৪১ক। সংস্কৃতি ও পরিচয়ের অধিকার। কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সকলের নিজস্ব সংস্কৃতির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রত্যেকের নিজ ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং ভাষা, মূল্যবোধ, প্রথা, লিপি ও ঐতিহ্য অনুসারে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করবে।

৪১খ। সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার।- কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে এমন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক যাতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নতির অধিকার থাকবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে।

৪২। সম্পত্তির অধিকার।- (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষেপ্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোনো আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৩। গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতা রক্ষার অধিকার থাকিবে।

৪৪। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।

৪৪ক। মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর সাধারণ সীমাবদ্ধতার বিধান। (১) কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা আরোপের বিধান যুক্ত করা হোক। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভাগে স্বীকৃত কোনো মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা কেবল আইন দ্বারা এবং শুধু সেই পরিমাণে সীমিত করা যাবে যে পরিমাণে সীমা আরোপ একটি মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত। আরোপিত সীমা সাংবিধানিক কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নিম্নে বর্ণিত মানদণ্ড বিবেচনা করতে হবে :

(ক) আইন দ্বারা আরোপিত সীমা বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করে কি না;

(খ) আরোপিত সীমা উক্ত উদ্দেশ্যের সাথে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত কি না;

(গ) আইনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই সীমা সবচেয়ে কম বাধা সৃষ্টিকারী উপায় কি না;

(ঘ) এই সীমা আরোপের এবং আইনের উদ্দেশ্যের গুরুত্বের মধ্যে ভারসাম্য (balance) ও আনুপাতিকতা (proportionality) রক্ষা করা হয়েছে কি না; এবং

(ঙ) এই সীমা আরোপ সংবিধানের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

(২) কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিপীড়ন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর দণ্ড বা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা, দাসত্ব ও জবরদস্তিশ্রমের নিষেধাজ্ঞাসহ নির্দিষ্ট কিছু অধিকারকে কোনো ধরনের সীমা আরোপের অধীন করা যাবে না।

(৩) কমিশন সুপারিশ করছে যে, যেসব অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময়ের প্রয়োজন, সংবিধান তাদের বাস্তবায়ন সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল করবে এবং তাদের ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি থাকবে। কমিশন আরও সুপারিশ করছে যে, কোনো অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র অধিকারটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই বলে দাবি করে, তাহলে আদালত নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিবেচনা করবে :

(ক) রাষ্ট্রকেই প্রমাণ করতে হবে যে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই;

(খ) সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিরাজমান পরিস্থিতি-বিশেষ করে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করে মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতার সর্বাধিক উপভোগ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং

(গ) আদালত কেবল এই কারণে রাষ্ট্রের সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না যে রাষ্ট্র সেই সম্পদ ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে।

৪৪খ। সংসদীয় তদারকি ব্যবস্থা। কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভায় মানবাধিকার বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটি সংসদীয় বিলের খসড়া মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার মানদণ্ডে পর্যালোচনা করবে এবং যথাযথ সুপারিশ প্রদান করবে।

৪৫। শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন। কোনো শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোনো শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোনো বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৪৬। দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা। এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোনো অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোনো কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোনো দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোনো কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।

৪৭। কতিপয় আইনের হেফাজত।- (১) নিম্নলিখিত যে কোনো বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোনো আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোনো একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না :

(ক) কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোনো সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা;

(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ;

(গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোনো প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশত বা সম্পূর্ণত পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোনো সংস্থা কর্তৃক যে কোনো কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা

(চ) যে কোনো সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোনো অধিকার কিংবা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোনো বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোনো সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোনো আইনের কোনো বিধান কিংবা

অনুরূপ কোনো আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোনো বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থি, এই কারণে বাতিল বা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই অনুরূপ কোনো আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।

(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্যবা অন্য কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোনো আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোনো বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থি, এই কারণে বাতিল বা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না ।

৪৭ক। সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা। (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোনো প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোনো অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।

১৭.০১। সহ-সভাপতি বলেন, সংবিধান সংস্কার কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করে ৪০টি সুপারিশ প্রস্তাব করে। বিদ্যমান সংবিধানের ২য় ও ৩য় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নামে একটি একক সনদ প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল যা আদালতে বলবৎযোগ্য হবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে বিদ্যমান তারতম্য দূর করবে। এতে সংবিধানে কিছু নতুন অধিকার যেমন–খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্য পাওয়া, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণ, গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তাসুরক্ষা, শিশু উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনের অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সম্পর্কিত বিধান বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীকালে সকল দলের কাছে পাঠানো **১৬৬টি** সুপারিশের মধ্যে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ এবং ৫টি সুপারিশ পেশকে অন্তর্ভুক্ত করে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে সকলের মতামত এবং প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও জোট নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ ও এগুলোকে সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নের সাংবিধানিক আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে একমত পোষণ করে। সনদে এই প্রতিশ্রুতির কথাই উল্লিখিত হবে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৩৩টি সুপারিশের বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করে। গত ২৭ জুলাই সংশোধিতসমেত সম্পূর্ণ তালিকা সকলকে দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে কিছু রাজনৈতিক দল লিখিতভাবে কমিশনের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জমা দিয়েছে। রাজনৈতিক দল এবং জোট অর্থাৎ সকলে একমত হলে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাবগুলো জুলাই জাতীয় সনদে উল্লেখ না করে কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে। ভবিষ্যতে যাতে জনপ্রতিনিধিরা সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং আইনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারে। এই প্রস্তাবটি করা হচ্ছে এই কারণে যে, ফান্ডামেন্টাল জায়গাতে এগ্রিমেন্ট আছে, ডিটেইলস এর ক্ষেত্রে এই যে ৪০টি সুপারিশ সেক্ষেত্রে আমরা প্রক্রিয়ার ক্লিয়ার এগ্রিমেন্ট পাইনি। কিন্তু সকলেই এই জায়গায় একমত যে, বিদ্যমান যে ব্যবস্থা, বিদ্যমান যে অধিকারগুলো আছে সেগুলো নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এই বিষয়ে ঐকমত্য আছে কিন্তু বিস্তারিত বিষয়ে গেলে এর বাইরে ঐকমত্য তৈরি হচ্ছে না। কোনো ওভারওয়ার্মিং জায়গাও তৈরি হচ্ছে না। সে কারণেই কমিশনের প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, আমরা জাতীয় সনদে শুধু এইটুকু উল্লেখ করব যে, 'রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ,

সেগুলোকে সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে একমত হয়েছে'। এটিই হচ্ছে কমিশনের প্রস্তাব। আমরা বলেছি যে, সনদে আমরা এই বিস্তারিত দিব না। কমিশনের যে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি হবে সেই রিপোর্টে appendixহিসেবে এটি উল্লেখ থাকবে যে, এটিই ছিল কমিশনের প্রস্তাব। ফলে সুনির্দিষ্টভাবে ঐকমত্যের কিংবা ভিন্নমতের জায়গার কোনো সুযোগ থাকছে না।

প্রস্তাবের শেষ লাইনটি পুনরায় উল্লেখ করার অনুরোধ জানানো হলে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ একমত হলে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রস্তাবগুলো জুলাই জাতীয় সনদে উল্লেখ না করে কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধিরা সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও আইনি পরিবর্তন করতে পারেন'।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, **১**ম পর্যায়ের আলোচনায় সকল রাজনৈতিক দলই নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারিত হোক, সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হোক এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন ও আইনের পরিবর্তন করার বিষয়ে একমত। কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলো সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্য যতটুকু একমত হওয়া গেছে সেটুকু লেখা হবে। বাকিগুলো রিপোর্টে থাকবে, জুলাই জাতীয় সনদে নয়। যাতে করে জনপ্রতিনিধিরা পরবর্তীকালে বাস্তবায়ন করতে চাইলে গাইডেন্স হিসেবে কাজ করবে।

১৭.০২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**-এর পক্ষ থেকে নাগরিক অধিকার সম্প্রসারণের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা'। এখানে কোনো স্তর সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার স্তর সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করেন। তবে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত করার পক্ষে মত দেন। 'সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের অধিকার' সম্পর্কে বলেন, সংবিধানে আদিবাসী স্বীকৃত নয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, উপজাতি, বিভিন্ন পরিবার–এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা করা হলে প্রথমত বিদ্যমান সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রে আদিবাসী বলতে কিছু নেই। সকলেই বাংলাদেশি। তাই সংখ্যালঘু, আদিবাসী এ বিবেচনায় না গিয়ে জাতি গোষ্ঠীর বর্ণনা ইতঃপূর্বে যেভাবে দেওয়া হয়েছিল সেভাবে রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করে।

১৭.০৩। **সহ-সভাপতি** বলেন, 'রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোকে সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে'।

১৮.০০। **আলোচ্যসূচি : তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ**

১৮.০১। **সহ-সভাপতি** বলেন, কমিশন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে আজকে যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে সেটি কমিশনের সিদ্ধান্ত। হয়তো কিছু করণিক ও বাক্যগত ভুল থাকতে পারে যা পরবর্তীকালে সংশোধন করা হবে।

১৮.০২। **জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের** কমিশন কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত প্রস্তাবের ৮, ৯ ও **১**২ নাম্বারে নোট অব ডিসেন্ট আছে।

১৮.০৩। **১২ দলীয় জোটের** কমিশন কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত প্রস্তাবের ৮, ৯ ও **১**২ নাম্বারে নোট অব ডিসেন্ট আছে।

১৮.০৪। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে বলেন, কমিশন কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত প্রস্তাবের ৮, ৯, **১১** এবং **১**২ নাম্বারে নোট অব ডিসেন্ট আছে।

১৮.০৫। **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির** কমিশন কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত প্রস্তাবের ৮, ৯, **১১** এবং **১**২ নাম্বারে নোট অব ডিসেন্ট আছে।

১৮.০৬। **বাংলাদেশ লেবার পার্টির** কমিশন কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত প্রস্তাবের ৮, ৯, **১১** এবং **১**২ নাম্বারে নোট অব ডিসেন্ট আছে।

১৮.০৭। **সহ-সভাপতি :** কমিশন কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ সম্পর্কিত প্রস্তাবের কয়েকটি পয়েন্টে কয়েকটি দল ও জোটের নোট অব ডিসেন্টসহ গৃহীত হলো। সনদে এভাবেই উল্লেখ করা হবে।

১৯.০০। আলোচ্যসূচি : **রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি**

কমিশনের প্রস্তাব : 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বিষয়ক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব–

"সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অংশে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রিতি' উল্লেখিত থাকবে।"

১৯.০১। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি-এর বক্তব্য :** সংবিধানে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' অংশে সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতির বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। আর রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কী উল্লেখ থাকবে বা থাকবে না–তা সংসদে নির্ধারিত হবে। আমরা কমিশন কর্তৃক আনীত প্রস্তাবে ১০০% একমত।

১৯.০২। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর বক্তব্য :** রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ে একমত পোষণ করছে।

১৯.০৩। সহ-সভাপতি বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বিষয়ে পূর্ববর্তী সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব এসেছে। তবে এ বিষয়ে কিছু দল/জোটের আপত্তি থাকায় নোট অফ ডিসেন্ট দেবে কি না তা জানা প্রয়োজন। আলোচনাটি দীর্ঘদিন ধরে চলেছে এবং এটি নিয়ে পুনরায় আর আলোচনা হবে না। তাই সংশ্লিষ্ট দলের বক্তব্য রেকর্ড করা জরুরি।

১৯.০৪। **১২ দলীয় জোট** কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে।

১৯.০৫। গণফোরামের পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধানে বিদ্যমান ৪ মূলনীতির সঙ্গে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়গুলো যুক্ত করা হলে একমত। কিন্তু যদি ৪ মূলনীতি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নতুন প্রস্তাবিত অংশটুকু সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয় তাহলে নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে এবং একমত নন।

১৯.০৬। **সহ-সভাপতি** বলেন, বিগত দিনের আলোচনায় প্রত্যেকটি দল/জোট তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। কমিশনের সুপারিশ হচ্ছে প্রস্তাবিত অংশটুকু অবশ্যই থাকবে। সেক্ষেত্রে অন্যগুলো রেখে করা হবে না বাদ দিয়ে করা হবে সে সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলো গ্রহণ করবে।

১৯.০৭। **গণফোরাম** কমিশনের প্রস্তাব স্পষ্ট না হওয়ায় নোট অফ ডিসেন্ট দেয়।

১৯.০৮। **বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, বিদ্যমান মূলনীতির সঙ্গে এই প্রস্তাব উল্লেখ থাকলে ঐকমত্য। বিদ্যমান ৪ মূলনীতির সঙ্গে এগুলো সংযুক্ত হবে উল্লেখ না থাকায় দ্বিমত পোষণ করে এবং সভা বর্জন করে।

১৯.০৯। **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ**-এর পক্ষথেকে বলা হয়, কমিশনের সভাগুলো বেশ অম্ল-মধুর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। অনেক বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, আবার কিছু বিষয়ে ভিন্নমতও দেওয়া হয়েছে। আদর্শগত বা মৌলিক কাঠামোগত বিষয়ে কোনো নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া সম্ভব নয়। শব্দ ও বাক্যচাতুরীর মাধ্যমে কোনো কিছু আড়াল করার যে চেষ্টা করা হচ্ছে, তার অংশ হওয়া সম্ভব নয়। যদি এই প্রস্তাবটি সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার বিদ্যমান ৪ মূলনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তা না হলে এটি গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। প্রতিবাদস্বরূপ সভা বর্জন করে।

১৯.১০। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি–সিপিবি** পক্ষ থেকে বলা হয়, কিছু আদর্শিক বিষয়ে ঐকমত্যের চেষ্টা নিজেই একটি ভুল পদ্ধতি। জনগণই সার্বভৌম এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু কথার ও সময়ের মারপ্যাচে যে 'ডিফেক্টো' অবস্থা তৈরি হয়েছে, সেটি আসলে ৪ মূলনীতিকে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়ার শামিল। এটি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাই প্রতিবাদস্বরূপ সভা বর্জন করে।

১৯.১১। **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–বাংলাদেশ জাসদ**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, উত্থাপিত প্রস্তাবটি যদি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দলিলে রাখা হয়, তাহলে সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। সেই কারণে এই প্রসিডিংসে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করে।

১৯.১২। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জেএসডি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার'–এই আদর্শগুলো যেন সংবিধানের মূলনীতির অংশে যুক্ত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ১০ এপ্রিলের ঘোষণাপত্রে এই দর্শনের ভিত্তি ছিল, সেটি সংবিধানে যুক্ত করার দাবি করে আসা হয়েছে। তবে সেখানে মূলনীতির অবস্থানটা পরিষ্কার নয়। ফলে বিদ্যমান মূলনীতির সঙ্গে এটি যুক্ত করা যেতে পারে। প্রস্তাবটি স্পষ্ট না হওয়ায় ভিন্নমত পোষণসহ ওয়াকআউট করা হয়।

১৯.১৩। **বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সংকট নিরসনের জন্য যেপ্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেটি গ্রহণ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। কিন্তু 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' অংশের প্রস্তাবটি নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। এখানে বিদ্যমান মূলনীতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি বা তা বাদ দেওয়ার কথাও বলা হয়নি। তবে ভবিষ্যতে এ নিয়ে আলোচনা হবে, এখন নয়। বিদ্যমান মূলনীতির সঙ্গে এই প্রস্তাবটি উল্লেখ থাকবে। এর চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না বিধায় কমিশনের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়।

১৯.১৪। **জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)**-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, সকলের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের জন্য এনসিপি কৃতজ্ঞ। যে সকল বিষয়গুলোতে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে কমিশন কর্তৃক সুনির্দিষ্ট একটি দিন ধার্য করে আলোচনার আয়োজন করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো–আলোচনা তখনই সফল হবে যখন এর বাস্তবায়নের পথ নির্ধারিত হবে। তাই ঐকমত্যের বিষয়গুলো যাতে আইনিভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পায় এবং পরবর্তী নির্বাচন সেই ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। সেজন্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও সময়সীমা নিয়ে আলোচনা কবে শুরু হবে, তা জানতে চান।

১৯.১৫। **সহ-সভাপতি** বলেন, আজকে সকালেই এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঐকমত্যের যে বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়েছে সেগুলোর একটি খসড়া সনদ তৈরি হবে এবং সনদটি সকল দল/জোটের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সকল দল/জোটের মতামতের প্রতিফলন করেই চূড়ান্ত দলিল তৈরি হবে। বাস্তবায়নের প্রশ্নে কমিশনের অবস্থান হলো–এটি রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্তের বিষয়। ঐকমত্য কমিশন কেবল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে। যদি প্রয়োজন হয়, কমিশন আরও গভীরতর ভূমিকা নেবে। তবে আগামীকালই কিছু করার সম্ভাবনা নেই, কারণ পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং এজন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে। তাই আজকের আলোচনার মধ্য দিয়েই জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ২য় পর্বের আলোচনার সমাপ্তি হবে। বাস্তবায়নের উদ্যোগ রাজনৈতিক দলগুলোর হাতেই। যদি কমিশনের প্রয়োজন হয়, কমিশন অবশ্যই পাশে থাকবে এবং দল/জোটগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হবে।

[এ পর্যায়ে সংলাপ কিছু সময়ের জন্য বিরতি দেওয়া হয়]

[বিরতির পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ-এর সভাপতিত্বে সংলাপ পুনরায় শুরু হয়]

২০.০০। **আলোচ্যসূচি : রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)**

কমিশনের অদ্যকার চূড়ান্ত প্রস্তাব : সংবিধানের চতুর্থ ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের ৪৮(৩) সংশোধনপূর্বক

'এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী এবং ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং নিম্নলিখিত বিষয়াবলি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন' :

১। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ;

২। তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ;

৩। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ;

৪। আইন কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ;

৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ;

৬। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ।

২০.০১। **সহ-সভাপতি :** সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় দেখা যায় যে,

(১) সশস্ত্র বাহিনীসমূহের (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী) প্রধানদের নিয়োগ;

(২) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)-এর মহাপরিচালক নিয়োগ;

(৩) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই)-এর মহাপরিচালক নিয়োগ;

(৪) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ; এবং

(৫) এটর্নি জেনারেল নিয়োগ এবং

(৬) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ।

উক্ত ৬টি বিষয়ে কমবেশি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত রাষ্ট্রপতির হাতে না দেওয়ার পক্ষপাতী। এর বাইরে কারও পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ার বলে রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন :

(১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ;

(২) তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ;

(৩) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ;

(৪) আইন কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ;

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর নিয়োগ এবং

(৬) এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ।

এই ৬টি বিষয়ের মধ্যে প্রথম ৪টি বিষয়ে কোনোরকম ভিন্নমত নাই। তবে (৫) ও (৬)-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ এবং এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগের বিষয়ে যদি কারও কোনো নোট অব ডিসেন্ট থাকে তা রিকগনাইজ করা হবে।

২০.০২। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির**-এর পক্ষ থেকে ক্রমিক (৫) ও (৬) এ নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করা হয়।

২০.০৩। **জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম)**-এর পক্ষ থেকে ক্রমিক (৫) ও (৬) এ নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করা হয়।

২০.০৪। **জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ**-এর পক্ষ থেকে ক্রমিক (৫) ও (৬) এ নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করা হয়।

২০.০৫। **বাংলাদেশ লেবার পার্টির** পক্ষ থেকে ক্রমিক (৫) ও (৬) এ নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করা হয়।

২০.০৬। **নাগরিক ঐক্য**-এর পক্ষ থেকে ক্রমিক (৫) ও (৬) এ নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে নাগরিক ঐক্য নোট অব ডিসেন্ট প্রত্যাহার করে।

২০.০৭। **লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি–এলডিপি**-এর পক্ষ থেকে ক্রমিক (৫) ও (৬) এ নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করা হয়।

২০.০৮। সহ-সভাপতি বলেন, কারও পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ার বলে রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত পদে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন তা উল্লিখিত **৬টি** রাজনৈতিক দলের **নোট অব ডিসেন্টসহ নিষ্পত্তি করা হলো**।

২১.০০। ২য় পর্যায়ের আলোচনার সমাপনী বক্তব্য

২১.০১। সহ-সভাপতি বলেন, সকল রাজনৈতিক দল/জোটকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো। গত ২৩ দিন ধরে যে কাজটি করা হয়েছে বাংলাদেশের গত ৫৩ বছরের ইতিহাসে সেটি সংগঠিত হয় নাই।

২১.০২। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য : সকলে মিলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের নেতৃত্বে দেশের কল্যাণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছি। কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হতে না পারলেও এই ফোরামের সফলতা অনেক বেশি। প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভিন্ন দলের লোক একমত হবে এটি একটি অস্বাভাবিক বিষয়। কারণ প্রত্যেকের চিন্তার ও আদর্শের পার্থক্য রয়েছে। যে সমস্ত বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং অর্জন হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। যদি কোনো কিছু বাস্তবায়ন না হয় তাহলে এ আলোচনা নিরর্থক হবে। এর মানে হচ্ছে যে, কিছুই করা হয়নি। এটি পুরো জাতিকে শুধু হতাশই করবে না মানুষের ভিতরে ধারণা জন্মাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো সংস্কার করা যায়নি। সংস্কার বাস্তবায়ন করাই তো মূল বিষয়। কমিশনের জবাবে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয় যে, রাজনৈতিক দল কীভাবে করবে, কোথায় করবে, কে করবে, কে তাদেরকে ডাকবে, কীভাবে সংগঠিত হবে–তা স্পষ্ট নয়। তাহলে রাজনৈতিক দলগুলো কী এগুলো বাস্তবায়নের জন্য আলাদা আলাদাভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি দিবে? যদি রাজনৈতিক কর্মসূচি দেয় তাহলে আন্দোলন হবে, সংগ্রাম হবে, হরতাল হবে, ঘেরাও হবে, যমুনা ঘেরাও হবে, সবকিছু হবে–যা কাম্য নয়। এতকিছু করতে গেলে দেশের পরিবেশ সঠিক জায়গায় থাকবে কি না সন্দেহ রয়েছে। সংস্কারে ঐকমত্য করা হয়েছে বাস্তবায়নের জন্যে। যদি সহযোগিতা না করা হয় তাহলে নির্বাচন না হওয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া জন্য একটি ষড়যন্ত্র কি না, সেটাও ভেবে দেখতে হবে। নির্বাচন সকলেই চায় এবং ফেব্রুয়ারিতেই চায়। সংস্কারের যেটুকু এখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো আইনের ভিত্তিতে রূপ দেওয়া যেতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে এই কমিশনের মাধ্যমে আশ্বস্ত হওয়া দরকার। এই বিষয়ে সরকার প্রধানের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন হলে তা কমিশনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২১.০৩। জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য : দীর্ঘ ২ মাস বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোটের সঙ্গে আলোচনায় অনেক কর্মঘণ্টা এখানে ব্যয় হয়েছে। এখন যদি এই বিষয়ের কর্মপদ্ধতি রাজনৈতিক দলের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ছিল কি না তা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। পুরো জাতি এই দিকে তাকিয়ে ছিল। কী পদ্ধতিতে এটি বাস্তবায়ন হবে তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এই কমিশনের মাধ্যমেই গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

২১.০৪। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বি.এন.পির বক্তব্য :** জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠনের পূর্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৬টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কমিশন গঠন করেছিল। সংবিধান সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন এবং পুলিশ সংস্কার কমিশন। সমস্ত রাজনৈতিক দল/জোটের কাছ থেকে মতামত চাওয়া হয়েছে কী সংস্কার প্রয়োজন। সে প্রেক্ষিতে কমিশনের কাছে লিখিত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এরপর সংস্কার কমিশন সারাদেশের জনগণ ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, কথা বলেছে। রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই রিপোর্টের ওপর

আবার রাজনৈতিক দলের মতামত চাওয়া হয়েছে। ৬টি সংস্কার কমিশনের ৮২৬টি সুপারিশের প্রত্যেকটির ওপর বিএনপি মতামত দিয়েছে। এই সুপারিশসমূহের মধ্যে ৫১টি সুপারিশ ছাড়া বাকি সবগুলোতেই একমত পোষণ করা হয়েছে। শুধু ১১৫টি সুপারিশের ক্ষেত্রে মতামত, ভিন্নমত অথবা মন্তব্যসহ ঐকমত্য হয়েছে। পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদের এলডি হলে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দফাওয়ারি বৈঠক হয়েছে। সেই আলোচনার বিষয়বস্তুগুলোর সারসংক্ষেপ তৈরি করা হয়েছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়। মৌলিক ২১টি বিষয়ের মধ্যে বিএনপি মাত্র ৪টি বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে ঐকমত্যে এসেছে। ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। জুলাই জাতীয় সনদের ভূমিকা, গঠন, কার্যপ্রণালি এগুলোর প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে অঙ্গীকারনামা বা প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়েছে। এই খসড়ার ওপরও ঐকমত্য প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ গঠিত হলে এগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার জন্য ২ বছর সময় দেওয়া হবে। এরপর যদি কোনো নতুন প্রস্তাব এখানে নিয়ে আসা হয় আলোচনার জন্য তা Terms of Reference-এ আছে কি না সেটি প্রথম প্রশ্ন। Terms of Reference-এ যদি না থাকে তাহলে তার জন্য নতুন করে আবার কোনো কমিশন গঠিত হবে কি না এবং মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বসবেন কি না সেটি পরবর্তী প্রশ্ন। সেগুলোতেও বিএনপি একমত। যদি আলোচনা করা হয়, Terms of Reference ঠিক করা হয়, বৈঠক হয়, সকল আলাপ-আলোচনাতে বিএনপি বিশ্বাস করে। সকলে একটি জায়গায় এসে সেই আলোচনা হতে পারে। বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় ইতিবাচক। সবাই মিলে এখানে অবদান রাখা হয়েছে। এখানে অনেক অম্লমধুর আলোচনা হয়েছে। সমস্ত তিক্ততা ভুলে ভালো অভিজ্ঞতা নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। দীর্ঘ ২৩ দিনের বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকলকে বিএনপির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

২১.০৫। **জাতীয় নাগরিক পার্টির বক্তব্য :** জাতীয় নাগরিক পার্টির সঙ্গে এলডি হলে বৈঠকের সময় ৬টি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছিল। পদ্ধতি কী হবে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ঐকমত্য হলে পরবর্তীকালে পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সেই পদ্ধতি নিয়ে কোনো আলোচনা না করে শুধু একটি খসড়া দিয়ে বলা হলো যে, পরবর্তী সংসদে ২ বছর মেয়াদে তা বাস্তবায়ন করা হবে। এখন বলা হচ্ছে সে এখতিয়ার এ কমিশনের আছে কি না যা প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল। ২ বছর মেয়াদ কমিশনকে কে দিলো তা জানতে চান। কারণ এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা জানা প্রয়োজন।

২১.০৬। **সহ-সভাপতি** বলেন, রাজনৈতিক দল/জোটগুলোর মধ্যে আলোচনা করে যে সৌহার্দপূর্ণ যোগাযোগ তৈরি হয়েছে তা অব্যাহত থাকুক। সেই অর্থে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ভাবনা তৈরি হতে পারে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন অনুঘটকের কাজ করবে। যে সমস্ত বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে নোট অব ডিসেন্টসহ সেগুলোকে সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সনদের খসড়া পাঠানো হয়েছে। সনদের খুঁটিনাটি বিষয় তালিকাবদ্ধ করার জন্য সময়ের প্রয়োজন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে এটি চূড়ান্ত হবে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে সকলে মিলেই কাজ করা প্রয়োজন।

২১.০৭। **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য :** যে সকল বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য যদি আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করা হয় তাহলে এই শ্রম সফল হবে না। এগুলো তৈরি করতে যে সময় লাগবে তা শেষ করে আবার সকলে মিলে বসা হবে কি না তা জানতে চান। আশা প্রকাশ করা হয়, এগুলো বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

২১.০৮। **সহ-সভাপতি** বলেন, ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সনদের কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং সেটি করা সম্ভব হয়েছে। এখন ছোটখাটো বিষয়কে একত্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাঁড় করাতে হবে। খসড়ার বিভিন্ন বিষয়ে হয়তো আপত্তি থাকবে। বিভিন্ন বিষয় সংযুক্ত হবে আবার কিছু কিছু বিষয় বাদও যাবে। সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে তৈরি হওয়ার পর কথা বলা যাবে যে এটির ভবিষ্যৎ কী হবে। আলোচনার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

[অতঃপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক রাত ১০:০০টায় সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়]

পরিশিষ্ট-২২

নাগরিক মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব

নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাব

সংবিধান সংস্কার কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করে **৪০ (চল্লিশ)টি সুপারিশ প্রস্তাব** করেছে।

বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে **মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা** নামে একটি একক সনদ প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা আদালতে বলবৎযোগ্য হবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নাগরিক, রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে বিদ্যমান তারতম্য দূর করবে।

সংবিধানে কিছু নতুন অধিকার যেমন খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্য পাওয়া, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balance) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অধিকার খর্বের ঝুঁকি কমাবে।

যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি সরকারের জবাবদিহিতা বাড়াবে এবং সম্পদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী অধিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

পরবর্তীকালে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ৫ (পাঁচ)টি সংস্কার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ১৬৬টি সুপারিশের মধ্যে **নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ** সংক্রান্ত ৫ (পাঁচ)টি সুপারিশ স্প্রেডশিটে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সেগুলো রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের নিকট প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখিত সুপারিশসমূহ বিদ্যমান সংবিধানের তৃতীয় ভাগে সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের পর প্রস্তাবিত সংশোধিত অনুচ্ছেদ, যার নতুন বিধানগুলো বোল্ড/Bold-এ চিহ্নিত করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

২৬। **মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল**।—(১) এই ভাগের বিধানাবলির সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোনো বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোনো আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোনো আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোনো বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) সংবিধানের **১৪২** অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

২৭। **আইনের দৃষ্টিতে সমতা**- সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮। **ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য**।—(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

প্রস্তাবিত: ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য।-(১) কেবল ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী, **ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মত, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা**,বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

প্রস্তাবিত: কেবল ধর্ম, **জাতি**, গোষ্ঠী, **ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মত, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা**, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

২৯। **সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা**।—(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই-

(ক) নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোনো ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোনো আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণির কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোনো শ্রেণির নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

৩০। **বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ**।- রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনো খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না। **(কমিশনের প্রস্তাব করছে এই বিধান বাতিল করা হোক)**

৩০ক। উন্নয়নের অধিকার।- **কমিশন সুপারিশ করছে যে, উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার অংশ হিসেবে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে**

অংশগ্রহণ, অবদান রাখা এবং উপভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করা যাবে, যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।

৩০খ। শিশুর অধিকার।- কমিশন সুপারিশ করছে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতিকে গ্রহণ করে একটি শিশু অধিকারবিষয়ক অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক, যার মধ্যে থাকবে-নাম ও পরিচয়ের অধিকার; সহিংসতা ও অমানবিক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার; এবং নির্যাতন, অবহেলা, ক্ষতিকর সাংস্কৃতিক প্রথা, যেকোনো ধরনের সহিংসতা, অমানবিক আচরণ ও শাস্তি এবং বিপজ্জনক বা শোষণমূলক শ্রম থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার, এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্য সাপেক্ষে স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক যত্ন বা পিতা-মাতার যত্ন ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন হলে উপযুক্ত বিকল্প যত্ন পাওয়ার অধিকার।

৩০গ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার।- কমিশন সুপারিশ করছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যা আর্থিক দায়, সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদ বণ্টন (sharing) ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া ভবিষ্যৎ ‘প্রজন্মের অধিকার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হোক।

৩০ঘ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অধিকার।- কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে বিজ্ঞানের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ ও এর সুফল ভোগের অধিকার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিকূল প্রভাব থেকে সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৩১। **আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার।**-আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩১। **আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার।**-আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও আইনগত সহায়তার অধিকার, আইনের সমান সুরক্ষা ও সুবিধা লাভের অধিকার, সময়মত বিচারের অধিকার, যৌক্তিক জামিনে মুক্তির অধিকার রাষ্ট্রীয় অরাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ড ও গুম হইতে সুরক্ষার অধিকার যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩২। জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ।- আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩২ক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বাসস্থানের অধিকার।- অনুচ্ছেদ ১৫ এ উল্লিখিত বিধানসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে,

(১) প্রত্যেক নাগরিকের-

(ক) আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার;

(খ) রাষ্ট্রের বিদ্যমান সামর্থ্য ও সম্পদের উপলব্ধতা সাপেক্ষে সুচিকিৎসা পাইবার;

(গ) রাষ্ট্রের বিদ্যমান সামর্থ্য সাপেক্ষে খাদ্যের;

(ঘ) রাষ্ট্রের সামর্থ্য অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বসবাসের জন্য বাসস্থানের- অধিকার থাকিবে ।

(২) ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে প্রত্যেক অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার থাকিবে।

৩২খ। ভোক্তার-সুরক্ষার অধিকার।- কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে ভোক্তা-সুরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।

৩২গ। সামাজিক সুরক্ষার অধিকার।- কমিশন সুপারিশ করছে যে, বেকারত্ব, মাতৃত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা, বার্ধক্য এবং এতিম হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সামর্থ্য ও বিদ্যমান সম্পদের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে বলবৎযোগ্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

৩২ঘ। নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশের অধিকার।- **কমিশন সুপারিশ করছে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ, পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই পরিবেশের অধিকার সংবিধানে নিশ্চিত করা হোক। সকল অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ভূমি-নদী-অরণ্য-সমুদ্র-বায়ুকে সর্বদা মুক্ত ও নির্মল রাখা সুনিশ্চিত করবে।**

৩৩ গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ।- (১) গ্রেপ্তারকৃত কোনো ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোনো কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,

(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশি শত্রু; অথবা

(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোনো আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোনো আইন কোনো ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোনো উপদেষ্টা-পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোনো আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

৩৪। **জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ**।- (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনোভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। (২) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারি অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তি আইনত দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

(৩) প্রত্যেক কর্মজীবী নাগরিকের ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরিসহ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম সম্মানজনক ও সুরক্ষিত কাজের অধিকার থাকিবে।

৩৫। **বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ**।- (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

(২) এক অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোনো দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোনো বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোনো কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

৩৬। **চলাফেরার স্বাধীনতা**।- জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোনো স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৩৭। **সমাবেশের স্বাধীনতা**।- জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৩৮। **সংগঠনের স্বাধীনতা**।-জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থি হয়।

৩৯। **চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা**।- (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের,

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার,

(গ) তথ্য পাওয়ার এবং ইন্টারনেটসহ যোগাযোগের সকল মাধ্যমের উপর সমান প্রবেশাধিকার,

(ঘ) আদালতের রায়ের সমালোচনা করিবার অধিকারের, নিশ্চয়তা দান করা হইল।

৪০। **নিরাপদ** পেশা, বৃত্তির ও **শ্রমের অধিকার**।- আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোনো পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোনো যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোনো আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

৪১। ধর্মীয় স্বাধীনতা।- (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

প্রস্তাবিত: প্রত্যেক নাগরিকের **প্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগতভাবে, এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে** যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(গ) **প্রত্যেক নাগরিক অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবে।**

(২) কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ

কিংবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

৪১ক। **সংস্কৃতি ও পরিচয়ের অধিকার।- কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে সকলের নিজস্ব সংস্কৃতির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হোক। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রত্যেকের নিজ ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং ভাষা, মূল্যবোধ, প্রথা, লিপি ও ঐতিহ্য অনুসারে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা। এ বিষয়ে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা করবে।**

৪১খ। **সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার।- কমিশন সুপারিশ করছে যে, সংবিধানে এমন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক যাতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নতির অধিকার থাকবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে।**

৪২। **সম্পত্তির অধিকার**।- (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোনো আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোনো আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৩। গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ।- রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে।

৪৪ **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ**।- (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।

৪৪ক। **মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর সাধারণ সীমাবদ্ধতার বিধান ।- (১) কমিশন সুপারিশ করছে যে, প্রতিটি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা আরোপের বিধান যুক্ত করা হোক। মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভাগে স্বীকৃত কোনো মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতা কেবল আইন দ্বারা এবং শুধু সেই পরিমাণে সীমিত করা যাবে যে পরিমাণে সীমা আরোপ একটি মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত। আরোপিত সীমা সাংবিধানিক কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, নিম্নেবর্ণিত মানদণ্ড বিবেচনা করতে হবে :**

(ক) **আইন দ্বারা আরোপিত সীমা বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণ করে কি না;**

(খ) **আরোপিত সীমা উক্ত উদ্দেশ্যের সাথে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত কি না;**

(গ) **আইনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই সীমা সবচেয়ে কম বাধা সৃষ্টিকারী উপায় কি না;**

(ঘ) **এই সীমা আরোপের এবং আইনের উদ্দেশ্যের গুরুত্বের মধ্যে ভারসাম্য (balance) ও আনুপাতিকতা (proportionality) রক্ষা করা হয়েছে কি না; এবং**

(ঙ) **এই সীমা আরোপ সংবিধানের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।**

(২) **কমিশন সুপারিশ করছে যে, জীবনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিপীড়ন কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর দণ্ড বা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা, দাসত্ব ও জবরদস্তি শ্রমের নিষেধাজ্ঞাসহ নির্দিষ্ট**

কিছু অধিকারকে কোনো ধরনের সীমা আরোপের অধীন করা যাবে না।

(৩) কমিশন সুপারিশ করছে যে, যেসব অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময়ের প্রয়োজন, সংবিধান তাদের বাস্তবায়ন সম্পদের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল করবে এবং তাদের ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি থাকবে। কমিশন আরও সুপারিশ করছে যে, কোনো অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র অধিকারটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই বলে দাবি করে, তাহলে আদালত নিম্নলিখিত নীতিগুলি বিবেচনা করবে :

(ক) রাষ্ট্রকেই প্রমাণ করতে হবে যে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই;

(খ) সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিরাজমান পরিস্থিতি-বিশেষ করে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করে মৌলিক অধিকার বা স্বাধীনতার সর্বাধিক উপভোগ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং

(গ) আদালত কেবল এই কারণে রাষ্ট্রের সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না যে রাষ্ট্র সেই সম্পদ ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে।

৪৪খ। সংসদীয় তদারকি ব্যবস্থা।- কমিশন সুপারিশ করছে যে, আইনসভায় মানবাধিকার বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটি সংসদীয় বিলের খসড়া মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার মানদণ্ডে পর্যালোচনা করবে এবং যথাযথ সুপারিশ প্রদান করবে।

৪৫। **শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন**।- কোনো শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোনো শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোনো বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৪৬। **দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা**।- এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোনো অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোনো কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোনো দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোনো কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।

৪৭। কতিপয় আইনের হেফাজত।- (১) নিম্নলিখিত যে কোনো বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোনো আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোনো একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোনো অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না :

(ক) কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোনো সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা;

(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ;

(গ) অনুরূপ যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোনো প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশত বা সম্পূর্ণত পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোনো সংস্থা কর্তৃক যে কোনো কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা

(চ) যে কোনো সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোনো অধিকার কিংবা কোনো সংবিধিবদ্ধ

সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোনো সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোনো আইনের কোনো বিধান কিংবা অনুরূপ কোনো আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোনো বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থি, এই কারণে বাতিল বা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই অনুরূপ কোনো আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।

(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্যবা অন্য কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোনো আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোনো বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থি, এই কারণে বাতিল বা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না ।

৪৭ক। **সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা।**- (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোনো প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোনো অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।

নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত

সংবিধান সংস্কার কমিশন বিদ্যমান সংবিধানের অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করে ৪০ (চল্লিশ)টি সুপারিশ প্রস্তাব করেছে। রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে পাঠানো ১৬৬টি সুপারিশের মধ্যে 'চার্টার অব রাইটস' বা নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত ৫ (পাঁচ)টি সুপারিশ স্প্রেডশিটে অন্তর্ভুক্ত করে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের নিকট প্রেরণ করা হয়।

এই বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত ও প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও জোট নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলো সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে একমত পোষণ করে। সনদে এই প্রতিশ্রুতির কথা ঐকমত্য হিসেবে উল্লেখিত হবে।

২৭শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে সংশোধনীসহ সম্পূর্ণ তালিকা রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে প্রেরণ করা হয়। সেই প্রেক্ষাপটে গণসংহতি আন্দোলন ও বাসদ নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত তাদের লিখিত মতামত প্রদান করে।

ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দল ও জোটের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ একমত হলে **নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ** সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাবগুলো জুলাই জাতীয় সনদে উল্লেখ না করে কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধিরা সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও আইনি পরিবর্তন করতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বিষয়টি জাতীয় সনদে নিম্নরূপভাবে উল্লেখের বিষয়ে একমত পোষণ করে ৩০টি রাজনৈতিক দল ও জোট: "নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, সেগুলোর সুরক্ষা এবং বাস্তবায়নে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হবে, যাতে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ভবিষ্যতে জনপ্রতিনিধিরা সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও আইনি পরিবর্তন করতে পারেন।"

গণসংহতি আন্দোলন

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

৩০৬-৩০৭, রোজভিউ প্লাজা, ১৮৫ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫, ফোন: ০১৭২১-৬২৩৬২৭
ganosamhati.cec@gmail.com. www.ganosamhati.org, https://www.facebook.com/ganosamhati/

ঐকমত্য কমিশনের মৌলিক অধিকার বিষয়ক প্রস্তাব এর বিষয়ে কিছু সংশোধনী :

তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার

২৭. ৩-এ শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার বদলে প্রতিবন্ধকতা শব্দের ব্যবহার।

২৯. (গ) অনুপযোগী শব্দের বদলে অধিকতর উপযোগী শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন (বহু কাজকে নারীর অনুপযোগী বিবেচনার যে সামাজিক রীতি আছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে তার সুযোগ না রাখার লক্ষ্যে)

৩২. এই অনুচ্ছেদটি এভাবে পুনর্লিখন করার প্রস্তাব করছি :

জীবন, সম্পদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ : রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের জীবন, সম্পদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করবে। এই অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো আইন করবে না। তবে কোনো ব্যক্তি যদি অন্য নাগরিকের জীবন, সম্পদ ও স্বাধীনতা হরণকারী কর্মকাণ্ডে জড়িত হন এবং তা বিচারিক প্রক্রিয়ায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় তাহলে আইন অনুযায়ী তার এই অধিকার স্থগিত, সীমিত বা রদ করা যাবে।

৩৯.(২) বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্লসটি এখানে বাদ দেওয়া দরকার, এর অপব্যবহারের আশঙ্কা আছে।

মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবনা

বাসদ (মার্কসবাদী)

- প্রস্তাবনার ২ নং, ৩২(ক) নং, ৪৪(ক) নং পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সার্বিকভাবে মৌলিক অধিকার নিয়ে বক্তব্যে রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতির কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের কার্যকর করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা এই অধিকারগুলো সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত ও আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য করা হউক।

- সম্পদের প্রাপ্যতার শর্তটি রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে না। বিভিন্ন মৌলিক অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে সংবিধানে আলাদা আলাদা সানরাইজ ক্লজ যুক্ত করতে হবে, অর্থাৎ সংবিধান রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়ে দেবে যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন মৌলিক অধিকার সে বাস্তবায়ন করবে।

- এইভাবে আয়োজন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প আয়োজনের ব্যাপারে রাষ্ট্রকেই ভাবতে হবে। সেক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নাগরিকদের এ বিষয়ে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। অর্থাৎ গৃহহীনদের গৃহের ব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত করা সম্ভব হবে না, রাষ্ট্র তাদের প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া প্রদান করবে। সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত চিকিৎসা ভাতা ও বিশেষ চিকিৎসার জন্য বিশেষ বরাদ্দ দেবে। এইরূপে মৌলিক অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে হবে।

- তৃতীয় ভাগের ২৬(৩) ধারার ব্যাপারে আমরা আগেও বিরোধীতা করেছি। আমরা মনে করি এই ধারা বিলুপ্ত করতে হবে। মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন আইন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাশ করানো যাবে না। মৌলিক অধিকারের এই সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

- ৩৩ অনুচ্ছেদের (৩) উপঅনুচ্ছেদের (খ) উপধারা বিলুপ্ত করতে হবে। নিবর্তনমূলক আটকের বিধানের এই ধারাটি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও বিচার পাওয়ার অধিকারকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করে। (খ) উপধারা বিলুপ্ত হলে (৪), (৫) ও (৬) উপঅনুচ্ছেদের কার্যকরিতা থাকে না।